



তাকসীরে
ইবনে কাছীর

আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ.)

মুদ্রিত

তাকসীরে ইবনে কাছীর

ষষ্ঠ খণ্ড

মূল : ইমাম আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছীর (র)

অনুবাদ : অধ্যাপক আখতার ফারুক



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাকসীরে ইবনে কাছীর (মঠ খণ্ড)

উন্নয়ন প্রকল্প

মূল : ইমাম আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছীর (র)

অনুবাদ : অধ্যাপক আখতার ফারুক

প্রকাশকাল

আমাদ ১৪০৭

রবিউল আউয়াল ১৪২১

জুন ২০০০

ইফাৰা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৭৪

ইফাৰা প্রকাশনা : ১৯৯০

ইফাৰা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭

ISBN : 984 - 06 - 0574 - 7

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর ঢাকা-১২০৭

মুদ্রণ

মোঃ সিন্দিকুর রহমান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

বাঁধাই

আল-আমীন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস

৮৫, শরৎগঞ্জ রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ

জসিম উদ্দিন

মূল্য = ২৩০ টাকা মাত্র।

TAFSIRE IBN KASIR (6th Volume) Commentary on the Holy Quran : Written by Imam Abel Fida Ismail Ihne Kasir (Rh.) in Arabic, translated by Prof Akhter Farooq into Bengali and published by Director, Translation and Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June-2000

Price : 230 Taka only.

ar : 8-00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মুজিবাপূর্ণ আশমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইংগিতময় ভাষায় মহান রাক্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত ভাবত জ্ঞানের বিশাল ভান্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়নি। বহুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনঃগ্রন্থ, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহে রাক্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সত্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইংগিতময় ও ব্যজনধর্মী, তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন কি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সত্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। বহুত এই দমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বন্ধিত তাকসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাকসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মোফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সর্বজনবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

এ তাকসীর গ্রন্থের অধিকাংশই প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এ তাকসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারে, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আরবী, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাকসীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাকসীর গ্রন্থ আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষার রচিত তাকসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাইল ইবনে উমর ইবনে কাছীর প্রণীত 'তাকসীরে ইবনে কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা এবং পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইবনে কাছীর তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোক

কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইবনে কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসাবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ুতী বলেছেন, “এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।” আল্লামা শাওকানী এই গ্রন্থটিকে ‘সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম বলে মন্তব্য করেছেন।

মহান আল্লাহ তা‘আলার অশেষ মেহেত্তবাণীতে এই তাফসীর গ্রন্থের ৫টি খন্ডের বাংলা অনুবাদ আমরা বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। এবার এর ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশ করা হলো। এজন্য আমরা আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীর-গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝার এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন। আমীন।

মওনানা আবদুল আউয়াল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে আমরা আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ ‘তাফসীরে ইবনে কাছীর’ (তাফসীরুল কুরআনুল কারীম)-এর ৫টি খণ্ড বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। এজন্য পরম করুণাময় আল্লাহ তা‘আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। শেখ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-স্বাঞ্জনময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের নেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর-গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু এখন তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা ছিল অত্যন্ত দুর্লভ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, আলোচ্য গ্রন্থটি তার অন্যতম। আল্লামা ইবনে কাছীর প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয় এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াতসমূহ এবং রাসূল (সা)-এর হাদীসের সহায়্যে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবনমন করার কারণে আল্লামা ইবনে কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

আমরা এই বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থের ষষ্ঠ খন্ডের অনুবাদ বাংলা-ভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে গভীর আনন্দ অনুভব করছি। আমরা আশা করি, পূর্বের ৫টি খন্ডের ন্যায় ষষ্ঠ খন্ডটিও ব্যাপক গঠক প্রিয়তা লাভ করবে।

আমরা এই গ্রন্থের অনুবাদ নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বস্বক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। তৎসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, তা অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

সূরা হিজর

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯
৪-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৩
৬-৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪
১০-১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫
১৪-১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬
১৬-২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭
২১-২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯
২৪-২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০
২৬-২৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬
২৮-২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৫
৩০-৩৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬
৩৪-৩৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭
৩৯-৪৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮
৪৫-৫০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২
৫১-৫৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৭
৫৭-৬০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮
৬১-৬৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯
৬৫-৬৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০
৬৭-৭২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১
৭৩-৭৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৩
৭৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৩

[আট]

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৭৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৫
৮০-৮৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৫
৮৫-৮৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৭
৮৭-৮৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৮
৮৯-৯৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬২
৯৪-৯৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৬
৯৭-৯৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৭

সূরা আন-নাহুল

১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭১
২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৩
৩-৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৪
৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৫
৬-৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৬
৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৮
৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮০
১০-১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮২
১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮৩
১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮৪
১৪-১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮৫
১৯-২১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮৯
২২-২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯০
২৪-২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯১
২৬-২৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৩

[নয়]

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২৮-২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৫
৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৬
৩১-৩২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৭
৩৩-৩৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৯
৩৫-৩৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০০
৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০১
৩৮-৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০৪
৪১-৪২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০৬
৪৩-৪৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০৮
৪৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১০
৪৬-৪৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১১
৪৮-৫০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১২
৫১-৫৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১৪
৬০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১৬
৬১-৬২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১৮
৬৩-৬৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২১
৬৫-৬৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২২
৬৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২৩
৬৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২৪
৬৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২৫
৭০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২৯
৭১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩০
৭২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩১
৭৩-৭৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৩

[দশ]

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৭৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৪
৭৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৫
৭৭-৭৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৬
৮০-৮৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৯
৮৪-৮৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪৩
৮৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪৬
৯০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪৮
৯১-৯২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫২
৯৩-৯৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৬
৯৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৮
৯৮-১০০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৯
১০১-১০৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬১
১০৪-১০৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৩
১০৬-১০৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৫
১১০-১১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৯
১১২-১১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭০
১১৪-১১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৬
১১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৪
১১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৫
১২০-১২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৭
১২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৯
১২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮১
১২৬-১২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮২

[এগার]

সূরা বনী ইসরাঈল

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৭
২-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫৮
৪-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৩
৭-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬১
৯-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৩
১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৪
১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৫
১৩-১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৭
১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭০
১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৩
১৭-১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৫
২০-২১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৬
২২-২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৮
২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৯
২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৩
২৬-২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৪
২৯-৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৬
৩১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৯
৩২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০০
৩৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০১
৩৪-৩৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৩

[বার]

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৩৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৪
৩৭-৩৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৫
৩৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৭
৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৮
৪১-৪৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৯
৪৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১০
৪৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১৪
৪৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১৫
৪৭-৪৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১৭
৪৯-৫২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১৯
৫৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২২
৫৪-৫৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২৩
৫৬-৫৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২৫
৫৮-৫৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২৭
৬০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩১
৬১-৬২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৩
৬৩-৬৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৪
৬৬-৬৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৭
৬৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৮
৬৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৯
৭০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪০
৭১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪১
৭২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪২
৭৩-৭৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪৪

[তের]

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৭৬-৭৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪৫
৭৮-৭৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪৭
৮০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬০
৮১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬১
৮২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬৩
৮৩-৮৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬৪
৮৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬৫
৮৬-৮৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭০
৯০-৯৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭২
৯৪-৯৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭৯
৯৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮০
৯৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮১
৯৮-৯৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮২
১০০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮৪
১০১-১০৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮৫
১০৫-১০৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮৯
১০৭-১০৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৯১
১১০-১১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৯২

সূরা আল-কাহাফ

১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৯৯
৬-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০২
৯-১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০৪
১৩-১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০৭

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১২
১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১৪
১৯-২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১৬
২১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১৭
২২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২০
২৩-২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২২
২৫-২৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২৪
২৭-২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২৬
২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩০
৩০-৩১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩৩
৩২-৩৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩৪
৩৭-৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩৬
৪১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩৭
৪২-৪৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩৯
৪৫-৪৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৪১
৪৭-৪৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৪৭
৫০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫২
৫১-৫২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫৫
৫৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫৬
৫৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫৮
৫৫-৫৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫৯
৫৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬০
৫৮-৫৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬১
৬০-৬১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬২

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৬২-৬৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬৩
৬৬-৬৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৭৭
৬৯-৭০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৭৮
৭১-৭৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮০
৭৪-৭৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮১
৭৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮২
৭৭-৭৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৩
৭৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৪
৮০-৮১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৫
৮২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৬
৮৩-৮৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯১
৮৫-৮৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯৫
৮৯-৯০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯৯
৯১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০০
৯২-৯৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০১
৯৪-৯৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০২
৯৭-৯৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০৫
১০০-১০২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১০
১০৩-১০৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১১
১০৭-১০৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১৪
১০৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১৫
১১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১৬

তাসীরে ইবনে কাছীর
ষষ্ঠ খণ্ড

সূরা-আল হিজর

মক্কী ৯৯ আয়াত, ৬-কক্বু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) اَلرَّحْمٰنُ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرٰنٍ مُّبِیْنٍ ۝

(২) رَبِّمَا یُوَدُّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِیْنَ ۝

(৩) ذُرُّهُمْ یَاكُلُوْا وَیَتَمَتَّعُوْا وِیْلَهُمْ اَلْاَمَلُ فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ ۝

১. আলিফ-লা-ম-রা এইগুলি আয়াতে মহাপ্রহেলার সুস্পষ্ট কুরআনের।

২. কখনও কখনও কফিরগণ আকাঙ্ক্ষা করিবে যে তাহারা যদি মুসলিম হইত!

৩. উহাদিগকে ছাড়—যাইতে থাকুক ভোগ করিতে থাকুক এবং আশা উহাদিগকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক—পরিণামে উহারা বুঝিবে।

তাত্ফসীর : মুকাত্তা'আত হরফ সম্পর্কে পূর্বেই বিশদ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অত্র আয়াতের মাধ্যমে কফিররা যে তাহাদের 'কুফর' এর কারণে অনুভূত হইবে এবং পুনরায় দুনিয়ার প্রত্যাবর্তন করিয়া সংকল্প করিবার আকাঙ্ক্ষা করিবে আল্লাহ সেই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। আল্লামা সুন্দী (র) তাহর তাত্ফসীরের মধ্যে মুশহুর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও ইদনে মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবরয়ে কিরাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কুরাইশ গোত্রীয় কফিরদিগকে যখন দোষখের সম্মুখীন করা হইবে তখন তাহারা আকাঙ্ক্ষা করিবে, হায়! যদি তাহারা মুনলমান হইত! কেহ কেহ বলেন, সমস্ত কফিরই তাহারা মৃত্যুকালে মুদ্বিন হইবার

আকস্মক ভাবে। অত্র আয়াতে ইয়াহু বুঝান হইয়াছে কেহ কেহ বলিয়াছেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। যেমন-অন্যতঃ ইরশাদ হইয়াছে,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَفَعُوا عَلَى النَّارِ فَأَقَالُوا بِالْبُيُوتِ نَزْدًا وَلَا يَكْتُمُونَ بِآيَاتِ رَبِّكَ فَكَفُورًا
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ -

যদি আপনি কাফিরদিগকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইতেন, যখন তাহাদিগকে দোষের উপর দণ্ডায়মান করা হইবে এবং তাহারা বলিবে হয়! যদি আমাদের উপর পুনরায় দুনিয়ার প্রত্যাবর্তন করা হইত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করিতাম না আর খাঁটি মুমিন হইয়া ফিঁতাম।

সুফিয়ান সাওরী (র)...হযরত আবুল্লাহ (রা) হইতে **رَبِّمَا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا** -এর তাকসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন। এই আয়াতেটি জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহারা যখন অন্যান্য লোককে দোষ হইতে বাহির হইতে দেখিবে, তখন তাহারা অনুভব করিয়া বলিবে, হয় যদি তাহারা মুসলমান হইত। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুসান্না (র) হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে **رَبِّمَا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ** ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে যখন মুসলমান অপরাধীদিগকেও মুশরিকদের সহিত জাহান্নামে আটক করিয়া রাখিবেন তখন মুশরিকরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমরা যে দুনিয়ার আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করিয়াছিলে উহাতো কোন উপকারে আসিল না। তাহাদের এই উক্তিতে আল্লাহ রাগান্বিত হইবেন এবং মুসলমানদিগকে অনুগ্রহপূর্বক দোষ হইতে বাহির করিয়া দিবেন। তখন মুশরিক ও কাফিররা বলিবে হয়, তাহারাও যদি মুসলমান হইত। আব্দুর রায্বাক (র) মুজাহিদ (র) হইতে বলেন, দোষীরা তাওহীদ-পন্থিদিগকে বলিবে, তোমাদের ঈমানের লাভটা কি হইল? তাহাদের এই কথা প্রেক্ষিতে আল্লাহ ফিরিশ্বাদিগকে বলিবেন, তাহাদের অন্তরে ধূলিকণা পরিমাণ ঈমান আছে তাহাদিগকে দোষ হইতে বাহির কর। এই সময়ের প্রতি ইংগিত করিয়াই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, **رَبِّمَا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ** যাহ্বাক, কাভাদাহ, আবুল আলীয়াহ (র) ও অন্যান্য তাকসীরকারগণ হইতে অনুগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে। অনেক মারফু' হাদীসও এই সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয আব্দুল কানেম তাবরানী (র)...আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন,

যাহারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কলোমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিত তাহাদের মধ্য হইতে কিছু লোক তাহাদের গুনাহর কারণে দোষে প্রবেশ করিবে, তখন লাভ ও উম্মা-এর উপাসকরা বলিবে, "তোমাদের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তো আজ কোন উপকার করিতে পারিল না। তোমরাও তো আজ আমাদের সহিত দোষেই অবস্থান করিতেছ।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে দোষ হইতে বাহির করিয়া "নহরে হামাত" এ যৌত করাইবেন এবং চন্দ্র যেমন গ্রহণ শেষে পুনরায় উজ্জ্বল ও আলোকময় হয়, অনুরূপভাবে তাহারাও উজ্জ্বল হইবে। এবং তাহারা "জাহান্নামী" নামে পরিচিত হইবে।" তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আনাস আপনি কি নিজেই ইয়াহু রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে শুনিয়াছেন? তখন তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি "যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার উপর মিথ্যা কথা বলে সে যেন দোষকে তাহর ঠিকানা করিয়া নয়।" এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে ইয়াহু বলিতে শুনিয়াছি। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া তাবরানী বলেন, হাদীসটি শুধু "জাহান্নাম" (র) বর্ণনা করিয়াছেন। (দ্বিতীয় হাদীস) আব্বাম তাবরানী (র) আরো বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে অহমদ ইবনে হাম্বল (র) তিনি হযরত আবু মুসা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন দোষবাসীরা দোষে নমবেত হইবে এবং তাহাদের সহিত কিছু আহলে কিবলা মুসলমানও তথঃ প্রবেশ করিবে তখন মুসলমানদিগকে কাফিররা বলিবে, তোমরা মুসলমান হিসেবে কি? তাহারা উত্তর করিবে, হাঁ, কাফিররা বলিবে, তোমাদের ইসলাম কি তোমাদের কোন উপকার করিতে পারে নাই? আর আমাদের নাথৈ যে তোমরা দোষে প্রবেশ করিয়াছ? তাহারা বলিবে আমরা মুসলমান হইয়াও অনেক গুনাহে লিপ্ত হইয়াছিলাম সেই কারণেই আমরা শাস্তিতে প্রোফতার হইয়াছি। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই অলোচনা শ্রবণ করিয়া মুসলমানদিগকে দোষ হইতে বাহির হইবার নির্দেশ দিবেন। অতঃপর তাহারা বাহির হইয়া যাইবে তখন দোষে অবস্থানরতঃ কাফিররা বলিবে, হয়! আজ যদি আমরা মুসলমান হইতাম তবে আমরাও তাহাদের ন্যায় বাহির হইয়া যাইতাম। রাবী বলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) পড়িলেন, **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** **الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ** ইবনে আবু হাতিম (র) খালেদ ইবনে নাফি' (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি ইহার সহিত **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** ও যোগ করিয়াছেন। (তৃতীয় হাদীস) আব্বাম তাবরানী (র) বলেন, মুসা ইবনে হারুন (র) সালিহ ইবনে শরীফ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন আমি আবু নায়ীদ খুদরী

(রা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা) কে **رَبِّمَا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ** সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দিতে গুনিয়েছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, গুনিয়েছি তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা কিছু মু'মিন লোককে তাহাদের শাস্তি ভোগ করিবার পর দোষখ হইতে বাহির করিবেন। যখন মুশরিকদের সহিত তাহাদিগকেও দোষখে দাখিল করিবেন তখন মুশরিকরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমরা না বলিতে যে, তোমরা আল্লাহর বন্ধু! এখন কি হইল যে তোমরাও আমাদের সহিত দোষখের বাসিন্দা হইয়াছ। আল্লাহ তখন তাহাদের এই বিদ্রূপমূলক কথা গুনিতে পাইবেন, তখন তাহাদের জন্য সুপারিশের অনুমতি প্রদান করা হইবে। অতঃপর ফিরিশতাগণ, অঙ্গিয়ালে কিরাম ও মু'মিন বান্দগণ তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবেন। অবশেষে তাহারা আল্লাহর হুকুমে দোষখ হইতে বাহির হইবে। যখন মুশরিকরা তাহাদিগকে দোষখ হইতে বাহির হইতে দেখিবে, তখন তাহারা বলিবে, হায়। যদি আমরা তাহাদের মত হইতাম তবে আমরা তাহাদের সহিত বাহির হইতে পারিতাম। তিনি বলেন, **رَبِّمَا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ** -এর মধ্যে এই কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। অতঃপর তাহাদের মুখমস্তল কাল হইবার কারণে তাহাদিগকে বেহেশতের মধ্যে জাহান্নামী নামে স্মরণ করা হইবে। তখন তাহারা আল্লাহর দরবারে আবেদন করিবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এই নামের কলংক মুছিয়া দিন। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের আবেদন মঞ্জুর করিবেন। অতঃপর তাহারা বেহেশতের নহরে গোসল করিবে এবং তাহাদের এই নাম মুছিয়া যাইল। রাবী বলেন, অতঃপর আবু উসামাহ (র) স্বীকার করিলেন যে, হাঁ, আবু রওক (র) আমার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। (চতুর্থ হাদীস) ইবনে আবু হাতিম (র) বলেন, আলী ইবনে হুসাইন (রা) মুহাম্মদ ইবনে আলী (র) হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও হইবে যে, আগুন তাহার হাঁটু পর্যন্ত ধরিবে। কেহ কেহ এমন হইবে যে আগুন তাহার কোমর পর্যন্ত ধরিবে আর কেহ কেহ এমনও হইবে তাহার গলা পর্যন্ত আগুন জ্বলিতে থাকিবে। তাহাদের গুনাহ ও তাহাদের আসল অনুযায়ী এই পার্থক্য হইবে। তাহাদের কেহ কেহ এমন হইবে যে, তাহারা এক মাস যাবৎ দোষখে অবস্থান করিবে। তাহার পর বাহির হইয়া আসিবে। আবার কেহ এক বছর কাল অবস্থান করিয়া বাহির হইবে। কিন্তু তাহাদের সর্বাধিক দীর্ঘকাল যে তথায় অবস্থান করিবে তাহার সময় হইবে পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত। আল্লাহ তা'আলা যখন তাহাদিগকে দোষখ হইতে মুক্তি দানের ইচ্ছা করিবেন তখন ইয়াহুদী নাসারা ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের যাহারা

দোষখে অবস্থান করিবে তাহারা তাওহীদপন্থি লোকদিগকে বলিবে, তোমরা ভে আল্লাহর প্রতি ফিরিশতাগণের প্রতি ও রাসূলগণের প্রতি ইমান আনিয়াছিলে, কিন্তু আজ যে তোমরা আমাদের সহিত দোষখের অধিবাসী হইয়াছ। তখন আল্লাহ তাহাদের এই কথার কারণে এতই অসন্তুষ্ট হইবেন যে, পূর্বে অন্য কোন কারণে এত অসন্তুষ্ট হন নাই। অতঃপর তিনি বেহেশতের একটি স্বর্ণপার নিকট তাহাদিগকে লইয়া যাইবেন **قوله ذُرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا** ভোগ করিতে ছাড়িয়া দিন। এই কথা বলিয়া আল্লাহ তাহাদিগকে ধমক দিয়েছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন, **فَلْيَتَمَتَّعُوا فَإِن مَصِيبُهُمْ إِلَى النَّارِ** আপনি বলিয়া দিন, তোমরা আরাম ভোগ করিতে থাক অবশেষে দোষখই হইবে তোমাদের ঠিকানা। আরো ইরশাদ হইয়াছে, **وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ** তোমরা কিছু কাল আহা করিতে ও ভোগ করিতে থাক, তোমরা অপরাধীর দল। **وَلِيَهُمُ الْأَمَلُ** তাহাদের দীর্ঘ আশা আকাংক্ষা তাহাদিগকে তওবা করা হইতে গাফেল করিয়া রাখে **فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ** এখন শীঘ্রই তাহারা অশুভ পরিণতি জানিতে পারিবে।

(৪) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ

(৫) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ

৪. আমি কোন জনপদকে তাহার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হইলে ধ্বংস করি নাই।

৫. কোন জাতি ও তাহার নির্দিষ্ট কালকে তরান্বিত করিতে পারে না, বিলম্বিতও করিতে পারে না।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, তিনি কোন জনপদকে কেবল তখনই ধ্বংস করিয়াছেন, যখন উপযুক্ত দলীল প্রমাণ আসিয়াছে এবং তাহাদের মৃত্যুর জন্য নির্দিষ্ট সময়ও সমাগত হইয়াছে। আর কোন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের নির্দিষ্ট সময় সমাগত হইবার পূর্বেও কেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, আর সময় সমাগত হইলে কেহ বিনষ্ট করিবারও কোন ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহর এই বাণী দ্বারা যক্ষাবাসীদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে যে তাহারা যেন তাহাদের শিরক ও ইসলামের প্রতি বিশেষ পরিহার করে যাহার কারণে তাহারা ধ্বংস হইবারই যোগ্য হইয়াছে নচেৎ তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য।

(৬) وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝

(৭) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

(৮) مَا نُنزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ۝

(৯) إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۝

৬. উহারা বলে ওহে যাহার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। তুমি তো নিশ্চয়ই উনাদ।

৭. তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদের নিকট ফিরিশতাগণকে উপস্থিত করিতেছ না কেন?

৮. আমি ফিরিশতাগণকে প্রেরণ করি না যথার্থ কারণ ব্যতীত; ফিরিশতাগণ উপস্থিত হইলে উহারা অবকাশ পাইবে না।

৯. আমিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক।

তাফসীর ৪ আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের কুফর ও বিবেচ সম্পর্কে খবর প্রদান করেন, তাহারা বলে, يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ হে সেই ব্যক্তি! যে তাহার উপর যিকির অবতীর্ণ হয় বলিয়া দাবী করে إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ অবশ্যই তুমি আমাদের তেওয়ার অনুসরণ করিতে ও আমাদের পূর্ব-পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করিতে বলায় নিঃসন্দেহে পাগল।

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ তুমি আমাদের নিকট তেওয়ার সঙ্গে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ফিরিশতাগণকে উপস্থিত কর না কেন? যেমন ফিরাতেন বলিয়াছিল, فَلَوْلَا الْفَيْءُ عَلَيْهِ تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ مِنْ رَبِّكَ أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلَكَةُ مَقْرِنِينَ তাহার নিকট স্বর্ণের চূড়ি কেন রাখা হয় নাই কিংবা তাহার সহিত ফিরিশতাগণ মিলিত হইয়া আসে নাই কেন?

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا

যাহারা আমার সহিত সাক্ষ্য লাভের আশা করে না তাহারা বলে, আমাদের নিকট ফিরিশতাগণকে অবতীর্ণ করা হয় নাই কেন? কিংবা আমরা আমাদের প্রভুকেই দেখিয়া নইতাম। আসলে তাহারা অহংকারী হইয়াছে এবং বড়ই দাম্ভিক হইয়া পড়িয়াছে। যেই

দিন তাহারা ফিরিশতাগণকে দেখিতে পাইবে সেইদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুনংবাদ থাকিবে না। অনুরূপভাবে অত্র আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন مَا نُنزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ আমি ফিরিশতাগণকে হকের সহিত অবতীর্ণ করিয়া থাকি আর তখন তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হয় না। হযরত মুজাহিদ (র) এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আমরা ফিরিশতাগণকে 'রিসালাত' ও আযাব সহকারেই প্রেরণ করিয়া থাকি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি যিকির অর্থাৎ আল-কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তিনিই উহার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন পরিবর্তন হইতে উহাকে সংরক্ষণ করিবেন। كَذَلِكَ خَافَتُونَهُ أَلَمْ حَافَتُونَ এত যমীরা (সর্বনামপদ) কে নবী করীম (সা)-এর প্রতি ফিরাইয়াছেন। অর্থাৎ আমি নবী করীম (সা) এর সংরক্ষণকারী। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মানুষ হইতে হিফায়ত করেন। কিন্তু প্রথম অর্থাৎ অধিক গ্রহণ যোগ্য।

(১০) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْخِ الْأَوَّلِينَ ۝

(১১) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

(১২) كَذَلِكَ نَسُكُّهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝

(১৩) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝

১০. তোমার পূর্বে আমি পূর্বের অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠাইয়াছিলাম।

১১. তাহাদিগের নিকট আসে নাই এমন কোন রাসূল যাহাকে উহারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত না।

১২. এইভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে উহা সঞ্চয় করিব।

১৩. উহারা কুরআনে বিশ্বাস করিবে না এবং অতীতে পূর্ববর্তীগণেরও এই আচরণ ছিল।

তাফসীর ৪ কুরাইশ-কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা) কে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত তাহারা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)কে সাক্ষ্য দিতেছেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতের হেদায়াতের জন্যও তিনি যখনই কোন নবী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারা

তাহার নবুয়তকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহার সহিত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদও প্রদান করিয়াছেন যে, যে সকল অপরাধীরা বিদেহ পোষণ করিয়াছে এবং সত্য গ্রহণ করিতে অহংকার প্রকাশ করিয়াছে তিনি তাহাদের অন্তরে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার প্রবণতা গাথিয়া দিয়াছেন।

كَذَلِكَ نَسُئُكَ فِي قُلُوبِ (র) হযরত অনাস (রা) ও হাসান বসরী (র) এর তাকসীর প্রসংগে বলেন, ইহার অর্থ হইল, আমি (আল্লাহ) অপরাধীদের অন্তরে শিরক গাথিয়া দিয়া থাকি : وَقَدْ خَلَقَ سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ : অর্থাৎ যাহারা রাসূলপণকে অস্বীকার করিয়াছে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে যেভাবে ধ্বংস করিয়াছেন উহা সকলেরই জানা আছে। এবং ইহাও নকলের জানা যে, আল্লাহ আখিরায়ে কিরাম ও তাহার অনুসারীদিগকে দুনিয়া ও আখিরাত্তে মুক্তি দান করিয়াছেন।

(১৪) وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝

(১৫) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۝

১৪. যদি উহাদিগের জন্য আকাশের দুয়ার খুলিয়া দিই এবং উহারা সারাদিন উহাতে আরোহণ করিতে থাকে,

১৫. তবুও উহারা বলিবে আমাদিগের দৃষ্টি সম্বাহিত করা হইয়াছে। না বরং আসরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।

তাকসীর : উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ প্রদান করিতেছেন যে কুরাইশ কাফিরদের কুফর, বিদেহ ও সত্যের অস্বীকৃতি এতই প্রবল যে, যদি তাহাদের জন্য আসমানের কোন দার-খুলিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা উহাতে আরোহণও করিতে শুরু করে তবুও তাহারা সত্যকে স্বীকার করিবে না। এবং তাহারা বলিবে إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا অঙ্গদের দৃষ্টিতে ধাঁধা সৃষ্টি করা হইয়াছে। মুজাহিদ ও ইবনে কাসীর (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, আমাদের চক্ষু বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাতাদাহ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের চক্ষু নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা করেন, আমাদের উপর যাদু করা হইয়াছে। কালবী (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, আমাদিগকে অন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইবনে যামেদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, আমাদিগকে নির্বোধ মাতান বানান হইয়াছে।

(১৬) وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَازِبَاتٍ لِّلنَّظِيرِينَ ۝

(১৭) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۝

(১৮) إِلَّا مَن اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ تَشَابَهُ مُبِينٌ ۝

(১৯) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۝

(২০) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسَمُّ لَهُ يَرْزُقِينَ ۝

১৬. আকাশে আমি গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে করিয়াছি সুশোভিত দর্শকদিগের জন্য।

১৭. এতোক অভিশপ্ত শয়তান হইতে আমি উহাকে রক্ষা করিয়াছি।

১৮. আর কেহ চুরি করিয়া সংবাদ শুনিতে চাহিলে উহার পশ্চাদধাবন করে প্রদিগু শিবা।

১৯. পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করিয়াছি এবং উহাতে পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি আমি উহাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্ভূত করিয়াছি সুপরিমিতভাবে।

২০. এবং উহাতে জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছি তোমাদিগের আর তোমরা যাহাদিগের জীবিকাদাতা নহ তাহাদিগের জন্যেও।

তাকসীর : উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ আসমানের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি উহাকে সুউচ্চ করিয়াছেন এবং গতিশীল ও স্থিরনক্ষত্রসমূহ দ্বারা উহাকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। যেন উহার বিষয়কর নিদর্শনসমূহ দেখিয়া জ্ঞানী ও চিন্তাশীল লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, এর দ্বারা এখানে নক্ষত্র বুঝান হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا সেই সত্তা বরকতময় যিনি আসমানে নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন কোন তাকসীরকার বলেন بُرُوجٌ দ্বারা চন্দ্র-সূর্যের কক্ষপথ বুঝান হইয়াছে। আজীয়াহ আওফী (র) বলেন, بُرُوجٌ দ্বারা সমস্ত মহল বুঝান হইয়াছে যেখানে গ্রহরী নিয়োজিত থাকে এবং বিতাড়িত শয়তান হইতে সংরক্ষণের জন্য অগ্নিস্কুলিকে যাহার প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছে। যেন

তাহারা উর্ষ জগতের ফিরিশ্বতাদের আলোচনা শ্রবণ করিতে না পারে। যে-ই চুরি করিয়া শ্রবণ করিবার জন্য অগ্রসর হয় অগ্নিস্কুলিঙ্গ তাহাকে ধাওয়া করে। এবং উহাকে ধ্বংস করিয়া দেয়। আর কখনো এমনও হয় যে অগ্নিস্কুলিঙ্গ তাহাকে পাইবার পূর্বেই তাহার নিম্নে অবস্থিত জ্বিনকে চুরি করা দুই একটি কথা বলিয়া ফেলে এবং উহা নইয়া সে তাহার কোন বন্ধুকে জানাইয়া দেয়। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত, আলী ইবনে আব্দুল্লাহ (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন আসমানে কোন ফয়সালা করেন তখন ফিরিশ্বতাগণ তাহাদের ডানা মারিয়া তাহার সম্মুখে অবনত হইয়া পড়ে। তখন এমন একটি শব্দ হয় যেন পাথরের উপর শিকলের শব্দ। অতঃপর যখন তাহারা ভীতিমুক্ত হয়, তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করে, “তোমাদের প্রতিপালক কি ইরশাদ করিয়াছেন। তাহারা বলে, তিনি যাহাই ইরশাদ করিয়াছেন হক ও সত্য ইরশাদ করিয়াছেন তিনি অতি বড় অতি মহান অতঃপর একের উপরে এক অবস্থানকারী জ্বিনরা উহার কিছু চুরি করিয়া শ্রবণ করে। হাদীসের রাবী এই সময় তাহার ডান হাতের আঙ্গুলীগুলি ফাঁক করিয়া একটির উপর একটি রাখিয়া জ্বিনদের অবস্থান বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর প্রথম শ্রবণকারী জ্বিন অপর জ্বিনের নিকট তাহার শ্রুতকথা পৌছাইবার পূর্বেই অগ্নিস্কুলিঙ্গ তাহাকে পাকড়াও করে এবং উহাকে জানাইয়া দেয়। অতঃপর কখনো তাহাকে পাকড়াও করিবার পূর্বেই তাহার নিম্নে অবস্থানরতঃ নিকটবর্তী জ্বিনকে পৌছাইয়া দেয়। এইভাবে একে অন্যের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া উহা পৃথিবীতে পৌছাইয়া দেয়। হাদীসের রাবী সুফিয়ান তাহার বর্ণনায় কখনো এমনও বলিয়াছেন যে, “অবশেষে পৃথিবীতে আসিয়া কোন যাদুকর কিংবা জ্যোতিষীর মুখে পৌছাইয়া দেয়। অতঃপর সে উহার সাথে আরো একশতটি মিথ্যা মিশ্রিত করে। অতঃপর তাহাকে সত্যবাদী বলিয়াই ধারণা করা হয়। চুরি করিয়া শ্রুত যে কথাটি সে বলিয়াছে এবং পরে উহা সত্য বলিয়া-ই প্রমাণিত হইয়াছে উহার কারণেই লোকে এই কথা বলিতে থাকে, সে অমুক দিনে আমরাদিগকে যে কথা বলিয়াছিল উহা কি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই?”

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যে স্বমীনে সৃষ্টি করিয়াছেন উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাকে প্রশস্ত করিয়াছেন এবং পাহাড়-পর্বত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং নদী-নালা বালুকাময় মরুভূমি সৃষ্টি করিয়া আর নানা প্রকার পাছপালা ও ফলমূল সৃষ্টি করিয়া মানুষের উপকার সাধন করিয়াছেন ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) **مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْذُونٌ** এর অর্থ করিয়াছেন **مَنْ لَمْ يَشْرِكْ مَعَهُ** অর্থাৎ প্রত্যেক জানা বস্তুকে তিনি উৎপাদন করিয়াছেন। সায়ীদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমাহ,

আবু মালেক, মুজাহিদ, হাকাম ইবনে উয়ায়নাহ, হাসাম ইবনে মুহাম্মদ, আবু সালিহ ও কাতাদাহ (র) ও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ পরিমাণ আমি উৎপাদন করিয়াছি। ইবনে যায়দ (র)-ইহার অর্থ করিয়াছেন, “এমন সকল বস্তু আমি সৃষ্টি করিয়াছি যাহা ওয়ন করা হয়। ইবনে যায়দ (র) ইহাও বলেন, এমন সমস্ত বস্তু আমি উৎপাদন করিয়াছি যাহা বাজারের লোকেরা ওয়ন করিয়া থাকে। **مَعْيَشٌ** শব্দটি **مَعْيَشٌ** এর বহনচল, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি এই স্বমীনে মানুষের জীবন যাপনের নানা প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি **لَهُمْ لِبَرَائِفِئِنِّ بَرَأَفِئِنِّ** মুজাহিদ (র) বলেন, অত্র আয়াতে জীব-জন্তুর কথা উল্লেখ তাহাদের আহরণের ব্যবস্থাও আল্লাহ করেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, আয়াতে গোলাম বন্দী এবং জীব-জন্তুর সকলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নারকথা হইল, আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি যে রুজী উপার্জনের বিভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন যেমন চতুষ্পদ জন্তুকে তিনি মানুষের সেবক জানাইয়া দিয়াছেন তাহার উপর তাহারা কখনো আরোহণ করে আর কখনো উহা খবাই করিয়া আহার করে। গোলাম বন্দী যাহারা তাহাদের সেবায় নিয়োজিত থাকে তাহাদের সকলের রুজীর ব্যবস্থা তিনিই করেন। অর্থাৎ সমস্ত ফায়দা তো তোমরা ভোগ করিবে এবং রুজী তিনি দিবেন।

(২১) **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ**

(২২) **وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ لِنُزِّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقِينَاكُمْ بِهِ وَمَا**

أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ

(২৩) **وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ**

(২৪) **وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ**

(২৫) **وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ**

২১. আমরাই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি উহা পরিষ্কার পরিমাণেই সরবরাহ করিয়া থাকি।

২২. আমি বৃষ্টি গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি অতঃপর আকাশ হইতে বারী বর্ষণ করি এবং উহা তোমাদিগকে পান করিতে দিই উহার ভান্ডার তোমাদিগের নিকট নাই।

২৩. আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

২৪. তোমাদিগের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে আমি তাহাদিগকে জানি এবং পরে যাহারা আনিবে তাহাদিগকেও জানি।

২৫. তোমার প্রতিপালকই উহাদিগকে সমবেত করিবেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

তাকসীর : উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানব কুলকে জানাইয়া দিতেছেন যে, তাহা'র পক্ষে সকল বস্তুর অস্তিত্ব দানই সহজ এবং সর্বপ্রকার বস্তুর ধনভান্ডার তাহা'র নিকট বিদ্যমান। **وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ** কেবল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণই আমি অবতীর্ণ করিয়া থাকি। অর্থাৎ আল্লাহ যখন ইচ্ছা এবং যেখানে ইচ্ছা তিনি অবতীর্ণ করেন। তিনি বড় হিকমত ও জ্ঞানের অধিকারী। বান্দার প্রয়োজন ও তাহা'র সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত। ধনভান্ডার হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন অবতীর্ণ করা তাহা'র বড়ই অনুগ্রহ। ইহা তাহা'র পক্ষে জরুরী নহে। ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ (র) আবু হুরায়রাহ (র) হইতে তিনি আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হয় কিন্তু কবে কোথায় বৃষ্টি হইবে ইহা'র কমতা কেবল আল্লাহই। কোন বৎসর এখানে বর্ষণ করেন আর কোন বৎসর ওখানে বর্ষণ করেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন, **وَأَنْ مِّنْ شَرِّهِ إِلَّا عَلَنَّا** ইবনে জবীর (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরো বর্ণনা করিয়াছেন, কাসিম (র) হাকাম ইবনে উয়ায়নাহ হইতে **وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ** এর তাকসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। কোন বৎসর কোন বৎসর হইতে অধিক কিংবা কম বৃষ্টি বর্ষিত হয় না। কিন্তু যাহা হয় তাহা হইল কোন সম্প্রদায়ের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয় আর কোন সম্প্রদায় বৃষ্টি হইতে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু ইহাতে সাগরের পানি কম হয় না। তিনি আরো বলেন, বৃষ্টির সহিত এত ফিরিশতা অবতীর্ণ হয় যে তাহা'র সংখ্যা সমস্ত মানুষ ও জিন হইতে অধিক। তাহারা কত ফোঁটা বৃষ্টি হইবে এবং উহা দ্বারা কি উৎপাদিত হইবে সব কিছুই গণনা করিয়া থাকে।

বাম্বার (র) বলেন, দাউদ ইবনে বুকাইর (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "আল্লাহর ভান্ডার" দ্বারা তাহা'র বাণীকে বুঝান হইয়াছে। যখন তিনি কোন বস্তুকে হইতে বলেন তখনই উহা অস্তিত্ব লাভ করে। রাবী বলেন, হাদীসটি আগলাব (র) ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করে নাই তিনি তেমন মযবুত রাবী নহেন। এবং তাহা হইতে, তাহা'র পুত্র ব্যতীত অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই। **وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِعَ** আমি বায়ু প্রবাহিত করি যাহা মেঘমালাকে পানি দ্বারা ভারী করিয়া দেয় এবং উহা পানি বর্ষণ

করে। অনুক্রমভাৱে এই বায়ু গাছকে ভারী করিয়া দেয় ফলে উহা'র পাতা বাহির করে ও ফলে ফলে তরিত্ব যায়। প্রকাশ থাকে যে আল্লাহ এখানে **الرِّيحَ** শব্দটি বহুবচন রূপে পেশ করিয়াছেন অপর পক্ষে অপকারীও বাজা বায়ুর জন্য **الرِّيحَ الْعَقِيمَ** একবচন ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ প্রথম প্রকার বায়ু পানি ও লতাপাতা জন্মান দান করে এবং উহা'র জন্য দুই কিংবা দুইয়ের অধিক সংখ্যার প্রয়োজন। কিন্তু বাজা বায়ু যাহা কোন কিছু জন্ম দান করে না উহা'র পক্ষে একাধিক হওয়ার প্রয়োজন নাই।

আ'মাশ (র) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) হইতে **وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِعَ** এর তাকসীর গ্রন্থে বলেন বায়ু প্রবাহিত করা হইলে অতঃপর উহা আসমান হইতে পানি বহন করে অতঃপর তদ্রূপ বর্ষণ করে। যেমন উটনীর স্তন হইতে দুধ টিকন ধারায় বাহির হয়। হযরত ইবনে আক্বাস (রা) ইবরাহীম নখয়ী এবং কা'তাদাহ (র)ও অনুরূপ তাকসীর করিয়াছেন। যাহুহক (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বায়ু প্রবাহিত করেন অতঃপর মেঘ মালায় পানি ভরিয়া দেন। উবাইদ ইবনে উমাইর নাযসী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ বহনকারী বায়ু প্রবাহিত করেন। অতঃপর উহা ধর্মীণ ওফ হইয়া যায়। অতঃপর আর এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত করেন যাহা গাছপালাকে উপর নীচে সাজাইয়া দেয়। এবং আরো এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত করেন যাহা গাছপালাকে ফল প্রদানের উপযুক্ত করিয়া দেয়। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলঃওয়াত করেন **وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِعَ** ইবনে জবীর (র) উবাইদ ইবনে মাইমুন (র) হইতে তিনি আবুল মিহযাম হইতে তিনি হযরত আবু হুরায়রা (র) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, দক্ষিণ হইতে প্রবাহিত বায়ু বেহেশত হইতে আগত। আর এই বায়ু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, "উহা'র মধ্যে মানুষের বহু উপকার নিহিত রহিয়াছে।" কিন্তু ইহা'র সনদটি দুর্বল।

ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর হুমাইদী (র).... তাহা'র মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আবু যর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা জন্মাতের মধ্যে প্রথম বায়ু সৃষ্টি করিবার সাত বৎসর পর একটি বায়ু সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা একটি দরজার আধক রহিয়াছে এবং সেই দরজা দিয়েই তোমাদের নিকট বায়ু আগত হয় যদি সেই দরজাটি খুলিয়া দেওয়া হইত তবে আসমান যমীনের সব কিছু উল্টাপালট হইয়া যাইত। জোমরা উহাকে জানুব (দক্ষিণ বায়ু) বলিয়া থাক এবং আল্লাহর নিকট উহা'র নাম হইল 'আযীব'। **فَأَسْفَيْنَا كَوْمًا** অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট মিষ্টি পানি অবতীর্ণ করি অতঃপর তোমরা উহা হইতে পান করিতে সক্ষম। যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তবে উহা লবণাক্ত করিয়া অবতীর্ণ

করিতে পারিতাম। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে **أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ الْمُنزِلِ الْمَاءَ حَرَامًا فَذُكِرْتُمْ أَتَىٰ** আচ্ছা বলতো যে পানি তোমরা পান কর মেঘ হইতে উহা তোমরা অবতীর্ণ কর, না আমিই উহা অবতীর্ণ করিয়া থাকি? যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তবে উহা নবপাঙ্ক করিয়া দিতাম। তবে কেন তোমরা শোকর কর না? (ওম্মাকেরা ৬৮-৭০) আরো ইরশাদ হইয়াছে, **فَوَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ قَوْلُهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ** তিনিই আসমান হইতে তোমাদের জন্য পানি অবতীর্ণ করেন উহা হইতে তোমরা পান কর এবং উহা দ্বারাই গাছপালা উৎপন্ন হইয়া থাকে। **سُبْحَانَ اللَّهِ** সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল তোমরা উহা বাধা দান করিবার ক্ষমতা রাখ না। অবশ্য ইহার এক অর্থ ইহাও হইতে পারে, তোমরা উহার সংরক্ষণকারী নহে বরং আমিই আসমান হইতে অবতীর্ণ করি আমিই উহা সংরক্ষণ করি এবং যমীনে প্রবাহিত ধারায় যেখানে ইচ্ছা পৌছাইয়া দেই। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে যমীন বিদগ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন কিন্তু ইহা তাহার বড় অনুগ্রহ যে, তিনি আসমান হইতে মিস্তি পানি অবতীর্ণ করিয়া পুকুর কূপ, নদী নালায় সংরক্ষণ করিয়া রাখেন যেন মানুষ দীর্ঘকাল পর্যন্ত পান করিতে পারে তাহাদের পশুপক্ষীকে পান করাইতে আর উহা দ্বারা ক্ষেত খামার ও বাগ-বাগিচাও সেচ করিতে পারে। **أَمَّا قَوْلُهُ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ** আমি জীবিত করি ও মৃত্যু দান করি। অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, তিনি যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম দ্বিতীয়বারও তিনি সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা রাখেন। প্রত্যেক বস্তুকে তিনি অস্তিত্বহীনতা হইতে অস্তিত্বশীল করিয়াছেন অতঃপর তিনি মৃত্যুদান করিবেন এবং পরে পুনরায় সকলকে জীবিত করিয়া কিয়ামতের ময়দানে একত্রিত করিবেন। অতঃপর এই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, অবশেষে এই যমীনের এবং এই যমীনের উপর যাহা কিছু বিদ্যমান সবকিছুর উপরই কর্তৃত্ব তাহারই থাকিবে এবং সকলেই তাহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে। অতঃপর আল্লাহ এই সংবাদও প্রদান করিয়াছেন যে আদী হইতে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত লোক সম্পর্কে তিনি অবগত।

তিনি ইরশাদ করেন, **وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِيمِينَ مِنْكُمْ** তোমাদের পূর্ববর্তী সকলকে আমি জানি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, **الْمُسْتَقِيمُونَ** দ্বারা তখন হইতে হযরত আদম (আ) পর্যন্ত সকল আদম সন্তান যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছে সকলকে বুঝান হইয়াছে। আর **الْمُسْتَأْخِرِينَ** দ্বারা তখন যাহারা জীবিত ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাহারা জন্ম লাভ করিবে সকলকে বুঝান হইয়াছে। হযরত ইকরিমাহ,

মুজাহিদ, যাহ্‌হাক, কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, শা'বী (র) ও অন্যান্য তাফসীরগণও এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) ও এই তাফসীর গ্রহণ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আ'লা (র) মারওয়ান ইবনে হাকাম হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, সালাতের পিছনের সারিতে স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান হইবার কারণে কিছু লোক পিছনের সারিতে দাঁড়াইত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা **وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِيمِينَ مِنْكُمْ** অবতীর্ণ করেন। এই সম্পর্কে একটি অত্যন্ত গরীব হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মুসা জারশী (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যসুল্লাহ (সা)-এর সহিত পিছনের সারিতে একজন সুন্দরী স্ত্রী লোক সানাতে পড়িত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি তাহার ন্যায় সুন্দরী অন্য কোন স্ত্রীলোক দেখি নাই। কিছু মুসলমান সালাতের সময় সম্মুখের সারিতে দাঁড়াইত যেন সালাতের মধ্যে উক্ত স্ত্রীলোকটির প্রতি নজরে না পড়ে। পক্ষান্তরে কিছু লোক পিছনের সারিতে দণ্ডায়মান হইত। যখন তাহারা সিজদায় যাইত তখন হাতের নীচ দিয়া তাহারা তাহাকে দেখিত। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করেন, **وَلَقَدْ عَلِمْنَا** আহমদ ও ইবনে আব্বাস হাতিম (র) তাহার তাফসীরে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) তাহাদের সুনান গ্রন্থে তাফসীর অধ্যায়ে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে মাসউদ (র) নূহ ইবনে কয়েস হাদানী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ ও আব্বাস দাউদ (র) ও অন্যান্য আয়েদ্বায়ে কিরাম উক্ত রাবীকে বিশ্বস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য ইবনে মারী তাহাকে দুর্বল রাবী বলিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত আছে। ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তথাপি উক্ত হাদীসে অনেক দুর্বোধ্য কথা রহিয়াছে,

আব্দুর রায্বাক (র) আব্বাস জাওয়া (র) হইতে **وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِيمِينَ مِنْكُمْ** সম্পর্কে বর্ণিত যে, আয়াতটি সালাতের মধ্যে যাহারা প্রথম সারিতে দণ্ডায়মান হইত এবং যাহারা পিছনের সারিতে দণ্ডায়মান হইত তাহাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। অত্র রেওয়াজ দ্বারা বুঝা যায়, ইহা ইবনে জাওয়া-এর কথা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর নহে। ইমাম তিরমিযী বলেন, নূহ ইবনে কয়েস এর রেওয়াজেত অপেক্ষা ইহা সঠিক বলিয়া বিবেচিত। ইবনে জরীর (র) মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস (রা) আওন ইবনে আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত যে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব এর নিকট

وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَآقَدْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ যখন এই তাফসীর বর্ণনা করা হইল যে ইহা সালাতের সারিতে দস্তায়মান ব্যক্তিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, আয়াতের এই তাফসীর সঠিক নহে। বরং الْمُسْتَأْخِرِينَ দ্বারা মৃত ও নিহত ব্যক্তিদিগকে বুঝান হইয়াছে এবং الْمُسْتَقْدِمِينَ দ্বারা সেই সমস্ত লোক বুঝান হইয়াছে যাহাদিগকে পরবর্তীকালে সৃষ্টি করা হইবে।

আর আপনার প্রতিপালকই তাহাদিগকে কিয়ামতের মাঠে একত্রিত করিবেন। তিনি বড়ই কৌশলী মহাজ্ঞানী। তখন আশুনে ইবনে আব্দুল্লাহ বলিলেন, আব্দুল্লাহ আপনাকে তাওফীক দান করুন এবং উত্তম দিনিমহ দান করুন।

(২৬) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ۝

(২৭) وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ۝

২৬. আমি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি ছাঁচে ঢালা গুচ্ছ ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে।

২৭. এবং ইহার পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি জ্বিন অত্যাধিক বায়ুর উত্তাপ হইতে।

তাফসীর : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাভাদাহ (র) বলেন, خَلَقَ দ্বারা একগানে গুচ্ছ মাটি বুঝান হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ করিয়াছেন চাড়ার ন্যায় গুচ্ছ মাটি দ্বারা আর জ্বিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন আশুনের ফুলকী দ্বারা। হযরত মুজাহিদ (র) হইতে ইহা বর্ণিত যে صَلْصَالٌ অর্থ দুর্গন্ধময়। مِنْ حَمِإٍ এর حَمِإٍ অর্থ মাটি আর مَسْنُونٌ অর্থ, তৈলাক্ত যেমন কবি বলেন,

ثُمَّ خَاصَرْتَهَا اللَّيْلَ الْفَقْتَةَ الْخَضِرَاءُ تَمْشِي فِي مَرْمَرٍ مَسْنُونٍ

অত্র কবিতায় مَسْنُونٌ শব্দটি তৈলাক্ত এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, ইহার অর্থ কাদা মাটি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) ও যাহ্বাক (র) হইতে ইহাও বর্ণিত, حَمِإٍ مَسْنُونٍ অর্থ দুর্গন্ধময়। تَوَلَّى وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ অর্থ مَصْبُوبٌ অর্থাৎ প্রবাহিত। مِنْ قَبْلُ আর মানুষের পূর্বে জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছি مِنْ نَارِ السَّمُومِ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, سَمُومٌ অর্থ হত্যাকারী। কেহ কেহ বলেন, রাত্রি ও দিবস

উভয় সময়ের পরমকে سَمُومٌ বলা হয়। কেহ কেহ বলেন, রাতের পরমকে سَمُومٌ বলা হয় এবং দিনের পরমকে حُرُورٌ বলা হয়। আবু দাউদ তায়ালেসী বলেন, ও'বা (র) আবু ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার আমি উমর আ'সম (র)-কে দেখিবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম তখন তিনি বলিলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) হইতে যে হাদীস আমি শ্রবণ করিয়াছি, উহা কি তোমাকে বলব না? তিনি বলেন, দুনিয়ার এই আশুনের উত্তাপ সেই আশুনের দ্বারা জ্বিন সৃষ্টি করা হইয়াছে। অতঃপর পড়িলেন مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, জ্বিনকে আশুনের ফুলকী দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। অপর এক রেওয়াজেতে রহিয়াছে যে জ্বিনকে উত্তম আশুনে দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। 'আমর ইবনে দীনার (র) হইতে বর্ণিত, জ্বিনকে সূর্যের আশুনে দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত, "আমি (আব্দুল্লাহ) ফিরিশতাগণকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি এবং জ্বিনকে করিয়াছি আশুনের ফুলকী দ্বারা। আর আদম (আ) কে সৃষ্টি করা হইয়াছে সেই বস্তুর দ্বারা যাহা পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। আয়াতের উদ্দেশ্য হইল আদম (আ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করা এবং যেই বস্তু দ্বারা তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার পবিত্রতা বর্ণনা করা।

(২৮) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ۝

(২৯) فَاِذَا سُوِّيَتْهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سُجْدًا ۝

(৩০) فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجْمَعُوْنَ ۝

(৩১) اِلَّا اِبٰلِيْسَ ۗ اَبٰى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِيْنَ ۝

(৩২) قَالَ يَا اِبٰلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِيْنَ ۝

(৩৩) قَالَ لَمْ اَكُنْ لَاسْجِدًا لِّبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ۝

২৮. স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাগণকে বলিলেন, আমি ছাঁচে ঢালা গুচ্ছ ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে মানুষ সৃষ্টি করিতেছি।

২৯. যখন আমি উহাকে সৃষ্টি করিব এবং উহাতে আমার রূহ সঞ্চার করিব তখন তোমরা উহার প্রতি সিজদাবনত হইও।

৩০. তখন ফিরিশ্বাগণ সকলেই একত্রে সিজদা করিল।

৩১. কিন্তু ইবলীস করিল না সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে অস্বীকার করিল।

৩২. আল্লাহ বলিলেন হে ইবলীস! তোমার কি হইল যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে না?

৩৩. সে বলিল আপনি ছাঁচে ঢালা গুড় ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে যে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন আমি তাহাকে সিজদা করিবার নহি।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতেসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিবার পূর্বে তিনি ফিরিশ্বাদের মধ্যে তাহার সৃষ্টির কথা আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং সৃষ্টির পরে তাহাকে সম্মানিত করিবার জন্য তাহাদিগকে সিজদা করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ইবলীস হিংসা, বিদ্বেষ, কুফর, অহংকার এবং বাতিল বিষয় দ্বারা পূর্ব করিয়া তাহাকে সিজদা করিতে বিরত থাকে। এই কারণেই সে বলিল, لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدْ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ مَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مُسْتَوْسِقِينَ, যাহাকে আপনি খয়ীর করা গুড় মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এমন মানুষকে আমি সিজদা করিতে পারি না। اَنَا خَيْرُ خَلْقْتَنِي مِنْ تَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ। আমি তাহার তুলনায় উত্তম আমাকে তো আপনি আঙন দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন আর তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মাটি দ্বারা। يَا هَاقَةَ أَنْفُسُ كَرُمْتَ عَلَى الْخ. যাহাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন, আমি তাহার সম্মানদিগকে গুমরাহ করিয়া ছাড়িব। ইবনে জরীর (র)-এই ক্ষেত্রে শরীর ইবনে বিশ্ব হইতে একটি আশ্চর্য ধরনের রেওয়াজে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্বাদিগকে সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "আমি মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিব অতঃপর যখন উহাকে আমি পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করিব এবং রুহ ফুকাইয়া দিব তখন তোমরা তাহাকে সিজদা করিবে। তখন তাহারা বলিল, আমরা এইরূপ করিতে পারিব না। ফলে আল্লাহ তাহাদিগকে আঙন দ্বারা জ্বালাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি অন্য ফিরিশ্বা সৃষ্টি করিলেন। তাহাদিগকে অমুরূপ নির্দেশ দিলেন কিন্তু তাহারাও সিজদা করিতে অস্বীকার করিল, ফলে তাহাদিগকে আঙন দ্বারা জ্বালাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি অন্য ফিরিশ্বা সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, আমি মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিব অতঃপর তাহাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করিয়া তাহার মধ্যে রুহ ফুকাইব তখন তোমরা তাহাকে সিজদা করিবে। তখন তাহারা বলিল, আমরা আপনার নির্দেশ গুলিলাম ও অনুকরণ করিলাম কিন্তু ইবলীস এই সময়ও পূর্ববর্তীদের অন্তর্ভুক্তই রহিল। কিন্তু হাদীসটি ইসরাইলী বলিয়া প্রতীয়মান।

(২৪) قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ

(২৫) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

(২৬) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

(২৭) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ

(২৮) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ

৩৪. তিনি বলিলেন, তবে তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, কারণ তুমি অভিশপ্ত।

৩৫. এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রহিল দানত।

৩৬. সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।

৩৭. তিনি বলিলেন, যাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তুমি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩৮. অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতেসমূহে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ইবলীসকে উর্ধ্বজগতে তাহার যে মর্যাদা ছিল উহা হইতে বাহির হইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন যাহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। সে বিভাঙিত ও দিকৃত। সে এমনি অভিশপ্ত যে, কিয়ামত পর্যন্ত সেই অভিশাপে সঙ্কিত ও বিধৃত হইতে থাকিবে। হযরত সামীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন শয়তানকে অভিশপ্ত করিলেন তখন তাহার মুখমন্ডল ফিরিশ্বার মুখমন্ডল হইতে পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং সে এতই ক্রন্দন করিল যে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ক্রন্দন হইবে সকল ক্রন্দনের মূল তাহার সেই ক্রন্দন। ইবনে আবু হাতিম (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, শয়তানের প্রতি যখন আল্লাহর ক্ষোধানল পতিত হইল তাহার অবসান ঘটিবে না, তখন সে আদম ও আদম সন্তানের প্রতি হিংসায় প্রজ্বলিত হইয়া কিয়ামত পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দেওয়ার

জন্য আবেদন করিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে অবকাশ দেওয়ার জন্য তাহার আবেদন মঞ্জুর করিলেন এবং সে অবকাশ পাইয়া বসিল।

(৩৭) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَنَّهُمْ

أَجْمَعِينَ ۝

(৪০) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْخَالِصِينَ ۝

(৪১) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝

(৪২) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ

الْغَاوِينَ ۝

(৪৩) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

(৪৪) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ۝

৩৯. সে বলিল হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করিলেন তজ্জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে শোভন করিয়া তুলিব এবং আমি উহাদিগের সকলেই বিপথগামী করিব।

৪০. তবে উহাদিগের মধ্যে তোমার নির্বাচিত বান্দাগণকে নহে।

৪১. আল্লাহ বলিলেন, ইহাই আমার নিকট পৌছিবার সরল পথ।

৪২. বিভ্রান্তদিগের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহারা ব্যতীত আমার বান্দাদিগের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকিবে না।

৪৩. অবশ্যই তোমার অনুসারীদিগের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হইবে জাহান্নাম।

৪৪. উহার সাতটি দরজা আছে প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে।

তাম্বীয়ে : উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইবলীসের অহংকার ও তাহার দাষ্টিকতার উল্লেখ করিয়াছেন। ইবলীস বলিল, **بِمَا أَغْوَيْتَنِي** কেহ কেহ ইহার তাম্বীয়ে করিয়াছেন, তাহাকে আল্লাহ যে গুমরাহ করিয়াছেন উহার কসম। আল্লাহ ইবনে কাছীর (র) বলেন, আমি বলি, উক্ত আয়াতগণের এই অর্থও হইতে পারে, "আপনি যে আমাকে গুমরাহ করিয়াছেন, উহার কারণে, **لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ** আমি

আদম সন্তানের জন্য অবশ্যই সৌন্দর্যময় করিয়া তুলিব। অর্থাৎ দুনিয়ায় তাহাদের জন্য গুনাহসমূহকে সৌন্দর্যময় করিব আমি উহার প্রতি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিব। তাহাদিগকে গুনাহর মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখিব এবং যতদূর সম্ভব এই প্রচেষ্টা আমি করিয়াই যাইব। **وَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ** অর্থাৎ যেমন আপনি আমাকে গুমরাহ করিয়াছেন আমিও অবশ্যই তাহাদিগকে গুমরাহ করিয়া ছাড়িব। **إِلَّا عِبَادَكَ** কিন্তু যাহারা আপনার মনোনীত বান্দা তাহাদিগকে গুমরাহ করিতে পারিব না। যেমন অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে, **قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنْ يَأْتِيَنَّكَ مِنْهُمُ الْخَالِصِينَ** **قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنْ يَأْتِيَنَّكَ مِنْهُمُ الْخَالِصِينَ** (বানি ইসরাঈল- ৬২)

অর্থাৎ যাহাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করেন তবে অবশ্যই তাহার সন্তানদিগকে গুমরাহ করিয়া ছাড়িব কিন্তু অল্প কিছু সংখ্যক লোককে গুমরাহ করিতে পারিব না। আল্লাহ তা'আলা ধর্ম দিয়ে বলেন, **هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ** তোমাদের সকলকেই আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে অতঃপর আমি তোমাদিগকে বিনিময় দান করিব। যদি ভাল কাজ করিয়া থাক তবে ভাল বিনিময় লাভ করিবে আর যদি মন্দ কাজ কর তবে বিনিময়ও হইবে তদনুযায়ী যেমন এরশাদ হইয়াছে **وَأَنْ لِيَالْمَرْصَادِ** নিশ্চয়ই আপনার প্রভু ওৎপাড়িয়া রহিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন সঠিক পথ আল্লাহর দিকেই গিয়াছে এবং সেখানে গিয়াই শেষ হইয়াছে। মুজাহিদ, কাতাদাহ ও হাসান (র) এই তাম্বীয়ে করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে **وَعَلَى اللَّهِ الْقَضُ** এখানে **مُذًا** কয়েস ইবনে ইবাদাহ মুহাম্মদ ইবনে সীরীন ও কাতাদাহ (র) এখানে **مُذًا** পড়িয়াছেন **صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ** অর্থ বুলন্দ, কিন্তু প্রথম কিরাত প্রসিদ্ধ। **إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ** অর্থাৎ আল্লাহ যে সমস্ত বান্দার জন্য হিদায়ত নির্ধারিত হইয়া আছে তাহাদিগকে গুমরাহ করিবার তোমার কোন ক্ষমতা থাকিবে না তুমি তাহাদিগকে গুমরাহ করিতে পারিবে না। **إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ** এখানে ইতিসনা মুনকাতী সংঘটিত হইয়াছে। আল্লাহ ইবনে জরীর (র) এই ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) হইতে হাদীস বর্ণনা করেন, ইয়াযীদ ইবনে কসাইত (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশ্বিয়ায়ে কিরামের জন্য তাহাদের জনপদের বাহিরে মসজিদ থাকিত যখন কোন নবী তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে কোন বিশেষ কথা জানিবার ইচ্ছা করিতেন, তখন তিনি সেই মসজিদে গিয়া কিছু মালাত পড়িতেন এবং আল্লাহর নিকট দু'আ করিতেন। একদা এক নবী তাহার মসজিদে ছিলেন এমন সময় আল্লাহর শত্রু ইবলীস তথায় আগমন করিল এবং তাহার ও কিবলার মাঝে বসিয়া

পড়িল; তখন নবী বলিলেন, আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাহিতেছি এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন। তখন শয়তান বলিল, বলুন আমার নিকট হইতে আপনি কিভাবে রক্ষা পাইবেন। তখন নবী বলিলেন, বরং তুমি বল, আদম সত্তানের উপর তুমি কিভাবে বিজয়ী হইতে পার। এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন। অবশেষে চুক্তি হইল প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সঠিক কথা কহিবে। অতঃপর নবী বলিলেন, আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তখন শয়তান বলিল, যাহা দ্বারা আপনি আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তাহা কি হইবে? তখনও তিনি বলিলেন, আউযুবিল্লাহি-মিনাশ-শায়তানির রাঞ্জীম তিনি এই কথা তিনবার বলিলেন। অতঃপর শয়তান আবার প্রশ্ন করিল। বলুনতো, কিভাবে আপনি আমার নিকট হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। নবী বলিলেন, বরং তুমি বল; কিভাবে তুমি আদম সত্তানের উপর বিজয়ী হইতে পার। অতঃপর প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সঠিক কথা বলিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল; অতঃপর নবী বলিলেন, আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন **ان عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ** তখন ইবলীস বলিল, ইহাতো আপনার জন্মের পূর্বেই আমি গুনিয়াছি। নবী বলিলেন, আল্লাহ আরো ইরশাদ করিয়াছেন **وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** “যদি তোমাকে শয়তান প্রবঞ্চনা দেয় তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি শ্রবণকারী ও জানী।” আর আমি যখনই তোমার আগমন অনুভব করি তখনই তোমার প্রবঞ্চনা হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তখন ইবলীস বলিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন, এইভাবেই আপনি রক্ষা পাইবেন। অতঃপর নবী জিজ্ঞাসা করিলেন— আচ্ছা, এইবার তুমি বলতো দেখি, কি উপায়ে তুমি আদম সত্তানের উপর বিজয়ী হও। তখন সে বলিল, আমি তাহার ক্ষেপ ও প্রবৃত্তির কামনার সহায় তাহাকে চাপিয়া ধরি।

অর্থাৎ যাহারা শয়তানের অনুসরণ করিবে জাহান্নাম তাহাদের সকলের ওয়াদার স্থান। যেমন ইরশাদ হইয়াছে **مَنْ يُكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ** বিভিন্ন গোত্র হইতে যে কেহ তাহার সহিত কুফর করিবে নোযখ তাহার প্রতিশ্রুত স্থান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, নোযখের সাতটি দরজা রহিয়াছে, **لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُ جَزَاءٌ مُّقْسُومٌ** অর্থাৎ জাহান্নামের দরজার জন্য ইবলীসের অনুসারীদের বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার অনুসারীদের আসন অনুসারে তাহারা উক্ত দরজাসমূহের জন্য বিভক্ত হইয়া আছে। সেই দরজাসমূহ দ্বারা অবশ্যই তাহারা প্রবেশ করিবে। আল্লাহ আমাদিগকে রক্ষা করুন। ইসমাইল ইবনে উলাইয়্যাহ

ও শু'বা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আলী (রা)-কে একবার খুতবা দিতে শুনিয়াছি, নোযখের দরজাসমূহ এইরূপ অর্থাৎ একটির উপর অপনয়টি। ইসরাইল (র).... হযরত আলী হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জাহান্নামের দরজা সাতটি। একটি অপনয়টির উপরে অবস্থিত। সর্বপ্রথম প্রথম দরজা পূর্ণ করা হইবে। অতঃপর দ্বিতীয়টি অতঃপর তৃতীয়টি এইরূপে সব কয়টি পরিপূর্ণ করা হইবে। ইকরিমাহ (র) বলেন, নোযখের সাতটি দরজা বলিতে সাতটি স্তর বুঝান হইয়াছে। ইবনে জুরাইজ বলেন, নোযখের সাতটি স্তর হইল— (১) জাহান্নাম, (২) নাযা, (৩) হুতামাহ, (৪) সামীয, (৫) সাকার, (৬) জাহীয (৭) হাবীয়াহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে যাহূহাক (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আ'মাশও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত কাতাদাহ (র) **لَهَا سَبْعَةٌ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمُ جَزَاءٌ مُّقْسُومٌ** এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, জাহান্নামের দরজাসমূহ দ্বারা আমল অনুযায়ী জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর। রেওয়য়েত কয়টি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। জুওয়াইবির (র) হযরত যাহূহাক (র) হইতে **لَهَا سَبْعَةٌ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمُ جَزَاءٌ مُّقْسُومٌ** এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে একটি ইয়াহূদীদের জন্য একটি নাসারাদের জন্য একটি ছাবীদের (নফস উপাসক) জন্য, একটি অগ্নি উপাসকদের জন্য একটি মুশরিকদের জন্য একটি মুনাফিকদের জন্য আর একটি তাওহীদ পন্থীদের জন্য তাওহীদ পন্থীদের তো মুক্তির আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু অন্যান্যদের জন্য কখনো মুক্তির আশা করা যাইতে পারে না।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আশ ইবনে হমাইদ (র) ইবনে উমর (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে উহার একটি হইল সেই ব্যক্তির জন্য যে আমার উম্মতের উপর ভরবায়ী উন্মুক্ত করিয়াছে। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া রাবী বলেন, হাদীসটি কেবল মালেক ইবনে মিনওয়াল এর সূত্রে জানিতে পারিয়াছি। ইবনে আবু-হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা সামুরাহ ইবনে জুনব (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) **لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ مُّقْسُومٌ** এর তাফসীর সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন। নোযখবাসীদের মধ্যে কেহ তো এমন হইবে যে আগুন তাহার টাখনু পর্যন্ত জ্বলাইবে, কেহ এমন হইবে যে, আগুন তাহার কোমর পর্যন্ত ধরিবে। আবার কেহ এমনও হইবে যে, তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত জ্বলাইয়া দিবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের আমল হিসাবে নোযখে তাহার স্থান হইবে। আল্লাহ তা'আলা **لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ مُّقْسُومٌ** দ্বারা ইহার প্রতি ইংগিত করিয়াছেন।

(৪৫) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

(৪৬) أَدْخَلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ ۝

(৪৭) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِيٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۝

(৪৮) لَا يُسْئَلُ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝

(৪৯) نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

(৫০) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝

৪৫. মুতাকীররা থাকিবে প্রস্রবণ বহুল জান্নাতে।

৪৬. তাহাদিগকে বলা হইবে ভোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত উহাতে প্রবেশ কর।

৪৭. আমি তাহাদিগের অন্তর হইতে ক্রমা দূর করিব; তাহারা ভ্রাতৃত্বাবে পরস্পর মুখোমুখি হইয়া আসনে অবস্থান করিবে।

৪৮. সেথায় তাহাদিগকে অবসাদ স্পর্শ করিবে না এবং তাহারা সেথা হইতে বহিষ্কৃতও হইবে না।

৪৯. আমার বানাদিগকে বলিয়া দাও যে আমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

৫০. এবং আমার শাস্তি সে অতি মর্মলুদ শাস্তি।

তাকসীর : আল্লাহ পূর্বে দোহকবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া পরে বেহেশতবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা বেহেশতের বাগানসমূহে ও উহার ঋণাসমূহের নিকট অবস্থান করিবে। তাহাদিগকে বলা হইবে وَأَدْخَلُوهَا بِسَلَامٍ ۝ আরা ভোমরা উহাতে সর্বপ্রকার বিপদ আপদ হইতে মুক্ত হইয়া প্রবেশ কর। وَأَمِينٍ ۝ আরা সর্বপ্রকার ভয়ভীতি হইতে মুক্ত হইয়া প্রবেশ কর। তোমরা বেহেশত হইতে বহিষ্কৃত হইবার কিংবা বেহেশতের নিয়ামতসমূহের বিলুপ্ত হইবার ভয় করিওনা وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِيٍّ ۝ তোমাদের অন্তর হইতে সর্বপ্রকার বিদ্বেষ বাহির করিয়া দিব এবং তোমরা সেখানে ভাই ভাই হইয়া সিংহাসনে পরস্পর

মুখামুখী হইয়া উপবিষ্ট হইবে। হযরত আবু উসামাহ (র) হইতে কাসেম (র) বর্ণনা করেন, যখন বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবে তখন তাহাদের অন্তরে দুনিয়ার হিংসা বিদ্বেষ বিদ্যমান থাকিবে কিন্তু যখন তাহারা মুখামুখী হইয়া বেহেশতে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অন্তর হইতে হিংসা বিদ্বেষ বাহির করিয়া দিবেন। অতঃপর তিনি فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِيٍّ পাঠ করিলেন। হযরত আবু উসামাহ (রা) হইতে কাসেম ইবনে আব্দুর রহমান (র) যে রেওয়াজেটি বর্ণনা করিয়াছেন উহাতে তিনি দুর্বল। সায়ীদ (র) তাহার তাকসীরে আবু উসামাহ (রা) হইতে, বলেন, মু'মিন ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করিবে না যতক্ষণ না আল্লাহ তাহার অন্তরের বিদ্বেষ বাহির করিবেন। হযরত কাতাদাহ (র) হইতে সহীহ রেওয়াজেতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, আবুল মুতাওয়াল্লিহ নাঙ্গী (র) হযরত আবু সায়ীদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মু'মিন বান্দগণ দোখ হইতে মুক্তি পাইয়া বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী স্থান পুলসিরাতের উপর বাধা প্রাপ্ত হইবে। অতঃপর দুনিয়ায় তাহারা যে পরস্পরে একে অন্যের প্রতি যুলুম অত্যাচার করিয়াছিল উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে অবশেষে তাহারা যখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া যাইবে তখন তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবেশ করিবার অনুমতি দান করা হইবে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, হাসান (র) মুহাম্মদ ইবনে সীরীন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, একদা আশতর হযরত আলী (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল তখন তাহার নিকট ইবনে লাভলাহাহ উপস্থিত ছিল, অতএব সে বাধাপ্রাপ্ত হইল অতঃপর তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইল। যখন সে তাহার নিকট প্রবেশ করিল, তখন সে বলিল, আমার ধারণা আপনি আমাকে ইহার কারণে অনুমতি দান করেন নাই। তিনি বলিলেন, হাঁ, সে বলিল, তাহা হইলে তো আপনার অনুমতি দান করেন নাই। তিনি বলিলেন, নিঃসন্দেহে। আমি আশা করি আমি ও হযরত উসমান করিবেন না। তিনি বলিলেন, নিঃসন্দেহে। আমি আশা করি আমি ও হযরত উসমান

সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইব তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِيٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۝ হযরত ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, হাসান ইবনে আহমদ (র) আবু হাবীবাহ (র) হইতে বর্ণিত, একবার জামাল যুদ্ধ হইতে অবসর হইবার পর ইমরান ইবনে ভালহা (র) হযরত আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। হযরত আলী তাহাকে স্বাগত জানাইলেন এবং বলিলেন আমি আশা করি, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও তোমাকে সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করিবেন, তাহাদের সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন

وَ تَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ... হাসান (র) ... আবু হাবীবাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার ইমরান ইবনে জালহা জামাল যুদ্ধের পর হযরত আলী (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি তাকে স্বাগত জানাইয়া বলিলেন আমি আশা করি, আল্লাহ আমাকে ও তোমার পিতাকে সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করিবেন যাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন وَ تَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ রাবী বলেন, এই সময় দুই ব্যক্তি বিধানীর একপাশে বসা ছিল। তাহারা বলিল, আল্লাহ তা'আলা ইহা হইতে অতি ন্যায়পরায়ণ সে, কাল ভেে আপনি তাহাদিগকে হত্যা করিলেন আবার আপনারা ভাই ভাইও হইয়া যাইবেন। তখন হযরত আলী (রা) ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন তোমরা এখান হইতে দূর হইয়া যাও। যদি আমি এবং জালহা (রা) এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত না হই তবে আর কে হইবে। আবু মু'আবিয়াহ (র) হাদীসটি আরো দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। অকী (র) হযরত আলী হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অত্র রেওয়াজে আরো বর্ণিত যে, অতঃপর হামদান গোত্রের এক ব্যক্তি দস্তারমান হইয়া বলিল, আল্লাহ তা'আলা ইহা হইতে অনেক বেশী ন্যায়পরায়ণ। রাবী বলেন অতঃপর হযরত আলী এত জোরে চিৎকার করিলেন, যেন মহল প্রকম্পিত হইল এবং বলিলেন, যদি আমরা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত না হই তবে আর কে হইবে? সালীদ ইবনে মাসরুফ (র) আবু জালহা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন উক্ত রেওয়াজে বর্ণিত যে, তখন, হারিস আ'ওয়াল দাঁড়াইয়া হযরত আলীকে এই কথা বলিল। তাহার কথা শ্রবণ করিয়া হযরত আলী (রা) তাহার নিকট গিয়া তাহার হাতের একটি বন্ধু দিয়া তাহার মাথায় আঘাত করিলেন। এবং বলিলেন হে আ'ওয়াল। যদি আমরাই না হই, তবে আর কে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইবে। সুফিয়ান সাওরী (র) মনসূর (র) হইতে তিনি ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন। হযরত যুবাইর (রা)-এর হত্যাকারী ইবনে জরমূয হযরত আলী (রা) এর নিকট উপস্থিত হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল, তিনি তাকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বাধা দিয়া রাখিলেন; অতঃপর তিনি অনুমতি প্রদান করিলেন। লোকটি প্রবেশ করিয়া হযরত যুবাইর এবং তাহার সাথীদিগকে ফানাদী বলিয়া আখ্যায়িত করিল। হযরত আলী তাহাকে বলিলেন তোমার মুখে মাটি, আমি তো আশা করি, আমি জালহা ও যুবাইর সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, وَ تَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ

سَائِلِينَ সাওরী (র) জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (র) হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান ইবনে উযায়নাহ (র)....হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা যাহারা বদর যুদ্ধে শরীক ছিলাম, তাহাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাহিল হইয়াছে।

وَ تَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ কানীর নাওয়া (র) বলেন, একবার আমি আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (র)-এর নিকট প্রবেশ করিলাম এবং বলিলাম যে ব্যক্তি আমার বন্ধু সে আপনারও বন্ধু! আর যে আমার শত্রু সে আপনারও শত্রু। যাহার সহিত আমার সন্ধি হইয়াছে আপনারও তাহার সহিত সন্ধি হইয়াছে। আমার সহিত যে যে শত্রুতা পোষণ করে সে আপনার সহিতও শত্রুতা পোষণ করে। যে আমার সহিত যুদ্ধ করে সে আপনার সহিতও যুদ্ধ করে। আল্লাহর কসম, আমি আবু বকর ও উমর (রা) হইতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী। তখন আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আলী বলিলেন, যদি আমি এইরূপ করি, তবে নিঃসন্দেহে আমি ওমরাহ হইবে এবং হেদায়াত প্রাপ্তদের দল হইতে বহিস্কৃত হইব। হে কাসীর। ভূমি হযরত আবু বকর ও উমর (রা)-এর সহিত ভানবাসা স্থাপন কর। যদি ইহাতে তোমার কোন গুনাহ হয় তবে উহা আমার কাঁধে। অতঃপর তিনি এই আয়াতِ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন যাহাদের কথা অত্র আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহারা হইলেন আবু বকর, উমর ও আলী। সাওরী জনৈক রাবী হইতে তিনি আবু সালিহ (র) হইতে وَ تَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ এর তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন, আয়াতের মধ্যে যাহাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা হইলেন, মোট দশব্যক্তি আবুবকর, উমর, উসমান, আলী, জালহা, যুবাইর আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবু ওকবাস, সায়ীদ ইবনে যারোদ ও আবুল্লাহ ইবনে মামউদ (রা) قوله মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল বেহেশতবাসীগণ পরস্পরিক একে অন্যের মুখামুখী হইয়া বসিবে কেহ কাহারো পিছনের দিকে দেখিবে না। এই সম্পর্কে একটি মারফু হাদীস বর্ণিত আছে।

ইবনে আবু হাতিম (র)....যায়েদ ইবনে আবু আওফী (রা) হইতে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট বাহির হইলেন এবং এই আয়াত পাঠ করিলেন وَ تَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ অর্থাৎ তাহারা একে অপরের দিকে দেখিতে থাকিবে। قوله لَا يَمَسُّهُ فِيهَا نَسَبٌ তাহাদিগকে কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করিবে না। বুখারী ও মুসলীম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত খাদীজাহকে তাহার বেহেশতের একটি ঘর সম্পর্কে সুসংবাদ দান

করিতে আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন। যেখানে না কোন প্রকার অনর্থক কথাবার্তা হইবে আর না কোন কষ্ট হইবে। وَمَا مُمْسِكًا بِمُخْرَجِينَ তাহাদিগকে সেখান হইতে বাহির করাও হইবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত, বেহেশবাসীগণকে বলা হইবে, যে বেহেশভবাসীগণ! তোমরা চিরকাল সুস্থ থাকিবে, কখনো রোগাক্রান্ত হইবে না। তোমরা চিরকাল জীবিত থাকিবে কখনো মৃত্যুবরণ করিবে না। তোমরা চিরকাল যুবক থাকিবে কোনদিন বৃদ্ধ হইবে না তোমরা চিরকাল বেহেশভ অনস্থান করিবে, তোমাদিগকে বহিষ্কার করা হইবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! (স) আপনি আমার বান্দাগণকে সংবাদ দান করুন যে আমি বড়ই দয়ালব ও শাস্তিদানকারী। এই প্রকার আশ্বাস সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রকার আশ্বাস আশা ও ভীতি উভয় প্রকার গুণে গুণাবিত হইবার জন্য তাকীদ করে।

অত্র আয়াতের শানে নুযূদ সম্পর্কে মুসা ইবনে উবাইদা মুস'আব ইবনে সাবিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরামের নিকট দিয়া অভিক্রম করিতেছিলেন যাহারা পরস্পরে হাস্যহাসি করিতেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা বেহেশভ ও দোখখকে মরণ কর! অতঃপর অবতীর্ণ হইল مَوْ عَذَابِي وَأَنَا الْعَفْوَ الرَّحِيمُ وَأَنَا الْعَذَابُ الْأَلِيمُ হাদীসটি ইবনে আবু হাতিম (র) মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুসাল্লা (র) ইবনে আবু রুহাহ জনৈক সাহাবী হইতে তিনি বলেন, একবার যেই দরজা দিয়ে বনু শাম্বাহ প্রবেশ করে সেই দরজা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের প্রতি তাকাইয়া দেখিলেন, এবং বলিলেন, "আমি যে তোমাদিগকে খুব হাসিতে দেখিতেছি, এই কথা বলিয়া তিনি পিছনের দিকে চলিয়া গেলেন যখন তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট গেলেন তখন পুনরায় তিনি আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং বলিলেন, "যখন আমি বাহির হইয়াছি তখন জিবরীল (আ) আগমন করিয়া আমাকে বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, "আপনি আমার বান্দাগণকে নিরাশ করিতেছেন কেন? نَسِيْتُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْعَفْوَ الرَّحِيمُ وَأَنَا الْعَذَابُ الْأَلِيمُ তব্বা (রা) কাভাদাহ (র) হইতে বর্ণিত এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এই বক্তব্য আমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছে যে, আল্লাহ যে কি পরিমাণ ক্ষমা করিতে পারেন, যদি বান্দা তাহা জানিত তবে কোন হারাম হইতে সে বিরত থাকিত না আর যদি আল্লাহর শাস্তির পরিমাণ জানিত তবে আত্মহত্যা করিত।

(৫১) وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۝

(৫২) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِئُونَ ۝

(৫৩) قَالُوا لَا بُدَّ لَنَا بِهِ إِنَّا نَبِّئُكَ بِغَلِيمٍ عَلِيمٍ ۝

(৫৪) قَالَ ابْتَرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبْتَرُونَ ۝

(৫৫) قَالُوا بَشَرٌ نَحْنُ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَاطِئِينَ ۝

(৫৬) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝

৫১. এবং উহাদিগকে বল, ইবরাহীমের অতিথিদিগের কথা।

৫২. যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, সালাম তখন সে বলিয়াছিল আমরা তোমাদিগের আগমনে আতঙ্কিত।

৫৩. উহারা বলিল, ভয় করিও না, আমরা তোমাকে এক স্ত্রী পুত্রের শুভ সংবাদ দিতেছি।

৫৪. সে বলিল, তোমরা কি আমাকে শুভ সংবাদ দিতেছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সন্তোষ? তোমরা কি বিষয়ে শুভ সংবাদ দিতেছ?

৫৫. উহারা বলিল, আমরা সত্য সংবাদ দিতেছি, সুতরাং তুমি হতাশ হইওনা।

৫৬. সে বলিল, যাহারা পথভ্রষ্ট তাহারা ব্যতীত আর কে তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হইতে হতাশ?

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে বলেন, আপনি তাহাদিগকে হযরত ইবরাহীম (আ) এর মেহমানদের সম্পর্কে জানাইয়া দিন। ضَيْفٌ শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন سَفَرٌ وَ نَفْسٌ একবচন ও বহুবচন উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِئُونَ যখন তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট প্রবেশ করিল, তখন সালাম করিল কিন্তু হযরত ইবরাহীম বলিলেন তোমাদের পক্ষ হইতে আমাদের ভয় লাগিতেছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভয়ের কারণ ছিল এই যে, তিনি তখন তাহাদের আপ্যায়নের জন্য ভূনা গোশত পেশ করিলেন তখন উহা খাইবার জন্য

তাহাদের হাত বাড়িতেছিল না। মেহমানের এইরূপ আচরণ ভয়ের কারণ হইয়া থাকে। وَبَشِّرْهُ بِغَلَامٍ عَلِيمٍ আর তাহারা এক জ্ঞানী সন্তান অর্থাৎ হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মিত হইবার সংবাদ দান করিলেন। পূর্বে সূরা হুদ-এর মধ্যে এই সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। قَالَ হযরত ইবরাহীম তাহার নিজের ও তাহার স্ত্রীর বার্ষিকের কারণে বিখিত হইয়া অত্র ওয়াদায় নিশ্চিত হইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ، তাহারা এই জিজ্ঞাসার পর তাহাদের দেওয়া সুসংবাদকে অধিক নিশ্চিত করিবার জন্য বলিলেন, قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا نَكَرُ مِنْ الْقَائِلِينَ, আমরা আপনাকে সত্য সু-সংবাদই প্রদান করিয়াছি অতএব আপনি নিরাশ হইলেন না। কেহ কেহ এখানে فَهَٰذَا فَهَٰذَا পড়িয়াছেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) উত্তর করিলেন যে, আমি নিরাশ হই নাই বরং আল্লাহর নিকট হইতে সন্তানের আশা করিতেছি যদিও তিনি ও তাহার স্ত্রী উভয়েই বার্ষিক্য উপস্থিত হইয়াছেন কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে আল্লাহর ক্ষমতা ও তাহার রহমত ইহা আপেক্ষা অনেক বেশী।

(৫৭) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ

(৫৮) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ

(৫৯) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَنَجِّيهِمْ أَجْمَعِينَ

(৬০) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا لَهَا فَغِيبْنَا

৫৭. সে বলিল হে প্রেরিতগণ! তোমাদিগের আর বিশেষ কি কাজ?

৫৮. উহারা বলিল, আমরা আপনাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছে।

৫৯. তবে লুতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নহে, আমরা অবশ্যই ইহাদিগের সকলকে রক্ষা করিব।

৬০. কিন্তু তাহার স্ত্রীকে নহে, আমরা স্থির করিয়াছি যে সে অবশ্যই পশ্চাতে অবস্থানকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) সম্বন্ধে ইরশাদ করেন যে, তিনি যখন ভীতিমুক্ত হইলেন এবং তাহার নিকট সন্তানের সুসংবাদ আসিল, তখন তিনি ফিরিশতাদের নিকট প্ৰশ্ন করিতে শুরু করিলেন, তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি? তাহারা বলিলেন, إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ আমরা একটি অপরাধী

সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। অর্থাৎ হযরত লুত (আ) এর সম্প্রদায়ের নিকট। প্রথম তাহারা এই সংবাদও দিলেন যে, তাহাদিগকে যে শাস্তি দেওয়া হইবে উহা হইতে হযরত লুত (আ) এর স্ত্রী ব্যতিত তাহার বংশের সকলেই রক্ষা পাইবে। কেবল তাহার স্ত্রীই ধ্বংস হইবে। إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا بِهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ অর্থাৎ তাহার স্ত্রী সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছি যে তাহারা ধ্বংস হইবে এবং এই কারণেই প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থান অধিষ্ঠিত থাকিয়া যাইবে সে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৬১) فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ

(৬২) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّتَكَبِّرُونَ

(৬৩) قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِرُونَ

(৬৪) وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

৬১. ফিরিশতগণ যখন লুত পরিবারের নিকট আসিল;

৬২. তখন লুত বলিলেন, তোমরা তো অপরিচিত লোক।

৬৩. তাহারা বলিল, না উহারা যে বিষয়ে সন্ধিগ্ন ছিল আমরা তোমার নিকট তাহাই লইয়া আসিয়াছি।

৬৪. আমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ লইয়া আসিয়াছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ জানাইতেছেন যে, ফিরিশতগণ যখন সুন্দর যুবকের আকৃতিতে হযরত লুত (আ)-এর নিকট আসিলেন এবং তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন তিনি বলিলেন إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّتَكَبِّرُونَ তোমরা অপরিচিত করিমা মনে হইতেছে قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِرُونَ অর্থাৎ আপনার সম্প্রদায় যে শাস্তি ও আযাব অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিত সেই শাস্তি লইয়া-ই আমরা আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ আমরা সত্য লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি যেমন ইরশাদ হইয়াছে إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا نُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ আমি সত্যসহ ফিরিশতা অবতীর্ণ করিব। إِنَّا لَصَادِقُونَ আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। তাহারা লুত (আ) এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিবার ও তাহার বংশধরের মুক্তি দেওয়া সংবাদ দিয়াছে অত্র বাক্যটি উহারই তাকসীর হইয়াছে।

(৬৫) فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْبَيْلِ وَاتَّبِعْ أَذْيَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَآمَضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۝

(৬৬) وَكُضِّبْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ ۝ وَابْرَهُ هُوَ الْأَمْرُ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ۝

৬৫. সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তুমি তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণ কর এবং তোমাদিগের মধ্যে কেহ যেন পিছন দিকে না তাকায়, তোমাদিগকে যেখানে যাইতে বলা হইয়াছে তোমরা চলিয়া যাও।

৬৬. আমি তাহাকে এই বিষয়ে প্রত্যাদেশ দিলাম যে প্রত্যুষে উহাদিগকে সমূলে বিনাশ করা হইবে।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, ফিরিশতাগণ হযরত নূত (আ)-কে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তিনি যে রাতের একংশ শেষ হইতেই তাহার পরিবারবর্গকে বাহিরে লইয়া যান এবং তাহাদের ভালভাবে হিফযতের জন্য তিনিও তাহাদের পিছনে পিছনে চলিতে থাকেন। রাদুল্লাথু (সা)-এর নিয়মও ছিল হইই। তিনি সেমানদের পিছনে থাকিতেন, যেন তিনি দুর্বল লোককে সাথে লইয়া যাইতে পারেন এবং পতিত বস্তুকে উঠাইতে পারেন। অর্থাৎ তোমরা যখন অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর কোন বিকট শব্দ শুনিবে তখন যেন তোমাদের কেহ তাহাদের প্রতি না তাকায় এবং তাহাদের প্রতি যে শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে উহাতে তাহাদিগকে ধ্বংস হইতে নাও।

তোমাদিগকে যেখানে যাইতে হুকুম দেওয়া হইয়াছে তোমরা সেখানেই চলিয়া যাইবে। যেন তাহাদের সহিত পথ দেখাইবার জন্য কেহ নির্দিষ্ট ছিল যে তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিল : وَكُضِّبْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ : অর্থাৎ তাহাদের এই শাস্তির ব্যাপারে নূত (আ)-এর নিকট পূর্বেই এই সিন্ধাট পৌছাইয়াছি যে ভোরেই তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে أَنْ مَوْعِدُكُمْ الصَّبْحُ الْيُسُّ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ তাহাদের শাস্তির জন্য ওয়াদাকাল হইল ভোরবেলা, ভোরবেলা কি নিকটবর্তী নহে!

(৬৭) وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

(৬৮) قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُون ۝

(৬৯) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْرَوْنَ ۝

(৭০) قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

(৭১) قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۝

(৭২) لَعَنَ رَبُّكَ أُمَّهَ لَنِي سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

৬৭. নগরবাসিগণ উল্লসিত হইয়া উপস্থিত হইল।

৬৮. সে বলিল, উহারা আমার অতিথি, সুতরাং, তোমরা আমাকে বে-ইয্যত করিও না।

৬৯. তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে হেয় করিও না।

৭০. উহারা বলিল, আমরা কি দুনিয়াতন্ত্র লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করি নাই।

৭১. নূত বলিল, একান্তই যদি তোমরা কিছু করিতে চাও তবে আমার এই কন্যাগণ রহিয়াছে।

৭২. তোমার জীবনের শপথ উহারা তো মওতায্ব বিমুঢ় হইয়াছে।

তাকসীর : উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত নূত (আ)-এর কণ্ঠে যখন তাহার সুনর সুশ্রী সেহমানদের আগমনের সংবাদ জ্ঞানিতে পারিল তখন তাহারা আনন্দ উল্লাস করিতে করিতে আসিল قَالَ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُون وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْرَوْنَ সম্মানিত অতিথি অতএব তাহাদের সহিত অপকর্ম করিয়া তোমরা আমাকে লাঞ্ছিত করিও না।

হযরত নূত (আ) তাহারা যে আল্লাহর প্রেরিত ফিরিশতা ছিল এই কথা জানিবার পূর্বে এইরূপ অস্তিরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেমন সূরা হুদ এর মধ্যে এই সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। অবশ্য এখানে তাহার সম্প্রদায়ের দৌরাত্মের কথা পরে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং পূর্বেই ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার অতিথিগণ আল্লাহর প্রেরিত ফিরিশতা। কিন্তু ۝ অবিষয়টির জন্য তরতীব জরুরী নহে! বিশেষতঃ এমন স্থানে যেখানে ইহার বিপরিত দলীল রহিয়াছে।

وَأَكْرَمَ تَنْبُكُ عَنْ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ আমরা কি আপনাকে কাহাকেও অতিথি বানাইতে নিষেধ করি নাই? আর এখন আপনি তাহাদের সাহায্য করিতেই বা আপনাইয়া আনিয়াছেন কেন? অতঃপর তিনি তাহাদিগকে অধিক বুঝাইবার জন্য বলিলেন তোমাদের স্ত্রীরা যাহারা আমার কন্যা তাহারাই তোমাদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূর্ণ করিবার উপায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তোমাদের জন্য হালাল করিয়া দিয়াছেন, ইহাদিগকে নহে। পূর্বে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। পুনরায় উহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই তাহাদের উল্লাস ও এই নমস্ত কথাপোকথন হইতেছিল অতঃপর তাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে অধিকারিত আসন্ন বিপদ ও শাস্তি হইতে সম্পূর্ণ গাফেল ছিল। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন لَعَمْرُكَ أَنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ وَأَنْتُمْ لَأَنْفُسِهِمْ كَرِيمُونَ আপনার জীবনের কনম, তাহারা তো তাহাদের মাতলামীতে অস্থির। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের শপথ করিয়াছেন। ইহাতে তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে। 'আমর ইবনে মালিক বকবী (র) জাবুল জাওয়া (র) হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও অধিক শ্রদ্ধায় অন্য কাহাকেও দৃষ্টি করেন নাই। আর অন্য কাহার জীবনের কনম থাইতেও আমি শুনি নাই।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন لَعَمْرُكَ أَنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ وَأَنْتُمْ لَأَنْفُسِهِمْ كَرِيمُونَ আপনার জীবন ও পৃথিবীতে আপনার অবস্থানের কনম! إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ! তাহারা তাহাদের মাতলামীতে অস্থির। হাদীসটি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন سَكْرَةٌ অর্থ! গুমরাহী, يَعْمَهُونَ অর্থ তাহারা খেলা করিতেছে অর্থাৎ তাহারা তাহাদের গুমরাহী লইয়া খেলা করিতেছে। আলী ইবনে আবু তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, لَعَمْرُكَ অর্থ আপনার জীবনের কনম إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ তাহারা তাহাদের মাতলামীতে নিমজ্জিত হইয়া সন্দেহ পোষণ করিতেছে।

(٧٣) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۝

(٧٤) فَجَعَلْنَا غَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ۝

(٧٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ۝

(٧٦) وَإِنَّهَا لَإِسْبِيلٌ مُّقِيمٌ ۝

(٧٧) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

৭৩. অতঃপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ উহাদিগকে আঘাত করিল।

৭৪. এবং আমি জনপদকে উলটাইয়া উপর নীচ করিয়া দিলাম এবং উহাদিগের উপর প্রস্তর কংকর বর্ষণ করিলাম।

৭৫. অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য। উহা লোক চলাচলের পথিপার্শ্বে এখনও বিদ্যমান।

৭৬. অবশ্যই ইহাতে মু'মিনদিগের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

তাকসীর : আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন فَأَخَذَتْهُمُ الصَّامِعَةُ অতঃপর তাহাদিগকে বিকট শব্দ পাকড়াও করিল। হযরত লু'ত (আ)-এর কণ্ঠমুখে সূর্যোদয়কালে যে বিকট শব্দ ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল আয়াতে তাহার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাদের শহরকে আসমানের দিকে বুলন্দ করিয়া উলটাইয়া ফেলা হইয়াছিল উপরের অংশ নিচে এবং নিচের অংশ উপর করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আর তাহাদের প্রতি কংকর পাথর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল তখন এই বিকট শব্দ গর্জন করিয়া উঠিয়াছিল। قَوْلُ لَنْ فِي ذَلِكَ শব্দের পূর্ণ আলোচনা সূরা হুদে করা হইয়াছে। لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ অর্থাৎ তাহাদের এই শাস্তির চিহ্ন তাহাদের সেই শহরে বিদ্যমান অতএব যাহারা উহাতে চিত্ত ভাবনা করে ও দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহাদের জন্য বড়ই নিদর্শন রহিয়াছে। মুজাহিদ (র) مُتَوَسِّمِينَ এর অর্থ مُتَفَرِّسِينَ করেন অর্থাৎ জ্ঞানী ও হুশিয়ার ব্যক্তিবর্গ। ইবনে আব্বাস (রা) ও যাহূহাক (র) ইহার অর্থ করেন, চিন্তা-ভাবনাকারী লোক। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল উপদেশ গ্রহণকারী লোক সকল। মালেক কোন কোন মদীনাবাসী হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন مُتَمَلِّئِينَ অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনাকারী লোক সকল।

ইবনে আবু হাতিম (র) বলেন, হাসনে ইবনে আরাফাহ (র) আবু সাযীদ (রা) হইতে মারফু'রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন إِنَّمَا تَوَسَّيْتُمْ فِي الْقُرْآنِ فَاتَّعَبْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَتَيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَتَيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ তোমরা মু'মিনের ফিরাসত (তীক্ষ্ণ দৃষ্টি) কে ভয় কর কারণ, সে আল্লাহর নূরের সাহায্যে দেখে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) أَنْ تَوَسَّيْتُمْ فِي الْقُرْآنِ فَاتَّعَبْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَتَيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ পাঠ করিলেন। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে জরীর (র) আমর ইবনে কয়েস মুলায়ী (র) হইতে তিনি আতীয়াহ হইতে তিনি আবু সাযীদ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই সূত্র বাতিল অন্য কোন সূত্রে আমরা হাদীসটি জাতি না। ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ তুসী (র) ... ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "তোমরা মু'মিনের ফিরাসতকে ভয় করিয়া চল

কারণ, মু'মিন আল্লাহর নূরের সাহায্যে দর্শন করে। ইবনে জরীর (র) বলেন, আবু সুরাহবীল হিমসী (র) সাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন "তোমরা মু'মিনের ফিরানাতে কে ভয় কর, কারণ, মু'মিন আল্লাহর নূর ও তাহার তাওফীকের সাহায্যে দেখিয়া থাকে। তিনি আরো বলেন, আবদুল আ'লা ইবনে ওয়াসিল (র) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর কিছু বান্দা এমনও আছে যাহারা চিহ্ন দেখিয়াই চিনিয়া লয়।

হাকিম আবু বকর বাহযার (র) বলেন, সাহল ইবনে বাহর (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর কিছু বিশিষ্ট বান্দা আছে যাহারা আলামত দেখিয়াই চিনিয়া লয় : **قَوْلُهُ وَآتَاهَا لِسَبِيلِ مُقِيمٍ** অর্থাৎ হযরত লূত (আ)-এর আবাসভূমি 'সাদম' যাহা উর্কাইরা দেওয়া হইয়াছিল এবং পথের নিদেপ করা হইয়াছিল এমন কি উহা মৃত সাপের পরিণত হইয়াছে উহা দুর্গকময় এবং ময়লাযুক্ত যাহা জনপথের নিকট অবস্থিত এবং তোমরা সদা সর্বদা সেই পথে চলিফরা কর। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে **أَفَلَا وَآيَاتِنَا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ** আর তোমরা তাহাদের নিকট দিয়াই দিনে-রাতে যত্নরাত এবং তাহাদের অধস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া থাক তাহার পরও তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর না। তোমরা কি কিছু বুঝ না?

মুজাহিদ ও যাহ্বাক (র) **وَآتَاهَا لِسَبِيلِ مُقِيمٍ** এর তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন, এবং সেই জনবসতী একটি চিহ্নিত পথের নিকটই অবস্থিত। কাতাদাহ (র) বলেন, উহা একটি স্পষ্ট সড়কের নিকট অবস্থিত। সুদী (র) বলেন, **لِسَبِيلِ مُقِيمٍ** এর অর্থ **كِتَابٍ مُبِينٍ** অর্থাৎ সেই বসতীর কথা কিতাবে মুবীনের মধ্যে বিদ্যমান **وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ** (হিজর-৭৭)। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে **وَأَنْتُمْ لَكُمْ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ**। হযরত লূত (আ)-এর কওমের সহিত আমি যে ব্যবহার করিয়াছি অর্থাৎ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি এবং লূত (আ)-এর পরিবারবর্গকে মুক্তি দান করিয়াছি ইহানদার লোকদের জন্য ইহা একটি স্পষ্ট নিদর্শন

(৭৮) **وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ**

(৭৯) **فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِئْسَ مَا مَكِيدِينَ**

৭৮. আর আয়কবাসীরা তো ছিল সীমালংঘনকারী।

৭৯. সুতরাং আমি উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি উহাদিগের উভয় জনপথ তো প্রকাশ্য পথ পার্শ্বে অবস্থিত।

তাকসীর : 'আয়কবাসী দ্বারা হযরত শু'আইব (আ)-এর কওম বুঝান হইয়াছে। যাহ্বাক ও কাতাদাহ (র) বলেন আয়কাহ বলা হয় মন বনকে। তাহাদের অপরাধ শুধু শিরক করা ছিল না বরং তাহারা রাহুজানীও করিত এবং মাপে কম করিত। অতএব আল্লাহ তাহাদিগকেও বিকট শব্দ ও ভূমিকম্পন দ্বারা শাস্তি প্রদান করেন। আয়কার জন বসতী হযরত লূত (আ)-এর কওমের জনবসতীর নিকটবর্তী ছিল। আর তাহাদের যামানাত এই কওমের যামানাত নিকটবর্তী ছিল। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছে **وَإِنَّهُمَا لَبِئْسَ مَا مَكِيدِينَ** উভয় কওমের জনবসতী সাধারণ সড়কের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও যাহ্বাক (র) বলেন **أَمَامَ مُبِينٍ** দ্বারা এখানে উনুক সড়ক বুঝান হইয়াছে। আর এই কারণে হযরত শু'আইব (আ) তাহার কওমকে যখন ভীতি প্রদর্শন করিতেন তখন তিনি বলিতেন **وَمَا قَوْمٌ لَوْطٍ مِنْكُمْ** হযরত লূত (আ)-এর কওম তো তোমাদের থেকে দূরে নহে।

(৮০) **وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ**

(৮১) **وَآتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ**

(৮২) **وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَمِينِينَ**

(৮৩) **فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْجِعِينَ**

(৮৪) **فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَأْكَتُولِكُمْ يَوْمَئِذٍ**

৮০. হিজরবাসিগণও রাসূলদিগের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল।

৮১. আমি উহাদিগকে আমার নিদর্শন দিয়াছিলাম। কিন্তু উহারা তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল।

৮২. উহারা পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিত নিরাপদ বাসের জন্য।

৮৩. অতঃপর প্রভাত কালে মহানদ উহাদিগকে আঘাত করিল।

৮৪. সুতরাং উহারা যাহা অর্জন করিয়াছিল তাহা উহাদিগের কোন কাজে আসে নাই।

তাকসীর : হিজরতবাসীরা হইল সামুদ জাতি যাহারা তাহাদের নবী হযরত সালিহ (আ)-কে অস্বীকার করিয়াছিল। আর যে কেহ কোন একজন নবীকে অস্বীকার করে সে যেন সমস্ত নবীকে অস্বীকার করে। আর এই কারণেই সামুদ জাতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে তাহারা সকল নবীকে অস্বীকার করিত।

উপরোক্তে বিস্তৃত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের নিকট এমন নিদর্শন পেশ করিয়াছিলেন যাহাতে হযরত সালিহ (আ)-এর নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয়। যেমন কঠিন পাথর হইতে হযরত সালিহ (আ)-এর দু'আয় উটনীরা আত্মপ্রকাশ। উটনীটি তাহাদের শহরেই চরিয়া খাইত। তাহার পানি পান করিবার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট ছিল এবং সালিহ (আ)-এর কওমের জন্যও একটি নির্দিষ্ট দিন ছিল। যখন তাহারা সীমা অতিক্রম করিল এবং উটনীটিকে হত্যা করিল তখন সালিহ (আ) তাহাদিগকে সশস্ত্র ধনিয়ে দিলেন, تَنْتَعُوا فِى دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ তোমরা তিন দিন পর্যন্ত তোমাদের বাড়িতে খুব ভোগ কর ইহা অসম্ভব ওয়াদা নয় তোমাদের প্রতি শক্তি অব্যাহত।

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন, وَمَا تُمَدُّ فَهَيْبَتَانِمْ فَاَسْتَحَبُّوْا الْعُلَى عَلَى الْيَتٰى আর সামুদ জাতিতে আমি সঠিক পথের সন্ধান দিয়াছিলাম কিন্তু তাহারা ওমরাহীকে হেদায়েতের উপর প্রাধান্য দিয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে আরো ইরশাদ করেন كَانُوا يَكْمُرُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ يَبُوْا اٰمِنِيْنَ তাহারা পাথর কাটিয়া কাটিয়া ঘর তৈয়ার করিত। অথচ তাহাদের কোন ভয়ও ছিলনা আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। বরং কেবল সৌখিনতা ও অহংকারের বশীভূত হইয়া তাহারা এই রূপ করিত। যেমন হিজর উপত্যকায় তাহাদের ঘর-বাড়ির নমুনা দেখিয়া বুঝা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক অভিযানে যত্রাকালে যখন এই জানপদের উপর দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন তখন তিনি দীর্ঘ-মাথা চকিয়া ফেলিলেন এবং সোয়ারী দ্রুত চালাইলেন। আর দীর সাথীগণকে বলিলেন, শান্তিপ্রাপ্ত অভিশপ্ত জাতির বসতীতে ক্রন্দনাদ্বারা প্রবেশ করিবে যদি ক্রন্দন না আসে তবে ক্রন্দনের ভাব করিবে, যেন তোমাদের উপর সেই শান্তি অবতীর্ণ না হয়। اَوْثَاۗءَ قَوْلِهٖ فَاَخَذْتِمُ الْمَيْحَةَ مُصْبِحِيْنَ فَمَا اَعْنٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوْا তোমাদের উপরই বিকট শব্দ তাহাদিগকে পাকড়াও করিল। وَمَا تُمَدُّ فَهَيْبَتَانِمْ তাহারা যে ক্ষেত খামার করিয়াছিল এই যে বাগবাগিচা করিতেছিল। এবং পানি দ্বারা কৃপণতা করিয়া তাহারা যে নিদর্শনের উটনীকে হত্যা করিয়া দিন তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য যখন আল্লাহর নির্দেশ আসিল তখন ইহার কোন কিছুই কাজেই আসিল না। বরং তাহাদের সবকিছুই অকেজু প্রমাণিত হইল।

(১০) وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاَصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَبِيْلَ ۝

(১১) اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ۝

৮৫. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই আমি অবস্থা সৃষ্টি করি নাই এবং কিয়ামত অবশ্যজ্ঞাবহী সূতরাং তুমি পরম সৌজন্যের সহিত উহাদিগকে ক্ষমা কর।

৮৬. তোমার প্রতিপালকই মহাস্রষ্টা মহাজ্ঞানী।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ সকল বস্তুকে সত্য ও ন্যায়ের সহিত সৃষ্টি করিয়াছি এবং কিয়ামত অবশ্যই উপস্থিত হইবে। اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ যেন অপকর্মকারীদিগকে তাহাদের অপকর্মের বিনিময় দান করিতে পারেন। আর সংকর্মকারীদিগকেও তাহাদের সংকর্মের বিনিময় দান করতে পারেন। وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِاِطْلٰءِ ذٰلِكَ আসমান, যমীন ও উহাদের মধ্যে অবস্থিত বস্তুসমূহকে আমি দাতিল ও অনর্থক সৃষ্টি করি নাই। কাফিরদের ধারণা ইহাই অতএব কাফিরদের জন্য রহিয়াছে ওয়েল দোষখ। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন : فَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لٰتَرْجِعُوْنَ فَنَعْمٰلى তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি আর তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে না, আল্লাহ তা'আলা বুলন্দ মর্যাদার অধিকারী তিনি সম্রাজ্যের অধিকারী তিনি পরম সত্য তিনি ব্যক্তি আন কোন ইলাহ নাই তিনি মহান-আরশের অধিকারী। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার নবী (সা)-কে কিয়ামতের আগমন বার্তা দিয়াছেন উহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। অতঃপর মুশরিকদিগকে তাহাদের নির্মাতনের কারণে সুন্দর সম্মা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে : فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং তাহাদিগকে সালাম বলিয়া দিন। সন্তুর তাহারা পরিণাম জানিতে পারিবে। (যুখরুফ-৮৯) হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ (র) অন্যান্য তাকসীরকরণণ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি এই নির্দেশ যুদ্ধের নির্দেশের পূর্বে ছিল। কারণ এই আয়াত মহায় অবতীর্ণ আর যুদ্ধের হুকুম হইয়াছে হিজরতের পর।

আপনার প্রতিপালকই সৃষ্টিকর্তা ও মহাজ্ঞানী। এই আয়াত দ্বারা কিয়ামতের সংঘটিত হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত কার্যে করিবার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন তিনি এমন সৃষ্টিকর্তা যে কোন কিছু সৃষ্টি করিতে তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না এবং মানুষের শরীর পচিয়া গলিয়া যে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছে উহার প্রত্যেক অণু-পরমাণু সম্পর্কে তাহার জানা আছে। অতএব উহা একত্রিত করিয়া পুনরায় সৃষ্টি করিতে তাহার পক্ষে কোন অসম্ভব কাজ নহে। ইরশাদ হইয়াছে :

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَابِرٍ عَلٰى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ
الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي
بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔

যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তাহাদের ন্যায় লোক সৃষ্টি করিতে সক্ষম নছেন। অবশ্যই সক্ষম। যখন তিনি কোনবস্তু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন কেবল তাহাকে হইয়া বাইতে হুকুম করেন, অমনি উহা হইয়া যায়। সেই সমস্ত বস্তু পবিত্র তাহার হাতে সকল বস্তুর কর্তৃত্ব রহিয়াছে আর তাহার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে (সূরা ইয়াসিন-৮১-৮৩)।

(৪৭) وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝

(৪৮) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْتَهُمْ آرْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ

عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

৮৭. আমি তো তোমাকে দিয়াছি সাত আয়াত যাহা পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয় এবং
দিয়াছি মহা কুরআন।

৮৮. আমি তাহাদিগের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়াছি তাহার প্রতি তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করিও না। তাহাদিগের জন্য তুমি ক্ষোভ করিও না। তুমি মু'মিনদিগের জন্য তোমার পক্ষপূট অবনমিত কর।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রিয় নবী (সা)-কে সন্মোদন করিয়া বলেন, হে নবী! যেহেতু আপনাকে আমি কুরআনের ন্যায় মহাধন্য দান করিয়াছি; অতএব আপনি দুনিয়া ও উহার সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন না এবং দুনিয়ার যে অস্থায়ী ভোগ্যবস্তুর মধ্যে কাফিরদিগকে নিপু করিয়া রাখিয়াছি উহার প্রতি যেন আপনার কোন

প্রকার লোভ লিপ্সা না হয় এবং আপনাকে দিখ্যা প্রতিপন্ন করিবার ও আপনার বীনের বিরোধিতা করিবার কারণে যেন আপনি চিন্তিত হইয়া তাহাদের উপর অনুতাপ না করেন। আর আপনি মু'মিনদের জন্য আপনার ভাণ্ডার অবনত করিয়া দিন, তাহাদের সহিত সদাচরণ করুন তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। লَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ সদয় হউন। তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট এমন রাসুলের আবির্ভাব হইয়াছে তাহার উপর তোমাদের দুঃখ কষ্ট অত্যন্ত পিড়াদায়ক যিনি তোমাদের কল্যাণের বড় আকাংক্ষী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই মমতাসীন ও দয়াবান।

উনাম্মায়ে কিরাম এই সম্পর্কে মত পার্থক্য করিয়াছেন কি? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, যাহ্বাক (র) ও অন্যান্য তাকসীরকারের মতে উহা হইল কুরআনের দীর্ঘ সাতটি সূরা। অর্থাৎ বাক্বারা, আলে-ইমরান, নিসা, মায়িদা, আন'আম, আ'রাফ ও সূরা ইউনুস। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) ইহা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত ও'দ (র) বলেন উদ্ধৃত সূরাসমূহে ফরায়েৎ হুদ, ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ এবং শরীয়তের আহকাম বর্ণনা করা হইয়াছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইহার মধ্যে উদাহরণসমূহ, ঘটনাবলী ও নসীহতসমূহের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইবনে আব্বাস (র) সুফিয়ান হইতে বর্ণিত, মাসানী হইল একশত আয়াত-বিশিষ্ট বাক্বারা, আলে-ইমরান, নিসা, মায়িদা, আন'আম, আ'রাফ এবং জানফাল ও বারোআত এক সূরা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উদ্ধৃত সূরাসমূহ কেবলমাত্র নবী করীম (সা)-কে দান করা হইয়াছিল। হযরত মুসা (আ)-কে উহার দুটি দান করা হইয়াছিল। হুসাইম (র) সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আ'মাশ (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-কে সাতটি দীর্ঘ সূরা দান করা হইয়াছে এবং হযরত মুসা (আ)-কে দেওয়া হইয়াছিল ছয়টি। তিনি যখন তাহার কাষ্ঠখণ্ডগুলি ফেলিয়া দিলেন তখন দুটি উঠিয়া গেল। আর চারটি থাকিয়া গেল। মুজাহিদ (র) বলেন, السَّبْعُ الْمَثَانِي দ্বারা সাতটি দীর্ঘ সূরা বুঝান হইয়াছে। কুরআনুল আযীম দ্বারাও ইহাই বুঝান হইয়াছে। খুসাইদ (র) যিয়াদ ইবনে আব্বাস (র) হইতে السَّبْعُ مِنَ الْمَثَانِي এর তাকসীর প্রসংগে বলেন, আপনাকে আমি সাতটি অংশ দান করিয়াছি। নির্দেশ, নিষেধ, সুসংবাদ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন,

উদাহরণ বর্ণনা। নিয়ামতসমূহের বর্ণনা কুরআনে বর্ণিত ঘটনাসমূহ। ইবনে জরীর ও ইবনে আবু হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ অত্র আয়াতে সম্পূর্ণ কুরআনকে মাসানী এবং অন্যান্য দিক হইতে গুণশাবিহ বলা হইয়াছে। একদিক হইতে ইহা মাসানী এবং অন্য দিক হইতে গুণশাবিহ। আবার সাথে সাথে ইহা মহান কুরআন বটে। যেমন বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা হইল যেই মসজিদকে তাকওয়ার উপর ভিত্তি করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে উহা কোনটি? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদের দিকে ইশারা করিলেন অথচ, আয়াতের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত যে, যে মসজিদকে তাকওয়ার উপর ভিত্তি করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে উহা হইল কুবার মসজিদ। এই ব্যাপারে নীতিগত কথা হইল, দুটি বস্তু একই গুণে শরীক হইলে একটির উল্লেখ করা হইলে অপরদিকে বাদ দেওয়া হয় না। لَا تَمُنُّنَ بِهِنَّ عَيْنِيكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ (সা) আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে মহান কুরআন দান করিয়াছেন উহার দ্বারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও উহার সৌন্দর্য হইতে বিমুখ হইয়া নিজেকে সর্বাধিক বড় বনী মনে করুন। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে আল্লামা ইবনে উয়াইনা (র) একটি সহীহ হাদীস لَيْسَ مَثًا مِّنْكُمْ يَتَنَنُّنَ (র) একটি সহীহ হাদীস এঁর অর্থ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন প্রাপ্ত হইয়া দুনিয়ার অন্য সকল ধন-সম্পদ হইতে মুখাপেক্ষীহীন না হয় সে আমাদের দলভুক্ত নহে। কিন্তু উক্তিটি যদিও সঠিক, কিন্তু হাদীসের উদ্দেশ্য ইহা নহে। যেমন পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

ইবনে আবু হাতিম (র) আবু রাফে' সাহাবী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম (সা)-এর ঘরে একজন মেহমান আসিল কিন্তু তাহার ঘরে এমন কিছুই ছিলনা যাহা দ্বারা তিনি মেহমানের আপ্যায়ন করিতে পারেন। অতএব তিনি এক ইয়াহুদীর নিকট এক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন, সে যেন ইহা ধলে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে বলিতেছেন, আমাকে রাজব মস পর্ষন্ত কিছু আটা করয় দাও। কিন্তু ইয়াহুদী কিছু বন্ধ রাখা ব্যতিত আটা দিতে অস্বীকার করিল। রাবী বলেন অতঃপর আমি নবী করীম (সা) এর নিকট আসিয়া তাহার জওয়াব শুনাইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি আসমানের অধিবাসীদের নিকট আদানতদার আর যমীনের অধিবাসীদের কাছেও আমানতদার। যদি সে আমাকে করয় দিত কিংবা আমার নিকট বিক্রয় করিত তবে অবশ্যই আমি উহা আদায় করিতাম। রাবী বলেন, অতঃপর আমি যখন নবী করীম (সা) এর নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলাম তখন مَا تَمُنُّنَ عَيْنِيكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا অবতীর্ণ হইল। যেন এই আয়াত দ্বারা

বিরোধী নহে। কারণ উহাতেও ঐ গুণ রহিয়াছে যাহা সূরা ফাতিহার মধ্যে নিহিত। যেমন পূর্ণ কুরআনকে مَثَانِي বলাও ইহার বিরোধী নহে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ অত্র আয়াতে সম্পূর্ণ কুরআনকে মাসানী এবং অন্যান্য দিক হইতে গুণশাবিহ বলা হইয়াছে। একদিক হইতে ইহা মাসানী এবং অন্য দিক হইতে গুণশাবিহ। আবার সাথে সাথে ইহা মহান কুরআন বটে। যেমন বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা হইল যেই মসজিদকে তাকওয়ার উপর ভিত্তি করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে উহা কোনটি? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদের দিকে ইশারা করিলেন অথচ, আয়াতের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত যে, যে মসজিদকে তাকওয়ার উপর ভিত্তি করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে উহা হইল কুবার মসজিদ। এই ব্যাপারে নীতিগত কথা হইল, দুটি বস্তু একই গুণে শরীক হইলে একটির উল্লেখ করা হইলে অপরদিকে বাদ দেওয়া হয় না। لَا تَمُنُّنَ بِهِنَّ عَيْنِيكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ (সা) আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে মহান কুরআন দান করিয়াছেন উহার দ্বারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও উহার সৌন্দর্য হইতে বিমুখ হইয়া নিজেকে সর্বাধিক বড় বনী মনে করুন। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে আল্লামা ইবনে উয়াইনা (র) একটি সহীহ হাদীস لَيْسَ مَثًا مِّنْكُمْ يَتَنَنُّنَ (র) একটি সহীহ হাদীস এঁর অর্থ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন প্রাপ্ত হইয়া দুনিয়ার অন্য সকল ধন-সম্পদ হইতে মুখাপেক্ষীহীন না হয় সে আমাদের দলভুক্ত নহে। কিন্তু উক্তিটি যদিও সঠিক, কিন্তু হাদীসের উদ্দেশ্য ইহা নহে। যেমন পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

ইবনে আবু হাতিম (র) আবু রাফে' সাহাবী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম (সা)-এর ঘরে একজন মেহমান আসিল কিন্তু তাহার ঘরে এমন কিছুই ছিলনা যাহা দ্বারা তিনি মেহমানের আপ্যায়ন করিতে পারেন। অতএব তিনি এক ইয়াহুদীর নিকট এক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন, সে যেন ইহা ধলে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে বলিতেছেন, আমাকে রাজব মস পর্ষন্ত কিছু আটা করয় দাও। কিন্তু ইয়াহুদী কিছু বন্ধ রাখা ব্যতিত আটা দিতে অস্বীকার করিল। রাবী বলেন অতঃপর আমি নবী করীম (সা) এর নিকট আসিয়া তাহার জওয়াব শুনাইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি আসমানের অধিবাসীদের নিকট আদানতদার আর যমীনের অধিবাসীদের কাছেও আমানতদার। যদি সে আমাকে করয় দিত কিংবা আমার নিকট বিক্রয় করিত তবে অবশ্যই আমি উহা আদায় করিতাম। রাবী বলেন, অতঃপর আমি যখন নবী করীম (সা) এর নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলাম তখন مَا تَمُنُّنَ عَيْنِيكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا অবতীর্ণ হইল। যেন এই আয়াত দ্বারা

আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে সান্ত্বনা দিলেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে **لَا تُؤْمِنُ عَيْنِي** এর তাকসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, অত্র আয়াত দ্বারা অন্যের নিকট যাহা আছে উহার প্রতি লোভ-লিঙ্গাসহ আকাঙ্ক্ষা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, **إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ** দ্বারা ধন সম্পদশালী কাফিরদিগকে বুঝান হইয়াছে।

(৪৭) **وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ** ○

(৯০) **كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ** ○

(৯১) **الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ** ○

(৯২) **فَوَرَيْكَ لِنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ** ○

(৯৩) **عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ** ○

৮৯. এবং বল, আমি তো কেবল এক প্রকাশ্য সতর্ককারী।

৯০. যেভাবে আমি অবতীর্ণ করিয়াছিলাম বিভক্তকারীদিগের উপর।

৯১. যাহারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করিয়াছে।

৯২. সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের। আমি উহাদিগের সকলকে প্রশ্ন করিবই।

৯৩. সেই বিষয়ে যাহা উহারা করে।

তাকসীর ৪ আল্লাহ তা'আলার তাহারা নবী (সা)-কে এই নির্দেশ দিতেছেন যে, তিনি যেন মানুষকে বলিয়া দেন **إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ** অবশ্যই আমি ভীতি প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের উপর তাহাদের নবীগণকে অস্বীকার করিবার কারণে যে আযাব ও শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল আমাকে অস্বীকার করিবার কারণেও তোমাদের উপর তদ্রূপ শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। **الْمُقْتَسِمِينَ** অর্থ পরস্পর শপথ গ্রহণকারী। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মত তাহাদের নবীগণের বিরোধিতা করিবার জন্য এবং তাহাদিগকে নির্বাতন ও উৎপীড়ন করিবার উদ্দেশ্যে পরস্পর শপথ গ্রহণ করিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত সালিহ (আ)-এর উম্মতের কর্মকান্ড সম্পর্কে খবর দিয়াছেন **فَالْوَا تَهَارَا بَلِين, تَهَارَا بَلِين** তাহারা বলিল, তোমরা আল্লাহর শপথ কর, আমরা অবশ্যই তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে রাত্রে অন্ধকারে ধ্বংস করিয়া দিব।

আরো ইরশাদ হইয়াছে **لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ تَمُوتُ** তাহারা কঠিন শপথ করিয়া বলিল, যাহার মৃত্যু হইবে আল্লাহ তাহাকে আর পুনরায় জীবিত করিবেন না; **أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ** তোমরা কি পূর্বে কসম খাইয়া বলিতে না? আরো ইরশাদ হইয়াছে **وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ** তোমরা তো সেই সমস্ত লোক যাহারা কসম খাইয়া বলিতে যে, আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি কোন রহমত অবতীর্ণ করিলেন না। কাফিরদের অবস্থাই এই ছিল যে তাহারা যখনই কিছুকে অস্বীকার করিত তখন উহা কসম খাইয়াই অস্বীকার করিত এই কারণে তাহাদের নামই হইয়াছিল **مُقْتَسِمُونَ** (শপথকারী লোক সকল) আবদুর রহমান ইবনে হায়েদ ইবনে আন'আম (র) বলেন, **مُقْتَسِمُونَ** হইল হযরত সালিহ (আ)-এর কওম, যাহারা কসম খাইয়া বলিয়াছিল, "রাত্রেই আমরা তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে ধ্বংস করিয়া দিব।" বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু মূসা (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আমার উদাহরণ ও যেই বস্তুসহ আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে উহার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যে তাহার কওমের নিকট আসিয়া বলে হে আমার কওম। আমি স্বচক্ষে শত্রু সেনা দেখিয়াছি আমি তোমাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে ভীতি প্রদর্শন করিতেছি অতএব তোমরা সতর্ক হইয়া যাও এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর। অতঃপর একটি দল তো তাহার অনুসরণ করিল এবং রাতের অন্ধকারেই আত্মরক্ষার জন্য বাহির হইয়া পড়িল এবং এই অবসরে খীয় গতিতে চলিতে চলিতে রক্ষা পাইল। অপর পক্ষে অপর একটি দল তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তাহার কথা অস্বীকার করিল এবং নিজ নিজ স্থানেই থাকিয়া গেল এবং ভোরেই শত্রু তাহাদিগকে পাইয়া বসিল, ফলে শত্রু তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিল এবং তাহাদের মূলোৎপাটন করিয়া ফেলিল; ইহাই হইল সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার অনুসরণ করিল এবং আমার আনিত হক বস্তু মতাবিক কাজ করিল এবং সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে অগাধে অবিশ্বাস করিল এবং আমার আনিত হক বস্তুকেও অমান্য করিল।

قَوْلُهُ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ তাহারা আনমানী কিতাবসমূহকে খন্ড খন্ড করিয়াছে অতঃপর কিছু অংশের প্রতি তো ইমান আনিয়াছে এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করিয়াছে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি **وَجَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ** সম্পর্কে বলেন, তাহারা ইহল আহলে কিতাব, যাহারা আল্লাহর কিতাবকে বিভাগ করিয়া কিছু অংশের প্রতি তো ইমান আনিয়াছে এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করিয়াছে।

উবায়দুল্লাহ্ ইবনে মুসা (র) ইবনে আক্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি **وَجَعَلُوا الْقُرْآنَ عَمِينًا** সম্পর্কে বলেন, তাহারা হইল আহলে কিতাব যাহারা কিতাবকে বিভাগ করিয়া কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনিয়াছে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করিয়াছে।

উবায়দুল্লাহ্ ইবনে মুসা (র) হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন **كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُتَسِمِينَ** যেমন “শপথকারীদের উপর অবতীর্ণ করিয়াছিলাম।” অবতারণিত বস্তুর কিছু অংশকে যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল এবং কিছু অংশকে অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা হইল ইয়াহুদী ও নাসারা। ইবনে আবু হাতিম (র) বলেন, মুজাহিদ, হানান, যাহুহাক, ইকরিমাহ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) ও অন্যান্য তাফসীরকার হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হাকাম ইবনে আবান (র) ইকরিমাহ (র) হইতে তিনি হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে **وَجَعَلُوا الْقُرْآنَ عَمِينًا** সম্পর্কে বলেন **عَمِينًا** অর্থ যাদু অর্থাৎ তাহারা কুরআনকে যাদু বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। ইকরিমাহ (র) বলেন, কুরাইশদের ভাষায় **العصاة** শব্দের অর্থ যাদু। **السَّاحِرَةُ** (যাদুকর) কে **الْكَاِمَةُ** বলা হয়। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করিত, তাহারা যাদু বলিত, তাহারা ভবিষ্যৎ কখন বলিত তাহারা পূর্ববর্তীদের কাহিনী বলিত। আতা (র) বলেন, কাফিরদের কেহ কেহ রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে যাদুকর বলিত। কেহ কেহ কাহেন বলিত আবার কেহ কেহ পাগল বলিত **عَمِينًا** অর্থ ইহাই। যাহুহাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকার হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) ইবনে আক্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার অলীদ ইবনে মুগীরাহ্ এর নিকট কুরাইশ বংশের কিছু লোক একত্রিত হইল। অলীদ ইবনে মুগীরাহ্ তাহাদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। সময়টি ছিল হজ্জের মওসুম। অলীদ ইবনে মুগীরাহ্ সমবেত লোকদিগকে বলিল, হে কুরাইশ দল! হজ্জের মওসুম সমাগত এবং এই মওসুমে আরবের বিভিন্ন এলাকা হইতে তোমাদের নিকট প্রতিনিধি দল আসিবে। অতএব তোমরা এই ব্যক্তি (হযরত মুহাম্মদ) সম্পর্কে কোন মত স্থির কর এবং কেহ কোন দ্বিতমত পোষণ করিও না। যেন এমন না হয় যে একজন অন্যের মতকে মিথ্যা বল। তখন তাহারা বলিল, আপনি একটি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া দিন। সে বলিল, না, তোমরাই বল, আমি গুনিব। তখন তাহারা বলিল, আমরা তো তাহাকে কাহেন বলি, সে বলিল, সে কাহেন নহে। তাহারা বলিল, তবে সে পাগল। অলীদ বলিল, সে পাগলও নহে। তাহারা বলিল তবে সে কবি। অলীদ বলিল, সে কবিও নহে। তাহারা বলিল, তবে সে যাদুকর। সে বলিল, সে যাদুকরও নহে। তাহারা বলিল তবে

আমরা আর তাহাকে কি বলিব? তখন অলীদ বলিল, আল্লাহর কসম, তাহার কথায় একটি বিশেষ পদ আছে। তোমরা এই সকল বিশেষণের মধ্য হইতে যাহা যাহা তাহাকে খিতাব করিবে অন্যান্য লোক উহাকে বাতিল মনে করিবে। তবে তাহার সহিত অধিক সংগতিপূর্ণ কথা হইল, সে যাদুকর; অতঃপর তাহারা এইমত স্থির করিয়া চলিয়া গেল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা **الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عَمِينًا** নাগিল করিলেন।

فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلُنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ আপনার প্রতিপালকের কসম, তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য করিয়াছে আমি অবশ্যই তাহা সম্পর্কে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিব। আতীয়াহ আওকী (রা) হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে **لَنَسْتَلُنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ** সম্পর্কে বলেন, ইহার অর্থ হইল তাহাদের সকলকে কলেমায়ে তাওহীদ লা-ইলাহা ইল্লালাহ সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করিব। আব্দুর রাহযাক (র) মুজাহিদ হইতে **كَانُوا يَعْمَلُونَ** এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন “আমি অবশ্যই তাহাদিগকে কলেমায়ে তাওহীদ, লা-ইলাহা ইল্লালাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিব। ইমাম তিরমিযী, আবু ইয়াল মুদেলী, ইবনে জরীর ও ইবনে আবু হাতিম (র) হযরত আনাস (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে **فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلُنَّهُمْ أَجْمَعِينَ** সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কলেমায়ে তাওহীদ তথা লা-ইলাহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। ইবনে ইসরীস লাইস (র) হযরত আনাস (রা) হইতে মওকুফরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, আহমদ (রা).... তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে হাকীম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে হযরত আনাস (রা) হইতে মারফুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন, আল্লাহর কসম, তোমাদের সকলেই কিয়ামতের দিন আল্লাহর সহিত নির্জনেই সাক্ষাৎ করিবে যেমন কেহ চৌদ্ধ তারিখের চাঁদ নির্জনে একাকিই দেখিতে পারে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আদম সন্তান! কোন বস্তু আমার অনুগত হইতে তোমাকে ধোঁকাই নিষেধ করিয়াছিল? হে আদম সন্তান! তুমি যাহা শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলে উহার কোন কোন বিষয়ে তুমি আমল করিয়াছ? হে আদম সন্তান! তুমি আমার পরগণারদের ভাকে কিরূপ সাড়া দিয়াছিল।

আবু জা'ফর (র) রবী' (র) হইতে তিনি আবুল আলিরাহ্ হইতে **فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلُنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ** তাফসীর সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে সকল বান্দাকে দুইটি চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহারা কাহার ইবাদত করিত? এবং রাসূলগণের আহ্বানে তাহারা সাড়া দিয়াছিল কিনা? ইবনে

উয়ায়দাহ্ (র) বলেন, মান ও আমল সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হইবে। ইবনে আবু হাতিম (র) হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, হে মু'আয! কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক মানুষকে তাহার যাবতীয় প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে, এমনকি তাহার চক্ষুর সুরমা সম্পর্কে এবং তাহার হাতে ছানা মাটি সম্পর্কেও। অতএব হে মু'আয! কিয়ামত দিবসে তোমাকে এমন যেন না পাই যে, তুমি ভাল কাজে অন্য হইতে পিছনে পড়িয়া আছ। অলী ইবনে আবু তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে **فَوَيْلٌ لَّكَ لِنَسْئَلِكُمْ** এর আশঙ্কায় আপনার প্রতিপালকের কসম, আমি অবশ্যই তাহাদের নকলের নিকট তাহাদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করিব। অতঃপর তিনি **فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ** তাহাদের নকলের নিকট তাহাদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করিব। অতঃপর তিনি **عَنْ ذُنُوبِهِ** সেই দিনে কোন মানুষ ও জিনকে তাহার গুনাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে না? উভয় আয়াতের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরোধ পরিলক্ষিত হওয়ায় হযরত ইবনে আব্বাস এই মিমাংসা পেশ করেন। গুনাহগারদের নিকট এই প্রশ্ন করা হইবে না, তুমি কি গুনাহ করিয়াছ? কারণ তিনি খুব ভালই জানেন যে সে গুনাহ করিয়াছে কি না? বরং তাহাকে যে প্রশ্ন করা হইবে তাহা হইল, তুমি অল্পক গুনাহ করিয়াছ কেন? **(৯৬) فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ** ○

(৯৫) اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ○

(৯৬) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ○

(৯৭) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ○

(৯৮) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّجِدِينَ ○

(৯৯) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ○

৯৪. অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছ তাহা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদিগকে উপেক্ষা কর।

৯৫. যাহারা আল্লাহর সহিত অপর ইলাহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

৯৬. যাহারা আল্লাহর সহিত অপর ইলাহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এবং শীঘ্রই উহারা জানিতে পারিবে।

৯৭. আমি তো জানি, উহারা যাহা বসে তাহাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়।

৯৮. সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা বাহা তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তুমি নিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

৯৯. তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রিয় রাসূল (সা)-কে তাহার নিকট প্রেরিত বাণী পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ করিতেছেন। মুশরিকদের সখুখে তাওহীদের বাণী সুষ্ঠুভাবে প্রচার করুন; হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন **فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ** এর অর্থ হইল, আপনাকে যে নির্দেশ করা হইয়াছে উহা প্রচার করুন। এক রেওয়াতে বর্ণিত, আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে আপনি উহা পালন করুন। যজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হই আপনি নাল্যের মধ্যে উচ্চধারে কুরআন পড়ুন। **فَوَيْلٌ لَّكَ لِنَسْئَلِكُمْ** অর্থাৎ আপনার প্রতি যাহা নাহিল করা হইয়াছে আপনি উহা প্রচার করুন। এবং মুশরিকদের প্রতি লক্ষ্যপ করিবেন না। যাহারা আল্লাহর আয়াত প্রচার করিতে আপনাকে বাধা প্রদান করে। তাহারা তো ইহাই কামনা করে যে যদি আপনি একটু অনন্যতা করেন, আপনি তাহাদিগকে ভয় করিবেন না। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের শাস্তি দেওয়ার জন্যও যথেষ্ট আর আপনাদের হিফাযতের জন্যও যথেষ্ট।

ইরশাদ হইয়াছে **فَمَا تَفْعَلُ** **وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا** হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অবতারিত বণ্ড আপনি পৌছাইয়া দিন যদি আপনি তাহা না করেন তবে আপনি তাহার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিলেন না। আর অল্পক মানুষের অনিষ্ট হইতে আপনাকে রক্ষা করিবেন। হাফিয আবু বকর বায্জার (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি **فَوَيْلٌ لَّكَ لِنَسْئَلِكُمْ** এর তাফসীর প্রশংসায় বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাইতেছিলেন, এমন সময় মুশরিকদের কিছু লোক তাহাকে বিদ্রোপ করিল তখন হযরত জিবরীন (আ) উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে ঘৃণি মারিলেন ফলে এমন হইল যে, মনে হইতেছিল যেন তাহাদের শরীরে যখন হইয়া গিয়াছে। অবশেষে ইহাতেই তাহাদের মৃত্যু হইল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, তাহারা মুশরিকদের বড় বড় বর্দায় ছিল। তিনি বলেন, ইয়যীদ ইবনে কুমায়ল আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন বিদ্রোপকারী লোকদের সংখ্যা ছিল পাঁচ। তাহারা স্বীয় গোত্রে বড় সম্মানিত ছিল। বনু আসাদ ইবনে আব্দুল উযযা ইবনে কুসাই গোত্রের আসওয়াদ ইবনে আবু যামআহ এই লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভীষণ শত্রু ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সে দারুণ নির্যাতন ও

বিক্রপ করিত। তিনি তাহরর জন্য এইরূপ বদ দু'আও করিয়াছিলেন। “হে আল্লাহ্ আপনি তাহাকে অন্ধ করিয়া দিন এবং সন্তানহীন করিয়া দিন!” আর বনু যুহরা গোত্রের ছিল আস-ওয়াদ ইবনে আদে ইয়াওস ইবনে ওহব ইবনে আদে মানাফ ইবনে যুহরা। বনু মখযুম গোত্রের ছিল, অলীদ ইবনে মুগীরাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আসর ইবনে মখযুম। বনু সাহ্ম ইবনে উমর ইবনে হাছীছ ইবনে কা'ব ইবনে নুওয়ই গোত্রের ছিল, আস ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হিশাম ইবনে সায়ীদ ইবনে সাদ। মুযাআহ্ গোত্রের ছিল, হারেস ইবনে তলাভিলাহ্ ইবনে আমর ইবনে হারিস ইবনে আদ ইবনে আমর ইবনে মান্কাব। এই সকল লোক দুইমীতে মাতিয়া উঠিল এবং রানুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বহু বিক্রপ করিতে লাগিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন,

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ

ইবনে ইসহাক (র) উরওয়াহ্ ইবনে যুবাইর (রা) হইতে কিংবা অন্য কোন আলেম হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তওয়াফ করিতেছিলেন, এমন সময় হযরত জিবরীল (আ) আসিয়া দাঁড়াইলেন। রানুল্লাহ্ (সা)ও তাহার নিকট আসিয়া দজায়মান হইলেন। এমন সময় আস-ওয়াদ ইবনে আদে ইয়াওস সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল, হযরত জিবরীল (আ) তাহার দিকে ইংগিত করিলেন। ফলে সে পেটের পিড়ায় আক্রান্ত হইল এবং উহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিল। অলীদ ইবনে মুগীরাহ্ও যাইতেছিল হযরত জিবরীল তাহার পায়ে তালুর একটি যখমের চিহ্নের প্রতি ইংগিত করিলেন অতঃপর উক্ত স্থান ফুলিয়া উঠিল এবং উহাতেই তাহার মৃত্যু হইল। দুই বছর পূর্বে তাহার পায়ে এই যখম হইয়াছিল এবং ইহা দ্বারা সে চাদর টানিয়া টানিয়া হাঁটিত। মুযাআহ্ গোত্রের এক ব্যক্তির তীরের আঘাতে তাহার পায়ে এই যখম হইয়াছিল। আস ইবনে ওয়ায়েলও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিল জিবরীল তাহারও পায়ে তালুর দিকে ইশারা করিলেন কিছু দিন পরে সে ভায়েফ যাইবার উদ্দেশ্যে তাহার গাধায় চড়িয়া বাহির হইল। চলিতে চলিতে সে রাস্তায় পড়িয়া গেল এবং তাহার পায়ে তালুতে পেরাগ ঢুকিয়া গেল এবং ইহাই তাহার মৃত্যুর কারণ হইল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বিক্রপকারীদের নেতা ছিল অলীদ ইবনে মুগীরাহ্ সেই তাহাদিগকে একত্রিত করিয়াছিল। সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও ইকরিমাহ্ হইতেও তক্রপ বর্ণিত হইয়াছে যেমন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইয়াযীদের সূত্রে উরওয়াহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য সায়ীদ (র) তাহার রেওয়ামেতে হারিস ইবনে গয়তলাহ্ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইকরিমাহ্ তাহার রেওয়ামেতে হারেস ইবনে কয়েস উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, উভয়েই সত্য বলিয়াছেন, হারিস এর পিতার নাম কয়েস এবং মাতার নাম গয়তলাহ্। মুজাহিদ, মিক্কাযাম, কাতাদাহ্ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারদের মতেও বিক্রপকারীরা মোট পাঁচ জন ছিল। কিন্তু ইমাম শা'বী বলেন, তাহারা সাতজন ছিল।

কিন্তু প্রথম মতটিই এদিক। **الَّذِينَ يَجْمَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يُعْلَمُونَ**। “যাহারা আল্লাহর সহিত অন্য উপাস্য নির্ধারণ করে তাহারা সত্যের জামিনে পারিবে।” আল্লাহর সহিত যাহারা অন্যকে শরীক করে তাহাদের গণ্ডে ইহা একটি অত্যন্ত কঠিন ধমক।

وَأَعْلَمُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَصِيبُكَ بِمَا يَفْرُلُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ -

হে মুশাখদ (সা) আমি ইহা ভাল করিয়াই জানি যে, তাহাদের কারণে আপনি মনশ্চুপ হইয়া পড়েন আপনার অন্তর মুচড়ে পড়ে, কিন্তু ইহা যেন আপনাকে আপনার বিশালাতের দায়িত্ব পালন হইতে বিরত না রাখে। আপনি আল্লাহর ভরসা রাখুন তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আপনার সাহায্যকারী। অতএব তাঁহার খিকির তাঁহার প্রশংসা, তাঁহার ভাসবীহ ও তাঁহার ইবাদত অর্থাৎ সলাতে মননিবেশ করুন। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে **الَّذِينَ يَجْمَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ** আপনি নিজদাকী ও মুসাল্লীদের অন্তর্ভুক্ত হউন। যেমন বর্ণিত হইয়াছে, ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন, মুযাআহ্ ইবনে আম্মার (র) হইতে বর্ণিত নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, “হে আদম সন্তান! দিনের শুরুতে চার রাকাত সলাত পড়িতে অক্ষমতা প্রকাশ করিও না। আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার জন্য যথেষ্ট হইব।” ইমাম আবু দাউদ ও নাসায়ী মাকহুল হইতে তিনি কাসীর ইবনে মুবরাহ হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণেই যখন নবী করীম (সা) কোন ব্যাপারে চিন্তিত হইতেন তখনই জালাতে লিঙ হইতেন। **قوله وَأَعْلَمُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَصِيبُكَ بِمَا يَفْرُلُونَ** ইমাম বুখারী (র) বলেন, সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (র) বলিয়াছেন, ইয়াকীন দ্বারা এখানে মৃত্যুকে বুঝান হইয়াছে। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে নাশার (র) সালেম ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি **وَأَعْلَمُ نَعْلَمُ** এ তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, **الَّذِينَ يَجْمَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ** দ্বারা আয়াতের মধ্যে মৃত্যুকে বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ্ ও আবুর রহমান ইবনে যারদ ইবনে আদলাম (র) ও অন্যান্য তাফসীরগণ অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দলীল হিনাবে তাহারা এই আয়াত পেশ করেন যাহা আল্লাহ্ দোষীদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন। কিয়ামতের দিন দোষীদের বলিবেঃ

لَمْ نَكُنْ مِنَ الْمُصْطَلِينَ وَلَمْ نَكُنْ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الْبَيْتِ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ -

আমরা সালাত পড়িতাম না, মিসকীনকে অনু দান করিতাম না, আর যাহারা খেলাধুলায় মগ্ন ছিল আমরা তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম এবং কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করিতাম। এমন কি একদিন আমাদের নিকট মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল।

সহীহ খাদীশে ইমাম মুহন্নী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি একজন আনসারী রমণী উম্মুল আলা হইতে বর্ণনা করেন, রানুল্লাহ্ (সা) যখন হযরত উসমান ইবনে ময়উনের নিকট তাহার মৃত্যুকালে উপস্থিত হইলেন, এই মুহুর্তে উম্মুল আলা বলিলেন, হে আবুস সাহেব! তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত বর্ণিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।" তখন রানুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি কি করিয়া জানিলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সম্মানিত করিয়াছেন? উম্মুল আলা (র) বলেন, আমি বলিলাম, আমার আকবা জাম্মা আপনার উপর কুরবান হইল। তবে আর কে সম্মানিত হইবে? তখন রানুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাহার নিকট ইয়াকীন অর্থাৎ মৃত্যু আসিয়াছে এবং তাহার জন্য আমি কল্যাণেরই আশা রাখি। অত্র খাদিস দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, **وَأَعْبُدْ رَبَّكَ** দ্বারা মৃত্যুকে বুঝান হইয়াছে। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে এবং চেতনা জাগ্রত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার প্রতি সালাত ও অন্যান্য ইবাদত জরুরী এবং তাহার অবস্থানুযায়ী সে সালাত পড়িবে। সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত, রানুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তুমি দাঁড়াইয়া সালাত পড়, যদি দাঁড়াইতে সক্ষম না হও তবে বসিয়া সালাত পড়িবে। যদি বসিয়াও সালাত পড়িতে সক্ষম না হও তবে শুইয়া সালাত পড়িবে। উপরোক্ত আলোচনা বারী সেই সকল ভ্রাতৃ লোকদের মতও ভুল প্রমাণিত হইল যাহারা এই কথা বলে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ কামালিয়াত পর্যন্ত পৌছিতে সক্ষম না হয় ইবাদত কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত ফরয, যখন মারেফাত ও কামেলিয়াতের স্তরে পৌছিয়া যায় তখন তাহার প্রতি কোন ইবাদত করা জরুরী নহে। ইহা সম্পূর্ণ কুফর ও মূর্খতা ছাড়া কিছুই নহে। সমস্ত আখিয়ারে কিরাম ও তাহাদের সাহাবীগণ আল্লাহকে সর্বাধিক বেশী জানিতেন, তাহারা আল্লাহর মারেফাত সব চাইতে বেশী লাভ করিয়াছিলেন তাহার গুণাবলীতে আযমত ও মহত্ত্ব সম্পর্কে তাহারা ই অধিক সচেতন ছিলেন এতদসত্ত্বেও তাহারা ই আল্লাহর সব চাইতে বেশী ইবাদত বন্দেগী করিতেন, এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাহারা সংকাজে সদা সর্বদা নিয়োজিত থাকিতেন। অত্র আয়াতে **الْيَقِينُ** দ্বারা মারেফাত উদ্দেশ্য নহে বরং ইহা দ্বারা মৃত্যুকেই বুঝান হইয়াছে। যেমন পূর্বে আমরা ইহা প্রমাণিত করিয়াছি।

আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। হেদায়াত প্রদানের জন্য তাহারই প্রশংসা করি। তাহার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। তাহার উপরই আমরা ভরসা করি। তাহার নিকট আমরা ইহাও প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের পূর্ণ ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যু দান করেন। তিনি বড়ই দাতা ও দয়ালু।

সূরা আন-নাহুল

মক্কী ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) **أَتَىٰ أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝**

১. আল্লাহর আদেশ আসিবেই, দুরত্ব উহা তরাখিত করিতে চাইও না। তিনি মহিমান্বিত এবং উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার উর্ধে।

ভাফসীর : উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ কিয়ামত নিকটবর্তী হইবার সংবাদ দিতেছেন : এবং উহা সংঘটিত হওয়া যে নিশ্চিত সেই কথা বুঝাইবার জন্য তিনি 'মায়ী' অতীতকাল বোধক ক্রিয়া ব্যবহার করিয়াছেন : যেন উহা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَنَمَّ فِي غَفْلَةٍ مّعْرِضُونَ মানুষের হিসাব নিকাশের দিন নিকটবর্তী হইয়াছে অর্থাৎ তাহারা অনসতায় নিঃশ্রু এবং সত্য গ্রহণ হইতে বিমুখ হইয়া আছে। **وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَ مِنَ الْعَذَابِ وَلِيَاتَيْنَهُمْ بَعْثَةٌ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ** কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে এবং চক্র খণ্ডিত হইয়াছে। অতএব এই নিকটবর্তী বস্তুর আরো নিকটবর্তী হইবার জন্য আধীর হইও না। এখানে **فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ** এর সর্বনামটি আল্লাহ এর দিকে ফিরিয়াছে একথাও বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট কিয়ামত নিকটবর্তী হইবার জন্য ব্যস্ত হইও না। সর্বনামটি 'আযাব' এর প্রতি ফিরিয়াছে, ইহারও নজাবনা আছে। উভয় মঞ্জাবনা একটি অপরাধের জন্য অঙ্গাঙ্গী। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে, **وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَ مِنَ الْعَذَابِ وَلِيَاتَيْنَهُمْ بَعْثَةٌ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ**

তাহারা আপনার নিকট আযাবের জন্য অস্থির হইতেছে যদি আযাব আসিবার জন্য নির্দিষ্ট সময় না থাকিত তবে অবশ্যই তাহাদের নিকট আযাব আসিয়া পৌছাইত। তাহাদের উপর অবশ্যই আকস্মিকভাবে আযাব আনিবে অথচ, তাহারা কিছু বুঝিতেই পারিবে না। আপনার নিকট তাহারা আযাবের জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছে অথচ, জাহান্নাম কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে (আনকাবুত-৫৩-৫৪)। অত্র আয়াতের তাফসীর করিতে গিয়া যাহূহাক (রা) একটি চমকপ্রদ কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলেন। ائى امرأاة অর্থাৎ 'আল্লাহর পক্ষ হইতে স্বীনের ফরযসমূহ ও উহার সীমাসমূহ সমাগত হইয়াছে' অতএব উহার জন্য ব্যস্ত হইওনা। কিন্তু ইবনে জরীর এই তাফসীরকে প্রত্যখ্যান করিয়াছেন। তিনি বলেন, কেহ স্বীনের ফরযসমূহ এবং স্বীনের হুকুম আহতাম নাখিল হইবার পূর্বে কেহ উহার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। অপর পক্ষে আযাব অবতীর্ণ হইবার পূর্বে কাফিররা আযাবকে অসম্ভব ও মিথ্যা মনে করিয়া বিদ্রোহের উহার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়াছিল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে,

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ
أَنَّهَا الْحَقُّ الْوَالِدُ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ -

যাহারা ঈমান আনে না কেবল তাহারা আযাবের জন্য ব্যস্ত হয় আর যাহারা ঈমানদার তাহারা উহাকে ভয় করে এবং উহাকে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করে। মনে রাখিবে যাহারা কিয়ামত সম্পর্কে ঝগড়া করিতেছে তাহারা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত।

ইবনে আবু হাতিম (র) উকবাহ ইবনে আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত সংঘটিত হইবার পূর্বকণে পশ্চিম-দিশস্ত হইতে ঢালের ন্যায়-মেঘ-উদয় হইবে এবং উহা উর্ধ্বগগনে বুলন্দ হইতে থাকিবে অতঃপর এক ঘোষক ঘোষণা করিবে, হে লোক সকল! ইহার পর মানুষ একে অন্যের দিকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে তোমরা কোন শব্দ শুনিতে পাইয়াছ কি? তাহাদের কেহ বলিবে, হাঁ, আর কেহ সন্দেহ করিবে। অতঃপর ঘোষক পুনরায় ঘোষণা করিবে, হে লোক সকল! তখন মানুষ একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিবে তোমরা কিছু শুনিতে পাইয়াছ কি? তখন তাহারা সকলেই বলিবে, হাঁ, অতঃপর আবার ঘোষণা করিবে, হে লোক সকল! আল্লাহর নির্দেশ আসিয়াছে অতএব তোমরা ব্যস্ত হইও না। রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করিলেন, সেই সত্তার কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ দুই ব্যক্তি কাপড় ছড়াইয়া দিবে কিন্তু তাহারা উহা শুছাইতে পারিবে না অথচ, কিয়ামত সংঘটিত

হইয়া যাইবে। কেহ তাহার 'হাওয়' গ্রিক করিতে থাকিবে, উহা হইতে সে পানি পান করিতে পারিবে না কিন্তু কিয়ামত কারেন হইয়া যাইবে। কেহ তাহার উটনী হইতে দুধ দোহন করিবে কিন্তু দুধ পান করিবার পূর্বেই কিয়ামত কায়েম হইয়া যাইবে। তিনি বলেন সেই অবস্থায়ই অন্য লোকও নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকিবে এবং কিয়ামত আগত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার সন্তাকে শিরক হইতে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং কাফিররা যে মূর্তি পূজা করে এবং অন্যকে তাহার সহিত উপাসনার শরীক করিত তিনি উহা হইতে উর্ধে। আর তাহারা হইল কিয়ামতকে অস্বীকারকারী। سُبْحَانَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

(২) يَنْزِلُ الْمَلَكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةٍ
أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝

২. তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা নির্দেশ সঞ্চলিত ওহীসহ ফিরিশতা প্রেরণ করেন, এই মর্মে সতর্ক করিবার জন্য যে আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সুতরাং আমাকে ভয় কর।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, يَنْزِلُ الْمَلَكَةُ بِالرُّوحِ তিনি ফিরিশতাগণকে ওহীসহ অবতীর্ণ করেন, যেমন অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন, كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِمَّنْ أَمْرًا مَا كُنْتَ تَرَى مَا لِكِتَابٍ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَكِنْ جِئْنَاهُ نُورًا أَنْزَلْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ يُبَيِّنُ لِقَوْمٍ يُهْتَدُونَ অর্থাৎ আনুগত্যের আশ্রয় আপনার নিকট আমার হুকুমে ওহী প্রেরণ করিয়াছি অথচ আপনি কিভাবে কি এবং ঈমান কাহাকে বলে কিছুই জানিতেন না। অবশ্য আমি উহাকে নূর করিয়া আমার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করিয়াছি। اَنْزَلْنَا عِبَادَنَا مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদের বান্দাদেরকে সুনাম হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে اَللَّهُ أَعْلَمُ خَيْرٌ يَعْلَمُ حَيْثُ يَنْزِلُ الْمَلَكَةُ رُسُلًا مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَنْ النَّاسِ يُلْقَى الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَ هُمْ بَايِعُونَ لَا يَحْفَظُ عَلَى اللَّهِ مِنْكُمْ شَيْءٌ لِمَنْ الْمَكَّةُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ আল্লাহ তা'আলা তাহার নির্দেশে তাহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার উপর ইচ্ছা অহী অবতীর্ণ করেন যেন তিনি কিয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করেন যে দিন সকলেই আল্লাহর

সম্মুখে উপস্থিত হইবে কোন বস্তুই সেদিন পোপন থাকিবে না। সেই সাত্ত্বাজোর অধিকারী কে হইবে, কেবলমাত্র মহা প্রভাপশালী আল্লাহর জন্য সাত্ত্বাজো কর্তৃত্ব থাকিবে। **أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَاتَّقُنْ** অর্থাৎ তাহারা যেন সতর্ক করিয়া দেয়। আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই অতএব যে আমার হুকুমের বিরোধিতা করিবে এবং আমাকে বাতিলত আনোয় ইবাদত করিবে সে হেন আমার শাস্তির গুণ করে।

(২) **خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ**

(৬) **خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ وَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ**

৩. তিনি যথাযথ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার উর্ধ্বে।

৪. তিনি শত্রু হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন অথচ দেখ সে প্রকাশ্য বিতর্ককারী।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ ইরশাদ করেন যে তিনি উর্ধ্ব জগৎ অর্থাৎ আসমানসমূহ এবং অধঃজগৎ অর্থাৎ যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা তিনি অনর্গক সৃষ্টি করেন নাই বরং সত্যের সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন। **لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا** যেন তিনি তাহারা অসৎ কর্ম করিয়াছে তাহাদিগকে প্রতিফল দান করিতে পারেন এবং তাহারা উত্তম কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে উত্তম বিনিময় দান করিতে পারেন। অতঃপর তিনি স্বীয় সত্তাকে শিরক হইতে পবিত্র ঘোষণা করিয়াছেন। ইবাদত কেবল তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট যিনি সৃষ্টি করিতে সক্ষম। যে সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে ইবাদতও তাহার প্রাপ্য নহে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে তিনি অতি নিকৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া মানুষের তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে যে এই নিকৃষ্ট-বস্তু দ্বারা সৃষ্টি ব্যক্তি যখন শক্তিশালী হয় তখনই সে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় এবং যিনি তাহার সৃষ্টিকর্তা তাহাকে অস্বীকার করিয়া বসে এবং তাহার প্রেরিত রাসূলগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অথচ, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন সেই কেবল তাঁহারই ইবাদত করে। ইরশাদ হইয়াছে :

**وَمُؤَاذِنِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا
তিনিই পানি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার বংশ ও শত্ৰুনেয় সৃষ্টি করিয়াছেন আর**

আপনার প্রতিপালক বড়ই শক্তিশালী; তাহারা আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুকে উপাসনা করে যে না তো তাহাদের কোন উপকার করিতে পারে আর না কোন ক্ষতি করিতে সক্ষম। কাফির তাহার প্রতিপালকের উপর গোপন নহে। ইরশাদ হইয়াছে :

**أَوَلَمْ يَرَى الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ
لَنَا خُطْلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ الرَّمِيمُ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَنَا
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ**

মানুষকে দেখে না যে আমি তাহাকে বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি অতঃপর সে বড়ই বাগড়াটে হয়। সে আমার জন্মও বিভিন্ন কথা গড়িয়াছে এবং তাহারা সৃষ্টি রহস্য ভুলিয়া গিয়াছে। সে বলে, পচা বিগলিত হাড়সমূহকে জীবিত করিবে? আপনি বলিয়া দিন যে মহান সত্তা প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে খুব জ্ঞানী (সূরা ইয়্যাসিন-৭৭-৭৯)। একটি হাদীসে ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজাহ (রা) বিশর ইবনে জাহাশ হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় হাতে খুশু ফেলিয়া বলিলেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় হাতে খুশু ফেলিয়া বলিলেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমাকে সক্ষম করিতে পার? অথচ, তোমাকে তো এই খুশুর ন্যায় বস্তু হইতেই সৃষ্টি করিয়াছি অতঃপর তোমাকে পরিপূর্ণ রূপদান করিয়াছি তোমাকে ঠিকঠাক করিয়াছি, তুমি পোশাক পরিচ্ছেন পাইয়াছ তুমি বাসগৃহ পাইয়াছ। অতঃপর তুমি ধন-সম্পদ সংগ্রহ করিয়াছ এবং দান করিতে কৃপণতা করিয়াছ অবশেষে তোমার প্রাণটি যখন হনকের নিকট পৌছাইয়াছে তখন তুমি বলিতে শুরু করিয়াছ আমি সনকা করিতেছি। এখন আর সনকা করিবার সময় কোথায়?

(৫) **وَالْأَنْعَامَ خَلَقْنَاهَا لَكُمْ فِيهَا رِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ**

(৬) **وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْتَمُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ**

(৭) **وَتَحْمِيلُ أَثْقَالِكُمْ إِلَىٰ بَكْدِكُمْ تَكُونُوا يُلَاقِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ
إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفٌ رَّحِيمٌ**

৫. তিনি আন'আম সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকে তোমাদিগের জন্য উহাতে শীতক নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রহিয়াছে এবং উহা হইতে তোমরা আহাৰ্য পাইয়া থাক।

৬. এবং যখন গোধূলি লগ্নে উহাদিগকে চারণভূমি হইতে গৃহে লইয়া আস এবং প্রভাতে যখন উহাদিগকে চারণভূমিতে লইয়া যাও তখন তোমরা উহার সৌন্দর্য উপভোগ কর।

৭. এবং উহারা তোমাদিগের ভার বহন করিয়া লইয়া যায় দূরদেশে যথার প্রণাল্য ক্রম ব্যতিত তোমরা পৌছিতে পারিতে না। তোমাদিগের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ালু পরম দয়ালু।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য যে চতুষ্পদ জন্তু— যেমন উট, গরু, ছাগল, ভেড়া সৃষ্টি করিয়াছেন যেমন সূরা আন'আমের মধ্যে আল্লাহ উহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন এবং উহাতে তাহাদের নানা প্রকার উপকার নিহিত রহিয়াছে উহার উল উহার পশম দ্বারা তাহারা পোশাক-পরিচ্ছদ তৈয়ার করে বিহান তৈয়ার করে উহার দুধ পান করে উহার গোস্ব ভক্ষণ করে এবং সকালে বিকালে ইহার সৌন্দর্য উপভোগ করে। আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ইহারই বর্ণনা দান করিয়াছেন। **وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ** যখন তোমাদের চতুষ্পদ প্রাণীকে চারণ ভূমিতে চরাইয়া বিকালে ঘরে প্রত্যাবর্তন কর তখন পেট পরিপূর্ণ হইয়া দুধে তাহাদের স্তনসমূহ পূর্ণ থাকে এবং উহাদের চুটিগুলি উঁচু থাকে তখন উহাদের মনোরম দৃশ্য দেখিতে কতই না ভাল লাগে। **وَحِينَ تَسْرَحُونَ** আর সকাল বেলা যখন চারণভূমিতে চরাইবার জন্য ছাড়িয়া তখনো উহার সৌন্দর্য উপভোগ কর **وَتَحْمِيلُكُمْ** আর তোমাদের বড়বড় বোঝাসমূহ যাহা নিজেরা বহন করিতে অক্ষম তাহারা বহন করে **إِلَىٰ بُلُوكُمْ تَكُونُوا بِالْبَيْتِ الْأَيْمَنِ الْأَئْتَسِ** এক শহর হইতে অন্য শহরে তাহারা বহন করে যাহা তোমরা অত্যধিক কষ্ট স্বীকার ব্যতিত পৌছাইতে পার না। যেমন হজ্জ উমরা যুদ্ধ ও বাণিজ্যিক সফরে তোমরা উক্ত প্রাণীসমূহকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করিয়া থাক। যেমন কোনটিতে তোমরা নিজেরা আরোহণ কর আবার কোনটিতে তোমাদের মাল আসবাবপত্র চাপাইয়া দাও। ইরশাদ হইয়াছে **فِي لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِيُذَكَّرَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ** **وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَالِكِ تَحْمِلُونَ** চতুষ্পদ প্রাণীতে তোমাদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে। উহাদের পেটের বস্তু হইতে আমি তোমাদিগকে পান করাইয়া থাকি। এবং তোমাদের জন্য উহাতে নানা প্রকার উপকার রহিয়াছে। আর উহা হইতে তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক। এবং উহার উপর এবং সমুদ্রের জাহাজের উপর তোমরা আরোহণও করিয়া থাক। আরো ইরশাদ হইয়াছে :

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً مِّنْ صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَالِكِ تَحْمِلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِ فَآئِ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ

আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তোমাদের উপকারের জন্য চতুষ্পদ প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা উহাতে আরোহণ করিতে পার এবং উহা হইতে আহারও করিতে পার। তোমাদের জন্য উহাতে আরো অনেক উপকার রহিয়াছে। আর যেন তোমরা নিজেদের মনের চাহিলা পূর্ণ করিতে পার। উহাতে এবং সামুদ্রিক জাহাজে তোমরা আরোহণও করিতে পার। তিনি তোমাদিগকে বহু নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন। অতঃপর তাহারা কোন কোন নিদর্শন স্বীকার করিবে? আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ তাহা নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন, **إِنَّ** অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি বড়ই করুণাময় বড়ই মেহেরবান অর্থাৎ যিনি এই সকল চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের অধিনস্থ করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাদের সেবক করিয়া দিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে,

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ তাহা হইয়াছে। আর উহাকে আমি তাহাদের অনুগত করিয়া দিয়াছি উহার মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন আছে যে, উহার উপর তাহারা সওয়ার হয় এবং কিছু তাহারা আহার করে। ইরশাদ হইয়াছে,

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفَالِكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَذَكَّرُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ تَذَكَّرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا لَنَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য জাহাজ তৈয়ার করিয়াছেন এবং চতুষ্পদ প্রাণীও সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা উহার উপর আরোহণ কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিয়ামতের শোকর কর। এবং এই কথা বল, সেই সত্তা বড় পবিত্র, যিনি আমাদের জন্য ইহা অনুগত করিয়া দিয়াছেন অথচ উহাকে অনুগত করিবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে ছিল না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) **وَلَكُمْ فِيهَا بُرُءٌ** এর অর্থ করিয়াছেন, উহাতে

তোমাদের পোশাক রহিয়াছে وَمَنَافِعُ পানাহার করিয়া উপকৃত হইবার অনেক বস্তু রহিয়াছে। আবদুর ন্যযাক হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে وَمَنَافِعُ এর তাফসীর বর্ণনা করেন, ইহার অর্থ হইল পোশাক হানিল করা এবং উক্ত জীব-জন্তু সমূহের বংশ বৃদ্ধি করা। মুহাজ্জিদ (র) ইহার অর্থ করেন। পোশাক তৈয়ার করা আরোহণ করা, গোস্তভক্ষণ করা ও দুধপান করা। কাভাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল পোশাক হানিল করা এবং একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করা। অন্যান্য তাফসীরকারগণও প্রায় একই ধরনের তাফসীর করিয়াছেন।

(৪) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

৮. তোমাদিগের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি অশ্ব অশ্বতর ও গর্দভ এবং তিমি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যাহা তোমরা অবগত নহ।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা তাহর বান্দাদের জন্য যে সকল জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন উল্লেখিত প্রাণী তাহার এক প্রকার। আর উহা হইল ঘোড়া খচ্চর ও গাধা। আল্লাহ তা'আলা উহাতে আরোহণ করিবার জন্য এবং উহা দ্বারা নৌন্দর্য লাভের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আর ইহাই হইল উহার প্রধান উদ্দেশ্য।

যেহেতু ঘোড়া খচ্চর ও গাধাকে অন্যান্য প্রাণী হইতে পৃথক করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এই কারণে কোন কোন উলামায়ে কিরাম গাধা ও খচ্চরের ন্যায় গোড়ার গোস্ত খাওয়ার হারাম বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। যেমন ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁহার অনুসারী মুকাহায়ে কিরাম। তাহারা বলেন আল্লাহ তা'আলা ঘোড়াকে খচ্চর ও গাধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন-আর খচ্চর ও গাধা উক্তয়ের গোস্তই হারাম। অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এই মতই পোষণ করেন। ইমাম আবু জা'ফর ইবনে জরীর (র) বলেন, ইয়াকুব (র) হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরের গোস্ত মকরুহ মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دُمٌّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ অর্থাৎ আয়াতে চতুষ্পদ প্রাণীর উল্লেখ করিয়া আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন যে এই সকল প্রাণী তোমাদের আহারের জন্য, অতএব এই নকল প্রাণীর গোস্ত হালাল। অপর পক্ষে ইহা দ্বারা বুঝা যায় ঘোড়া খচ্চর ও গাধা সোয়াস্তীর জন্য। ইহার গোস্ত খাওয়া হালাল নহে। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইন ও

অন্যান্য তাফসীরকারগণ হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে অনুরূপ রেওয়াজে বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম ইবনে উয়াইনাহ (র) ও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনে অ্যাদে রাক্বিহি (র) হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোড়া গাধা ও খচ্চরের গোস্ত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। আবু দাউদ নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ (র) সালেহ ইবনে ইয়াহুইয়া ইবনে মিকদাম (র) সূত্রে হাদীসটি রেওয়াজে করিয়াছেন। তবে উক্ত সূত্রে সমালোচনা করা হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) ইহা হইতে আরো স্পষ্ট ও বিস্তারিত অপর একটি সূত্রে রেওয়াজে করিয়াছেন। তিনি বলেন আহমদ ইবনে আব্দুল মালিক (র) মিকদাম ইবনে হাদীকারাথ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা খালিদ ইবনে ওলীদের সাথে সয়েদা-এর যুদ্ধে গমন করিয়াছিলাম তখন আমাদের সাধীগণ আমার নিকট গোস্ত আনিলা এবং আমাকে পাথর দেওয়ার জন্য বলিল। আমি পাথর দিলাম। অতঃপর তাহারা উহা রাখিয়া দিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম একটু অপেক্ষা কর। আমি হযরত খালেদ ইবনে অলীদের নিকট একটু জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। অতঃপর তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত খয়বার যুদ্ধে শরীক হইলাম। মানুষ বাস্ত হইয়া ইয়াহুদীদের বাগানে ও ক্ষেত্রে আমাদের প্রবেশ করিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (র) আমাকে হুকুম করিলেন সালাতের জন্য ঘোষণা করিয়া দাও এবং এই ঘোষণাও কর যে, কেবল মুসলমানই বেহেশতে প্রবেশ করিবে; অতঃপর তিনি বলিলেন "হে লোক সকল! তোমরা ইয়াহুদীদের বাগানসমূহে প্রবেশ করিবার ব্যাপারে তাড়াহড়ার পরিচয় দিরাছ। কিন্তু জানিয়া রাখ, চুক্তিবদ্ধ লোকদের মাল উহার হক ব্যতীত হালাল নহে। আর তোমাদের গৃহপালিত গাধা, ঘোড়া ও খচ্চরের গোস্ত হারাম। অনুরূপভাবে বড় দাত বিশিষ্ট হিন্দু পশু ও পাঞ্জা বিশিষ্ট পক্ষীর গোস্তও হারাম" অর্থ পাথর, قوله حولها এর অর্থ তাহারা উহাকে যবাই করিবার উদ্দেশ্যে রশি দ্বারা বাঁধিল; الحظائر শব্দের অর্থ বসতীর নিকটবর্তী বাগানসমূহ। রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহুদীদের বাগানে প্রবেশ করিয়া উহার ফলফলাদি হইতে সম্ভবত তখন নিষেধ করিয়াছিলেন যখন তাহাদের সহিত চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছিল। যদি হাদীস বিগত হয় তবে ইহা বন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, ঘোড়ার গোস্ত খাওয়া হারাম। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের মুকাবিলায়, ইহা অধিক মথবুত নহে। হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গৃহপালিত গাধার গোস্ত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ঘোড়ার গোস্ত খাইতে অনুমতি দান করিয়াছেন। ইমাম আহমদ ও

আবু দাউদ (র) ইমাম মুসলিমের শর্ত মূতাবিক দুইটি সূত্রে হাদীসটি হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত জাবের (রা) বলেন আমরা খায়বার যুদ্ধে ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর যবাই করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স:) আমাদিগকে গাধা ও খচ্চর খাইতে নিষেধ করিলেন কিন্তু ঘোড়ার গোস্ত খাইতে নিষেধ করিলেন না। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স:) এর যুগে একটি ঘোড়া যবাই করিয়া খাইলাম (কিন্তু তিনি আমাদিগকে নিষেধ করিলেন না।) আমরা তখন মদীনায়া ছিলাম। উক্ত রেওয়াজে তনমুহূ পূর্বে বর্ণিত রেওয়াজে তের ভুলনায় অধিক মযবূত। মুশহুর উল্লামা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও তাহাদের অনুসারী উলামায়ে কিরামের মত ইহাই। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ উলামায়ে কিরামও এইমত পোষণ করিয়াছেন। অপূর্ব রায্যাক (রা) হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন ঘোড়া আসলে বন্য পশু ছিল কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসরাঈল (আ)-এর অধিনস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ওহূব ইবন মুনাব্বাহ (র) তাহার ইসরাঈলী রেওয়াজে তনমুহূহের উল্লেখ করিয়াছেন, যে আল্লাহ তা'আলা দক্ষীণা বায়ু হইতে ঘোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ-ই অধিক জানেন। উক্ত আয়াত দ্বারা প্রকাশ ঘোড়া গাধা ও খচ্চরের উপর আরোহণ করা জায়েয আছে। একবার রাসূলুল্লাহ (স:) কে একটি গাধা হাদীয়া পেশ করা হইল অতঃপর তিনি উহাতে আরোহণ করিলেন। অথচ তিনি ঘোড়া উপর গাধার মিলনকে নিষেধ করিতেন, কারণ এই ভাবে বংশ শেষ হইবার আশংকা থাকে। ইমাম আহমদ (র) বলেন মুহাম্মদ ইবনে উবাইদ (র) দাহীয়া কালবী (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবারে আমি রাসূলুল্লাহ (স:) কে বলিলাম ইয়া রাসূলান্নাহ! গাধীকে কি ঘোড়ার সহিত সংগম করাইব ইহাতে খচ্চর পয়দা হইবে এবং আপনি তাহার উপর আরোহণ করিবেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স:) বলিলেন, এই কাজ কেন্দ্র-তাহারাই করে যাহার জ্ঞান বিবর্তিত।

(৯) وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَكَوَسَاءٌ لَهْدَانِكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

৯. সকল পথ আল্লাহর কাছে পৌছায়। কিন্তু পথগুলির মধ্যে বক্রপথও আছে। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করিতেন।

তাফসীর : যে সকল জীব-জন্তুর উপর সাওয়ার হইয়া দৃশ্যমান পথ অতিক্রম করা যায় উহা উল্লেখ করিবার পর আল্লাহ বাতেন ও আধ্যাত্মিক পথ চলার আলোচনা

করিয়াছেন। পবিত্র কুরআনে অধিকাংশ এমনটাই হইয়া থাকে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرِّزْقِ التَّسْوِيفُ তোমরা হজ্জ সফরের পাথেয় সংগ্রহ কর কিন্তু উত্তম পাথেয় হইল তাকওয়া। যাহা আখিরাতের সফর অতিক্রম করিবার পাথেয়। আরো ইরশাদ হইয়াছে يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِجُ سِنَوَاتِكُمْ زِينَةً وَرَبَا لِبَاسٍ তোমাদের হইয়াছে যাহা তোমাদের ইজ্জত আবরু ঢাকিয়া রক্ষা এবং তাকওয়ার পোশাক; উহা উত্তম পোশাক আল্লাহ এখানে শরীর ও ইজ্জত আবরু ঢাকিবার পোশাকের উল্লেখ করিয়া বাতেনী পোশাক অর্থাৎ তাকওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে সেই সকল জীব-জন্তুর উল্লেখ করিয়াছেন যাহার উপর আরোহণ করা যায় এবং অন্যান্য আরো অনেক উপকার সাধন করা ছাড়া বড় বড় বোঝা বহন করিয়া এক শহর হইতে অন্য শহরের পৌছান যায়। এই আলোচনা শেষ করিয়া তিনি আখিরাত ও দ্বীনী পথ অতিক্রম করিবার উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই পথই আসল পথ ও সত্য পথ এবং ইহাই যে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে পারে তাহা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ পথই আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে পারে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرُقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرُقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

ইহাই সঠিক পথ অতএব তোমরা এই পথেই চল আর অন্যান্য পথে চলিও না। নচেৎ তোমরা বিভ্রান্ত হইয়া থাকিবে। মুজাহিদ (র) বলেন وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ এর অর্থ হইল, সত্য পথ, যাহা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে পারে। তিনি উহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। সুদী (র) বলেন قَصْدُ السَّبِيلِ দ্বারা ইসলামকে বুঝান হইয়াছে। আওফী (র) হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ এর অর্থ হইল হেদায়াত ও গুমরাহী বর্ণনা করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর। তিনিই উহা বলিয়াছেন। আলী ইবনে আবু তাইয়্যাহ (র) হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে অনুরূপভাবে কাতাদাহ ও যাহ্বাক (র)ও এই তাফসীর করিয়াছেন। কিন্তু মুজাহিদ (র) এর তাফসীর অধিক সঠিক বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা অনেকগুলি এর তাফসীর অধিক সঠিক বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা অনেকগুলি পথের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহার মধ্যে হক ও সত্যের পথই আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাইতে পারে। আর তাহা হইল সেই পথ যে পথ চলিবার জন্য আল্লাহ নিজেই নির্দেশ দিয়াছেন ও উহা মনোনীত করিয়াছেন। উহা ছাড়া অন্যান্য সকল পথই অগছন্দনীয় ও শিক্ত। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন وَمِنْهَا جَائِرٌ আর সেই সকল পথ হইতে কিছু পথ বক্র এবং হক হইতে বিভ্রান্ত। হযরত ইবনে আক্বাস (র) :

ও অন্যান্য তাফসীরকার বলেন উহা হইল বিভিন্ন মত ও প্রকৃতির আবিষ্কৃত বিভিন্ন পথ যেমন ইয়াহুদী ও নাসারা ও অগ্নিপোষকদের পথ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীমকে হিদায়াত ও সত্য গ্রহণ করা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। **إِنْ شَاءَ رَبُّكَ** যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন তবে তোমাদের সকলকেই হেদায়াত দান করিতেন। **وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَسِيئًا** যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে যমীনের সকলেই ঈমান আনিত। **لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ قُتُمًا** যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে নব্বল মানুষকে একই উম্মতে পরিণত করিতেন কিন্তু তাহারা বিরোধ করিতে থাকিলে যাহার প্রতি আপনার প্রতিপালক অনুগ্রহ করেন। আর এই জন্য তাহাদিগকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার প্রতিপালকের এই বাণী পূর্ণ হইয়া যাইবে যে, আমি জ্বিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করিব।

(১০) **هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ لِيَبْتَلِيَكُمْ فِيهِ تُسِيمُونَ**

(১১) **يُنَبِّئُكُمْ بِهِ الرَّزْمَاءَ وَالرَّيْثُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

১০. তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, উহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে পানীয় এবং উহা হইতে জন্মায় উদ্ভিদ যাহাতে তোমরা পশু চারণ করিতে থাক।

১১. তিনি তোমাদিগের জন্য উহার দ্বারা জন্মায় শস্য যম্বুতুন, খেজুর বৃক্ষ, ড্রাক্ষা এবং নরব্রকার ফল। অবশ্যই ইহাতে চিত্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা চতুর্দশ জীব-জন্তু প্রদান করিয়া মানুষকে যে নিয়ামত দান করিয়াছেন উহার আলোচনা করিবার পর আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা দ্বারা তাহাদের এবং তাহাদের পশুসমূহের জীবন ধারণের ব্যবস্থা হয়। তিনি ইরশাদ করেন **لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ** বৃষ্টির পানিকে মিঠা ও রুচিসম্পন্ন সুস্বাদু তৈয়ার করিয়াছেন বাহা সহজেই তোমরা পান করিতে পার। তিনি উহা লবণাক্ত ও তিক্ত করিয়া নাই। **وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ** তিনি সেই পানি দ্বারা গাছপালা উৎপন্ন করিয়াছেন

নেপানে তোমরা তোমাদের পশু চরাইয়া থাক। ইবনে আক্বাস, ইকরিমাহ, যাহুহাক কাতাদাহ, ইবনে যামদ (র) বলেন **تُسِيمُونَ** অর্থ তোমরা চরাইয়া থাক। ইহা হইতে **إِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَيَّأَ عَنِ السُّؤْمِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ** এর উৎপত্তি হইয়াছে অর্থ চরান। ইবনে মজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, **قوله** **إِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَيَّأَ عَنِ السُّؤْمِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ** রাসূলুল্লাহ (সা) সযোদয়ের পূর্বে পশু চরাইতে নিষেধ করিয়াছেন। **يُنَبِّئُكُمْ بِهِ الرَّزْمَاءَ وَالرَّيْثُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ** অর্থ এই যমীনে হইতে একই পানি দ্বারা বিভিন্ন রংগের ও বিভিন্ন স্বাদের ও বিভিন্ন আকৃতির নানা প্রকার ফল ও নানা প্রকার ফলফুল তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন। **لِيَبْتَلِيَكُمْ فِيهِ تُسِيمُونَ** ইহাতে অবশ্যই চিত্তাশীল ব্যক্তির জন্য তাওহীদের নিদর্শন রহিয়াছে এবং এই কথার প্রমাণ রহিয়াছে যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। যেমন ইরশাদ হইয়াছে,

أَمْ خُلِقَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَابًا وَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَابًا وَأَنْبَتْنَا بِهَا شَجَرًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ

বলতো দেখি, আসমান কে তৈয়ার করিয়াছে? আর কে-ইবা আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছে? তাহা দ্বারা আহিই ঘন বাগান জন্মাইয়াছি। তোমাদের এই কফরতা তো ছিল না যে তোমরা উহার গাছপালা জন্মাইতে পার। বলতো দেখি, আল্লাহর সহিত অন্য কোন উপাস্য আছে কি? কিছুই নহে বরং তাহার পথ হইতে বিপথে চলিতেছে।

(১২) **وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِ رَبِّكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ**

(১৩) **وَمَا ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ**

১২. তিনিই তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হইয়াছে তাহারই বিধানে। অবশ্যই ইহাতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

১৩. এবং বিভিন্ন প্রকার বস্তু ও যাহা ভোমাদিগের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন সেই নস্রাতের জন্য যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলার উপদেশে আয়াতসমূহের মাধ্যমে তাহার আরো নিয়ামতের কথা মানুষকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, দিন-রাত নিয়মিতভাবে তাহাদের উপকারের জন্য গমনাগমন করে। চন্দ্র-সূর্য নিয়মিতভাবে প্রদক্ষিণ করিতেছে স্থির ও চলমান নক্ষত্রপুঞ্জ আসমানে আলোকজ্বল হইয়া এককালে ভোমাদিগকে দিক নির্দেশ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত তাহার নির্দিষ্ট গতিপথে নির্ধারিত গতিতে প্রদক্ষিণ করিতেছে। নির্ধারিত গতি হইতে কেহ-ই গতি বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস করিতে পারে না নকসেই তাহার অধিনস্থ ও অয়েত্বাধীন। হেমন ইরশাদ হইয়াছে :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ اللَّيْلَ يُطَلِّئُ حَبِيبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسْتَقْرَّاتٍ بِأَمْرِ آلِهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

ভোমাদের প্রতিপালক সেই মহা সজা যিনি আনমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি মহান আদেশে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন তিনি রাতের দ্বারা দিনকে সক্রিয় দেন। চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জ তাহার নির্দেশেরই অনুগত। স্মরণ রাখিলে, সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ও নির্দেশ দেওয়ার অধিকার কেবল তাহার জন্যই নির্দিষ্ট। রাবুল আলমীন আল্লাহ বড়ই বরকতময়। এইজন্য তিনি ইরশাদ করিয়াছেন إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ اللَّيْلَ يُطَلِّئُ حَبِيبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسْتَقْرَّاتٍ بِأَمْرِ آلِهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ অবশ্যই আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত দলীল-প্রমাণসমূহ যাহারা বুঝিতে পারে তাহাদের জন্য আল্লাহর মহান ক্ষমতা ও তাহার সুবিশাল সাহাজ্যের বহু নিদর্শন রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলার উপরজগতের নিদর্শনসমূহের আলোচনার পর অধঃজগতের তাহার বিভিন্ন প্রকার বিস্ময়কর সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিতেছেন। অর্থাৎ তিনি এই যমীনে নানা প্রকারের নানা আকৃতি ও প্রকৃতির নানা প্রকার জীবজন্তু খনিজদ্রব্য গছপলা ও নানা প্রকার জড় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ اللَّيْلَ يُطَلِّئُ حَبِيبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسْتَقْرَّاتٍ بِأَمْرِ آلِهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ যাহারা আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে স্মরণ করে এবং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহাদের জন্য ইহাতে বড়ই নিদর্শন রহিয়াছে।

(১৪) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(১৫) وَالْقَلْبُ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تُمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَضَهَا وَاسْمًا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

(১৬) وَعَلَّمْتَهُ مَا بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

(১৭) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

(১৮) وَإِنْ تَعَدَّ وَإِنْعَمَ اللَّهُ لَا تُحْصَوها إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

১৪. তিনি সমুদ্রকে অধীন করিয়াছেন যাহাতে ভোমরা উহা হইতে ভাজ্য মৎস্য আহরণ করিতে পার এবং যাহাতে উহা হইতে আহরণ করিতে পার রত্নাবনা যাহা ভোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর এবং ভোমরা দেখিতে পাও তাহার বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে এবং উহা এই জন্য যে ভোমরা যেন তাহার অনুগ্রহ সকান করিতে পার এবং ভোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১৫. এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করিয়াছেন যাহাতে পৃথিবী ভোমাদিগকে লইয়া আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করিয়াছেন নদ-নদী ও পথ যাহাতে ভোমরা ভোমাদিগের গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পার।

১৬. এবং পথ নির্ণায়ক চিহ্ন সমূহও। আর তাহার নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়।

১৭. সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তাহারাই মত সে সৃষ্টি করে না? তবুও ভোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?

১৮. ভোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ণনা করিলে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

তাহসীয়ে : আল্লাহ তা'আলা তরদমালাবিধিষ্ট সমুদ্রকে মানুষের সেবক করিয়া যাকার প্রতি বিরাট ইহসান করিয়াছেন, এই কথাতে তিনি এখানে উল্লেখ করিয়াছেন, সমুদ্রপথে গমনাগমন সহজ করিয়া দিয়াছেন তিনি সমুদ্রে মৎস্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ব্যাধার জন্য উহা হালান করিয়া দিয়াছেন। উল্লিখিত মৎস্যও হালান করিয়াছেন এবং মৃত্যুকও হালান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি অতি মূল্যবান মণিধূজ সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার আহরণও সহজ করিয়াছেন যাঃ তাহারা গহনা হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। সমুদ্র পথে জাহাজ ও নৌকা উহার বুক চিরিয়া এবং বাতাসকে কাড়িয়া চিরিয়া চলিতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ) কে নৌকা তৈয়ার করা এবং উহা পানিতে সানান শিক্ষা দান করেন এবং পরবর্তী তাঁহার উত্তরাধিকার সূত্রে যুগযুগ ধরিয়া বংশ পরপরায় নৌকা তৈয়ার করা ও পানিতে চলিত করিবার নিয়ম চর্চিয়া আসিতেছে এই নৌকার মাধ্যমে তাহারা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে এক দেশ হইতে অন্যদেশে এক শহর হইতে অন্য শহরে যাতায়াত করে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে **وَيُنَبِّئُكُم مِّنْ فَضْلِهِ** আর যেন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অহরণ করিবে এবং সজ্জবতঃ তোমরা তাঁহার নিয়মত ও ইহসানের শোকর করিবে।

হাফিয আবু বকর বাযহার তাহার মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, আমি আমার লিখিত কপিতে এইরূপ লিখিত পাইয়াছি মুহাম্মদ ইবনে মু'আবিয়াহ বাগদাদী (র) ... হযরত আবু হুরায়রাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা পশ্চিম সমুদ্র ও পূর্ব সমুদ্রের নহিত কথা বলিয়াছেন। পশ্চিম সমুদ্রকে বলিলেন আমি তোমার উপর আমার কিছু বান্দাকে উঠাইব তুমি তাহাদের নহিত কেমন ব্যবহার করিবে? পশ্চিম সমুদ্র বলিল আমি তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিব। আল্লাহ বলিলেন তোমার তেজস্ব্যতঃ তোমার কূলে অবস্থিত। আমি তাহাদিগকে আমার হাতে উঠাইয়া লইব এবং তোমাকে গহনা ও শিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলাম। অতঃপর তিনি পূর্ব সমুদ্রের নহিত কথা বলিলেন আমি তোমার মধ্যে আমার কিছু বান্দাকে উঠাইব। তুমি তাহাদের নহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে? পূর্ব সমুদ্র বলিল, আমি তাহাদিগকে আমার হাতে উঠাইব এবং মৃত্যু বেগন তাহারা ছোট শিশুর প্রতি যত্ন লইয়া থাকে আমিও তাহাদের প্রতি তদ্রূপ যত্ন লইব। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ইহার বিলিমরে গহনা ও শিকার দান করিলেন। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বাযহার (র) বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুর্রাহ (র) ব্যক্তিত সাহুল (র) হইতে আর কেহ এই বর্ণনা করিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।

আব্দুর রহমান মুনকারুল হাদীস। অবশ্য সাহুল (র) মুমান ইবনে আবু আইয়্যেশ (র) হইতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র) হইতে মওকুফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যমীন এবং যমীনকে সুদৃঢ় ও ময়বুত করিবার উদ্দেশ্যে যে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করিয়াছেন উহার আলোচনা করিয়াছেন। পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি না করিলে যমীন প্রকম্পিত হইত এবং উহার উপর বসবাসকারী জাণীর পক্ষে বসবাস করা মোটেই আরাম দায়ক হইত না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন **وَالْحِجَابَ** আর পাহাড়সমূহকে উহার উপর দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিয়াছেন। আব্দুর বাযহার (র) ... হাসান (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন যমীন সৃষ্টি করা হইল, তখন উহা কাঁপিতে লাগিল ফিরিশতাগণ বলিলেন, ইহার উপর কেহই বসবাস করিতে পারিবে না। সন্ধ্যার বেলা তাহারা দেখিতে পাইল যে উহার উপর পাহাড় সৃষ্টি করা হইয়াছে।

সায়ীদ (র) ... কয়েল ইবন উবাদাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহ তা'আলা যখন যমীন সৃষ্টি করিলেন তখন উহা কাঁপিতে লাগিল তখন ফিরিশতাগণ বলিলেন ইহার উপর কোন ব্যক্তি বসবাস করিতে পারিবে না। সকালে দেখা গেল যে উহার উপর সুউচ্চ পাহাড় প্রোথিত রহিয়াছে। ইবনে জরীর (র) বলেন মুসাদ্দাহ (র) ... হযরত আলী ইবন আবু তালিব (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা যমীন সৃষ্টি করিলেন তখন সে প্রকম্পিত হইল এবং বলিল, হে আল্লাহ! আপনি আমার উপর আদম সন্তানকে সৃষ্টি করিবেন তাহারা আমার উপর বাস করিয়া ওনাহ করিবে, এবং অশ্লিল কাজ করিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার মধ্যে সুদৃঢ় পাহাড়সমূহ গাড়িয়া দিলেন উহার কিছু তো তোমরা দেখিতে পাও আর কিছু এমনও আছে যাহা তোমরা দেখিতে পাও না। অতঃপর উহা স্থির হইয়া গেল। **قَوْلِهِ وَأَنْهَارًا** তিনি এই যমীনে নদী-নালা প্রবাহিত করিয়াছেন। বান্দাদের রিযিকের ব্যবস্থাপনার জন্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবাহিত করিয়াছেন। বন-জংগল মরুভূমি ও পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করিয়া সেই শহর পর্যন্ত পৌছাইয়া যায় যে শহরের সেবা করিবার জন্য ইহাকে আল্লাহ তা'আলা নিয়োজিত করিয়াছেন। এই নদী-নালা যমীনের চতুর্দিকে ডানে বামে উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়ে। কোনটি বড় কোনটি ছোট আবার কোনটি সদা-সর্বদা প্রবাহিত হয় কোনটি বিশেষ সময় প্রবাহিত হইয়া পুনরায় উহা শুক হইয়া পড়ে। কোনটির প্রবাহ দ্রুত আবার কোনটি প্রবাহ মধুর। অর্থাৎ যে নদী যাহার জন্য আল্লাহ তা'আলা যেমন নির্ধারণ করিয়াছে তেমনভাবে উহা

প্রবাহিত হইতে থাকে। এই সব কিছু সেই মহান সত্তার অনুগ্রহ। অতএব তিনি ব্যক্তি আর কোন ইলাহ নাই আর তিনি ব্যক্তি আর কোন প্রতিপালকও নাই। যেমন অত্র তা'আলা এই পৃথিবীতে নদীনালা সৃষ্টি করিয়াছেন অনুক্রমভাবে অনুগ্রহ করিয়া রাস্তাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার মাধ্যমে এক শহর হইতে অন্য শহরে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। পাথরের মধ্য দিয়া তিনি এই পথের ব্যবস্থা করিয়াছেন ইরশাদ হইয়াছে وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهَا بِسَبَأٍ مُّسَوَّمَةٍ وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهَا بِسَبَأٍ مُّسَوَّمَةٍ আর তিনি উহাতে রাস্তা সৃষ্টি করিয়াছেন وَعَلَّمَآتٍ وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهَا بِسَبَأٍ مُّسَوَّمَةٍ এবং পাহাড়-পর্বত ছোট টিলা এবং আরো অনেক জালামাত তিনি নির্ধারণ করিয়াছেন যাহার মাধ্যমে স্থল পথের ও সমুদ্র পথের মুনফিররা পথ হারাইয়া গেলে এই সবের মাধ্যমে তাহারা দিক নির্ণয় করে।

আর রাতের অন্ধকারে এই নক্ষত্র দ্বারা পথের সন্ধান হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই তাফসীর করিয়াছেন। ইমাম মালেক (র) বলেন পূর্বে দ্বারা এখনো পাহাড় বুঝান হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার দেওয়া এই সকল নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করিয়া বলেন, যিনি এই সকল নিয়ামত দান করিয়াছেন কেবল তিনিই ইনশা'তে যোগ্য যে সকল মূর্তীসমূহের পূজা করে হয় তাহারা তো কিছুই সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে। এই কারণে তিনি বলেন أَلَمْ يَخْلُقْ أَنْفُسَهُمْ يَخْلُقْ كَمَا يَخْلُقُ الْفُلُوكَ لَا يَخْلُقُ الْفُلُوكَ وَلَا تَخْلُقُونَ তাহারা কি সমান হইতে পারে? কিছুতেই নহে অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাহার অপরিণীম নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهَا بِسَبَأٍ مُّسَوَّمَةٍ যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গণনা করিতে শুরু কর তবে উহার সংখ্যা এতই অধিক যে তোমাদের পক্ষে উহা গণনা করাও সম্ভব নহে আর যদি তিনি উহার শোকর করিবার হুকুম করিতেন তবে তোমরা অক্ষম হইতে যদি সেই নিয়ামতসমূহের বিনিময় তলব করিতেন তবে তাহাও তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হইত। যদি তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দান করেন তবে এই শাস্তি দানে তিনি যুলুম করিবেন না। কিন্তু তিনি বড়ই ক্ষমাশীল তিনি বহু গুনাহ ক্ষমা করিয়াছেন। তোমাদের ক্রটি বিচ্যুতি মাপ করিয়া দেন। ইবনে জবীর (র) বলেন, তোমরা আল্লাহর শোকর করিতে যে ক্রটি করিয়া থাক আল্লাহ উহা ক্ষমা করিয়া দেন। যদি তোমরা তাহার প্রতি নির্ভীক হও এবং তাহার সন্তুষ্টির অনুসরণ কর এবং তোমাদের প্রতি তিনি বড় মেহেরবানও বটে অতএব তোমাদের তওবা করিবার পর তিনি শাস্তি দিবেন না।

(১৭) وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝

(২০) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝

(২১) أَمْوَاتٌ غَيْرٌ أَحْيَاءٍ ۝ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝

১৯. তোমরা যাহা কিছুই গোপন রাখ এবং যাহা কিছু প্রকাশ কর আল্লাহ তাহা জানেন।

২০. তাহারা আল্লাহ ব্যক্তি অপরা যাহাদিগকে আহ্বান করে তাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না। তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

২১. তাহারা নিশ্চয় নিশ্চয় এবং কখন কবে হইবে সে বিষয়ে তাহাদিগের কোন চেতনা নাই।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মনব জাতিকে জানাইতেছেন তিনি যেমন প্রকাশ্য বস্তুকে জানেন অনুরূপভাবে গোপন বস্তুসমূহকেও জানেন। এবং কিয়ামত দিবসে তিনি প্রত্যেককে তাহার আমল অনুসারে বিনিময় দান করিবেন। ভাল কাজ হইলে ভাল বিনিময় এবং মন্দ কাজ হইলে মন্দ বিনিময়। অতঃপর তিনি বলেন যে সকল মূর্তীসমূহকে তাহারা পূজা করে তাহারা কোন বস্তুই সৃষ্টি করিতে পারে না। বরং তাহাদিগকে অন্য কেহ তৈয়ার করিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে تَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ فَمَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ তোমরা এমন বস্তুকে পূজা কর

যাহা তোমরা নিজেরা বানাইয়াছ অথচ আল্লাহ-ই তোমাদের এবং কার্যাবলীর সৃষ্টিকর্তা।

এই সকল মূর্তী জড় পদার্থের ন্যায় চেতনাহীন উহার মধ্যে রূহ নাই অতএব না উহারা কিছু দেখিতে পারে না শুনিতে পারে না কিছু বুঝিতে সক্ষম।

আর তাহারা তো ইহা জানে না যে কবে কিয়ামত সংঘটিত হইবে অতএব এমন বস্তু হইতে কোন উপকার কিংবা বিনিময়ের আশা করা যাইতে পারে না কিভাবে? ইহার আশা তো কেবল এমন সত্তা হইতে করা যাইতে পারে যিনি মহা জ্ঞানী ও সকলের সৃষ্টিকর্তা।

(২২) إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ قَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ

مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝

(২৩) لَاحِرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝

২২. এক ইলাহ, তিনিই তোমাদিগের ইলাহ! সূতরাং যাহারা আধিরাভের বিশ্বাস করে না তাহাদিগের অন্তর সত্য বিশ্বাস এবং তাহারা অহংকারী।

২৩. ইহা নিঃসন্দেহ যে আল্লাহ জানেন যাহা উহারা গোপন করে। তিনিই অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই তিনি এক ও অবিনশ্বর এবং তিনি বে-নিরাশ। আর কাফিরদের অন্তরদম্ব ইহা অস্বীকার করে। যেমন আশ্চর্যবিত হইয়া তাহার বলে, جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ۗ إِنَّهُ لَكَنُفِرٌ كَذِبٌ সে কি সমস্ত দেব-দেবতাকে এক মারুদে পরিণত করিয়াছে? নিশ্চয় ইহা একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِدَ وَجِدَهُ قَالُوا لَشَيْءٌ مُّجْتَبٍ ۗ وَإِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِئْتَابًا لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِنَّا لَنُكَرُّ الْذِينَ مِن نُّوْبِهِمْ لَنَسْتَبْشِرُونَ আর যখন এক মাত্র আল্লাহর আন্দোশনা করা হয় তখন যাহারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে না তাহাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হইয়া পড়ে আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য দেব-দেবতার আন্দোশনা করা হয় তখন তাহারা আনন্দে উৎকুল হয় ۗ قَوْلُهُ

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ قَالُوا لَشَيْءٌ مُّجْتَبٍ ۗ

إِنَّ الْذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِمْ سَيُعَذِّبُهُمْ ۗ وَيَسْتَكْبِرُونَ

আহংকার করে। যাহারা অহংকার করিয়া আমার ইবাদত হইতে বিরত থাকে সত্ত্বর তাহারা দাণ্ডিত

হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিলে। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন لَاحِرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

সত্য সত্যই তাহারা যাহা কিছু গোপন করে এবং যাহা

কিছু প্রকাশ করে সব কিছুই আল্লাহ জানেন। অর্থাৎ তাহাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের পূর্ণ

বিনিময় তিনি তাহাদিগকে দান করিবেন। إِنَّهُ لَيُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ তিনি

অহংকারীদিগকে ভালবাসেন না।

(২৪) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنزِلَ فِيكُمْ ۖ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

(২৫) لِيُحْضِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَمِنْ أَوْزَارِ

الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ۝

২৪. যখন তাহাদিগকে বলা হয় তোমাদিগের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করিয়াছেন? তখন তাহারা বলে, পূর্ববর্তীদের উপকথা।

২৫. ফলে কিয়ামত দিবনে উহারা বহন করিবে উহাদিগের পাপভার পূর্ণ মাত্রায় এবং পাপভার তাহাদিগের ও যাহাদিগকে উহারা অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করিয়াছে। দেখ, উহারা যাহা বহন করিবে তাহা কত নিকৃষ্ট।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যখন এই কাফিরদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, مَاذَا أُنزِلَ فِيكُمْ তোমাদের প্রতিপালক কি জিনিস অবতীর্ণ করিয়াছেন? তখন তাহারা প্রকৃত উত্তর না দিয়া এই কথা বলে أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ইহা তো পূর্ববর্তীদের কিছা কাহিনী। অর্থাৎ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। এই যাহা কিছু আমাদের নিকট পড়িয়া গুনান হয় ইহা পূর্ববর্তীদের গ্রন্থ হইতে লওয়া কিছা কাহিনী ব্যতীত কিছুই নহে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে اِكْتَتَبَهَا فَبِئْسَ تَمَلُّوا لَهَا ۗ وَكَيْفَ يُعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ۗ وَكَيْفَ يُعْلَمُ مَا يُعْلِنُونَ ۗ "তাহারা কালন, ইহাতো পূর্ববর্তীদের কিছা কাহিনী বই কিছু নহে, যাহা সে লিখিয়া নইয়াছে। আর উহাই সকালে বিকালে বারংবার পঠিত হইয়া থাকে (ফুরকান-৫)।

অর্থাৎ তাহারা নবীর উপর মিথ্যা অপবাদ করে এবং পরস্পর বিরোধী কথা বলে এবং এই পরস্পর বিরোধী কথা বলাই তাহাদের সকল কথা ব্যতীত হওয়ার প্রমাণ। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِنظُرْ كَيْفَ فَسَّرْتُمُوهُ ۗ فَكَيْفَ فَسَّرْتُمُوهُ ۗ فَكَيْفَ فَسَّرْتُمُوهُ ۗ فَكَيْفَ فَسَّرْتُمُوهُ ৷ তাহারা আপনার জন্য কিরূপ উদাহরণ পেশ করিয়াছে অতএব তাহারা দেখুন তো, তাহারা আপনার জন্য কিরূপ উদাহরণ পেশ করিয়াছে অতএব তাহারা গম্বরাহ হইয়াছে এবং সত্যের পথ অনুসরণ করিতে সক্ষম হয় না। কারণ যে ব্যক্তিই হক ও সত্য হইতে বিচ্যুত হয় সে কোন কথা বলিলে ভুল করে। তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা) কে যাদুকর জ্যোতিষী পাগল বিভিন্ন প্রকার বিভ্রান্ত দান করিত। অবশেষে তাহাদের বৃদ্ধ গুরু অলীদ ইবনে মুগীরাহ হির করিলে যে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যাদুকরই বলিতে হইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِنَّكَ فُكْرٌ وَمَا يَكْفُرُ بِكَ ۗ فَكَيْفَ فَسَّرْتُمُوهُ ۗ فَكَيْفَ فَسَّرْتُمُوهُ ۗ فَكَيْفَ فَسَّرْتُمُوهُ ۗ فَكَيْفَ فَسَّرْتُمُوهُ ৷

সে জিন্দা করিল এবং একটি মন্তব্য স্থির করিল। মন্তব্য সে ধংস হইবে, সে কেমন মন্তব্য স্থির করিল অনন্তর সে ধংস হইবে, সে কেমন মন্তব্য স্থির করিল। অতঃপর দুটি করিল অতঃপর সে যুগ বিকৃত করিল, আরো অধিক বিকৃত করিল। তৎপর সে দুঃ ফিরাইল এবং গর্ক করিল তখন সে বলিল ইহা নকল করা যাদ (মুন্সাসসির-১৮-২৪)। রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে তাহারা 'যাদুকার' এর খিতাব দান করিয়াই নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করিল। আল্লাহ তাহাদের অণ্ডত করল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন **لِيُحْمِلُوا أوزارهم كَمَا لَمْ يُحْمِلُوا أوزار الذين يخلوونهم** অর্থাৎ তাহারা যে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করিলে অর্থাৎ ইহাই তাহাদের জন্য নির্ধারণ করিয়াছি যেন কিয়ামত দিবসে তাহারা স্বীয় গুনাহর বেঝা এবং সেই সকল লোকদের বেঝাও বহন করিতে বাধ্য হইবে। অর্থাৎ তাহাদের নিজেদের গুনাহরী গুনাহ এবং অপরকে গুনাহ করিবার গুনাহ উভয় গুনাহর বেঝা তাহারা বহন করিবে। যেমন হাদীসে বর্ণিত :

سَمِعْتُ إِلَى هَدْيِي كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ أَتَبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى فِتْنَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ إِثْمِ مَنْ أَتَبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

যে ব্যক্তি হেদায়েতের প্রতি আহ্বান করে সে সেই সমস্ত লোকের ন্যায় নওরাতের অধিকারী হয় যে তাহারা অনুসরণ করিল অবশ্য ইহা তাহাদের সওয়াব হইতে কিছু কম করে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গুনাহরী প্রতি আহ্বান করে সে সেই সকল লোকের গুনাহর অধিকারী হয় যাহারা তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়া গুনাহরীতে লিপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদের গুনাহ হইতে কিছুই কম করে হয় না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন **يَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلَنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ** যেন তাহারা তাহাদের নিজেদের কৃত গুনাহর বেঝা এবং তাহাদের বেঝার সহিত তাহাদের গুনাহর বেঝা তাহাদিগকে তাহারা গুনাহ করিয়াছে বহন করিতে বাধ্য হইবে এবং তাহারা যে মিথ্যা গড়িয়াছে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই উহা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। আল্লামা অওকী (র) হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে এইরূপ তাকসীর বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, কাকির সর্দাররা তাহাদের নিজেদের গুনাহর বেঝা এবং যাহারা তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল তাহাদের গুনাহর বেঝা বহন করিবে। তাই বলিয়া এই অনুসরণকারীদের শাস্তি একটুও হালকা করা হইবে না।

(২৬) قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَتْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

(২৭) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ

২৬. উহাদিগের পূর্ববর্তীগণও চক্রান্ত করিয়াছিল আল্লাহ উহাদিগের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করিয়াছিলেন ফলে ইমারতের ছাদ উহাদিগের উপর ধসিয়া পড়িল এবং উহাদিগের প্রতি শাস্তি আসিল এমন দিক হইতে যাহা ছিল উহাদিগের ধারণার অতীত।

২৭. পরে কিয়ামতের দিন তিনি উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন এবং তিনি বলিবেন কোথায় আমার সেই সমস্ত শরীক যাহাদিগের সম্বন্ধে তোমরা বিতর্ক করিতে? যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছিল তাহারা বলিবে। আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফিরদিগের।

তাকসীর : আওকী (র) হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি **قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ** এর তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন, পূর্ববর্তী ষড়যন্ত্রকারী হইল নমরুদ যে বালাখানা নির্মাণ করিয়াছিল। ইবনে আবু হাতিম (র) বলেন মুজাহিদ (র) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত। আব্দুর রাম্বাক (র) মা'শার (র) হইতে তিনি যায়দ ইবনে আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন, দুনিয়ার সর্বপ্রথম অহংকারী হইল নমরুদ, তাহাকে ধংস করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি মশঃ পাঠাইয়াছিলেন, মশঃটি তাহার নাভিকল-মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারশত বৎসর অবস্থান করিয়াছিল এবং তাহার মস্তিষ্কে আঘাত করিতেছিল। হাতুড়ী দ্বারা তাহার মাথায় আঘাত করা হইত (ইহাতেই সে কিছু আরাম অনুভব করিত) তাহার পক্ষে সর্বাধিক বেশী অনুগ্রহশীল ব্যক্তি ছিল সে, যে তাহার মাথা দুই হাত দ্বারা সাজোরে হাতুড়ী মারিত। চারশত বৎসরকাল সে রাজত্ব করিয়াছিল এবং চারশত বৎসর পর্যন্ত আল্লাহর তাহাকে শাস্তি দিয়াছিলেন অতঃপর মৃত্যু ঘটিল। এই নমরুদই আনমানে পৌছাইয়া আল্লাহর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বালাখানা নির্মাণ করিয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা এই বালাখানা বিধ্বস্ত করিবার কথাই অত্র আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন **قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ** আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নির্মিত গৃহকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, যে মড়মড়কারী সম্পর্কে আজ আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে সেই হইল বুখত নাছার সূরা ইবরাহীমের **وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا لِّمَنْ يَخْرُوجُ بِهِ** এই বুখত নাছার এর মড়মড়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে কেন কোন তাফসীরকার বলেন, কফির ও মুশরিক যে আত্মাহর সহিত অন্যকে শরীক করিত আত্মাহ তাহাদেরই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন হযরত নূহ (আ) বলিয়াছিলেন **وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَفِّرُوا بِكُلِّ إِنْسَانٍ** অর্থাৎ তাহারা মানুষকে গুমরাহে করিবার জন্য সর্বপ্রকার মড়মড় ও হীনা তদবীর করিয়াছে এবং সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে শিরকের প্রতি বুদ্ধিহীন করে। যেমন তাহাদের অনুসারীরা কিয়ামত দিবসে বলিবে **بَلْ مَكْرُوهٌ لِّلَّيْلِ** বলিবে **وَنَجْمٌ لِّهَا أَكْوَافُ** বরং তোমাদের দিবা রাতের মড়মড় যখন তোমরা আমাদিগকে আত্মাহর সহিত কুফর করিতে এবং তাহাৰ জন্য শরীক নির্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত করিতে : **فَأَنذَرْتُكُمْ لَئِذَا مَلَآتِ السَّمَاءُ غُيُومًا مِّنَ السَّمَاءِ فَسَاءَ يَوْمَئِذٍ لِلْعَالَمِينَ** তা'আলা তাহাদের এই মড়মড়ের নির্মিত মধ্যকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে **وَأَنذَرْتُكُمْ يَوْمَئِذٍ النَّارَ الَّتِي أُخْرِجُ النَّاسَ مِنْهَا فِيهَا يُكْفَرُونَ** বরং তাহারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে চাহিয়াছে আত্মাহ তা'আলা উহা নির্ধাপিত করিয়াছেন। **فَأَنذَرْتُكُمْ لَئِذَا مَلَآتِ السَّمَاءُ غُيُومًا مِّنَ السَّمَاءِ فَسَاءَ يَوْمَئِذٍ لِلْعَالَمِينَ** আত্মাহ তা'আলা তাহাদের নিকট অজ্ঞাত স্থান হইতে শাস্তি অবতীর্ণ করিয়াছেন যে তাহারা নিজ হাতেই তাহাদের গৃহ ধ্বংস করিয়াছে এবং মু'মিনের হাতেও তাহাদের নির্মিত গৃহ ধ্বংস হইয়াছে। অতএব হে জ্ঞানী লোকেরা! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

আত্মাহ তা'আলা এখানে ইরশাদ করিয়াছেন **فَأَنذَرْتُكُمْ لَئِذَا مَلَآتِ السَّمَاءُ غُيُومًا مِّنَ السَّمَاءِ فَسَاءَ يَوْمَئِذٍ لِلْعَالَمِينَ** অর্থাৎ আত্মাহ তা'আলা তাহাদের গৃহসমূহ সমূলে ধ্বংস করিয়াছেন অতঃপর উপর হইতে তাহাদের উপর ছাদ ধসিয়া পড়িয়াছে এবং অজ্ঞাত স্থান হইতে তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহার পর কিয়ামতে তিনি প্রকাশ্যভাবে লাঞ্ছিত করিবেন এবং তাহাদের অন্তরের সকল গোপন বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ইরশাদ হইয়াছে **يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ** যেদিন সমস্ত গোপন বিষয় প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রানুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক পান্ডারের জন্য তাহাৰ গান্ধারীর অনুপাতে একটি করিয়া ঝাড়া রাখা হইবে। অতঃপর বলা হইবে অমূকের পুত্র অমূকের ঝাড়া। অধুনাভাবে ঐ সকল

লোকদিগকেও হাশরের ময়দানে সকলের সম্মুখে লাঞ্ছিত করা হইবে। এবং তাহাদের সমস্ত মড়মড় প্রকাশ করা হইবে। এবং তখন আত্মাহ তাহাদিগকে বক্ষ দিয়া বলিবেন **أَيُّ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ** আমার সেই শরীকরা কোথায়? তাহাদের সম্মুখে তোমরা লড়াই ঝগড়া করিতে? তাহারা এখন তোমাদের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসে না কেন? **فَلْيَنْصُرُواكُم أَوْ يَنْصُرُونَ** তাহারা কি তোমাদের কোন সাহায্য করিবে কিংবা তাহারা নিজেরাই আত্মরক্ষা করিতে পারিবে? **فَعَالَهُ مِزْنُ قُوَّةٍ** তাহাদের কোন শক্তি থাকিবে না; আর কোন সাহায্যকারীও থাকিবে না। যখন তাহাদের বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণ পূর্ণ হইয়া যাইবে তখন তাহারা নীরব হইয়া পড়িবে এবং আর কোন প্রকার কোন ওয়র পেশ করিতে পারিবে না। **قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ** মুনিয়ান যাহাদিগকে সত্যের জ্ঞান দান করা হইয়াছিল এবং ইহকালে ও পরকালে যাহারা প্রকৃত সম্মানিত এবং উত্তরকালে যাহারা সত্যের সন্ধান দানকারী তাহারা বলিবে **لَا نُهِنَا إِنَّا الْخَيْرُ الْيَوْمَ وَالسَّوَاءُ عَلَى الْكَافِرِينَ** লাঞ্ছনা ও শাস্তি তো আজ কফিরদিগকেই বেষ্টন করিবে যাহারা এমন বস্তুকে আত্মাহর সহিত শরীক করিত যাহারা না তো কোন উপকার করিতে পারিত আর না কোন ক্ষতি করিবার ক্ষমতা রাখিত।

(২৮) **الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ط بَلْإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ**
 (২৯) **فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ**

২৮ যাহাদিগের মৃত্যু ফিরিশতাগণ কর্তৃক রূহ বাহির করা হইয়াছে নিজদিগের প্রতি মূলুম করিতে থাকা অবস্থায়; অতঃপর উহারা অগ্ন্যসমর্পণ করিয়া বলিবে, আমরা কোন মন্দ কর্ম করিতাম না হাঁ, তোমরা যাহা করিতে সে বিষয়ে আত্মাহ সর্বিশেষ অবহিত।

২৯. সুতরাং তোমরা দ্বারগুলি দিয়া জাহান্নামে প্রবেশ কর সেখায় স্থায়ী হইবার জন্য। দেখ অহংকারীদিগের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট।

তাফসীর : আত্মাহ তা'আলা সেই সকল মুশরিকদের আলোচনা করিতেছেন যাহারা তাহাদের মৃত্যুকালে ও তাহাদের রূহ বাহির করিবার জন্য ফিরিশতাগণের আগমনকালে কুফরের অনস্থায়-ই বিদ্যমান ছিল। এই সময় তাহারা আত্মাহ আদেশ সঠিকভাবে শ্রবণ করিবার এবং উহা পালন করিবার স্বীকারোক্তি করে এবং স্বীয় কর্মকান্ড গোপন করিবার জন্য তাহারা বলে **مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ** আমরাও তো কোন মন্দ কাজ করিতাম না।

যেমন তাহারা কিয়ামতের দিনও বলিবে وَأَمَّا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ আমরা তো দুনিয়ায় মূশরিক হিলাম না। يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ كَمَا رَحِمْتُمْ أَنْكُمْ যে দিন আল্লাহ তাহাদের সকলকে কবর হইতে উঠাইয়া আশুরায় ময়দানে একত্রিত করিবেন সেদিনও তাহারা অরূপ রূপ খাইবে যেমন দুনিয়ায় তোমাদের নিকট রূপ খাইয়া বলিত। আল্লাহ তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী ঘোষণা করিয়া বলিবে بَلَىٰ لَنْ نَبْعَثَنَّهُمْ إِلَّا لِحَدِيثِمْ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُكَذِّبِينَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খুব উল্লেখ জানেন। অতএব তোমরা নোবেল দ্বারসমূহে প্রবেশ কর যেখানে তোমরা চিরকাল অবস্থান করিবে। বস্তুতঃ অহংকারীদের বাসস্থান বড়ই নিকৃষ্ট। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহ হইতে অহংকার করিয়া বিমুখ হইয়াছে এবং তাহারা রাসূলগণের অনুসরণ করা হইতে বিরত রহিয়াছে তাহাদের ঠিকানা ও বাসস্থান বড়ই নিকৃষ্ট হইবে। মৃত্যুর পর হইতে তাহাদের রূহ জাহান্নামে প্রবেশ করে এবং কবরের মধ্যে তাহাদের শরীরে জাহান্নামের কঠিন উত্তাপ ভোগ করিতে থাকে। যখন কিয়ামত সংঘটিত হইবে তখন তাহাদের রূহসমূহ শরীরে প্রবেশ করিয়া চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করিবে: لَا يَفْقَهُوا تَأْوِيلَهُمْ فِيهَا يَمُوتُونَ وَيُحْيَوْنَ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ عِلْمٍ قُلْ هِيَ سَاءُ مَقَامًا لِلْعِبَادِ তাহাদের মৃত্যুর পরসংক্রান্ত হইবে না আর দেহের শান্তিও হানক করা হইবে না। ইরশাদ হইয়াছে الْقَارِ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ আশুরার উপর তাহাদিগকে সবচেয়ে সক্রিয় পেশ করা হয়। আর যেদিন কিয়ামত হইবে সেদিন বলা হইবে, হে কিয়ামতের বংশ তোমরা কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ কর।

(৩০) وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ قَالَ خَيْرٌ مِنْ الْمُنِذِرِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَكَذَلِكَ الْأَخْسَرُ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَتَنْعَمَنَّ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝

(৩১) جَعَلْتُ عَذَابَ يَدِّ خُلُوقِهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نُظِرَ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝
(৩২) الَّذِينَ تَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

৩০. এবং যাহারা মুত্তাকী ছিল তাহাদিগকে বধা হইবে তোমাদিগের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করিয়া দিলেন? তাহারা বলিবে, মহা কল্যাণ, যাহারা

সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আছে এই দুনিয়ার মংগল এবং আখিরাতের আবাস আরও উৎকৃষ্ট এবং মুত্তাকীদিগের আবাসস্থল কত উত্তম।

৩১. উহা স্বামী জ্ঞানাত যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে। উহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তাহারা যাহা কিছু কামনা করিবে উহাতে তাহাদিগের জন্য তাহাই থাকিবে। এই ভাবেই আল্লাহ পুরস্কৃত করেন মুত্তাকীদিগকে।

৩২. ফিরিশতাগণ যাহাদিগের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকে অবস্থায় ফিরিশতাগণ বলিবে তোমাদিগের প্রতি শান্তি, তোমরা যাহা করিতে তাহার ফল জান্নাতে প্রবেশ কর।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা পূর্বে কাফের ও দুর্ভাগাদের আলোচনা করিবার পর ইমানদার ভাগ্যবানদের আলোচনা করিয়াছেন। কাফিরদিগকে যদি প্রশ্ন করা হয় مَاذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করিয়াছেন তবে তাহারা ইহার সঠিক উত্তর না দিয়ে বলে, আল্লাহতো কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই বরং যাহা কুরআন বলা হয় ইহা পূর্ববর্তী লোকদের মনগড়া কিস্সা-কাহিনী। আর মু'মিনগণকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলেন আল্লাহ তা'আলা উত্তম বস্তু অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা মু'মিনদের জন্য কল্যাণকর। যাহারা উহার অনুসরণ করিবে তাহাদের জন্য রহমত ও বরকতের কারণ। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের সৎ ও নেককার বান্দাগণের জন্য যাহা ওয়াদা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً যাহারা নেক আমল করে তাহাদের জন্য এই দুনিয়াতেই কল্যাণ রহিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে,

مَنْ عَمِلْ مَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ نَثْرٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَفِي جَزَائِهِمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

যে মু'মিন নর-নারী সৎকাজ করিবে আদি তাহাকে উত্তম জীবন দান করিব এবং তাহারা যে সৎ কাজ করিবে উহার বিনিময়ে তাহাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করিব। অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সৎ কাজ করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার সহিত দুনিয়া ও আখিরাতে সদ্ভাবহার করিবেন। কিন্তু পারলৌকিক জীবন পার্থিব জীবন অপেক্ষা উত্তম এবং পারলৌকিক বিনিময় পার্থিব বিনিময় অপেক্ষা উত্তম ও অধিক হইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُنذِرَكُمْ تَوَيْبُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ আল্লাহ লোকেরা বলিল, তোমাদের জন্য অকল্যাণ হউক। আল্লাহর বিনিময় অধিক উত্তম আরো ইরশাদ হইয়াছে وَمَا يَأْتِيكُمْ بِهِمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ যাহা আল্লাহর নিকট রহিয়াছে সন্তানদের জন্য উহ:

উত্তম! তাফসীরে আখিরে খুবই উত্তম ও জবিন প্রায়ী। রাসূলুল্লাহ (সা)
কে আল্লাহ তা'আলা সসোদা করিয়া বলেন **مَنْ أُوْاٰى مِنْ أُوْاٰى** অবশ্যই
পরকাল ইহকাল হইতে আপনার পক্ষে উত্তম। অতঃপর আল্লাহ ইরশাদ করেন **يُنَجِّمُ**
بَيْنَ يَدَيْهِ ফাহারা শিরক হইতে আত্মরক্ষা করিগাছে তাহাদের বাসস্থান বড়ই সুন্দর।
نَجْرِي مِنْ تَحْتِنَا ইহা **الْمُتَّقِينَ** হইতে বলা সংঘটিত হইয়াছে। অর্থাৎ মুত্তাকীদের
অন্য পরকালে চিরকাল বসবাসের জন্য এমন উদ্যান হইবে যে **نَجْرِي مِنْ تَحْتِنَا**
বাহার তদাদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। অর্থাৎ উহার গাছপালা ও
প্রসাদসমূহের ফাঁকে ফাঁকে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। **وَأَمَّا** উহার
মাধ্যে তারা যাহা কিছু চাহিলে বিদ্যমান থাকিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে **مَا**
يَشَاءُونَ উহার ভিতরে মন যাহা চাহিলে
চোখে যাহা শোভন লাগিলে সবকিছুই বিদ্যমান থাকিবে। আর তোমরা তথায় চিরদিন
অবস্থান করিবে। হৃদয় শরীফে বর্ণিত, বেহেশতবাসীদের একটি দলের উপর দিয়ে এক
খন্ড মেঘ অতিক্রম করিলে তখন তাহারা পানীর পানের জন্য বসিয়া থাকিবে, তখন
তাহাদের মধ্য হইতে যে বাহা কিছু ইচ্ছা করিলে উক্ত মেঘ বর্ণন করিবে। এমন কি
তাহাদের কেহ বলিলে আমাদের জন্য সুন্দরী রূপসী সমবয়সী রমণী বর্ণন কর তখন
তাহাই হইবে **يَجْرِي مِنَ الْوَأْيِ** আল্লাহ তা'আলা এমন ভাবে
সুত্তাকীগণকে বিনিম্ন দান করেন। অর্থাৎ যে কেহ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিবে
তাহাকে ভয় করিবে এবং উত্তম আশ্রয় করিবে তাহাকে আল্লাহ এমনি উত্তম বিনিম্ন
দান করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন মু'মিন মুত্তাকীগণের যখন মৃত্যু
হইবে তখন তাহারা শিরক ও অন্যায় অপকর্ম হইতে পাক পবিত্র হইবে এবং
ফিরিশ্তাগণ তাহাদের প্রতি সাক্ষ্য করিলে এবং বেহেশতের সুসংবাদ দান করিলে।
যেমন ইরশাদ হইয়াছে **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ**
أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَنُكِّنُكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا
أَنْزِلٌ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَسَيَكُنُ فَيْضًا مِّنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَسَيَكُنُ فَيْضًا مِّنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَسَيَكُنُ فَيْضًا
আল্লাহ অতঃপর তাহারা ইহার উপর দৃঢ় থাকে তাহাদের উপর ফিরিশ্তাগণ অবতীর্ণ
হয় এবং তাহাদিগকে বলে, তোমরা ভীত হইও না, চিন্তিতও হইও না এবং যে
বেহেশতের সত্যাদের সহিত ওয়াদা করা হইয়াছে উহার সুসংবাদ গ্রহণ কর। পার্থিব
জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে আল্লাহই তোমাদের তত্ত্বাবধায়। এবং ইহার মধ্যে

তোমাদের মন যাহা চাহিলে পাইবে এবং যাহাই তোমরা প্রার্থনা করিলে তাই মিলিবে।
ইহা পরম কামাশীল ও পরম দয়াময় আল্লাহর পক্ষ হইতে আতিথেয়তা। প্রকাশ থাকে
যে আমরা পূর্বেই এ সম্পর্কে মু'মিন ও কাফিরের রূহ কিভাবে বাহির করা হইবে সে
সম্পর্কে

يُنَجِّمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ
الضَّالِّينَ وَيُفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ এর তাফসীরে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

(২২) **هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ**
كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَنَّمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ০

(২৬) **فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ** ০

৩৩. তাহারা শুধু প্রতীক্ষা করে উহাদিগের নিকট ফিরিশতা আগমনের অথবা
তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আগমনের। উহাদিগের পূর্ববর্তীগণ এই রূপই করিত।
আল্লাহ উহাদিগের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই কিন্তু উহারাই নিজদিগের প্রতি
যুলুম করিত।

৩৪. সুতরাং উহাদিগের উপর আগত হইয়াছিল। তাহাদিগকে পরিবেষ্টন
করিয়াছিল তাহাই যাহা লইয়া উহার ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত।

তাফসীর : বাতিলের উপর মুশরিকদের দীর্ঘকাল লিপ্ত থাকার কারণে আল্লাহ
তা'আলা তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলেন, তাহারা তো কেবল রূহ কবয করিবার
ফিরিশ্তাগণের আগমনের অপেক্ষা করিতেছে। অথবা **أَوْ أَمْرٌ رَبِّكَ** অথবা আপনার
প্রতিপালকের হুকুমের অর্থাৎ কিয়ামত দিবস আগমনের এবং উহার ভয়ানক অবস্থার
অপেক্ষা করিতেছে। **كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ** অনুরূপভাবে তাহাদের পূর্ববর্তী
মুশরিকরাও তাহাদের শিরকে দীর্ঘকাল লিপ্ত রাখিয়াছিল। অবশেষে আল্লাহর প্রেরিত
কঠিন শাস্তি ভোগ তাহাদের করিতে হইয়াছিল। **وَمَا ظَنَّمَهُمُ اللَّهُ** আল্লাহ তা'আলা
তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই। কারণ আল্লাহ তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ
করিয়া কিতাব অবতীর্ণ করিয়া যাবতীয় দলীল প্রমাণ কার্যেয় করিয়াছেন। অতএব
শিরক হইতে বিরত না থাকায় তাহাদের পক্ষে কোন ওজর করিবার অবকাশ নাই।

وَلَكِنْ كُنْتُمْ اذُنًا صُتًّا وَكَلِمَةً يُهْرَأُ بِهَا وَيُكَفَّرُ بِهَا لِقَابٍ ذَلِكُمْ فَانقَبُوا بِهٖ ۗ فَاذْكُرُوا يَوْمَ الَّذِي كُنْتُمْ تُكْفَرُونَ

مَا كَانُوا بِهٖ ۗ فَاذْكُرُوا يَوْمَ الَّذِي كُنْتُمْ تُكْفَرُونَ অর্পাৎ রাসূলগণ তাহাদিগকে যখন আল্লাহর শাস্তির দ্বারা সতর্ক করিয়াছেন তখন তাহারা উহা দ্বারা রাসূলগণের সহিত যে বিক্রম করিত সেই বিক্রমপূর্ণ শাস্তি তাহাদিগকে পেষ্টন করিয়াছে। এই কারণে কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে বলা হয়, ইহা স্মরণ কর সেই আশুন যাহা তোমরা অস্বীকার করিত।

(২৫) وَقَالَ الَّذِينَ اشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ هٰكَذَا نَكْفُرُ بِكَ فَكُلِّمِ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِينُ ۝

(২৬) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اِنْ اَعْبَدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتِ ۗ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدٰى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّقَتْ عَلَيْهِ الصَّالٰتِ ۗ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدٰى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّقَتْ عَلَيْهِ الصَّالٰتِ ۗ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدٰى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّقَتْ عَلَيْهِ الصَّالٰتِ ۗ

(২৭) اِنْ تَعْرَضْ عَلٰى هُدٰى سُمَّمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ۗ وَمَا لَكُمْ مِّنْ تُصْرِيْحٍ ۝

৩৫. মুশরিকরা বলিবে, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অপর কোন কিছুর ইবাদত করিতাম না এক তাহার অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধ করিতাম না। উহাদিগের পূর্ববর্তীরা এইরূপই করিত। রাসূলদিগের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা।

৩৬. আল্লাহর ইবাদত করিবার ও তাওতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি। অতঃপর উহাদিগের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহাদিগের কতকের উপর পথ জরুরি সাব্যস্ত হইয়াছিল নুতরং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদিগের পরিণাম কী হইয়াছে?

৩৭. তুমি উহাদিগের পথ প্রদর্শন করিতে আগ্রহী হইলেও আল্লাহ তাহাদের বিভ্রান্ত করিয়াছেন, তাহাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিবার না এবং উহাদিগের কোন সাহায্যকারীও নাই।

তাহারীর ৪ উপন্যাসে আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ করেন, মুশরিকরা তাহাদের শিরকের দ্বারা ও তাহাদের দ্বারা দাবী পেশ করিবার মাধ্যমে ওজর পেশ করিয়া পোক য় পিত্ত রহিয়াছে। তাহারা বলে: رَبُّنَا مِنْ دُونِهِ مَنْ شَيْءٍ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে আমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও ইবাদত করিতাম না আর আমাদের পূর্ব পুরুষেরাও কাহারও ইবাদত করিত না এবং তাহার প্রদেয় ব্যক্তি আমাদের কোন জিনিসকে হারাম ও করিতাম না। অর্পাৎ তাহারা নিজেদের পক্ষ হইতে যে সমস্ত পণ হারাম করিত যেমন (১) বাহীরাহ, যে পতর দুই পান করিয়া মূর্তির নামে নিবেদিত হইত; (২) আদেবাহ যে গরুর কাঁধে না লাগিয়া মূর্তির নামে ছাড়া হইত ইত্যাদি। অর্পাৎ আমরা যে যে গরুর কাঁধে না লাগিয়া মূর্তির নামে ছাড়া হইত ইত্যাদি। অর্পাৎ আমরা যে কর্মক্রম করি উহা যদি প্রবাদজনক হইত তবে আমাদেরকে শাস্তি দান করিয়া উহা হইতে বিরত রাখিতেন। এবং উহা করিবার শক্তিও তিনি দান করিতেন না কিন্তু তিনি তাহা যখন করেন না তখন বুঝা গেল যে আমাদের কার্যক্রম অন্যায় নাই। আল্লাহ তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِينُ রাসূলগণের উপর তো কেবল সত্যকে পৌছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব অর্পাৎ তোমরা যাহা বলিতেছ যে আল্লাহ তা'আলা আমাদের কার্যক্রমকে অপছন্দ করেন না ইহা সত্য নহে। বরং তিনি আমাদের কর্মক্রমকে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন তবে এই কাজ তিনি পরাননি করেন না। করেন রাসূলগণের মাধ্যমে। আর প্রতি যুগে এবং প্রতি গোত্র ও সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। এবং তাহারা তাহাদিগকে এই কথা স্পষ্টভাবেই বুঝাইয়াছেন যে কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করিবে এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও পূজাপাট ত্যাগ করিতে হইবে। اِنْ اَعْبَدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتِ ۗ তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত কর এবং শারতান ও তাওতের ইবাদত বর্জন কর।

আদম সন্তানের মধ্যে শিরকের প্রচলন হইবার পর হইতে আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশসহ নবী রাসূল প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। শিরকের প্রচলনের পর সর্ব প্রথম নবী ছিলেন হযরত মুহ (আ) এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যিনি সারা বিশ্বের জন্য এবং জিন ও মানবজাতি সকলের জন্য নবী হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন। وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ ۗ اِنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنَا ۗ ۝

আপনার পূর্বে যে কোন রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি আমি তাহার নিকট

এই শুধী অবতীর্ণ করিয়াছি যে আমি ব্যতিত আর কোন মা'বুদ নাই। অতএব কেবল আমরই তোমরা ইবাদত কর **وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَنْ جَعَلْنَا مِنْ** আপনার পূর্বে যে সকল রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি আপনি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন যে, রহমান ভিন্ন কোন ইলাহ কি আমি নির্ধারণ করিয়াছি তাহাদের তাহারা ইবাদত করিত?

আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য অয়োতে ইরশাদ করিয়াছেন **لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ** আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যে, তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাওতকে বর্জন কর।" ইহার পর মুশরিকদের জন্য ইহার অবকাশ থাকিল কোথায় যে তাহারা এই কথা বলে **وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ** যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বুদের আমরা ইবাদত করিতাম না। তা শিরক করা আল্লাহ চাহেন কি চাহেন না উহা জানিবার উপায় শরীয়ত। আর শরীয়তে শিরকের কোন অবকাশ নাই। কারণ রানুলগণের মুখে আল্লাহ তা'আলা উহাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। তবে তাহাদিগকে শিরক করিতে দেওয়া ও শিরক করিবার শক্তি দান করা, ইহা দ্বারা এই কথা প্রমাণ করা যায় না যে তিনি শিরক করায় সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তো দোষ স্বষ্টি করিয়াছেন, যাহারা দোষে প্রবেশ করিবে অর্থাৎ শয়তান ও কাফির তাহাদিগকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। অথচ তাহার বান্দারা কুফর করুক ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট নহেন। তাহার এই সৃষ্টি করায় বহু নিমুজ্জ রহস্য নিহিত রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে, তিনি আশিয়া ও রাসূলগণের মাধ্যমে তাহাদিগকে কুফর ও শিরকের পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করিবার পর তাহাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করিবার মাধ্যমেও শিরক ও কুফর হইতে সতর্ক করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে **فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّبْنَا عَلَيْهِ الضَّلَالَةَ** তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভো এমন যে যাহাকে তিনি হেদায়াত দান করিয়াছেন আর কিছু এমনও রহিয়াছে যাহাদের উপর গুমরাহী স্যাবস্ত হইয়া আছে। অতএব তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর কর এবং অস্বীকারকারীদের পরিণতি কি হইয়াছে উহা দেখ। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিয়া মানুষের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম কি হইয়াছিল? **بِمَثَلِهَا** আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং এই যুগের কাফিরদের জন্য

তাহাদের মধ্যে উপদেশ রহিয়াছেন। **وَإِذْ كَذَّبَ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ذُكِّرُوا كَمَا نَكَرُوا** তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের পিতা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করিয়াছিল অতএব তাহাদের সেই অস্বীকারের পরিণতি কতই না ভয়ানক হইয়াছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রানুলগণে (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনি তাহাদের ঈমান ও হেদায়াতে অহংকার জন্য কতই ভেদ ও অবজ্ঞা করণ না কেন তাহাদের পক্ষে ইহা উপকারী হইবে না। কারণ আল্লাহ তাহাদের জন্য গুমরাহী নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে **فَلَنْ تُبَدِّلَهُ مِنَ اللَّهِ** তাহারা তাহাদের পক্ষে তাহাকে আল্লাহই কিতনা ও কুফরে শিকণ করিতে চাহেন আপনি তাহাদের কোনই উপকার করিতে পারিবেন না। **إِنْ أَرَادُ أَنْ أَنْسَخَ لَكُمْ** যদি আল্লাহ-ই তোমাদিগকে গুমরাহ করিতে চাহেন তবে আমার নসীহত ও হীতাকাঙ্ক্ষা তোমাদের কোন উপকার করিতে পারিবে না। **وَإِنْ كَانِ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ** যদি আপনি তাহাদের হেদায়াতের আকাঙ্ক্ষা করেন তবে উহা উপকারী হইবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যাহাকে গুমরাহ করিতে চাহেন তাহাকে হেদায়াত দান করেন না। **وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا تَارِي** আল্লাহ যাহাকে গুমরাহ করেন তাহাকে কেহ হেদায়াত করিতে পারে না। তিনি তাহাদের অহংকারের মধ্যে তাহাদিগকে অস্থির ছাড়িয়া দেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন **لَا تَكْفُرْ بِاللَّهِ** তাহাদের উপর আপনার প্রতিপালকের বাণী স্যাবস্ত হইয়াছে যদিও তাহাদের নিকট সর্বপ্রকার নিদর্শন আসুক না **قَوْلَهُ فَإِنَّ** কেন তাহারা ঈমান আনিবে না। যাবৎ না তাহারা আযব দেখিয়া লইবে। আল্লাহর শাসন-ই হইল এই যে তিনি যাহা চাহেন অস্তিত্ব লাভ করে আর যাহা চাহেন না উহা অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না। এই কারণে তিনি বলিয়াছেন **مَنْ يَلْمِ اللَّهَ يَلْمِ نَفْسِهِ** যাহাকে তিনি গুমরাহ করেন তাহাকে আর কে হেদায়াত দান করিতে পারে? **وَأَنْتُمْ مِنْ كَافِرِينَ** আর অর্থাৎ কেহ-ই তাহাকে হেদায়াত দান করিতে পারে না। **مِنْ كَافِرِينَ** তাহাদের কোন সাহায্যকারীও হইবে না যাহারা তাহাকে আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারে **إِنَّ اللَّهَ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ** সৃষ্টি করিবার ও নির্দেশ দানে একচ্ছত্র অধিকার কেবল তাঁহারই— আল্লাহ বরকতময় তিনি সারা জগতের প্রতিপালক।

(২৮) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۖ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ نَحْوِهِ شَيْئًا ۚ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(২৯) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ۝

(৪০) إِنَّمَا تَوَلَّوْنَا لَشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

৩৮. উহারা দু'তর সহিত আল্লাহর শপথ করিয়া বলে, যাহার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাহাকে পুনর্জীবিত করিবেন না কেন নহে, তিনি তাহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবেনই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

৩৯. তিনি পুনর্জীবিত করিবেন, যে বিষয়ে মতানৈক্য ছিল তাহা উহাদিগকে স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য এবং যাহাতে কাফিররা জানিতে পারে যে উহারাই ছিল মিথ্যাবাদী।

৪০. আমি কোন ইচ্ছা করিলে সে বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে আমি বলি 'হও' ফলে উহা হইয়া যায়।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন যে কাহারো মৃত্যুর পরে পুনরায় তাহাকে জীবিত করা হইবে না। এই মন্তব্য তাহারা বড় কঠিন শপথ করিয়া করিত। দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়াকে তাহারা অসম্ভব মনে করিত। সকল রাসূলগণ দ্বিতীয়বার মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করিয়াছেন কিন্তু তাহাদিগকে তাহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত। অতএব আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া ইরশাদ করেন, **لِي** অবশ্যই তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করা হইবে। **وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا** অবশ্যই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ওয়াদা পূর্ণ হইবে। **وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ** কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহাদের মৃত্যুর কারণে মনে প্রাণে ইহা বিশ্বাস করে না। তাহারা রাসূলগণের বিরোধিতা করে এবং কুফরে লিপ্ত হয়। অতঃপর আল্লাহ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার এবং পুনরায় জীবিত করিবার রহস্য ও হিকমত বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন **لِيُبَيِّنَ لَهُمُ** যেন তিনি সে সকল বিষয় স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন **الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ** যে সকল ব্যাপারে তাহারা মত বিরোধ করিতেছে। **وَيَجْزِي الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى**

এবং যাহারা অসৎ কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে যেন তিনি তাহাদের কর্মফল দান করিতে পারেন এবং যাহারা সৎকাজ করিয়াছে তাহাদিগকেও উত্তম বিনিময় দান করিতে পারেন **وَلِيُعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَانِبِينَ** এবং যাহারা কুফর করিয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে যে তাহাদিকে পুনর্জীবিত করিবার ব্যাপারে শপথ করার তাহারা মিথ্যাবাদী ছিল। এই কারণে কিয়ামত দিনসে জাহান্নামের আগ্নেয় দিকে তাহাদিগকে আস্থান করা হইবে এবং যবানীয়া ফিরিষ্টা তাহাদিগকে বলিবেন

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ أَفَسَحَرْنَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ أَصْلَابًا

ইহাই হইল যেই আগুন যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে বলতো দেখি, ইহা কি যাদু? না তোমরাই সحر? ইহার মধ্যে তোমরা প্রবেশ কর। এখন তোমরা চাহে ঘের্ষ হরণ কর কিংবা অর্ধেব হইয়া পড় সবই সমান; তোমরা যে কার্যকলাপ করিতে উহার বিনিময় তোমাদের অধর্মেই ভোগ করিতে হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার অনীম ক্ষমতার উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি যখন যাহা ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে পারেন আনমান ও যমীনে কেহই তাহার ইচ্ছাকে বাধা দিতে সক্ষম নহে। যখন তিনি কোন কিছু সৃষ্টি ইচ্ছা করেন তখন তিনি কেবল 'হইয়া যাও' বলেন অমনি হইয়া যায়। কিয়ামতও উহার অন্তর্ভুক্ত। যখন তিনি কিয়ামত সংঘটিত হইবার ইচ্ছা করিবেন তখন তিনি একটি নির্দেশই করিবেন অমনি মুহূর্তের মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হইয়া যাইবে। যেমন ইরশাদে হইয়াছে **وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدٌ كَلِمَةً بِالْبَصِيرِ** আমার নির্দেশ পালিত হইয়া যায়। যেমন ইরশাদে হইয়াছে **إِنَّمَا تَوَلَّوْنَا** তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরায় জীবিত করা একজনকে সৃষ্টি করিবার ন্যায়-ই সহজ। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন **إِنَّمَا تَوَلَّوْنَا** অর্থাৎ কোন বস্তুর জন্য আমি কেবল একটি নির্দেশই করি অমনি উহা হইয়া যায়। কবি বলেন :

إِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ لَمْرًا فَنَامًا + يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

অর্থাৎ আল্লাহ যখন কোন বস্তুর অস্তিত্বের ইচ্ছা করেন তখন তিনি কেবল 'হইয়া যাও', বলেন অমনি উহা হইয়া যায়। অর্থাৎ আল্লাহর শব্দে কোন বস্তুর অস্তিত্ব লাভের জন্য বিশেষ কোন তাকীদ করিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ বাধা প্রদান করিতে পারে না। তিনি মহান, তিনি মহাপ্রভাবের অধিকারী তাহার সাম্রাজ্য ও প্রতাপ সকলের সকল সাম্রাজ্য ও প্রতাপের উর্ধ্বে অতএব তিনি ভিন্ন অন্য কেহ ইবাদতের যোগ্য নহে এবং কেবল তিনিই প্রতিপালক। ইবনে আবু হাতিম (রা) ...যমরত আবু হাযরা (রা) কে হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ

করেন, আদম সন্তান আমাকে গালি দেয় অথচ তাহার পক্ষে উহা শোভনীয় নহে। সে আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে অথচ তাহার পক্ষে ইহাও শোভনীয় নহে। আমাকে তাহার মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার অর্থ হইল **أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا** আল্লাহর নামে তাহারা কঠিন সপথ করে যে তিনি কোন মৃতকে পুনরায় জীবিত করিবেন না। **وَأَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ** নিশ্চয় তিনি পুনরায় জীবিত করিবেন ইহা তাহার অপরিহার্য প্রতিশ্রুতি যাহা অবশ্যই পালিত হইবে। কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা বিশ্বাস করে না। আর তাহার গালি হইল, সে আল্লাহ সম্পর্কে বলে, **إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ** অথচ আমি বলি **قُلْ مَوْلَى اللَّهِ أَحَدٌ وَاللَّهُ التَّحَدُّدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا** বলিয়া দিন আল্লাহ এক অদ্বিতীয় তিনি বে-নিয়ায তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাহাকে কেহ জন্ম দেয় নাই আর তাহার সমকক্ষ কেহ নহে। হাদীসটি অত্রসূত্রে মাওকুফরূপে বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু বুখারীও মুসলিম শরীফে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হইয়াছে।

(৪১) **وَالَّذِينَ فَاجِرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَلَا جِزْرَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝**

(৪২) **الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝**

৪১. তাঁহারা অত্যাচারীত হইবার পর আল্লাহর পথে হিজরত করিয়াছে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দিব এক আখিরাতেও পুরস্কারইতো শ্রেষ্ঠ। হায়, উহারা যদি উহা জ্ঞাতি-

৪২. তাহারা ধৈর্য ধারণ করে ও তাহাদিগের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সেই সকল মুহাজিরগণের সওয়াবের উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় মাতৃভূমি আখীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করিয়াছেন। এখানে এই সম্ভাবনা আছে যে আয়াত কয়টি সেই সকল মুহাজিরগণের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল যাহারা মক্কায় নির্খ্যাত হইবার কারণে সুদূর হাবশায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেন তাহারা সেখানে তাহাদের প্রতিপালকের ইবাদত করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের মধ্যে হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) ও তাঁহার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা হযরত

রোকাইয়া (রা) এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচাক ভাই হযরত জন'ফার ইবনে আবু তাপের (রা), আবু সালামাহ ইবনে আবদুল আসওয়াদ (রা) এই সকল পক্ষিগণদের প্রায় আশিজন নর-নরীর একটি দল হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এই সকল মুহাজিরগণের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম বিনিময় দানের ওয়াদা করিয়াছেন। **لَنُبَوِّئَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً** আমি অবশ্যই দুনিয়ায়ই তাহাদিগকে উত্তম বাসস্থান দান করিব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কাতানাহ ও শা'বী (রা) বলেন ইহা ঘারা মদীনা বুঝান হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, উত্তম শিথিক বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ (রা) বলেন উভয় তাফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ মুহাজিরগণ যেমন তাহাদের বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন অনুরূপভাবে তাহাদের ধন-সম্পদও ছাড়িয়া গিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিকে তাহাদের পরিত্যক্ত বাসস্থান ও ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম বাসস্থান ও ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি কিছু ত্যাগ করে আল্লাহ তাহাকে অধিক উত্তম বস্তু দান করেন। আল্লাহ তা'আলা এই সকল মুহাজিরগণকে তাহাদের এই ত্যাগের বিনিময়ে এই দুনিয়াতেই রাত্তির ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন তাহারা শাযক ও আমীর নিখুঁত হইয়াছিলেন আল্লাহর লোক বান্ধাগণের নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন। আর তাহাদিগকে পরকালে আল্লাহ তা'আলা সে সওয়ার ও বিনিময় দান করিবেন তাহা আরো অধিক শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ হইবে। ইরশাদ হইয়াছে **وَلَا جِزْرَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ** দুনিয়ার বিনিময়ের তুলনায় আখিরাতে বিনিময় অধিক শ্রেষ্ঠ **لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ** হায়। সেই সকল লোক যাহারা হিজরত করিতে বিরত রহিয়াছে, তাহারা যদি সেই বিনিময়ের কথা জানিত যাহা আল্লাহ তা'আলা তাহাদের রাসূলের অনুদারীগণের জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই কারণে হুশাইম (রা) ... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি যখন কোন মুহাজিরকে কিছু দান করিতেন তখন তিনি বলিতেন, ভূমি ইহা গ্রহণ কর। আল্লাহ ইহাতে বরকত দান করুন, ইহা তো লামান্য বস্তু বাহার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় করিয়াছেন আর ভোমার জন্য আখিরাতে যাহা সক্ষম করিয়া রাখিয়াছেন উহা অধিক উত্তম। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন **لَنُبَوِّئَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً** অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুহাজিরগণের প্রশংসা করিয়া বলেন **الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ** তাহারা হইল এমন যে তাহারা ধৈর্যধারণ করে এবং তাহাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে।

রাসূলগণের মানুষ হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে তাহাদিগকে আহলে কিতাবের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন, যে পূর্ববর্তী নবীগণ কি মানুষ ছিলেন না ফিরিশ্তা ছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে তিনি পূর্ববর্তী আশিয়ায়ে কিরামকে দলীল-প্রমাণসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে কিতাবও প্রদান করিয়াছিলেন। এখানে **رُؤُوسُ** অর্থাৎ কিতাব হযরত ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যাহ্যাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। **رُؤُوسُ** শব্দটি **رُؤُوسُ** এর বহু বচন। অর্থ কিতাব। বলা হইয়া থাকে **رُؤُوسُ الْكِتَابِ** আমি কিতাব লিখিয়াছি। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে **وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الرَّبْرِ** তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে সবই কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখিয়াছে। **وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الرُّسُومِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِيَ الْمَسَالِحِينَ** আমি কিতাবে ইহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে, আমার নেক ও সৎ বান্দাগণ যমীনের ওয়ারিশ হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন **لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ فِيكَ مِنَ الْكِتَابِ** আপনি সকল মানুষের নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দেন। আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহা সম্পর্কে আপনিই অবগত এবং আপনি উহার অনুসরণ করিয়া থাকেন আর মানুষের নিকট পৌছাইয়া দেওয়ার প্রতি আপনার আকাঙ্ক্ষাও প্রবল। আর আমি এই কথাও জানি যে আপনি সকল মানবকুলের মধ্যে সর্বোত্তম অতএব এই কুরআনে যাহা কিছু অস্পষ্ট রাখিয়াছে আপনি মানুষকে উহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। **وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ** আর সর্ববতঃ তাহারা স্বীয় স্বার্থেই চিন্তাভাবনা করিবে এবং হেদায়াত গ্রহণ করিয়া উভয় জগতের মুক্তি ও শান্তি লাভে সফল হইবে।

(৪৫) **أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ**

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝

(৪৬) **أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَتَأْخُذَهُمْ بِمُحْجِرِينَ ۝**

(৪৭) **أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝**

৪৫. তাহারা কুকর্মের মধ্যস্থ করে তাহারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত আছে যে আল্লাহ উহাদিগকে ভূগর্ভে বিলীন করিবেন না। অথবা এমন দিক হইতে শাস্তি আসিবে না যাহা উহাদিগের ধারণাশীল।

৪৬. অথবা চলাফেরা করিতে থাকাকালে তিনি উহাদিগের খুঁজ করিবেন না? উহাদ্বারা ইহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

৪৭. অথবা উহাদিগকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় ধৃত করিবেন না? তোমাদিগের প্রতিপালক ভেদে অবশ্যই দয়ালু পরম দয়ালু।

তাহসীরঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে তাহাদিগের ঐশ্বর্য এবং হাফির ও পাপী লোক যাঁহারা অন্যায় অপরাধে মগ্ন এবং অন্যকে সেই অন্যায় ও অপরাধের প্রতি আহ্বান করে এবং তাহাদের সহিত মকর ও মডুলহুলক আচরণে নিপুণ তাহাদিগকে যে তিনি চিল দিয়া রাখিয়াছেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেই তাহাদিগকে যত্নে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারেন। এবং তাহাদের প্রতি আযাব পাঠাইতে পারেন। ইরশাদ হইয়াছে **أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۚ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ تُذَوَّبُونَ** তোমরা কি সেই সত্ত্ব হইতে নিশ্চিত হইয়া গিয়াছ যাহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আসমানে বিরাজমান যে তিনি তোমাদের সহ যমীন ধসিরা দিবেন না আর তখন ভেদে উহা খর খর করিয়া কাপিতে থাকিবে : অথবা তোমরা কি সেই সত্ত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া গিয়াছ যিনি আসমানে বিদ্যমান যে, তিনি তোমাদের উপর প্রচণ্ড জড় প্রবাহিত করিবেন না। যাহাই হউক অতিদত্ত্ব তোমরা ভদনিতে পারিবে যে মতর্ক বাদী বিরূপ ছিল (সূরা মুলক-১৬-১৭)। **أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ** তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কাজ কর্মে নিপুণ থাকা অবস্থায় কিংবা বাণিজ্যিক সফরকালে কিংবা অনুগ্রহ কোন কর্মে ব্যস্ত থাকারস্থায় পাকড়াও করিবেন। কাতানাহ ও সুদী (র) বলেন, তাহাদের সফরকালে চলমানবস্থায়, মুজাহিদ ও যাহ্যাক (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, দিবারাত্র তাহাদের চলমানবস্থায়। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে,

فَأَمِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ۚ وَأَمِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنْ

يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُرًّا وَهُمْ يَوَسُّونَ জনপদের লোকেরা কি নিশ্চিত হইয়াছে যে

তাহাদের নিকট আমার শাস্তি আসিবে যখন তাহারা ঘুমন্ত থাকিবে কিংবা তাহারা কি

নিশ্চিত হইতে পারিয়াছে যে, তাহাদের নিকট আমার শাস্তি আসিবে দিনের বেলা যখন

তাহারা খেলাধুলায় মগ্ন থাকিবে (আবাক-৯৭-৯৮)। **أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى**

তাহারা কোন অবস্থাতেই আল্লাহকে অক্ষম করিতে সক্ষম নহে। **أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى**

কিংবা তাহাদের ভীতির অবস্থায় তিনি তাহাদিগকে পাকড়াও করিবেন। ভীতির

অবস্থায় পাকড়াও অধিক কাঠিন হইয়া থাকে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা)

হইতে বর্ণনা করেন **أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى** এর অর্থ হইল যদি আমি ইচ্ছা করি তবে

তাহাদিগকে তাহাদের মৃত্যুর পর পাকড়াও করিব। মুজাহিদ, যাহূহাক ও কাতাদাহ (র) হইতেও অনুরূপ তাকসীর বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন فَان رِيَكُم لَرُو وَف رَحِيْمُ কারণ তোমাদের প্রতিপালক বড়ই মেহমন্ত ও দয়াময়। আর এই কারণে তিনি সাথে সাথেই তোহাদিগকে শাস্তি দান করেন না। বরং অবকাশ দান করিয়া বসিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, যেমন স্বভাব বিরোধী কোন কথা শুনিয়া ধৈর্যধারণকারীদের মধ্যে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ধৈর্যধারণকারী আর কেহ নাই। কাফিররা তাহার জন্য সন্তান পাবাস্ত করে অথচ তিনিই তাহাদিগকে রিযিক দান করেন আর প্রশান্তিও তিনিই দান করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আরো বর্ণিত আল্লাহ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দান করিয়া থাকেন কিন্তু যখন তাহাকে পাকড়াও করেন তখন তাহাকে ধংস করিয়া ছাড়েন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) পাঠ করিলেন। وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ أَنْ أَخَذَهُ إِلَيْمُ شَرِيْمٌ প্রতিপালক যখন কোন জনপদকে পাড়কাও করেন তখন তিনি এমনভাবেই পাকড়াও করেন। তাহার পাকড়াও বড়ই যত্নদায়ক ও কঠিন وَكَأَيِّنُّ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلْنَا لَهَا وَهِيَ كَاثِمَةٌ مِنَ الْقَرْيَاتِ الَّتِي كَفَرْنَا عَنْهَا وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُجْرِمُونَ অনেক যালিম জনপদকে আমি অবকাশ দান করিয়াছি অতঃপর তাহাকে পাকড়াও করিয়াছি আর আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

(৪৮) أُولَئِكَ يَرْوُونَ إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّوْا ظِلْمَهُ عَنِ الْيَمِينِ

وَالشَّمَالِ سَجْدًا لِلَّهِ وَهُمْ دُخْرُونَ ۝

(৪৯) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ

لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

(৫০) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قُدُومِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

৪৮. উহারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি তাহার ছায়া দক্ষিণে ও বামে চলিয়া পড়িয়া আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয়?

৪৯. আল্লাহকেই সিজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে, পৃথিবীতে যত জীব জন্তু আছে সেই সমস্ত এবং ফিরিশতাগণ উহারা অহংকার করে না।

৫০. উহারা ভয় করে উহাদিগের উপর পরাক্রমশালী উহাদিগের প্রতিপালককে এবং উহাদিগকে যাহা আদেশ করা হয়, উহারা তাহা করে।

তাকসীর : উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাহার বড়ত্ব মহত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাবতীয় বস্তু তাহার সম্মুখে নতী স্বীকার করে সমস্ত মাখলুক মানব-দানব

প্রাণী-অপ্রাণী এবং ফিরিশতাগণও সকল জিনিসই তাহার অনুগত। অতঃপর তিনি বলেন যে বস্তুর ছায়া আছে আর যে ছায়া ডানে ও বামে চলিয়া পড়ে এই ছায়ার মাধ্যমে তাহারা আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করে। মুজাহিদ (র) বলেন, যখন সূর্য হেলিয়া পড়ে তখন আল্লাহর জন্য দুনিয়ার সন কিছুই সিজদায় অবনত হইয়া যায়। কাতাদাহ, যাহূহাক (র) ও অন্যান্য তাকসীরকারগণ এই ব্যাখ্যাই দান করিয়াছে। وَهُمْ دَابَّةٌ رُؤُونَ তাহারা অপদস্ত লাঞ্চিত। হংরত মুজাহিদ (র) বলেন, প্রত্যেক বস্তুর ছায়া প্রকাশ পাওয়াই হলো সিজদা। তিনি বলেন পাহাড়ের সিজদা করিবার অর্থ হইল উহার ছায়ায় আত্ম প্রকাশ করা। আবু গালেন শায়বানী (র) বলেন সমুদ্রের তরঙ্গই হইল উহার সঙ্গাত। আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত বস্তুকে জ্ঞানীদের মর্দদায় উপস্থিত করিয়া উহাদের প্রতি সিজদায় সক্ষম করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَفِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ خَلْقٍ كَثِيرٍ لَا تَعْلَمُهُمْ إِلَّا الْقَلِيلُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ আসমান ও যমীনের সকল বস্তুই উহায় অনিচ্ছায় কেবল মাত্র আল্লাহর অনুগত। তাহাদের ছায়া সকলে বিকালে তাহারই সিজদা করে وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ আর ফিরিশতাগণও সিজদা করেন, তাহারা অহংকারে মাতিয়া নহে।

আর তাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করিয়া চলে। وَيَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قُدُومِهِمْ وَفَعَلُوا مَا يُؤْمَرُونَ অর্থাৎ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তাহারা মাথা অবনত করিয়া সিজদায় পড়িয়া যায়। وَيَفْعَلُونَ তাহাদিগকে তাহার হুকুম করা হয় উহা তাহারা সম্পন্ন করে। অর্থাৎ তাহা হইতে নিষেধ করা হয় এবং তাহা পালনের নির্দেশ করা হয় উহা পালন করেন।

(৫১) وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِذْ مَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَآيَاتِي

فَارْهَبُون ۝

(৫২) وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصْبَاهُ أَفْخِيرُ اللَّهُ تَتَّقُونَ ۝

(৫৩) وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ

تَجْعَرُونَ ۝

(৫৪) ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝

(৫৫) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَسْتَعْتِفُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

৫১. আল্লাহ বলিলেন, তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করিও না তিনিই তো একমাত্র ইলাহ সুতরাং আমাকেই ভয় কর।

৫২. আকাশ মভলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাহারই এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাহারই প্রাপ্ত। তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে ভয় করিবে?

৫৩. তোমরা যে সমস্ত অনুগ্রহ ভোগ কর তাহা তো আল্লাহরই নিকট হইতে। আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদিগকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাহাকেই ব্যকুলভাবে আহ্বান কর।

৫৪. আবার যখন আল্লাহ তোমাদিগকে দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করেন তখন তোমাদিগের একদল উহাদিগের প্রতিপালকের শরীক করে।

৫৫. আমি উহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা অস্বীকার করিবার জন্য। সুতরাং ভোগ করিয়া লও। অচিরেই জানিতে পারিবে।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। আর তিনি ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য ইবাদত উপযুক্তও নহে তিনি এক অদ্বিতীয় তাহার কোন শরীক নাই। তিনিই যাবতীয় বস্তুর মালিক এবং সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। **وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَكْبَرُ** ইবনে আক্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরিমাহ, মাযমুন ইবনে শিহরান, মুদ্বী, কাতাদাহ (র) এবং অন্যান্য তাকসীরকারগণ বলেন **وَأَكْبَرُ** অর্থ চিরকাল। হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে ইহাও বর্ণিত যে, ইহার অর্থ জরুরী ও অপরিহার্য। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল খালেস অর্থাৎ অসংগন ও যমীনে যাহারা অবস্থান করে তাহাদের মধ্যে কেবল আল্লাহর জন্যই ইবাদত খালেসভাবে করে অন্য কেহ ইবাদতের যোগ্য ও অধিকারী নহে যেমন ইরশাদ হইয়াছে **أَفَغَيْرَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْرِمُ** আল্লাহর ধীন ব্যতীত তাহারা কি অন্য ধীন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে? অসংগনসমূহে ও যমীনে যাহা কিছু বিদ্যমান সবই তাহার আনুগত্য ইচ্ছাকৃত হউক কিংবা অনিচ্ছাকৃত আর তাহার নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। **وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَكْبَرُ** এর উক্ত তাকসীর হযরত ইবনে আক্বাস (রা) ও ইকরিমাহ (র)-এর মতানুসারে করা হইয়াছে। এবং বাক্যটি তখন **جُمْلَةً** (সংবাদমূলক) বাক্য হইবে। হযরত মুজাহিদ (র)-এর তাকসীর অনুসারে আয়াতের অর্থ আমার সহিত অন্য কাউকে শরীক করিতে ভয় কর। এবং ইবাদত কেবল আমার জন্যই খাস কর। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন **اللَّهُ الْغَنِيُّ**

الْحَالِمِ মনে রাখিও ধীন কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য খাস। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন তিনিই একমাত্র লাভ ও ক্ষতির মালিক বান্দা যে নিয়ামত গ্রহণিক ও দুঃখ শান্তি লাভ করে উহা কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ ও ইহসান। **ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ** অতঃপর যখনই কোন দুঃখ কষ্ট তোমাদিগকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাহার নিকটই ফরিগাদ করিতে থাক। কারণ তোমরা জান যে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহই তোমাদের দুঃখ কষ্ট দূর করিতে সক্ষম নহে। অতএব প্রয়োজন বসতঃ তোমরা তাহারই নিকট ফরিগাদ কর তাহারই নিকট প্রার্থনা কর ও কাকুতি মিনতী কর যেমন ওনাজ ইরশাদ হইয়াছে **وَإِنَّمَسَّكُمْ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا يَأْتِيهِمْ إِلَّا يَأْتِيهِمْ** অতঃপর যখন তিনি তোমাদিগকে মুক্তি দান করিয়া কুলে আশ্রয় দান করে তখনই তোমরা বিমুখ হও। আর মানুষ ধড়ই নয়-শোকর।" আল্লাহ তা'আলা এখানে ইরশাদ করিয়াছেন **ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذْ آفَرْتُمْ إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ بِهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ** কোন কোন তাকসীরকারের মতে **لِيَكْفُرُوا** এর লামটি **عَابِدَةً** (পরিপত্তি) বুধাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে কেহ কেহ বলেন **تَدْعُونَ** (করণবাচক) অব্যয় হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে আমি এই অভ্যাসটি এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যেন তাহারা আল্লাহর নিয়ামতকে ঢাকিয়া রাখে এবং উহা অস্বীকার করে। অর্থাৎ নিয়ামত দানকারী ও বিপদ দূরকারী আল্লাহ ব্যতীত আর কে আছে? অতঃপর ধমক দিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন, **فَتَمَرَّحُوا** তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিতে থাক এবং যেমন ইচ্ছা ভোগ করিতে থাক। **فَتَسْوَفُ تَدْعُونَ** অতিস্বর ইহার পরিপত্তি কি তাহা জানিতে পারিবে।

(৫৬) وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتَسْتَلْنَ عَنَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ۝

(৫৭) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَهُ ۗ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ۝

(৫৮) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝

(৫৯) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۗ أَيَسْكَبُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ

يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

(৬০) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ ۗ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ

الْأَعْلَىٰ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৫৬. আমি উহাদিগকে যে বিধিক দান করি উহারা তাহার এক অংশ নির্ধারিত করে তাহাদিগের জন্য যাহাদিগের সম্বন্ধে উহারা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহর তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবেই।

৫৭. উহারা নির্ধারণ করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান তিনি পবিত্র, মহিমাবিত্ত এবং উহাদিগের জন্য তাহাই যাহা উহারা কামনা করে।

৫৮. উহাদিগের কাহাকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাহার মুখমন্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্রিষ্ট হয়।

৫৯. উহাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তাহার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হইতে আত্মপোষন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে উহাকে রাখিয়া দিবে না। মাটিতে পুত্তিয়া দিবে। সাবধান! উহারা যাহা সিদ্ধান্ত করে তাহা কত নিকট।

৬০. যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না উহারা নিকট প্রকৃতির অধিকারী আর আল্লাহ তো মহত্তম প্রকৃতির অধিকারী এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়তসমূহের মাধ্যমে মুশরিকদের অপকর্মের আলোচনা করিয়াছেন। যাহারা তাহাদের অজ্ঞতা হ্র দরুন আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করে ও মূর্তি পূজা করে। আবার আল্লাহ প্রদত্ত বিধিকসমূহ হইতে তাহাদের বাতিল মা'বুদদের জন্য অংশ নির্দিষ্ট করে তাহারা বলেন **مُنَا لِّلَّهِ بِرَفْعِهِمْ** **وَعَذَا لِّشُرَكَآءِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآءِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ** **وَعَذَا لِّشُرَكَآءِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآءِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ** তাহাদের ধারণা অনুসারে ইহা হইল আল্লাহর জন্য এবং ইহা আমাদের শরীকদের জন্য। যাহা তাহাদের শরীকদের জন্য তাহাজে আল্লাহর

নিকট পৌছাবে না এবং যাহা আল্লাহর জন্য উহা তাহাদের শরীকদের নিকট পৌছিয়া থাকে। তাহারা যাহা সাব্যস্ত করে তাহা বড়ই জঘন্য। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর জন্য তাহাদের কল্পিত অংশের মধ্যে তাহাদের বাতিল মা'বুদদেরও অংশ নির্দিষ্ট করে কিন্তু তাহাদের বাতিল মা'বুদদের জন্য কল্পিত অংশে আল্লাহর কোন নাম থাকে না। আল্লাহ তা'আলা কসম করিয়া বলেন, তাহারাই যে মিথ্যা রচনা করিয়াছে উহা বড়ই জঘন্য উহা সম্পর্কে অবশ্যই তাহাদের নিকট কৈফিয়ত ভুলব করা হইবে এবং উহার পূর্ণ শাস্তি প্রদান করা হইবে। এবং উহা হইবে জাহান্নামের আগুন। ইরশাদ করিয়াছেন **تَاللَّهِ** **لَأَنبَأَنَّكُمْ** আল্লাহর কসম তোমরা যে মিথ্যা রচনা করিয়াছ উহা সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অংশর একটি অপকর্মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা ফিরিশ্ভাগকে স্ত্রীলোক সাব্যস্ত করিয়াছে। এবং তাহাদিগকে আল্লাহর কন্যা মনে করিয়া তাহাদিগকেও পূজা করিতে শুরু করিয়াছে। ইহা হইল তাহাদের অতি মারাত্মক ধরনের তিনটি ভুল। প্রথম ভুল হইল, তাহারা আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করিয়াছে অথচ আল্লাহ তা'আলা কোন সন্তানই জন্ম দান করেন না। দ্বিতীয় ভুল হইল পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে তাহাদের ধারণায় বাঁধা নিকট যাহা তাহারা নিজের জন্য পছন্দ করে না আল্লাহর জন্য তাহাই সাব্যস্ত করিয়াছে। অর্থাৎ কন্যা সন্তান এবং তৃতীয় ভুল হইল তাহাদের পূজা করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন **كُلُّمَّ الدَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذْ أَسْمَتْهُ فَبِغِزْبٍ** তোমাদের নিজের জন্য তো পুত্র সন্তান নির্ধারণ কর এবং আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত কর কন্যা সন্তান। ইহা তো ক্ষতিজনক বর্জন। ইরশাদ হইয়াছে **وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَ** তাহারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করে। আল্লাহ তাহাদের এই মিথ্যা অপবাদ হইতে পবিত্র। ইরশাদ হইয়াছে **وَأَن تَكُونَ لَكُم مِّنَ الْأُنثَىٰ** জন্মিয়া রাখ, মিথ্যা রচনার কারণে তাহারা বলে আল্লাহ তা'আলা সন্তান জন্ম দিয়াছে। নিঃসন্দেহে তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী **كَيْفَ كُفِّرُ بَالِكُمْ عَلَىٰ الْبَنَاتِ** আল্লাহ কি পুত্র সন্তান বাদ দিয়া কন্যা সন্তানই নির্বাচন করিয়াছেন, তোমাদের হইল কি? তোমরা কেমন সাব্যস্ত কর? **وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُنَّ** অর্থাৎ তাহারা নিজদের জন্য পুত্র সন্তানকে পছন্দ করে এবং কন্যা সন্তান হইতে **كُفِّرُ** কুঞ্চিত করে এবং তাহাই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই জঘন্য কথা হইতে বহু ভীর্ণ। যখন তাহাদের কাহাকেও কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া তখন তাহাদের মুখমন্ডল চিন্তায় কালো হইয়া যায় **وَكُلُّكُمْ خَطِيئَةٌ** এবং দুশ্চিন্তার কারণে নীরব হইয়া যায়।

يَتَوَارَىٰ مِنْهُ লোক সমাজ হইতে সে পলাইয়া বেড়ায়। তাহারা তাহাকে দেখুক সে ইহা পছন্দ করে না। **أَمْ يَدُسُّهُ** **فِي التُّرَابِ** অর্থাৎ তাহার দুশ্চিন্তার কারণে তাহার কন্যা সন্তানের দুসংবাদ শুনিয়া সে ভাবিতে থাকে যে, তাহাকে সে জীবিত রাখিবে, না মাটিতে গাড়িয়া ফেলিবে? যদি জীবিত থাকে তবে অতি লাঞ্ছিতাধস্থায় রাখিবে তাহাকে মীরাসের কোন অংশ দান করিবে না এবং পুত্র সন্তানকে প্রধান্য দান করিবে। **أَمْ يَدُسُّهُ** **فِي التُّرَابِ** কিংবা তাহাকে মাটিতে গাড়িয়া দিবে। **كُلُّكُمْ** অর্থ জীবিতাধস্থায় মাটির মধ্যে গাড়িয়া দেওয়া। যেমন জাহেলী যুগে এরূপ আচারণ করা হইত। যে কন্যা সন্তানের সহিত কাফিররা

তা'আলা বড়ই ধৈর্যশীল, তিনি ধৈর্যধারণ করেন এবং তাহাদের অন্যান্য অপরাধ ঢাকিয়া রাখেন; এবং একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দান করেন। অর্থাৎ তাহাদিগকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত শাস্তি দেন না। কারণ, যদি তিনি এইরূপ করিতেন তবে পৃথিবীর বুকে কেহই বাচিয়া থাকিত না। মুফিয়ান সাওরী (র) আবু ইসহাক (র) হইতে তিনি আবু আহওয়াস (র) হইতে বর্ণনা করিলে তিনি বলেন, মানুষের ওনাহর কারণে গোবরের পোকাকারও শক্তি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন **وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُوا عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ** আ'মাশ (রা) আবু ইসহাক (র) হইতে, তিনি আবু উবায়দাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আব্দুল্লাহ (রা) বনিয়েছেন, গোবরের পোকাকারও তাহার গর্তে মানুষের ওনাহর কারণে শক্তি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ইবনে জরীর (র) বলেন মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান (র) আবু সানমাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু হুরায়রাহ (রা) এক ব্যক্তিকে বনিত্তে গুলিলেন, যালিম কেবল, তাহার নিজেরই ক্ষতি করে। রাবী বলেন, অতঃপর আমি তাহার প্রতি ভাবাইলে তিনি বলিলেন হাঁ, আল্লাহর কসম যালিমের যুলুমের কারণে হবারা পানীও তাহার বাসায় মৃত্যু বরণ করে।

ইবনে আবু হাতিম (র) হযরত আবু দরদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কিছু আলোচনা করিতেছিলাম, তখন তিনি ইরশাদ করিলেন যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় সমাগত হয় তখন তিনি অবকাশ দান করেন না। অবশ্য সৎ সন্তানের স্বর্গ বয়স বৃদ্ধি পায় যাহা আল্লাহ তা'আলা তাহার কোন বান্দাকে দান করেন। অতঃপর সেই সৎ সন্তানগণ তাহার জন্য দু'আ করে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সেই দু'আ তাহার নিকট কবরে পৌছাইয়া দেন। বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ ইহাই। **وَيَجْعَلُونَ لِقَوْمٍ يُكْرَهُونَ** তাহারা আল্লাহর জন্য সেই বস্তু সাব্যস্ত করে যাহা তাহারা নিজেরাই পছন্দ করে না। অর্থাৎ কন্যাসমূহ সাব্যস্ত করে এবং যাহারা আল্লাহর গোলাম তাহাদিগকেই আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে অথচ, তাহারা নিজেরাই ইহা পছন্দ করে না যে, তাহাদের কোন গোলাম তাহাদের মালে শরীক হউক। **قَوْلُهُ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ إِنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى** "তাহাদের মুখে এই মিথ্যা কথাও বলিয়া থাকে যে, যদি সত্য সত্যই কিয়ামত কায়েম হয় তবে তখনও উত্তম বিনিময় ও শুভ পরিণতি তাহাদের জন্যই নির্ধারিত"। ইহা দ্বারা আল্লাহ তাহাদের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাহাদের দাবী হইল দুনিয়ার ব্যবসায়িক কল্যাণ তো তাহাদের ভাগ্যেই জুটিয়াছে এবং যদি এই কথা মানিয়াও লওয়া হয় যে, কখনো কিয়ামত কায়েম হইবে তবে তখনও ব্যবসায়িক কল্যাণের অধিকারী তাহারা

এইরূপ আচরণ করিত, সেই কন্যা সন্তানই তাহারা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করিত। **وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ طَلًّا وَجَاءَهُ** মনে রাখিবে তাহারা যাহা সিকান্ত করিতেছে উহা বড়ই জঘন্য। অর্থাৎ তাহাদের বক্তব্য, তাহাদের বকন এবং আল্লাহর প্রতি সন্তানের সম্বন্ধ সবই জঘন্য। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে **وَأَمَّا الْكُفْرَاءُ فَلَيْسَ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ** অর্থাৎ পরমদয়ালু আল্লাহর জন্য যে কন্যা সন্তানের সম্বন্ধ করা হয় যদি সেই কন্যা সন্তানের খবর তাহাদের কাহাকেও দেওয়া হয় তবে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়। এবং সে চিন্তায় নীরব হইয়া পড়ে। **قَوْلُهُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مِثْلُ** তাহারা আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখেন না তাহাদের বড়ই জঘন্য অবস্থা হইবে **وَأَمَّا الْكُفْرَاءُ فَلَيْسَ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ** আর আল্লাহর জন্য অতি উত্তম মর্যাদা রাখিয়াছে। **وَأَمَّا الْكُفْرَاءُ فَلَيْسَ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ** তিনি মহাপরাক্রান্ত অতিশয় কৌশলী।

(১১) **وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُوا عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۝ (১২) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ إِنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ۚ لَآ جَزَاءَ لَكُمُ النَّارَ وَأَنْتُمْ مُّفْرَطُونَ ۝**

৬১. আল্লাহ যদি মানুষকে তাহাদিগের সীমা লংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকেন। অতঃপর যখন তাহাদিগের সময় আসে তখন তাহারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করিতে পারিবে না।

৬২. যাহা তাহারা অপছন্দ করে তাহাই তাহারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে। তাহাদিগের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে মংলদ তাহাদিগেরই জন্য। নিশ্চয়ই তাহাদিগের জন্য আছে অগ্নি এবং তাহাদিগকেই সর্বত্র উহাতে নিক্ষেপ করা হইবে।

তাকসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার মাখলুকের প্রতি তাহাদের যুলুম অত্যাচার সম্বন্ধে যে বড় সহনশীল ইহার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদি তিনি তাহাদের যুলুম অত্যাচারের কারণে তাহাদিগকে শাস্তি দান করিতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠে একটি প্রাণীকেও তিনি জীবিত রাখিতেন না। অর্থাৎ মানুষের সাথে সাথে অন্যান্য প্রাণীকেও তিনি ধ্বংস করিয়া দিতেন। কিন্তু আল্লাহ

لَنْ نَذُقْنَا الْأَنْسَانَ مَثَارِحَةً ثُمَّ نَزَعْنَا هَامِيَهُ أَنَّهُ لَيْتُوسُ هইবে। ইরশাদ হইয়াছে كَفُورٌ وَلَنْ نَذُقْنَا نَعْمَاءَهُ بَعْدَ مَسْرَاءِ مَسْنَةِ لَيَقُولُنَّ نَهَبَ الشَّيْطَانُ عَنِّي أَنَّهُ لَفَرَحٌ যদি আমি মানুষকে রহমত দান করিয়া উহা ছিনাইয়া লইয়া যাই তবে সে নিরাশ হইয়া যায় এবং কুফর গ্রহণ করে আর যদি তাহার কষ্টের পর নিয়ামত দান করি তবে সে বলে আমার থেকে সকল দুঃখ-কষ্ট মুছিয়া গিয়াছে তখন। বড়ই উৎফুল্ল ও গর্বিত। অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে وَلَنْ نَذُقْنَا رَحْمَةً مِمَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءِ مَسْنَتِهِ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَنْ رَجَعَةَ إِلَى رَبِّي أَنْ لِي عِنْدَهُ الْحُسْنَى فَلْيُثَبِّتُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنْ نَبْقِيَهُمْ مِنْ عَذَابِ غَالِيَةٍ আর যদি আমি মানুষকে কষ্ট স্পর্শ করিবার পর আমার পক্ষ হইতে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই তবে সে বলে ইহা তো আমার প্রাপ্য। আর কিয়ামত কায়ম হইবে বলিয়া আমি নিশ্চাসই করি না। তবে যদি আমাকে পুনরায় জীবিত করিয়া আমার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করাও হয় তবে তাহার নিকট আমার জন্যই উত্তম বিনিময় রহিয়াছে। আমি কাফিরদিগকে অবশ্যই তাহাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত করিব। এবং কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব। অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرْنَا بِآيَاتِنَا وَقَالَ إِنِّي مُتَّبِعٌ أَتَيْنَا بِالنَّارِ وَاللَّيْلِ مَا يَوْمِئِذٍ وَلَنْ نَذُقْنَا نَعْمَاءَهُ بَعْدَ مَسْرَاءِ مَسْنَتِهِ لَيَقُولُنَّ نَهَبَ الشَّيْطَانُ عَنِّي أَنَّهُ لَفَرَحٌ যদি আমি মানুষকে রহমত দান করিয়া উহা ছিনাইয়া লইয়া যাই তবে সে নিরাশ হইয়া যায় এবং কুফর গ্রহণ করে আর যদি তাহার কষ্টের পর নিয়ামত দান করি তবে সে বলে আমার থেকে সকল দুঃখ-কষ্ট মুছিয়া গিয়াছে তখন। বড়ই উৎফুল্ল ও গর্বিত। অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে وَلَنْ نَذُقْنَا رَحْمَةً مِمَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءِ مَسْنَتِهِ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَنْ رَجَعَةَ إِلَى رَبِّي أَنْ لِي عِنْدَهُ الْحُسْنَى فَلْيُثَبِّتُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنْ نَبْقِيَهُمْ مِنْ عَذَابِ غَالِيَةٍ আর যদি আমি মানুষকে কষ্ট স্পর্শ করিবার পর আমার পক্ষ হইতে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই তবে সে বলে ইহা তো আমার প্রাপ্য। আর কিয়ামত কায়ম হইবে বলিয়া আমি নিশ্চাসই করি না। তবে যদি আমাকে পুনরায় জীবিত করিয়া আমার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করাও হয় তবে তাহার নিকট আমার জন্যই উত্তম বিনিময় রহিয়াছে। আমি কাফিরদিগকে অবশ্যই তাহাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত করিব। এবং কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব। অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرْنَا بِآيَاتِنَا وَقَالَ إِنِّي مُتَّبِعٌ أَتَيْنَا بِالنَّارِ وَاللَّيْلِ مَا يَوْمِئِذٍ وَلَنْ نَذُقْنَا نَعْمَاءَهُ بَعْدَ مَسْرَاءِ مَسْنَتِهِ لَيَقُولُنَّ نَهَبَ الشَّيْطَانُ عَنِّي أَنَّهُ لَفَرَحٌ যদি আমি মানুষকে রহমত দান করিয়া উহা ছিনাইয়া লইয়া যাই তবে সে নিরাশ হইয়া যায় এবং কুফর গ্রহণ করে আর যদি তাহার কষ্টের পর নিয়ামত দান করি তবে সে বলে আমার থেকে সকল দুঃখ-কষ্ট মুছিয়া গিয়াছে তখন। বড়ই উৎফুল্ল ও গর্বিত। অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে وَلَنْ نَذُقْنَا رَحْمَةً مِمَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءِ مَسْنَتِهِ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَنْ رَجَعَةَ إِلَى رَبِّي أَنْ لِي عِنْدَهُ الْحُسْنَى فَلْيُثَبِّتُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنْ نَبْقِيَهُمْ مِنْ عَذَابِ غَالِيَةٍ

আমাকে পুনরায় জীবিত করাই হইবে। সূরা কাহাফে দুই বন্ধুর একজনের আলোচনা প্রসঙ্গে ইরশাদ হইয়াছে :
 وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ فِيهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَنْ رُدُّكَ إِلَى رَبِّي لِأَجْدُنَّ أَخْرَجَنَا مِنْهَا مُنْقَلِبًا তাহার বাগানে প্রবেশকালে তাহার বন্ধুকে বলিল আমি তো ধারণা করি না যে ইহা কখনো ধ্বংস হইবে আর ইহাও ধারণা করি না যে কিয়ামত কখনো কায়ম হইবে। তবে যদি আমাকে আমার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করাও হয় তবে অবশ্যই ইহা হইতে উত্তম বস্তু আমাকে দান করা হইবে (সূরা কাহাফ-৩৫-৩৬)। উল্লেখিত আয়াতসমূহে যাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা অসৎ কাজ করিয়া এই বাতিল ধারণা করিয়াছে যে এই অন্যায় ও অসৎ কাজের উত্তম বিনিময় তাহাদিগকে দান করা হইবে। অথচ ইহা একটি অসম্ভব ব্যাপার যেমন, ইবনে ইসহাক (র) বর্ণনা করেন, একবার বায়তুন্নবী শরীফকে নতুন করিয়া নির্মাণ করিবার মত্শে যখন ভাংগিয়া দেওয়া হইল তখন উহার একটি পাথরের গায়ে ইহা লিখিত পাওয়া গেল, তোমরা কাজতো করিতেছ অন্যায় কিন্তু উত্তম বিনিময়ের আশা করিতেছ। ইহার উদাহরণ তো ঠিক তদ্রূপ যেমন কাঁটা লাগাইয়া আঙ্গুরের আশা রাখা।

এর হযরত মুজাহিদ ও কাতাদাহ হইয়াছে। এরা দুইজনই উত্তম বিনিময় রহিয়াছে। আমরা উপরেও এই তাকসীর বর্ণনা করিয়াছি এবং ইহাই সঠিক। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই বাতিল আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিবাদে বলেন لَأَجْرَمُ أَنْ لَكُمْ النَّارُ وَأَنْتُمْ مُفْرَطُونَ অবশ্যই তাহাদেরই জন্য কিয়ামত দিবসে দেয়খ রহিয়াছে এবং তাহারাও সকলের পূর্বে দোযখে প্রবেশ করিবে। মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও কাতাদাহ (র) বলেন ও অন্যান্য তাকসীরকারগণ বলেন দোযখের মধ্যে তাহাদিগকে ভুলিয়া যাওয়া হইবে এবং সেখানে তাহারা ধ্বংস হইতে থাকিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে فَالْيَوْمَ نُنَسِّفُهُمْ نَسْفًا ثُمَّ نَسْفًا أَجْمَعًا আজ আমি তাহাদিগকে ঠিক তদ্রূপ ভুলিয়া যাইব যেমন তাহারা এই দিনের সাফাৎ করাকে ভুলিয়া গিয়াছিল। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন فَالْيَوْمَ نُنَسِّفُهُمْ نَسْفًا أَجْمَعًا এর অর্থ হইল দোযখের দিকে সর্ব প্রথম তাহাদিগকে নইয়া মাওয়া হইবে। উপরের উভয় তাকসীরে কোন বিরোধ নাই। তাহাদিগকে কিয়ামত দিবসে প্রথমেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে আর তখন তাহাদিগকে ভুলিয়া যাওয়া হইবে।

(৬৩) تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ فَهُوَ وَرِثَتُهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 (৬৪) وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
 (৬৫) وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

৬৩. শপথ আল্লাহর আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট স্বাসূল প্রেরণ করিয়াছি। কিন্তু শয়তান এ সব জাতির কার্যকলাপ উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল সুতরাং সেই আজ উহাদিগের অতিভাবক এবং উহাদিগেরই অন্যায় কর্মের শাস্তি।

৬৪. আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য এবং মু'মিনদিগের জন্য পথ নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ।

৬৫. আল্লাহ আশ্রয় হইতে খাদি মর্ষণ করেন এবং উম্মারা তিনি ফসিকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে যে মরণোত্তর কণ শোনে তাহাদিগের জন্য।

তাকনীয়ে : উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ ইরশাদ করেন যে তিনি পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের নিকটও রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিল। অতঃপর আপনার সেই সমস্ত তাহদের মধ্যে আপনার জন্য আদর্শ রহিয়াছে। আপনার কণ যে আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে এইজন্য আপনি মনঃস্থ হইকেন না। সেই সকল মুশরিকরা রাসূলগণকে অধীকার করিয়াছিল তাহার কারণ ছিল এই যে, শয়তান তাহাদের অপকর্মসমূহকে তাহাদের দৃষ্টিতে সুন্দর ও সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। فَهَوَىٰ وَّلِيَّهُمُ الْيَمِّمُ অর্থাৎ সেই সকল মুশরিকরা ভেে শান্তি ভোগে করিতেছে অথচ, তাহাদের কণু ফিত্তু সেই শয়তান যে তাহাদিগকে শক্তি হইতে বঞ্চিত হইতে সক্ষম নহে। তাহদের কোন সাহায্য করিতেও সে বর্ণা; তাহারা দ্বিদিন যন্ত্রণাশায়ক শক্তি ভোগ করিতেই থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রিয় নবী (না) কে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনার প্রতি কুরআন মজীদ অবতীর্ণ করা হইয়াছে কেবল এই উদ্দেশ্যে যে, বেই বিময়ো মানুষ পরস্পর বিরোধ করিতেছে আপনি এই মহাজ্ঞান স্বাধা তাহাদের বিরোধ মিমাংসা করিবেন এবং মহা সত্যকে তাহাদের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবেন। এই কুরআন-ই হইল তাহাদের বাবতীর বিরোধের মিমাংসা। وَمَدَىٰ আর এই কুরআন মানুষের অন্তরসমূহের জন্য হেদয়াত দানকারী وَرَحْمَةً এবং সূচভাবে ইহাকে ধারণ করিবে তাহাদের জন্য রহমত। لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ অর্থাৎ কুরআন মজীদ মানুষের মৃত অন্তরকে চিত্ত প্রেমনিভাবে সজীব করিয়া দেয়, যেমন আদমান হইতে বর্ষিত পানি ঘারা মৃত বর্মান সজীব হইয়া যায়। إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يُسْمِعُونَ অর্থাৎ বাহা আল্লাহ বাণীকে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে এবং উহার সর্ম উপলব্ধি করে তাহাদের জন্য ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে।

(১৭) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن

بَيْنِ قَرْنٍ وَ دَمٍ لَّيِّنًا خَائِصًا سَائِغًا لِّشَرِبِينَ ۝

(১৮) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ

رُزُقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

৬৬. অবশ্যই আন'আমের মধ্যে ভোমাদিগের জন্য শিক্ষার আছে; উহাদিগের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্যে হইতে ভোমাদিগকে পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ যাহা পানকারীদিগের জন্য সুস্বাদু।

৬৭. এবং খজুর বৃক্ষের ফল ও আশুর হইতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাক, ইহাতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্পদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

তাকনীয়ে : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে মানব জাতি! إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ নিচয়ই তোমাদের জন্য চুত্পদ প্রাণীর মধ্যে— যেমন গরু উট ছাগল ইত্যাদির মধ্যে নিচয়ই বড় উপদেশ রহিয়াছে। যে মহান সত্তা এই সকল চুত্পদ প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার শক্তি তাহার অনুগ্রহ ও দয়া বুঝিবার জন্য ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে। نُسْقِيكُمْ তাহার শক্তি তাহার অনুগ্রহ ও দয়া বুঝিবার জন্য ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে। حَيَوَانٌ কে ANْعَامٌ এর সর্বনামটি হয় نَعْمًا এর অর্থের দিকে ফিরিয়াছে এই কারণে একবচন সর্বনাম ব্যবহার করা হইয়াছে কিংবা ANْعَامٌ কে حَيَوَانٌ এর অর্থে বুঝাইয়া উহার প্রতি সর্বনাম ফিরান হইয়াছে। তখন ইহারত এইরূপ হইবে ANْعَامٌ অবশ্য এক আয়াতে এইরূপও আছে عَمَّا نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِمَّا الْحَيَوَانُ উভয় প্রকার ব্যবহার আরবী ব্যাকরণ দার্শনিক বিশুদ্ধ। যেমন ইরশাদ وَمَا هِيَ إِلَّا أَنْهَا تَذَكُّرَةٌ وَمِمَّنْ شَاءَ ذِكْرُهُ উক্ত আয়াতে প্রথম সর্বনামটি أَنهَا এর এক বচন স্ত্রীলিঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ذِكْرُهُ এর সর্বনামটি এক বচন পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ উভয় সর্বনাম একই নসুর দিকে ফিরিয়াছে। অনুরূপভাবে فَمَا جَاءَ الْمُرْسَلُونَ فَمَا جَاءَ এর মর্থো সর্বনামটি পুংলিঙ্গ ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ فَمَا শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ এবং جَاءَ এর মর্থো সর্বনামটি পুংলিঙ্গ ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ فَمَا শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ এবং جَاءَ এর মর্থো সর্বনামটি পুংলিঙ্গ ব্যবহৃত হইয়াছে।

অর্থাৎ মল ও রক্ত হইতে বিশুদ্ধ দুগ্ধ তোমাদের পান করিবার জন্য বাহির করেন; অর্থাৎ চুত্পদ প্রাণীর উদরে যে রক্ত ও মল থাকে উহা হইতে আল্লাহ তা'আলা সদা সুস্বাদু ও সুমিষ্ট দুগ্ধ পৃথক করিয়া শুনে পৌছাইয়া দেন। রক্ত রগসমূহের মধ্যে প্রবেশ করে পেশাব মুত্র নালিতে এবং মল উহার আপন স্থানে পৌছিয়া যায়। অথচ ইহার কোনটি অপরাটের সহিত মিশ্রিত হয় না এবং উহার একটি অপরাটিকে পরিবর্তন করে না لِلشَّارِبِينَ অর্থাৎ কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলা এমন বিশুদ্ধ দুগ্ধ তোমাদের জন্য বাহির করেন যাহা চাবাইবার প্রয়োজন হয় না বরং মুখের মধ্যে প্রবেশ করিবার সাথে সাথেই হালকের নীচে চলিয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা দুগ্ধের আলোচনার পরপরই মদের আলোচনা করিয়াছেন যাহা খেজুর ও আশুর হইতে প্রস্তুত করা হয়। দুগ্ধ পান করিবার মত ইহা পান করিতেও কোন কষ্ট হয় না। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, এই আয়াত মদ হারাম হইবার পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা এখানে ইহাকে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ

কিছু কিছু খেজুর ও আঙ্গুর হইতে তোমরা নিশাবুজ কল্প প্রকৃত হও। আয়াতটি দ্বারা যেমন এই কথা বর্ণনা যায় যে মস হারামকারী আয়াত নাফিল হইবার পূর্বে উহা হালাল ছিল। অনুরূপ ভাবে উহাও বৃক্ষ যথা যে আঙ্গুর ও খেজুর দ্বারা প্রকৃত নিশাবুজ কল্প উভয়টিই সমান। ইহার মাফেক, শাফেরী, আহমদ (র) এবং অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতই হইবে। অনুরূপভাবে মস, চাউন, মধু ও মধু দ্বারা প্রকৃত সকল প্রকার নিশাবুজ পানীয় এর একই হুকুম। যেমন হাদীসে ইহার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) **رَزَقْنَا حَسَنًا** আফসীর প্রসঙ্গে বলেন, **سَكْرًا** বলা হয় আঙ্গুর ও খেজুর হইতে বাহা হারাম করা হইয়াছে উধাকে আর **حَسَنًا** দ্বারা উভয় প্রকার ফল হইতে বাহা হালাল তাহাই বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ খেজুর কিসমিসি সিনেপ নদীয় ইত্যাদি। হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত। **أَنْ فِي ذَلِكَ لَأَمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقَلُونَ**। অবশ্যই ইহাও মধু জলীদের জন্য বড়ই নিদর্শন রহিয়াছে। এখানে আফসীর অর্থাৎ জ্ঞানের উল্লেখ করা অধিক সংগত হইয়াছে। কারণ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাশীল বস্তু হইবে। আর মানুষের এই বিশেষ বহুতির হিফাযতের জন্য নিশাবুজ পানীয় হারাম করা হইয়াছে। আল্লাহ এ'আলা ইরশাদ করেন

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرَانًا فِيهَا مِنْ الْعِنَابِ لِيَسْكَرُوا مِنْ ثَمَرِهِمَا مَا إِذَا عَمِلُوا فِيهَا يَشْكُرُونَ - سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا فَمَا تَنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يُعْمَلُونَ

অর্থাৎ যমীনে আমি খেজুর ও আঙ্গুরের বগানসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাতে আমি প্রদেবনসমূহ প্রবাহিত করিয়াছি। যেস প্রাচীনা উহার ফল বাইতে পারে। আর উহা তাহাদের নিজেদের হাতের তৈয়ারী করে। ইহা পরও কি তাহারা কৃৎজতা প্রকাশ করিলে না। সেই পাত্র পবিত্র, যিনি যমীনের উৎপন্ন দ্রব্যে খেদ তাহাদের সজায় এবং আরো অনেক স্পষ্ট বস্তুতে যাহা তাহারা জানে না সর্বপ্রকার রকমারী সৃষ্টি করিয়াছেন (মুরা ইমসিন-৩১-৩৬)।

(৬৮) **وَ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا**

وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝

(৬৯) **ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ**

مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

৬৮. তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছেন পুং নির্মাণ কর পাহাড়ে বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাহাতে।

৬৯. ইহার পর প্রত্যেক ফল হইতে কিছু কিছু আহার কর। অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর। উহার উদর হইতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয় বাহাতে মানুষের জন্য রহিয়াছে আরোগ্য। অবশ্যই ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন চিত্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

তাকসীর : অত্র আয়াতে **الْوَحْيُ** দ্বারা ইনহাম অর্থাৎ অন্তরে জন্মাইয়া দেওয়া বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ মৌমাছির অন্তরে পাহাড়ে, গাছে এবং অট্টালিকাসমূহে তাহাদের আশ্রয়ের জন্য মৌচাক নির্মাণের কথা পয়দা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দুর্বল পোকের ঘরগুলি দেখিলে বুঝা যায় উহা কত মন্ববৃত কত সুন্দর এবং নিপুণতা উহাতে বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা এই মৌমাছিকে এই হেনায়তে দান করিয়াছেন যে সে প্রত্যেক ফলের ফল হইতে মধু আহরণ করিবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য যে সহজ পথ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন সে পথে চলিবে। অর্থাৎ এই মহাশূন্য, প্রশস্ত মরদান ও জংগলসমূহ উপত্যক ও সুউচ্চ পাহাড়সমূহের যেথায় ইচ্ছা তথায় উড়িয়া চলিবে এবং যতই দূর হইতে দূরাণ্ডে পৌছিবে পুনরায় অতি সহজেই সে তাহার ঘরে পৌছিয়া যাইতে পারিবে সে তাহার ঘরে পৌছিতে একটুও অসুবিধার সম্মুখীন হয় না। জানে বাসে কোন দিকে তাহার কোন ভ্রম হয় না বরং সোজা তাহার ঘরে পৌছিয়া তাহার তিস বাচ্চা ও মধুর কাছে স্থান গ্রহণ করে। সে তাহার ডানার সহায়্যে মোস ভৈয়ার করে মুখের সাহায্যে মধু বাহির করে এবং পিছন দিক হইতে ডিম ও বাচ্চা মূন করে। অতঃপর পুনরায় প্রাতে সে তাহার চরণভূমিতে পৌছিয়া যায়। কতদাহ ও আবেদুর রহমান ইবন যায়দ (র) বলেন **فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا** এর অর্থ হইল তোমার প্রতিপালকের পথসমূহে অনুগত হইয়া চল। **ذُلُلًا** শব্দটি **سَالَكَةٌ** হইতে সংঘটিত হইয়াছে। যায়দ ইবনে আসলাম (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি **وَمِمَّا رَكَوَتْهُمْ وَمِنْهَا** এর অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি বলেন তোমরা ইহা কি প্রত্যক্ষকর যে মানুষ এই মৌমাছিকে উহার মৌচাকসহ ও এক শহর হইতে অন্য শহরে বহন করিয়া লইয়া আসে। কিন্তু প্রথম বাক্য অধিক স্পষ্ট। অর্থাৎ **ذُلُلًا** শব্দটি **سُبُلٌ** হইতে হাল সংঘটিত হইয়াছে। অর্থাৎ হে মৌমাছি তুমি তোমার প্রতিপালকের পথসমূহে এমনাবস্থায় চলিতে থাক যে উহা তোমার জন্য সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হযরত মুজাহিদ (র) এই তাকসীর বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন উভয় তাকসীরই বিতন্দ্ৰ। আবু ইয়লা মুসলী (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, বাসুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মাছির বয়স চল্লিশ দিন। আর মৌমাছি ব্যতিত সকল মাছি-ই দোষে খাইবে। **قَوْلُهُ يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ**

شفاً للناس অর্থাৎ মৌমাছির পেট হইতে কোন বংশের মধু বাহির হইয়া যায়, এবং, মধু ইত্যাদি। বংশের এই বক্রাকৃতির কারণ হইল, তাহার অর্ধ বংশের চিকিৎসা।
 وَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ অর্থাৎ মধুর মধ্যে মানুষের জন্য তাহাদের রোগের চিকিৎসা হইয়াছে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিতেন তবে ইহা সর্বত্রকার রোগের চিকিৎসা হইত। কিন্তু شِفَاءٌ لِلنَّاسِ বক্রাকৃতির অর্থের সকল মানুষের জন্য ইহা ঐকান্তিক রোগের চিকিৎসা। কারণ মধু গরম। এবং চিকিৎসা রোগের বিপরীত বস্তু দ্বারা হইয়া থাকে।

মুজাহিদ ও ইবনে জরীর (র) فِي شِفَاءِ النَّاسِ এর আকসীর প্রসংগে বলেন 'ইহা পরিষ্কৃত কুরআন সম্পর্কে বলা হইয়াছে'। কিন্তু তাহাদের এই বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে ঠিক হইলেও এখন ইহা সংশ্লিষ্টপূর্ণ নহে। কারণ আয়তের মধ্যে কুরআনের আলোচনা নহে, মধুর আলোচনা করা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অন্যান্য তাফসীরকারগণ ইহা شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ এরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অত্র আয়াতে যে মধু বৃক্ষ হইয়াছে ইহার দলীল হিসাবে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের দেওয়া হইতে দেখা যায়। তাহার উত্তম ইব্রাহীম (র) হইতে তিনি আবুল মুজাওয়াক্কিল আলী ইবনে দাউদ নাজী (র) হইতে তিনি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একদা একবার, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল আমার ভাই পাতলা পায়খানা করিতেছে, তিনি বলিলেন, উহাকে মধু পান কর। একটা কিরীয়া গিয়া তাহাকে মধু পান করাইল, কিন্তু উহাতে কোন ফায়দা হইল না দেখিয়া সে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল আমি তাহাকে মধু পান করাইয়াছি কিন্তু উহাতে পক্ষবশ আরো বেশী হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন তাহাকে মধু পান কর। অতঃপর সে গিয়া তাহার তাহাকে মধু পান করাইল কিন্তু এবারও কোন ফায়দা হইল না দেখিয়া সে পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রহুল! এবার তাহার আরো বেশী পায়খানা হইয়াছে তখন তিনি বলিলেন অজ্জাহর বাণী সত্য কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট সিথ্যা। যাও এবং পুনরায় তাহাকে মধু পান কর। এবার সে গিয়া তাহাকে মধু পান করাইলে সে সুস্থ হইল। কোন কোন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ বলেন, লোকটির পেটে অনেক বেশী মল ছিল, যখন তাহাকে মধু পান করান হইল তখন ক্ষেত্র মধু গরম বস্তু এই কারণে তাহা অধিক নরম হইয়া অধিকবন মল বাহির হইতে লাগিল, লোক ইহাতে মনে করিয়া বসিল যে, ইহা তাহার ভাইয়ের ক্ষতি করিতেছে অথচ বাস্তবে ইহা তাহার পক্ষে ছিল উপকারী। পুনরায় তাহাকে মধু পান করান হইলে তাহার পেটের মল আরো

খুলিয়া গেল এবং সে আরো বেশী মল ত্যাগ করিতে লাগিল আবার পান করান হইলে আবার তাহার মল খুলিয়া পেট হইতে বাহির হইয়া গেলে তাহার পেট ঠিক হইয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বরকতে সে রোগ মুক্ত হইয়া গেল। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হিশাম ইবনে উরওয়াহ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি তাহার পিতা হইতে তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মধু ও হালুয়া পছন্দ করিতেন। সহীহ বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী সালিম আফতাস (র) হইতে তিনি সাঈদ ইবনে জুহাইর (র) হইতে তিনি ইবনে আক্বাল (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, তিনটি বস্তুর মধ্যে আরোগ্য রহিয়াছে, সিংগা লাগানে, মধু পানে ও আঙুন দ্বারা দাগ দেওয়ায় কিন্তু আমি আমার উম্মতকে আঙুন দ্বারা দাগ দিতে নিষেধ করি। ইমাম বুখারী (র) বলেন আবু নুআইম (র) জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলিতে গিয়াছি তোমাদের কোন উম্মেদে যদি কোন রূপে নিহিত থাকে তবে তাহা সিংগা লাগানে, মধু পানে ও আঙুন দ্বারা দাগ দেওয়ার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে কিন্তু আমি আঙুন দ্বারা দাগ দেওয়া পছন্দ করি না। হাদীসটি ইমাম মুসলিম আসেম ইবনে উমর ইবনে কাতাদাহ হইতে তিনি হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন আনী ইবন ইসহাক (র) উক্বাহ ইবনে আহের জুহানী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেন যদি কোন বস্তুতে আরোগ্য থাকে তবে উহা তিনটি বস্তু। সিংগা লাগান মধুপান এবং আঙুন দ্বারা দাগ দেওয়া বাহাতে কষ্ট হয়। কিন্তু আমি দাগ দেওয়া পছন্দ করি না। উহা আমি ভাল মনে করি না। তারবানী (র) আব্দুল্লাহ ইবনে আলী (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার ভাষা হইল, যদি কোন বস্তুতে আরোগ্য থাকে তবে তাহা হইল সিংগা লাগান। সনদটি বিতর্ক ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ (র) কযত্বীনা (র) তাহার সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেন, আলী ইবনে সানা'মাহ তাগালভী (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের উপর দুইটি বস্তু দ্বারা চিকিৎসা লাভ করা কর্তব্য আর উহা হইল মধু ও কুরআন মজীদ। সনদটি উত্তম কিন্তু কেবল ইবনে মাজাহ-ই এই সনদ দ্বারা হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) সুফিয়ান ইবনে অকী (র) হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে তিনি সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে হাদীসটি মওকুফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আমীকুল মু'মিনীন হযরত আলী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেহ আরোগ্য লাভ করিতে চায় তখন সে যেন কুরআন মজীদে কোন এক আয়াত

কাগজে লিখিয়া কৃষ্ণির পানি দ্বারা উহা ধুইয়া নয় এবং স্বীয় স্ত্রী হইতে তাহার সন্তুষ্টিচিহ্নে কিছু পয়সা লইয়া উহা দ্বারা মধু ত্রয় করে এবং ঐ পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করে ইহা দ্বারা যে কোন রোগের আরোগ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন

وَتَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاءً مَبْرُورًا وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَّبَارَكًا فَأَنْ طَبَّخْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ فَهِيَئِذًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ إِذَا جَاءَ السَّمَاءُ كَوَافِرًا

আমি আপমান হইতে বরকতময় পানি অবতীর্ণ করিয়াছি। আরো ইরশাদ হইয়াছে

فَإِنْ طَبَّخْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ فَهِيَئِذًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ

যদি তাহারা (তোমাদের স্ত্রীগণ) সন্তুষ্টিচিহ্নে কিছু দান করে তবে তোমরা উহা মহানন্দে খাও। মধু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন

فَبِشْرَاءِ النَّاسِ

ইহাতে মানুষের জন্য আধোগ্য রহিয়াছে। ইমাম ইবনে মাজাহ (র) ইহাও বলেন মহম্মদ ইবনে যিন্দাশ (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন সকালে মধু চাটিয়া খুইবে সে কোন বড় রোগের নশুখীন হইবে না। তবে যুবাইর ইবনে সারীদ (র) রাবী পরিভ্যক্ত। ইমাম ইবনে মাজাহ (র) অপর এক সূত্রে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে ছাব্ব ফরযাবী আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আমার ইবনে বকর ইবনে দুকসুকী আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন ইবরাহীম ইবনে আবু আব্বলাহ আবু উবাই ইবনে উম্মে হারাম হইতে বর্ণিত এবং তিনি উভয় কিবলায় দিকে সালাত পড়িয়াছেন তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি তোমাদের প্রতি হান্না (সানাপাতা) ও ছানুত (যী এর মশকের মধু) ব্যবহার করা কর্তব্য উহার ব্যবহারে মৃত্যু ভিন্ন এতোক রোগের চিকিৎসা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে السَّمُّ শব্দের অর্থ কি জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন السَّمُّ অর্থ মৃত্যু। ছানুত বলা হয় ঘীর মশকে যে মধু রাখা হয়। কবির কবিতায় السَّمُّ শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে:

فَمُ السَّمُّ بِالسَّمَوَاتِ لَا لَيْسَ فِيهِمْ + وَمَنْ يَمْتَعُونَ الْجَارَ أَنْ يَغْرَدًا

কবির উক্ত কবিতায় السَّمُّ শব্দের অর্থ মধু

أَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থাৎ মৌমাছির ম্যায় এই দুর্বল পোকের অন্তরে এই কথা জন্মাইয়া দেওয়া যে, সে স্বাধীনভাবে উড়িয়া উড়িয়া দূর দূরান্ত হইতে বিভিন্ন ফুলের মধু আহরণ করিয়া তোমাদের জন্য সংগ্রহ করিবে ও মোম তৈয়ার করিবে। ইহা চিন্তাশীল লোকদের জন্য আমার মহান সৃষ্টিকর্তা, মহাকৌশলী, মহাজ্ঞানী ও চরম পরম অনুগ্রহশীল প্রমাণ করিবার জন্য বড়ই নিদর্শন।

(৭০) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ لَئِيْلًا لِّئَلَّا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

৭০. আল্লাহ-ই তোমাদিগেকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগের মৃত্যু ঘটাইবেন এবং তোমাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও উপনীত করা হইবে নিকৃষ্টতম বয়সে, ফল যাহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহারা সজ্ঞান থাকিবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদের মধ্যে যে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকেন উপরোক্ত আয়াতে উহারই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর তাহাকে মৃত্যু দান করেন। কোন কোন মানুষকে দীর্ঘায়ু দান করেন এবং সে বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে-ইরশাদ হইয়াছে

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِهِمْ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً

আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদিগকে দুর্বল সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিশালী করিয়াছেন। এই শক্তির পর আবার সে দুর্বল হইয়া পড়ে। হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পঁচাত্তর বৎসর বয়সই হইল জীবনের এমন একটি স্তর যখন মানুষ অত্যধিক দুর্বল হইয়া পড়ে। মরণশক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং জ্ঞানও হ্রাস পায়। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন

لَئِيْلًا لِّئَلَّا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِهِ شَيْئًا

অর্থাৎ কোন বস্তুর জ্ঞান দ্বাভের পরই তাহার অবস্থা এমন হইয়া পড়ে যেন সে কোন কিছুই জ্ঞান লাভ করে নাই। ইমাম বুখারী (র) এই আয়াতের তাকসীর কালে বলেন, মুসা ইবন ইসমাইল (র) হযরত আনাস ইবন মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ (সা) এই দু'আ করিতেন

হে আল্লাহ! কৃপণতা হইতে, অলসতা হইতে, বার্ধক্য হইতে, এবং অকর্মণ্য বয়স হইতে কবর আঘাব হইতে, দাজ্জালের ফিৎনা হইতে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিৎনা হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। যুবাইর ইবনে আবু সালমা তাহার প্রসিদ্ধ মুআরাকার নিম্ন কবিতায়-

سَمِعْتُ نَكَالِيْفَ الْحَيَاةِ وَمِنْ يَعْشَى + نَمَانِيْنَ عَامًا لَا أَبَالِكَ يَسْبِيَامِ
رَأَيْتُ الْمَتَابَا حَبِطَ مَقْمَرًا مِنْ تَمِبٍ + لَمْتَمِمْ وَخَطِيْمِي يَمْتَرُ فَيَهْرَمِ

অকর্মণ্য বয়সের দুঃখ কষ্টের আলোচনা করিয়াছেন এবং এই বয়সকে তিনি দুঃখ কষ্ট ও দুচ্ছিত্তার ভাড়ার বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

(৭১) وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا
بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ
أَفْبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝

৭১. আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদিগের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব
নিয়েছেন। যাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহাদিগের অধীনস্থ
দাস-দাসীদিগকে নিজদিগের জীবনোপকরণ হইতে এমন কিছু দেয় না যাহাতে
উহারা এ বিষয়ে তাহাদিগের সমান হইয়া যায়। তবে কি উহারা আল্লাহর অনুগ্রহ
অস্বীকার করে।

তাকসীর : আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতে মুশরিকদের কুফর ও মূর্খতার উল্লেখ
করিয়াছেন, তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহর সহিত ইবাদতে শরীক করে তাহাদের সম্পর্কে
তাহারা ইহাও স্বীকার করে যে ঐ সকল শরীকরা আল্লাহরই দাস। ভালবীয়াহ পড়িবার
কালে ইহারই স্বীকারোক্তি করে। তাহারা বলে **لَا شُرَكَاءَ لَنَا** "হে আল্লাহ আমি আপনার দরবারে উপস্থিত। আপনার কোন শরীক
নাই। আছে কেবল এমন শরীক যাহার মালিকও আপনি-ই আর সে যে সকল
ধন-সম্পদের অধিকারী উহার মালিকও আপনি"। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের
প্রতিবাদ করিয়া বলেন, তোমরাই ইহা পছন্দ কর না যে তোমাদের দাসদাসীরা
তোমাদের ধন-সম্পদে সমানভাবে শরীক হউক অতএব তোমরাই বল, যাহারা আল্লাহর
গোলাম ও দাস তাহারা ইবাদত ও ভক্তি শ্রদ্ধায় আল্লাহর সহিত শরীক হউক আল্লাহ
ইহা পছন্দ করিবেন কি রূপে? ইরশাদ হইয়াছে

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ فَمَلَّ لَكُمْ مِثْلَهُمْ مِمَّا آتَاكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيهَا
يَقُولُونَ فَأَنزَلْنَا فِيهَا سَوَاءً لِّكُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْ أَنفُسِكُمْ

আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাকসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা
করেন এই মুশরিকরা তাহাদের দাসদিগকে স্বীয় ধন-সম্পদ ও স্ত্রীদের মধ্যে যখন শরীক
করিতে রাঙ্কি নহে তবে আমারা ই দাসদিগকে আমারা ই সাম্রাজ্যে কিভাবে তাহারা শরীক
করে; আল্লাহর তা'আলা এই মর্মেটাই **أَفْبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ** দ্বারা বুকাইয়াছেন।
আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অপর এক রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন,
যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ কর না উহা আমার জন্য পছন্দ কর কিভাবে?
যুজয়হিন (র) বলেন, ইহা হইল বাতিল উপাস্যদের উদাহরণ। কাতাদাহ (র) বলেন,
আল্লাহ তা'আলা উদাহরণে বলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যে তাহার

আল্লাহ তাহাকে তাহার স্ত্রী ও তাহার বিছানায় শরীক করে নিশ্চয় নহে। অতএব তোমরা
আল্লাহর দাসদিগকে আল্লাহর সহিত কি করিয়া শরীক কর? যদি তোমরা নিজেদের
জন্য ইহা পছন্দ না করে তবে আল্লাহ তোমাদের তুলনায় ইহার জন্য অধিক শ্রেয়। **قَوْلُ**
أَفْبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা-ই যাবতীয় কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য ও
স্বীয়স্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু মুশরিকরা উহার একাংশ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে
এবং একাংশ সাব্যস্ত কর তাহাদের অন্য মা'বুদের জন্য। এইভাবে তাহারা আল্লাহর
উপায় নিয়ামতকে অস্বীকার করে ও আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করে। হযরত
আবু হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত একবার হযরত উমর (রা) হযরত আবু মুসা আশ'আরী
(রা) এর নিকট পত্র লিখিলেন "আল্লাহ তোমাকে দুনিয়ায় যে রিযিক দান করিয়াছেন
তাছাড়াই তুমি সন্তুষ্ট থাক। আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কতক বান্দাকে তাহর
কতক বান্দার উপরে রিযিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। যাহাকে তিনি অধিক
সম্পদশালী করিয়াছেন সে তাহার শোকর করে কিনা তাহার উপর আল্লাহ তা'আলা
তাহার প্রদত্ত রিযিকের যে হক ফরয করিয়াছেন সে তাহা পালন করে কিনা তিনি তাহা
যাচাই করিয়া দেখিবেন। রেওয়াজাতটি ইবনে আবু হাতিম বর্ণনা করেছেন।

(৭২) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا ۗ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ ۗ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝

৭২. এবং আল্লাহ তোমাদিগ হইতেই তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন
এবং তোমাদিগের যুগল হইতে তোমাদিগের জন্য পুত্র পৌত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন
এবং তোমাদিগকে জীবনোপকরণ দান করিয়াছেন। তবুও কি উহারা মিথ্যা বিশ্বাস
করিবে এবং উহারা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাকসীর : উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের বান্দাদিগকে তাহাদের প্রদত্ত
উপর নিয়ামতের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি তাহাদের মধ্য হইতেই তাহাদের
আকৃতি প্রকৃতির স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন যদি তাহাদের স্ত্রীদিগকে তাহাদের মধ্য হইতে না
করিয়া অন্য জাতি হইতে সৃষ্টি করিতেন তবে তাহাদের পারম্পরিক ভালবাসা ও
আন্তরিকতার সৃষ্টি হইত না। আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করিয়া বনী আমদকেই নারী
রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নারীকে নরের জন্য স্ত্রী করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ
তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে তিনি স্ত্রী হইতে মানুষের জন্য পুত্র ও পৌত্রের সৃষ্টি
করিয়াছেন **حَفَدًا** অর্থ, পৌত্র হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইকরিয়াহ, যাহুহাক, ইবনে
আবদ ও হাসান (র) এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ও'বা (র) হযরত ইবনে আব্বাস

(র) হইতে وَحَفْدَةٌ এর এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা হইল নিজের সন্তান ও সন্তানের সন্তান। সুলাইদ (র) ... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তোমার পুত্র হইল তাহারা যাহারা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে তোমার সাহায্য করে এবং তোমার সেবা করে। কবি হুমাইদ বলেন

حَفْدَ الْوَالِدِ حَوْلَهُ وَأَسْلَمَكَ + يَا كَفِيرًا لِرْمَةِ الْأَجْمَالِ

উক্ত কবিতায়ও حَفْدٌ শব্দটি সেবা করার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, وَحَفْدَةٌ এর অর্থ সন্তান ও খাদেম। অন্য এক রেওয়াজে বর্ণিত وَحَفْدَةٌ অর্থ সাহায্যকারী ও খাদেম। তাউস (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও বলেন وَحَفْدَةٌ অর্থ সেবকদল। কাতাদাহ আবু মালিক ও হাসান বসরী (রা) এই অর্থ করিয়াছেন। আব্দুর রায্বাক (র) ... ইকরামা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, وَحَفْدَةٌ অর্থ, তোমার পুত্র ও পৌত্র হইতে যে তোমার সেবা করে। যাহ্বাক (র) বলেন আরবে ইহাই নিয়ম ছিল যে পুত্ররা খিদমত করিত। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে وَحَفْدَةٌ وَحَفْدَةٌ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, স্ত্রীর অন্য পক্ষের পুত্ররা এই আয়াতের মর্মের অন্তর্ভুক্ত নহে।

وَحَفْدَةٌ এই সকল লোককেও বলা হয় যে, কাহারো সম্বন্ধে তাহার কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়। বলা হইয়া থাকে فَكَيْنَ نَحْفُدُنَا অমুক আমাদের জন্য কাজ করিতেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন কিছু লোক ইহাও বলিয়াছেন যে জামাতারাও وَحَفْدَةٌ এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (র) এর এই শেষ কথাটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা), মাসরুক, আবু-হুহা, ইবরাহীম নখরী, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, মুজাহিদ এবং কুরাইবী (র) ও বলিয়াছেন। ইকরিমাহও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আলী ইবন তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, وَحَفْدَةٌ বারা জামাতাগণকে বুঝান হইয়াছে। ইবনে জরীর (রা) বলেন উল্লেখিত সব কয়টি অর্থই এর অন্তর্ভুক্ত। কুনূতের অংশ وَاللَّيْلُ نَسْعِي وَنَحْفِدُ এর মধ্যে نَحْفِدُ অর্থ আমাদের যাবতীয় খিদমত আপনাদের জন্যই। এবং যেহেতু সন্তান ঘরের সেবক ও স্বস্ত্রলহের সদস্যদের দ্বারা সেবায়ত্ন লাভ হয় অতএব ইহাও আল্লাহর বড় নিয়ামত। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَحَفْدَةً আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্ত্রীগণ হইতে পুত্র ও স্বস্ত্র বানাইয়াছেন। যে সকল তাফসীরকার وَرَدَّجًا এর সহিত حَفْدَةٌ এর সম্পর্কের কথা বলিয়াছেন, তাহাদের মতে পুত্রগণ পৌত্রগণ ও জামাতাগণ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত কারণ তাহারা স্ত্রীর সন্তান কিংবা কন্যার স্বামী হইবে। শা'বী ও যাহ্বাক (র) এইমত পোষণ করিয়াছেন। অধিকাংশ

মতে ইহারা এই ব্যক্তিরই অধিনস্ত ইহার তদ্বাবধানে এবং ইহার সেবায় নিয়োজিত থাকে। নসরা ইবন আকতম (র) হইতে বর্ণিত হাদীস, أَوْلَادُكُمْ عَلَيْكُمْ এর অর্থ সম্ভবতঃ হাই। হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন। যে সকল তাফসীরকারগণ وَحَفْدَةٌ এর অর্থ করিয়াছেন সেবক ও খাদেম। তাহাদের মতে وَحَفْدَةٌ শব্দটি وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْوَابًا এর উপর মা'তুফ (مُتَطَوِّفٌ) হইয়াছে অর্থাৎ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْوَابًا যিনি তোমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তানগণকে খাদেম ও সেবক বানাইয়াছেন। وَرَدَّجًا مِنْ الْكَلْبَاتِ আর তোমাদিগকে উত্তম আহায্য ও পানীয় দান করিয়াছেন। অতঃপর মুশরিকদিগকে ধমক দিয়া বলেন أَفَيَالِبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ ইহার পরও কি তাহারা বাতিলের প্রতি মূর্তি ও অন্যান্য শরীকসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে? بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ আর আল্লাহর নিয়ামতের না শোকরী করিয়া উহাকে অন্যের প্রতি সংশ্লিষ্ট করে? বিতর্ক হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাহার বান্দাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি কি তোমাকে পত্রি দান করিয়াছিলাম না? আমি কি তোমাকে সম্মানিত করিয়াছিলাম না? আমি কি মোড়াকে তোমার অধিনস্ত করিয়া দিয়াছিলাম না? আমি কি তোমাকে মানুষের উপর সরদারী করিতে ও আরাম করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম না?

(৭৩) وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝

(৭৪) فَلَا تَصْرِبُوا لِلَّهِ إِلَّا مِثْلَ نَبْتٍ فِي الْوَادِ يُصْبِغُ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا تَعْلمُونَ ۝

৭৩. এবং উহারা কি ইবাদত করিবে আল্লাহর ব্যতীত অপরের যাহাদিগের আকাশ মন্ডলী অথবা পৃথিবী হইতে কোন জীবনোপকরণ সরবরাহ করিবার শক্তি নাই, এবং উহারা কিছুই করিতে সক্ষম নহে।

৭৪. সুতরাং আল্লাহর কোন সদৃশ্য স্থির করিওনা। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা সেই সফল মুশরিকদের আলোচনা করিতেছেন যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্যের ইবাদত করে অথচ, নিয়ামত দানকারী রিযিক দানকারী সৃষ্টিকর্তা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা তাহারা কোন শরীক নাই। এতদসত্ত্বেও তাহারা

মূর্তি ও অন্যান্য এমন সকল বস্তুর পূজা করে যাহারা না আসমান হইতে কোন বিধিক দিতে সামর্থ্য রাখে, না ভূমীন হইতে। তাহারা বৃষ্টি স্বর্ষণ করিতেও সক্ষম নহে গাছপালা ও ফসল উৎপন্ন করিতেও সক্ষম নহে এমন কি তাহারা নিজেদের জন্য কোন ব্যবস্থা করিতেও সক্ষম নহে। এইজন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন **لَا تَضْرِبُوا اللَّهَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَالِغٌ** অর্থাৎ আল্লাহর জন্য কোন শরীক কোন সমকক্ষ ও উপমা বানাও না। **وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَالِغٌ** আল্লাহ খুব জানেন এবং তিনি সাক্ষ্য দান করেন যে তিনি বাতিল অন্য কোন ইলাহ নাই। কিন্তু তোমরা তোমাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে তাহা নহিত অন্যকে শরীক কর।

(৭৫) **ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ**

৭৫. আল্লাহ উপমা দিতেছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাহাকে তিনি নিজ হইতে উত্তম বিয়ক দান করিয়াছেন এবং সে উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। উহারা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য! অথচ উহাদিগের অধিকাংশই ইহা জানে না।

তাফসীরঃ আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা মুমিন ও কাফিরের জন্য দৃষ্টান্তটি বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র)ও এইমত পোষণ করিয়াছেন। সত্বাধিকারভুক্ত দাস যে কোন কিছুরই ক্ষমতা রাখে না, ইহা হইল কাফিরের দৃষ্টান্ত এবং যে ব্যক্তিকে উত্তম বিধিক দান করা হইয়াছে সে উহা হইতে গোপন ও প্রকাশ্যে দান করে ইহা হইল মুমিনের দৃষ্টান্ত।

হযরত মুজাহিদ (র) হইতে ইবনে আবু নজীহ (রা) বর্ণনা করেন, ইহা দ্বারা মূর্তি ও আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বের উদাহরণ পেশ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাহারা যে মূর্তি পূজা করে উহা এবং আল্লাহ তা'আলা কি সমান হইতে পারে? যোহেতু উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমানে যাহা কেবল নির্বোধ ছাড়া সকলেই বুঝিতে সক্ষম এই জন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন **وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য এবং তাহাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।

(৭৬) **وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْمَانُ يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ**

৭৬. আল্লাহ আরও উপমা দিতেছেন দুই ব্যক্তির— উহাদিগের একজন মুক, কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তাহার প্রভুর ভারস্বরূপ তাহাকে যেখানেই পাঠান হউক না কেন সে ভাল কিছু করিয়া আসিতে পারে না। সে কি সমান হইবে ঐ ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে?

তাফসীরঃ মুজাহিদ (র) বলেন, অত্র আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা মূর্তি ও স্বয়ং তাহার নিজের দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মূর্তি তো বোবা কথা বলিতে সক্ষম নহে এবং কোন কাজও সমাধা করিতে পারে না। মোটকথা সে কার্যকলাপ ও কথাবার্তা ইহাতে শূন্য উপরন্তু সে তাহার মুমিনের উপর বোঝা। **أَيْنَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ** যেখানে তাহাকে পাঠায় কোন কল্যাণ বহন করিয়া আনিতে পারে না।

وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ যাহার এই গুণাবলী বর্ণনা করা হইল সে **هَلْ يَسْتَوِي** এবং সেই ব্যক্তি যে ন্যায়ের শিক্ষা দান করে যাহার কথা সত্য এবং কর্মকান্ড সঠিক **وَمَوْعِظَةٍ** আর সে সঠিক পথেই চলিয়া থাকে ইহা কি সমান হইতে পারে? কেহ কেহ বলেন, আয়াতে যে বোবা ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে সে হইল হযরত উসমান (র) এর গোলাম। সুন্দী, কাতাদাহ, আতা, খুরাসানী ও ইবনে জরীর (র) এই মত পোষণ করিয়াছেন।

আওফী (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, উল্লেখিত আয়াতে কাফির ও মুমিনের দৃষ্টান্ত পেশ করা হইয়াছে যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইবনে জরীর (র) বলেন, হাসান ইবনে সক্রাহ আল বাযযার (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে **وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ** এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন আয়াতটি কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি ও তাহার গোলাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং **وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ** আয়াতটি হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন, যেই বোবা ব্যক্তিকে হযরত উসমান (রা) কোথায়ও পাঠাইলে কোন কল্যাণ সাধন করিতে পারিত না সে হইল তাহার গোলাম। তিনি তাহার জন্য ব্যয় করিতেন তাহার প্রয়োজনীয় বস্তু বহন করিতেন অথচ, সে ইসলাম গ্রহণ করা পছন্দ করিত না এবং হযরত উসমান (রা) কে সদকা করিতে ও সৎকাজ করিতে বাধা দান করিত। অতঃপর তাহাদের উভয়ের সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাযর বান্দাদের প্রতি আরো অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে তাহাদের মায়ের গর্ভ হইতে যখন বাহির করিয়াছেন তখন তাহারা কিছুই জানিত বুদ্ধিত না কিন্তু তিনি অনুগ্রহপূর্বক তাহাদিগকে কান দান করিয়াছেন যাহার সাহায্যে তাহারা শব্দসমূহ শ্রবণ করিতে পারে; চক্ষু দান করিয়াছেন যাহারা সাহায্যে তাহারা দৃশ্যমান বস্তুসমূহকে দর্শন করিতে পারে। অন্তর ও জ্ঞান দান করিয়াছেন যাহার সাহায্যে তাহারা তাহাদের উপকারী ও অপকারী বস্তুসমূহকে পৃথক করিতে পারে? তবে মানুষের এই ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা শক্তিশালী হয় তাহার বয়স বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে তাহার শ্রবণ শক্তি দর্শন শক্তি ও জ্ঞান পরিপক্ব হইতে থাকে এমনকি সে যৌবনে পদার্পণ করে। আল্লাহ মানুষকে এই শক্তিসমূহ দান করিয়াছেন যেন সে তাহার ইবাদত করিতে সক্ষম হয় এবং আল্লাহর ইবাদত করিবার নিগিত প্রত্যেক অংগ প্রত্যঙ্গের শক্তির সাহায্য গ্রহণ করে। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি আমার ওদীর সহিত শক্রতা পোষণ করে সে যেন আমার সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করে, আমি আমার বান্দার প্রতি যে সকল বিময় করয় করিয়াছি উহা পালন করিয়া আমার যে নৈকট্য লাভ করিতে পারে অন্য কোন ইবাদত দ্বারা এত নৈকট্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না। অবশ্য অধিক পরিমাণ নফল ইবাদত করিতে বান্দা আমার নৈকট্যলাভ করিতে পারে এমন কি আমি তাহাকে ভালবাসিতে থাকি। আর আমি যখন তাহাকে ভালবাসি তখন আমি তাহার কান হইয়া যাই যাহার সাহায্যে সে শ্রবণ করে। আমি তাহার চক্ষু হইয়া যাই সে উহার সাহায্যে দর্শন করে, আমি তাহার হাত হইয়া যাই সে উহার সাহায্যে ধারণ করে আমি তাহার পাও হইয়া যাই সে উহার সাহায্যে পদচালনা করে। যদি আমার নিকট সে প্রার্থনা করে তবে অবশ্যই আমি তাহাকে দান করিব যদি সে আমাকে ডাকে তবে অবশ্যই আমি তাহার ডাকের জওয়াব দিব। যদি সে আমার নিকট আশ্রয় চায় তবে অবশ্যই আমি তাহাকে আশ্রয় দান করিব। আর কোন মু'মিন বান্দা যে মৃত্যু পছন্দ করে না তাহার প্রাণ বাহির করিতে আমি যতটুকু দ্বিধা বোধ করি অন্য কোন ব্যাপারে আমি অতটুকু দ্বিধা বোধ করি না। আমি তাহাকে দুঃখ দিতে ইচ্ছা করি না কিন্তু মৃত্যু এমন বস্তু যাহা হইতে কেহ রক্ষা পায় না।

হাদীসটির মর্ম হইল, কোন বান্দা যখন ইখলাসের সহিত আল্লাহর ইবাদত করে তখন তাহার সকল কাজ কর্ম আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। অতএব তাহার শ্রবণ শক্তিকে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করে তাহার দর্শনশক্তিকে সে

(৭৭) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
 (৭৮) وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝
 (৭৯) أَلَمْ يَرْوِ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

৭৭. আকাশ মঙ্গলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং কিয়ামতের ব্যাপারতো চক্ষুর পলকের ন্যায় বরং উহা অপেক্ষাও সত্ত্বর। আল্লাহ দর্ভ বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৭৮. এবং আল্লাহ তোমাদিগকে নির্গত করিয়াছেন তোমাদিগের মাতৃগর্ভ হইতে এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানিতে না। তাই তোমাদিগকে দিয়াছেন শ্রবণশক্তি দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয় যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৭৯. তাহারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগের প্রতি? আল্লাহই উহাদিগকে স্থির রাখেন। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাহাযর অসীম ক্ষমতা ও অদম্য জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। অসমান ও যমীনে যত পোপন বিষয়সমূহ রহিয়াছে উহা কেবল তিনিই জানেন। অবশ্য যদি তিনি অনুগ্রহপূর্বক অন্য কাহাকে অবগত করেন তবে সে জানিতে পারে; আর তাহার ক্ষমতা এত অসীম যে তিনি যখন যাহা ইচ্ছা করেন। “হইয়া যাও” বলিলেই উহা হইয়া যায়। উহা কেহই বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। ইরশাদ হইয়াছে كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ الْبَصَرِ আমার নির্দেশ একবারই চোখের পলক মারিতেই সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা করেন উহা চোখের এক পলকের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া যায়। وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ অত্র আয়াতের মর্ম ও উপরোক্তোক্তিত আয়াতের অনুরূপ। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَمَا خَلَقَكُمْ وَمَا يَعْبُدُكُمْ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَأَجَلٌ وَمَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ তাহাদের সকলকে সৃষ্টি করা ও তোমাদের পুনর্জীবন দান এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করা ও তাহাকে পুনরায় জীবিত করিবার ন্যায় সহজ।

আল্লাহর জন্যই কাজে লাগায় এবং তাহার যাকবীয় ধরা ছোয়া ও চনামেরা কেবল মাত্র আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়। এবং সে তাহার এই সকল কাজেই আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে। এই কারণে বুখারীর রেওয়াময়েত ছাড়া অন্য রেওয়াময়েতে বর্ণিত হইয়াছে। **فَبِي سَمْعٍ وَبِي بَصَرٍ وَبِي يَبْطِشُ وَيَبِي يَمْشِي** আমার সাহায্যে সে শ্রবণ করে, আমার সাহায্যে সে দর্শন করে, আমার সাহায্যে সে ধরিতে থাকে এবং আমার সাহায্যেই সে চনিতে থাকে। আর এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন **وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে কান, চক্ষুসমূহ ও অন্তর ও জ্ঞান দান করিয়াছেন, যেন তোমরা তাহার শোকর কর। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে **وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে কান, চক্ষুসমূহ ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তোমরা বহু কমই শোকর করিয়া থাক। আপনি বলিয়া দিন, তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য কান, চক্ষুসমূহ ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তোমরা বহু কমই শোকর করিয়া থাক। আপনি বলিয়া দিন তিনিই যমীনে ছড়াইয়া দিয়াছেন। এবং তাহার নিকটই তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে (মূলক-২৩-২৪)।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, আসমান ও বর্মীনের মাঝে শূন্যে যে সকল পক্ষী উড়িয়া বেড়ায় তাহাদের প্রতি কি তাহারা দৃষ্টিপাত করে না? কি তাহা তাহারা স্বীয় পাখার সাহায্যে শূন্যে উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগকে তো কেবল আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতেই রুখিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ তিনিই পক্ষীদের মধ্যে এমন শক্তি দান করিয়াছেন যাহার সাহায্যে এইরূপে শূন্যে উড়িতে সক্ষম। পক্ষীর এইরূপে উড়িয়া বেড়াইবার আলোচনাই আল্লাহ তা'আলা সূরা-মূলক এর মধ্যে ইরশাদ করিয়াছেন, **أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافٍ وَمَقَامٌ وَتَقِيحُنَّ مَا يُكْسِرُنَّ** অর্থাৎ তাহারা কি সেই সকল পাখীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই—যাহারা পাখা বিস্তার করিয়া উড়িয়া বেড়ায় এবং পাখা সংকুচিতও করে তাহাদিগকে একমাত্র রহমান ব্যতীত অন্য কেহ রুখিয়া রাখে না। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে খুব ভালভাবেই দেখিতেছেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ** নিঃসন্দেহে ইহাতে ঈমানদার লোকদের জন্য বহু নির্দর্শন রহিয়াছে।

(১০) **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بَيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ** ০

(১১) **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِئِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِئِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ** ০

(১২) **إِن تَوَكَّلُوا فَإِنَّا عَلَيْك الْبَلْغُ السَّيِّئُونَ** ০

(১৩) **يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ** ০

৮০. এবং আল্লাহ তোমাদিগের গৃহকে করেন তোমাদিগের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদিগের জন্য পত-চর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন। তোমরা ভ্রমণকালে উহা সহজে বহন করিতে পার এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাইতে পার এবং তিনি তোমাদিগের জন্য ব্যবস্থা করেন ইহাদিগের পশম, লোম ও কেশ হইতে কিছু কালের গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ।

৮১. এবং আল্লাহ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে তিনি তোমাদিগের জন্য ছামার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদিগের জন্য পাহাড়ের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদিগের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের, উহা তোমাদিগকে তাপ হইতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদিগের জন্য বর্মের, উহা তোমাদিগকে মুখে রক্ষা করে। এইভাবে তিনি তোমাদিগের প্রতি তাহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাহাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।

৮২. অতঃপর উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্টভাবে বাণী পৌছাইয়া দেওয়া।

৮৩. তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহ জ্ঞাত আছে কিন্তু সেগুলি উহারা অস্বীকার করে এবং উহাদিগের অধিকাংশই কাফির।

তাফসীরে : আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহে তাহারা বান্দাদের প্রতি স্বীয় অপরিসীম নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি তাহাদের প্রতি গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন যেখানে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করে ও বসবাস করে এবং উহা দ্বারা বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। ইহা ছাড়া পত্তর চামড়া দ্বারা তাহারা তাঁবু নির্মাণ করে যাহা তাহারা সময়কালে সহজেই বহন করিয়া লইতে পারে এবং স্বদেশে অবস্থান কালেও উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, **تَسْتَخِفُّونَهَا** বাহা তোমরা তোমাদের যাত্রাকালে হালকা মনে কর এবং তোমাদের স্বদেশে অবস্থানকালেও **وَأَرْبَابُهَا** আর ভেড়ার উলের দ্বারা **وَأَثَانُهَا وَمَتَاعُهَا** তোমরা ঘরের সরঞ্জাম প্রস্তুতি করিয়া থাক এবং আরো উপকারী আসবাবপত্র তৈয়ার করিয়া থাক। **الْحِجَابُ** শব্দের অর্থ, কেহ বলেন, মান, কেহ বলেন কাপড় কিন্তু কোন বিশেষ বস্তুর সহিত ইহা নির্দিষ্ট নহে ইহাই সঠিক মন্ত। কারণ ইহা দ্বারা কাপড় বিছানা ও অন্যান্য বস্তু প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ইহা বাণিজ্যিক মাল হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুজাহিদ (র) বলেন, **الْحِجَابُ** অর্থ উপকারী বস্তু। মুজাহিদ, ইকরামাহ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, হাসান, আতীয়াহ, আওফী, আতা খুরাসানী, যাহ্যাক ও কাতাদাহ (র) এই মত পোষণ করেন। **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْهُ يَوْمَ يُجْعَلُ لَكُمْ مِنْ بَرٍّ** আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তাহারা সৃষ্ট বস্তু হইতে কিছু বস্তু দ্বারা হায়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, অর্থাৎ বৃক্ষের দ্বারা। **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْجِبَالِ الْكَانَاتِ** আর পাহাড়-পর্বতসমূহে তোমাদের আশ্রয়স্থল বানাইয়াছেন। যেমন তোমাদের জন্য **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ** তিনি তোমাদের জন্য তুলা পশম ও কাতান দ্বারা তোমাদের জন্য কাপড়সমূহ বানাইয়াছেন যাহা তোমাদিগকে তাপ হইতে রক্ষা করে। **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بِسُكْمٍ** আর এমন কাপড় সমূহও বানাইয়াছেন যাহা তোমাদিগকে যুদ্ধে অস্ত্রের আঘাত হইতে রক্ষা করে যেমন লোহার টুপি ও বর্ম ইত্যাদি।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بِسُكْمٍ আর অনুরূপভাবেই তিনি তাহারা নিয়ামত পূর্ণ করেন যাহা দ্বারা তোমরা তোমাদের বিভিন্ন কাজে ও প্রয়োজনে সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাক যেন উহা আল্লাহর ইবাদতে তোমাদের সাহায্যকারী প্রমাণিত হয়। **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ** তোমরা আল্লাহর অনুগত হও। অধিকাংশ তাফসীরকারগণ এখানে এই তাফসীর গ্রহণ করিয়াছেন। **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ** ক্রিয়াটি তাহারা **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ** মাসদার হইতে নির্গত বলিয়া মনে করেন। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ** এর তাফসীর

প্রসঙ্গে বলেন এই সূরাহকে এই কারণেই **سُورَةُ النَّعْمِ** 'সূরাতুল্লাআম'। বলিয়া নাম রাখা হয় যেহেতু ইহার মধ্যে নিয়ামত পূর্ণ করিবার উল্লেখ রহিয়াছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ও আব্বাদ ইবনে আওয়াম ইবনে আনযাল দুদুসী (র) হইতে তিনি শাহর ইবন হাওশাব (র) হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যে তিনি এখানে **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ** লামকে যবর সহ পড়িতেন অর্থাৎ তোমরা যেন যখন হইতে নিরাপদে থাক। হাদীসটি আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম (র) আব্বাদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) ইহাকে দুই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই কিতাবকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আতা খুরাসানী (র) বলেন, কুরআন আরববাসীদের অনুধাবন কামতার উপর ভিত্তি করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি বলেন তোমরা কি আল্লাহর এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য কর না **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ** অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়-পর্বতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কারণ, আরবের লোকেরা পাহাড়-পর্বতের অধিবাসী ছিলেন।

এই **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ** অনুরূপভাবে **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ** আয়াতে ভেড়া, উট ও ছাগলের পশম লোম ও চুলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কারণ আরববাসীদের এই সকল পশুর মালিক ছিল এবং দিবারাত্র এই সকল পশুর সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছিল। এবং পশম লোম ও ছাগলের চুল দ্বারা তাহারা বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করিত ও তাঁবু তৈয়ার করিত। অনুরূপভাবে **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ** এর মধ্যে আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা আরো অনেক বড় বড় নিয়ামতও আল্লাহ মানুষকে দান করিয়াছেন কিন্তু বৃষ্টির পানিকে তাহারা অধিক পছন্দ করিত এই কারণে আল্লাহ তা'আলা পানি বর্ষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহর এই বাণীর প্রতিও লক্ষ্য করা উচিত **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ** এখানে আল্লাহ তা'আলা গরম হইতে রক্ষা পাওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন শীত হইতে রক্ষা পাওয়ার উল্লেখ করেন নাই। কারণ তাহারা গরমের সহিত লড়াই করিত। শীত হইতে রক্ষা পাওয়ার বিষয়টি তাহাদের নিকট বড় একটা গুরুত্বের অধিকার রাখে না। **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ** অর্থাৎ আল্লাহর প্রদত্ত এই সকল নিয়ামত বর্ণনা করিবার পরও যদি তাহারা আল্লাহর অসীম কুদরত ও অনুগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া কেবল তাহাই ইবাদত না করে তবে আপনার কোনই ক্ষতি নাই আপনি চিন্তিত হইবেন না। আপনার দায়িত্ব কেবল সত্যকে পৌছাইয়া দেওয়া এবং উহা আপনাকে পূর্ণ করিয়াছেন।

তাহারা এই কথা খুব ভাল ভাবেই জানে যে সকল নিয়ামতের মূল দাতা আল্লাহ। কিন্তু এতদসঙ্গেও তাহারা ইহা অস্বীকার করে এবং আল্লাহর সহিত অন্যের ইবাদত করে আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহও তাহাদের সাহায্য করে ও রিক্তিক দান করে বলিয়া বিশ্বাস করে। **وَكَثُرْتُمْ الْكُفْرُونَ** আর তাহাদের অধিকাংশ লোক কাফের ও আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ। ইবনে আবু হাতিম (র) মুজাহিদ (রা) হইতে বর্ণিত যে এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসিয়া কিছু প্রশ্ন করিল, তখন তিনি তাহর সম্মুখে এই আয়াত পড়িলেন **وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا** আর পশুর চর্ম দ্বারা তোমাদের তঁবুর ব্যবস্থা করিয়াছেন, লোকটি বলিল, সত্য কথা। রাসূলুল্লাহ (সা) পাঠ করিলেন **وَكَذٰلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتُهُ** এবং বলিল, সত্য বলিয়াছেন। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) আয়াত পড়িতে লাগিলেন এবং লোকটি সত্য বলিতে লাগিল। অবশেষে তিনি যখন পাঠ করিলেন **عَلَيْكُمْ لَعْنَةُ الْمُسْلِمِينَ** "অনুরূপভাবে তিনি তাহার নিয়ামত পূর্ণ করেন, যেন তোমরা তাহারই অনুগত হইয়া যাও" তখন আরব বেদুঈন পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, **يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ تَمْ يَنْكُرُهَا**

(১৬) **وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَدُّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ**

(১৫) **وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يَخَفُّ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ**

(১৬) **وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ**

(১৭) **وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ**

(১৮) **الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ**

৮৪. যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক একজন সাক্ষী উদ্ভিত করিব সেদিন কাফিরদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে না এবং উহাদিগকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হইবে না।

৮৫. শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে ও তখন উহাদিগের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং উহাদিগকে কোন বিরাম দেওয়া হইবে না।

৮৬. মুশরিকরা তাহাদিগকে আল্লাহর শরীক করিয়াছিল তাহাদিগকে যখন দেখিবে তখন তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক। ইহারা ই তাহারা যাহাদিগকে আমরা তোমার শরীক করিয়াছিলাম, যাহাদিগকে আমরা আহ্বান করিতাম তোমার পরিবর্তে। অতঃপর তদুত্তরে উহারা বলিবে তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

৮৭. সেইদিন তাহারা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করিবে এবং তাহারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করিত তাহা তাহাদিগের জন্য নিষ্ফল হইবে।

৮৮. আমি শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করিব কাফিরগণের ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারীগণের কারণ তাহারা অশাস্তি সৃষ্টি করিত।

তাকসীর : আখিরাতে মুশরিকদের কি পরিণতি হইবে উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহর বিবরণ দান করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন, যেই দিন সকল মানুষকে জীবিত করিয়া কিয়ামতের ময়দানে একত্রিত করা হইবে সেইদিন প্রত্যেক উম্মতের নবীকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করা হইবে। যিনি স্বীয় উম্মত সম্পর্কে এই সাক্ষী প্রদান করিবেন যে তিনি তাহাদিগকে যে দাও'আত দিয়াছিলেন সেই দাও'আত তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল কিনা? অতঃপর কাফিরদিগকে কোন ওজর পেশ করিবার অনুমতি দান করা হইবে না। কারণ, তিনি জানতেন যে তাহাদের ওজর স্বাভাবিক ওজর ছাড়া কিছু নাই। যেমন ইরশাদ হইয়াছে **وَلَا يُؤَدُّنَ** ইহা হইল সেই দিন যেদিন তাহারা কোন কথা বলিতে পারিবে না আর তাহাদিগকে ওজর পেশ করিবার জন্য অনুমতিও দান করা হইবে না। এই কারণে এখানে ইরশাদ হইয়াছে **وَلَا يُسْتَعْتَبُونَ** আর তাহাদের নিকট সন্তুষ্টি তলবের সুযোগ দেওয়া হইবে না **وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ** আর মুশরিক অপচারীরা যখন আঘাব দেখিবে তখন তাহাদের আঘাব হালকা করা হইবে না। এক মুহূর্তের জন্যও কম করা হইবে না। **وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ** আর তাহাদিগকে কোন অবকাশও দেওয়া হইবে না বরং কিয়ামতের মাঠ হইতে বিনা হিসাবেই অতি দ্রুত তাহাদিগকে আঘাব পাড়ান করিবে। যখন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হইবে তখন উহাকে সত্তর হাজার

লাগাম দ্বারা টানিয়া আনা হইবে প্রত্যেক লাগামের সহিত সত্তর হাজার ফিরিশতা থাকিবে। উহা হইতে একটি গর্দান উপরের দিকে উঠু হইয়া সকল মাখলুকের প্রতি তাকাইবে এবং এমন গর্জন দিবে যে উহার কারণে সকলে হাঁটুর উপর পড়িয়া যাইবে। তখন জাহান্নাম বলিতে থাকিবে আমি প্রত্যেক অহংকারী হঠকারীর জন্য নিযুক্ত হইয়াছি যে আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করিত আর অমুক, অমুক বলিয়া কয়েক প্রকার লোকের উল্লেখ করিবে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত।

ثُمَّ تَنْظُرُونَّ عَلَيْهِمْ وَتَلْتَقَطُهُمْ مِنَ الْمَوْقِفِ كَمَا يَلْتَقِطُ الطَّائِرُ الْحَبِيبَ

অতঃপর জাহান্নাম তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিবে এবং হাশরের মাঠ হইতে তাহাদিগকে ঠোক মারিয়া লইবে যেমন পাখী বীজকে ঠোক মারিয়া লয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন

وَإِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ يُبْعِدُونَ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّطًا وَرَفِيرًا وَإِذَا الْقَوْمُ مِنْهَا
مَكَانًا ضَيِّقًا مَقْرَبِينَ نَعَوْا فَنَالِكَ الْبُورُ لَا تَعْنُونَ الْيَوْمَ نُبْرًا وَاحِدًا وَادْعُوا
نُبْرًا كَثِيرًا

আর যখন জাহান্নাম দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিবে তখন তাহারা জাহান্নামের ক্রোধ ও গর্জন শুনিবে। আর যখন তাহাদিগকে জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা মৃত্যুকে কামনা করিবে। বলা হইবে, আজ তোমরা এক মৃত্যু কামনা করিও না বরং অনেক মৃত্যু কামনা কর। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَرَأَوْا الْمَجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاعِعُوهَا وَلَمْ يَجِدْ عَنْهَا مَصْرِفًا জাহান্নামকে দেখিয়াই ভাবিবে তাহাদিগকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে এবং উহা হইতে ব্রহ্মা পাইবার কোন উপায় নাই।

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وَجْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا
يُنصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدًّا وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ

হায়! কাফিররা যদি সেই সময়কে জানিত যখন তাহারা তাহাদের মুখমন্ডল হইতে আর পিঠ হইতে আগুন হটাইতে সক্ষম হইবে না আর না তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে। বরং হঠাৎ তাহাদের নিকট আঘাত আসিয়া পৌছাবে এবং তাহাদিগকে দিশাহারা করিয়া দিবে তখন না তো তাহারা উহা দূর করিতে পারিবে আর না তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামতের দিন মুশরিকরা যখন জীষণ বিপদের সম্মুখীন হইবে এবং যখন তাহারা

আল্লাহর সহিত সাহায্যদিকে শরীক করিত তাহাদের পক্ষ হইতে সাহায্যের সর্বাধিক বেশী মুখাপেক্ষী হইবে তখন যেই শরীকরা তাহাদের থেকে সম্পর্ক হিন্ন করিবে। ইরশাদ হইয়াছে وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ فَهُمْ يَدْعُوا لِأَنْفُسِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَدْعُوا لِمَنْ شَرَكَأَهُمْ لَئِن كَانُوا لِلَّهِ لَأَقْرَبَ وَجْهًا وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمِنْ أَلْحِقْنَا بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَالصَّالِحِينَ وَنَسُوا حَظًّا فَمَا لِلشُّرَكَاءِ مِنَ الْعِزَّةِ شَيْءٌ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يَسِّرُ لِلَّذِينَ يَشَاءُ وَيَصْعَقُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْعَرْشِ الْعَلِيِّ

আর সেই ব্যক্তি হইতে অধিক গমরাহ আর কে হইতে পারে যে আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন ব্যক্তির পূজা করে যাহার কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের ডাকের জওয়াব দিবে না আর তাহাদের ডাক সম্পর্কে তাহাদের কোন খবরও নাই। আর যখন সেই মুশরিক লোকদিগকে একত্রিত করা হইবে তখন শরীকরা পূজাকারীদের শত্রু হইবে এবং তাহাদের পূজাকে অস্বীকার করিবে। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন

وَأَخْتَفُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্যান্য উপাস্য বানাইয়াছে যেন তাহারা তাহাদের সম্মানের কারণ হইতে পারে। কখনো নহে, তাহারা তাহাদের ইবাদত ও পূজাকে অস্বীকার করিবে এবং তাহাদের শত্রু হইয়া যাইবে। খলীল (সা) ইরশাদ করিয়াছেন,

وَأَخْتَفُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

অতঃপর কিয়ামতের দিনে তাহারা একে অপরকে অস্বীকার করিবে وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا الْآخِرِينَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا আর তাহাদিগকে বলা হইবে তোমরা তোমাদের শরীকদিগকে সাহায্যের জন্য ডাক। এই সম্পর্কে আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে।

هَذِهِ نَارُ الَّتِي كَانَتْ تُدْعَى لِلشُّرَكَاءِ بِالْكَافِرِينَ هَذِهِ نَارُ الَّتِي كَانَتْ تُدْعَى لِلشُّرَكَاءِ بِالْكَافِرِينَ هَذِهِ نَارُ الَّتِي كَانَتْ تُدْعَى لِلشُّرَكَاءِ بِالْكَافِرِينَ هَذِهِ نَارُ الَّتِي كَانَتْ تُدْعَى لِلشُّرَكَاءِ بِالْكَافِرِينَ

হয়রত কাতাদাহ ও ইকরিমাহ (র) ইহার তাকসীর করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন কাফির মুশরিকদের সকলেই আল্লাহর অনুগত হইয়া যাইবে। সকলেই আল্লাহর কথা শ্রবণ করিতে ও তাহার হুকুমের অনুসরণ করিতে চাহিবে। অর্থাৎ যেই দিন তাহারা আমার নিকট

উপস্থিত হইবে সেই দিন সকলেই বড়ই শ্রবণকারী ও দর্শনকারী হইয়া যাইবে। **وَلَمَّا نَسُوا مَا وَعُودُوا عَلَيْهِمْ نَسُوا مَا وَعُودُوا عَلَيْهِمْ نَسُوا مَا وَعُودُوا عَلَيْهِمْ**। আপনি সেই সময় দেখিতে পাইবেন যখন অপরাধীরা মাথা অবনত করিয়া তাহাদের প্রতিপালকের নিকট অবস্থান করিবে তাহারা সেই সময় বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখিয়াছি ও শ্রবণ করিয়াছি **وَعَنْتَ الْوُجُوهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّومِ** অর্থাৎ চিরজীবী আল্লাহর সম্মুখে তাহারা অবনত ও অঙ্গুণ্ড হইয়া থাকিবে। **وَالْقَوَا إِلَى اللَّهِ يُؤْمِنُونَ** আল্লাহর নিকট তাহারা সেই দিন আল্লাহর সম্মুখে আনুগত্যের কথা বলিতে থাকিবে। আর আল্লাহকে ছাড়িয়া যে সকল মিথ্যা ইমাহ বানাইয়াছিল তাহাদের সকলেরই অবসান ঘটিবে। অতএব সেখানে তাহাদের কোন সাহায্যকারী ও রক্ষাকর্তা থাকিবে না। **الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ رَبِّنَا**। আমি তাহাদের শাস্তি বৃদ্ধি করিয়া দিব। অর্থাৎ তাহাদের কুফর এর শাস্তি এবং আল্লাহর পথ হইতে অন্যকে বাধা প্রদানের উভয় শাস্তি দান করা হইবে। **وَأَن تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَتُحِبُّوا الْحَقَّ وَتُبْغُوا الْفِتْنَةَ** তাহারা অন্যকে সঠিক পথ হইতে বাধা দিত এবং নিজেরাও উহা হইতে দূরে থাকিত। **وَأَن تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَتُحِبُّوا الْحَقَّ وَتُبْغُوا الْفِتْنَةَ** আর কেবলমাত্র তাহাদের নিজদের সত্যকেই ধ্বংস করে কিন্তু তাহাদের কোন অনুভূতিই নাই। উক্ত আয়াত ইহাই প্রমাণ করে যে, যেমন বেহেশতের মধ্যে মু'মিনদের বিভিন্ন শ্রেণী থাকিবে। দোষের মধ্যেও কাফিরের শাস্তিরও বিভিন্ন শ্রেণী থাকিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে **لَا يَسْتَوُونَ**। **وَأَن تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَتُحِبُّوا الْحَقَّ وَتُبْغُوا الْفِتْنَةَ** প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ হইবে কিন্তু তোমরা জান না। হাফিয় আবু ইয়াল্লা (র) আব্দুল্লাহ (র) হইতে **وَأَن تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَتُحِبُّوا الْحَقَّ وَتُبْغُوا الْفِتْنَةَ** প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, জাহান্নামের মধ্যে জাহান্নামীদের উপর বিবাক সর্পের দংশন বৃদ্ধি হইবে এবং সেই সর্পগুলি এত প্রকান্ড হইবে যেন উহা বড় বড় খেজুর পাতা। **وَأَن تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَتُحِبُّوا الْحَقَّ وَتُبْغُوا الْفِتْنَةَ** ইবনে ইউনুস (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে **وَأَن تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَتُحِبُّوا الْحَقَّ وَتُبْغُوا الْفِتْنَةَ** প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, উহা হইল আরশের নীচে পাঁচটি নহর যাহার কয়েকটি দ্বারা শাস্তি দেওয়া হইবে রাতে এবং কয়েকটি দ্বারা শাস্তি দেওয়া হইবে দিনে।

(৪৯) **وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ**

৮৯. যে দিন আমি উত্তীর্ণ করিব, প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাহাদিগেরই মধ্য হইতে তাহাদিগের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী এবং তোমাকে আমি আনিব সাক্ষীরূপে

ইহাদিগের বিষয়ে। আমি তাহাসম্পর্ককারীদিগের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যারূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিলাম।

তাকসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূলকে সম্বোধন করিয়া বলেন **وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا** যেই দিন আমি সকল উম্মতের মধ্যে তাহাদের মধ্য হইতে একজন সাক্ষী খাড়া করিব এবং সেই সকল উম্মতের মুকাবিলায় সাক্ষী হিসাবে পেশ করিব। অর্থাৎ আপনি সেই দিনকে স্মরণ করুন, যেই দিন আপনাকে এই মহা সম্মান ও মর্যাদা দান করিব যে আপনি সকলের মুকাবিলায় সাক্ষী হিসাবে গৃহিত হইবেন। অত্র আয়াত সূরা নিসা-এর প্রথমভাগের আয়াতের সাদৃশ্য যাহা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পাঠ করিয়াছিলেন **كُلُّ أُمَّةٍ جِئْنَا بِكَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ** তখন কি অবস্থা হইবে যখন, আমি প্রত্যেক উম্মত হইতে সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং আপনাকে তাহাদের সকলের মুকাবিলায় সাক্ষী হিসাবে পেশ করিব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এই পর্যন্ত পাঠ করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে ইবনে মাসউদ ক্ষান্ত হও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি তাকেইয়া দেখিলাম, তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হইয়াছে। **وَنَزَّلْنَا** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই কিতাবের মধ্যে সর্ব বিষয়ের জ্ঞান দান করিয়াছেন। হযরত মুজ'হিদ (র) ইহার তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন, সকল হালাল হারামের জ্ঞান এই কুরআন দান করা যায়। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর তাকসীর অধিক ব্যাপক। কারণ কুরআন সকল উপকারী জ্ঞান পূর্ববর্তীদের সংবাদ ও ভবিষ্যত সম্পর্কে ইহা সংবাদ দান করে হালাল হারাম এবং দুনিয়া ও আখিরাতে যে সকল বস্তুর প্রতি আমরা মুখোপস্থী উহার সকল জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা এই কুরআনে নিহিত রাখিয়াছেন। **وَنَزَّلْنَا** এর তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন, পবিত্র কুরআন সূরাতের মাধ্যমে সকল বিষয়কে স্পষ্ট বর্ণনা করিয়া দেয়।

وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا এই আয়াতের সম্পর্ক হইল **وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ** এর সহিত। ইহার অর্থ হইল যেই মহান সত্তা আপনার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন তিনি কিয়ামত দিবসে আপনার নিকট উহা সম্পর্কে প্রশ্ন করিবেন। ইরশাদ

হইয়াছে **فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ الْخ** আমি অবশ্যই সে সকল লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব **لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ الْخ** আপনার প্রতিপালকের শপথ, আমি অবশ্যই তাহাদের সকলকেই তাহাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব **يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِيبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ** যেই দিন আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনাদিগকে কি জবাব দান করা হইয়াছিল? তাহারা বলিবেন, আমরা তো কিছুই জানি না, আপনিই তো গায়েব সম্পর্কে মহাজ্ঞানী **لَرَأَى الْقُرْآنُ لِرَأَى الْقُرْآنِ لَرَأَى الْقُرْآنِ** যিনি আপনার প্রতি কুরআন প্রচার করা ফরয করিয়াছেন তিনি কিয়ামত দিবসে আপনাকে তাহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া অবশ্যই সেই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। ইহা অত্র আয়াতের একটি চমৎকার তাকসীর।

(৯০) **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ**

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

৯০. আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা অসৎকার্য ও সীমালংঘন। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, তিনি তাহার বান্দাদিগকে ন্যায় নিষ্ঠা ও মানুষের উপকার করিতে হুকুম করিতেছেন? যেমন ইরশাদ হইয়াছে **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝** যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চাও তবে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর অবশ্য যদি ধৈর্যধারণ কর তবে উহা বড়ই উত্তম কাজ **وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَهُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ** অন্যায়ের বিনিময় সমান সমান অন্যায়, অবশ্য যে ব্যক্তি ক্ষমা করিয়া দিল এবং সংশোধন করিল তবে উহার বিনিময় আল্লাহর দায়িত্বে। ইরশাদ হইয়াছে **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** আর যখনসমূহের জন্য 'কিসাস' নিয়ম রহিয়াছে অবশ্য যে সদকা দান করে ও ক্ষমা করিয়া দেয় তাহার সনাহ ক্ষমা করা হইবে। এই প্রকার অনেক আয়াত রহিয়াছে যাহা ন্যায় নিষ্ঠাকে স্পষ্ট প্রমাণ করে এবং মানুষের প্রতি মানুষকে অধিক উপকারের জন্য আহ্বান জানায়। হযরত আলী ইবনে আবু তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ** তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন, 'আদল' দ্বারা 'দা-ইপাহা ইয়াহ্লাহ' এর সাক্ষ্য দান

করা বুঝান হইয়াছে। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (র) বলেন, এখানে 'আদল' এর অর্থ জাহের ও বাতেন এর সমন্বয় স্থাপন করা। আর 'ইহসান' বলা হয় জাহের হইতে বাতেন এর উত্তম হওয়া। আর **فَحْشَاءٌ مُنْكَرٌ** হইতে নিষেধ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, বাতেন হইতে জাহের এর উত্তম হওয়া। **وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ** অর্থাৎ তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করিবার জন্য নির্দেশ করিতেছেন যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে **وَأَنْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا تُبْدِرُوا تَبْذِيرًا** নিকটবর্তী আত্মীয়কে তাহার হক দান কর এবং মিসকীনকে ও মুসাফিরকেও কিছু অপব্যয় করিবে না (বনী ইসরাঈল-২৬)। **وَالْبَغْيِ** আর তিনি হারাম ও অন্যায কাজসমূহ হইতে নিষেধ করেন। সকল প্রকার জাহেরী ও বাতেনী অন্যায় ও অপরাধ হারাম। ইরশাদ হইয়াছে **مَا ظَهَرَ مَا ظَهَرَ** আপনি বলিয়া দিন আমার প্রতিপালক সকল প্রকার অন্যায় অপরাধ হারাম করিয়া দিয়াছেন চাহে উহা জাহেরী হউক কিংবা বাতেনী। **وَالْبَغْيِ** অর্থ, যুলুম সীমা অতিক্রম করা, মানুষের প্রতি যুলুম অবিচার করা। হাদীসে বর্ণিত, যুলুম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করিবার ন্যায় অপর আর এমন কোন ওনাহ নাই যাহার শাস্তি দুনিয়াতেই তাড়াতাড়ি দেওয়া হয় এবং পরকালেও উহার কারণে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। **عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে সৎকাজের জন্য নির্দেশ দিতেছেন, এবং অসৎ ও অক্যালাণকর বস্তু হইতে নিষেধ করিতেছেন। **يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ** সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে। ইমাম শা'বী ব্রুশাইর ইবনে মুহাইক হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কে বলিতে শুনিয়াছি পবিত্র কুরআনের সর্বাধিক জামে ও ব্যাপক অর্থবিশিষ্ট আয়াত হইল, **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** হাদীসটি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন, সাহীদ (র) হযরত কাআদাহ (র) হইতে **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** এর তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন, জাহেলী যুগে যে সকল সৎকাজ ও সৎচরিত্র ছিল আল্লাহ সকলের জন্যই অত্র আয়াত দ্বারা উহার হুকুম করিয়াছেন, অপর পক্ষে আল্লাহ তা'আলা সকল অসৎ চরিত্র হইতে নিষেধ করিয়াছেন, তিনি সকল নিম্ন ও নিকৃষ্ট চরিত্র হইতে বাধা প্রদান করিয়াছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত, **إِنَّ اللَّهَ يَحْسِبُ مَعَالِي الْأَخْلَاقِ وَيَكْرَهُهُ**, আল্লাহ তা'আলা উত্তম চরিত্র পছন্দ করেন এবং নিম্ন নিকৃষ্ট চরিত্রকে অপছন্দ করেন। হাফিয আবু ইরানা হা'ম্বিকাতুসসা'হাবা নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ফাত্ম হাশ্বী (র) আব্দুল মানিক ইবনে উমাইর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আকসম ইবনে সাইফী যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাব

সম্পর্কে অবগত হইলেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করিলে তাহার কণ্ঠের লোক তাহাকে বাধা প্রদান করিল, তিনি বলিলেন তবে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে দাও। অতঃপর তাহার পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে দুইজন প্রতিনিধি আগমন করিল এবং তাহারা বলিল, আমরা আকসম এর প্রতিনিধি তাহারা প্রশ্ন করিয়াছেন, আপনি কে এবং কি? নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমাদের প্রথম প্রশ্ন আমি কে? ইহার জওয়াব হইল, আমি, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হইল, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাহার রাসূল। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিল আপনি বার বার ইহা আমাদের নিকট পাঠ করিয়া ওনান। অতঃপর তিনি আয়াতটি বার বার পাঠ করিয়া শুনাইলেন। এমন কি তাহারা উহা মুখস্ত করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর উক্ত প্রতিনিধিদ্বয় আকসম এর নিকট আসিয়া সবকিছুই বলিল। তাহারা বলিল, তিনি (মুহাম্মদ) স্বীয় বংশ পরম্পরা বর্ণনা করেন নাই। শুধু কেবল তাহার নিজের নাম ও পিতার নাম বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহাকে সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলিয়াই মনে হইয়াছে। অবশ্য তিনি আমাদের সহিত কিছু কথা বলিয়াছেন যাহা আমরা তাহার ভাষাই শ্রবণ করিয়াছি। আকসম যখন তাহাদের মুখে সেই কথাগুলি শ্রবণ করিল তখন বলিল, আমি তো মনে করি যে তিনি উত্তম চরিত্র শিক্ষা দান করেন এবং নিকট চরিত্র হইতে বাধা প্রদান করেন। আমার গোত্রের তাই সব! তোমরা অন্যান্য গোত্রের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ কর। যেন তোমরা অন্যান্যদের উপর নেতৃত্ব করিতে পার এবং এই ব্যাপারে যেন তোমরা অন্যদের পশ্চাতে না থাক। এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার সম্পর্কে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবু নযর (র) তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত নবী করীম (সা) তাহার ঘরের সম্মুখে বসিয়াছিলেন, এমন সময় হযরত উসমান ইবনে মাযউন (রা) তাহার নিকট দিয়া অভিক্রম করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, তুমি বসিবে কি? তিনি বলিলেন, অবশ্যই, রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে সম্মুখে লইয়া বলিলেন তিনি তাহার সহিত কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় তিনি আসমানের দিকে চক্ষু উত্তোলন করিলেন। কিছুক্ষণ যাবৎ তিনি আসমানের দিকে তাকাইয়া রহিলেন অতঃপর তিনি ধীরে ধীরে ডান দিকে যমীনের দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিলেন এবং সেই দিকেই তিনি ফিরিয়া বসিলেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে মাথা নাড়িতেছিলেন যেন তিনি কাহারও নিকট হইতে কিছু বুঝিতেছিলেন এবং কেহ তাহার সহিত কথা

বলিতেছিল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থা-ই চলিতে থাকিল। তিনি পুনরায় উপরের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করিলেন এবং প্রথমবার ফেমন-জিনি আসমানের দিকে তাকাইতেছিলেন এবং তেমনিভাবে তাকাইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি প্রথম বার উসমান ইবনে মাযউনের প্রতি যেমন তাকাইতেছিলেন পুনরায় তেমনি ভাবেই তিনি তাকাইতে লাগিলেন। তখন উসমান ইবনে মাযউন তাহাকে বলিলেন হে মুহাম্মদ! (সা) আপনার সহিত আমার অনেকবার বসিবার সুযোগ হইয়াছে কিন্তু আজকের সকালের ন্যায় এইরূপ অবস্থা তো কখনো ঘটে নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাকে নতুন কি করিতে দেখিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি আপনাকে আসমানের দিকে চক্ষু উত্তোলন করিতে অতঃপর ডানদিকে যমীনের দিকে নামাইতে দেখিয়াছি। অতঃপর আপনি আমাকে ছাড়িয়া আপনাকে সেই দিকে ফিরিয়া বসিতে দেখিয়াছি। অতঃপর আপনি ঠিক তদ্রূপ মাথা হেলাইতে লাগিলেন, যেন কেহ আপনাকে কেহ কিছু বলিতেছেন এবং আপনি তাহাকে খুব বুঝিতেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তুমি কি এই সব কিছু দেখিতে পাইয়াছ? তিনি বলিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ, তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার প্রেরিত ফিরিশতা আগমন করিয়াছিলেন তিনি বলিলেন আল্লাহর প্রেরিত ফিরিশতা? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন হ্যাঁ, তিনি বলিলেন, আপনাকে তিনি কি বলিলেন? তিনি বলিলেন **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** হযরত উসমান ইবনে মাযউন বলেন, তখনই আমার অন্তরে ইমান রেখাপাত করিল। এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) এর দাও'আতে সাজা দান করিলাম। হাদীসটির সূত্র বিগ্বহ মুত্তাসিল ও হাসান। সূত্রটির মধ্যে একে অপর হইতে গুলিয়া বর্ণনা করার ধারাবাহিকতার উল্লেখ রহিয়াছে। ইবনে আবু হাতিম (র) হাদীসটিকে আব্দুল হামীদ ইবনে বাহুরাহম (র) এর সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উসমান ইবনে আবুল ভ্রাস সফকী (রা) হইতে অপর এক রেওয়াজে বর্ণিত, ইমাম আহমদ (রা) বর্ণনা করেন, আবুওয়াদ ইবনে আমির (রা) হযরত উসমান ইবনে আবুল আদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট বসিয়াছিলাম এমন সময় তিনি তাহার চক্ষু উত্তোলন করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট হযরত জিরবীল (আ) আগমন করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** সূরার এই স্থানে রাখিতে নির্দেশ দিয়াছেন। হাদীসটির দনদ বিগ্বহ। আর মগবতঃ শহর ইবনে হাওশাব এর নিকটে উভয় সূত্রেই হাদীসটি পৌছিয়াছে

(৯১) **وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ** ০

(৯২) **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَظَتْ عَهْدَهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۗ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ** ০

৯১. তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করিও যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদিগের যামিন করিয়া শপথ দৃঢ় করিবার পর উহা ভংগ করিও না। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা জানেন।

৯২. সেই নারীর মত হইও না, যে তাহার সূতা ময়বুত করিয়া পাকাইবার পর উহার পাক খুলিয়া নষ্ট করিয়া দেয়া তোমাদিগের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাক, যাহাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হও। আল্লাহ তো ইহা দ্বারা কেবল তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। তোমাদিগের যে বিষয়ে মতভেদ আছে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাহা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন।

তাকসীর : উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। বিশেষতঃ যখন শপথসমূহকে না ভাঙিবার জন্য তাকীদ করিয়াছেন বরং উহার হিফায়তের নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَتَمَّ وَأَمَّا آيَاتُ الْكِتَابِ فَأَنْزَلْنَاهَا ذِكْرًا لِقَوْمٍ يُحْكُمُونَ আয়াত এবং لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ আয়াত আল্লাহ তা'আলাকে তোমাদের শপথসমূহের জন্য ঢাল বানাইও না এবং لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ইহা হইল তোমাদের শপথসমূহের কাফফারাহ যখন, তোমরা শপথ গ্রহণ কর। আর তোমরা তোমাদের শপথসমূহের হিফায়ত করিও। এই আয়াতসমূহ এবং বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস

أَنَّ اللَّهَ إِذَا شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا آتَيْتَ الَّذِي مَوْخِيْرًا تَحْلَفُهَا رَفِيْرًا رَوَايَةٌ وَكَفَّرَتْ عَنْ يَمِينِي

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আমি কোন বস্তুর উপর কসম খাইয়া যদি তাহার বিপরীত বস্তুতে কল্যাণ মনে করি তবে অবশ্যই সেই কাজ করিব যাহাতে কল্যাণ নিহিত এবং স্বীয় কসমের কাফফারাহ আদায় করিব। অত্র হাদীস এবং পূর্ববর্তী পূর্বোল্লিখিত আয়াত وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ, যে সকল কসম ও ওয়াদা যাহা পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে সংঘটিত হয় তাহা ভংগ করা যায় না কিন্তু যে সকল কসম উৎসাহ প্রদানের জন্য সংঘটিত হইয়া থাকে উহা অবশ্য কাফফারা দান করিয়া ভংগ করা যায়। অত্র আয়াতে কেবল সেই সকল কসম বুঝান হইয়াছে যাহা জাহেলী যুগের স্মৃতি বহন করে। হযরত মুজাহিদ (র) আয়াত وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ এর এই তাকসীর করিয়াছেন। ইমাম আহমদ

ইবন হাম্বল (র) বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু সায়রাহ (র) হযরত জুবাইর ইবনে মুতরিম (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন দুইটি দলের পারস্পরিক এক হইয়া থাকিবার জন্য কসম খাওয়া ইসলামে ইহার কোন স্থান নাই অবশ্য জাহেলী যুগে পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি যে কসম খাওয়া হইত ইসলামে উহাকে কেবল আরো ময়বুত ও শক্তিশালী করে। ইমাম মুসলিমও অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটির প্রথমার্শের অর্থ হইল, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর মুসলমানদের কোন দুইটি দলের মধ্যে সাহায্য সহানুভূতির জন্য মতুন কোন কসম খাইবার প্রয়োজন হয় না ইসলাম গ্রহণ করিলে স্বাভাবিকভাবেই এই দায়িত্ব বর্তায় যে মুসলমান যেন একে অপরের প্রতি সাহায্য সহানুভূতি প্রকাশ করে। জাহেলী যুগে যেমন সাহায্য সহানুভূতির জন্য পারস্পরিক কসম খাওয়া হইত ইসলাম গ্রহণের পরও সেই রূপ কসম খাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আসিম আহওয়াল (র) এর নূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে আসাদের বাড়ীর সম্মুখে বসিয়া বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। এই হাদীসের মর্ম হইল যে, তিনি আনসারী ও মুহাজিরদের মধ্যে পারস্পরিক এমন সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন যে তাহারা একে অপরের উত্তরাধিকার হইয়া যাইতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা রহিত হইয়া যায়। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে উমারাহ আনাদী (র) বুখারী (রা) হইতে وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ -এর তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন, আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বায়'আত প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে যে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিত সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করিত অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ অর্থাৎ ইসলামের উপর যে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছ উহা তোমরা পূর্ণ কর। وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীদের সঙ্গ সংখ্যক হওয়া ও মুশরিকদের অধিক সংখ্যক হওয়া হেন, তোমাদিগকে তোমাদের ইসলামের উপর বায়'আতকে ভংগ করিতে উৎসাহিত না করে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন ইসমাইল (র) নাকি' (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন মানুষ ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়াহ (রা) এর বায়'আত ভংগ করিতে গুরু করিল তখন হযরত ইবনে উমর (র) তাহার সকল সন্তান-সন্ততিগণকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের বায়'আতের উপর ইয়াযীদের হাতে

বায়'আত করিয়াছিল। আর আমি রসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে গুনিয়াছি। কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক বে-অফা ও বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি ঝাড়া গাড়িয়া দেওয়া হইবে। এবং বলা হইবে ইহা হইল অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার ঝাড়া। আল্লাহর সহিত শিরক করিবার পর সব চাইতে বড় গন্দর 'ও বিশ্বাসঘাতকতা হইল কাহারো হাতে আল্লাহ ও রসূলের বায়'আত করিবার পর উহা ভংগ করিয়া দেওয়া। অতএব তোমরা কেহ বায়'আত ভংগ করিওনা এবং এই ব্যাপারে কেহ সীমা অতিক্রম ও করিও না। তাহা হইলে কিন্তু তাহার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়া যাইবে; হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে মারফু'রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র) হযরত হুযায়ফা (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে গুনিয়াছি, যে ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের জন্য এমন কোন শর্ত করে যাহা সে পূর্ণ করিবার ইচ্ছা করে না সে যেন সেই ব্যক্তির মতন যে তাহার প্রতিবেশীকে আশ্রয় দান করিবার পর তাহাকে নিরাশ্রয় ছাড়িয়া দেয়। **قوله ان الله يعلم ما تفعلون** অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কর্মকান্ড খুব ভাল জানেন। অত্র আয়াত দ্বারা সেই সকল লোককে ধমক দেওয়া হইয়াছে যাহারা শপথ মযবুত করিবার পর উহা ভংগ করে। **قوله ولا تكونوا كاللتي نقصت** তোমরা সেই স্ত্রীলোকের মত হইও না যে মযবুত সূতা কাটিবার পর উহা ছিড়িয়া ফেলিয়াছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে কাসীর ও সুদী (র) বলেন মক্কায় একজন নিবোধ মেয়ে লোক ছিল সে সূতা কাটিত কিন্তু যখনই মযবুত করিয়া সূতা কাটিত সে উহা ছিড়িয়া ফেলিত। মুজাহিদ, কাভাদাহ ও ইবনে যায়দ (র) বলেন, ইহা হইল সেই ব্যক্তির উপমা যে তাহার মযবুত প্রতিশ্রুতির পর উহা ভংগ করিয়া ফেলে। আয়াতের এই ব্যাখ্যাই হইল অধিক প্রকাশ ও গ্রহণযোগ্য। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে মক্কায় কোন সূতা প্রতুতকারী স্ত্রীলোক থাকুক কিংবা না থাকুক উহাতে কিছু আসে যায় না। **قوله انكأ** শব্দটি ইসমে মাসদার হইবার সম্ভাবনা রাখে। এবং **كان** এর খবর হইতে বদল হইবার সম্ভাবনা রাখে। আসলে ছিল **انكأ - انكأ - انكأ** এর বহুবচন **انكأ** হইতে নির্গত। ইরশাদ হইয়াছে **تَخُونُونَ اِيْمَانَكُمْ فَخَلَا بَيْنَكُمْ** তোমরা তোমাদের শপথসমূহকে তোমাদের পারস্পরিক ধোকার উপায় হিসাবে নির্ধারণ করিয়া লও। **انكأ** যেন একটি দল অন্য দলের উপর ভারী হইয়া যায়। অর্থাৎ

মানুষের সংখ্যা যখন অধিক দেখিতে পাও তখন তাহাদের সম্মুখে তোমরা শপথ করিয়া নিজেদের ঈমানদারীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা কর অতঃপর তোমাদের পক্ষে যখনই বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব হয় তখনই তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে উদ্যত হও। কোন দলের দুর্বলতা ও পরাজয়ের অবস্থায়ও যখন বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা ভংগ করা হারাম ও নাজায়েম তখন শক্তিশালী ও বিজয়ের অবস্থায় বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা ভংগ করা আরো জখন্য ও মারাত্মক। আলহামদুলিল্লাহ। সূরা আনফালে আমরা পূর্বেই এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া আনিয়াছি যে হযরত মু'আবীয়াহ (রা) ও রোম সম্রাটের মধ্যে একটি সন্ধি সংঘটিত হইয়াছিল; সন্ধির শেষ দিকে হযরত মু'আবীয়াহ (রা) মুসলিম মুজাহিদগণকে সীমান্তের দিকে রওয়াদা করিয়া দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাহারা সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকার অবস্থান গ্রহণ করিবে এবং যখনই সন্ধিরকাল শেষ হইয়া যাইবে তখনই তাহারা রোমীদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করিবে; হযরত আসর ইবনে উতবা (রা) তখন হযরত মু'আবীয়াহ (রা)কে বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি ওয়াদা পূর্ণ করুন এবং বিশ্বাসঘাতকতা হইতে বিরত থাকুন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে গুনিয়াছি তিনি বলেন **وَ كَانَ يَنْهَى** "যেই গোত্রের সহিত কাহার চুক্তি হইয়া যায়, তবে ঐতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তির সময় শেষ না হইবে চুক্তির একটি বন্দন খোলাও জায়েয নহে।" অত্র হাদীস শ্রবণ মাত্রই হযরত মু'আবীয়াহ (রা) তাহার সেনাবাহিনী লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) **انكأ** শব্দের অর্থ "অধিক"। এর তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে **انكأ** শব্দের অর্থ "অধিক"। মুজাহিদ (রা) বলেন, মানুষ কোন কোন সময় যে গোত্রের সহিত সন্ধি ও চুক্তি করিত তাহাদের তুলনায় অন্য গোত্রকে সংখ্যার দিক থেকে অধিক পাইয়া তাহাদের সহিত নতুন সন্ধি করিত এবং পূর্বে তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়াছিল উহা বাতিল করিয়া দিত। আল্লাহ তা'আলা এইরূপ সন্ধি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যাহোক, কাভাদাহ ও ইবনে যায়দ (র) অনুরূপ তাকসীর করিয়াছেন। **قوله انما يبئركم الله ب** সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা অধিক সংখ্যক দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। ইবনে জরীর (রা) বলেন, ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা পূর্ণ করিবার নির্দেশ দান করিয়া তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন **ما القيامة** **ما** কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা সেই সব বিষয়ের সঠিক তাৎপর্য বর্ণনা করিবেন যাহা সম্পর্কে তাহারা বিরোধ করিতেছে; অতঃপর তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার আদল ও কর্মকান্ড অনুযায়ী শাস্তি ও পুরস্কার দান করিবেন।

(৯২) وَكُوشَاءَ اللَّهِ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْتَعْلَنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

(৯৪) وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَامُكُمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَ
تَذُوقُوا الشُّوَاءَ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

(৯৫) وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(৯৬) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۖ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ
صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

৯৩. ইচ্ছা করিলে আল্লাহ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা বিজ্ঞাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদিগকে প্রমাণ করা হইবে।

৯৪. পরস্পর প্রবঞ্চনা করিবার জন্য তোমরা তোমাদিগের শপথকে ব্যবহার করিও না, করিলে পা ছিন্ন হওয়ার পর পিছু লইয়া যাইবে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আশ্বাদ গ্রহণ করিবে, তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।

৯৫. তোমরা আল্লাহর সংগে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করিও না। আল্লাহ নিকট যাহা আছে কেবল তাহাই তোমাদিগের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানিতে।

৯৬. তোমাদিগের নিকট যাহা আছে তাহাতো নিঃশেষ হইবে এবং আল্লাহর নিকট যাহা আছে তাহা স্থায়ী। যাহারা ধৈর্যধারণ করে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে তাহারা যাহা করে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করিব।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হে লোক সকল! كُوشَاءَ اللَّهِ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে তোমাদের সকলকে একই দলে পরিণত করিয়া দিতেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَكُوشَاءَ رَبِّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে ভূ-খণ্ডে অবস্থিত সকলেই ঈমান আনিত। অর্থাৎ সকলের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হইত। পারস্পরিক বিরোধ ও শত্রুতা বিদ্যমান থাকিত না।

وَكَوْشَاءَ رَبِّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ وَلَئِنَّكَ لَخَلْقَهُمْ

দলে পরিণত করিতেন তবে তাহারা পারস্পরিক বিরোধ করিতেই থাকিবে। কিন্তু আল্লাহ যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন জায় এই কারণেই তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা ওসরাহ করেন যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন। অর্থাৎ হেদায়াত প্রদান ও তুমরাহ করা

তাহারই ইচ্ছায় অধিনস্ত। অতঃপর তিনি বিদ্যামত দিবসে তোমাদের সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং তোমাদের ছোট বড় সর্বপ্রকার কর্মফল দান করিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এই ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছেন যে, তাহারা যেন তাহাদের শপথসমূহকে ধোকার ও চালবাজীর জন্য প্রয়োগ না করে তাহা হইলে কিন্তু ধর্মীয় দৃঢ়তার পর এই কারণে তাহাদের পদস্থলন ঘটিবে যেমন সরল সঠিক পথে চলিতে চলিতে পথ ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এবং তোমাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা অন্যের জন্য হেদায়াতের পথে পরিচালিত হইবার জন্য বাধার সৃষ্টি করিবে। এর কারণ কাফির যখন দেখিবে একজন মু'মিন তাহার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তখন তাহার এই সত্য ধর্মের প্রতি তাহার কোন ভরসা থাকিবে না এবং এই কারণেই সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে

وَكَوْشَاءَ اللَّهِ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَلَتَسْتَعْلَنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর সহিত শপথ করিয়া উহার নিনিময়ে দুনিয়ার নগণ্য বস্তু গ্রহণ করিও না দুনিয়ার সমুদয় বস্তুই অধিরাতের তুলনায় নগণ্য। যদি আদম সন্তানের জন্য দুনিয়ার সকল ধনরাশী জমা করা হয় তবুও আল্লাহর নিকট যাহা রহিয়াছে উহা তাহার জন্য উত্তম। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সওয়াবের আশা রাখে এবং পরকালের সওয়াবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহার ওয়াদা ও চুক্তি সংরক্ষণ করে তাহার জন্য আল্লাহর

নিকটের বিনিময় অধিক উত্তম। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا يَكُونُ لَكُمْ عِنْدَهُ نَفْدٌ وَلَا يُؤْتَىٰ بِهَا شَيْءٌ যদি তোমাদের এই বিশ্বাস থাকে যে তোমাদের নিকট যাহা আছে উহা নিশ্চয় হইয়া যাইবে উহা কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ আর আল্লাহর নিকট যাহা আছে উহা চিরস্থায়ী। অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে তোমাদের লোক আমলসমূহের যে পুরস্কার রহিয়াছে উহা কোন দিন নিশ্চয় হইবে না উহা চিরস্থায়ী। وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ আর যাহারা ধৈর্য ধারণ করিবে আমি তাহাদের আমলসমূহের অবশ্যই উত্তম বিনিময় দান করিব। আল্লাহ তা'আলা লয়মে তাকীদ দ্বারা শপথ করিয়া এই কথা

স্বোয়গা করিয়াছেন যে, তিনি ধৈর্যধারণকারীদিগকে তাহাদের আমলের উত্তম বিনিময় দান করিবেন। এবং তাহাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

(৭৭) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

৯৭. মু'মিন হইয়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেহ সৎকর্ম করিবে তাহাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করিব।

তাকসীর : যে ব্যক্তি সৎকাজ করে অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবেক যে ব্যক্তি তাহার কার্যাবলী সুসম্পন্ন করে এবং তাহার অন্তরে আল্লাহ ও তাহার রাসুলের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং তবে সে ব্যক্তি চাই নর হউক কিংবা নারী তাহার জন্য আল্লাহর তা'আলা এই ওয়াদাই করিয়াছেন যে তিনি এই দুনিয়াই তাহাকে উত্তম জীবন দান করিবেন এবং পরকালে তাহার আমলের উত্তম বিনিময় দান করিবেন। উত্তম জীবন ধারা এমন জীবন বুঝান হইয়াছে যাহাতে নানা প্রকার আরাম আয়েশ বিদ্যমান থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও উনামায়ে কিরামের একটি দল হইতে বর্ণিত তাহারা হযরত আলী ইবন আবু তালেব (রা) হইতে বর্ণিত حَيٰوةً طَيِّبَةً এর অর্থ করিয়াছেন উত্তম ও হালাল রিযিক দ্বারা। হযরত আলী ইবন আবু তালেব (রা) হইতে বর্ণিত حَيٰوةً طَيِّبَةً এর অর্থ কানা'আত (অল্পেতুষ্টি) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রা) হইতেও এই তাকসীর বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হযরত আলী ইবন তালহা (র) বর্ণনা করেন ইহার অর্থ سعادت ও সৌভাগ্য। হাসান, মুজাহিদ ও কাভাদাহ (র) বলেন বেহেশত ছাড়া অন্য কোথাও উত্তম জীবন লাভ হয় না। যাহূহাক (র) বলেন, ইহার অর্থ, হালাল রিযিক ও ইবাদত। যাহূহাক (র) আরো বলেন, ইহার অর্থ ইবাদত করা এবং ইবাদতের জন্য অন্তর খুলিয়া যাওয়া। কিন্তু বিগ্গল মত হইল حَيٰوةً طَيِّبَةً উপরোক্ত সব কয়টি বিষয়কেই শামিল করে। যেমন ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন قَدْ أَفْلَحَ مَنَ اسْلَمَ وَرَزَقَ سے ব্যক্তি সফল হইয়াছে যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাকে প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক দান করা হইয়াছে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাকে যাহা কিছু দান করিয়াছেন উহাতে সে চুপ্ত হইয়াছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ-মুকরী হইতে ইমাম মুসলিম এই সূত্রেই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও

দাসামী (র) আবু হানী বুখারিহ ইবনে উবাইদ হইতে বর্ণিত যে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছেন قَدْ أَفْلَحَ مَنَ هَدَىٰ لِّلَّهِ سَلَامًا وَكَانَ عَمَلُهُ كَفَالًا وَقَنَعَ সেই ব্যক্তি সফল হইয়াছে যাহাকে ইসলামের প্রতি হেদায়াত করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন মত তাহার জীবন যাপনের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং উহাতে সে সন্তুষ্ট রহিয়াছে। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি বিশ্বুদ্ধ। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ হযরত আনাগ ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً يُعْطِي بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُنَازِلُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّىٰ إِذَا أَفْسَىٰ إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ حَسَنَةً يُعْطِي بِهَا خَيْرٌ

আল্লাহ তাহার কোন মু'মিন হাদীস প্রতি ফুলুম করেন না। তিনি তাহার নেক আমলের বিনিময় দুনিয়ায়ও দান করেন এবং পরকালেও তাহার পুরস্কার দান করিবেন। কিন্তু কফির ব্যক্তি তাহার ভাল কাজের বিনিময় দুনিয়াই লইয়া শোণ করে। যখন সে পরকালে পৌঁছায় তখন বিনিময় লাভের জন্য কোন অমলই তাহার নিকট অবশিষ্ট থাকে না। হাদীসটি কেবলমাত্র ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭৮) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

(৭৯) إِنَّهُ لَيَسَّ لَكَ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

(১০০) إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُوْنَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۝

৯৮. যখন কুরআন পাঠ করিবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহর স্মরণ লইবে।

৯৯. উহার কোন আধিপত্য নাই তাহাদিগের উপর যাহারা ঈমান আনে ও তাহাদিগের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

১০০. উহার আধিপত্য তো কেবল তাহাদিগেরই উপর যাহারা উহাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যাহারা আল্লাহর শরীক করে।

তাকসীর : উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাহার নবী (সা) এর মুখে তাহার বান্দাদিগকে কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে যেন শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তবে এই হুকুম ওয়াজিব বুখাইবার জন্য নহে। বরং ইহা দ্বারা মুত্তাহাব প্রমাণিত হয়। আবু

জা'ফর ইবনে জরীর ও অন্যান্য ইমামগণ এই সম্পর্কে ইজমা মকল করিয়াছেন। শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা সম্পর্কে আমরা তাফসীরের শুরুতে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি। কুরআন পাঠের শুরুতে শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিবার হিকমত ও ফায়দা হইল, যেন শয়তান কুরআন পাঠকারীর পাঠে কোন প্রকার গড়বড় না করিতে পারে এবং কুরআন পাঠে চিন্তাভাবনা করিতে ও কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি না করিতে পারে। এই কারণে অধিকাংশ উলম্বায়ে কিরামের মত হইল। তিনাওয়াতের পূর্বেই আউযু পড়িবে। হামযা ও আবু হাতিম সিজিস্তানী (র) হইতে বর্ণিত কুরআন পাঠ শেষে আউযু পড়িবে। অত্র আয়াতকে তাহার দলীল হিসাবে পেশ করেন। শরহুল মুহাম্মাব নামক গ্রন্থে ইমাম নববী (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র) ও ইবরাহীম নখয়ী (র) হইতেও অনুরূপ মত বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বে বর্ণিত বহু হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কুরআন পাঠের পূর্বেই আউযু পড়িতে হয়। قوله يَا هَٰذَا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَتَوْا بِعِبَادَتِمْ شُرَكَائِهِمْ أَتَمَمًا ۚ যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং তাহাদের প্রতিপালকের প্রতি ভরসা করে, শয়তানের তাহাদের উপর কোন ক্ষমতা নাই। সাওরী (র) বলেন, তাহাদের উপর শয়তানের এমন ক্ষমতা নাই যে তাহারা গুনাহ করিয়া বসিলে তওবা হইতে শয়তান তাহাদিগকে বিরত রাখিতে পারে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, ইহার অর্থ হইল তাহাদের উপর শয়তানের কোন দলীল ও মুক্তি প্রমাণ চলে না যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে الْأَعْيَادُكَ مِنْهُمْ ۚ অর্থাৎ যাহারা আপনার মুসলিম ও ঐটি বান্দা তাহাদের উপর শয়তানের কোন ষড়যন্ত্র চলিবে না। শয়তানের ক্ষমতা কেবল তাহাদের উপর চলে যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়া চলে। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, শয়তানের ক্ষমতা কেবল তাহাদের উপর চলে যাহারা তাহাকে বন্ধ বানাইয়াছে। وَهُمْ بِمُشْرِكِيكُمْ ۚ আর যাহারা আল্লাহর সহিত শিরক করে। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর ইবাদতে অন্যকে শরীক করে। এখানে به এর كَيْفَ কে কারণমূলক অব্যয়ও বলা যায় অর্থাৎ শয়তানের অনুসরণের কারণে তাহারা মুশরিক হইয়াছে কোন কোন তাফসীরকার বলেন তাহারা শয়তানকে তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে আল্লাহর শরীক বলিয়া মনে করে।

(১০১) وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُكْرَهُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(১০২) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

১০১. আমি যখন এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি— আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করেন তাহা তিনিই ভাল জানেন তখন তাহারা বলে তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই জানে না।

১০২. বশ, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে রুহুল কুদুস জিবরাইল সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছে যাহারা মু'মিন তাহাদিগকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদিগের জন্য।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের জ্ঞানের দুর্বলতা, অপরিপক্বতা ও তাহাদের দৃঢ়তার অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন আর তাহাদের পক্ষ হইতে তোহ্মা ইমান আনয়নের ধারণাও করা যায় না তাহারা আদী দুর্ভাগ্য। তাহারা যখন কোন হুকুমের পরিবর্তন দেখে অর্থাৎ নাসেখ দ্বারা কোন হুকুমকে মানসূখ রহিত হইতে দেখে তখন তাহারা রাসুলুল্লাহ (সা) কে বলে إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ তুমি তো একজন মিথ্যাবাদী। অথবা হুকুম রহিতকারী আল্লাহ যখন যাহা ইচ্ছা তখন তিনি তাহা করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। হযরত মুজাহিদ **أَيُّ مَكَانٍ آيَةٍ** এর অর্থ বলেন, “যখন আমি কোন আয়াতকে রহিত করিয়া উহার স্থানে অন্য আয়াত রাখিয়া দেই” কাতাদাহ (র) বলেন আয়াতটি **مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا** এর অনুরূপ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের জবাবে বলেন **قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ** আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে হযরত জিবরীল আমীন সত্য ও ইনসাফের সহিত ইহা অবতীর্ণ করিয়াছেন **لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا** যেন মুমিনগণ পূর্বে ও পরে আল্লাহ তা'আলা যাহা কিছু অবতীর্ণ করিয়াছেন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাহাদের অন্তর উহার প্রতি বিন মুকিয়া পড়ে। **وَمَنْ يَشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ** ۖ যেই সকল মুসলমান আল্লাহ ও তাহার রাসুলের প্রতি ইমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য এই কুরআন হেদায়াতদানকারী ও সুসংবাদ দান কারী।

(১০২) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانِ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ۝

১০৩. আমি তো জানিই তাহারা বলে, তাহাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ উহার লিঙ্গ প্রতি ইহা আরোপ করে তাহার ভাষাতো আরবী নহে কিন্তু কুরআনের ভাষা আরবী ভাষা।

জা'ফর ইবনে জরীর ও অন্যান্য ইমামগণ এই সম্পর্কে ইজমা নকল করিয়াছেন। শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা সম্পর্কে আমরা তাফসীরের শুরুতে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি। কুরআন পাঠের শুরুতে শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিবার হিকমত ও ফায়দা হইল, যেন শয়তান কুরআন পাঠকারীর পাঠে কোন প্রকার গড়বড় না করিতে পারে এবং কুরআন পাঠে চিন্তাতাবনা করিতে ও কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি না করিতে পারে। এই কারণে অধিকাংশ উলমায়ে কিরামের মত হইল। তিলাওয়াতের পূর্বেই আউযু পড়িবে। হামযা ও আবু হাতিম সিঞ্জিস্তানী (র) হইতে বর্ণিত কুরআন পাঠ শেষে আউযু পড়িবে। অত্র আয়াতকে তাহার দলীল হিসাবে পেশ করেন। শরহুল মুহাম্মাব নামক গ্রন্থে ইমাম নববী (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র) ও ইবরাহীম নখরী (র) হইতেও অনুরূপ মত বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বে বর্ণিত বহু হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কুরআন পাঠের পূর্বেই আউযু পড়িতে হয়। قوله اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের প্রতিপালকের প্রতি ভরসা করে, শয়তানের তাহাদের উপর কোন ক্ষমতা নাই। সাওরী (র) বলেন, তাহাদের উপর শয়তানের এমন ক্ষমতা নাই যে তাহারা গুনাহ করিয়া বসিলে তওবা হইতে শয়তান তাহাদিগকে বিরত রাখিতে পারে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, ইহার অর্থ হইল তাহাদের উপর শয়তানের কোন দলীল ও যুক্তি প্রমাণ চলে না যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে اَلْعِبَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَعْبَادُكَ مِنْهُمْ اَعْبَادُكَ مِنْهُمْ অর্থাৎ যাহারা আপনায় মুসলিম ও ষাঁটি বান্দা তাহাদের উপর শয়তানের কোন ষড়যন্ত্র চলিবে না। اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শয়তানের ক্ষমতা কেবল তাহাদের উপর চলে যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়া চলে। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, শয়তানের ক্ষমতা কেবল তাহাদের উপর চলে যাহারা তাহাকে বন্ধ বানাইয়াছে। وَمَنْ يَّشْرِكْ بِى مُشْرِكُوْنَ আর যাহারা আল্লাহর সহিত শিরক করে। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর ইবাদতে অন্যকে শরীক করে। এখানে بِى এর كَا اর্থ কে কারণমূলক অব্যয়ও বলা যায় অর্থাৎ শয়তানের অনুসরণের কারণে তাহারা মুশরিক হইয়াছে কোন কোন তাফসীরকার বলেন তাহারা শয়তানকে তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে আল্লাহর শরীক বলিয়া মনে করে।

(১০১) وَإِذْ اٰتَيْنَا اٰیَةً مِّنْ اٰیٰتِنَا اَنْ نَّجِيَّكَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝۷
 اِنَّكَ اَنْتَ مُفْتَرٍ ۝۸
 (১০২) قُلْ كَفَرًا مَّنْ كَانَ اٰبَآءُكَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝۱
 اَمْ تَرٰى اَنْ يَّجْعَلَ لِكُلِّ قَوْمٍ لِّغٰتًا ۝۲

১০১. আমি যখন এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি— আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করেন তাহা তিনিই জাদ জানেন তখন তাহারা বলে তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই জানে না।

১০২. বল, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে রহুল কুদুস জিবরাঈল সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছে যাহারা মু'মিন তাহাদিগকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদিগের জন্য।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের জ্ঞানের দুর্বলতা, অপরিপক্বতা ও তাহাদের দৃঢ়তার অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন আর তাহাদের পক্ষ হইতে তে- ঈমান আনয়নের ধারণাও করা যায় না তাহারা আদী দুর্ভাগ্য। তাহারা যখন কোন হুকুমের পরিবর্তন দেখে অর্থাৎ নাসেখ দ্বারা কোন হুকুমকে মানসূখ রহিত হইতে দেখে তখন তাহারা রাসুলুল্লাহ (সা) কে বলে اِنَّكَ اَنْتَ مُفْتَرٍ তুমি তো একজন মিথ্যাবাদী। অথবা হুকুম রহিতকারী আল্লাহ যখন যাহা ইচ্ছা তখন তিনি তাহা করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। হযরত মুজাহিদ اِنَّهُ كَانَ اَبِيَّ مَكَّانٍ এর অর্থ বলেন, “যখন আমি কোন আয়াতকে রহিত করিয়া উহার স্থানে অন্য আয়াত রাখিয়া দেই” কাভাদাহ (র) বলেন আয়াতটি اِنَّا نُنزِّلُ الْكِتٰبَ مَعَ الْوَسْطٰنِ এর অনুরূপ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের জবাবে বলেন قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ ۝۱ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে হযরত জিবরাঈল আমীন সত্য ও ইনসাফের সহিত ইহা অবতীর্ণ করিয়াছেন اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যেন মুমিনগণ পূর্বে ও পরে আল্লাহ তা'আলা যাহা কিছু অবতীর্ণ করিয়াছেন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাহাদের অন্তর উহার প্রতি যেন ঝুঁকিয়া পড়ে। وَهٰدٰى سَبِيْلَهُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۝۲ যেই সকল মুসলমান আল্লাহ ও তাহার রাসুলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য এই কুরআন হেদায়াতদানকারী ও সুসংবাদ দান কারী।

(১০২) وَلَقَدْ نَعَلِمُ اَنْهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا عَلَّمَتْهُ بَشَرَ لِّسَانَ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَبِيْ وَهٰذَا لِسَانَ عَرَبٍ مُّبِيْنٍ ۝

১০৩. আমি তো জানিই তাহারা বলে, তাহাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ উহারিয়ার প্রতি ইহা আরোপ করে তাহার ভাষাতো আরবী নহে কিন্তু কুরআনের ভাষা আরবী ভাষা।

তাকসীর : আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে মুশরিকদের আর একটি মিথ্যা অভিযোগের জবাব দান করিয়াছেন। তাহারা এই কুরআন সম্পর্কে মন্তব্য করিত যে যেই কুরআন মুহাম্মদ (সা) তোমাদের নিকট পাঠ করিয়া শুনায় উহা সে কোন মানুষ হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়াছে। এই কথা দ্বারা তাহারা কুরাইশদের একটি গোলামের প্রতি ইংগিত করিত। উক্ত গোলাম সাফা পাহাড়ের নিকট জয় বিক্রয় করিত এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) কোন কোন সময় তাহার নিকট গিয়া বসিতেন এবং কিছু কথাবার্তা বলিতেন। গোলামটি ছিল আজমী। আরবী ভাষায় সে কথা বলিতে পারিত না। কিংবা কেহ কোন কথা বলিলে কোন স্বকম উহার উত্তর দিতে পারিত। আল্লাহ তাহাদের মিথ্যা অপবাদে প্রতিবাদে ইরশাদ করেন لِسَانُ الَّذِي يُلْحِثُونَ إِلَيْهِ يَا هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ যাহার প্রতি কাফিররা এই কুরআনকে সন্থিত করিতেছে তাহার ভাষা হইল আরবী আর এই কুরআনের ভাষা হইল স্পষ্ট আরবী ভাষা। অতএব যেই ব্যক্তি এইরূপ ফাসাহাত বালাগাত পূর্ণ গ্রন্থ সাহিত্যে লালিত্যে ও রসে ভরা কল্যাণ পেশ করেন এবং যাহার উপর অবতারিত গ্রন্থ বণী ইসরাঈলের নবীগণের প্রতি অবতারিত সকল গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণ অর্থ বহনকারী গ্রন্থ অতএব যিনি তোমাদের সম্মুখে এই মহান গ্রন্থ প্রেশ করেন তিনি একজন আজমী গোলাম হইতে ইহা শিক্ষা করিয়াছেন এইরূপ অযৌক্তিক কথা তোমরা বলিতে পার কি রূপে? যাহাকে কিছু মাত্র জ্ঞান বিবেকের পরশ লাগিয়াছে তাহার পক্ষে এই রূপ মন্তব্য করা নেহাত অশোভনীয়।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, আমার নিকট যে সংবাদ পৌছিয়াছে তাহা হইল, জাবর নামক এক খৃষ্টান গোলাম যে বনী হাযরমী গোত্রের কোন এক ব্যক্তির গোলাম ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার নিকট মারওয়াহ নামক পাহাড়ের নিকট বসিতেন। ইহার প্রেক্ষিতেই মুশরিকরা এই কথা উড়াইয়া দিল যে রাসূলুল্লাহ (সা) এই কুরআন ঐ গোলামের নিকট হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়াছে। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। لَقَدْ نَعَلِمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِثُونَ إِلَيْهِ أُعْجِبِي هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ হযরত ইকরিমাহ ও কাতাদা (র) হইতে রণিত ঐ গোলামটির নাম ছিল ইয়াযীশ। ইবনে জরীর (র) বলেন, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ জুনী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি

দান রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা শরীফে বালআম নামক এক কর্মকারকে কিছু শিক্ষা দান করিতেন, লোকটি ছিল আজমী। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে তাহার নিকট আয়াত করিতে দেখিয়া বলিতে লাগিল মুহাম্মদ (সা) কে তো বালআমই শিক্ষা দান করিবে। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় لَقَدْ نَعَلِمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِثُونَ إِلَيْهِ أُعْجِبِي هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ তাহারা এই কথা বলে, মুহাম্মদ (সা) কে একজন মানুষই শিক্ষা দান করে। যাহার প্রতি তাহারা এই কুরআনকে সন্থিত করে, তাহার ভাষা হইল আজমী আর এই কুরআনের ভাষা হইল স্পষ্ট আরবী ভাষা। যাহাকে ইবনে মুহাম্মদ বলেন, মুশরিকরা তাহার কথা বলিয়াছে তিনি হইলেন হযরত সালমান ফারেসী। কিন্তু এই উক্তি বড় বেশি উক্তি কারণ আয়াতটি হইল মক্কী আয়াত। অঞ্চ হযরত সালমান ফারেসী মদীনাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসলিম (র) বলেন, আমাদের দুইজন আজমী গোলাম ছিল যাহারা তাহাদের স্বীয় ভাষায় তাহাদের ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করিত। নবী করীম (সা) তাহাদের নিকট দিয়া যাতায়াত করিতেন তাহাদের নিকট দাঁড়াইতেন এবং কিছু কথাও শুনিতেন। তখন মুশরিকরা বলিতেন, মুহাম্মদ (সা) ইহাদের নিকট হইতেই শিক্ষা গ্রহণ করে। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইমাম জরীর (র) সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, মুশরিকদের মধ্য হইতে এই ব্যক্তি ইহা বলিয়াছিল সে রাসূলুল্লাহ (সা) এর ওই লিখিত কিছু সে ইসলাম হইতে মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল এবং এই মিথ্যা অভিযোগ রচিয়াছিল।

(১০৬) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(১০৭) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

১০৪. যাহারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে আল্লাহ আয়াত করেন না এবং তাহাদিগের জন্য আছে মর্মভেদ শাস্তি।

১০৫. যাহারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তাহারা তো কেবল মিথ্যা কথন করে এবং তাহারা ই মিথ্যাবাদী।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে যাহারা আল্লাহর স্মরণ হইতে বিদ্রুত থাকে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা যাহা কিছু অবতীর্ণ করিয়াছেন উহার প্রতি অবহেলা করে এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহা কিছু আগত হইয়াছে তাহার প্রতি ঈমান রাখে না এই প্রকার মানুষকে আল্লাহ তা'আলাও দূরে নিক্ষেপ করেন। ঈমান ও সত্য ধর্মের প্রতি তাহাদিগকে হেদায়াত দান করেন না। এবং তাহাদের জন্য বড়ই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে; অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মিথ্যা রচনা করেন নাই আর তিনি কোন মিথ্যাবাদীও নহেন। কারণ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা রচনা করে কেবল তাহারাই যাহারা সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক

১০৬. কেহ তাহার ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করিলে এবং কুফরীর হৃদয় উন্মুক্ত রাখিলে তাহার উপর আগত হইবে আল্লাহর গযব এবং তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি। তবে তাহার জন্য নহে যাহাকে কুফরীর জন্য বাধ্য হয় কিন্তু তাহার চিন্তা ইমানে অবিচলিত।
 ১০৭. ইহা এই জন্য যে, তাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতে উপর প্রাধান্য দিয়া। এবং এই জন্য যে আল্লাহ আর কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।
 ১০৮. উহারাই তাহারা আল্লাহ তাহাদিগের অন্তর, বর্ণ ও চক্ষু মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারাই গাফিল।
 ১০৯. নিশ্চয়ই উহার আখিরাতে হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।
 তাফসীর : যে সকল লোক ঈমানের পর কুফর করে সঠিক পথ দেখিবার পর তাহারা অন্ধ হইয়া যায়। এবং খোলা মনে কুফর করে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন যে তাহাদের প্রতি আল্লাহর জেদ ও গযব নিপতিত হইবে। কারণ, তাহারা ঈমান আনিবার পর ঈমান হইতে দূরে সরিয়াছে। আর তাহাদের জন্য পরকালে ভীষণ শাস্তি রহিয়াছে। তাহারা পরকালের তুলনায় পৃথিবী জীবনকে প্রাধান্য দিয়াছে আর এই কারণেই তাহারা ঈমান গ্রহণের পর পুনরায় মুক্ত হইয়াছে। আল্লাহ তাহাদের অন্তরসমূহকে সঠিক পথের দিশা দান করেন নাই আর সঠিক ধর্মের উপর তাহাদিগকে দৃষ্টি রাখেন নাই বরং তাহাদের অন্তরসমূহের উপর সীলমোহর মারিয়াছেন। অতএব তাহারা তাহাদের উপকারী বিষয় বুঝিতে সক্ষম হইবে না। তাহাদের চক্ষুসমূহও কর্ণসমূহের উপরও সীল মোহর মারিয়া দিয়াছেন-অতএব ইহা বলাও তাহারা উপকৃত হইবে না। অর্থাৎ কোন বস্তুই তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না। এবং তাহাদের পরিণাম হইতে তাহারা উদাসীন : لَاجِرْمَ اِنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ مُمَّ ۙ অর্থাৎ যাহারা এই ধরনের অসংগুণের অধিকারী অবশ্যই তাহারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহারা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে-এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। অর্থাৎ যাহারা ক্বাফির ۙ اُولٰٓئِكَ اَكْرَهًا وَّقَلْبُهُمْ مَّطْمَئِنٌ بِالْاِيْمَانِ ۗ মুশরিকদের আঘাতে ও নির্যাতনের কারণে-মুখে ভেদ কুফর উচ্চারণ করে কিন্তু তাহাদের মুখের কথাতে তাহাদের অন্তর অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানে পরিপূর্ণ তাহারা উপরোক্ত ধমক ও উল্লেখিত শাস্তি ভোগ করিবে না। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন উদ্ধৃত আয়াত হযরত হযরত ইবনে ইয়্যাসির (রা) সম্পর্কে তখন অবতীর্ণ হইয়াছিল, যখন মুশরিকরা তাহাকে বন্দি রাখিয়া শাস্তি দিতেছিল যে যাবৎ না সে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াতকে

(১০৬) مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۙ اِلَّاۤ مِنْۢ كُفْرِهٖۙ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَ لٰكِنْ مِّنۡ شَرِّۙ بِالْكُفْرِۙ صَدْرًاۙ فَفَعَلِيْهِمْ غَضَبٌۭ مِّنَ اللّٰهِ ۙ وَ لَهُمْ عَذَابٌۭ عَظِيْمٌ ۝

(১০৭) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(১০৮) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ سَمِعِهِمْ وَ اَبْصَارِهِمْ ۙ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝

(১০৯) لَا جَرْمَ اِنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

১০৬. কেহ তাহার ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করিলে এবং কুফরীর হৃদয় উন্মুক্ত রাখিলে তাহার উপর আগত হইবে আল্লাহর গযব এবং তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি। তবে তাহার জন্য নহে যাহাকে কুফরীর জন্য বাধ্য হয় কিন্তু তাহার চিন্তা ইমানে অবিচলিত।

১০৭. ইহা এই জন্য যে, তাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতে উপর প্রাধান্য দিয়া। এবং এই জন্য যে আল্লাহ আর কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

১০৮. উহারাই তাহারা আল্লাহ তাহাদিগের অন্তর, বর্ণ ও চক্ষু মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারাই গাফিল।

১০৯. নিশ্চয়ই উহার আখিরাতে হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।

তাফসীর : যে সকল লোক ঈমানের পর কুফর করে সঠিক পথ দেখিবার পর তাহারা অন্ধ হইয়া যায়। এবং খোলা মনে কুফর করে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন যে তাহাদের প্রতি আল্লাহর জেদ ও গযব নিপতিত হইবে। কারণ, তাহারা ঈমান আনিবার পর ঈমান হইতে দূরে সরিয়াছে। আর তাহাদের জন্য পরকালে ভীষণ শাস্তি রহিয়াছে। তাহারা পরকালের তুলনায় পৃথিবী জীবনকে প্রাধান্য দিয়াছে আর এই কারণেই তাহারা ঈমান গ্রহণের পর পুনরায় মুক্ত হইয়াছে। আল্লাহ তাহাদের অন্তরসমূহকে সঠিক পথের দিশা দান করেন নাই আর সঠিক ধর্মের উপর তাহাদিগকে দৃষ্টি রাখেন নাই বরং তাহাদের অন্তরসমূহের উপর সীলমোহর মারিয়াছেন। অতএব তাহারা তাহাদের উপকারী বিষয় বুঝিতে সক্ষম হইবে না। তাহাদের চক্ষুসমূহও কর্ণসমূহের উপরও সীল মোহর মারিয়া দিয়াছেন-অতএব ইহা বলাও তাহারা উপকৃত হইবে না। অর্থাৎ কোন বস্তুই তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না। এবং তাহাদের পরিণাম হইতে তাহারা উদাসীন : لَاجِرْمَ اِنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ مُمَّ ۙ অর্থাৎ যাহারা এই ধরনের অসংগুণের অধিকারী অবশ্যই তাহারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহারা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে-এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। অর্থাৎ যাহারা ক্বাফির ۙ اُولٰٓئِكَ اَكْرَهًا وَّقَلْبُهُمْ مَّطْمَئِنٌ بِالْاِيْمَانِ ۗ মুশরিকদের আঘাতে ও নির্যাতনের কারণে-মুখে ভেদ কুফর উচ্চারণ করে কিন্তু তাহাদের মুখের কথাতে তাহাদের অন্তর অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানে পরিপূর্ণ তাহারা উপরোক্ত ধমক ও উল্লেখিত শাস্তি ভোগ করিবে না। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন উদ্ধৃত আয়াত হযরত ইবনে ইয়্যাসির (রা) সম্পর্কে তখন অবতীর্ণ হইয়াছিল, যখন মুশরিকরা তাহাকে বন্দি রাখিয়া শাস্তি দিতেছিল যে যাবৎ না সে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াতকে

(১০৬) مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۙ اِلَّاۤ مِنْۢ كُفْرِهٖۙ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَ لٰكِنْ مِّنۡ شَرِّۙ بِالْكُفْرِۙ صَدْرًاۙ فَفَعَلِيْهِمْ غَضَبٌۭ مِّنَ اللّٰهِ ۙ وَ لَهُمْ عَذَابٌۭ عَظِيْمٌ ۝

(১০৭) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(১০৮) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ سَمِعِهِمْ وَ اَبْصَارِهِمْ ۙ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝

(১০৯) لَا جَرْمَ اِنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

তাফসীর : যে সকল লোক ঈমানের পর কুফর করে সঠিক পথ দেখিবার পর তাহারা অন্ধ হইয়া যায়। এবং খোলা মনে কুফর করে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন যে তাহাদের প্রতি আল্লাহর জেদ ও গযব নিপতিত হইবে। কারণ, তাহারা ঈমান আনিবার পর ঈমান হইতে দূরে সরিয়াছে। আর তাহাদের জন্য পরকালে ভীষণ শাস্তি রহিয়াছে। তাহারা পরকালের তুলনায় পৃথিবী জীবনকে প্রাধান্য দিয়াছে আর এই কারণেই তাহারা ঈমান গ্রহণের পর পুনরায় মুক্ত হইয়াছে। আল্লাহ তাহাদের অন্তরসমূহকে সঠিক পথের দিশা দান করেন নাই আর সঠিক ধর্মের উপর তাহাদিগকে দৃষ্টি রাখেন নাই বরং তাহাদের অন্তরসমূহের উপর সীলমোহর মারিয়াছেন। অতএব তাহারা তাহাদের উপকারী বিষয় বুঝিতে সক্ষম হইবে না। তাহাদের চক্ষুসমূহও কর্ণসমূহের উপরও সীল মোহর মারিয়া দিয়াছেন-অতএব ইহা বলাও তাহারা উপকৃত হইবে না। অর্থাৎ কোন বস্তুই তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না। এবং তাহাদের পরিণাম হইতে তাহারা উদাসীন : لَاجِرْمَ اِنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ مُمَّ ۙ অর্থাৎ যাহারা এই ধরনের অসংগুণের অধিকারী অবশ্যই তাহারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহারা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে-এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। অর্থাৎ যাহারা ক্বাফির ۙ اُولٰٓئِكَ اَكْرَهًا وَّقَلْبُهُمْ مَّطْمَئِنٌ بِالْاِيْمَانِ ۗ মুশরিকদের আঘাতে ও নির্যাতনের কারণে-মুখে ভেদ কুফর উচ্চারণ করে কিন্তু তাহাদের মুখের কথাতে তাহাদের অন্তর অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানে পরিপূর্ণ তাহারা উপরোক্ত ধমক ও উল্লেখিত শাস্তি ভোগ করিবে না। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন উদ্ধৃত আয়াত হযরত ইবনে ইয়্যাসির (রা) সম্পর্কে তখন অবতীর্ণ হইয়াছিল, যখন মুশরিকরা তাহাকে বন্দি রাখিয়া শাস্তি দিতেছিল যে যাবৎ না সে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াতকে

অস্বীকার করিবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতে থাকিবে; তখন বাধা হইয়াই তিনি মুখে তাহাদের অনুকরণ করিয়াছিলেন এবং পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ওজর পেশ করিয়াছিলেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল। শাবী, কাতানাহ ও আব্দুল মালেক (র) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইবনে আসুল আ'লা (র) আবু উবায়দাহ মুহাম্মদ ইবনে আশ্বার ইবনে ইয়াসির হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুশরিকরা হযরত আখার ইবনে ইয়াসিরকে খেফতার করিয়া তাহাকে কঠিন শাস্তি দিতে লাগিল। এমন কি তিনি তাহাদের মনের উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী হইলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ইহার শিকায়ত করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন, كَيْفَ تَجِدُ قُبُلًا তুমি তোমার অন্তরের অবস্থা কেমন পাইতেছ? তিনি বলিলেন আমার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ। তখন নবী করীম (সা:) বলিলেন إِنَّ عَادُوْا تَاهَارًا যদি পুনরায় এইরূপ বাধ্য করে তবে তুমিও বাধ্য হইয়া এইরূপ কুফর উচ্চারণ করিতে পার। ইমাম বায়হাকী (র) আরো অধিক বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার বর্ণনায় ইহাও বিদ্যমান যে, তিনি নবী করীম (সা:) কে গালি দিয়াছিলেন এবং মুশরিকদের উপাস্যদের সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে মুক্ত হইয়া তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া এই ওজর পেশ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে তত্তক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি হইতে মুক্ত করা হয় নাই যতক্ষণ না আমি আপনাকে গালি দিয়াছি এবং তাহাদের উপাস্যদের গুণগান করিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন كَيْفَ تَجِدُ قُبُلًا তুমি তোমার অন্তরের অবস্থা কেমন পাইতেছ? তিনি বলিলেন আমার অন্তরতো ঈমানে পরিপূর্ণ। তখন রাসূলুল্লাহ বলিলেন "তাহারা যদি পুনরায় তোমাকে এইরূপ বাধ্য করে তবে তুমিও পুনরায় এইরূপ বলিবে। এই ঘটনার পর অবতীর্ণ হইল, الْأَمِّنْ أَكْرِمًا وَقَلْبُهُ الْإِيمَانُ এই কারণে উলামায়ে কিরাম এই ব্যাপারে একমত পোষণ করিয়াছেন, যে যাহাকে কালেমায়ে কুফর উচ্চারণ করিতে বাধ্য করা হয় তাহার পক্ষে জীবন রক্ষার জন্য কালেমায়ে কুফর উচ্চারণ করা জায়েয। এবং অস্বীকার করাও তাহার পক্ষে জায়েয; যেমন হযরত বিলাল (রা) কালেমায়ে কুফর উচ্চারণ করিতে অস্বীকার করিতেন এবং কাফিররা তাহার সহিত নানা প্রকার নির্যাতন চালাইত এমন কি কঠিন গরমেয় মধ্যে তাহার বুকের উপর প্রকাণ্ড পাথর রাখিয়া দিয়া তাহাকে কালেমায়ে শিরক উচ্চারণ করিতে বলিতেন তিনি উহা অস্বীকার করিতেন। এবং এই অবস্থায় তিনি আহাদ, আহাদ, শব্দ উচ্চারণ করিতেন। তিনি ইহাও বলিতেন, আল্লাহর কসম, যদি এই অবস্থায় তোমাদের জন্য এই শব্দ অপেক্ষা অধিক জেনাখ সৃষ্টিকারী অন্য কোন

শব্দ আমার জানা থাকিত তবে আমি তাহাই উচ্চারণ করিতাম। মুসাইলামাতুল কাযযাব যখন হাবীব ইবনে যয়দ আনসারীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই সাক্ষ্য প্রদান কর যে হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল? তিনি বলিলেন, হাঁ, অতঃপর জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই সাক্ষ্য দান কর যে, আমিও আল্লাহর রাসূল? তখন তিনি কহিলেন, আমি শুনিতে পাই না। অতঃপর মুসাইলামাহ তাহার এক এক অংগ প্রত্যংগ কাটিতে লাগিল অথচ, তিনি তাহার মতের উপর ও কথার উপর অটল থাকিলেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসমাঈল (র) ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত যে, একবার হযরত আলী (রা) এমন কিছু লোককে জানাইয়া দিলেন, যাহারা মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল। এই সংবাদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট পৌছলে তিনি বলিলেন, আমি হইলে তো তাহাদিগকে আন্তনে জানাইতাম না। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর আযাব দ্বারা তোমরা শাস্তি দিও না। হাঁ, আমি তাহাদিগকে হত্যা করিয়া দিতাম, কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন مَنْ بَدَّلَ يَوْمَهُ بِبَدَلِهِ فَهُوَ كَيْفَ تَجِدُ قُبُلًا যে ব্যক্তি তাহার দীন পরিবর্তন করে তাহাকে হত্যা করিয়া দাও। হযরত আলী (রা) যখন এই সংবাদ জানিতে পারিলেন তখন, তিনি বলিলেন, ইবনে আব্বাসের মায়ের প্রতি আফসোস। হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) আরো বর্ণনা করিয়াছেন, আব্দুর রাযযাক (র) আবু বরদাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা ইয়ামানে হযরত আবু মুসা (রা) এর নিকট হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) আগমন করিলেন তিনি তাহার নিকট এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি পূর্বে ইয়াহুদী ছিল পরে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া পুনরায় সে ইয়াহুদী হইয়াছে আর আমরা দুই মাস যাবৎ তাহাকে পুনরায় মুসলমান করিবার চেষ্টায় রত রহিয়াছি। তখন হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) বলিলেন, আল্লাহর কসম, যাবৎ না তোমরা উহার গর্দাম উড়াইয়া দিবে আমি বসিব না। অতঃপর আমি উহার গর্দান মারিয়া দিলাম অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ ও তাহার রাসূলের ফরসালা ইহাই, যে ব্যক্তি তাহার দীন হইতে ফিরিয়া যাইবে তাহাকে হত্যা করিয়া দাও। অথবা তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার দীন পরিবর্তন করে তাহাকে হত্যা কর। বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত হইতে ইহা পৃথক। মুসলমানের উপর যত যুলুম ও নির্যাতনই করা হউক না কেন তাহার পক্ষে ইহাই উত্তম যে সে যেন তাহার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত স্বীয় দ্বীনের উপর কায়ম থাকে।

হাফিয ইবনে আশাফিয (৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফাহ সাহাবী (রা) এর উর্বরনী আসোচনায় উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা) একজন সাহাবী ছিলেন, রোসূয়রা তাহাকে শ্রেষ্ঠতার করিয়া তাহাদের সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিলে সম্রাট তাহাকে বলিল, তুমি যদি খৃষ্টান হইয়া যাও তবে তোমাকে আমার রাজত্বে শরীক করিব এবং আমার রাজকুমারীকে তোমার সহিত বিবাহ দিব। তখন তিনি বলিলেন, যদি তোমার গোটা রাজত্বও আমাকে দান কর এবং সারা আরব জাহানেরও আমাকে অধিপতি করিয়া দাও আর আমাকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দীন হইতে ফিরিয়া যাইবার জন্য বলা হয় শুধুও এক মুহূর্তের জন্যও আমি ইহা করিতে প্রস্তুত নাই। তখন রোম সম্রাট বলিলেন তাহা হইলে আমি তোমাকে হত্যা করিব। তিনি বলিলেন, সে তোমার ইচ্ছা। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফাকে গুলিতে বিদ্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিল। তাহাকে গুলিতে বিদ্ধ করা হইল এবং তীর নিক্ষেপকরীদেরকে তীর নিক্ষেপ করিতে হুকুম দিল তাহারা তাহার হাতে পায়ে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং সাথে সাথে তাহাকে খৃষ্টান বর্ম গ্রহণ করিতেও বলা হইতেছিল। কিন্তু তিনি বরাবর উহা প্রত্যাখ্যান করিতেছিলেন। অতঃপর তাহাকে গুলী হইতে নামাইবার হুকুম দেওয়া হইল এবং এক পিতলের ডেগ অথবা পিতলের তেয়ারী একটি গাভী গরম করিবার হুকুম দেওয়া হইল। তাহার পর এক এক জন মুসলমান কয়েকী উহাতে নিক্ষেপ করা হইতে লাগিল এইভাবে তাহাদের চামড়া মাংস সব জুলিয়া পুড়িয়া শুধু হাড়িগুলি দেখা যাইতে লাগিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। এই অবস্থায় তাহার নিকট পুনরায় খৃষ্ট ধর্ম পেশ করা হইল তিনি আবারও অস্বীকার করিলেন। তখন তাহাকে সেই গরম ডেগে নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে চরখার উপর উঠান হইল। এই সময়ে তাহার চক্ষুতে অশ্রু দেখা দিল। ইহা দেখিয়া রোম সম্রাট তাহাকে খৃষ্টান বানাইয়া স্বীয় জামাতা করিবার পুনরায় আশা পোষণ করিল এবং চরখা হইতে তাহাকে নামাইয়া নিজের কাছে ডাকিল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা) বলিলেন, আমার ক্রন্দন দেখিয়া তোমরা ভুল ধারণা করিয়াছ, আমি কেবল এই কারণে ক্রন্দন করিয়াছি যে, আজ আমি আল্লাহের রাহে মাত্র একটি প্রাণ বিসর্জন দিতে পারিতেছি। হায়! যদি আমার প্রতি লোকের সংখ্যা অনুপাতে আমার এক একটি প্রাণ হইত তাহা আজ আমি আল্লাহের রাহে কুরবান করিতে পারিতাম। কোন কোন রেওয়াজে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফাকে বন্দি করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং কয়েকদিন যাবৎ তাহার পানাহার নষ্ট রাখা হইয়াছিল। তাহার পর তাহার নিকট মদ ও শূকরের মাংস আনা হইল। কিন্তু এত ক্ষুদা ভূষণ

যা কা সত্ত্বেও তিনি সেই দিকে তাকাইয়াও দেখিলেন না। অতঃপর বাদশাহ তাহাকে ক্রিয়্যা পাঠাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলে, কি কারণে তিনি উহা আহা করিলেন না তিনি বলিলেন, যদিও এই মুহূর্তে আমার পক্ষে ইহা পানাহার হালাল ছিল, কিন্তু তোমার ন্যায় শত্রুকে আমি সন্তুষ্ট করিতে চাহি না। তখন সম্রাট তাহাকে বলিল, তবে যদি আমার মাথায় তুমি চুমু খাও তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব। তিনি বলিলেন আমার সহিত কি সকল মুসলমান কয়েদীদেরকে হস্ত করিবো? সম্রাট বলিল, হ্যাঁ ইহার পর তিনি রোম সম্রাটের মাথায় চুমু খাইলেন, অতঃপর রোম সম্রাট তাহাকে এবং সকল মুসলমান কয়েদীকে ছাড়িয়া দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা) যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন প্রত্যেক মুমিনের উচিত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফার মাথা চুম্বন করা। আর সর্বপ্রথম আমিই তাহার মাথা চুম্বন করিব। অতঃপর তিনি দভায়মান হইলেন এবং তাহার মাথায় চুম্বন খাইলেন।

(১১০) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ مَا قُتِلْتُمْ جَهْدًا وَ صَبْرًا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

(১১১) يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

১১০. যাহারা নির্মাতিত হইবার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্যধারণ করে, তোমার প্রতিপালক এই সবেব পর, তাহাদিগের প্রতি অবশ্যই কমাশীল, পরম দয়ালু।

১১১. স্বরণ কর সেই দিনকে, যেদিন আত্ম-সমর্পনে যুক্তি উপস্থিত করিতে আসিবে, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

তাকসীর : উপরোক্ত আয়াতে দ্বিতীয় আর এক শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে যাহারা মক্কা শরীফে বড়ই দুর্বল ছিলেন এবং স্বীয় গোত্রের মধ্যে তাহাদিগকে দুর্বল মনে করিয়া তাহাদের সহিত বড়ই নির্মম আচরণ করা হইত। অতঃপর তাহারাও অতিষ্ঠ হইয়া হিজরত করিলেন এবং পরিবার পরিজন ও স্বদেশ ত্যাগ করিলেন। উদ্দেশ্য ছিল কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাহার ক্ষমা লাভ করা। এইভাবে তাহারা অন্যান্য মুসলমানদের দলভুক্ত হইলেন এবং তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে শরীক হইলেন ও বিরাট ধৈর্যের পরিচয় দান করিলেন। আল্লাহ তাহাদের এই সকল পরীক্ষামূলক কাজে উত্তীর্ণ হইবার পর তাহাদিগকে ক্ষমা

নিরাপত্তার আবাসভূমিতে বসবাস করিবার ব্যবস্থা করি নাই। যেখানে চতুর্দিক হইতে সর্বপ্রকার ফল আমার পক্ষ হইতে বিধিক হিসাবে একত্রিত করা হয়। আরো ইরশাদ হইয়াছে **مِنْ كُلِّ مَكَانٍ** তথায় প্রচুর পরিমাণ বিধিক আগত হয়। **رَزَقَهَا رَغَدًا** হইয়াছে চতুর্দিক হইতে তথায় আসিয়া জমা হয় কিন্তু মক্কার অধিবাসীরা আল্লাহর এই নিয়ামতসমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করিয়াছে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তাহাদের নিকট নবী হিসাবে প্রেরিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে **اللَّهُ تَنَزَّلَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ** আপনি কি সেই সমস্ত লোকদের প্রতি দেখেন নাই যাহারা আল্লাহর নিয়ামতকে কুফর দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছে এবং তাহাদের কণ্ঠস্বর গৃহে অর্থাৎ জাহান্নামে অবতীর্ণ করিয়াছে যেখানে তাহারা প্রবেশ করিবে। এবং যাহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আবাসস্থল। তাহাদের এই অহংকারের শাস্তি হিনাবে আল্লাহ তাহাদের দুইটি নিয়ামত অর্থাৎ নিরাপত্তা ও বিধিককে ভয় ও ক্ষুধার দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে **فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسًا** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক দ্বারা মক্কার জনপদকে পরিধান করাইয়াছেন এবং ভয় ও ক্ষুধার স্বাদ গ্রহণ করাইয়াছেন; অথচ পূর্বে এই মক্কা মুকাররমায় চতুর্দিক হইতে নানা প্রকার ফলফলাদি প্রচুর পরিমাণ আসিয়া জমা হইত। এই শাস্তির কারণ হইল, তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরোধিতা করিয়াছে। তাহারা নাফরমানী করিয়াছে ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের জন্য বদ দু'আ করিয়াছেন। হযরত ইউসুফ (আ)-এর যুগে যেমন সাত বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের অভিশাপ অবতীর্ণ হইয়াছিল মক্কাবাসীরাও উদ্ভ্রূণ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এই বদ দু'আ করিয়াছেন। ফলে তাহাদের উপর বড় দুর্ভিক্ষ চাপিয়া বসে যে তাহাদের সব কিছুই ধ্বংস হইয়া যায় এবং তাহারা উটের রক্তে মাখা পশম পর্যন্ত ভক্ষণ করিতে বাধ্য হয়। **قَوْلُهُ الْخَوْفُ** মক্কার লোকেরা নানা প্রকার ভয়ভীতিরও সম্মুখীন হইয়াছে। কারণ তাহারাই রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামকে মদীনায় হিজরত করিতে বাধ্য করিয়া তাহাদের নিরাপত্তাকে ভয় দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছে। তাহারা সদা সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেনাবাহিনীর আক্রমণের ভয়ে ভীত থাকিত। দিন দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেনাবাহিনীর অগ্রগতির সংবাদে তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। ইহা তাহাদেরই অহংকার ও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অস্বীকার করিবার অশুভ পরিণতি। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আল্লাহ তাহাদের জন্য এক বিরাট নিয়ামত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন।

করিয়া দিবেন ও তাহাদের প্রতি দয়া করিবেন। **يَوْمًا تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجَادِلٍ مِّنْ** যেই দিন প্রত্যেকে নিজ নিজ সার্থে বগড়া করিবে। অন্য কেহই তাহার পক্ষে স্বগড়া করিবে না। না পিতাপুত্র আর না তাহার ভ্রাতাভগ্নি কিংবা স্ত্রী কন্যা কেহই তাহার পক্ষে স্বগড়া করিবে না এবং সংকলে নিজ নিজ চিন্তা ভাবনায় নিমগ্ন থাকিবে। **وَأَمْرٌ** আর প্রত্যেক মানুষকে তাহার ভালমন্দ সকল কর্মের পূর্ণ বিনিময় দান করা হইবে **وَلَا يظْلَمُونَ** আর তাহাদিগকে ফুলুম করা হইবে না। অর্থাৎ ভাল কাজের বিনিময় দানে কম করা হইবে না এবং মন্দ কাজের বিনিময় অধিক দান করা হইবে না।

(১১২) **وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ**
(১২২) **وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ**

১১২. আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিতেছেন এক জনপদের যাহাছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত যেথায় আসিত সর্বদিক হইতে উহার প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর উহারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করিল ফলে তাহারা যাহা করিত তচ্ছন্য আল্লাহ তাহাদিগকে অস্বাদ গ্রহণ করাইলেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের।

১১৩. তাহাদিগের নিকট তো আসিয়াছিল এক রাসূল তাহাদিগেরই মধ্যে হইতে, কিন্তু তাহারা তাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল; ফলে, সীমালংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাহাদিগকে গ্রাস করিল।

তাকসীর : আয়াতে পেশকৃত উদাহরণ দ্বারা মক্কাবাসীকে বুঝান হইয়াছে। মক্কার অধিবাসীরা বড় সুখে শান্তিতে বাস করিত। মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিভিন্ন প্রকার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইত কিন্তু পবিত্র মক্কায যে কেহ প্রবেশ করিত সে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হইত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :

وَقَالُوا إِن نُّتِيعُ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُخَطِّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبُنَا إِلَيْهِ فَنَمُوتَ كُلَّ شَرْزِزًا مِّنْ لَّنَا

তাহারা বলে, যদি আমরা রাসূলের হেদায়াতের অনুসরণ করি তবে আমাদের আবাসভূমি হইতে অহাদিগকে ছে মারিয়া নইয়া যাওয়া হইবে। আমি কি তাহাদিগকে

ইরশাদ হইয়াছে :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ

অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনীদের উগর বড় অনুগ্রহ করিয়াছেন, যেহেতু তিনি তাহাদের মধ্য হইতেই তাহাদের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে, فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ رَسُولًا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ! যাহারা ঈমান আনিয়াছ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُصَلِّيْكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَكْفِيهِمْ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَرَزَقْنَا مِنْهَا حَلَالَ وَالْحَكِيمَةَ যেমন তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্য হইতেই একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছি; যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াতে তেলাওয়াত করেন, তোমাদিগকে পবিত্র করেন এবং তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন। এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, যেমন কাফিরদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে অর্থাৎ তাহাদের নিরাপত্তা ভয় দ্বারা পরিকর্তিত হইয়াছে তাহাদের প্রাচুর্য ক্ষুধায় পরিণত হইয়াছে। অনুগ্রহভাবে মু'মিনদের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ভয়ভীতিকে নিরাপত্তা দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাদের দারিদ্রের পর তাহাদিগকে রিযিক দান করিয়াছেন। তাহাদিগকে জমীির বানাইয়াছেন দেশের নেতৃত্ব ও দেশ পরিচালনার কর্তৃত্ব দান করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে যে আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদের উদাহরণ বর্ণনা করিয়াছেন, এই কথা আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, কাতদাহ, আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) ও এই মত পোষণ করেন। ইনাম মালিক (র) ইমাম যুহরী (র) হইতেও এই মত উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে জবীর (র) বলেন, ইবনে আব্দুর রহীম বরকী (র) সলীম ইবনে নুমাইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা) এর সহিত হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম তখন হযরত উসমান (রা) মদীনায় অবরুদ্ধ ছিলেন, পথ চলিতে চলিতে হযরত হাফসা (রা) হযরত উসমান (রা)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন একদা তিনি দুইজন যাত্রেশীকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের নিকট হযরত উসমান (রা) এর অবস্থা জানিবার জন্য নোক পাঠাইলেন, তাহারা বলিল তিনি শহীদ হইয়াছেন। তখন হযরত হাফসা (রা) বলিলেন, সেই সন্তান কসম, তাহার হাতে আমার প্রাণ, মদীনা-ই সে জনপদ হার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ

إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ كَفَرَ اللَّهُ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو قُدْرَةٍ (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে মুগীরাহ (র) আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে তাহার নিকট জনৈক বর্ণনাকারী এই কথাই বর্ণনা করিয়াছেন যে, যেই জনপদের উদাহরণ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইল মদীনা।

(১১৪) فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا كَانَ ثَمَرَهُ خَالِصًا وَلَا تَتْلُوا فِي حَلَالِهِ الْأَشْجَارَ الَّتِي لَا يَأْكُلُ ثَمَرُهَا إِنَّهَا تَكْفَرُ بِاللَّهِ الَّتِي كَانَتْ أَجْزَاءً مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَتْ أَجْزَاءً مِنَ الْمَاءِ وَإِنَّ عَذَابَ الْكَاذِبِينَ لَشَدِيدٌ ۝

(১১৫) إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو قُدْرَةٍ ۝

(১১৬) وَلَا تَقُولُوا لِمَا كَفَرْنَا بِهِ عَدُوٌّ لَنَا فَكَفَرْنَا بِهِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ لَكَاذِبِينَ ۝

(১১৭) مَعَاءٌ قَلِيلٌ ۝ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১১৪. আল্লাহ তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তন্মধ্যে যাহা বৈধ ও পবিত্র তাহা তোমরা আহা কর এবং তোমরা যদি কেবল আল্লাহর ইবাদত কর তবে তাহার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১১৫. আল্লাহ তো কেবল মরা, রক্ত, শূকর মাংস এবং যাহা যবাইকালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম লওয়া হইয়াছে তাহাই তোমাদিগের জন্য অবৈধ করিয়াছেন, কিন্তু কেহ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী না হইয়া অনন্যোপায় হইলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১১৬. তোমাদিগের জিহবা মিথ্যা আরোপ করে বলিয়া আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিবার জন্য তোমরাও বঙ্গিও না, ইহা হালাল এবং ইহা হারাম। যাহারা আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিলে তাহারা সফলকাম হইবে না।

যে, ইয়াহুদীদের ধর্ম রহিত হইবার পূর্বে তাহাদের শরীয়াতে কি কি বস্তু হারাম ছিল, কি কি অসুবিধা ও সংকীর্ণতা ছিল। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, وَعَلَى الَّذِينَ هَانُوا وَإِنَّمَا كُنَّا مِنكُمْ مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا كُنَّا مِنكُمْ مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا كُنَّا مِنكُمْ مُّؤْمِنِينَ

অর্থাৎ ইয়াহুদীদের উপর আমি কখনো অসুবিধিত সাক্ষ্য প্রাপ্ত হারাম করিয়াছিলাম এবং গাভী ও ছাগলের চর্বিও তাহাদের উপর হারাম করিয়াছিলাম। অবশ্য তাহাদের পিঠে যে চর্বি থাকে উহা হারাম ছিল না কিংবা তাহাদের নজীতে অথবা হাড়িতে যে চর্বি মিশ্রিত থাকে উহাও হারাম নহে। ইহা ছিল তাহাদের অহংকারের বিনিময় আর আমি অবশ্যই স্বীয় নির্দেশে সত্যবাদী। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن سَاءُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ يَلْمِزُونَ আমি যে সংকীর্ণতা তাহাদের প্রতি চাপাইয়াছি উহাতে আমি তাদের উপর যুলুম করি নাই কিন্তু তাহারা নিজেরাই স্বীয় সন্তানসমূহের উপর যুলুম করিত। আর তাহাদের সেই যুলুমের কারণেই তাহাদের উপর ঐ সকল পবিত্র জিনিস তাহাদের উপর হারাম করিয়া দিয়াছি। ইরশাদ হইয়াছে فَيُظَلَّمُونَ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّمَا كُنَّا مِنكُمْ مُّؤْمِنِينَ

ইয়াহুদীদের যুলুমের কারণে আমি তাহাদের উপর হারাম বস্তুসমূহকে হারাম করিয়াছি এবং আল্লাহর পথ হইতে তাহাদের বাধা প্রদানের কারণেও। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ওনাহগার মু'মিনদের প্রতি তিনি যে দরজা প্রদর্শন করিবেন এবং তাহাদের প্রতি যে ইহসান করিবেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ যে কোন ওনাহগার মু'মিন তওবা করিবে আল্লাহ তাহার ওনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنكُمْ يَأْتِيكُم بِالْحَقِّ وَأَن تَكُونَ كَالَّذِينَ كَانُوا يُكْفَرُونَ

অতঃপর তাহারা ইহার পর তওবা করিয়াছে এবং আত্মসংশোধনও করিয়াছে অর্থাৎ তাহারা যে সকল ওনাহ করিয়াছে উহার সম্পূর্ণরূপে মূলোৎপাটন করিয়া ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত হইয়াছে

(১২০) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَكَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

(১২১) شَاكِرًا لِذُنُوبِهِ دَاخِلًا فِي الْإِسْلَامِ وَمَهْدِيًّا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

(১২২) وَأَتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝

(১২৩) ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

১২০. ইবরাহীম ছিল এক উৎকৃত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

১২১. সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন সরল পথে।

১২২. আমি তাহাকে দুনিয়ায় দিয়াছিলাম মংগল এবং আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্যতম।

১২৩. এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মান্দর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহে।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দা রাসূল ও তাহার খলীল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসা করিতেছেন, যিনি ছিলেন আশিয়ায়ে কিরামের পিতা ও মুসলিম মু'মিনদের নেতা। আর সাথে সাথে তাহাকে মুশরিক ইয়াহুদী ও নাসারাদের দল হইতে পৃথকও করিয়াছেন ইরশাদ হইয়াছে إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَكَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

অবশ্যই হযরত ইবরাহীম ইমাম ও নেতা ছিলেন, এবং ছিলেন তিনি আল্লাহর অনুগত মুখলিস বান্দা।

اُمَّةٌ অর্থ ইমাম ও নেতা। الْقَانِتُ অর্থ, অনুগত এবং الْحَنِيفُ অর্থ, শিরক হইতে বিমুক্ত হইয়া তাওহীদী মতবাদ গ্রহণকারী এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَكَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। সুফিয়ান সাওরী (র) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) কে اُمَّةٌ الْقَانِتُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার অর্থ কি? তিনি বলিলেন, اُمَّةٌ অর্থ, কল্যাণকর বিষয়ের শিক্ষক এবং الْقَانِتُ অর্থ আল্লাহ

ও তাহরার রাসুলের অনুগত। মালিক (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন **لَمْ يَأْتِ** অর্থ, যে ব্যক্তি মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দান করে। আ'মাশ (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত যে তাহাকে আব্দুল আবিদাইন আসিয়া বলিল, যদি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিতে না পারি তবে আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব। তখন হযরত ইবনে মসউদ যেন তাহার জন্য নরম হইয়া গেলেন। লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল **لَمْ يَأْتِ** অর্থ কি? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষাদান করে। শাবী (র) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিলেন, **أَنَّ هَازِمَ بْنَ أَهْمَةَ كَانَ مُعَارَاً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** হযরত মু'আয (রা) নেতা ছিলেন আল্লাহর অনুগত ছিলেন এবং সরল সঠিক পথের অনুগামী ছিলেন। আমি মনে মনে বলিলাম আবু আব্দুর রহমান (রা) ভুল বলিয়াছে আল্লাহ তা'আলাতো হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলিয়াছেন **إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً** হযরত ইবরাহীম (আ) নেতা ছিলেন তখন তিনি বলিলেন **أَلَيْسَ** এর অর্থ কি? এবং **الْقَائِدُ** এর অর্থ কি উহাকে তুমি জান? আমি বলিলাম **أَلَيْسَ** তখন তিনি বলিলেন, **أَلَيْسَ** অর্থ যে ব্যক্তি কল্যাণকর বিষয় শিক্ষাদান করে। আর **الْقَائِدُ** অর্থ, আল্লাহ ও রসুলের অনুগত। হযরত মু'আয (রা)ও অনুরূপ এক মহান ব্যক্তি ছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে একাধিক সূত্রে ইহা বর্ণিত : ইবনে জরীর (র)-ও রেওয়য়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন তিনি একই এক উম্মত ছিলেন। মুজাহিদ (র) আরো বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ) একই উম্মত ছিলেন অর্থাৎ তিনি একই উম্মত মুমিন ছিলেন। অন্যান্য সকল লোক তখন কাফির ছিল। কাতাদাহ (র) বলেন হযরত ইবরাহীম (আ) হেদায়াতের ইমাম ছিলেন এবং আল্লাহর অনুগত ছিলেন।

قَوْلُهُ شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর নিয়ামতসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে **وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى** আর ইবরাহীম যিনি আল্লাহর সকল হুকুম পূর্ণ করিয়াছেন **اجْتَبَاهُ** আর তাহাকে তিনি মনোনীত করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে **وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِعَالَمِينَ** আর আমি পূর্বেই ইবরাহীম (আ) কে হেদায়াত দান করিয়াছি আর আমি তাহাকে খুব ভালই জানি : **وَقَدَّاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** আর আল্লাহ তাহাকে কেবল আল্লাহর ইবাদতের প্রতি হেদায়াত দান করিয়াছিলেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে **فِي آتَيْنَاهُ** আর ইবরাহীম (আ) কে আমি পৃথিবীতেই সেই সকল কল্যাণ দান করিয়াছি যাহার প্রতি উত্তম জীবন মাপনের জন্য মু'মিন মুখাপেক্ষি হয় **فِي الْآخِرَةِ** আর অবশ্যই তিনি পরকালে সৎ ও নেক লোকদের দলভুক্ত হইবেন।

হযরত মুজাহিদ (র) **حَسَنَةً** এর অর্থ করেন সত্য ভাষা। **أَنْ أَتَّبِعَ** অতঃপর আমি আপনার প্রতি শুই যোগে নির্দেশ দিয়াছি আপনি ইবরাহীম (আ) মিল্লাতের অনুসরণ করুন যাহা সরল ও স্পষ্ট। তিনি যে একজন অতি কামেল, অতি মহান, জাওহীদের একজন অতি ভক্ত ও উত্তম নীতিবান ছিলেন তাহা এই কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সায়্যেদুর রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা) কে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে **أَنْ أَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ** আপনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনুসরণ করুন। তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না। **قُلْ إِنِّي مَدَانِي رَيْبِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بَيْنَنَا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ**

আপনি বলিয়া দিন, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল সঠিক পথের হেদায়াত দান করিয়াছেন ময়বুত এবং প্রতিষ্ঠিত দ্বীন অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বীন আর তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন,

(১২৪) **إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ**

১২৪. শনিবার পালন তো কেবল তাহাদিগের জন্য বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল যাহারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করিত তোমার প্রতিপালক অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাহাদিগের বিচার মীমাংসা করিয়া দিবেন।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মিল্লাতের জন্য সপ্তাহে একটি দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন সেই দিনে তাহারা ইবাদতের জন্য একত্রিত হয়। এই উম্মতের জন্য জুম'আর দিনকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন এই দিন হইল শ্রেষ্ঠ-দিন যেই দিনে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং তাহার বান্দাদের উপর তাহার নিয়ামত পূর্ণ হইয়াছিল। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাইলের জন্য এই দিনটি নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা ইহা হইতে হটিয়া শনিবারকে তাহাদের ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লইল যেই দিনে আল্লাহ তা'আলা কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। অতঃপর তাওরাত যখন অবতীর্ণ হইল তখন তাহাদের জন্য ঐ শনিবার-ই ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট হইল এবং তাহাদিগকে এই হুকুম দেওয়া হইল যে তাহারা যেন এই দিনের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করে এবং এই দিনের হিফায়ত করে।

অবশ্য তাহাদিগকে এই নির্দেশও দেওয়া হইল যে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) প্রেরিত হইবেন তখন তাহারা সবকিছু ত্যাগ করিয়া যেন তাহারই অনুসরণ করে। তাহাদের নিকট হইতে এই ওলামাও লওয়া হইয়াছিল। শনিবার দিনকে তাহারা নিজেদের জন্য তাহারা নিজেরাই নির্বাচন করিয়াছিল এবং শুক্রবারকে তাহারা নিজেরাই ত্যাগ করিয়াছিল। তাহারা হযরত ইসা (আ)-এর যুগ পর্যন্ত ঐ দিনের উপরই অটল রহিল। কথিত আছে যে অতঃপর তিনি তাহাদিগকে রবিবারের জন্য দাওয়াত দিলেন। ইহাও কথিত আছে যে তিনি তাওরাতের শরীয়ত শুধু ততটুকু ত্যাগ করিয়াছিলেন যতটুকু মনসুখ ও রহিত হইয়াছিল এবং তিনি নিয়মিতভাবে শনিবার এর হিফায়ত করিতে থাকেন এমনকি তাহাকে আসমানে উত্তোলন করা হইল। সম্রাট কনষ্টানটিনপলের যুগে খৃষ্টানরা ইয়হুদীদের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া রবিবার দিন নির্দিষ্ট করে এবং পূর্ব দিকে তাহাদের কিবলা নির্ধারণ করে।

বুখারী ও মুসলিম শহীফে বর্ণিত, ইমাম বুখারী ও মুসলিম আব্দুর রায়যাক (র) ... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন,

نَحْنُ الْأَخْرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَ انْوَمِ. أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ
هَذَا يَوْمِهِمُ الَّذِي قَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَحْبَلِقُوا فِيهِ فَمَهْدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالْمَأْسُ نَنَا
فِيهِ نَبِيعَ الْيَهُودِ عَدَا وَالْتَصَارِي بَعْدَ عَدِ

অর্থাৎ আমরা সর্বশেষে আগমন করিয়াছি কিন্তু কিয়ামত দিবসে সর্বাগ্রে হইব। অবশ্য তাহাদিগকে আমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল। এই দিনও আল্লাহ তাহাদের উপর ফরয করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা এই ব্যাপারে মত বিরোধ করিয়াছিল সুতরাং তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে রুঞ্চল আলামীন আমাদিগকে তাহারা জন্য হেদায়াত দান করিয়াছেন। অতএব তাহারা সকলেই আমাদের পিছনে পড়িয়াছে। ইয়হুদীরা একদিন পিছনে এবং খৃষ্টানরা দুইদিন পিছনে। হাদীসের ভাষা ইমাম বুখারী (র) এর।

হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদিগকে আল্লাহ এই দিন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ইয়হুদীরা শনিবার দিন নির্দিষ্ট করিয়াছে এবং খৃষ্টানরা রবিবার দিনকে। অতঃপর আল্লাহ আমাদিগকে সৃষ্টি করিলেন এবং আমাদিগকে জুম'আর দিনের জন্য হেদায়াত দান করিলেন। যেমন প্রথম জুম'আর দিন তাহার পর শনি ও রবিবার আসে অনুরূপভাবে কিয়ামত দিবসে তাহারা আমাদের পিছনে রহিবে। পৃথিবীতে তো আমরা সর্বশেষে আসিয়াছি কিন্তু কিয়ামত দিবসে আমরা সর্বপ্রথম হইব। এবং অন্যান্য সকল উম্মতের পূর্বে আমাদের বিচারকার্য শেষ হইবে। (মুসলিম)

(১২৫) اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ
جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

১২৫. তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাহাদিগের সহিত আলোচনা কর সম্ভাবে। তোমার প্রতিপালক তাহার পথ ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

তাকসীর : উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহারা রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কে নির্দেশ দিতেছেন যে, তিনি যেন আল্লাহর বান্দাদিগকে কৌশলের সহিত আল্লাহর দিকে ডাকেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, হিকমত ও কৌশল দ্বারা এখানে কিতাব ও সুনাতকে বুঝান হইয়াছে এবং উত্তম উপদেশ দ্বারা তিনি এমন উপদেশ বুঝান হইয়াছে যাহার মধ্যে ভয়ভীতি ও ধমক রহিয়াছে। যাহা দ্বারা মানুষ উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে এবং আল্লাহর আখাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে আর তাহাদের সহিত সুন্দরভাবে বিতর্ক করল। অর্থাৎ যদি বিতর্কের প্রয়োজন হয় তবে তাহা যেন নরম ও কোমল ভাষায় হয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে,

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
আহলে কিতাবের সহিত কেবল উত্তম ও সুন্দরভাবে বিতর্ক করুন অবশ্য যাহারা যালিম তাহাদের ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ নরম ভাষায় বিতর্ক করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন।

যেমন তিনি হযরত মুসা ও হারুন (আ) কে ফিরাউনের নিকট যখন পাঠাইয়াছিলেন তখন তাহারা সহিত নরম কথা বলিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন فَقَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَى قَوْلَهُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ভাগ্যবান ও হতভাগ্য সকলকেই তিনি জানেন। তিনি সব কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং সকল কাজ হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাহাদিগকে আপনি আল্লাহর দিকে ডাকিতে থাকুন কিন্তু যাহারা আপনার কথায় কর্ণপাত করিবেনা তাহাদের জন্য আপনি অনুতাপ করিয়া স্বীয়

জীবন ধ্বংস করিবেন না। কারণ তাহাদিগকে হেদায়াত দান করা আপনার দায়িত্ব নহে আপনার দায়িত্ব হইল কেবল তাহাদিগকে জীতি প্রদর্শন করা ও তাবলীগ করা। আর হিন্দাব নিকাগ গ্রহণ করা আমার দায়িত্ব **لَا تُهْدَىٰ مَنْ أَحْبَبَتْ** যাহাকে আপনি হেদায়াত করিতে অধিক আগ্রহী হইবেন তাহাকেই হেদায়াত দান করিতে পারিবেন ইহা আপনার ক্ষমতার অধিকৃত **لَيْسَ عَلَيْكَ مُدَابَرَةٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُهْدِي مَنْ يُشَاءُ** তাহাদিগকে হেদায়াত দান করিবার দায়িত্ব আপনার নহে বরং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন

(১২৬) **وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝**

(১২৭) **وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۗ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝**

(১২৮) **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝**

১২৬. যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তবে ঠিক ততখানি করিবে যতখানি অন্যায় তোমাদিগের প্রতি করা হইয়াছে। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করিলে ধৈর্যশীলদিগের জন্য ইহাইতো উত্তম।

১২৭. ধৈর্যধারণ করিও তোমার ধৈর্য তো হইবে আল্লাহরই সাহায্যে। উহাদিগের দরুণ দুঃখ করিও না এবং উহাদিগের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হইও না।

১২৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাহাদিগেরই সংগে আছেন যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা সৎকর্ম পরায়ণ।

তাকসীর :- উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশোধ গ্রহণে কোন প্রকার বে-ইনসাফী না করিয়া সমান সমান ও ইনসাফ ভিত্তিক হক উন্মূল করিবার নির্দেশ দিতেছেন। আব্দুল রাযযাক (র) ইবনে সীরীন হইতে **وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا** এর তাকসীর বর্ণনা করেন, যদি তোমাদের নিকট হইতে কেহ কোন বস্তু লইয়া যায় তবে তাহার নিকট হইতে উহার সমান সমান বস্তু লইতে পার। মুজাহিদ, ইবরাহীম, হাসান বসরী ও অন্যান্য তাকসীরকারগণও অনুরূপ তাকসীর করিয়াছেন ইবনে জরীরও ইহা পছন্দ করিয়াছেন। ইবনে মায়েদ (র) বলেন, ইসলামের প্রারম্ভে তো মুশরিকদিগকে ক্ষমা করিবার হুকুম দিল কিন্তু পরবর্তীতে যখন কিছু শক্তিশালী লোক ইসলাম গ্রহণ করিল, তখন তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলান্নাহ। যদি আমাদিগকে অনুমতি দান করা হয় তবে এই সকল কুকুর হইতে আমরা প্রতিশোধ

গ্রহণ করিব। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর জিহাদের নির্দেশ দ্বারা এই হুকুমও রহিত হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) তাহার জনৈক সাথী হইতে তিনি হযরত আবু ইবনে ইয়াসার (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন সূরা নাহল সবটাই মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু শেষের তিনটি আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। ওহাব মুক্কে হযরত হামরা (রা) কে শহীদ করিবার পর মুশরিকরা যখন তাহার অংগ প্রত্যংগ কাটিয়া ফেলিল তখন রাসূলুল্লাহর মুখে তাহার অনিচ্ছায় এই কথা উচ্চারিত হইল যে যদি মুশরিকদের উপর আমরা বিজয়ী হইতে পারি তবে তাহাদের মিশ্র ব্যক্তির অংগ প্রত্যংগও এইরূপভাবে কর্তন করা হইবে। হুসলমানগণ যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে এই কথা শুনিতে পাইলেন তখন তাহার উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিল, "আল্লাহ যদি আমাদিগকে বিজয়ী করেন তবে তাহাদের লাশসমূহকে এমনভাবে টুকরা টুকরা করিব যে আজ পর্যন্ত কোন আরব তদ্রূপ করে নাই। তখন অবতীর্ণ হইল,

শেষ পর্যন্ত **وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ** মুরসালরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই সূত্রে একজন খুবহাম স্বরী রহিয়াছেন। স্বহাম বর্ণনা করা হয় নাই। অবশ্য অপরটি মুগালিল সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয আবুবকর বাযযার (র) ইবনে ইয়াহইয়া আগাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হামরা

ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের শাহাদাতের পর তাহার নিকট গিয়া দস্তায়মান হইলেন। তখন তিনি এমন এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন যাহা কখনো তিনি দেখেন নাই।

তাহার অংগ প্রত্যংগ কর্তিত দৃশ্য দেখিয়া তিনি বলিলেন, আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হইবে, যতদূর আমি জানি আপনি অস্বীয়তার সম্পর্ক রাখিয়া রাখিতেন,

তৎপরতার সহিত সৎকাজ করিতেন, আল্লাহর কসম, যদি অন্য লোকের চিন্তা ভাবনার দুশ্চিন্তা যদি আমার না হইত তবে আমি, ইহাতেই সন্তুষ্ট হইতাম, আপনার এই শরীর এইভাবেই পরিত্যক্ত থাকিত এবং কিয়ামত দিবসে বিংশ্র জীব-জন্তুর উদর হইতে

আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বাহির করিতেন। কিংবা তিনি অনুরূপ কোন কথা বলিলেন। মুশরিকরা আপনার সহিত এই যে ব্যবহার করিয়াছে, আল্লাহর কসম, আমি

তাহাদের সত্তর জনের সহিত এই ব্যবহার করিব। অতঃপর হযরত জিনরাসিল (আ) **وَإِنْ عَاقَبْتُمْ** হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট এই আয়াতসহ অবতীর্ণ হইলেন

أَتَتْكُمْ بِهٖ فَأَقْبَبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার কসমের কাফফারা দান করিয়া উক্ত কসম পূর্ণ করিতে বিরত থাকেন। সনদটি দুর্বল কারণ সালিহ যুরকী (র) আয়েশ্বায়ে হাদীসের সতে একজন দুর্বল রাবী। ইমাম বুখারী (র) বলেন, তিনি "মুনকাররুল হাদীস"। ইমাম শা'বী ও ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আয়াতটি সেই সকল মুসলমানদের সম্পর্ক অবতীর্ণ হইয়াছে যাহারা ওহোদ দিবসে এইকথা বলিয়াছিল যে, আজ আমাদের যে সকল লোকের অংগ প্রত্যংগ কর্তন করা হইয়াছে। তাহাদের প্রতিশোধে অবশ্যই তাহাদের অংগ প্রত্যংগ টুকরা টুকরা করিব। তখন অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইমাম আহমদ (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, হদবাহ ইবনে আব্দুল ওহাব মারওয়ামী (র) উবাই ইবন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ওহোদের যুদ্ধের দিনে ষাট জন আনসারী সাহাবী শহীদ হন এবং ছয়জন মুহাজির। তখন সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন যদি মুশরিকদের সহিত এমন একটি আমাদের কখনো সমাগত হয় তবে অবশ্য আমরা ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব এবং তাহাদের অংগ প্রত্যংগ কাটিয়া টুকরা টুকরা করিব। মক্কা বিজয় দিবস যখন সমাগত হইল তখন এক ব্যক্তি বলিল, আঙ্গকের পর আর কোন কুরাইশ চেনা যাইবে না। তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করিল, রাসূলুল্লাহ (সা) সকল কালো ও সুন্দরকে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন কিন্তু শুধু অমুক অমুক নহে যাহাদের নাম তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন।

অতঃপর অবতীর্ণ হইল وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তবে যতটুকু কষ্ট তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে ততটুকু প্রতিশোধ লইতে পার আর যদি ধৈর্যধারণ কর তবে উহা তোমাদের পক্ষে উত্তম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন أَمْرًا نَصِيرًا وَلَا تَعَاقِبُوا আমরা ধৈর্য ধারণ করিব প্রতিশোধ গ্রহণ করিব না।

অত্র আয়াতের অনুরূপ আরো অনেক আয়াত কুরআন মজীদে বিদ্যমান আছে। ইহাতে আদল ও ইনস্যাফ একটি শররী বিধান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অধিক উত্তম নীতির কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا অন্যান্যের বিনিময় ঠিক ততটুকু অন্যায়। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে فَمَنْ عَفَى وَأَمْسَحَ عَنْهُ فَاعْفُ عَنْهُ عَلَى اللَّهِ وَأَلِجِدُوا فِي اللَّهِ أَعْيُنًا مُّسِيئَةً وَمَنْ يَفْعَلْ يَأْتِ اللَّهَ بِعَمَلٍ خَيْرٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَأْتِ اللَّهَ بِعَمَلٍ خَيْرٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَأْتِ اللَّهَ بِعَمَلٍ خَيْرٍ আর আল্লাহর বিদায় রহিয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَالْجُنُودُ وَمِمَّا فَتَرَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا حَقٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَسْمَعُ الْعَفْوَ وَاللَّهُ يَرْضَى عَفْوَ الْعَفْوَ وَاللَّهُ يَرْضَى عَفْوَ الْعَفْوَ অতঃপর

যে সদকা করিবে তবে উহা তাহার গুনাহর জন্য কাফফারা হইয়া যাইবে। অনুঃপ এই আয়াতে وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইহার পরই لَوْ خَيْرٌ لَّأَنزَلْنَا بِاللَّهِ وَأَنْزَلْنَا بِاللَّهِ وَأَنْزَلْنَا بِاللَّهِ দ্বারা ধৈর্যধারণ করিবার প্রতি ওরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং সাথে সাথে এই সংবাদও প্রদান করা হইয়াছে যে ধৈর্যধারণ করা আল্লাহর পক্ষ হইতে তাওফীক ও তাহার সাহায্য ছাড়া সংঘটিত হয় না। অতঃপর আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِّرْ بَدَنَهُمْ যাহারা আপনার বিরোধিতা করে তাহাদের আচরণে আপনি দুঃখীত হইবেন না। ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে নির্ধারিত রহিয়াছে। أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ فِي حَيْثُومٍ أَوْ فِي مَدِينَةٍ مِّنْكُمْ أَوْ فِي مَدِينَةٍ مِّنْكُمْ أَوْ فِي مَدِينَةٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ তাহারা আপনার সহিত শত্রুতা করিবার ব্যাপারে আপনার অনিষ্ট ও ক্ষতি করিবার ব্যাপারে যে চাড়াই করিতেছে ইহাতে আপনি চিন্তিত হইবেন না। কারণ, আল্লাহ তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট, তিনি আপনার সাহায্যকারী আপনাকেই তিনি তাহাদের উপর বিজয় ও সফলতা দান করিবেন।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ যাহারা মুত্তাকী পরহেযগার ও যাহারা সংকাজ করে আল্লাহর সাহায্য সহায়তা তাহাদের সাথেই রহিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ ائْتِيَنَّكُمْ فَتَأْتِيَنَّوُا الَّذِينَ آمَنُوا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَاللَّهُ يَرْضَىٰ عَفْوَ الْعَفْوَ আপনি আপনার প্রতিপালক ফিরিশ্তাগণের নিকট ওহী যোগে জানাইয়া দিলেন যে, আমি তোমাদের সহিত অতএব ঈমানদারগণকে সুদৃঢ় রাখ। হযরত মুসা (আ) ও হারুন (আ) কে ইরশাদ করিয়াছেন وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ তোমরা ভীত হইও না আমি তোমাদের সাথেই আছি আমি শ্রবণ করি ও দর্শন করি। নবী করীম (স) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) কে বলিলেন إِنَّ اللَّهَ مَعَكُمْ অর্থাৎ "তোমাদের সাহায্য সহায়তা"। ইহা হইল মায়িঅ্যাতে খাস (বিশেষ সংগ) আর মায়িঅ্যাতে আম (সাধারণ সংগ) দ্বারা আল্লাহর দর্শন শ্রবণ ও জ্ঞান বুকান হইয়া থাকে যেমন وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ তোমাদের সহিত আছেন। তোমরা যাহা কিছু কাজ কর তিনি উহা দেখিয়া থাকেন।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ وَلَا يَشْعُرُونَ إِلَّا هُوَ الَّذِي يُخَوِّفُ مَنِ اسْتَشَارَهُ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هَدَاهُ وَإِلَيْهِ حُجُوجُهُمْ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

আপনি কি জানেন না যে, বাহ্য কিছু আসমানসমূহে আছে এবং বাহ্য কিছু যমীনে আছে আল্লাহ উহার সব কিছুই জানেন। যদি তিন ব্যক্তির গোপন কথা হয় তবে আল্লাহ তাহাদের চতুর্থ ব্যক্তি আর পাঁচ ব্যক্তির গোপন কথা হইলে আল্লাহ তাহাদের যষ্ঠ ব্যক্তি হন। এবং উহা হইতে কম কিংবা বেশী বাহ্য হউক না কেন আল্লাহ তাহাদের সাথে থাকেন যেখানেই তাহারা অবস্থান করুক না কেন। وَمَا تَكُونُ مِنْ شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا فَتَكُنْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ فِي نَسَبِهِمْ لَعَنَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ اتَّخَفُوا عَلَى الْكُفْرَانِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتُوا بِالْحَدِيثِ فِي الْحَمِيمِ ۝

সূরা বনী ইসরাঈল

মকী ১১১ আয়াত, ১২ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী বলেন, আদম ইবনে আবু ইয়াস ... আব্দুল্লাহ ইবনে মালউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বনী ইসরাঈল, কাহাফ ও মরিয়াম এই সূরাগুলিই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হইয়াছে এবং এইগুলি বড়ই মর্যাদা ও ফযীলতের অধিকারী। ইমাম আহমদ ... হযরত 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) একাধারে এতবেশী রোযা রাখিতেন যে আমরা মনে মনে বলিতাম যে তিনি হযরত আর সাওম পালন করিবেন না। আবার কোন কোন সময় তিনি একেবারেই সাওম পালন করিতেন না। আমরা ধারণা করিতাম যে তিনি যুষ্টি আর এই মাসে সাওম রাখিবেন না। তাহার অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রতি রাতে সূরা 'বনী ইসরাঈল' ও 'যুমার' পাঠ করিতেন।

(১) سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

১. পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাহার বান্দাকে রজনী যোগে ভ্রমণ করাইয়া ছিলেন। মাসজিদুল হারাম হইতে মাসজিদুল আকসায়, তাহার পরিবেশ আমি করিয়া দিলাম বরকতময়, তাহাকে আমার নিদর্শন দেখাইবার জন্য। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহার সন্তার মহত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল তিনিই এমন সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতা রাখেন যাহা

অন্য কাছীরও পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব নহে। কেবলমাত্র তিনিই ইবাদতের অধিকারী। আর তিনি খাতিত কোন পালনকর্তা ও নাই। **الَّذِي أُسْرِيَ بِغَيْبِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ** যিনি তাহার প্রিয় বান্দাকে রাত্রে বেলা মসজিদুল হারাম হইতে অর্থাৎ পবিত্র মক্কার মসজিদ হইতে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করাইয়াছেন। বাইতুল মুকাদ্দাস ও ইহাকেই বলা হয়। এই বাইতুল মুকাদ্দাস হযরত ইবরাহীম (আ) হইতেই প্রত্যেক যুগে আখিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর পুণ্য কেন্দ্রভূমি ছিল। আর এই কারণে সমস্ত আখিয়ায়ে কিরাম এই স্থানেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একত্রিত হইয়াছিলেন। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাহাদের আবাসভূমিতেই তাহাদের ইমামতের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। অতএব ইহা দ্বারা এই কথা প্রতীয়মান হইল যে রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও ইমাম ছিলেন। **سَالِمًا رَحِيمًا** সালাম রাহীম। **الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ** যাহার চতুর্দিকে ফদলাদী ও ফলফুল দ্বারা বরকতময় করিয়াছি। **يَوْمَ نُنزِّلُ الْغُيُوبَ** যেন মুহাম্মদ (সা)-কে আমার বড় বড় নিদর্শন দেখাইতে পারি। যেমন ইরশাদ হইয়াছে **وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى** অবশ্যই তিনি তাহার বড় বড় নিদর্শনসমূহ হইতে কিছু নিদর্শন দেখিয়াছেন। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসসমূহ উল্লেখ করিব। **قَوْلَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ** অবশ্যই তিনি তাহার সকল বান্দাগণের কথাবার্তা শ্রবণ করেন। চাই সে মুমিন হউক কিংবা কাফির, তাহাকে স্বীকার করুক কিংবা অস্বীকার করুক। **الْبَصِيرُ** তাহাদের সকলকে তিনি দর্শন করেন। অতএব তিনি প্রত্যেককেই তাহাই দান করিবেন যাহার সে উপযোগী পৃথিবীতেও আর পরকালেও।

মি'রাজ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বুখারী বলেন, আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যেই রাতে মসজিদুল কা'বা হইতে মি'রাজ সংঘটিত হইল, তাহার নিকট নিদ্রাবস্থায় তিন ব্যক্তির আগমন ঘটিল। আর ইহা ঘটিয়াছিল তাহার নিকট অহী অবতীর্ণ হইবার পূর্বে। উক্ত তিন ব্যক্তির প্রথম ব্যক্তি বলিল, এই ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে কেমন? মধ্যবর্তী ব্যক্তি বলিল, তিনি সর্বাধিক উত্তম। শেষ ব্যক্তি বলিল, উত্তম ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া চল। সেই রাতে এই পর্যন্তই হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে আর দেখিলেন না। অন্য এক রাতে তাহারা আবার আসিল। তখনও তিনি ঘুমাইতে ছিলেন, কিন্তু তাহার চক্ষু নিদ্রিত থাকিলেও তাহার অন্তর জাগ্রত ছিল। এই ভাবেই আখিয়ায়ে কিরামের চক্ষু নিদ্রিত থাকে কিন্তু তাহাদের অন্তর নিদ্রিত থাকে না। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে

যমযম কূপের নিকট লইয়া বাওয়ার পূর্বে তাহার সহিত কোন কথা বলিলেন না। সেখানে তাহাকে লইয়া গিয়া খোদ হযরত জিবরীল তাহাকে সীনার নীচ হইতে উপরিভাগ পর্যন্ত চিড়িয়া ফেলিলেন। এবং সীনা ও পেটের সকল নাড়ী বাহির করিয়া যমযমের পানি দ্বারা ধৈত করত পেট পাক-পরিষ্কার করা হইল তখন তাহার নিকট একটি স্বর্ণের তশতরী আনা হইল। উহার মধ্যে একটি স্বর্ণের বড় শেয়ালা ছিল যাহা ইমান ও হিকমত দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। উহা দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সীনা এবং কণ্ঠের শীরাগুলি পরিপূর্ণ করা হইল। অতঃপর তাহার সীনা সেলাই করা হইল। তাহাকে লইয়া প্রথম আসমানের দিকে আরোহণ করা হইল। অতঃপর উহার দরজাসমূহের একটিতে আঘাত করা হইল। আসমানের অধিবাসীগণ আগলুককে জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি? বলিলেন, আমি জিবরীল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তাহাকে কি ডাকা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন তাহারা তাহাকে ধন্যবাদ ও খোশ আমদেদ জানাইল তাহারা অত্যন্ত খুশী হইল। আসমানের ফিরিশতাগণ এই সম্পর্কে কিছুই জানিত না যে রাসূলুল্লাহ (সা) দ্বারা আলাহ তা'আলা পৃথিবীতে কি বিপুল ঘটনাইতে চাহিতেছেন যতক্ষণ না আলাহ তা'আলা স্বয়ং তাহাদিগকে কিছু না জানাইতেন।

অতঃপর প্রথম আসমানে হযরত আদম (আ)-কে পাইলেন। হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিলেন, ইনি হইলেন আপনার পিতা হযরত আদম (আ) তাহাকে সালাম করুন। অতঃপর তিনি তাহাকে সালাম করিলেন হযরত আদম (আ) তাহার সালামের জবাব দিলেন, এবং তাহাকে স্বাগত ধন্যবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন তুমি আমার উত্তম পুত্র। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম আসমানে দুইটি নহর প্রবাহিত দেখিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, নহর দুইটি কোন নহর? জিবরীল (আ) বলিলেন, এই দুইটি হইল নীল ও ফুরাত নদীর উৎস। অতঃপর জিবরীল (আ) তাহাকে লইয়া আসমানের অপর একটি নহরের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন যেখানে মুস্তা ও যবারজাদ দ্বারা মহল ও বালাখানা নির্মিত। হাত দ্বারা আঘাত করিলে দেখিতে পাইলেন তাহার মাটি হইল মিশক। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল ইহা কি? তিনি বলিলেন, ইহা হইল সেই কওসার যাহা আপনার প্রতিপালক আপনার জন্য গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। অতঃপর হযরত জিবরীল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে রওনা হইলেন। সেখানে অবস্থানরত ফিরিশতাগণ তদ্রূপ প্রশ্ন করিল যেমন প্রথম আকাশের ফিরিশতাগণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। হযরত জিবরীল (আ) বলেন, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) তাহারা

জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে আল্লাহর দরবারে ভাষা হইয়াছে? তিনি বলিলেন হী, তখন তাহার তাহাকে ধন্যবাদ ও স্বাগত জানাইল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) কে লইয়া তিনি তৃতীয় আসমানে আরোহণ করিলেন। এখানেও ফিরিশতাগণ ঠিক তদ্রূপ প্রশ্ন করিলেন যেমন, পূর্বে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। এবং সেই সব কথা বলিল যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় আসমানের ফিরিশতাগণ বলিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সাথে লইয়া চতুর্থ আসমানে আরোহণ করিলেন। এখানেও ফিরিশতাগণ পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন এবং পূর্বের ন্যায়ই তাহাদিগকে জবাব দেওয়া হইল। অতঃপর তাহাকে লইয়া পঞ্চম আসমানে আরোহণ করিলেন অতঃপর তাহার ঠিক তদ্রূপ প্রশ্ন করিল যেমন পূর্বে করা হইয়াছিল। অতঃপর তাহাকে লইয়া ষষ্ঠ আসমানে আরোহণ করিলেন, এবং এখানেও একই প্রশ্নোত্তর হইল। তাহার পর তাহাকে লইয়া সপ্তম আসমানের দিকে আরোহণ করা হইল এখানেও পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন উত্তর হইল এবং যে আসমানেই ফিরিশতা ছিল সেখানেই এই একই প্রশ্ন করা হইয়াছিল। প্রত্যেক আসমানের অবস্থানকারী নবীদের সহিতও সাক্ষাৎ হইয়াছিল যাহাদের নাম নবী করীম (সা) উল্লেখ করিয়াছিলেন কিন্তু যাহাদের নাম আমার স্মরণ আছে তাহারা হইলেন, দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইসরীস, চতুর্থ আসমানে হযরত হারুন, পঞ্চম আসমানে অবস্থানকারী নবীর নাম আমার স্মরণ নাই। ষষ্ঠ আসমানে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং সপ্তম আসমানে হযরত মুসা (আ)। হযরত নবী করীম (সা) যখন এই আসমান অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন, তখন হযরত মুসা (আ) বলিলেন, হে আল্লাহ! আমার বারণা ছিল, আপনি আমার উপরে অন্য কাহাকেও মর্যাদা দান করিবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) আরো উপরে আরোহণ করিলেন যাহার উচ্চতা আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ জানে না। এমন কি তিনি সিদরাতুল মুস্তাহা পর্যন্ত পৌছিয়া গেলেন এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটবর্তী হইলেন, দুই কামান কিংবা দুই কামান হইতেও কম দূরত্ব রহিয়া গেল।

অতঃপর আল্লাহ পক্ষ হইতে তাহার নিকট অহীর মাধ্যমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করা হইল। যখন তিনি তথা হইতে নামিলেন তখন হযরত মুসা (আ) তাহাকে খামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। আল্লাহর পক্ষ হইতে কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? হযরত মুসা (সা) বলিলেন রাত্রি ও দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। হযরত মুসা (আ) বলিলেন, আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আপনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গিয়া সালাত কম করিবার জন্য আবেদন করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিবরীল (আ)-এর দিকে এমনভাবে তাকাইলেন, যেম তিনি তাহার নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন। হযরত জিবরীল (আ) ইহাতে সখ্যতি জানাইলেন। অতঃপর

তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে লইয়া পুনরায় আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইলেন। তিনি দরখাস্ত করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি অনুগ্রহ পূর্বক সংখ্যা হ্রাস করুন, আমার উম্মতের পক্ষে ইহা পালন করা সম্ভব হইবে না। আল্লাহ তা'আলা দশ ওয়াক্তের সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মুসা (আ) এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন এবারও তিনি তাহাকে বাধা দিলেন এবং খটনা গুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনি আবার আল্লাহর দরবারে সালাত হ্রাস করিবার দরখাস্ত করুন। এইভাবে তিনি আল্লাহর দরবারে গিয়া হ্রাস করিতে করিতে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত সালাত অবশিষ্ট থাকিল। হযরত মুসা (আ) রাসূলুল্লাহ (সা) কে বাধা দিয়া বলিলেন, দেখুন, আমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে আমার জীবন অতিবাহিত করিয়াছি এবং তাহাদের প্রতি ইহা হইতে কম সালাতের নির্দেশ ছিল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা অপারগ রহিয়াছে। আপনার উম্মত তো আরো অধিক দুর্বল। শরীর, মনের দিক হইতে শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তির দিক হইতেও দুর্বল। অতএব আপনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গিয়া সালাত হ্রাস করিবার জন্য দরখাস্ত করুন। প্রত্যেকবারই তিনি হযরত জিবরীল (আ)-এর প্রতি তাকাইতেন এবং তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এবারও হযরত জিবরীল তাহাকে উপরে লইয়া গেলেন এবং আল্লাহর দরবারে পৌছিয়া তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত বড়ই দুর্বল তাহার শরীর, মন, শ্রবণ শক্তি ও দর্শনশক্তি সবই দুর্বল অতএব অনুগ্রহপূর্বক আপনি আরো হ্রাস করুন। আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, হে মুহম্মদ! তিনি বলিলেন, বাস্বালেক, আমি উপস্থিত, হে আমার প্রভু! আল্লাহ বলিলেন, আমার কথার পরিবর্তন ঘটে না। উম্মত কিভাবে যেমন আছে তেমনি আপনার উপর ফরয করা হইয়াছে। পড়িতে পাঁচ ওয়াক্তের সালাত হইলেও সওয়াবের দিক হইতে ইহা পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। কারণ প্রত্যেক নেক আমলের দশ গুণ সওয়াব দান করা হয়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মুসা (আ)-এর নিকট পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি করিয়া আনিলেন? তখন রাসূলুল্লাহ বলিলেন, নির্দেশ সহজ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক নেকীর দশগুণ বিনিময় দানের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তখন হযরত মুসা (আ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি বনী ইসরাঈলকে ইহা অপেক্ষা সহজ হুকুম দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি তাহারা ইহা অপেক্ষা হালকা ও সহজ হুকুমকেও পরিত্যাগ করিয়াছে অতএব আপনি আপনার পথওয়ারদেগারের নিকট পুনরায় গমন করুন এবং হুকুম আরো সহজ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে মুসা! (আ) আমার তো পুনরায় অনুরোধ করিতে লজ্জাবোধ হইতেছে। তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছ তবে আপনি যান এবং বিসম্বন্ধিহ ককুন। রাসূলুল্লাহ যখন জাহেত হইলেন তখন তিনি মসজিদুল হারামে ছিলেন।

বুখারী শরীফের তাওহীদ অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর মর্যাদাবলী বর্ণনাও বর্ণিত হইয়াছে। ইসমাইল ইবনে আবু উওয়াইস সূত্রেও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, হারুন ইবনে সায়ীদ হইতে তিনি ইবনে ওহব হইতে তিনি সুলায়মান হইতে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাহার বর্ণনায় কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং কোথাও কিছু কমও করিয়াছেন। হাদীসের কিছু অংশ পূর্বে বর্ণনা করিয়াছেন আবার কিছু অংশ পরে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম বলেন, শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু নসর হাদীসটির মধ্যে **الْمُطَرَّبُ** (ইযতিরাব) করিয়াছেন তাহার স্বরণ শক্তি দুর্বল ছিল এবং হাদীসটি সঠিকভাবে মনে রাখিতে পারেন নাই। অন্যান্য হাদীসের শেষে উহার বর্ণনা আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন যি'রাজের উল্লেখিত ঘটনাটি নিদ্রাবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল। হাদীসের শেষ বাক্যটির উপর ভিত্তি করিয়াই তাহারা এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। হাফিয আবু বকর বায়হাকী বলেন, শরীফের রেওয়াজে কিছু অতিরিক্ত কথা আছে। যাহা কেবল তিনি একাই বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণে কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সেই রাত্রে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু হযরত আয়েশা, হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত আবু হুরায়রা (রা) এই আয়াত দ্বারা এই কথা প্রমাণ করেন, যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিবরীল (আ)-কে দেখিয়াছিলেন এবং ইহাই অধিক সত্য। হযরত আবু যর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন, তিনি তো নূর, কিভাবে তাহাকে দেখিব? অন্য এক রেওয়াজে বর্ণিত 'আমি নূর দেখিয়াছি' হাদীসটি ইমাম মুসলিম রেওয়াজে করিয়াছেন। **قوله ثُمَّ نَبَى فَتَلَّى** অর্থাৎ অতঃপর তিনি নিকটবর্তী হইলেন, এবং অবতীর্ণ হইলেন এখানে হযরত জিবরীল (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম এর রেওয়াজে দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। উম্মুল-মু'মিনীন-হযরত আয়েশা-(রা) ও ইবনে মাসউদ-(রা) হইতে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এবং মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা হইতেও বর্ণিত যে, উক্ত আয়াতে হযরত জিবরীল (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। আল্লাহকে নহে। এবং আয়াতের এই ব্যাখ্যা প্রদানে সাহাবায়ে কিরামের কেহই তাহাদের বিরোধিতা করেন নাই।

ইমাম আহমদ....আনাস ইবনে মালিক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমার নিকট একটি বোরাক আনা হইল। বোরাক গাধা হইতে কিছু বড় এবং খন্ডর অপেক্ষা কিছু ছোট সাদা এক প্রকার প্রাণী, যাহা এক লক্ষে দৃষ্টির শেষ প্রান্তে পৌছিয়া যায়। অতঃপর আমি উহার উপর আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিলাম এমন কি বামতুল মুকাবাসে উপস্থিত হইলাম। অতঃপর আমি

সোমারিকে সেই হলকার সহিত বাধিয়া রাখিলাম যাহার সহিত অধিরায়ে কিরাম বোধিতেন : অতঃপর আমি মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই সাকাতাত সালাত আদায় করিলাম। মসজিদ হইতে বাহির হইবার পর হযরত জিবরীল (আ) মদ ও দুধের দুইটি পেয়লা আনিয়া আমার নিকট রাখিলেন কিন্তু আমি দুধের পেয়লাই পছন্দ করিলাম। তখন জিবরীল (আ) আমাকে বলিলেন, আপনি ফিংরাতকে অবলম্বন করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমাকে লইয়া প্রথম আসমানে আরোহণ করা হইল। হযরত জিবরীল (আ) দরজা খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কে? তিনি উত্তর করিলেন, আমি জিবরীল; জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তাহাকে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হইল; হঠাৎ আমাদের সাক্ষাৎ হযরত আদম (আ) এর সহিত ঘটিল : তিনি আমাদের স্বাগত জানাইলেন এবং আমার জন্য নেক নোয়া করিলেন।

অতঃপর আমরা দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলাম। হযরত জিবরীল (আ) দরজা খুলিতে অনুরোধ করিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল আপনি কে? তিনি বলিলেন আমি জিবরীল। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা)। জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহাকে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। হঠাৎ আমাদের সহিত হযরত ইউসুফ (আ) এর সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তাহাকে অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হইয়াছে। তিনি আমাকে স্বাগত জানাইলেন এবং আমার জন্য নেক দু'আ করিলেন। অতঃপর চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। যাহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়া **وَرَفَعْنَاهُ مَكَّةَ** অর্থাৎ আমি তাহাকে উচ্চস্থানে উত্তোলন করিয়াছি। পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল; যষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আ) এর সহিত এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম (আ) এর সহিত মুলকাত হইল। তিনি তখন বাইতুল মা'মুর এর গায়ে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। বাইতুল মা'মুরে প্রত্যেক দিন সত্তর হাজার ফিরিশতা প্রবেশ করেন। কিন্তু সেই সকল ফিরিশতার সংখ্যা এত বেশী যে, যাহারা একবার প্রবেশ করিয়াছে কিয়মত পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আর তাহাদের প্রবেশ করিবার সুযোগ হইবে না।

অতঃপর আমি সিদরাতুল মুত্তাহা পৌছিলাম যাহার পাতা হাতীর কানের ন্যায়। এবং যাহার ফলও মটকার ন্যায় প্রকার। সিদরাতুল মুত্তাহাকে আল্লাহর নির্দেশে ডাকিয়া

রাখিয়াছেন। উহা এতই সৌন্দর্যপূর্ণ যে উহার সৌন্দর্যের কথা কেহই বর্ণনা করিতে সক্ষম নহে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট অর্থাৎ অবতীর্ণ করিলেন যাহা তিনি অবতীর্ণ করিতে চাহিলেন। আল্লাহ তা'আলা আমার উপর রাত্র দিনে পঞ্চাশ ওয়াজের সালাত ফরয করিলেন। অতঃপর আমি নীচে নামিয়া হযরত মুসা (আ)-এর নিকট আসিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার রব আপনার উম্মতের প্রতি কি ফরয করিয়াছেন? আমি বলিলাম, প্রতি রাত্র দিনে পঞ্চাশ ওয়াজের সালাত ফরয করিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, আপনি আপনার রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন। এবং আপনার উম্মতের জন্য এই হুকুম হালকা করুন। আপনার উম্মত দুর্বল, তাহারা ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে এই ব্যাপারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি, পুনরায় আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিলাম, হে আমার রব? আপনি আমার উম্মতের জন্য এই হুকুম হালকা করুন। তখন তিনি পাঁচ ওয়াজের সালাত হ্রাস করিলেন। অতঃপর আমি নামিয়া আসিলাম এবং হযরত মুসা (আ) এর নিকট উপস্থিত হইলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি করিয়া আসিয়াছেন, আমি বলিলাম, আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াজ হ্রাস করিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন। আপনার উম্মত ইহাও পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট গমন করুন এবং হুকুম সহজ করিবার জন্য অনুরোধ করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর একবার আমি হযরত মুসা (আ) এর নিকট আসিতে লাগিলাম এবং বারবার আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইতে লাগিলাম এবং পাঁচ ওয়াজ করিয়া হ্রাস করা হইতে লাগিল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) প্রত্যেক দিনে ও রাত্রে পাঁচ ওয়াজ সালাতই সিদ্ধান্ত। তবে প্রত্যেক সালাতের বিনিময়ে দশগুণ সওয়াব লাভ হইবে। এই ভাবে পাঁচ ওয়াজের সালাতে পঞ্চাশ ওয়াজের সমান সওয়াব লাভ হইবে।

আর যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের ইচ্ছা করিল অথচ সে কাজটি করিতে পারিল না তবে সে একটি নেকী লাভ করিবে। আর কাজটি করিয়া থাকিলে দশনেকী লাভ করিবে। আর যদি কেহ কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করে অথচ সে উহা করিল না তবে কোন ওনাই লেখা হইবে না। আর করিয়া থাকিলে একটি ওনাই হইবে। অতঃপর আমি নীচে নামিয়া হযরত মুসা (আ) এর নিকট বিস্তারিত বলিলাম। তখনো তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি পুনরায় আপনার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং স্বীয় উম্মতের জন্য হুকুম সহজ করিবার দরখাস্ত করুন। কারণ, আপনার উম্মত ইহাও পালন করিতে সক্ষম হইবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى

سَأَلْتُ رَبِّي عَذَابِي فَأَنزَلْتُ عَلَيْهِ الْعَذَابَ فَمَنَّ اللَّهُ بِالَّذِينَ آمَنُوا وَبَدَّلَ اللَّهُ وَجوهَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُرًا الَّذِي تُنْفِثُ بِهِ الشَّجَرُ فَأَسْفَهْنَا لَهُ الْأَنْجَارَ وَتَوَسَّلَ اللَّهُ بَيْنَ الْأَقْبَامِ وَأَنزَلْنَا الْحَبَّةَ الْكَبِيرَةَ وَاللَّهُ بِشَأْنِهِ عَلِيمٌ আমি আমার প্রভুর দরবারে কয়েকবারই প্রত্যাবর্তন করিয়াছি এখন আমি লজ্জা অনুভব করিতেছি। হাদীসটি ইমাম মুসলিম শায়বান ইবনে ফররুখ হইতে তিনি হাদীস ইবনে সালামাহ হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। শরীফ এর সূত্র অপেক্ষা এই সূত্রটি অধিক বিস্তৃত। ইমাম বায়হাকী বলেন, অত্র হাদীস এই কথাই প্রমাণ করে যে, যেই রাতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) কে মক্কা হইতে বাইতুল মুকাদাস ভ্রমণ করাইয়াছিলেন সেই রাতেই মিরাজের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। এবং ইহাই নিশ্চিত সত্য। ইমাম আহমদ (রা).... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যেই রাতে মিরাজ সংঘটিত হইয়াছিল, সেই রাতে একটা বোরাক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আনা হইল। বোরাকটিতে জীন লাগান ছিল এবং লাগামও লাগান ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উহার উপরে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন তখন উহা অবাধ্য হইয়া পড়িল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, তুমি একরূপ করিতেছ কেন? আল্লাহর কেসম তোমার উপর এমন সম্মানিত আরোহী আর কখনো আরোহণ করে নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর বোরাকটি ঘর্মান্ত হইয়া গেল। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ইসহাক ইবন মনসূর হইতে তিনি আব্দুর রাযযাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। এই সূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে আমরা হাদীসটি জানি না।

ইমাম আহমদ অন্য সূত্রে.... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আল! যখন আমাকে মিরাজ করাইলেন তখন আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম যাহাদের নবসমূহ আমার তৈয়রী এবং উহা দ্বারা তাহারা স্বীয় মুগমন্তল ও ধুকসুমূহকে যখন করিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে জিবরীল! ইহারা কাহারা?" তিনি বলিলেন, ইহারা হইল, সেই সকল লোক, যাহারা মানুষের মাংস ভক্ষণ করিত অর্থাৎ মানুষের অনুপস্থিতিতে তাহাদের নিন্দাবাদ করিত এবং তাহাদের মানসন্ত্রম নষ্ট করিতে চেষ্টা করিত। ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি সাফওয়ান ইবনে আমর হইতে এই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্য এক সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু সেই সূত্রে হযরত আনাস (রা)-এর উল্লেখ নাই। ইমাম আবু দাউদ বলেন, অর্কী.... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, মিরাজের রাত্রে আমি হযরত মুসা (আ) এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম। তিনি তখন তাহার কবরে দন্ডায়মান হইয়া সালাত আদায় করিতেছিলেন। ইমাম মুসলিম হাদীস ইবনে সালামাহ.... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নায়ায়ী বলেন এই সূত্রটি অধিক বিস্তৃত। হাফিয আবু ইয়াল মুসেলী তাহার 'মুসনাদ' গ্রন্থে বলেন, ওহব

ইবনে বাকিয়্যাহ.... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জনৈক সাহাবী আমাকে বনিয়াছেন, মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মুসা (আ)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি তাঁহার কবরে সালাত পড়িতেছিলেন। আবু ইয়ানা বলেন, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আর'আরহ.... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত; তিনি বলেন নবী করীম (সা) তাঁহার মি'রাজের রাতে হযরত মুসা (আ)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি তাহার কবরে সালাত পড়িতেছিলেন। "হযরত আনাস (রা) বলেন, ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) কে বোরাকের উপর সোয়ার করান হইয়াছিল অতঃপর সোয়ারীটি বাধিয়া রাখা হইয়াছিল।"

হযরত আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বাইতুল মুকাদ্দাসের কিছু বর্ণনা দিন। অতঃপর তিনি উহার বর্ণনা দিতে আরম্ভ করিলেন, উহা এমন, এবং এমন। তখন হযরত আবু বকর বলিলেন, আপনি সত্যই বলিয়াছেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি আপনি আল্লাহর রাসূল। হযরত আবু বকর (রা) পূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাস দেখিয়াছিলেন। হাফিয আবু বকর আহমদ ইবনে আমর বাযযার তাঁহার 'মুসনাদ' গ্রন্থে বলেন, সালামাহ ইবনে শরীক.... হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইব্রাহীম করিয়াছেন, আমি ছুমত ছিলাম, এমন সময় আমার নিকট হযরত জিবরীল (আ) আগমন করিলেন এবং দুই কাঁধের মাঝে হাত রাখিলেন। অতঃপর আমি একটি গাছে বসিয়া পড়িলাম যাহাতে পাখীর দুইটি বাসার ন্যায় কিছু ছিল। উহার একটিতে আমি বসিলাম অপরটিতে তিনি বসিলেন। অতঃপর গাছটি উঁচা হইতে লাগিল। আমি তখন আসমান স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিলে স্পর্শ করিতে পারিতাম আর আমি চতুর্দিকে আমার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলাম। হযরত জিবরীল (আ)-এর প্রতি আমি তাকাইয়া দেখিতে পাইলাম তিনি অত্যন্ত নম্রতাসহকারে বসিয়া আছেন। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম আল্লাহর মারিফাত দ্বারা তিনি আমার তুলনায় উত্তম। এমন সময় আসমানের একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর আমি একটি আযীমুশশান নূর দেখিতে পাইলাম। পর্দার আড়ালে ইয়াকূত ও মুজার রফ রফ ছিল। আল্লাহ তা'আলা তখন আমার প্রতি যাহা ইচ্ছা অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করিলেন। রাবী বলেন, হযরত আনাস ব্যতিত আর কেহ হাদীসটি রেওয়াজেত করিয়াছেন কিনা তাহা আমরা জানি না। আর ইহাও জানি না যে আবু ইমরান জওনী হইতে হারিস ইবনে উবাইদ ব্যতিত অন্য কেহ হাদীসটি রেওয়াজেত করিয়াছেন কিনা? এবং তিনি বসরার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। হাফিয

বায়হাকী তাহার 'দালায়েল' গ্রন্থে আবু বকর কাজী.... সাযীদ ইবনে মনসূর হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, অন্যান্য মুহাম্মদিগণ এই হাদীসের শেষে ٱرُفُ শব্দের স্থলে ٱرُفُ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম বায়হাকী বলেন, হারেস ইবনে উবাইদও হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরো বলেন, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ আবু ইমরান জওনী হইতে তিনি মুহাম্মদ ইবনে উমাইর ইবনে উতারিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামের একটি জামা'আতের সহিত বসিয়াছিলেন এমন সময় হযরত জিবরীল (আ) আগমন করিলেন এবং তাহার পিঠে আবুসী দ্বারা ইশারা করিলেন। অতঃপর তিনি তাহার সহিত একটি গাছের দিকে চলিলেন। গাছটিতে পাখির দুইটি বাসা ছিল। অতঃপর তিনি একটিতে বসিলেন এবং অপরটিতে হযরত জিবরীল (আ) বসিলেন। গাছটি আমাদেরকে নিয়ে এত উঁচু হইল যে, আসমানের এক প্রান্তে পৌঁছিয়া গেল, তখন আমি ইচ্ছা করিলে আসমানকে স্পর্শ করিতে পারিতাম। আমাদের দিকে যখন নূর অবতীর্ণ হইল তখন হযরত জিবরীল বেহুশ হইয়া পড়িলেন। তখন আমি তাঁহার আল্লাহর তীর্থে আমার জীতির তুলনায় অধিক নুঝিতে পারিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট অহী প্রেরণ করিলেন, নবী এবং বাদশাহ হইতে ইচ্ছা করেন না নবী এবং বাদা হইতে ইচ্ছা করেন? আর বেহেশতের অধিকারী। তখন হযরত জিবরীল (আ) আমার প্রতি ইংগিত করিয়া বলিলেন, আপনি তা'ওয়ামু ও নম্রতাবলন্বন করুন। তখন আমি বলিলাম হে আমার প্রতিপালক? আমি বাদশাহ হইতে ইচ্ছা করি না বরং নবী ও বাদা হইতে ইচ্ছা করি। আর বেহেশতে প্রবেশ করিতে চাই। আল্লামা ইবনে কাছীর বলেন, যদি এই রেওয়াজেত সত্য হয় তবে ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই বর্ণনা লাইলাতুল ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা হইতে ভিন্ন কোন ঘটনা। কারণ, এই রেওয়াজেত না বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছবার উল্লেখ আছে আর না আসমানে আরোহণ করিবার উল্লেখ আছে। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত। ইমাম বাযযার বলেন, আমরা ইবনে ইসা.... হযরত আনাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার কবরে দর্শন লাভ করিয়াছেন। তবে হাদীসটি গরীব। আবু জা'ফর ইবনে জরীর বলেন, ইউনুস.... হযরত আনাস ইবনে মালেক (আ) হইতে বর্ণনা করেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হযরত জিবরীল (আ) বোরাক লইয়া আগমন করিলেন তখন বোরাকটি তাহার লেজ নাড়া দিল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, খাম নড়াচড়া করিও না, আল্লাহর কসম, তোমার উপর তাঁহার ন্যায় আযীমুশশান আরোহী কখনো আরোহণ করে নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) উহার উপর আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিলেন, হঠাৎ পথের এক পার্শ্ব একজন

বৃদ্ধা নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল। তখন তিনি বলিলেন **مَا هَذَا يَا جَبْرَائِيلُ** হে জিবরীল এই বৃদ্ধা কে? তখন তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি চলিতে থাকুন। অতঃপর যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা; তিনি চলিতে লাগিলেন, হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন পথের একপার্শ্বে কোন বস্তু তাহাকে ডাকিতেছে। তখন হযরত জিবরীল, বলিলেন, আপনি আপনার সফর জারী রাখুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা তিনি চলিতে লাগিলেন। অতঃপর আল্লাহর এক প্রকার সৃষ্টজীব তাহাকে সরোধন করিয়া বলিল, **السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آدَمُ** হে প্রথম! আপনার প্রতি সালাম। **السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوحُ** হে শেষ! আপনার প্রতি সালাম। **السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمَ** হে সমবেতকারী! আপনার প্রতি সালাম। তখন হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন ইহার জবাব দান করুন। তিনি জবাব দিলেন। দ্বিতীয়বার পুনরায় তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল তখনো তাহারা অনুরূপ সালাম করিল। তৃতীয়বারও তাহারা অনুরূপ বলিল, এইভাবে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গৌছিয়া গেলেন। তথায় তাহার সম্মুখে মদ, পানি ও দুধ পেশ করা হইল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) দুধ গ্রহণ করিলেন। তখন জিবরীল (আ) বলিলেন, আপনি ফিৎরাতকে লাভ করিয়াছেন (সঠিক পথাবলম্বন করিয়াছেন)। যদি আপনি পানি পান করিতেন তবে আপনার উম্মত ডুবিয়া মরিত। আর যদি আপনি মদ পান করিতেন তবে আপনার উম্মত ভ্রান্ত হইয়া পড়িত আর আপনিও ভ্রান্ত হইতেন। অতঃপর হযরত আদম (আ) হইতে রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত সমস্ত আশিয়া কিরামকে তথায় প্রেরণ করা হইল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সেই দ্বায়ে তাহাদের সকলের ইমামত করিলেন। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, পথে যে বৃদ্ধা নারীকে দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে যে, এই পৃথিবীর বয়স এখন ততটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে যতটুকু বয়স এই বৃদ্ধা মেয়েলোকটির অবশিষ্ট আছে। আর পথের পার্শ্বে যাহাকে আপনি আপনার আস্থান করিতে দেখিয়াছেন সে হইল আল্লাহর দুশমন ইবলীস। আপনাকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। আর পথে যাহাদিগকে আপনি সালাম করিতে দেখিয়াছেন, তাহারা হইলেন, হযরত ইবরাহীম হযরত মুসা ও হযরত ইসা (আ)। হাফিম বায়হাকী ইবনে ওয়াহব এর সূত্রে হাদীসটি দালায়েলুলনুবুওয়াত গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তার কোন কোন শব্দে গরীবত আছে।

(দ্বিতীয় সূত্র) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণিত। অবশ্য বেওয়ামেতটির মধ্যেও অনেক **عُرِّبَتْ** রহিয়াছে। সুনানে নাসায়ী এর মধ্যে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, 'আমর ইবনে হিশাম.... হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমার নিকট একটি

সোয়রী আনা হইল যাহা গাধা হইতে বড় এবং ঘোড়া হইতে ছোট। তাহার দুষ্টির শেষ প্রান্তে এক এক পা রাখে। আমি উহার উপর আরোহণ করিলাম। হযরত জিবরীল (আ) আমার সাথেই ছিলেন, আমি চলিতে লাগিলাম; এক সময় তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি নামিয়া পড়ুন এবং সালাত আদায় করুন। আমি নামিয়া সালাত পড়িলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় সালাত পড়িলেন, জানেন কি? আপনি 'তয়বা' নামক সালাত পড়িয়াছেন এবং এখানেই আপনি হিজরত করিবেন। পথ চলিতে চলিতে আবার এক সময় তিনি বলিলেন, আপনি সালাত পড়ুন। আমি নামিয়া সালাত পড়িলাম। তিনি বলিলেন, আপনি কোথায় সালাত পড়িয়াছেন, জানেন কি? আপনি 'তুরে সাইনা' নামক স্থানে সালাত নামায পড়িয়াছেন। চলিতে চলিতে আবার এক সময় আমাকে তিনি বলিলেন আপনি নামিয়া সালাত পড়ুন, আমি অবতীর্ণ হইয়া সালাত পড়িলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় সালাত পড়িয়াছেন জানেন কি? আপনি 'বায়তুল্লাহমে' সালাত পড়িয়াছেন। হযরত ইসা (আ) এখানে ভূমিষ্ঠ হইয়া ছিলেন। এই ভাবে চলিতে চলিতে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিলাম! সমস্ত আশিয়ায় কিরামকে সেই খানে একত্রিত করা হইল এবং জিবরীল (আ) আমাকে ইমামতী করিবার জন্য সম্মুখে দাঁড় করিয়া দিলেন।

অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া প্রথম আসমানে আরোহণ করিলেন, সেখানে হযরত আদম (আ) এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর আমাকে লইয়া তিনি দ্বিতীয় আসমানে আরোহণ করিলেন সেখানে দুই খানাত ভাই হযরত ইসা ও হযরত ইয়াহুইয়া (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর তিনি আমাকে তৃতীয় আসমানে লইয়া গেলেন। তথায় হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর তিনি আমাকে চতুর্থ আসমানে লইয়া গেলেন, তথায় হযরত হারুন (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া পঞ্চম আসমানে আরোহণ করিলেন, তথায় হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর তিনি আমাকে ষষ্ঠ আসমানে লইয়া গেলেন তথায় হযরত মুসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া সপ্তম আসমানে আরোহণ করিলেন তথায় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর আমাকে লইয়া সাত আসমানের উপর সিদ্রাতুল মুত্তাহায় উপনিহিত হইলেন। কিছু কুদরতী মেঘমালা আমাকে ঘিরিয়া বসিল যাহার ফলে আমি সিজদায় পড়িয়া গেলাম। অতঃপর আমাকে বলা হইল, যেইদিন আমি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছি সেই দিন থেকেই আমি আপনার ও আপনার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিয়াছি। অতএব আপনি ও আপনার উম্মত যেন উহা

সঠিকভাবে পালন করে। অতঃপর আমি সেই নির্দেশ লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম। আমাকে হযরত মুসা (আ)-এর নিকট দিয়া যাইতে হুকুম করা হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার প্রতিপালক আপনার ও আপনার উম্মতের প্রতি কি ফরয করিয়াছেন। আমি বলিলাম পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত। তিনি বলিলেন না আপনি উহা পালন করিতে সক্ষম হইবেন আর না আপনার উম্মত উহা পালন করিতে পারিবে। অতএব আপনি আপনার রাবের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং হুকুম সহজ করিবার জন্য অনুরোধ করুন। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাগমন করিলাম এবং হুকুম সহজ করিবার দরখাস্ত করিলে তিনি দশ ওয়াক্তের সালাত কম করিয়া সহজ করিয়া দিলেন। অতঃপর পুনরায় হযরত মুসা (আ)-এর নিকট অগমন করিলে তিনি পুনরায় আমাকে আন্বাহর দরবারে প্রত্যাগমনের জন্য পরামর্শ দিলেন। আমি আন্বাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং এবারও দশ ওয়াক্তের সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। এইরূপ হ্রাস করিতে করিতে অবশেষে পাঁচ ওয়াক্তের সালাত রহিয়া গেল। হযরত মুসা (আ) আমাকে ওখানে অব্যাহত আন্বাহর দরবারে গিয়া সহজ করিবার জন্য বলিলেন, তিনি ইহাও বলিলেন, বনী ইসরাঈলের প্রতি মাত্র দুই ওয়াক্তের সালাত ফরয করা হইয়াছিল কিন্তু তাহারা উহা পালন করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। অতঃপর আমি তাবোরো আন্বাহর দরবারে গিয়া সহজ করিবার জন্য দরখাস্ত করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, যেই দিন আমি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছি সেই দিনেই আমি আপনি ও আপনার উম্মতের প্রতি পাঁচ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিয়াছি তবে এই পাঁচ ওয়াক্তের সালাত সওয়াবের দিক হইতে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। অতএব আপনি ও আপনার উম্মত যেন ইহা সঠিকভাবে পালন করে। তখন আমি বুদ্ধিতে পারিলাম যে ইহা আন্বাহর শেষ নির্দেশ। অতঃপর আমি হযরত মুসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলাম। তিনি এবারো আন্বাহর দরবারে হুকুম সহজ করিবার অনুরোধ করিবার কথা বলিলে আমি এইবার আর তাহার পরামর্শ পালন করিতে পারিলাম না যেহেতু আমি বুদ্ধিতে পারিয়াছিলাম যে ইহাই আন্বাহর শেষ নির্দেশ।

(তৃতীয় সূত্র) ইবনে আবু হাতিম.... আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যেই রায়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বাইতুল মুকাদ্দাসে লইয়া যাওয়া হইল হযরত জিবরীল (আ) গাধা হইতে বড় এবং ঝুঁক হইতে ছোট এক প্রকার সোয়ার লইয়া উপস্থিত হইলেন। হযরত জিবরীল উহার উপর আরোহণ করিয়াছিলেন যতদূর তাহার দৃষ্টি পড়িত সেইখানেই তাহার পা পড়িত। যখন তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছিলেন এবং বাবে মুহাম্মদ (মুহাম্মদ ফাটক) এর নিকট উপস্থিত

হইলেন। তথাকার একটি পাথরের সহিত আসুল লগাইলে উহাতে ছিদ্র হইয়া গেল। তিনি উহার সহিত বোরাকটি বাঁধিয়া রাখিলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে আরোহণ করিলেন যখন তাহারা উভয়ই মসজিদের মাঝে পৌঁছিলেন তখন হযরত জিবরীল বলিলেন, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি কি আপনার প্রভুর নিকট আপনাকে রূপসী সুন্দরী নূর দেখাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন তিনি বলিলেন, তবে ঐ যে স্ত্রীলোকগণ বসিয়া আছে তাহাদের নিকট গিয়া আপনি সালাম করুন। তাহারা 'সখরাহ' এর বামদিকে বসিয়া আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন। অতঃপর আমি তাহাদের নিকট আদিয়া সালাম করিলাম তাহার আমার সালামের জবাব দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কাহারা? তাহারা বলিলেন: উত্তম চরিত্রের এবং উত্তম সূরত ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী। আর আন্বাহর এমন প্রিয় বান্দাদের স্ত্রী, যাহারা পাপাচার ও গুনাহ হইতে নিজ নতাকে পূত-পবিত্র রাখিয়াছে। তাহারা সদা আমাদের নিকট অবস্থান করিবে কখনো পৃথক হইবে না তাহারা চিরজীবী হইবে কোন দিন মৃত্যুবরণ করিবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন আমি তথায় অতি অল্পকালই অবস্থান করিয়াছিলাম অতঃপর প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখি সেখানে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। মুয়াযযিন অযান দিলে সালাত কয়েম করা হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমরা সালাতের জন্য সারিবদ্ধ হইয়া অপেক্ষায় ছিলাম যে, কে ইমামতী করেন, এমন সময় হযরত জিবরীল (আ) আমার হাত ধরিয়া আগে বড়াইয়া দিলেন অতঃপর আমি ইমামতী করিলাম। হযরত জিবরীল বলিলেন, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি জানেন কি, আপনার পিছনে কাহারা সালাত পড়িয়াছে। আমি বলিলাম না, তিনি বলিলেন, আপনার পিছনে সমস্ত আশিয়ায়ে কিরাম সালাত পড়িয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমার হাত ধরিয়া আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। আমরা যখন দরজার নিকট পৌঁছিলাম তখন তিনি দরজায় আঘাত হারিলেন। আসমানের ফিরিশতা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি জিবরীল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন তাহারা দরজা খুলিয়া দিলেন এবং স্বাগত জানাইল। প্রথম আসমানে আরোহণ করিলে সেখানে হযরত আদম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল তখন হযরত জিবরীল (আ) আমাকে বলিলেন, আপনার পিতা আদম (আ)-কে কি সালাম করিবেন না? তিনি বলিলেন অবশ্যই। অতঃপর আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাহাকে আমি সালাম করিলে তিনি উহার জবাব দান করিলেন। এবং বলিলেন, আমার নেক সন্তান ও নবীকে ধন্যবাদ।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল আমাদের লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন, তিনি দরজা খুলিবার জন্য আমাদের জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি জিবরীল, তাহারা বলিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল; তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ; অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিল। এবং মারহাবা বলিয়া তাহারা স্বাগত জানাইল; তখন সেই আসমানে হযরত ইসা ও তাহার খলীফা ভাই হযরত ইয়াহুয়া (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমাদের লইয়া তৃতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করা হইল। হযরত জিবরীল দরজা খুলিবার জন্য দরজায় আঘাত করিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি বলিলেন আমি জিবরীল তাহারা বলিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তাঁহাকে কি ডাকা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিলেন আর মারহাবা বলিয়া স্বাগত জানাইলেন। এই আসমানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমাদের লইয়া চতুর্থ আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন এবং আসমানের দরজা খুলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, জিবরীল তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিল এবং ইহাও বলিল আপনাকেও আপনার সখীগণকে আমরা খোশ আমদেদ জানাইতেছি। এই আসমানে হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমাদের লইয়া পঞ্চম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন, আসমানের নিকট গিয়া তিনি দরজা খুলিতে বলিলে, তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে, তিনি বলিলেন, আমি জিবরীল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল আপনার সাথে কে, তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আপনাকেও আপনার সখীগণকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি। এই আসমানে হযরত হারুন (আ)-এর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর আমাদের লইয়া ষষ্ঠ আসমানের দিকে আরোহণ করা হইল। হযরত জিবরীল আসমানের দরজা খুলিতে বলিলে তাহারা বলিল আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি জিবরীল! তাহারা বলিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিল এবং বলিল আপনাকে আপনার সখীগণকে স্বাগত জানাইতেছি। এই আসমানে হযরত সুসা

(আ)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমাকে লইয়া সপ্তম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি আসমানের দরজা খুলিতে বলিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি জিবরীল, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিল এবং বলিল, আপনাকে ও আপনার সখীগণকে আমরা স্বাগত জানাইছি এই আসমানে হযরত ইবরাহীম (আ) এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। হযরত জিবরীল বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার পিতা ইবরাহীম (আ) কে সালাম করিবেন না। আমি বলিলাম অবশ্যই। অতঃপর আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম এবং তিনিও আমার সালামের জবাব দান করিলেন। এবং ইহাও বলিলেন, হে আমার নেক সন্তান ও সালেহ নবী! তোমাকে আমি খোশ আমদেদ জানাইতেছি। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমাদের লইয়া সপ্তম আসমানে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি আমাকে একটি নহরের নিকট লইয়া গেলেন যাহার উপর মুক্ত ইয়াকুত ও যবরজদ পাথরে সজ্জিত তাঁবু রহিয়াছে এবং উহার উপর একটি সবুজ রংগের অতি মনোরম পাখী রহিয়াছে। আমি হযরত জিবরীল (আ) কে বলিলাম রংগের অতি মনোরম পাখী রহিয়াছে। তিনি বলিলেন এই পাখীর ভক্ষণকারী আরো উত্তম। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন জানেন কি এইটি কোন নহর? আমি বলিলাম না, তিনি বলিলেন, এইটি হইল 'নহর কাওসার' যাহা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করিয়াছেন। সেখানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র রহিয়াছে যাহা যবরজাদ ও ইয়াকুত দ্বারা সজ্জিত। উহার পানি দুধ অপেক্ষা অধিক দাদা। অতঃপর আমি উহার একটি পাত্র লইয়া উক্ত নহর হইতে পানি ভরিয়া পান করিলাম। উহার পানি মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট এবং কস্তুরী অপেক্ষা অধিক সুগন্ধ। হযরত জিবরীল (আ) আমাকে একটি গাছের নিকট লইয়া গেলেন। নানা রংগের মেঘমালা আমাকে বেষ্টিত করিল। তখন জিবরীল (আ) আমাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং আমি আল্লাহর সম্মুখে সিজদায় অবনত হইলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলিলেন, হে মুহাম্মদ! যেই দিন আমি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছি সেই দিনেই আমি আপনার ও আপনার উম্মতের ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিয়াছি। অতএব আপনিও আপনার উম্মত যেন তাহা পালন করে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর মেঘমালা পরিষ্কার হইয়া গেল এবং হযরত জিবরীল আমার হাত ধরিলেন এবং তাদ্রাতাড়ি প্রত্যাবর্তন করিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে কিছুই বলিলেন না।

অতঃপর আমি হযরত মুসা (আ) এর নিকট আসিলাম এবং তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি কি করিয়া আসিয়াছেন? আমি বলিলাম, আমার প্রতিপালক আমার ও আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিয়াছেন। তিনি বলিলেন আপনার ও আপনার উম্মতের পক্ষে ইহা পালন করা কখনো সম্ভব হইবে না। অতএব আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট গিয়া এই হুকুমকে সহজ করিয়া দেওয়ার দরখাস্ত করুন। অতঃপর তাড়াতাড়ি সেই গাছের নিকট পৌছলাম। তখন আবার আমাকে সে মেঘমালা আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। হযরত জিবরীল (আ) আমাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং আমি আল্লাহর সম্মুখে সিজদায় অবনত হইলাম। আর আল্লাহর দরবারে আমি এই প্রার্থনা করিলাম হে আমার প্রভু! আপনি আমার ও আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিয়াছেন কিন্তু আমার ও আমার উম্মতের পক্ষে ইহা পালন করা সম্ভব হইবে না। অতএব আপনি সহজ করিয়া দিন। তিনি বলিলেন আচ্ছা তবে দশ ওয়াক্তের সালাত গ্রহণ করিয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর মেঘমালা পরিকার হইয়া গেল এবং জিবরীল (আ) আমার হাত ধরিলেন। অতঃপর আমি তাড়াতাড়ি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসিলাম কিন্তু তিনি আমাকে কিছুই বলিলেন না। অতঃপর আমি হযরত মুসা (আ)-এর নিকট আসিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি কি করিয়া আসিয়াছেন? আমি বলিলাম আমার প্রভু দশ ওয়াক্তের সালাত গ্রহণ করিয়া দিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, চল্লিশ ওয়াক্তের নামায় আপনি ও আপনার উম্মত পালন করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব আপনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গিয়া সালাত গ্রহণ করিয়া আসুন। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) একাধিকবার আল্লাহর দরবারে গেলেন এবং সালাত গ্রহণ করাইতে করাইতে অবশেষে পাঁচ ওয়াক্তের সালাত অবশিষ্ট রহিল। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সংগঠন পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাতের সমান হইবে। কিন্তু হযরত মুসা (আ) তাহার পরও আল্লাহর দরবারে গিয়া সালাত গ্রহণ করিবার জন্য পরামর্শ দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন। আমি লজ্জা অনুভব করিতেছি। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) নীচে নামিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিবরীল (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সেই অসমানেই পদার্পণ করিয়াছি যেই আসমানের ফিরিশতাগণ আমাকে স্বাগত জানাইয়াছেন আমাকে সালাম করিয়াছেন তাহারা আমার সহিত হাদিশুখে কথা বলিয়াছেন, কিন্তু একজন ফিরিশতা যিনি আমাকে সালাম দিয়াছেন ও স্বাগত জানাইয়াছেন বটে কিন্তু তাহাকে আমি হাসিতে দেখি নাই। ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন এই ফিরিশতা হইলেন জাহান্নামের দারোগা, যিনি তাহার সৃষ্টির পর হইতে আজ পর্যন্ত কখনো হাসেন নাই। যদি তিনি হাসিতেন তবে আজই তাহার হাসিবার একটি সময় ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) প্রত্যাবর্তনের জন্য সোরাবীর উপর আরোহণ করিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে কুরাইশদের একটি কাফেলা দেখিলাম যাহারা খাদদ্রব্য বোঝাই করিয়া যাইতেছিল। উহার মধ্যে একটি উট এমন ছিল যাহার উপর দুইটি বোঝা ছিল যাহার একটি সাদা ও একটি কাল ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার নিকট গিয়া অতিক্রম করিলেন তখন উটটি চমকে উঠিল, ঘুরিয়া পড়িল এবং মুচড়ে গিয়ে পড়িয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) চলিতে চলিতে স্বীয় স্থানে পৌছিয়া গেলেন। সকালে রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় মিরাজের ঘটনা মানুষের নিকট আলোচনা করিলেন। কুরাইশরা যখন এই ঘটনা শুনিতে পাইল তখন তাহারা সোজা হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট গমন করিল। তাহারাও হযরত আবু বকর (রা) কে সম্বোধন করিয়া বলিল, ওহে আবু বকর! তোমার সাথী কি বলে ওনিয়াহ কি? তিনি তো বলেন, আজ এক রাত্রেই এক মনের দূরত্বের পথ ভ্রমণ করিয়া একই রাত্রে আবার ফিরিয়াও আসিয়াছেন। তখন হযরত আবু বকর বলিলেন, যদি তিনি ইহা বলিয়া থাকেন তবে সত্যই বলিয়াছেন। আমরা তো ইহা অপেক্ষা আরো অধিক অসম্ভব বিষয়ে তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। আমরা তাহাকে আসমানের সংবাদ প্রদানেও সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি। অতঃপর মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি তোমার সত্যবাদীতার কোন আলামত বলতো দেখি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি কুরাইশদের একটি কাফেলার নিকট গিয়া অতিক্রম করিয়াছি তাহারা তখন অমুক অমুক স্থানে ছিল। তাহাদের একটি উট আমাদের কাফেলাকে দেখিয়া ভীত হইয়াছিল ও ঘুরিয়া পড়িয়াছিল এবং উহার পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছিল উহার উপর দুইটি সাদা কাল বোঝা ছিল। উক্ত কাফেলা যখন প্রত্যাবর্তন করিল তখন মুশরিকরা তাহাদিগকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাও ঠিক তেমনি সংবাদ দিল যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন। মিরাজের এই সংবাদকে বিধাীন চিন্তে সত্য বিশ্বাস করার কারণে হযরত আবু বকর (রা) কে সিদ্দীক বলা হইয়া থাকে। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে এই প্রশ্নও করিয়াছিল যে, হযরত মুসা ও হযরত ইসা (আ) এর সহিত কি তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তবে তাহাদের শারীরিক আকৃতির কিছু বর্ণনা দান কর। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, মুসা (আ) তো গদগদী বর্ণের ছিলেন এবং দেখিতে তাহাকে আয়ত উম্মানের লোক বলিয়া মনে হয় এবং হযরত ইসা (আ) মধ্যম পঠনের লোক এবং তাহার বর্ণ কিছু লাশসায়ুজ এবং তাহার চুল হইতে মনে হয় যেন পানির ফোঁটা ঝরিতেছে। এই রেওয়াজটির মধ্যে অনেক বিশ্বাকর বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে।

মালেক ইবনে সা'সাআহ (রা) হইতে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর রেওয়ামাত

ইমাম আহমদ.... কাভাদা সূত্রে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মালেক ইবনে সা'সাআহ তাহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) নঃহাবারে কিরামকে মি'রাজের ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, আমি একবার হাতীমে গুইয়াছিলাম। রাবী কাভাদাহ অনেক সময় তাহার বর্ণনায় ইহাও বলেন, হাজারে আশওয়াদের নিকট গুইয়াছিলাম; এমন সময় এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া তাহাদের তিন সাধীর মধ্যে মধ্যম সাধীকে বলিতে লাগিল।.....রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর সে আমাকে এখান হইতে এখান পর্যন্ত ফাড়িয়া ফেলিল; কাভাদাহ এর বর্ণনায় বহিয়াছে, "গলা হইতে নভী পর্যন্ত ফারিয়া ফেলিল" : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমার কাল্ব বাহির করা হইল অতঃপর ইমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ হর্ণের একটি তশতরী আনা হইল; অতঃপর আমার কলব ধৌত করা হইল এবং পুনরায় শরীরে দাখিল করা হইল। অতঃপর হৃৎকর অপেক্ষা ছোট এবং গাধা অপেক্ষা বড় একটি সাদা সোয়রী আমার নিকট আনা হইল। রাবী বলেন, তখন রাবী জারুদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু হামযা! ইহাই কি বোরাক? তিনি বলিলেন, হাঁ ইহা এতই দ্রুতগামী যে তাহার দৃষ্টির শেষ প্রান্তে তাহার পা দিয়া পড়ে; রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর আমাকে উহর উপর সোয়র করা হইল এবং হযরত জিবরীল আমাকে লইয়া চলিতে চলিতে আসমান পর্যন্ত পৌছিয়া গেলেন, তিনি আসমানের দরজা খুলিবার জন্য বলিলেন, জিজ্ঞাসা করা হইল আপনি কে? বলিলেন জিবরীল (আ) জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তখন তাহাদিগকে স্বাদর সন্মান করা হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল সেখানে হযরত আদম (আ)-এর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, এই হইলেন আপনার আদী পিতা হযরত আদম (আ) আপনি তাহাকে সালাম করুন। আমি তাহাকে সালাম করিলাম, তিনিও আমার সালামের জবাব দিলেন অতঃপর তিনি বলিলেন আমার নেক সন্তান ও সালাহ নবীকে আমি স্বাগত জানাইতেছি। অতঃপর তিনি উর্ধ্বগমন করিতে করিতে দ্বিতীয় আসমানের নিকট পৌছিলেন এবং দরজা খুলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল দরজা খুলিবার অনুরোধকারীকে তিনি বলিলেন জিবরীল। জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা), জিজ্ঞাসা করা হইল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান

হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তখন তাহাদিগকে স্বাগত জানান হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমাদের দরজা খোলা হইলে দুই খালাত ভাই হযরত ইসা ও ইয়াহুইয়া (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখন হযরত জিবরীল বলিলেন, এই যে হযরত ইসা ও ইয়াহুইয়া তাহাদিগকে সালাম করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি সালাম করিলাম এবং তাহারাও সালামের উত্তর প্রদান করিলেন। অতঃপর তাহারা নঃ ভাই ও সালাহ নবী বলিয়া স্বাগত জানাইলেন। অতঃপর হযরত জিবরীল তৃতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন অতঃপর তৃতীয় আসমানের দরজা খুলিবার জন্য বলিলেন জিজ্ঞাসা করা হইল, আগত্বক কে? তিনি বলিলেন, জিবরীল (আ) জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তখন মারহাবা বলিয়া স্বাগত জানান হইল। এবং আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। এখানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, এই যে, ইউসুফ (আ) তাহাকে সালাম করুন। আমি তাহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, সালাহ ভাই ও সালাহ নবীকে আমি স্বাগত জানাই। অতঃপর তিনি চতুর্থ আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন এবং নিকটে পৌছিয়া দরজা খুলিবার জন্য বলিলেন জিজ্ঞাসা করা হইল, আগত্বক কে? তিনি বলিলেন জিবরীল, জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার সাথে কে? হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন তাহাকে স্বাগত জানাইয়া দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। এখানে হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। জিবরীল (আ) বলেন, ইনি হইলেন হযরত ইদরীস (আ) তাহাকে সালাম করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি তাহাকে সালাম করিলাম এবং আমাকে সালামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর তিনি নেক ভাই ও সালাহ নবী বলিয়া আমাকে স্বাগত জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল পঞ্চম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। অতঃপর তিনি দরজা খুলিতে অনুরোধ করিলে জিজ্ঞাসা করা হইল আগত্বক কে? তিনি বলিলেন জিবরীল, জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার সংগে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ তখন তাহাকে স্বাগত জানান হইল, অতঃপর আমাদের জন্য আসমানের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। এখানে হযরত হারুন (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, এই যে, হযরত হারুন (আ) আপনি সালাম করুন। আমি তাহাকে সালাম

করিলে তিনি আমার সালামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর তিনি এই বলিয়া আমাকে স্বাগত জানাইলেন, আমার নেক ভাই ও সালেহ নবীকে জানাই স্বাগত। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) ষষ্ঠ আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। দরজা খুলিবার জন্য আঘাত করিলে জিজ্ঞাসা করা হইল আগন্তুক কে? তিনি বলিলেন, জিবরীল! জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার সংগে কে? তিনি বলিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ তখন খোশ আহমেদ জানান হইল। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। এখানে হযরত মুসা (আ)-এর সাহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিল। হযরত জিবরীল বলিলেন, ইনি হইলেন, হযরত মুসা (আ) তাহাকে সালাম করুন। আমি তাহাকে সালাম করিলাম অতঃপর তিনি আমার সালামের জবাব দান করিলেন। এবং নেক ভাই ও সালেহ নবী বলিয়া আমাকে খোশ আমদের জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি যখন তাহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছি তখন তিনি কাঁদিতে শুরু করিলেন জিজ্ঞাসা করা হইল কি কারণে আপনি কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন আমার কাঁদিবার কারণ হইল, এক ফুলকে আমার পরে নবী হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে অর্থাৎ, আমার উম্মত অপেক্ষা তাহার উম্মত অধিক বেহেশতে প্রবেশ করিলে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল সপ্তম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন এবং উর্হুর নিকট পৌছিয়া দরজা খুলিবার জন্য বলিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, আগন্তুক কে? বলিলেন আমি জিবরীল, জিজ্ঞাসা হইল আপনার সাথে কে? বলা হইল, হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? বলিলেন হাঁ তখন মারহাবা বলিয়া খোশ আমদের জানান হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। এখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাহিত সাক্ষাৎ হইল হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন ইনি হযরত ইবরাহীম (আ) তাহাকে সালাম করুন। আমি তাহাকে সালাম করিলাম এবং তিনি আমার সালামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমার নেক সন্তান ও সালেহ নবীকে আমি স্বাগত জানাইতেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমাকে সিদরাতুলমুত্তাহা পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইল। সেইখানে চারটি নহর দেখা গেল দুইটি বাহের ও দুইটি বাতেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা কি? তিনি বলিলেন, বাতেনী দুইটি হইল, বেহেশতের দুইটি নহর আর যাহেরী দুইটি হইল নীল ও ফুরাত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমার নমুখে বাইতুল মা'মুর পেশ করা হইল। কাত্যদাহ বলেন, হাসান বসরী (র) আবু হুরায়রাহ (রা) হইতে আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি নবী করীম (সা) হইতে

বর্ণনা করেন যে তিনি বাইতুল মা'মুর দেখিয়াছেন, প্রতিদিন সেখানে সত্তর হাজার ফিরিশতা দাখেল হয় কিন্তু পুনরায় তাহারা উহাতে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না। অতঃপর বর্ণনাকারী হযরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন অতঃপর আমার নিকট মদের একটি পাত্র দুধের একটি পাত্র এবং মধুর একটি পাত্র আনা হইল। রাসূলুল্লাহ বলেন, আমি দুধের পাত্র বাছাই করিয়া লইলাম। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, ইহাই ফিত্রাত যাহার উপর আপনি ও আপনার উম্মত প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি বলেন, তাহার পর আমার উপর পঞ্চাশ সালাত ফরয করা হইল অতঃপর আমি নীচে নামিলাম এবং হযরত মুসা (আ)-এর নিকট আগমন করিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিলাম পঞ্চাশ সালাত পড়িবার। তিনি বলিলেন আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আপনার পূর্বে আমি বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। অতএব আপনি আপনার প্রভুর নিকট গমন করুন এবং আপনার উম্মতের জন্য সহজ হুকুমের প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি আন্তাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং তিনি দশ ওয়াক্তের সালাত হ্রাস করিয়াছিলেন। অতঃপর আমি হযরত মুসা (আ)-এর নিকট গমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? আমি বলিলাম চত্বিশ ওয়াক্তের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন চত্বিশ ওয়াক্তের সালাতও আপনার উম্মত আদায় করিতে সক্ষম হইবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে শুব পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। অতএব আপনি পুনরায় আন্তাহর দরবারে গিয়া সহজ হুকুম লইয়া আসুন। পুনরায় আন্তাহর দরবারে গেলে তিনি আবার দশ ওয়াক্ত হ্রাস করিয়া দিলেন। আমি পুনরায় হযরত মুসা (আ)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কি নির্দেশ লইয়া আসিয়াছেন আমি বলিলাম ত্রিশ ওয়াক্তের সালাত। তিনি বলিলেন, আপনার উম্মত ত্রিশ ওয়াক্ত সালাত পালন করিতেও সক্ষম হইবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। অতএব আপনি পুনরায় আপনার উম্মতের জন্য সহজ হুকুম প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি পুনরায় আন্তাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি আরো দশ ওয়াক্ত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতঃপর আমি হযরত মুসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কি নির্দেশ লইয়া আসিয়াছেন। আমি বলিলাম বিশ ওয়াক্ত সালাত লইয়া আসিয়াছি। তখনো তিনি বলিলেন আপনার উম্মত ইহাও পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে বহু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। অতএব আপনি সহজ হুকুমের জন্য পুনরায় আন্তাহর

দরবারে প্রত্যাবর্তন করলেন। আল্লাহর দরবারে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি আরো দশ সাতাৎ হ্রাস করিয়া দিলেন। অতঃপর আমি হযরত মুসা (আ)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি লইয়া আসিয়াছেন? বলিলাম প্রতি দিনে দশ সাতাৎ তখনো তিনি বলিলেন প্রতি দিন দশ সাতাৎ আপনার উম্মত পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে খুব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আপনি আবারো আল্লাহর দরবারে গিয়া সহজ হুকুম লাভ করিবার চেষ্টা করুন। আমি এবার আল্লাহর দরবারে গিয়া মাত্র পাঁচ সাতাৎ লইয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং হযরত মুসা (আ)-এর নিকট গিয়া বলিলে তিনি আবারো বলিলেন, আপনার উম্মত ইহাও পালন করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব আপনি আবারো আল্লাহর দরবারে গিয়া সহজ হুকুম লাভ করিবার চেষ্টা করুন। আমি বনী ইসরাঈলকে খুব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি আমার রবের নিকট বহু প্রার্থনা করিয়াছি। এখন তো আল্লাহর লজ্জা অনুভব হইতেছে। আল্লাহর পক্ষ হইতে সর্বশেষ নির্দেশে আমি সন্তুষ্ট ও উহার অনুগত। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করিল আমার ফরম আমি চালু করিয়াছি এবং বান্দাদের প্রতি সহজ করিয়া দিয়াছি। বুখারী ও মুসলিম শরীফে তাহাদাহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হযরত আবু যর (রা) হইতে হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়াজে

ইমাম বুখারী বলেন, ইয়াহুইয়া ইবনে যুকাইর... হযরত আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্ণিত যে হযরত আবু যর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি যখন পবিত্র মক্কায় ছিলাম তখন আমার ঘরের ছাদ কাঁড়িয়া হযরত জিবরীল (আ) অবতীর্ণ হইলেন, এবং আমার খুক চিরিলেন অতঃপর আমার কলব যমযামের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন অতঃপর ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ একটি তশতরী আনিলেন। উহা আমার বুকে ঢালিয়া দিলেন অতঃপর উহা সেলাই করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া প্রথম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। যখন আমরা প্রথম আসমানের নিকট পৌঁছিলাম তখন হযরত জিবরীল আসমানের প্রহরীকে উহার দরজা খুলিতে বলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আগন্তুক কে? তিনি বলিলেন জিবরীল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার সাথে কেউ আছে কি? তিনি বলিলেন হাঁ, মুহাম্মদ (সা) তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ। যখন আসমানের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল তখন আমরা প্রথম আসমানের ওপর আরোহণ করিলাম এবং ওখায় এক ব্যক্তিকে বসা দেখিতে পাইলাম যাহার ডান দিকে বাম দিকে মানুষ্য রূপের দল রহিয়াছে। তখন তিনি ডান দিকে

দৃষ্টিপাত করেন, হানিতে থাকেন। তিনি আর যখন বাম দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করেন, তখন কাঁদিতে থাকেন। অতঃপর তিনি বলিলেন সালেহ নবী ও নেক সন্তানের আগমনকে স্বাগত জানাইতেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি জিবরীল (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন হযরত আদম (আ) তাহার ডান দিকে ও বাম দিকে যে দল দেখিতে পাইলেন উহা হইল তাহার সন্তানের রুহসমূহ। তাহাদের মধ্যে যাহারা তাহার ডান দিকে অবস্থিত তাহারা বেহেশতবাসী আর যাহারা তাহার বামে রহিয়াছে তাহারা দোষবাসী। হযরত আদম (আ) যখন তাহার ডান দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করেন তখন খুশীতে হাসিতে থাকেন আর যখন বাম দিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন তিনি দুঃখে কাঁদিতে থাকেন। অতঃপর জিবরীল (আ) আমাকে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে চড়িতে লাগিলেন। আসমানের নিকট আসিয়া আসমানের প্রহরীকে দরজা খুলিতে বলিলে প্রথম আসমানের প্রহরী যেমন প্রশ্নোত্তর করিবার পর খুলিয়াছিলেন তিনিও খুলিয়াছিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত নবী করীম (সা) উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন আসমানে তিনি হযরত আদম, ইদরীস, মুসা, ঈসা ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। অবশ্য তাহাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করে বলেন নাই। তবে ইহা উল্লেখ করেছেন যে হযরত আদম (আ) প্রথম আসমানে ছিলেন, হযরত ইবরাহীম ষষ্ঠ আসমানে। হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত জিবরীল (আ) যখন হযরত ইদরীস (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন তখন তিনি বলিলেন সালেহ নবী ও নেক ভাইকে স্বাগত জানাইতেছি। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন হযরত ইদরীস (আ)। অতঃপর হযরত জিবরীল হযরত মুসা (আ) এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন তখন তিনি বলিলেন, সালেহ নবী ও নেক ভাইকে স্বাগত জানাইতেছি। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত মুসা (আ)। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট অতিক্রম করিলে তিনিও বলিলেন সালেহ নবী ও সালেহ ভাইকে স্বাগত জানাইতেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উনি কে? তিনি বলিলেন হযরত ঈসা (আ)। অতঃপর আমি হযরত ইবরাহীম (আ) এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে তিনি বলিলেন مَرْحَبًا بِالسَّالِحِ وَالْإِيمَانِ الْمُنَاجِجِ সালেহ নবী ও সালেহ সন্তানের আগমনকে স্বাগত জানাইতেছি। জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত ইবরাহীম। ইমাম যুহরী বলেন, ইবনে হাফস আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন হযরত ইবনে আব্বাস ও আবু হাব্বাহ আল আনসারী উভয়েই বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর আমাকে উপরে লইয়া যাওয়া হইল এবং অবশেষে একটি সমতল স্থানে

উপস্থিত হইয়া সেখানে কলামের শব্দ শুনিতে পাইলাম। ইবনে হাযম ও আনাস ইবনে মালেক বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ সালাত ফরয করিলেন। আল্লাহর উক্ত নির্দেশ লইয়া আমি হযরত মুসা (আ) এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ তা'আলা কি ফরয করিয়াছেন? আমি বলিলাম পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। তিনি বলিলেন, আপনি আপনার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করুন। আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। অতঃপর আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি অর্ধেক সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতঃপর হযরত মুসা (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম আল্লাহ তা'আলা অর্ধেক সালাত হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আপনি পুনরায় আপনার প্রভুর নিকট গমন করুন। আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। অতঃপর আমি পুনরায় আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি উম্মত অর্ধেক হ্রাস করিয়া দিলেন। আমি হযরত মুসা (আ)-এর নিকট পুনরায় উপস্থিত হইলে তিনি এবারও বলিলেন, আপনি পুনরায় আপনার প্রভুর দরবারে গিয়া সালাত হ্রাস করুন। আপনার উম্মত ইহাও পালন করিতে সক্ষম হইবেন না। অতঃপর আমি আবাবো আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইয়া হ্রাস করিবার দরখাস্ত করিলাম। তখন তিনি বলিলেন অচ্ছ, পাঁচ ওয়াক্তের সালাত ফরয থাকিল তবে উহা পঞ্চাশের সমান হইবে। আমার কথার পরিবর্তন হয় না। অতঃপর পুনরায় আমি হযরত মুসা (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম তখনো তিনি আল্লাহর দরবারে সালাত হ্রাস করিবার জন্য দরখাস্ত করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বলিলাম, আমার প্রভুর নিকট পুনরায় যাইতে আমি লজ্জা অনুভব করিতেছি। অতঃপর হযরত জিবরীল আমাকে নইয়া সিনরাতুল মুত্তাহা উপস্থিত হইলেন যথা নানা প্রকার রংগে বেটন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বক্তৃতঃ উহা যে কি তাহা আমার জ্ঞান নাই। অতঃপর আমাকে বেহেশতে দাখিল করা হইল সেখানে আমি মুত্তাহার রশি দেখিতে পাইলাম এবং ইহাও দেখিলাম যে উহার মাটি হইল কস্তুরী সমতুল্য বস্তু। উপরোক্ত হাদীসটি বুখারী শরীফের সালাত অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এবং একই সূত্রে হযরত আনাস হইতে বুখারী বনী ইসরাঈল-এর আলোচনায়, হজ্জ অধ্যায়ে, এবং আহিহাযে কিরাম সম্পর্কিত রেওয়াজেতসমূহে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম হারমালাহ ও ইবনে ওহব এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে মুসলিম শরীফে ইমানে অধ্যায়ে অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ বলেন, আবুফান.... আব্দুল্লাহ ইবনে শকীক হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু যর (রা) কে বলিলাম, যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা) দেখিতে

পাইতাম তবে অবশ্যই তাহাকে একটি প্রশ্ন করিতাম, তিনি বলিলেন কি প্রশ্ন করিতেন, আমি বলিলাম আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? তখন হযরত আবু যর বলিলেন, এই প্রশ্নটিই আমি তাহাকে করিমাছি। তিনি বলিলেন, আমি তাহার নূর দেখিমাছি। তাহার আসল সত্তাকে কি করিয়া দেখিব? ইমাম আহমদের রেওয়াজেতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম মুসলিম তাহার সহীহ গ্রন্থে আবু বকর ইবনে আবু শায়বাহ.... হযরত আবু যর হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি আল্লাহকে দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন তিনি তো নূর, তাহাকে আমি কি করিয়া দেখিব? মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার আব্দুল্লাহ ইবনে শকীক হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু যরকে (রা) বলিলাম, যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখিতাম, তবে অবশ্যই তাহাকে একটি প্রশ্ন করিতাম। তিনি বলিলেন, কোন জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে? তিনি বলিলেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? হযরত আবু যর বলিলেন, আমি এই প্রশ্ন করিলে, তিনি বলিলেন আমি নূর দেখিমাছি।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়াজেত

আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুছাইয়্যারী.... হযরত আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলিতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমার ঘরের ছাদ ছিদ্র করা হইল। তখন আমি মক্কায় ছিলাম। অতঃপর হযরত জিবরীল (খা) অবতীর্ণ হইলেন এবং বুক চিরিয়া ফেলিলেন এবং ময়মের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন অতঃপর ইমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ একটি তশতরী আনা হইল এবং উহা আমার বুক ঢালিয়া দিলে পুনরায় বুক সেলাই করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরিলেন এবং তাহাকে নইয়া আসমানের দিকে চড়িতে আনিলেন। যখন তিনি প্রথম আসমান আগমন করিলেন, তখন এক ব্যক্তি বসা ছিল যাহার ডানে মানুষ্যরূপে একটি দল ছিল এবং বামেও একটি বড় দল ছিল। যখন তিনি তাহার ডান দিকে তাকাইলেন তখন মৃদু হাসিতেন আর বাম দিকে তাকাইয়া কাঁদিয়া পড়িতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখিয়া সাঙ্গোহ নবী ও সাঙ্গোহ সত্তান বলিয়া তাহাকে স্বাগত জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি হযরত জিবরীল (খা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত আদম (আ) আর তাহার ডানে ও বামে যে দল দেখিতে পাইলেন তাহারা হইল তাহার সন্তানগণের রূহ ও আত্মা। যাহারা তাহার ডান দিকে অবস্থানরত

রহিয়াছে তাহারা নোহেশভবাসী আর যাহারা তাহার বাম দিকে রহিয়াছে তাহারা দোখবাসী। অতএব তিনি যখন জান দিকে দৃষ্টিপাত করেন হানিয়া পড়েন আর যখন বাম দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করেন দুঃখে কাঁদিয়া পড়েন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল আমাকে নইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। আসমানের খায়েনকে তিনি দরজা খুলিবার জন্য বলিলে তিনি খুলিয়া দিলেন।

হযরত আনাস (রা) বলেন, অতঃপর হযরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন আসমানে হযরত আদম, ইদরীস, মূসা, ইবরাহীম ও হযরত ইসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। হযরত আদম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল প্রথম আসমানে এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত ষষ্ঠ আসমানে। হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত জিবরীল ও রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হযরত ইদরীস (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে সনোধন করিয়া বলিলেন, সালেহ নবী ও সালেহ ভাইকে স্বাগত জানাইতেছি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে জিবরীল ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত ইদরীস (আ) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম। তিনিও সালেহ নবী ও সালেহ ভাই বলিয়া তাহাকে স্বাগত জানাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি হযরত মূসা (আ)। অতঃপর আমি হযরত ইসা (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম তখন তিনি সালেহ নবী ও সালেহ ভাই বলিয়া সনোধন করিয়া স্বাগত জানাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত ইসা ইবনে মরিয়াম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে তিনি সালেহ নবী ও সালেহ সন্তান বলিয়া সনোধন করিয়া স্বাগত জানাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)। ইবনে শিহাব বলেন, ইবনে হাযম আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন হযরত ইবনে আক্বাস ও আবু হান্সাহ আনসারী বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর আমাকে আরো উপরে লইয়া যাওয়া হইল এবং একটি সমতল ভূমীর উপর আমরা দস্তায়মান হইয়া কনমের শব্দ শুনিতে পাইলাম। ইবনে হাযম ও হযরত আনাস ইবনে মালেক বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ সালাত ফরয করিয়াছেন অতঃপর তাহা লইয়া আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উপর কি ফরয করিয়াছেন? আমি বলিলাম, পঞ্চাশ সালাত। অতঃপর তিনি বলিলেন আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম

হইবে না। অতএব আপনার প্রতিপালকের নিকট গিয়া সালাত হ্রাস করুন। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি অর্ধেক সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট গিয়া এই সংবাদ দিলাম। তখন তিনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গিয়া সালাত হ্রাস করিবার পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন, আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। অতঃপর আমি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গেলে তিনি বলিলেন, সালাত পাঁচ ওয়াজ-ই ফরয থাকিল তবে উহা পঞ্চাশের সমান হইবে। আমার কথার কোন পরিবর্তন হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট পুনরায় আসিয়া জানাই যে তিনি আবারও বলিলেন, আপনি আপনার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করুন। তখন আমি বলিলাম, আমার এখন লজ্জা অনুভব হইতেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন অতঃপর সিদরাতুল মুতাহায় লইয়া যাওয়া হইলে, যাহাকে বিভিন্ন রংগের বস্ত্র বেটন করিয়া রাখিয়াছে বস্ত্রভঃ সেই সব কি? তাহা আমার জানা নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি বেহেশতে দাখিল হইলাম। সেইখানে আছে মুক্তার তাঁবু ও উহার মাটি মিসক সমতুল্য। আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ তাহার পিতার মুসনাদ গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সিহাহ সিন্তাহ এর কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইউনুস যুহরী ও আনাস (রা) এর সূত্রে হযরত আবু যর (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

বুরায়দাহ ইবনে বাছীব আসলামী-এর রেওয়ামেত

হাফিব আবু বকর আল বাযযার বলেন, অঃপুর রহমান ইবনে মুতাওরাক্কিল ও ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (রা).... যুবাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আমার মি'রাজের রাতে.... হযরত জিবরীল (আ) বায়তুল মুকাম্বাসের পাথর এর নিকট আসিলেন..... অতঃপর তিনি তাহার আঙ্গুল দ্বারা উহাকে ছিদ্র করিয়া দিলেন। এবং উহার সহিত বোরাক বাধিয়া দিলেন। বাযযার বলেন, যুবাইর ইবনে জুনাদাহ হইতে আবু নুমানলাহ ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। অবশ্য বুরায়দা ব্যতিত আর কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। ইমাম তিরমিযী তাহার জামে তিরমিযীর তাকসীর অধ্যায়ে ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম দাওরাকী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)-এর রেওয়ামেত

ইমাম আহমদ বলেন, ইয়াকুব.... জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণিত যে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন মি'রাজের ঘটনার পর কুরাইশরা যখন আমাকে

মিথ্যাবাদী বলিতে লাগিল তখন হাজরে আসওয়াদের উপর আমি দস্তায়মান হইলাম এবং আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দিলেন। এবং উহার প্রতি দেখিয়া দেখিয়াই তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম। ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইমাম যুহরী হইতে একাধিক নৃত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। বায়হাকী বলেন, আহমদ ইবনে হাসান আল কাযী.... সায়ীদ ইবনে মুনাযিয়াব হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তখন তিনি সেখানে হযরত ইবরাহীম, মুসা ও হযরত ইসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার নিকট মদ ও দুধের দুইটি পেয়ালা জানা হইলে তিনি উভয় পেয়ালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুধের পেয়ালা উঠাইয়া লইলেন। তখন জিবরীল (আ) বলিলেন, আপনি ঠিক করিয়াছেন। ফিত্রাত অনুসারেই কাজ করিয়াছেন। যদি আপনি মদ গ্রহণ করিতেন তবে আপনার উম্মত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মকায় ফিরিয়া আসেন এবং তাহার রাত্তরীকালীন ভ্রমণের সংবাদ দান করিলে এতে অনেক এমন লোকও ফিতনায় পতিত হয় যাহারা তাহার সহিত নামায পড়িয়াছিল। ইবনে শিহাব (র) বলেন, আবু সালেমাহ ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, অতঃপর কুরাইশদের কিছু লোক হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট গিয়া বলিল, তোমার সাথী কি বলে ওনিয়াছ কি? তিনি নাকি একই রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন হযরত আবু বকর (রা) বলিলেন, সত্যই কি তিনি এই কথা বলিয়াছেন। তাহারা বলিল, হাঁ, তিনি বলিলেন, যদি তিনি ইহা বলিয়া থাকেন, তবে আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তিনি সত্য বলিয়াছেন। তাহারা বলিল, আপনি কি তাহাকে এই ব্যাপারেও সত্য মনে করেন যে একই রাত্রে তিনি সিরীয়া পর্যন্ত গিয়া পুনরায় মকায় ফিরিয়া আসিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ আমি তো তাহাকে আরো অধিক অসম্ভব ব্যাপারে সত্যবাদী মনে করি। আবু সালেমাহ বলেন, এই কারণেই আবু বকর (রা) কে সিন্দীক বলা হইয়া থাকে। আবু সালেমাহ বলেন, আমি জারের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) কে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, মি'রাজের ঘটনার পর যখন কুরাইশরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অভিযোগ করিতে লাগিল, তখন আমি হাজরে আসওয়াদ এর উপর দস্তায়মান হইলাম এবং আল্লাহ তা'আলা আমার সম্মুখে বাইতুল মুকাদ্দাসকে উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন অতঃপর উহার দিকে দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলাম।

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান-এর রেওয়াজে

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবু নুযর.... যিহ ইবনে হুবাইশ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা)-এর নিকট আসিলাম তখন তিনি

হযরত মুহাম্মদ (সা) এর মি'রাজ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমরা চলিতে লাগিলাম এমন কি বাইতুল মুকাদ্দাস পৌছিলাম কিন্তু কেহই ভিতরে প্রবেশ করিল না তিনি বলেন, আমি বলিলাম বরং রাসূলুল্লাহ (সা) ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে সলাতও পড়িয়াছেন। যিহ ইবনে হুবাইশ বলেন, তখন হুযাইফা আমাকে বলিলেন, হে টাকপড়া তোমার নাম কী? তোমার চেহারা আমার পরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু তোমার নাম আমার মনে নাই। আমি বলিলাম আমার নাম যিহ ইবনে হুবাইশ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিয়া জানিতে পারিলে যে রাসূলুল্লাহ (সা) বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদে সলাত পড়িয়াছেন। আমি বলিলাম আমি কুরআন দ্বারাই ইহা বুঝিতে পারি। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনের কথা বলে সে মুক্তি পাইবে। সেই আয়াতটি কি উহা পড়ুন, তখন আমি سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى পড়িলাম। তখন তিনি বলিলেন, হে টাকপড়া! আয়াতের মধ্যে কি ইহা আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে সলাত পড়িয়াছেন? আমি বলিলাম না। তিনি বলিলেন আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সেই রাত্রে তথায় সলাত পড়েন নাই। যদি তিনি সেইরাত্রে তথায় সলাত পড়িতেন তবে তোমাদের প্রতি সেখানে সলাত পড়া ওয়াজিব হইয়া যাইত। যেমন বাইতুল্লাহ শরীফে তোমাদের প্রতি সলাত পড়া ওয়াজিব আল্লাহর কসম দ্বারা উভয়েই বোরাকের উপর আরোহণ করিয়া চলিতে থাকেন এমনকি তাহাদের জন্য আসমানের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তাহারা বেহেশত ও দোযখ দেখিলেন এবং পরকালে যাহা কিছু ওয়াদা করা হইয়াছে সব কিছু দেখিতে পাইলেন অতঃপর তাহারা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন।

রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এমনভাবে পড়িলেন যে আমি তাহার দাঁত দেখিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন লোকেরা এই কথা বলিয়া যাক যে বোরাকটি যাহাতে ভাগিয়া যাইতে না পারে সেইজন্য তাহাকে বাধিয়া রাখা হইয়াছিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা বোরাকটিকে তাহার জন্য বাধা করিয়া দিয়াছিলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বোরাক কি বস্তু? তিনি বলিলেন একটি সাদা জন্তু যতদূর দৃষ্টি যায় সে এক সাথে ততদূর পৌছিয়া যায়। আবু দাউদ তয়ালেসী হাম্মাদ ইবনে সালামাহ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও মাসায়ী তাফসীর অধ্যায়ে আসেন হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাইতুল মুকাদ্দাসে সলাত পড়া ও হালকার সহিত বোরাক বাধাকে হযরত হুযাইফা (রা) অবশীকার করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য রাবীগণ তাহা রাসূলুল্লাহ

(সো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উহা হযরত হুযাইফা (রা) এর কথা হইতে অধিক গ্রহণযোগ্য।

আবু সায়ীদ সা'দ ইবনে মালেক ইবনে সিনান খুদরী (রা)-এর রোশনামেত

দালায়েনুন্নবুওয়াত গ্রন্থে খাফেথ আবু বকর কায়হাকী বর্ণনা করেন, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ... আবু সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সাহাবায়ে কিরাম (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদিগকে আপনার মি'রাজ সম্পর্কে বলুন। তিনি বলিলেন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا এই আয়াত পাঠ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, একবার আমি রাত্রে মসজিদুল হারামে ঘুমন্ত হিনাম এমন অবস্থায় এক আগতুক আগমন করিয়া আমাকে জাগ্রত করিল। আমি তখন কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না। আমি যেন কি এক খোয়ালেই মগ্ন ছিলাম। অতঃপর আমি আগতুককে দেখিতে পাইয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিলাম এবং মসজিদ হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। অতঃপর আমার নিকট খচ্চর হইতে কিছু ছোট তাহারই মত দীর্ঘ কান বিশিষ্ট একটি সোয়ারী দেখিতে পাইলাম যাহাকে বোয়াক বলা হয়। আমার পূর্বে অস্থিগায়ে কিরাম উহার উপর আরোহণ করিতেন। চলিতে সমগ্র তাহার পাও দৃষ্টির শেষ সীমায় গিয়া পড়িত। আমিও উক্ত সোয়ারীর উপর আরোহণ করিলাম। যখন আমি উহার উপর ভ্রমণ করিতেছিলাম তখন জনৈক আস্থানকারী আমার ডান দিক হইতে ডাকিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। হে মুহাম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। হে মুহাম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু আমি তাহার উত্তরও করিলাম না আর সেখানে দাঁড়াইলামও না। আমরা পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ আবার বাম দিক হইতেও অনুরূপ ৩ বার ডাকিতেছে কিন্তু আমি সেখানে দাঁড়াই নাই এবং কোন উত্তর দেই নাই। চলিতে চলিতে আবার একজন স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, যাহার সর্বপ্রকার সাজে সজ্জিত ছিল এবং তাহার হাত খোলা ছিল। সে আমাকে বলিল। হে মুহাম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু আমি তাহার প্রতিও তাকাইলাম না আর বিলম্বও করিলাম না। শেষ পর্যন্ত আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস পৌছিয়া গেলাম। অতঃপর আমি আমার সোয়ারীকে সেই হলকার সহিত বাঁধিয়া রাখিলাম যাহার সহিত অস্থিগায়ে কিরাম তাহাদের সোয়ারী বাঁধিয়া রাখিতেন অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমার নিকট দুইটি পেয়লা আনিলেন একটিতে ছিল

মদ এবং অপরটিতে দুধ ছিল। আমি দুধের পেয়লা পান করিলাম এবং মদ পান করিতে অস্বীকার করিলাম। তখন জিবরীল (আ) বলিলেন, আপনি ফিৎরাত অনুযায়ী কাজ করিয়াছেন। যদি আপনি মদ পান করিতেন তবে অবশ্যই আপনার উম্মত ভ্রাত হইয়া যাইত। তখন আমি আনন্দে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলিলাম। অতঃপর হযরত জিবরীল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার চেহারায় চিত্তর চিহ্ন দেখিতেছি, ইহার কারণ কি। তখন আমি বলিলাম, যখন আমি চলিতে ছিলাম তখন আমার ডান দিক হইতে একজন লোক ডাকিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিব; কিন্তু আমি তথায় দাঁড়াই নাই আর তাহাকে কিছু বলার অবকাশও দান করি নাই। তখন তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি ইয়াহুদী ছিল, যদি আপনি তাহার ডাকে সাড়া দান করিতেন তবে আপনার উম্মত ইয়াহুদী হইয়া যাইত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অনুরূপভাবে যখন আমি চলিতেছিলাম তখন আমার বাম দিক হইতেও এক ব্যক্তি আমাকে ডাকিয়া কিছু বলিতে চাইলে তাহার ডাকেও আমি সাড়া দেই নাই। হযরত জিবরীল তখন বলিলেন, এই ব্যক্তি নাসারা ছিল। যদি আপনি তাহার ডাকে সাড়া দিতেন তবে আপনার উম্মত নাসারা হইয়া যাইত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি যখন চলিতেছিলাম তখন একজন অতি সুন্দরী সুসজ্জিতা রমনী যাহার হাত খোলা ছিল আমাকে ডাকিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। তখন আমি তাহার ডাকে দাঁড়াই নাই। আর ডাকের উত্তরও দান করি নাই। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন। এই স্ত্রীলোকটি ছিল দুনিয়া। মনে রাখিবেন, যদি আপনি তাহার ডাকে সাড়া দিতেন কিংবা তথায় দাঁড়াইতেন তবে আপনার উম্মত পরকালের উপর ইহকালকে প্রাধান্য দান করিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি ও জিবরীল (আ) বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিয়া আমরা প্রত্যেকেই দুই রাকাত সালাত পড়িলাম। অতঃপর আমার নিকট মি'রাজ (সিঁড়ী) আনা হইল যাহার সাহায্যে সকল বনী আদমের রহস্যমূহ উপরে আরোহণ করে সিঁড়ি এতই চমৎকার যে দুনিয়ার কেহ কোন দিন এত চমৎকার বস্তু দেখে নাই। মৃত ব্যক্তি যখন আসমানের প্রতি চক্ষু উত্তোলন করিয়া দেখিতে থাকে তখন সে নিশ্চয়ের সাথে এ সমস্তকেই দেখিতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি ও জিবরীল উপরে চড়িতে থাকিলাম এবং ইসমায়ীল নামক একজন ফিরিশতার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল তিনি হইলেন প্রথম আসমানের দায়িত্বশীল ও ইহার কর্তৃত্বের অধিকারী। যাহার অধীনে সত্তর হাজার ফিরিশতা রহিয়াছে। এবং তাহাদের প্রত্যেকের অধিনে এক লক্ষ ফিরিশতা রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

আপনার প্রতিপালকের সেনা সংখ্যা কেবল মাত্র তিনিই জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর জিবরীল (আ) আসমানের দরজা খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইনি কে? তিনি বলিলেন, জিবরীল জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সাথে কে? তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহাকে কি আল্লাহর দরবারে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, সেখানে আমরা হযরত আদম (আ)-কে তাহার সেই আকৃতিতে দেখিতে পাইলাম যেই আকৃতিতে তাহাকে প্রথম দিনেই সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহার সম্মুখে তাহার আঙুলাদের রূহ পেশ করা হয়। মু'মিন ও নেক মানুষের রূহ দেখিয়া তিনি বলেন পবিত্র রূহও পবিত্র আত্মা। উহাকে ইচ্ছায়ীনে লইয়া যাও। অতঃপর যখন তাহার নিকট পাপী ভাষীদের রূহও পেশ করা হয় তিনি বলেন, খবীস ও পংকিল রূহ ও অপবিত্র আত্মা উহাকে তোমরা সিঙ্জীন নামক স্থানে রাখিয়া আস। কিছুদূর চলিতেই দেখা গেল, যে দস্তুরখান বিছান রহিয়াছে এবং উহাতে উত্তম গোস্ত রাখা রহিয়াছে কিন্তু কেহই উহা নিকটবর্তী হইতেছে না। আবার কিছুক্ষণ পর দেখা গেল অপর একটি দস্তার খান বিছান রহিয়াছে বাহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধময় গোস্ত রাখা আছে। কিছু লোক আছে যাহারা ঐ ভাল গোস্তের ভো কাছেই যায় না। কিন্তু সেই দুর্গন্ধময় গোস্ত খাইতেছে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এ সকল লোক কাহার। হযরত জিবরীল (রা) বলিলেন, তাহারা হইল আপনার উম্মতের সেই সকল লোক যাহারা হারাম ভক্ষণ করে এবং হালাল হইতে বিরত থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়া অভিজ্ঞ করিলাম যাহাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের ন্যায় ফিরিশতাগণ তাহাদের মুখ খুলিয়া উক্ত গোস্ত তাহাদের মুখের মধ্যে পুরিতেছে এবং তাহাদের নিচের দিক হইতে উহা বাহির হইতেছে। এবং আমি তাহাদিগকে আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করিয়া আহ্বানকারী করিতে অনিলাম। অতঃপর আমি-জিজ্ঞাসা-করিলাম তাহারা-কাহার? হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন তাহারা হইল আপনার উম্মতের সেই সকল লোক যাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে **الَّذِينَ يَأْكُلُونَ** যাহারা **أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا** যেহেতু মৃতদের মাল যুলুম পূর্বক ভক্ষণ করে তাহারা মূলত তাহাদের পেটে আগুন পরিপূর্ণ করে এবং তাহারা উক্তগু দোষে প্রবেশ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি আরো কিছু দূর চলিলে দেখিতে পাইলাম যে, কিছু স্ত্রী লোক তাহাদের বুকের পিছান নটকিয়া আছে এবং তাহার অত্যন্ত বিলাপ করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইহারা-কাহার? হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন তাহারা হইল, আপনার উম্মতের সেই সকল স্ত্রী লোক যাহারা ব্যভিচার করিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি আরো

কিছুদূর চলিলে এমন কিছু লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল যাহাদের পেটসমূহ খরসমূহ তুল্য। তাহারা যখনই তাহাদের কোঁহ উঠিতে চায় পড়িয়া যায় আর তাহারা রার বার এই কথাই বলে হে আল্লাহ! আপনি কিয়ামত কয়েম করিবেন না। তাহাদিগকে ফিরি আউনের পশুসমূহ দ্বারা পদদলিত করা হইতেছে এবং আল্লাহর সম্মুখে তাহারা অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই সকল লোক কাহার? হযরত জিবরীল, বলিলেন, তাহারা হইল আপনার উম্মতের সেই সকল লোক যাহারা **الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَىٰ لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا** সুদ খান। যাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে **يَوْمَ الَّذِي يَنْخَبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ** ঠিক সেই ব্যক্তির ন্যায় উঠবে যাহাকে শয়তান স্পর্শ করিয়া পাপল করিয়া দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর আরো কিছুদূর চলিবার পর এমন কিছু লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল যাহাদের গায়ে গোস্ত কাটিয়া কাটিয়া ফিরিশতাগণ তাহাদিগকেই খাইয়া দিতেছেন। তাহাদিগকে বলা হইতেছে তোমরা খাও যেমন দুনিয়ায় তোমরা তোমাদের ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করিতে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে জিবরীল (আ) এই সকল লোক কাহার? তিনি বলিলেন, তাহারা হইল আপনার উম্মতের সেই সকল লোক যাহারা মানুষের দোষ অবৈমণ করিত এবং তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের দোষ বর্ণনা করিয়া বেড়াইত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমরা দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিতে লাগিলাম এবং সেখানে এমন একজন লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল যিনি আল্লাহর সমস্ত মংলুক হইতে অধিক সুন্দর। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে অন্যান্য সকলের উপর সৌন্দর্যের দিক থেকে এত অধিক মর্যাদা দান করিয়াছেন যেমন চৌদ্দ তারিখের চাঁদকে অন্যান্য সকল নক্ষত্রপুঞ্জের উপর মর্যাদা দান করা হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি হইলেন, আপনার ভাই হযরত ইউসুফ (আ) তাহার সহিত তাহার কণ্ঠের আরো কিছু লোক ছিল। আমি তাহাকে সালাম করিলে তিনি আমাকে সালামের জবাব দিলেন। অতঃপর আমরা তৃতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলাম, নিকট গিয়া হযরত জিবরীল আসমানের দরজা খুলিতে বলিলেন, অতঃপর হযরত ইয়াহুইয়া ও ইসা (আ)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিল তাহাদের সহিত তাহাদের কণ্ঠের আরো কিছু লোকও ছিল। আমি তাহাদিগকে সালাম করিলাম তাহারাও আমাকে সালামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর আমরা চতুর্থ আসমানের দিকে আরোহণ করিলাম। সেখানে হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আল্লাহ তাহাকে উচ্চস্থানে মর্যাদা দান করিয়াছেন। আমি তাহাকে সালাম করিলাম

তিনিও আমাকে সালাম করিলেন। অতঃপর আমরা পঞ্চম আসমানে আরোহণ করিলাম সেখানে হযরত হারুন (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার দাড়ীর অর্ধেক সাদা ও অর্ধেক কালো ছিল তাহার দাড়ী এত লম্বা যে তাহা যেন তাহার নাতীকে স্পর্শ করে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে জিবরীল ইনি কে? তিনি বলিলেন তিনি হইলেন হারুন ইবনে ইমরান (রা) যিনি তাহার কওমের নিকট অতিপ্রিয়। তাহার সহিত আরো কিছু লোক ছিল। আমি তাহাকে সালাম করিলাম। অতঃপর তিনিও আমাকে সালাম করিলেন। অতঃপর আমি ষষ্ঠ আসমানে আরোহণ করিলাম। সেখানে হযরত মুসা (আ) এর সহিত আমার সাক্ষাৎ তিনি গন্দমী বর্ণের অনেক চুল বিশিষ্ট লোক। যদি তিনি জামা পরিধান করেন তার চুল জামার নিচ হইতে বাহির হইয়া আনিবে। তিনি বলিতে লাগিলেন, লোকে বলে, "আমি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন। অথচ, এই হইতেছেন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক বেশী মর্যাদাসম্পন্ন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে জিবরীল, ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি আপনার ভাই হযরত মুসা ইবনে ইমরান (আ) তাহার সহিতও তাহার কওমের কিছু লোক ছিল। আমি তাহাকে সালাম করিলে তিনিও আমাকে সালাম করিলেন। অতঃপর আমি সপ্তম আসমানে আরোহণ করিলাম এখানে আমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। যিনি বাইতুল মা'মুরের সহিত হেলান লাগাইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত চমৎকার লোক। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে জিবরীল! ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি হইলেন আপনার পিতা খলীলুল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার সহিতও তাঁহার কওমের কিছু লোক ছিল আমি তাহাকে সালাম করিলাম এবং তিনিও আমাকে সালাম করিলেন। আমি আমার উম্মতকে দুই ভাগে বিভক্ত দেখিলাম একটি অংশ এত সাদা পোশাক পরিহিত ছিল যেমন উহা সাদা কাগজ। আর অপর অংশটি কালো-পোশাক-পরিহিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি বাইতুল মা'মুরে প্রবেশ করিলাম এবং আমার সহিত সেই সকল লোকও প্রবেশ করিল যাহারা সাদা পোশাক পরিহিত ছিল। আর যাহারা কালো পোশাক পরিহিত ছিল তাহাদিগকে প্রবেশ কিরতে বাঁধা প্রদান করা হইল। অতঃপর আমি এবং যাহারা আমার সহিত বাইতুল মা'মুরে প্রবেশ করিয়াছিলাম সকলেই সালাত পড়িল। এবং সালাত শেষে আমরা সকলেই বাহির হইয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, বাইতুল মা'মুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশতা সালাত আদায় করেন। এই সত্তর হাজার ফিরিশতা পুনরায় আর কোন দিন সালাত পড়িতে সুযোগ পাইবে না। অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুত্তাহা পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইল। সিদরাতুল মুত্তাহা নামক গাছের পাতা এত বড় যে উহা সারা উম্মতকে

বেষ্টন করিয়া লয়। সেখানে একটি ঋণ্য প্রবাহিত দেখিলাম যাহাকে 'সালসাবীল' বলা হয়। এবং ইহা হইতে দুইটি নহরের উৎপত্তি একটিকে কাওসার বলা হয়। এবং অপরটিকে বলা হয় নহরে রহমত। নহরে রহমতে আমি গোসল করিলে আমার সকল ক্রটি বিমুচি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর আমাকে বেহেশতে লইয়া যাওয়া হইল তখন এক সুন্দরী রমনী আমাকে অভ্যর্থনা করিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কনহার জন্য নির্দিষ্ট? নে বলিল, খায়দ ইবনে হারেসার জন্য। সেখানে আমি কয়েকটি নহরও দেখিলাম যাহার পানিতে কোন পরিবর্তন ঘটে না। দুধের কিছু এমন নহরও দেখিলাম যাহার স্বাদে কোন পরিবর্তন হয় না। কিছু মদের নহরও আছে যাহা পানকারীদের জন্য সাসের উপায় এবং কিছু পথিকার মধুর নহরও আছে; উহার আপেক্ষিক ডোরের ন্যায় এবং উহার পৃথকী উটের ন্যায় প্রকৃতি। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন ইরশাদ করিলেন আল্লাহ তাহার নেক বান্দাগণের জন্য এমন সকল নিয়ামত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই কোন কণ্ঠ শ্রবণ করে নাই আর কোন মানুষের অন্তর কল্পনা করিতেও সক্ষম হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর দোযখ আমার নিকট পেশ করা হইল। আমি দেখিলাম, দোযখে আল্লাহর ক্রোধ ও গযব বিরাজ করিতেছে; যদি উহার মধ্যে লোহা ও পাথর নিক্ষেপ করা হয় তবে উহা ভক্ষণ করিবে। অতঃপর দোযখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আমাকে সিদরাতুল মুত্তাহার নিকট লইয়া যাওয়া হইল এবং আমাকে ঢাকিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর আমার ও তাহার মাঝে দুই কামান পরিমাণ দূরত্ব রহিয়া গেল। বরং উহা অপেক্ষাও কম। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন সিদরাতুল মুত্তাহার প্রত্যেকটি পাতায় একজন করিয়া ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমার উপর পঞ্চাশ ওয়জ্জের নালত ফরয করা হইল। এবং বলা হইল, আপনার জন্য প্রত্যেক ভাল কাজের সওয়াব দশগুণ। আপনি যখন কোন ভাল কাজ সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা করিবেন অথচ, কোন কারণে করিতে পারিলেন না তবে আপনি একটি সওয়াব লাভ করিবেন। আর কাজটি সম্পন্ন করিলে দশটি সওয়াব লেখা হবে। আর যদি আপনি কোন অন্যায় কাজের জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন অথচ, কোন কারণ বশতঃ উহা করিতে পারিলেন না তবে কোন গুনাহ লেখা হইবে না। আর যদি করিয়া ফেলেন তবে একটি গুনাহ লেখা হইবে। অতঃপর আমি হযরত মুসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলাম তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার প্রতিপালক আপনাকে কি নির্দেশ দান করিয়াছেন? আমি বলিলাম পঞ্চাশ সালাত। তিনি বলিলেন, আপনার প্রতিপালকের নিকট আপনি প্রত্যাবর্তন করিয়া সালাত সহজ করিবার জন্য দরখাস্ত করুন। কারণ আপনার উম্মত

উহা পালন করতে সক্ষম হইবে না। আর উহা পালন করিত না পারিলেই কুফর করিবে। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিলাম যে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত সর্বাধিক দুর্বল উম্মত। আপনি অনুগ্রহপূর্বক সালাতের হুকুমকে সহজ করিয়া দিন। অতঃপর তিনি দশ ওয়াস্ত সালাত কম করিয়া দিলেন এবং চল্লিশ ওয়াস্তের সালাত অবশিষ্ট রাখিল। অতঃপর আমি হযরত মুসা ও আমার প্রতিপালকের মাঝে একাধিকবার গমনাগমন করিতে লাগিলাম। যখনই আমি হযরত মুসা (আ) এর নিকট আগমন করিতাম তিনি আমাকে পূর্বের ন্যায় বলিতেন ফলে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় মুসা (আ) এর নিকট ফিরিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন আল্লাহর পক্ষ হইতে কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে আমি বলিতাম দশ সালাত হ্রাস করা হইয়াছে। তখন তিনি আধার বলিতেন আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং হুকুমকে সহজ করিবার জন্য দরখাস্ত করুন। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া দরখাস্ত করিলাম, হে আমার প্রভু! আমার হইতে সালাত হ্রাস করিয়া দিন তাহারা বড়ই দুর্বল উম্মত তখন আরো পাঁচ ওয়াস্ত হ্রাস করিয়া পাঁচ ওয়াস্ত নির্ধারণ করিলেন। তখন একজন ফিরিশতা আমাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আগ্রহের ফরয আমি পূর্ণ করিয়াছি এবং আপনার উম্মত হইতে হুকুম হালকা করিয়াছি এবং প্রত্যেক লোক আমাদের বিনিময়ে দশওণ সওয়াব দান করিয়াছি। অতঃপর আমি পুনরায় হযরত মুসা (আ) এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হুকুম হইয়াছে? আমি বলিলাম পাঁচ ওয়াস্ত সালাতের হুকুম হইয়াছে? তখনো তিনি বলেন, আপনি পুনরায় আপনার পরওয়াদেগারের নিকট গিয়া হুকুম সহজ করিবার দরখাস্ত করুন। তখন আমি বলিলাম আমি খারবার গিয়াছি পুনরায় যাইতে আমার লজ্জা বোধ হইতেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) ভোরে মক্কাবাসীদিগকে বিখ্যকর সংবাদ দিলেন যে আমি গত রাতে বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়াছি অতঃপর আমাকে আসমানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং নানা প্রকার বিখ্যকর বস্তু দেখিয়াছি। তখন আবু জেহেল বলিল, মুহাম্মদ (সা) যে কত আজগবী কথা বলিতেছে। তোমাদের কি উহাতে আশ্চর্য বোধ হইতেছে না? সে বলিতেছে সে নাকি একই রাতে বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়া পুনরায় আমাদের মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছে। অথচ, আমাদেরকে কাহার পক্ষে উটকে মারিয়া পিটাইয়া এক মাসে কোন মতে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছিতে পারি আবার প্রত্যাবর্তন করিতেও এক মাস লাগিয়া যায়। আর সে নাকি একই রাতে দুইমাসের পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন, অতঃপর আমি তাহাদিগকে কুরাইশদের একটি কাফেলার সাহিত সাক্ষাতের সংবাদ দান করিলাম যে, তাহাদের

সহিত আমার যাওয়ার সময় অমুক স্থানে সাক্ষাৎ হইয়াছে। এবং প্রত্যাবর্তন কালে আকবাহ নামক স্থানে সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহাদিগকে তিনি এই সংবাদও দিলেন যে উক্ত কাফেলায় অমুক অমুক ব্যক্তি রহিয়াছে এবং অমুক অমুক বর্ণের উটের উপর তাহারা আরোহণ করিতেছে আর তাহারা মাল লইয়া আসিতেছে। তখন আবু জেহেল বলিল, সে তো অনেক জিনিসেরই সংবাদ দান করিল দেখা যাক বাস্তবে কি হয়। এই সময় এক ব্যক্তি বলিল, আমি বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে সব চাইতে বেশি জানি উহার ঘর সম্পর্কে উহার আকৃতি সম্পর্কে এবং পাহাড় হইতে কত নিকটবর্তী সব কিছুই আমার জানা আছে। অতএব তাহাকে আমি বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার সত্যতা যাচাই করিব। যদি মুহাম্মদ সত্যবাদী হয়, তাহা আমি তোমাদিগকে জানাইব আর মিথ্যাবাদী হইলেও তোমাদিগকে বলিয়া দিব। তখন সেই মুশরিক হযরত মুহাম্মদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মুহাম্মদ! আমি বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে সব চাইতে বেশি জানি অতএব তুমি বল দেখি বাইতুল মুকাদ্দাসের ঘরটি কেমন? উহার আকৃতি কেমন? এবং পাহাড় হইতে কতটুকু নিকটবর্তী? রাবী বলেন, অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাসের সকল আবরণ সরাইয়া দেওয়া হইল এবং উহাকে রাসূলুল্লাহর (সা) চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল এবং তিনি উহার সকল বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন যেমন আমাদের কেহ তাহার ঘরের দ্বারতীয় দস্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারে। তখন তিনি বলিলেন, ঘরটি এইরূপ এইরূপ উহার আকৃতি ও কাঠামো এইরূপ এইরূপ এবং পাহাড় হইতে এতটুকু নিকটবর্তী। রাসূলুল্লাহ (সা) এর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া সেই মুশরিক বলিল, তুমি সত্য বলিয়াছ। অতঃপর সে কুরাইশদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, মুহাম্মদ (সা) সত্য বলিয়াছে।

ইমাম আবু জা'ফর ইবনে জরীর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আলা ইবনে জরীর হাসান ইবনে ইয়াহুইয়া হইতে তিনি আব্দুর রায়্যাক হইতে তিনি মা'মার হইতে তিনি আবু হারুন আদী হইতে তিনি আবু সাযীদ খুদরী (রা) হইতে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ ইবনে জরীর (র) ইবনে ইসহাক... আবু হারুন সূত্রে হাদীসটি পূর্ব সূত্রের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবু হাতিম... আবু সাযীদ খুদরী (রা) হইতে হাদীসটি অন্যান্য রাবী হইতে উত্তমরূপে দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণনায় কোন নাকারত (نَكَارَات) নাই। ইমাম বায়হাকী রওহ ইবনে কয়েস, হশাইম ও মা'মার সূত্রে আবু হারুন আদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবু হারুন আদীর নাম উম্মারাহ ইবন জুওয়াইন। আরোম্মায়ে হাদীসের মতে তিনি দুর্বল তবে আমরা এখানে কেবল শাহেদ হিসাবে হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছি। ইমাম বায়হাকী যেই হাদীস বর্ণনা

করিয়েছেন উহাই আবু উসমানী ইসমাইল ইবনে আবদুর রহমান... আবুল আযহার ইয়াযীদ ইবনে হাদীম হইতে বর্ণিত; তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে সপ্ন যোগে দেখিতে পাইলাম। তখন তাঁহাকে আমি বলিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার উম্মতের এক ব্যক্তি যাহাকে সুফিয়ান সাওরী বলা হয় তাহার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করায় কোন অসুবিধা নাই তো? তখন তিনি বলিলেন হাঁ তাহার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করায় কোন অসুবিধা নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমাদের নিকট আবু হান্নান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হযরত আবু সায়ীদ খুদরী হইতে তিনি আপনার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেই রাত্রে আপনার মি'রাজ সংঘটিত হইয়াছে উহার সম্পর্কে আপনি বলিয়াছেন যে, আমি সচক্ষে দেখিয়াছি-----তখন তিনি বলিলেন হাঁ ঠিক বলিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার উম্মতের কিছু এমন লোকও আছে যাহারা মি'রাজ সম্পর্কে অনেক আশ্চর্যজনক কথা বলে, তিনি বলিলেন সেই সকল কথা গল্পকারদেরই বটে।

শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা)-এর রেওয়াজেত

ইমাম আবু ইসমাইল মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল তিরমিযী বলেন, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে আলা ইবনে যাহ্যাক যুবাইদী... শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার মি'রাজ কিভাবে সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি বলেন, একবার আমি পবিত্র মক্কায় দেবী করিয়া ইশার সালাত পড়াইলাম। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) সাদ্য বর্ণের একটি সোয়ারী আনিয়া পেশ করিলেন। যাহা গাধা হইতে বড় এবং খড়র অপেক্ষা ছোট এবং তিনি আমাকে বলিলেন আপনি ইহার উপর আরোহণ করুন। সোয়ারীটা কিছু অবাধ্যততা প্রকাশ করিল। কিন্তু তিনি উহার কানটি মলিয়া দিলেন। অতঃপর উহার উপরে আমাকে আরোহণ করিয়া দিল। সোয়ারীটা আমাদের বহন করিয়া এত দ্রুত চলতে লাগিল যে তাহার দৃষ্টির শেষ প্রান্তে গিয়া তাহার পা পড়িতে লাগিল। সে একটি খেজুর বাগান বিশিষ্ট ভূখণ্ডে আমাদেরকে অবতীর্ণ করিল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন এখানে সালাত পড়ুন। আমি সালাত পড়িলাম। অতঃপর পুনরায় উহাতে আরোহণ করিলাম তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি জানেন কি? আপনি কোথায় সালাত পড়িলেন? আমি বলিলাম, আল্লাহ সর্বাধিক বেশি জানেন। তিনি বলিলেন, আপনি "ইয়াসরাব" নামক স্থানে সালাত পড়িয়াছেন, আপনি 'আযবাহ' নামক স্থানে সালাত পড়িয়াছেন। অতঃপর সোয়ারীটা আমাদেরকে বহন করিয়া পূর্বের নাম দ্রুত চলিতে লাগিল এমনভাবে যে তাহার দৃষ্টির শেষ সীমায় তাহার পায়ে ফুর পড়িতে লাগিল। অতঃপর আমরা এক ভূখণ্ডে পৌঁছিয়ে গেলে হযরত জিবরীল (আ)

সূরা বনী ইসরাঈল

আমাকে বলিলেন, আপনি নামিয়া পড়ুন। তিনি বলিলেন আপনি সালাত পড়ুন। আমি সালোম পড়িলাম। অতঃপর আমরা পুনরায় উক্ত সোয়ারীর উপর আরোহণ করিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি জানেন কি কোথায় সালাত পড়িলেন, আমি বলিলাম আল্লাহ সর্বাধিক বেশি জানেন। তিনি বলিলেন, "শাদয়ান" নামক স্থানের সে গাছের নীচে সালাত পড়িয়াছেন সেখানে হযরত মুস্‌য়া (আ)-এর সহিত আল্লাহ তা'আলা কথা বলিয়াছিলেন। সোয়ারী আমাদেরকে লইয়া পূর্বের ন্যায় দ্রুত চলিতে লাগিল এক সময় আমরা এমন এক স্থানে পৌঁছিয়া গেলাম যেখানে অনেক অট্টালিকা দেখা গেল। অতঃপর তিনি বলিলেন, আপনি নামিয়া পড়ুন। আমি নামিয়া পড়িলাম। আমাকে তিনি সালাত পড়িতে বলিলেন। আমি সালাত পড়িলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি জানেন কি কোথায় সালাত পড়িলেন? আমি পূর্বের ন্যায় জবাব দিলাম, আল্লাহ সর্বাধিক বেশি জানেন। তিনি বলিলেন আপনি 'বায়তুল্লাহম' নামক স্থানে সালাত পড়িয়াছেন যেখানে হযরত ইস্মা (আ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া চলিতে লাগিলেন। পরিশেষে আমরা ইয়ামামী দরজা দিয়া শহরে প্রবেশ করিলাম এবং মসজিদের কিবলার নিকট আসিলাম। তিনি তাহার সোয়ারী বাঁধিয়া রাখিলেন। এবং আমরা মসজিদের সেই দরজা দিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলাম যেই দরজা দিয়া চন্দ্র ও সূর্যের আলো প্রবেশ করে। অতঃপর আমি মসজিদে সালাত পড়িলাম। তখন আমার অতিশয় পিপাসা অনুভূত হইল। অতঃপর আমাকে দুইটি পান পাত্র পেশ করা হইল। একটিতে ছিল দুধ এবং অপরটিতে ছিল মধু। আল্লাহ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক দান করিলেন। দুধ গ্রহণ করিলাম এবং পূর্ণ ভূঁপ্তিসহকারে দুধ পান করিলাম। তথায় আমার সম্মুখে একজন বৃদ্ধ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসিয়াছেন তিনি বলিলেন, আপনার সংগী ফিত্রাত অনুযায়ী করিয়াছেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া চলিতে থাকিলেন। চলিতে চলিতে আমরা সে উপত্যকার পৌঁছিয়া গেলাম যেখানে শহরটি অবস্থিত। সেখানে জাহান্নামকে দেখিতে পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি জাহান্নামকে কিরূপ দেখিতে পাইলেন?" তিনি বলিলেন কঠিন প্রজুলিত আংগারের ন্যায় দেখিতে পাইয়াছি। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমাকে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন আমরা কুরাইশদের একটি কাফেলার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম। যাহারা অমুক অমুক স্থানে অবস্থান করিতেছিল এবং তাহারা তাহাদের একটি হারান উট খুঁজিতেছিল। আমি তাহাদের প্রতি সালোম করিলাম। আমার সালোম শ্রবণ করিয়া তাহাদের একজন বলিল, এ তো হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শব্দ বলিয়া মনে হইতেছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-বলেন, অতঃপর

ভোর হইবার পূর্বেই আমি আমার সাথীদের সহিত মিলিত হইলাম। হযরত আবু বকর (রা) আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি রাতে কোথায় ছিলেন? আমি ভো এমন সকল স্থানেই আপনাকে খুঁজিয়াছি যেখানে যেখানে আপনার থাকিবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি বলিলেন, আমি রাতে বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। হযরত আবু বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল। ইহা একে মাসের পথ। আপনি বাইতুল মুকাদ্দাসের কিছু বর্ণনা দান করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তখন আমার জন্য একটি সোজা পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। যেন আমি উহা আমার সমুখেই অবস্থিত দেখিতেছিলাম এবং তিনি যেকোন প্রশ্ন করিতেছিলেন আমি উহার জবাব দান করিতেছিলাম। তখন হযরত আবু বকর বলিলেন, আমি সাক্ষা দান করিতেছি অবশ্যই আপনি আল্লাহ রাসূল। মুশরিকরা বলিল, তোমরা ইবনে আবু কাবশাহকে দেখ, সে বলে, সে নাকি একই রাতে বাইতুল মুকাদ্দাসে ঘুরিয়া আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি যে দাবী করিয়াছি উহার সত্যতা প্রমাণের জন্য একটি আলামত হইল, আমি তোমাদের একটি কাফেলার নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছি, যাহারা অমুক অমুক স্থানে অবস্থান করিতেছিল এবং তাহাদের একটি উট হারাইয়া গিয়াছিল এবং অমুক ব্যক্তি খুঁজিতেছে। তাহারা এখন অমুক স্থানে রহিয়াছে সফরকালে তাহারা প্রথম অমুক স্থানে অবস্থান করিবে তাহার পর অমুক স্থানে। আর অমুক দিনে তোমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিবে। তাহাদের সর্বাত্মক একটি গন্ধম্বীবর্ণের উট রহিয়াছে যাহার উপর একটি কালো কাপড় রহিয়াছে এবং দুইটি কালো রংগের বোঝাও বহন করিয়া চলিতেছে। যখন সেই দিনটি সমাগত হইল যেই দিনে কাফেলাটি প্রত্যাবর্তন করিবে বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সংবাদ দান করিয়াছিলেন। সেইদিন দুপুর কালে মানুষ দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া শহরের বাহিরে মাইতে লাগিলেন যেন তাহারা দেখিতে পারে যে, যে সংবাদ রাসূলুল্লাহ দান করিয়াছেন উহা সত্য কিনা? ইমাম বায়হাকী ও আবু ইসমাইল তিরমিযী হইতে দুইটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীস বর্ণনা শেষে তিনি বলিয়াছেন **لَمَّا اسْتَأْذَنُوا مِنْهُ** সূত্রটি বিস্তৃত। ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবনে আবু হাতিম তাহার তাকসীরে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে আলা যুবাইদী হইতে শাদ্দাদ ইবনে আওসের হাদীসটি দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে আওস ইবনে শাদ্দাদ হইতে বর্ণিত এই হাদীসের কিছু অংশ বিস্তৃত যেমন বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন এবং কিছু অংশ মুনকার যেমন বাইতুল্লাহসে সালাত সম্পর্কিত অংশ এবং বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) প্রশ্ন ইত্যাদি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর ব্রহ্মোন্মত্ত

ইমাম আহমদ বলেন, উসমান ইবনে মুহাম্মদ... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যেই রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর মিরাজ সংঘটিত হইল সেই রাতেই তিনি বেহেশতে প্রবেশ করিলেন তথায় তিনি এক পার্শ্বে পদধরী গুণিতে পাইলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল (আ) এই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, মুগাযযিন হযরত বিদ্বাল (রা)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মানুষের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন বলিলেন অবশ্যই বিদ্বাল সফল হইয়াছে আমি তাহাকে এইরূপ এইরূপ মর্যাদানাম্পন্ন দেখিয়াছি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত হযরত মুসা (আ) এর সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল; তখন তিনি বলিলেন নবী উম্মাকে আমি স্বাগত জানাইতেছি। হযরত মুসা (আ) দীর্ঘাকায় পশুর্মা বর্ণের লোক ছিলেন তাহার কান পর্যন্ত কিংবা কান হইতে কিছু উপর পর্যন্ত চুল ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে? হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, তিনি হযরত মুসা (আ) অতঃপর তিনি আরো চলিতে চলিতে এক বুগুর্গের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন তিনিও তাহাকে স্বাগত জানাইলেন ও সালাম দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত যত আখিয়া কিরামের সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেই নবী করীম (সা) কে প্রথম সালাম করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন হে জিবরীল ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি তোমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) রাসূলুল্লাহ (সা) দোযখের মধ্যে এমন কিছু লোকও দেখিয়াছেন, যাহারা মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করিতেছিল। তিনি একজন অত্যধিক লাল বর্ণের নীলা চক্ষু বিশিষ্ট লোক দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকটি কে? তিনি বলিলেন হযরত সালেহ (আ) এর উটনী হত্যাকারী ব্যক্তি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে আকসা অগমন করিলে সালাত পড়িতে দাঁড়াইয়া গেলেন। তখন অগ্ন্যান্য সকল আখিয়ায়ে কিরামও তাহাদের সহিত সালাতে দন্ডায়মান হইলেন। সালাত হইতে অবসর হইবার পর তাহার নিকট দুইটি পেয়ালা পেশ করা হইল। একটি ডান-দিক হইতে অপরটি বাম দিক হইতে। একটিতে দুধ ছিল এবং অপরটিতে মধু। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) দুধের পেয়ালা গ্রহণ করিলেন এবং উহা হইতে পান করিলেন। অতঃপর যাহার হাতে পিয়লা ছিল সে বলিলেন, আপনি ফিত্রাত মুতাবিক সঠিক সিদ্ধান্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এই হাদীসের সন্দর্ভটি বিস্তৃত।

অপর একটি সূত্রে বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ বলেন, হাসান... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একরাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হইল।

এবং সেই একই রাতে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে তাহার ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করিলেন। বাইতুল মুকাদ্দাসের আলামত এবং কাফেলার সহিত সাক্ষাতের কথাও বলিলেন। তবুও কিছু লোক বলিল, মুহাম্মদ (সা) যাহা কিছু বলিতেছে উহা আমরা বিশ্বাস করি না। তাহারাই ইসলাম হইতে বিমুখ রহিল এবং আল্লাহ তা'আলা আবু জেহেল এর সাহিত তাহাদিগকে হত্যা করিয়া দিলেন। আবু জেহেল বক্তিতে লাগিল, মুহাম্মদ আমাদিগকে যাক্কুম ফল দ্বারা ভীত করিতে চায়। তোমরা বেহুুর জান, মাখন এবং উহা মিশ্রিত করিয়া খাইয়া নও। রাসূলুল্লাহ (সা) সেই রাতে দাজ্জালকে তাহার আপন আকৃতিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তিনি জাগ্রতস্থায় দেখিয়াছিলেন। মুমতাবহায় নহে। হযরত ঈসা হযরত মুসা ও হযরত ইবরাহীম (আ)-কেও এই মি'রাজে দেখিয়াছিলেন। নবী করীম (সা)-কে দাজ্জাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন দাজ্জাল হইল অত্যন্ত অশ্লীল, খবীস ও ফেটা তাহার একটি চক্ষু এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাহার মাথার চুল যেন গাছের ডালি। হযরত ঈসা (আ)-কে দেখিলাম তিনি সাদা তাহার মাথার চুল কিছুটা কুকড়া দৃষ্টি শক্তি তীক্ষ্ণ ও মধ্যবর্তী গঠন। হযরত মুসা (আ)-কে দেখিলাম তিনি গন্ধুদী বর্ণের এবং ময়বুত ও শক্তিশালী; হযরত ইবরাহীম (আ)-কেও দেখিতে পাইলাম, তাহাকে সম্পূর্ণ আমার ন্যায়ই দেখিতে পাইলাম। হযরত জিবরীল বলিলেন আপনার পিতাকে আপনি সালাম করুন। আমি তাহাকে সালাম করিলাম। ইমাম নাসায়ী হাদীসটিকে আবু ইয়্যাবীদ সাবেত ইবনে য়ায়েদ হইতে তিনি হিলাল ইবনে হিব্বান হইতে এই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। সনদটি বিশ্বস্ত।

অপর একটি সূত্রে বর্ণিত হাদীস

ইমাম বায়হাকী বলেন, আবু আব্দুল্লাহ হাফিয আবুল আলীয়াহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, তোমাদের নবীর চাচাত-ভাই-হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই রাতে মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে সেই রাতে আমি হযরত মুসা (আ) কে দেখিয়াছি তিনি দীর্ঘ এবং তাহার চুল কুকড়া। তিনি শানুআ গোত্রের কোন লোক হইবেন। হযরত ঈসা (আ)-কে দেখিলাম তিনি মধ্যবর্তী গঠনের লালিমা ও শুভ্রতা মিশ্রিত এবং তাহার চুল সোজা। এই সফরেই আমি জাহান্নামের প্রহরী মালেককেও দেখিয়াছি এবং দাজ্জালকেও দেখিয়াছি। অন্যান্য নিদর্শনসমূহের মধ্যে ইহাও কয়েকটি নিদর্শন যাহা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আল্লাহ তা'আলা মি'রাজের সফর কালে দেখাইয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে **فَلَا تَكُنْ فِى مِرْبَةٍ مِّنْ لِّفَانِهِ** অত্র আয়াতের তাকসীরে হযরত কাতাদাহ যাহা

সূরা নবী ইসরাঈল

করিয়াছেন তাহা হইল, নবী করীম (সা) যে হযরত মুসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করিও না **وَجَعَلْنَاهُ نَبِيًّا لِّلْبَنِي إِسْرَائِيلَ** আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ)-কে নবী ইসরাঈলের হেদায়াতের অসীম বানাইয়াছিলেন। হাদীসটি ইমাম মুসলিম আবু ইবনে হুমাইদ ইউনুস ইবনে মুহাম্মদ এর সূত্রে শারদান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই হাদীসটিকে শু'বা এর সূত্রে হযরত কাতাদাহ (রা) হইতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর এক সূত্র

ইমাম বায়হাকী বলেন, আলী ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ... হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মি'রাজের রাতে আমার নিকট দিয়া একটি সুগন্ধি ছড়াইয়া গেল, অগ্নি জিজ্ঞাসা করিলাম এইটি কিদের সুগন্ধি? জিবরীল (আ) বলিলেন, ইহা ফিরআউন কন্যা ও তাহার সন্তানের চিরকনীর সুগন্ধি। একবার তাহার হাত হইতে চিরকনী পড়িয়া গেলে তিনি অনিচ্ছায় বিসমিল্লাহ বলিয়া উঠাইলেন। অতঃপর ফিরআউনের অপর কন্যা বলিল, আল্লাহ তো আমার পিতা কিন্তু তিনি বলিলেন, আমার প্রতিপালক, তোমার প্রতিপালক ও তোমার পিতা ফিরআউনের প্রতিপালক কেবলমাত্র আল্লাহ। তখন অপর কন্যা বলিল আমার পিতা ব্যতিত কি তোমার অন্য কোন প্রতিপালক আছে। তিনি বলিল, হাঁ, আমার প্রতিপালক, তোমার প্রতিপালক ও তোমার পিতার প্রতিপালক কেবল মাত্র আল্লাহ। এই সংবাদ ফিরআউনের নিকট পৌছিয়ে গেলে সে তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি ব্যতিত তোমার অন্য কোন প্রতিপালক আছে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমার ও আপনার প্রতিপালক কেবল মাত্র আল্লাহ। অতঃপর ফিরআউন তোমার গাভী পরম করিবার জন্য হুকুম করিল, এবং উহাতে তাহাকেও তাহার সন্তানদিগকে নিষ্কোপ করিয়া শ্রাণ নাশের নির্দেশ দিল। তখন ফিরআউন কন্যা বলিলেন আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করুন, ফিরআউন জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি অনুরোধ? তিনি বলিলেন, আমার ও আমার সন্তানের জীবন নাশের পর আমাদের সকলের হাড়িগুলি একইস্থানে রাখিয়া দিবেন। ফিরআউন বলিল, যেহেতু আমার উপর তোমার কিছু হক রহিয়াছে সুতরাং তোমার এই অনুরোধ রক্ষা করা হইবে। অতঃপর তাহাদিগকে উত্তণ্ড তোমার গাভীর মধ্যে এক একজন করিয়া নিষ্কোপ করা হইল। অবশেষে যখন তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিষ্কোপ করিবার সময় আসিল তখন সে তাহার আমাকে ডাকিয়া বলিল আম্মা। আপনি অনুভূত করিবেন না আপনি বিচলিত হইবেন না। এবং এই পথে জীবন দিতে আপনি বিধা করিবেন না। কারণ আপনি সত্যের উপর আছেন আর এই যে সুগন্ধি আনিতেছে

ইহা তাহাদের বেহেশতের বাসস্থান হইতে নির্গত হইতেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, চারটি শিশু শৈশবেই কথা বলিয়াছে। এই শিশু, হযরত ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী শিশু জুরাইজ এর পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী শিশু এবং হযরত ইসা (আ)।

অপর এক সূত্র

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবন জা'ফর ও রওহ ইবনে মালী.... হযরত ইবনে আক্বান (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, মি'রাজ শেষে যখন আমি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলাম তখন আমার ধারণা হইল যে এই ঘটনা বর্ণনা করিলে মানুষ আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে এবং তাহারা ইহা অস্বীকার করিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) চিহ্নিত হইয়া বসিয়া থাকিলেন। আব্বাহর দুশমন আবু জেহেল তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়া তাহার নিকট গিয়া বসিল। এবং বিদ্রপস্বরে সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ওহে, তোমার নতুন কিছু হইয়াছে কি? রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন হাঁ, সে জিজ্ঞাসা করিল কি হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, রাত্রে আমাকে ভ্রমণ করান হইয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল কোন পর্যন্ত? তিনি বলিলেন বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত। আবু জেহেল বলিল, বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া পুনরায় তুমি আমাদের মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথাকে অস্বীকার করা সমীচীন মনে করিল না কারণ তাহার আশংকা হইল যে, ধানুষের সমাবেশে হযরত তিনি এই কথা অস্বীকার করিয়া ফেলিবে। তখন সে রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আমি যদি তোমার কণ্ঠমকে ডাকিয়া একত্রিত করি তবে তাহাদের সম্মুখেও কি তুমি এই কথা বলিবে? তিনি বলিলেন, হাঁ তখন সে উচ্চস্বরে ডাক ছাড়িল, হে বনু কা'ব ইবনে লুওয়াই গোত্রের লোকেরা। তাহার এই চিৎকার শুনিতেই সকলেই সেখানে একত্রিত হইল। আবু জেহেল বলিল, তুমি আমাকে যেই কথা বলিয়াছ এখন সকলের সম্মুখে উহা বল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমাকে রাত্রে ভ্রমণ করান হইয়াছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল কোন পর্যন্ত? তিনি বলিলেন, বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত। তাহারা বলিল, বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া পুনরায় তুমি আমাদের মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছ? তিনি বলিলেন হাঁ, এই কথা শ্রবণ করিয়া বিশ্বয়ের সহিত কেহ কেহ তালী বাজাইতে লাগিল আর কেহ কেহ মিথ্যাকথা মনে করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল তখন তাহারা বলিল, আচ্ছা তুমি কি বাইতুল মুকাদ্দাসের কিছু অবস্থা বলিতে পার? তাহাদের মধ্যে কিছু লোক এমন ছিল যাহারা বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করিয়াছে এবং মসজিদও দেখিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি বাইতুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা দিতে লাগিলাম কিন্তু কিছু কিছু বিগয়ে আমার সন্দেহ হইতে লাগিল। আব্বাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার সম্মুখে পেশ করিয়া দিলেন এবং উহাকে অকীলের ঘরের নিকট রাখিয়া দিলেন আর আমি উহার প্রতি দেখিতে লাগিলাম। এবং উহার দিকে দেখিয়া দেখিয়া তাহার অবস্থা বর্ণনা করিতে লাগিলাম। এই ব্যবস্থা এই কারণে করা হইয়াছিল যে মসজিদের কোন কোন অবস্থা আমার মনে ছিল না। তখন তাহারা বলিল, আব্বাহ কসম, মুহাম্মদ (সা) তো বাইতুল মুকাদ্দাসের সকল অবস্থা ঠিক ঠিক বর্ণনা করিয়াছে। ইমাম নাসায়ী আওফ ইবনে আবু জামীলা হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইমাম বায়হাকী নবর ইবনে গুমাইল এবং হাওয়াহ এর সূত্রে আওফা ইবনে আবু জামীলা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবু জামীলা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর রেওয়াজে

হাফিয আবু বকর বায়হাকী বলেন, আবু আব্দুল্লাহ আল-হাফিয.... হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যখন মি'রাজের উদ্দেশ্যে রাত্রী ভ্রমণ করানো হইল এবং তিনি ষষ্ঠ আসমানে সিদরাতুল মুত্তাহা নামক স্থানে পৌঁছিয়া গেলেন। সিদরাতুল মুত্তাহা এমন এক স্থান যে তার নীচ হইতে কোন বস্তু কেবলমাত্র এই পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে অতঃপর এখান হইতে তাহা গ্রহণ করা হয়। এবং উপর হইতেও কোন বস্তু এই পর্যন্ত অবতীর্ণ হয় অতঃপর এখান হইতে উহা গ্রহণ করা হয়। $الْبَيْتُ الشَّرِيفُ السُّنْبُرَةَ مَا يَنْشِي$ যখন বরই গাছকে হর্নের পতঙ্গ দল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পাঁচ ওয়াক্তের সালাত এই সময় দান করা হইয়াছিল, এবং সূরা বাক্বারাহ এর শেষাংশও এই সময়ই দান করা হইয়াছিল। আর এই সুসংবাদও দান করা হইয়াছিল যে, উম্মতের মধ্যে যাহারা শিরক হইতে পবিত্র থাকিবে তাহাদের কবীরা শুনাহত ফরা করিয়া দেওয়া হইবে। ইমাম মুসলিম তাহার সহীহ গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমানের ও যুহাইর ইবনে হরব হইতে তাহারা উভয়ই আব্দুল্লাহ ইবনে নুমানের হইতে হাদীসটি উক্ত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম বায়হাকী বলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা মি'রাজের ঘটনার একাংশ। হযরত আনাস ইবনে মালেক ও হযরত মালেক ইবনে সা'আআহ (রা).... হযরত নবী করীম (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া হযরত আনাস হযরত আবু যর (রা) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কখনো তিনি হাদীসটিকে মুরসাল পদ্ধতিতেও বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম বায়হাকী তিনটি হাদীসকেই বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে ইহা অপেক্ষা অধিক

বিস্তারিতভাবেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। অবশ্য উহাতে গারাবাত রহিয়াছে। যেমন হাসান ইবনে আরাফাহ তাহার বিখ্যাত একটি পুস্তিকায় বর্ণনা করেন, মারওয়ান ইবনে মু'আবীয়াহ... আবু আব্দীনাহ তাহার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, একবার হযরত জিবরীল (আ) গাধা অপেক্ষা বড় এবং খচ্চর অপেক্ষা ছোট একটি সোয়ারী লইয়া আমার নিকট আপমন করিলেন, অতঃপর আমাকে উহার উপর সোয়ার করাইলেন। সোয়ারীটি আমাদিগকে লইয়া চলিতে লাগিল। যখন উপরের দিকে আরোহণ করিত তাহার উভয় হাত ও উভয় পা সমান সমান হইত। আর যখন নীচে অবতীর্ণ হইত তখনও উভয় হাত পাও সমান সমান। আমরা পথ চলিতে চলিতে এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌছিলাম যাহার মাথার চুল সোজা, বর্ণ গন্ডুসী, দেখিতে মনে হয় যেতিল মংশের কোন লোক। তিনি উচ্চস্বরে বলিতেছিলেন, আপনি তাঁহাকে সন্ধানিত করিয়াছেন তাঁহাকে মর্যাদা দান করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমরা তাহার নিকট গিয়া সালাম করিলাম। তিনি সালামের জবাব দান করিলেন। হযরত জিবরীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? হে জিবরীল! তিনি বলিলেন তিনি আহমদ (সা) তিনি বলিলেন, সেই নবীকে আমি স্বাগত জানাইতেছি যিনি তাহার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং তাহার উম্মতের প্রতি কল্যাণ কামনা করিয়াছেন। আমরা ঐ স্থান হইতে রওনা হইলাম। আমি হযরত জিবরীল (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম। ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত মুসা ইবনে ইমরান (আ) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি এইরূপ ভাষায় তাহার সহিত কথা বলিতেছেন? তিনি বলিলেন আল্লাহর সহিত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আল্লাহর সহিত কথা বলিতেও তিনি উচ্চস্বরে কথা বলেন। তিনি বলেন, তাহার স্বভাবে যে কিছু কঠোরতা রহিয়াছে তাহা আল্লাহ তা'আলা জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন চলিতে চলিতে আমরা একটি গাধের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম যাহার ফল বড় ডেগের ন্যায় প্রকাস্ত তাহার নীচে একজন বৃদ্ধ ও তাহার সন্তান সন্ততি বসিয়াছে আছে। অতঃপর জিবরীল (আ) আমাকে বলিলেন, আপনার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট চলুন। আমরা তাহার নিকট গিয়া সালাম করিলাম এবং তিনি উহার জবাবও দান করিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! ইনি কে? তিনি বলিলেন আপনার সন্তান 'আহমদ' তখন তিনি বলিলেন উম্মী নবীকে আমি স্বাগত জানাইতেছি যিনি তাহার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং স্বীয় উম্মতের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন তুমি আজ রাত্রেই স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করিবে আর তোমার উম্মতই সর্বশেষ উম্মত এবং সর্বাধিক দুর্বল উম্মত।

তোমার উম্মতের প্রতি হুকুম সহজ হউক, তাহার প্রতি যেন লক্ষ্য থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন অতঃপর আমরা রওনা হইয়া মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত পৌছিয়া গেলাম। আমি অবতীর্ণ হইয়া মাসজিদে দরজার হলকার সহিত সোয়ারী বাধিয়া রাখিলাম। এই হলকার সহিত অন্যান্য আধিয়ায়ে কিরামও সোয়ারী বাধিতেন। অতঃপর আমি মাসজিদে প্রবেশ করিয়া জানিলাম কেহ দণ্ডায়মান, কেহ সিঁজায় অবনত রহিয়াছে কেহ রুকু করিতেছে। অতঃপর আমার নিকট একটি মধুর ও একটি দুধের পেয়ালা আনা হইল। আমি দুধের পেয়ালা গ্রহণ করিয়া উহা পান করিলাম। অতঃপর জিবরীল (আ) আমার কাঁধে হাত মসিজা বলিলেন ফিৎরাতে অনুসারে আপনি সঠিক সিঁদান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর সালাতের ইকামত বলা হইল এবং আমি তাহাদের ইমামত করিলাম। অতঃপর তাহারা প্রস্থান করিলেন আমরাও করিলাম। সন্দেহট গরীব। হাদীসটির মধ্যে কিছু আশ্চর্য ধরনের বিষয়ও রহিয়াছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে আধিয়ায়ে কিরামের প্রথম প্রশ্ন। অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তাহাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা অথচ বিস্তৃত হাদীস গ্রন্থসমূহের রেওয়াজে তাহারা যেই কথাটি প্রসিদ্ধ তাহা হইল, হযরত জিবরীল (আ) প্রথম রাসূলুল্লাহ (সা) কে আধিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কে জানাইয়া দিতেন যেন তিনি তাহাদিগকে প্রথম সালাম করিতে পারেন। উল্লেখিত রেওয়াজে ইহাও রহিয়াছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) মাসজিদুল আকসায় প্রবেশ করিবার পূর্বেই আধিয়ায়ে কিরামের সমাবেশ ঘটাইয়াছিল, অথচ যাহা বিতর্ক তাহা হইল, রাসূলুল্লাহ (সা) আধিয়ায়ে কিরামের সহিত আসমানসমূহে একত্রিত হইয়াছিলেন অতঃপর পুনরায় বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথেই ছিলেন এবং এই সময় তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত মসজিদুল আকসার সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি বেলাকে চড়িয়া গকা শরীফ প্রত্যাবর্তন করেন।

অপর সূত্র

ইমাম আহমদ বলেন, হুশাইম.... হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি হযরত নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন আমি সিরাজের রাতে হযরত ইবরাহীম, মুসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি তাহারা পরস্পরে কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করিলেন অতঃপর তাহারা এই আলোচনাটি হযরত ইবরাহীম (আ) এর উপর ছাড়িয়া দিলেন। তিনি বলিলেন এই সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নাই। অতঃপর তাহারা হযরত মুসা (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনিও বলিলেন আমারও এই সম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই। অতঃপর তাহারা হযরত ঈসা (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন উহার সঠিক দিন সম্পর্কে তো আল্লাহ ব্যতিত কেহই

জানে না। তবে আমাকে ইহা বলা হইয়াছে যে, 'দাজ্জাল' বাহির হইবে তখন তাহার সহিত আমার দুইবার সংঘর্ষ হইবে। অতঃপর যখন সে আমাকে দেখিবে তখন যেমন সীসা গলিত হইয়া যায় সেও গলিয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন সকল লোক তাহাদের বাসস্থান ও শহরে ফিরিয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর ইয়াজুজ মাজুজ বাহির হইবে। তাহারা সকল উচ্চস্থান হইতে লাফাইয়া কুদিয়া সমস্ত শহর পদদলিত করিবে এবং যে কোন বস্তুর উপর দিয়া অতিক্রম করিবে উহা ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। তাহারা যে পানির নিকট দিয়া যাইবে সে পানি শেষ করিয়া ফেলিবে। অতঃপর সফল মানুষ আমার নিকট আসিয়া তাহাদের যুন্মের অভিযোগ করিবে। আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করিব। অতঃপর তিনি উহাদিগকে ধ্বংস করিবেন। এমন কি সারা পৃথিবীটা দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ষষ্টি বর্ষণ করিবেন। ফলে তাহাদের মৃতদেহসমূহকে ভাসাইয়া সমুদ্রে লইয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে অবগত করাইয়াছেন আকস্মিকভাবেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে। যেমন গর্ভবতী স্ত্রীলোক যাহার গর্ভ পূর্ণ হইয়াছে তাহার গৃহ সদস্যগণ ইহা জানে না হঠাৎ কোন সময় সন্তান প্রসব করে সকালেও প্রসব করিতে পারে রাত্রেও করিতে পারে।

ইমাম ইবনে মাজা (র) বুদার.... বলেন রমলার মসজিদের মুয়াযযিন মিসকীন ইবনে মায়সুন.... আব্দুর রহমান ইবনে কুরয হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদুল হারাম হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করেন সেই রাতে তিনি যমযম কূপ ও মাকামে ইবরাহীম এর ঐখ্যবতী স্থানে ছিলেন। হযরত জিবরীল (আ) তাহার ডান দিকে এবং হযরত মীকাদ্দিল (আ) তাহার বামদিকে থাকিয়া তাহাকে উড়াইয়া উড়াইয়া লইয়া গেলেন। এমনকি উড়িতে উড়িতে তিনি উর্ধ্ব আসমানসমূহে পৌঁছিয়া গেলেন। অতঃপর যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন আনমানসমূহে তাসবীহ শুনিতে পাইলেন। বুলন্দ আসমানসমূহের অধিপতি মহান আল্লাহর ভয়ে তাহারা তাসবীহ করিতেছিল। **تَسْبِيحٌ لِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ** এর তাকসীর প্রসঙ্গে পরে এই হাদীসটি বর্ণিত হইবে।

হযরত উমর ইবনে খাতাব (রা)-এর রেওয়াজে

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আসওয়াদ ইবনে আমের (রা).... হযরত উমর ইবনুল খাতাব যখন জাবীয়াহ নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তথায় বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের আলোচনা হইল। আবু সালামাহ বলেন, আবু সিনাস উবাইদ ইবনে আদম হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি হযরত উমর ইবনুল খাতাব (রা)

সূরা বনী ইসরাঈল

কে হযরত কা'ব (রা) কে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছি আপনি আমার পক্ষে কোথায় নামায পড়া সমীচীন মনে করেন? তিনি বলিলেন যদি আপনি আমার মত গ্রহণ করেন, তবে আমি বলিব, আপনি 'সখরাহ' এর পিছনে সালাত পড়ুন। এইভাবে সম্পূর্ণ বাইতুল মুকাদ্দাস আপনার সম্মুখে থাকিবে। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন, আপনি তো ইয়াহুদীদের সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া কথা বলিয়াছেন। আমার ইচ্ছা যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত পড়িয়াছেন আমি সেই স্থানে সালাত পড়িব।

অতঃপর তিনি কিৎলাহর দিকে অগ্রসর হইয়া সালাত পড়িলেন। সালাত শেষে তিনি স্বীয় চাদর বিছাইয়া সমস্ত আবর্জনা উহাতে জমা করিলেন এবং বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। অন্যান্য লোকেরাও তাহার অনুসরণ করিলেন। হযরত উমর (রা) 'সখরাহ' এর প্রতি ইয়াহুদীদের ন্যায় সম্মানও প্রদর্শন করিলেন না। অর্থাৎ তিনি উহাকে সম্মুখে রাখিয়া পড়িলেন না। যাহার প্রতি হযরত কা'ব ইবনে আব্বার ইংগিত করিয়াছিলেন। হযরত কা'ব পূর্বে ইয়াহুদী ছিলেন এবং ইয়াহুদীরা এই 'সখরাহ' এর প্রতি শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং সাতের প্রতি তিনি হেদায়াত পাইয়া ছিলেন। তবুও তিনি ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য মতের পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) উহা প্রত্যখ্যান করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে নাসারারা 'সাখরাহ' এর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিত। এবং যাবতীয় আবর্জনা তাহারা সেখানে জমা করিত। কিন্তু হযরত উমর (রা) তাহাদের ন্যায় অসম্মানও প্রদর্শন করিলেন না। বরং তিনি আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। এবং স্বীয় চাদরে একত্রিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ইহা ঠিক সেই হাদীসের সাদৃশ্য যাহার মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে **لَا تَجْلِسُوا** তোমরা করবের উপর বসিয়া উহার প্রতি অশ্রদ্ধাও প্রদর্শন করিও না আর উহাকে কিবলা ধরনাইয়া উহার প্রতি অতিরিক্ত ভক্তিও প্রদর্শন করিও না বরং মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করা উচিত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ রেওয়াজেত তবে ইহাতে গারাবত রহিয়াছে

ইমাম আবু জা'ফর ইবনে জরীর সূরা সুবহানা এর তাকসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, **سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ** হইতে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার হযরত জিবরীল (আ) হযরত মু'আবিয়া (রা) এর তাকসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার হযরত জিবরীল (আ) হযরত মীকাদ্দিল (আ) এর সহিত আগমন করিলেন। হযরত জিবরীল হযরত মীকাদ্দিল (আ)-কে বলিলেন যমযম এর পানি ভরিয়া একটি তশতরী আনুন। উহা দ্বারা আমি উহার (রাসূলুল্লাহ (সা)-এর) কলব পবিত্র করিব এবং তাহার বক্ষ খুলিয়া দিব। অতঃপর তিনি তাহার পেট চিরিয়া ফেলিলেন এবং উহাকে তিনবার দৌত করিলেন।

হযরত শীকাইল তিনবার তশতরী ভবিয়া বমযমের পানি আনিলেন। হযরত জিবরীল তাহার বক্ষ খুলিয়া দিলেন এবং উহার মধ্য যে সকল ময়লা ছিল উহা পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং ইলম, হিলম, ইমান, ইয়াকীন ও ইসলাহ দ্বারা উহাকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উভয় কাঁধের মাঝে নবুয়তের সীলমোহর মারিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি একটি ঘোড়া আনিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) কে উহার উপর সোয়ার করাইলেন। ঘোড়া এতই দ্রুত চলিতে লাগিল যে এক লাফেই দুষ্টির শেষ প্রান্তে গিয়া পৌঁছিতে লাগিল। এমনভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত জিবরীল (আ) ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহারা চলিতে চলিতে এমন এক কওমের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন যাহারা কেত খামার করিতেছে এবং উহা এত দ্রুত বাড়িতেছে যে একই দিনে তাহারা উহা কাটিয়া ফেলিতেছে। কাটিবার পর পুনরায় উহা অদ্রুপ হইতেছে। নবী (সা) এই দৃশ্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল এই সকল লোক কাহারা? তিনি বলিলেন তাহারা হইল আল্লাহর রাহে জিহাদকারী লোক। তাহাদের নেক আমলের বিনিময় সাতশত গুণ বেশী দাম আর তাহারা যাহা কিছু আল্লাহর রাহে ব্যয় করে উহার বিনিময় লাভ করে। আর আল্লাহ তা'আলা হইলেন অতি উত্তম রুজী দানকারী।

অতঃপর তিনি এমন এক কওমের নিকট উপস্থিত হইলেন যাহাদের মাথা পাথর দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে। একবার চূর্ণ হইবার পর পুনরায় উহা ভাল হইয়া যাইতেছে। আবার উহা পাথর দ্বারা চূর্ণ করা হয়। তাহাদিগকে মোটেই অবকাশ দান করা হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! এই সমস্ত লোক কাহারা? তিনি বলিলেন, এই সকল লোক হইল তাহারা, যাহারা ফরয সালাতে অলসতা করিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক কওমের নিকট উপস্থিত হইলেন যাহাদের সম্মুখের রাস্তায় ও পিছনের রাস্তায় পত্নি লাগান আছে। এবং উট ও অন্যান্য পশুর ন্যায় তাহারা চলিতেছে জাহান্নামের যাক্কক ফল এবং কাটা বিশিষ্ট ফল খাইতেছে এবং জাহান্নামের গরম-কংকর ও পাথর চাবাইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সকল লোক কাহারা? হযরত জিবরীল বলিলেন, তাহারা হইল সেই সকল লোক যাহারা তাহাদের মালের সদকা আদায় করিত না। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে কোন যুলুম করেন নাই এবং আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার প্রতি যুলুম করেন না। অতঃপর তিনি এমন আর কওমের নিকট উপস্থিত হইলেন, যাহাদের সম্মুখে এক ডেগে ভো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উত্তম গোস্ত এবং অপর একটি অপরিষ্কার ডেগে পচা নষ্ট গোস্ত, তাহারা এই পচা নষ্ট গোস্ত তো খাইতেছে কিন্তু উত্তম গোস্ত খাইতে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হইতেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! এই সকল লোক কাহারা? তিনি বলিলেন, এই সকল লোক হইল, আপনার উম্মতের সেই সকল লোক, যাহার নিকট

পাক পবিত্র স্ত্রী রহিয়াছে অথচ তাহাকে বাদ দিয়া এক জন অশ্লীল চরিত্রের স্ত্রীলোকের নিকট রাত্রি যাপন করে এবং সেই সকল স্ত্রীলোক যাহাদের নং চরিত্রের উত্তম স্বামী রহিয়াছে অথচ, তাহারা তাহাদিগকে বাদ দিয়া জন ও অশ্লীল চরিত্রের পুরুষের নিকট রাত্রি যাপন করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) পথে এমন একটি লাকড়ী দেখিতে পাইলেন যে, হাহা কাপড় চিরিয়া দেয় এবং প্রত্যেক বস্তুকে খসম করিয়া দেয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! ইহা কি? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের সেই সকল লোকের উপমা যাহারা পথ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন وَلَا تَقْنُطُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ مُّبِينٍ وَتَمْسُكُونَ অর্থাৎ মানুষকে ভীত করিবার জন্য এবং আল্লাহর পথ হইতে বাধা দেওয়ার জন্য তোমরা প্রতি পথে পথে বসিয়া থাকিও না। অতঃপর তিনি এমন এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেন যে বিরাট এক বোঝা একত্রিত করিয়াছে যাহা সে উঠাইতে সক্ষম নহে। অথচ সে ক্রমশ তাহার বোঝা বৃদ্ধি করিয়া যাইতেছে। হযরত জিবরীল (আ)-কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি হইল আপনার উম্মতের এমন ব্যক্তি যাহার যিন্মায় মানুষের আমানতের বোঝা থাকে যে তাহা আদায় করিতে সক্ষম নহে তাহা সত্ত্বেও সে অধিক পরিমাণ আমানতের বোঝা স্বীয় কক্ষে চাপাইতে থাকে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট আসিলেন যাহাদের জিহ্বা ও ঠোঁট লোহার কাঁচি দ্বারা কাটা হইতেছে এবং যতবারই কাটা হইতেছে ততবার সে পূর্বের ন্যায় হইয়া যাইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল (আ) এই সকল লোক কাহারা? তিনি বলিলেন এই সকল লোক আপনার উম্মতের সেই সকল খতীব ও বক্তা যাহারা স্বীয় বক্তৃতার মাধ্যমে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিত। অতঃপর তিনি এমন একটি পাথরের নিকট আসিলেন, যাহার ছিদ্র দ্বারা বিরাট গুরু বাহির হইতেছে অথচ উক্ত গুরু পুনরায় ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিবার চেষ্টায় স্বার্থ হইতেছে। তিনি হযরত জিবরীল (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কি? তিনি বলিলেন এই হইল, সেই ব্যক্তি যে কোন বাড়ি কথা বলিয়া লজ্জিত হইত অথচ, সে আর উহার তদারকি করিতে পারিত না। অতঃপর তিনি একটি উপত্যাকায় আগমন করিয়া দেখিলেন যেখানে তিনি অতি উত্তম নিদ্দ সুগন্ধি ও মিসকের সুগন্ধ অনুভব করিলেন এবং একটি শব্দও শ্রবণ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই শব্দ সুগন্ধি, উত্তম সুগন্ধি ও এই শব্দটি কিসের? তিনি বলিলেন, শব্দটি বেহেশতের শব্দ, বেহেশত আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে, হে আল্লাহ! আপনি আমার সহিত প্রতিশ্রুত বস্তু দান করুন, আমার দালান কোঠা, গেশমের নানা প্রকার পেশাক পরিচ্ছদ, মনি-যুক্ত-মারজান ও স্বর্ণ চান্দি, নানা প্রকার পেয়লা ও পানপাত্র অনেক বেশী হইয়াছে, আমার মধু, পানি, দুধ ও মদেরও শেষ নাই। অতএব হে আল্লাহ! আপনি আমার সহিত কৃত ওয়াদা পূর্ণ করুন। তখন আল্লাহ

তা'আলা বলিলেন, তোমার জন্য সেই সকল মুসলমান ও মু'মিন নর-নারী যাহারা আমার প্রতি ও আমার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, নেক আমল করিয়াছে, আমার সহিত কাহাকেও শরীক করে না, আর আমি ভিন্ন অন্য কাহাকে আমার সমকক্ষ মনে করে না। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে সে সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হইতে নিরাপদ। যে ব্যক্তি আমার নিকট প্রার্থনা করে আমি তাহাকে দান করি। যে আমাকে কবর ও ঋণ দান করে আমি তাহাকে বিনিময় দান করি, যে আমার উপর ভরসা করে আমিই তাহার জন্য যথেষ্ট হই। আমিই মহান আল্লাহ। আমি ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নাই, আমি ওয়াদা খেলাফ করি না। আর ঈমানদারগণ অবশ্যই সফলতা লাভ করিবে। আল্লাহ মহান বরকতময় এবং তিনিই উত্তম সৃষ্টিকর্তা। তখন বোহেশত বলিল। আমি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইয়াছি। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) অপর একটি উপত্যকায় আগমন করিলে তথায় অবস্থিত শব্দ গুনিতে পাইলেন এবং দুর্গন্ধ অনুভব করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন এইটা কিসের শব্দ এবং ইহা কিসের দুর্গন্ধ। তিনি বলিলেন, ইহা জাহান্নামের শব্দ। সে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে, হে আল্লাহ! আমার সহিত আপনি যে বস্তুর ওয়াদা করিয়াছেন উহা দান করুন। আমার জিজ্ঞিরসমূহ, বেড়ীসমূহ, আমার ফুলকী, আমার উত্তাপ, আমার রক্ত মিশ্রিত পুঞ্জ, আমার শক্তির আনবাব অনেক বেশী হইয়াছে, আমার উত্তাপ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, আমার গভীরতা অধিক হইয়াছে, অতএব আপনি আমাকে আপনার প্রতিশ্রুত বস্তু দান করুন। তখন তিনি বলিলেন, তোমার জন্য সকল মুশরিক ও কাফির নর-নারী রহিয়াছে, সকল খবীস নর-নারী রহিয়াছে আর যাহারা শক্তিধর ও প্রভাপের অধিকারী, যাহারা হিসাব নিকাশের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে না তাহারাও তোমার জন্যই রহিয়াছে। তখন জাহান্নাম বলিল, আমি সন্তুষ্ট। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে চলিতে লাগিলেন এবং তথায় পৌঁছিয়া সোয়াদী হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ঘোড়াটিকে দুখরাহ-এর সহিত বাঁধিয়া রাখিলেন। অতঃপর তিনি মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করিলেন এবং ফিরিশতাদের সহিত সালাত পড়িলেন। যখন সালাত শেষ হইল তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! আপনার সহিত এই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কি আল্লাহর দরবারে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। তিনি বলিলেন হাঁ, তখন তাহারা বলিলেন খোশ আমদেদ, তিনি আমাদের উত্তম ভাই, আল্লাহ তা'আলার উত্তম খলীফা এবং উত্তম আগতুক। অতঃপর তিনি আশ্বিয়ায়ে কিরামের রহসমূহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবং তাহারা আল্লাহর প্রশংসা করিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি আমাকে তাহার খলীফা মনোনীত করিয়াছেন। আমাকে

বিশাল সম্রাজ্য দান করিয়াছেন, আমাকে এমন অনুগত উম্মত বানাইয়াছেন যাহার অনুসরণ করা হয় এবং তিনি অগ্নি হইতে আমাকে মুক্তিদান করিয়াছেন এবং উহাকে আমার জন্য শীতল ও শান্তিময় করিয়াছেন।

অতঃপর হযরত মুসা (আ) তাহার প্রতিপালকের প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, সকল প্রশংসা সেই সত্তার যিনি আমার সহিত কথা বলিয়াছেন এবং আমার হাতে ফিরআউনের বংশধরকে ধ্বংস করিয়াছেন ও বনী ইসরাঈলকে মুক্তিদান করিয়াছেন। আর আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা সত্যের পথ প্রদর্শন করে এবং সত্যের সহিত ইননাফ করে। অতঃপর হযরত দাউদ (আ) তাহার প্রতিপালকের প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আমাকে বিশাল সম্রাজ্য দান করিয়াছেন, আমাকে যব্বর শিক্ষা দিয়াছেন, আমার জন্য লোহা নরম করিয়াছেন, পাহাড় পর্বত ও পৃথিবীকে আমার অনুগত করিয়াছেন যাহারা আমার সহিত তাসবীহ করে; আমাকে হিকমত দান করিয়াছেন এবং জোরালো বক্তব্যের অধিকারী করিয়াছেন। অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ) তাহার প্রতিপালকের প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার জন্য যিনি বায়ুকে আমার অধীনস্থ করিয়া দিয়াছেন এবং জ্বিনসমূহকেও যাহারা আমার নির্দেশে বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করে এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাত্রও প্রস্তুত করে; যিনি আমাকে পশুপক্ষীর কথা বুঝিবার জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে আমাকে মর্য়াদা দান করিয়াছেন। মানব দানব ও পশুপক্ষীকে আমার অধীনস্থ করিয়াছেন এবং বহু মু'মিন বান্দাদের উপর আমাকে মর্য়াদা দান করিয়াছেন আর আমাকে এমন বিশাল সম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছেন যাহা অন্য কাহাদের পক্ষে সমীচীন নহে এবং উহা এমনই পবিত্র সম্রাজ্য যে উহার কোন হিসাব নিকাশ ছিল না।

অতঃপর হযরত ইসা (আ) আল্লাহর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে তাহার কালেমার সাহায্যে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং হযরত আদম। (আ)-কে যেমন পিতা ব্যতিত সৃষ্টি করিয়াছেন আমাকেও তেমনি পিতা ব্যতিত সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আমাকে কিতাব, হিকমত এবং তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়াছেন এবং আমাকে এই জ্ঞান দান করিয়াছে যে, আমি পৃথিবী অর্কৃতি প্রস্তুত করিয়া উহার মধ্যে ফুক দেই অমনি উহা আল্লাহর নির্দেশে একটি জীবিত পান্থী হইয়া যায়। তিনি আমাকে এই জ্ঞানও দান করিয়াছেন যে, আমি আল্লাহর নির্দেশে জন্মান্ত ও কুঠ রোগীকে ভাল করিয়া দেই এবং আল্লাহর নির্দেশে মৃতকেও জীবিত করিয়া দেই। তিনি আমাকে উপরে উত্তোলন করিয়াছেন, পবিত্র করিয়াছেন এবং আমাকে ও আমার আমাকে দিকৃত শয়তান হইতে আশ্রয় দান করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের উপর শয়তানের কোন প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। রাবী

বলেন, অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সা) তাহার প্রতিপালকের প্রশংসা করিতে শুরু করিলেন, তিনি বলিলেন আপনার! নব্বই নীয় প্রতিপালকের প্রশংসা করিয়াছেন আমিও আমার প্রতিপালকের প্রশংসা করিব। অতঃপর তিনি বলিলেন সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে রাহমাতুল্লিল আলামীন করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং গোটামানব জাতির জন্য সুসংবাদদানকারী ও উত্তীর্ণ প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। আমার প্রতি তিনি কুরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন, উহাতে সকল বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ রহিয়াছে। যিনি আমার উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত করিয়াছেন যাহাকে আবার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমার উম্মতকেই তিনি প্রথম ও শেষ উম্মত হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি আমার সীনাকে উন্মুক্ত করিয়াছেন, যিনি আমার বোকা সরাইয়া দিয়াছেন ও আমার খিকিরকে বুলন্দ করিয়াছেন, যিনি আমাকে সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নবী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। তখন হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন, এই সকল কারণেই হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তোমাদের সকলের উপর মর্যাদা দান করা হইয়াছে : অবু জা'ফর রবী বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বশেষ নবী এবং কিরামত নিবসে তিনিই সর্বপ্রথম সুপারিশ করিলেন। অতঃপর তিনটি পাত্রের মুখ ঢাকিয়া উহা পেশ করা হইল, উহাদের একটির মধ্যে পানি ছিল : হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলা হইল, আপনি ইহা হইতে পান করুন, সুতরাং তিনি উহা হইতে অল্প কিছু পান করিলেন। অতঃপর তাহার নিকট দু'বেত্র একটি পাত্র পেশ করিয়া উহা হইতেও তাহাকে পান করিতে বলা হইল : তিনি উহা হইতে পূর্ণ তৃষ্ণি সহকারে পান করিলেন। অতঃপর তাহাকে আরো একটি পাত্র দেওয়া হইল যাহাতে মদ ছিল। উহা হইতে তাহাকে পান করিতে বলা হইলে তিনি বলিলেন আমার আর পান করিবার ইচ্ছা নাই : আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি :

তখন হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, মনে রাখিবেন, ইহা আপনার উম্মতের প্রতি হারাম করা হইবে। যদি আপনি ইহা হইতে পান করিতেন তবে আপনার উম্মত হইতে অতি অল্প সংস্কৃত লোকই আপনার অনুসরণ করিত। অতঃপর হযরত জিবরীল তাহাকে লইয়া আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন, এবং তিনি উহার দ্বার খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইলে, হে জিবরীল! ইনি ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) : তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহারা বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহার খলীফা ও আমাদের ভাইকে শান্তিতে রাখুন, তিনি বড় উত্তম ভাই, উত্তম খলীফা ও উত্তম আগতুক। অতঃপর তাহাদের জন্য আসমানের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন যাহার সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি নাই : তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি : তাহার ডান দিকে একটি দরজা রহিয়াছে এবং উহা হইতে সুগন্ধি আসিতেছে

এবং বাম দিকেও একটি দরজা রহিয়াছে এবং উহা হইতে দুর্গন্ধ আসিতেছে। ইনি ডান দিকের দরজার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া পড়েন এবং বাম দিকের দরজার দিকে তাকাইয়া কাঁদিয়া দেন ও চিন্তিত হন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তখন আমি বলিলাম, হে জিবরীল, ইনি কে? এই দুইটি দরজা কি? তিনি বলিলেন, ইনি হইলেন আপনার আদি পিতা হযরত আদম (আ) তাহার ডান দিকের দরজাটি হইল বেহেশতের দরজা এবং বাম দিকের দরজাটি হইল দোযখের দরজা। যখন তিনি তাহার কোন সন্তানকে বেহেশতে প্রবেশ করিতে দেখেন তখন তিনি হাসিয়া পড়েন ও আনন্দিত হন আর যখন তাহার কোন সন্তানকে দোযখে প্রবেশ করিতে দেখেন তখন তিনি ক্রন্দন করেন ও চিন্তিত হন। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) তাহাকে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন এবং উহার দরজা খুলিতে বলিলেন, আসমানের ফিরিশতাগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল আপনার সহিত ইনি কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহারা বলিলেন, আল্লাহর খলীফা ও আমাদের ভাইকে আল্লাহ শান্তিতে রাখুন। তিনি উত্তম ভাই, আল্লাহর উত্তম খলীফা ও উত্তম আগতুক। রাবী বলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রবেশ করিয়া দুইজন যুবককে দেখিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! এই দুইজন যুবক কাহারা? তিনি বলিলেন একজন হযরত ইস' ইবন মারিয়াম (আ) এবং অপরজন হযরত ইয়াহুইয়া ইবনে মাকারিয়া (আ) : তাহারা উভয়ে পরস্পর খালাত ভাই। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) তাঁহাকে লইয়া তৃতীয় আসমানের আরোহণ করিলেন। আসমানের দরজা খুলিতে বলিলে ফিরিশতাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন আগতুক কে? তিনি বলিলেন আমি জিবরীল : তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কি আল্লাহর দরবারে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ ! তখন তাহারা বলিলেন, আল্লাহর খলীফা ও আমাদের ভাইকে আল্লাহ শান্তিতে রাখুন। তিনি আমাদের উত্তম ভাই ও আল্লাহর উত্তম খলীফা এবং উত্তম আগতুক। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আসমানে প্রবেশ করিয়া এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন যিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বাধিক উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যময় যেমন চৌদ্দ তারিখের চাঁদ সকল লক্ষণ পূজের মধ্যে সর্বাধিক উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যময় : রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! ইনি কে? তিনি বলিলেন, ইনি হইলেন, আপনার ভ্রাতা হযরত ইউসুফ (সা)। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল তাহাকে লইয়া চতুর্থ আসমানে আরোহণ করিলেন। দরজা খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কে? তিনি বলিলেন জিবরীল : আসমানের ফিরিশতাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান

হইয়াছে। তিনি বলিলেন হাঁ। তখন তাহারা বলিলেন, আল্লাহ আমাদের ভাইকে ও তাহার খলীফাকে শান্তিতে রাখুন। তিনি উত্তম ভাই ও উত্তম খলীফা এবং উত্তম আগভুক। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ আসমানে প্রবেশ করিয়া এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন হে জিবরীল! ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি হযরত ইদরীস (আ)। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে উচ্চস্থানে বুলন্দ করিয়াছেন। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) তাহাকে পঞ্চ আসমানের দিকে হইয়া ছুটিলেন। তখন পৌছিয়া তিনি দরজা খুলিতে বলিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে? তিনি বলিলেন, জিবরীল! তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তখন তাহারা বলিলেন আল্লাহ আমাদের ভাই ও তাহার খলীফাকে শান্তিতে রাখুন। তিনি উত্তম ভাই, উত্তম খলীফা ও উত্তম আগভুক। অতঃপর তিনি আসমানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক ব্যক্তি বসিয়া আছে। এবং তাহার চতুর্দিকে কিছু লোক বসিয়া কথা বলিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? আর তাহার চতুর্দিকে অবস্থানকারী লোকেরা কাহারা? তিনি বলিলেন তিনি হইলেন সর্ব জনপ্রিয় নবী হযরত হাজ্জ (আ) এবং তাহার পার্শ্বে অবস্থানকারী লোকজন হইল নবী ইসরাঈল; অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) তাহাকে হইয়া ষট আসমানের দিকে ছুটিলেন এবং তথায় পৌছিয়া আসমানের দরজা খুলিতে বলিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি জিবরীল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কি আল্লাহর দরবারে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন জী হাঁ, তখন তাহারা বলিলেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভাই ও তাহার খলীফাকে শান্তিতে রাখুন। তিনি উত্তম ভাই উত্তম খলীফা ও উত্তম আগভুক।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রবেশ করিলেন, সেখানে তিনি এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, তিনি যখন তাহাকে অভিবন্দন করিয়া চলিয়া গেলেন তখন সেই ব্যক্তি কাঁদিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে? এবং তাহার কাঁদিবার কারণ কি? তিনি বলিলেন তিনি হইলেন হযরত মুসা (আ)। তিনি বলেন, নবী ইসরাঈলের বারণা ছিল আমিই মানব সত্ত্বনের মধ্যে সর্বাধিক মর্মান্বীল। অথচ ইনি দুনিয়ায় আমার পরে আগমন করিয়াছে অর্থাৎ আখিরাতে তাহার পশ্চাতে থাকিব। যদি শুধু এতটুকুই হইত তবুও কোন পরোয়া ছিল না কিন্তু প্রত্যেক নবীর সহিত তাহার উচ্চ থাকিবে। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নইয়া নগ্ন আসমানে আরোহণ করিলেন। তথায় পৌছিয়া তিনি দরজা খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইল আপনি কে? তিনি বলিলেন জিবরীল! জিজ্ঞাসা করা হইল; আপনার

সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা)। ফিরিশ্চাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তখন তাহারা বলিলেন আল্লাহ আমাদের ভাইকে ও তাহার খলীফাকে শান্তিতে রাখুন। তিনি উত্তম ভাই উত্তম খলীফা ও উত্তম আগভুক। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আসমানে প্রবেশ করিয়া এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করিলেন যাহার মাথার চুলের কিয়দংশ পাকা এবং তিনি বেহেশতের দরজার নিকট একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন; তাহার নিকট কিছু লোকও আছে যাহাদের মুখমন্ডল কাগজের ন্যায় উজ্জ্বল। আর কিছুলোক এমনও আছে যাহাদের বর্ণ কিছু ময়লাযুক্ত। অতঃপর সেই ময়লাযুক্ত বর্ণের লোকগুলি উঠিয়া গেল এবং একটি নহরে ডুব দিয়া গোসল করিল। নহর হইতে বাহির হইলে তাহাদের ময়লা কিছুটা কিছুটা ছুটিল। অতঃপর তাহারা অপর একটি নহরে ডুবাইয়া গোসল করিল। যখন তাহারা বাহির হইয়া আসিল তখন দেখা গেল তাহাদের ময়লা আরো কিছু হ্রাস পাইয়াছে। অতঃপর তাহারা অন্য আর একটি নহরে প্রবেশ করিয়া গোসল করিল ফলে তাহারা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গেল এবং তাহাদের অন্যান্য সঙ্গীদের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া গেল এবং তাহাদের সহিত বসিয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল, এই পাকা চুল বিশিষ্ট লোকটি কে আর ঐ উজ্জ্বল বর্ণের এবং ময়লা যুক্ত লোকজন কাহারা? আর সেই নহরসমূহে তাহারা প্রবেশ করিয়াছে ঐ নহরসমূহ কিসের? তিনি বলিলেন, এই বৃদ্ধ ব্যক্তি হইলেন, আপনার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) দুনিয়ায় সর্ব প্রথম তাহার-ই চুল পাকিয়াছে আর ঐ উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোক হইল সেই সকল মুমিন লোক যাহারা সর্ব প্রকার খারাপ কাজ হইতে পবিত্র রহিয়াছে। আর যাহাদের বর্ণে কিছুটা ময়লা রহিয়াছে তাহারা হইল সেই সকল লোক যাহারা ভাল মন্দ উভয় প্রকার কাজ করিয়াছে অতঃপর তাহারা তওবা করিয়াছে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাদের তওবা কবুল করিয়াছেন। আর যে নহরগুলি আপনি দেখিয়াছেন উহার প্রথমটি হইল আল্লাহর রহমত দ্বিতীয়টি হইল আল্লাহর নিয়ামত আর তৃতীয়টি হইল পবিত্র শরাবের নহর।

রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সিদরাতুল মুত্তাহা নামক স্থানে পৌছিলেন। অতঃপর তাহাকে বলা হইল, ইহা হইল, সেই স্থান যেখানে কেবল সেই সকল লোক পৌছিব যাহারা আপনার অনুকরণ করিবে। দেখা গেল উহা একটি গাছ যাহার মূল হইতে পাক পবিত্র পানির নহর সুস্থানু দুপের নহর ও নিশায়ুক্ত সুমিষ্ট শরাবের নহর ও পরিষ্কার মধুর নহর প্রবাহিত হইয়াছে। উহা এমন একটি গাছ যাহার ছায়াতলে সত্তর বৎসর কাল কোন নোয়ারী চলিতে থাকিলেও উহার শেখ প্রান্তে পৌছিতে পারিবে না। উহার এক একটি পাতা এত প্রকাণ্ড যে মানুষের বিরাট একটি দলকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। আল্লাহর নূরে চতুর্দিক হইতে উহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। আর পার্শ্বের ন্যায়

কিষ্টিভাগেণ উহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, তাহারা আত্মাহর মহকমতে তথায় অবস্থান করিতেছে। তখন আত্মাহ তা'আলা তাঁহার সহিত কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, আপনি প্রার্থনা করুন— রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন আপনি হযরত ইবরাহীম (আ) কে হাদীফ বানাইয়াছেন এবং তাহাকে বিশাল সম্রাজ্য দান করিয়াছিলেন। হযরত মুসা (আ) এর সহিত কথা বলিয়াছেন। হযরত দাউদ (আ) কেও বিশাল সম্রাজ্য দান করিয়াছিলেন তাঁহার জন্য লোহা নরম করিয়াছিলেন ও পাহাড় পর্বতসমূহকে তাঁহার অধিনস্থ করিয়াছিলেন। হযরত সূলায়মান (আ) কে বিশাল সাম্রাজ্য দান করিয়াছিলেন আর মানব দানব ও শয়তানকে তাহার অধিনস্থ করিয়াছিলেন বায়ুকে ও তাঁহার অধিনস্থ করিয়াছিলেন আর তাঁহাকে এমন সম্রাজ্য দান করিয়াছিলেন যাহা তাহার পরবর্তী কাহারো পক্ষে সমীচীন নহে। হযরত ইসা (আ) কে তাওরাত-ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়াছিলেন আর তাহাকে এমন শক্তি দান করিয়াছিলেন যে তিনি জন্মক্লে ও কুষ্ঠ রোগকে ভাল করিতে পারিতেন আর আপনার নির্দেশে তিনি মৃতকেও জীবিত করিতে পারিতেন এবং তাহাকে ও তাহার আত্মাকে দ্বিকৃত শয়তান হইতে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদের উপর শয়তান কোন প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইত না। তখন আত্মাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিলেন, আপনাকেও আমি খলীল বানাইয়াছি। তাওরাতে হাবীবুর রহমান নামেই ইহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর আপনাকে সমস্ত মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী করিয়া প্রেরণ করিয়াছি। আপনার অন্তরকে আমি খুলিয়া দিয়াছি। আপনার বোঝা আমি সরাইয়া দিয়াছি আপনার সম্মান আমি বৃদ্ধ করিয়াছি। যখনই আমার দিক্বির করা হয় তখন আপনার দিক্বিরও আমার সহিত করা হয়। আপনার উম্মতকে আমি সর্বোত্তম উম্মত সৃষ্টি করিয়াছি মানব জাতির কল্যাণার্থে তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আপনার উম্মতকে মধ্যবর্তী উম্মত করিয়াছি। আপনার উম্মতকে সর্বপ্রথম উম্মত ও সর্বশেষ উম্মত করিয়াছি। বর্তমানে পর্যন্ত তাহারা এই সাক্ষ্য প্রদান না করে যে আপনি আমার বান্দা ও আমার রাসূল ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের খুববা ঠিক হয় না। আপনার উম্মতের মধ্যে কিছু এমন লোকও সৃষ্টি করিয়াছি যাহাদের অন্তরে তাহার কিতাব রহিয়াছে আর আখিয়ায়ে কিরামদের মধ্যে সর্বপ্রথম আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছি কিন্তু সর্বশেষ প্রেরণ করিয়াছি। এবং সর্বপ্রথম ফরমান করা হইবে। আপনাকে সাতটি আয়াত দান করিয়াছি যাহা বার বার পাঠ করা হয় যাহা অন্য কোন নবীকে দান করা হয় নাই। আপনাকে আরশের নীচ হইতে সূরা বাব্বুরাহ এর শেষ আয়াতসমূহ দান করিয়াছি যাহা আপনার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দান করা নাই আপনাকে কাওসার নামক হাউয দান করিয়াছি। আপনাকে আমি আটটি অংশ দান করিয়াছি। ইসলাম, হিজরত, জিহাদ, সালাত, সদকা, রমযানের সাওম, সংকরমের নির্দেশও অসৎকর্ম হইতে নিষেধ আর আপনাকে আমি সর্বপ্রথম সর্বশেষ নবী

করিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আত্মাহ তা'আলা আমাকে ছয়টি বস্তু দান করিয়াছেন। আমাকে তিনি কালামের প্রথমংশও শেষাংশ দান করিয়াছেন। আর তিনি আমাকে জামেউল হাদীস (ব্যাপক অর্থ বোধক বান্দা) ও দান করিয়াছেন। সমস্ত মানব জাতির প্রতি সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। এক মাস দুর্বর্তী এলাকায় অবস্থানকারী শত্রুর অন্তরে আমার সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমার জন্য গনীমতের মাল হালান করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কাহারও জন্য হালান করা হয় নাই। সর্বো পৃথিবীকে আমার জন্য সালাতের স্থান ও পবিত্রতা দানকারী হিসাবে সৃষ্টি হইয়াছে। রবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি পঞ্চশ সালাত ফরয করা হইল। অতঃপর তিনি যখন হযরত মুসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) আপনাকে কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? তিনি বলিলেন, পঞ্চশ সালাতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং এই নির্দেশকে হালকা ও সহজ করিবার জন্য প্রার্থনা করুন। কারণ আপনার উম্মত দুর্বল উম্মত। আমি বনী ইসরাইল হইতে বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। অতঃপর নবী করীম (সা) তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং হুকুমকে সহজ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ফলে আত্মাহ দশ সালাত হ্রাস করিলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় হযরত মুসা (আ) এর নিকট আগমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কত সালাতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? তিনি বলিলেন চত্বিশ সালাতের। হযরত মুসা বলিলেন আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট গমন করুন এবং হুকুম সহজ করিবার জন্য দরখাস্ত করুন। আপনার উম্মত বড়ই দুর্বল উম্মত। বনী ইসরাইল হইতে আমি বড়ই তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি।

অতঃপর তিনি পুনরায় তাহার প্রতিপালকের নিকট গমন করিলেন। এবং সালাতের সংখ্যা হ্রাস করিবার প্রার্থনা করিলেন। আত্মাহ তা'আলা দশ সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মুসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কত সালাতের হুকুম করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন ত্রিশ সালাতের। তখন হযরত মুসা (আ) বলিলেন আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং সালাতের হুকুম সহজ করিবার জন্য প্রার্থনা করুন। কারণ আপনার উম্মত সর্বাধিক দুর্বল উম্মত। আমি বনী ইসরাইল হইতে বড় কষ্ট ভোগ করিয়াছি। অতঃপর তিনি পুনরায় আত্মাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করিয়া সালাতের হুকুমকে সহজ করিবার জন্য আবেদন করিলে তিনি আরো দশ সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) পুনরায় হযরত মুসা (আ)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন কত সালাতের হুকুম করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, বিশ

সালাতের। এবারও তিনি বলিলেন আপনি আল্লাহর দরবারে গমন করিয়া এই হুকুমকে অধিকতর সহজ করিবার আবেদন করুন। আপনার উম্মত সর্বাধিক দুর্বল। আর আমি বনী ইসরাঈল হইতে বড় কষ্ট ভোগ করিয়াছি। অতঃপর তিনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গমন করিয়া দরখাস্ত করিলে তিনি আবার দশ সালাত কম করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আবারও হযরত মুসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কত সালাতের হুকুম করা হইয়াছে তিনি বলিলেন, দশ সালাতের। তিনি বলিলেন, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট পুনরায় গমন করিয়া দরখাস্ত করুন। আপনার উম্মত বড়ই দুর্বল উম্মত; রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) লজ্জায় লজ্জায় আল্লাহর দরবারে গমন করিয়া এবারও হুকুম সহজ করিবার দরখাস্ত করিলেন। এবার আল্লাহ তা'আলা পাঁচ সালাতের হুকুম করিলেন। এবার হযরত মুসা (আ) জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, পাঁচ সালাতের হুকুম করা হইয়াছে তিনি বলিলেন, আপনি পুনরায় গমন করিয়া দরখাস্ত করুন আপনার উম্মত সর্বাধিক দুর্বল উম্মত আমি বনী ইসরাঈল হইতে বড়ই কষ্ট ভোগ করিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন আমি অনেকবার আল্লাহর দরবারে গমন করিয়া হুকুম করিবার আবেদন জানাইয়াছি। এখন আমার বড়ই লজ্জা বোধ হইতেছে। অতএব আর আমি তাহার দরবারে এই বিষয় লইয়া যাইব না। তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে বলা হইল যদি আপনি শৈর্ষধারণ করিয়া সালাত নিয়মিত আদায় করেন তবে পঞ্চাশ সালাতের সওয়াব দান হইবে। কারণ প্রত্যেক নেক কর্মের বিনিময় দশ গুণ দেওয়া হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম যখন হযরত মুসা (আ)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি সর্বাধিক কঠিন ছিলেন কিন্তু প্রত্যাবর্তনকালে তিনি ছিলেন সর্বাধিক নরম।

উক্ত হাদীসকে ইমাম ইবনে জরীর (র) মুহাম্মদ ইবনে উবায়দুল্লাহ.... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং হাফিয আবু বকর বায়হাকী আবু সায়ীদ মালানী আলী ইবনে সাহুল হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ইবনে জরীর (র)-এর ন্যায় হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বায়হাকী বলেন, হাকীম আবু আব্দুল্লাহ হাদীসটিকে ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ফহল ইবনে মুহাম্মদ শা'বানী হইতে তিনি তাহার দাদা হইতে তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবু হাতিম বলেন আবু যুরআহ হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে **سُبْحَانَ النَّبِيِّ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ** এর তাকসীর প্রসঙ্গে হাদীসটি দীর্ঘরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবু জা'ফর রাযী সম্পর্কে হাফিয আবু যুরআহ রাবী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনার বহু ওহম (مأثر) করেন। কোন কোন মুহাদ্দিস তাহাকে যযীফ রাবী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন পক্ষান্তরে কেহ কেহ তাহাকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বলিয়াও মত প্রকাশ

করিয়াছেন। কিন্তু তাহার খবর শক্তি দুর্বল ইহা স্পষ্ট অতএব যেই হাদীস কেবল তিনি একা বর্ণনা করিয়াছেন উহার বিশ্বস্ততা বিবেচনা সাপেক্ষ। উপরে বর্ণিত হাদীসের কোন কোন শব্দে বহু পারাবত (عُرَابٌ) ও নাকরত (تَكَرَّرَاتٌ) রহিয়াছে। এবং ইহার মধ্যে স্বপ্ন সম্পর্কিত হাদীসেরও কিছু অংশ সংযুক্ত হইয়াছে যাহা ইমাম বুখারী হযরত নাযর হইবনে জুন্দব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রেওয়াজেতটিতে একাধিক হাদীসের সমাবেশ ঘটিয়াছে ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। অথবা ইহাতে স্বপ্নের ঘটনা কিংবা মিনাজের ঘটনা বাতিল অন্য কোন ঘটনাও হইতে পারে। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাহাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মিনাজের রাত্রে হযরত মুসা (আ)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটয়াছিল তাহার চুলগুলি সোজা এবং দেখিতে তিনি শাবুয়া গোত্রের মানুষের মত। হযরত ঈসা (আ) এর সহিতও আমার সাক্ষাৎ ঘটয়াছিল তিনি মধ্যম গড়নের লালবর্ণের নোক এবং মনে হইল এখন গোললখানা হইতে গোসল করিয়া বাহির হইয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিতও আমার সাক্ষাৎ ঘটয়াছিল এবং তাহার সহিত আমারই সর্বাঙ্গের বেশী সাদৃশ্যতা রহিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমার নিকট দুইটি পাত্র আনা হইল একটির মধ্যে দুধ এবং অপকৃতটির মধ্যে ছিঙ্গ মদ। আমাকে বলা হইল যেইটি ইচ্ছা আপনি গ্রহণ করুন। অতঃপর আমি দুধ লইলাম। এবং উহা পান করিলাম। অতঃপর আমাকে বলা হইল আপনি ফিতরাত মুত্তাবিক সঠিক আমল করিয়াছেন, মনে রাখিবেন, যদি আপনি মদ পান করিতেন তবে আপনার উম্মত বিক্রান্ত হইয়া যাইত। ইমাম বুখারী ও মুসলিম অন্য এক সূত্রে ইমাম মুহরী হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলিম শরীফে মুহাম্মদ ইবনে রাফে আবু হুরায়রা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আমি কা'বা গৃহের হাতীমে ছিলাম এবং কুরাইশরা আমাকে 'ইসরা' সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছিল। তাহারা আমার নিকট বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করিতেছিল কিন্তু উহার আমার মনে ছিল না। অতএব আমি এতই অস্থির হইয়া পড়িলাম যে পূর্বে কখনও এত অস্থির হই নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার সম্মুখে পেশ করিলেন এবং আমি দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম। আমি আমাকে আশ্বিয়ায়ে কিরামের একটি জমি'আতের মধ্যে দেখিতে পাইলাম। হযরত মুসা (আ)-কে দাঁড়াইয়া সালাত পড়িতে দেখিলাম। তাহার মাথার চুল সোজা এবং দেখিতে তিনি শাবুয়া গোত্রের লোকের মত। হযরত ঈসা (আ)-কেও দাঁড়াইয়া সালাত পড়িতে দেখিলাম। তাহাকে দেখিতে অনেকটা হযরত উরওয়াহ ইবনে মাসউদ সকাফীর মত। হযরত ইবরাহীম কাছীর-৩২

(আ)-কে দাঁড়াইয়া সালাত পড়িতে দেখিলেন। তিনি দেখিতে গেনেবটা আমার মত। অতঃপর সালাতের সময় হইল এবং আমি তাহাদের সকলের ইমামতি করিলাম : যখন সালাত হইতে অবসর হইল তখন এক ব্যক্তি বলিল, হে মুহাম্মদ! এই হইলেন মালেক জাহান্নামের প্রহরী। আমি তাহার সাক্ষাৎ গ্রহণ করিলাম এবং তিনিই প্রথম আমাকে সাধাস করিলেন : ইবনে আবু হাতিম বলেন, আমার পিতা আবু হাতিম হযরত আবু হুযায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন মি'রাজের রাতে যখন আমি সপ্তম আদমানে পৌছিলাম তখন আমি উপরে তাকাইয়াই গর্জন ও বিকট বজ্রের শব্দ শুনিতে পাইলাম। এবং বিদ্যুৎ দেখিতে পাইলাম এবং এক সম্প্রদায়ের নিকট আসিয়া দেখিলাম তাহাদের পেট প্রকাত ঘরের ন্যায় ফহার মধ্যে সাপ রহিয়াছে এবং বাহির হইতে দেখা দাইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে জিবরীল! তাহারা কেন লোক? তিনি বলিলেন, তাহারা হইল সুদখোর। অতঃপর যখন আমি প্রথম আদমানে অবতীর্ণ হইলাম তখন নীচের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম যে তথায় ধূলা-বালু ধূস এবং তথায় চিৎকারও শুনিতে পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কেন লোক? তিনি বলিলেন, তাহারা হইল শয়তানের দল যাহারা আদম সন্তানের সম্মুখ দিয়া অনাগমনো করিতে থাকে। ফলে তাহারা যমীন ও আদমানের বিশাল সাম্রাজ্য সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনা করিতে পারে না। যদি ইহা না হইত তবে তাহারা বহু বিস্ময়কর বস্তু দেখিতে পাইত। ইমাম আহমদ হাদিস ও অরুফান হইতে তাহারা উভয়ই হাম্মাদ ইবনে সালামাহ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইবনে মাজাও হাম্মাদ হইতে এই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী একদল সাহাবীর রেওয়াজেত

হাকিম বায়হাকী বলেন, হাকিম আবু আব্দুল্লাহ হযরত আব্দী ইবনে আবু তালেব ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার-সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে মুলাইম (র).... হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) হইতে এবং জুওরাইর, যাহুহাক ইবনে মুযাহেম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা সকলেই বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উম্মে হানী (রা)-এর ঘরে ইশার সালাত শেষে গুইয়া ছিলেন। আবু আব্দুল্লাহ হাকিম একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন উহার মধ্যে সিঁড়ি ও কিরিশতার উল্লেখ রহিয়াছে। আব্দাহ সর্বশক্তিমান তাহার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নহে। বিগ্ন সূত্রে কোন হাদীস প্রমাণিত হইলে তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। আবু হারুন অন্দী হইতে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী বলেন, "মক্কা শরীফ হইতে কাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ এবং মি'রাজ সম্পর্কে উক্ত হাদীস মাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট"। অবশ্য বহু তাৎপর্য় ও তাকসীরকর ইমামগণ হাদীসটিকে মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

সূরা বনী ইসরাঈল

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়াজেত

ইমাম বায়হাকী বলেন, হাকিম আবু আব্দুল্লাহ.... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যেই রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মুসজিদুল আকসায় লইয়া যাওয়া হইল উহার পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সা) মানুষের কাছে বর্ণনা করিলেন তাহাদের কিছু লোক ঈমান ত্যাগ করিল, যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঈমানে আসিয়াছিল ও তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল তাহারা এই সংবাদ লইয়া হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এর নিকট গিয়া বলিল, আপনি জানেন কি? আপনার সাথী কি বলেন, তাহাকে নাকি গত রাতে কাইতুল মুকাদ্দাস লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, সত্যই কি তিনি ইহা বলিয়াছেন? তাহারা বলিল হাঁ, তখন তিনি বলিলেন যদি তিনি এই কথা বলিয়া থাকেন তবে ঘটনা সত্য। তাহারা বলিল আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, রাতে তাহাকে কাইতুল মুকাদ্দাস লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং ভোর হইবার পূর্বেই তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন হাঁ, আমি তো ইহা অপেক্ষাও অধিক দূর্বর্তী বিষয়ে আমি তাহাকে বিশ্বাস করি। সকালে বিকালে আসমান হইতে আগত সংবাদের ব্যাপারে তাহাকে বিশ্বাস করি। এই কারণেই তাহাকে সিদ্দিক (সত্যবাদী) বলিয়া উপাধি দান করা হইয়াছে।

হযরত উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রা) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়াজেত

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ সায়েব কলবী (রা).... উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মি'রাজ সম্পর্কে বলেন, যেই রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মি'রাজ সংঘটিত হয় সেই রাতে তিনি আমার ঘরে নিদ্রিত ছিলেন। ইশার সালাত শেষে তিনি পুনরায় নিদ্রা যান। আমরাও নিদ্রা যাই। ভোর হইবার পূর্বে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে জাগ্রত করিলাম। যখন তিনি সালাত পড়িলেন এবং আমরাও তাহার সহিত সালাত পড়িলাম তখন তিনি বলিলেন হে উম্মে হানী আমি তোমাদের সহিত ইশার সালাত পড়িয়াছিলাম এবং এখন ফজরের সালাতও তোমাদের সহিত পড়িলাম। এই সময়ের মধ্যেই আব্দাহ তা'আলা আমাকে কাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌছাইয়াছেন এবং পুনরায় তোমাদের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছেন। যেমন তুমি দেখিতেছ। কালবী নামক রাবী মুহাম্মদিসিনগণের নিকট বর্ণিত। কিন্তু আবু ইয়ানা তাহার মুসনাদে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আনসারী.... উম্মে হানী (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং অধিক বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম আবুল কাসেম তবরানী আব্দুল আ'লা ইবনে আব্দুল মুসাভির.... হযরত উম্মে হানী হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ঘরে ছিলেন। অতঃপর আমি তাহাকে না পাইয়া বড়ই অস্থির হইলাম এবং আমার বিন্দুরাত্র অতিবাহিত করিলাম ভয় হইল, কুরাইশরা তাহাকে কোন বিপদে ফেলে নাই

তো? কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন হযরত জিবরীল (আ) আমার নিকট আগমন করিয়া আমার হাত ধরিয়া বাহির করিয়াছিলেন। বাহির হইয়া গেছি, দরজার নিকট একটি সোয়ারী রহিয়াছে। বাহা বন্ধ হইতে ছোট এবং গাধা অপেক্ষা বড়। অতঃপর জিবরীল (আ) আমাকে উহার উপর সোয়ার করাইলেন এবং সোয়ারীটি চলিতে চলিতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। অতঃপর তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দর্শন করাইলেন। দেখিতে তিনি আমার মতই মনে হয়। হযরত মুসা (আ) এর সহিতও সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি দীর্ঘাকৃতি বিশিষ্ট সোজা চুল বিশিষ্ট এবং দেখিতে আফসে শাবুয়া গোত্রের লোকের মত মনে হয়। আমাকে তিনি হযরত ইদ্রা (আ) কেও দেখাইলেন যিনি মধ্যাকৃতি এবং শুভ্র-লালিমা মিশ্রিত বর্ণের এবং উরওয়াহ ইবনে মাদউদ (রা)-এর সাদৃশ্য। তিনি আমাকে দরজালাকেও দেখাইলেন যাহার ডাইন চক্ষু ধিলুপ্ত এবং সে দেখিতে অনেকটাই কুত্ব ইবনে আব্দুল উযযর মত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমার ইচ্ছা যাহা আমি দেখিয়াছি কুরাইশদের নিকট গিয়া উহা বলি। হযরত উম্মে হানী বলেন, আমি তাহার কাপড় টানিয়া ধরিলাম এবং বলিলাম, আমি আপনাকে জাল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি আপনি আপনার কণ্ঠের নিকট যাইতেছেন যাহার আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবে এবং আপনার কথা অস্বীকার করিবে অতএব আমার ভয় হইতেছে যে তাহারা আপনার উপর আক্রমণ করিবে কিন্তু তিনি আমার হাত হইতে তাহার কাপড় ছড়াইয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। তাহারা তখন মজলিস করিয়া বসিয়াছিল। তিনি আমাকে যাহা কিছু শুনাইয়াছিলেন তাহা দিগকে তাহাই শুনাইয়াছিলেন। তখন জুবাইর ইবনে মুতআম দাঁড়াইয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! যদি আপনি পূর্বের ন্যায় সত্যবাদী থাকিতেন তবে আমাদের সম্মুখে এই ঘটনা বলিতেন না। অতঃপর আর এক ব্যক্তি বলিল, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি কি অমুক স্থানে আমাদের কাফেলার নিকট গিয়া অভিক্রম করিয়াছেন। তিনি বলিলেন হাঁ, অল্লাহর কসম, তাহারা তাহাদের একটি উট হারাইয়াছে এবং আমি তাহাদিগকে উহা খুঁজিতে দেখিতে পাইয়াছি লোকটি আমারও জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি অমুক গোত্রের উটের নিকট গিয়া অভিক্রম করিয়াছেন। তিনি বলিলেন হাঁ, আমি তাহাদিগকে অমুক অমুক স্থানে দেখিতে পাইয়াছি। তাহাদের একটি লাল উটের পাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহাদের পানির একটি পাত্র হইতে আমি পানিও পান করিয়াছি। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, বলুন তো কত উট ছিল এবং কতজন রাখাল ছিল? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি উটের সংখ্যা ও রাখালের সংখ্যা তো আর লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই কিন্তু আল্লাহ তাহার সম্মুখে কাফেলাকে উপস্থিত করিয়া ছিলেন, এবং তিনি উট ও রাখালদের সংখ্যা ঠিক ঠিকমত ওনিয়া লইলেন।

অতঃপর তিনি কুরাইশদের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা আমার নিকট অমুক গোত্রের উটের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তাহাদের সংখ্যা এত। এবং তাহাদের অমুক অমুক রাখাল রহিয়াছে। আর অমুক গোত্রের উট সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিয়াছ।

তাহাদের সংখ্যাও এত এত এবং তাহাদের মধ্যে ইবনে আবু কুহায্বার একজন রাখালসহ অমুক অমুক রাখাল রহিয়াছে আর তাহারা কাল নকাল পর্যন্ত ছনিয়ায় নামক স্থানে পৌঁছিয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর তাহারা ছনিয়ার উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল যে, তিনি সত্য বলিয়াছেন কিনা? অতঃপর তাহারা সত্য সত্যই কাফেলা দেখিতে পাইল এবং তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কি কোন উট হারাইয়াছিল? তাহারা বলিল হাঁ অন্য কাফেলার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কোন লাল উটের কি পাও ভাঙ্গিয়াছিল? তাহারা বলিল হাঁ, জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের নিকট কি কোন পানির পেয়ালা আছে? তাহারা বলিল হাঁ। হযরত আবু বকর (রা) বলেন, আমি উক্ত পানির পেয়ালাটি সংরক্ষিত করিয়া রাখি। উহার পানি কেহই পান করে নাই এবং ফেলিয়াও দেই নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সত্য বলিয়াছেন। ঐ দিন হইতে তাহার উপাধি সিদ্দীক হইল।

উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ সম্পর্কে অবগতি লাভের পর যাহার মধ্যে সইহ হাসান ও যয়ীফ সর্ব প্রকার রেওয়াজে রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর মি'রাজের যে বিষয়ের উপর সকল রেওয়াজে একা পরিচালিত হইয়াছে তাহা হইল, রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র মক্কা হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন এবং উহা একবারই সংঘটিত হইয়াছে। অবশ্য রাবীদের বর্ণনাসমূহের মধ্যে এই পার্থক্য রহিয়াছে এবং কোন রেওয়াজে কিছু বেশী বর্ণিত হইয়াছে আর কোন রেওয়াজে কিছু কম বর্ণিত হইয়াছে। মানুষ হইতে এত পার্থক্য অসম্ভব কিছুই নহে। কেবল মাত্র আধিয়ায়ে কিরাম ব্যতিত কেহই ভুলের উর্ধে নহে। যেই রেওয়াজে কোন বিষয়ে অন্য রেওয়াজের বিরোধী কেহ কেহ উহাকে একটি পৃথক ঘটনা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অতএব তাহারা 'ইব্রা' এর ঘটনা কয়েকবার ঘটনায়ে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের এই মত বাস্তব সম্ভব নহে। বাস্তবতা হইতে বহু দূরে। পরবর্তী উলামায়ে কিরামের কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে একবার পবিত্র মক্কা হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। দ্বিতীয় বার মক্কা হইতে আসমানে এবং তৃতীয় বার মক্কা হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং বাইতুল মুকাদ্দাস হইতে আসমানে লইয়া যাওয়া হয়। তাহারা এই মত প্রকাশ করিয়া গর্ববোধ করিয়াছেন এবং ধারণা করিয়াছেন এই ভাবে অনেক প্রশ্ন হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদের এই মতও বাস্তবতা হইতে অনেক দূরে এবং পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামদের মধ্য হইতে কেহই এই মত পোষণ করিয়াছেন বলিয়া কেহ উল্লেখ করেন নাই। যদি ঘটনা একাধিকবার ঘটিয়া থাকিত তবে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই তাহার উম্মতকে এই বিষয়ে জানাইয়া যাইতেন। এবং হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণও ঘটনাটি একাধিক বার ঘটনায়ে বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিতেন।

মুসা ইবনে উকবাহ (র) মুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিজরতের এক বছর পূর্বে মি'রাজের ঘটনা ঘটিয়াছে। হযরত উনওয়াহ ও এই মত পোষণ করেন। সুদী বলেন, হিজরতের যোল মাস পূর্বে মি'রাজ সংঘটিত হইয়াছে। যাহা নব্য তাহা হইল মি'রাজের ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জাঘতাবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল নিদ্রাকালে নহে। তিনি মক্কা হইতে বোরাকে চড়িয়া বাইতুল মুকাদ্দাস পৌছিয়াছিলেন। যখন তিনি মসজিদের দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন তখন দরজার কাছেই সোয়ারীটি বাঁধিয়া রাখিলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ নামাজ পড়িলেন। অতঃপর তিনি সিঁড়ীর সাহায্যে প্রথম আসমানে আরোহণ করিলেন। অতঃপর অবশিষ্ট আসমানসমূহে আরোহণ করিলেন। প্রত্যেক আসমানেই আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল এবং আশিয়ায়ে কিরামের মর্যাদার ভারতমা হিসাবে প্রত্যেকের সহিত সালাম কলাম হইল। হযরত মুনা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল মঠ আসমানে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল সপ্তম আসমানে। অতঃপর তিনি তাহাদিগকেও অতিশ্রদ্ধা করিয়া চলিয়া গেলেন এবং একটি সমতল স্থানে পৌছিলেন সেখানে তিনি কলমসমূহের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি সিঁদ্রাতুল মুত্তাহা দেখিলেন যাহাকে আল্লাহর মহত্ব আশ্বাসিত করিয়া রাখিয়াছে স্বর্ণের পতঙ্গ ও নানা রংগের ফিরিশতাগণ উহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। সেখানে তিনি হযরত জিবরীল (আ) কে তাহার আসল আকৃতিতে দেখিতে পাইলেন। তাহার হৃদয়ত ডালা রাখিয়াছে। সেখানে তিনি সুবজ বর্ণের রক্তরক্ত দেখিলেন যাহা আসমানের প্রান্তসমূহকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তিনি বাইতুল মা'মুরকে দেখিলেন, যমীনের কাবার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ) কে উহার সহিত দিষ্ট লাগাইয়া হেলান দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। বাইতুল মা'মুর আসমানের কা'বা। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশতা উহার মধ্যে ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। কিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আর উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ হইবে না। তিনি বেহেশত ও দোযখও দেখিলেন। তথায় আল্লাহ তা'আলা পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাতও করত করিলেন। অতঃপর হ্রাস করিয়া পাঁচ পর্যন্ত স্থির করিলেন। ইহা ছিল আল্লাহর পক্ষ হইতে অনুগ্রহ। ইহা দ্বারা সালাতের মর্যাদাও পৃথক বৃদ্ধা যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বাইতুল মুকাদ্দাসে নামিয়া আসিলেন তখন তাহার সহিত আশিয়ায়ে কিরাম নামিয়া আসিলেন। সালাতের সময় হইলে তাহারা তাহার সহিত সালাত পড়িলেন। সম্ভবত ইহা সেই দিনের ফজরের সালাত। কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আসমানের উপর আশিয়ায়ে কিরামের ইমামতি করিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন রেওয়াজে দ্বারা বৃদ্ধা যায় বাইতুল মুকাদ্দাসেই তিনি ইমামতি করিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন রেওয়াজে দ্বারা প্রকাশ রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম যখন বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন তিনি ইমামতি

করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে আসমান হইতে নামিয়া ইমামতি করিয়াছিলেন ইহাই স্পষ্ট। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আশিয়ায়ে কিরামের মনযিলসমূহ অতিক্রম করিতে ছিলেন তখন তিনি হযরত জিবরীল (আ)-এর নিকট এক একজন করিয়া তাহাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন এবং জিবরীল (আ) তাহার প্রশ্নের জবাব দিতেছিলেন। যদি পূর্বেই তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে তবে এখন তাহাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

আর ইহা অধিক সমীচীন বলিয়া বিবেচিতও বটে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) মি'রাজের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহর দরবারে উপস্থিতি যেন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাহার উম্মতের প্রতি তাহার যাহা ইচ্ছা করত করিতে পারেন। সেই উদ্দেশ্য যখন পূর্ণ হইল তখন তিনি তাহার নবী-রাসূল ভাইদের সহিত মিলিত হইলেন এবং হযরত জিবরীল (আ)-এর ইঙ্গিতে তিনি সকল আশিয়ায়ে কিরামের ইমামতি করিলেন। এইভাবে তাহাদের সকলের উপরে তাহাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস হইতে বাহির হইয়া বোরাকে উপর চড়িয়া মক্কার প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দুধের পাত্র মধুর পাত্র অথবা দুধের ও মদের পাত্র কিংবা দুধের ও পানির পাত্র কোথায় পেশ করা হইয়াছিল এই সম্পর্কে কোন রেওয়াজে দ্বারা বৃদ্ধা যায় যে, বাইতুল মুকাদ্দাসে পেশ করা হইয়াছিল আর কোন রেওয়াজে দ্বারা বৃদ্ধা যায় আসমানে পেশ করা হইয়াছিল। অবশ্য বাইতুল মুকাদ্দাস ও আসমান উভয় স্থানে পেশ করা হইয়াছিল উহারও সম্ভাবনা রাখিয়াছে। যেমন কোন আগন্তুকের জন্য আতিথিয়েতা রূপে কিছু পেশ করা হইয়া থাকে এখানে তেমনি হইয়াছিল।

উলামায়ে কিরাম এই ব্যাপারে মতবিরোধ করিয়াছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই মি'রাজ ও সশরীরে সংঘটিত হইয়াছিল না রূহানীভাবে হইয়াছিল। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত হইল ইহা সশরীরে সংঘটিত হইয়াছিল এবং জাঘতাবস্থায় হইয়াছিল নিদ্রাবস্থায় নহে। অবশ্য তাহারা ইহাও অস্বীকার করেন না যে ইহার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) কে স্বপ্ন যোগে ইহা দেখান হইয়াছিল এবং পরে জাঘতাবস্থায়ও দেখান হইয়াছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন স্বপ্ন যোগে কিছু দেখিয়াছেন জাঘতাবস্থায় উহা ঠিক তেমনি দেখিয়াছেন। আল্লাহর কলাম ইহার জন্য বড় দলীল। ইরশাদ হইয়াছে

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার পবিত্রতা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং কোন মহতি কাজের জন্যই আল্লাহ তাহার পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া থাকেন। যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মি'রাজ নিদ্রাবস্থায় সংঘটিত হইত তবে ইহা কোন বড় ব্যাপার নহে। ইবাইশ-কাফিররাও উহাকে অস্বীকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইত না আর মুসলমানদের

কিছু লোক উহাকে অস্বীকার করিয়া মুরতাদও হইয়া হইত না। ইহা ব্যতীত আদ (عَدُوٌّ) বলা হয় শরীর ও রুহ'এর সমষ্টিকে। শুধু রুহকে আদ বলা হয় না। অথচ, আল্লাহ তাআলা **أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا** বলিয়াছে। আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন **وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ** আর মানুষের পরীক্ষার জন্যই আমি এই সকল বিস্ময়কর বস্তু আপনাকে দেখাইয়াছি। যদি ইহা স্বপ্নের ব্যাপার হইত তবে ইহাতে মানুষের পরীক্ষার এমন কি ব্যাপার ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন আমাতে চক্ষু দ্বারা দেখার কথাই বলা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) মিরাজের রাতে জাহ্নতাবস্থায় সচক্ষেই সকল বিস্ময়কর বস্তু দেখিয়াছিলেন **الشَّجَرَةُ الْمَعْمُورَةُ** দ্বারা মাক্কুম গাছ বুঝান হইয়াছে। হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন **وَسَارَاغٌ** দৃষ্টির ভ্রান্তিও ঘটে নাই আর লংঘনও করে নাই। আমাতে চক্ষুর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। চক্ষু মানুষের শরীরেরই একটি অংশ রুহ এর অংশ নহে। মিরাজের ঘটনায় বোরাক নামক সোয়ারীতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আরোহণ করান হইয়াছিল ইহা একটি পাদা উজ্জ্বল পশু ছিল। আরোহণ করা ও সোয়ার হওয়া ইহা কেবল শরীরের পক্ষেই প্রযোজ্য। রুহ এর জন্য সোয়ার হইবার কোন প্রয়োজন করেন না। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ** কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর মিরাজ সপর্শীরে সংঘটিত হয় নাই। বরং রুহের সাহায্যে ঘটিয়াছিল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়্যাসার তাহার সীরাতে বলেন, ইয়্যাকুব ইবনে উকবা ইবনে মুগীরাহ ইবনে আখনাস আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন হযরত মু'আবিয়াহ ইবনে আবু সুফিয়ানকে যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিরাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইত তখন তিনি বলিতেন, আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি সত্য স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছিলেন। হযরত আবু নবর (রা)-এর পরিবারের জনৈক দাবী আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত আয়েশা (রা) বলিতেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শরীর গায়েব হয় নাই বরং তাহার রুহানী মিরাজ সংঘটিত হইয়াছিল। ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত আয়েশা (রা)-এর এই মতকে প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। কারণ হাসান (রা) বলেন, **وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ** এই রুহানী মিরাজ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা খবর দিয়াছেন, **إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ فَأَنْظَرِمَاذَا تَوَلَّى** আমি স্বপ্ন যোগে দেখিতে পাইয়াছি যে, আমি তোমাকে খবাই করিতেছি এখন তুমি চিন্তা করিয়া দেখ। আখিয়ায়ে কিরামের প্রতি স্বপ্নযোগে ও জাহ্নতাবস্থায় অহী অবতীর্ণ হইতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন **ثَنَامٌ عَيْنَايَ وَقَلْبِي يَقْطُرَانِ** আমার চক্ষুদ্বয় তেজ ধুমাইয়া থাকে। কিন্তু আমার অন্তর থাকে জাহ্নত। ইহা দ্বারা আখিয়ায়ে কিরামের স্বপ্নের সত্যতা প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর দরবারে গিয়াছিলেন এবং অনেক বিস্ময়কর বস্তু দেখিয়াছিলেন। তিনি যেই অবস্থায়ই থাকুন না কেন, নিদ্রাবস্থায় কিংবা জাহ্নতাবস্থায়

সবই হক ও সত্য। ইবনে ইসহাকের বক্তব্য এই পর্যন্ত শেষ। ইমাম আবু জা'ফর ইবনে জরীর তাহার তাকসীরে ইবনে ইসহাকের উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, ইহা কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী। সাথে সাথে তিনি ইবনে ইসহাকের মতের বিলম্বিত অনেকগুলি দলীল পেশ করিয়াছেন। তাহার কয়েকটি আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি।

ওরুতুপূর্ণ কায়দা

হুফিহ আবু মু'আইম ইম্পেহানী দালায়েলুল্লুহূত গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে উমর ওয়াকিদী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রুম সম্রাট হিরাকল এর নিকট হযরত দাহুইয়া কালদীকে দূত হিসাবে প্রেরণ করিলেন। তিনি হিরাকল এর নিকট পৌঁছিলেন। অতঃপর হিরাকল সাম্রাজ্যে অবস্থানরত আরবের ব্যবসায়ীদিগকে তলব করিলেন। আবু সুফিয়ান দুখর ইবনে হারবকে ও সংগীদিগকে উপস্থিত করা হইল। অতঃপর তিনি সেই সকল প্রশ্ন করিলেন তাহার উল্লেখ বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ে রহিয়াছে। আবু সুফিয়ান হিরাকল এর সম্মুখে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হয়ে প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, আল্লাহর কসম, হিরাকল এর সম্মুখে রাসূলুল্লাহ (সা) কে হয়ে প্রতিপন্নকারী কোন কথা বলিতে এই ভয় ব্যতীত অন্য কোন জিনিস আমাকে বাঁধা দেয় নাই যে হযরত তাহার সম্মুখে আমার মিথ্যা ধরা পড়িয়া যাইবে এবং তাহার নিকট আমার আর কোন কথাই গ্রহণযোগ্য হইবে না। এমন সময় হঠাৎ তাহার মিরাজের কথাটি আমার মনে পড়িল, এবং বলিলাম, সম্রাট! আপনাকে আমি এমন একটি খবর কি দিবনা যাহা দ্বারা আপনার নিকট তাহার মিথ্যা প্রমাণিত হইবে? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি? তিনি বলিলেন, তখন আমি বলিলাম তিনি বলেন, তিনি আমাদের ভুখন্ড মসজিদুল হারাম হইতে আপনারদের মসজিদে ইলীয়া পর্যন্ত একই রাত্রে ভ্রমণ করিয়া ভোর হইবার পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। আবু সুফিয়ান বলেন, আমার কথা শ্রবণ করিতেই বাইতুল মুকাদ্দিসের লাট পাদরী বলিয়া উঠিলেন, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। তখন রুম সম্রাট কায়সার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ইহা কিভাবে জানেন? তিনি বলিলেন আমি মসজিদের দরজাসমূহ বন্ধ করিবার পূর্বে নিদ্রা যাই না। কিন্তু সেই রাত্রে একটি দরজা ব্যতীত সকল দরজা আমি বন্ধ করিয়া দেই। কিন্তু ঐ দরজাটি আমি কোনক্রমে বন্ধ করিতে সক্ষম হইলাম না। তখন আমি আমার অন্যান্য কর্মচারীও উপস্থিত লোকজনের সাহায্যে প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু সকল জোর খাটাইয়াও দরজাকে তাহার স্থান হইতে সরাইতে পারিলাম না। যেন কোন পাহাড় সরাইতেছি বলিয়া মনে হইল। আমি কাঠ মিশ্রি ডাকিলাম তাহারাও উহা খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিল কিন্তু কোন উপায়েই উহা সরাইতে সক্ষম হইল না এবং সকাল পর্যন্ত মূলতবী রাখিল। পাদরী বলেন আমি দরজাটি খোলাই রাখিয়া দিলাম। ভোরে যখন দরজার কাছে আসিলাম তখন মসজিদের পাশে পড়া পাথরটিতে ছিদ্র দেখিলাম এবং উহাতে কোন পশু বাঘার

সূরা বনী ইসরাঈল

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মিরাজের আলোচনা করিবার পর স্বীয় পয়গম্বর হযরত মুসা (আ) এর আলোচনা করিতেছেন। সাধারণতঃ কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ) ও হযরত মুহাম্মদ (সা) আলোচনা একই সাথে করেন। অনুরূপভাবে কুরআন ও তাওরাতের আলোচনাও একই সাথে করেন। এই কারণে মিরাজের আলোচনার পর এরশাদ করিয়াছেন, **وَأَتَيْنَا مُوسَىٰ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ** আমি মুসা (আ) কে তাওরাত গ্রন্থ দান করিয়াছি **وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ** আর উহাকে আমি বনী ইসরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শক বানাইয়াছি **وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ** যেন আমাকে বদ দিয়া অন্য কাহাকেও বন্ধ সাহায্যকারী ও উপাস্য না বানাও। কারণ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীর নিকট এই নির্দেশ অবতীর্ণ করিয়াছেন, তিনি হেন কেবল তাঁর উপাসনা করেন। অতঃপর এরশাদ হইয়াছে **ذُرِّيَّةً مِّنْ ذُرِّيَّتِهِ مَن حَمَلْنَا الْبَعْثَ مَعَهُ نَوْمًا** এখানে **بِ** হরফে নিদা উহ্য রহিয়াছে অর্থাৎ **بِ** হে সেই সকল লোকের সম্মুখীন হইয়াছি যাহাদিগকে আমি হযরত নূহ (আ)-এর সহিত সোনার করিয়াছিলাম এবং মহা ভূফান হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম, তোমরা সেই সকল বুয়ুর্গ ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের ন্যায় জীবন পরিচালনা কর। আল্লাহ তা'আলা তাহার ইহসান ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া বনী ইসরাঈল সঠিক পথে চলার জন্য অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছেন। **أَلَمْ يَكُنْ عَبْدًا شَكُورًا** অবশ্যই তিনি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন। অর্থাৎ যেমন তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রতি হযরত নূহ (আ) কে প্রেরণ করিয়া অনুগ্রহ করিয়াছিলাম অনুগ্রহভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা) কে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়া তোমাদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছি। বর্ণিত আছে, হযরত নূহ (আ) মেহেতু পানাহার করিয়া পোশাক পরিচ্ছেদ পরিধান করিয়া ও অন্যান্য অবস্থায়ও আল্লাহর হামদ শোকর করিতেন। একারণে তাহাকে কৃতজ্ঞ বান্দা বলা হইয়াছে। ইমাম তবরানী বলেন, আলী ইবনে আব্দুল আযীয (র)... সা'দ ইবনে মাসউদ সাকলী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত নূহ (আ) কে কৃতজ্ঞ বান্দা এই কারণে নামকরণ করা হইয়াছে যে তিনি খখনই পানাহার করিতেন আল্লাহর হামদ করিতেন। ইমাম আহমদ বলেন, আবু উসামাহ (র)... আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করিয়াছেন "আল্লাহ তা'আলা তার সে বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যে এক লুকম আহার করিয়া কিংবা এক ঢোক পানি পান করিয়া আল্লাহর শোকর করে। ইমাম মুসলিম তিরমিযী ও নাসায়ী আবু উসামাহর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মালেক (র) য়ায়েদ ইবনে আসলাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহর শোকর আদায় করিতেন। ইমাম বুখারী (র) আবু যুরআহ (র)-এর হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বলেন যে, কিয়ামত দিনসে আমি মানব জাতির সর্দার হইব। হাদীসটি তিনি দীর্ঘ বর্ণনা

২৫৮

তাফসীরে ইবনে কাছীর

চিহ্নও দেখিতে পাইলাম। তখন আমি আমার সংশ্লিষ্টগণকে বলিলাম, আজ রাত্রে কোন নবীর আগমনের জন্যই দরজাটি খোলা রাখা হইয়াছিল। এবং এই সংজ্ঞিদে অবশ্যই তিনি সাতাত পড়িয়াছেন। হাদীসটি দীর্ঘ।

ফায়েদাহ

হাফিম আবুল খাতাব উমর ইবনে দাখমিযাহ তাহার 'আজানতীর ফী মওলিদিস সিরাজিল মুনীর' গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) হইতে মিরাজের হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং মিরাজ সম্পর্কে অতি চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মিরাজের হাদীস হযরত উমর ইবনুল খাতাব, হযরত আলী ইবনে মাসউদ, আবু যর, মালেক ইবনে সা'সআহ, আবু হুরায়রা, আবু নারীদ ইবনে আব্বাস, শাদাদ ইবনে আওস, উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুর রাহমান ইবনে কুরয, আবু হিব্বাহ আনসারী, আবু লায়লা আনসারী, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, জাবেদ, হুযাইফা আবু আইয়ুব, আবু উমামাহ, নাসুরা ইবনে জুন্দব আবুল হাম্বা, দুহাইব রুমী, উমেহানী, আয়েশা ও আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হইতে মুতওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ তো দীর্ঘ রেওয়াজেত বর্ণনা করিয়াছেন আবার কেহ কেহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন রেওয়াজেত সনদের দিক হইতে সঙ্গীহ নহে। কিন্তু সমস্ত মুসলমান সম্মিলিতভাবে মিরাজের ঘটনার সত্যতার উপর ঐক্য মত পোষণ করিয়াছেন। আর অস্বীকার করিয়াছে কেবল ফিনীক ও মুকহিন লোকেরা। **يُرِيدُونَ لِيُخْفِضُوا نُورَ اللَّهِ** তাহারা তো আল্লাহর নূরকে নিভাইতে চাহে কিন্তু আল্লাহ তাহার নূরকে পূর্ণ করিয়া ছাড়িবেন যদিও কাফিরদের নিকট ইহা পন্দনীয় নহে।

(১) **وَأَتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا تَنَجَّدُوا****مِن دُونِي وَكَيْلًا ۝**(২) **ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَهُ نُوحًا إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝**

২. আমি মুসা (আ) কে কিতাব দিয়াছিলাম ও উহাকে করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক। আমি আদেশ করিয়াছিলাম, তোমরা আমা ব্যতীত অপর কাহাকেও কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করিও না।

৩. হে তাহাদিগের বংশধর যাহাদিগকে আমি নূহ (আ) এর সহিত আরোহণ করাইয়াছিলাম, সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।

করিয়েছেন। উহাতে রহিয়াছে, "অতঃপর সমস্ত লোক হযরত নূহ (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিবে, আপনি পৃথিবীতে সর্ব প্রথম রাসূল আর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কৃৎজ বান্দা বলিয়া নাম রাখিয়াছেন সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।

(৬) وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتَقْفِدَنَّ فِي الْأَرْضِ
مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

(৭) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ
فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ۝

(৮) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ
أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝

(৯) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ
لِيَتَبَرَّوْا مَا عُلُوًّا تَبْتِيرًا ۝

(১০) عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُمْ ۖ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝

৪. এবং আমি কিতাবে জত্যাদেশ দ্বারা বনী ইসরাঈলকে জানাইয়া দিলাম নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দুইবার বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং তোমরা অতিশয় অহংকারস্থীত হইবে।

৫. অতঃপর এই দুইয়ের প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হইল, তখন আমি তোমাদিগকে বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম আমার বান্দাদিগকে, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী, উহারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ধ্বংস করিয়াছিল। আর প্রতিশ্রুতি কার্যকারী হইয়াই থাকে।

৬. অতঃপর আমি তোমাদিগকে পুনরায় উহাদিগের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলাম, তোমাদিগকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করিলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ট করিলাম।

৭. তোমরা সংকর্ষ করিলে সংকর্ষ নিজদিগের ফায়দার জন্য করিবে এবং মন্দকর্ম করিলে তাহাও নিজদিগের জন্য। অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে আমি আমার বান্দাদিগকে প্রেরণ করিলাম তোমাদিগের মুখমন্ডল কাটিমাছ্রম করিবার জন্য। প্রথমবার তাহারা যে ভাবে মাসজিদে প্রবেশ করিয়াছিল পুনরায় সেই ভাবেই উহাতে প্রবেশ করিবার জন্য এবং তাহারা যাহা অধিকার করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিবার জন্য।

৮. সম্ভবতঃ তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের প্রতি দয়া করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদিগের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করিব প্রতি জাহান্নামকে আমি করিয়াছি কাফিরদিগের জন্য কারাগার।

তাকসীর : বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'আলা যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছিলেন আল্লাহ উহার মাধ্যমে তাহাদিগকে প্রথমই এই সংবাদ দান করিয়াছিলেন যে তাহারা পৃথিবীতে দুইবার অশান্তি সৃষ্টি করিবে এবং অহংকার করিব। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَقَضَيْنَا ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ قَوْمٍ مَّقْطُوعٍ مُّصْبِحِينَ এই আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহারা যে ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করিবে এই কথা আল্লাহ প্রথমই তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন। فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ بَنَيْنَا عَلَيْكُمْ যখন তাহাদের প্রথম ফাসাদের সময় সমাগত হইবে তখন তখন তাহাদের উপর আমার বীরযোদ্ধা বান্দাদিগকে প্রেরণ করিব فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ অতঃপর তাহারা তোমাদের শহর দখল করিয়া লইবে এবং লুটপাট করিয়া তাহাদের ঘর শূণ্য করিয়া দিল এবং নিরাপদে তাহারা ফিরিয়া চলিয়া গেল। আর আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হইবারই ছিল।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তাকসীরকারণ এই ব্যাপারে মতবিরোধ করিয়াছেন যে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের উপর তাহাদিগকে বিজয়ী করিয়াছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ (রা) হইতে বর্ণিত তাহারা হইল জালুত আলজযরী ও তাহার সেনাবাহিনী। প্রথমত তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা বিজয়ী করেন অতঃপর বনী ইসরাঈলকে জালুতের উপর বিজয় দান করেন। এবং হযরত দাউদ (আ) জালুতকে হত্যা করেন ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ অতঃপর আমি তোমাদিগকে তাহাদের উপর পুনরায় জয়ী করিলাম। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত মুসল শহরের উপর ছাঞ্জারীয ও তাহার সেনাবাহিনী আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তিনি ও অন্যান্য রাবী কর্তৃক ইহাও বর্ণিত যে, বুখতনসর তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ইবনে আবু হাতিম বুখতনসর এর ধাপে ধাপে উন্নতি করিয়া বাদশা হইবার ব্যাপারে আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সে একজন ফকীর ছিল। মানুষের নিকট ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ কতি। অতঃপর সে ধাপে ধাপে উন্নতি করিতে করিতে বাদশা হইল এমন কি বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করিয়া বসিল। এবং

অসংখ্য বনী ইসরাঈলকে হত্যা করিল। আল্লাহ ইবনে জরীর (র) এখানে হযরত হযারফা (রা) হইতে একটি দীর্ঘ মণ্ডু হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীস শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহার সাধারণ জ্ঞান আছে তিনিও উহার মণ্ডু হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ করিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের বড় আশ্চর্য যে হয় আল্লাহ ইবনে জরীর (র)-এর নাম এতবড় একজন ইমাম কি করিয়া উহাকে হাদীস বলিয়া বর্ণনা করিলেন। আমার শায়েখ হাফিয আল্লাহা আব্দুল হাজ্জাজ মিবটী স্পষ্টভাবে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে উহা সম্পূর্ণ মণ্ডু ও মিথ্যা হাদীস। কিতাবের টীকায় তিনি ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে অনেক ইসরাঈলী রেওয়াজে বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু আমরা এখানে উহা বর্ণনা করিয়া অনর্থক কিতাবের কলেবর দীর্ঘ করিতে চাহি না। উহার কোন কোনটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মণ্ডু। আবার কোন কোনটি বিগ্ধ হইলেও আমাদের উহার কোন প্রয়োজন নাই। আল্লাহর কিতাব ও তাহার রানুলের হাদীস আমাদের কাছে ঐ সকল রেওয়াজের মুখাপেক্ষী করে নাই। এখানে উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, বনী ইসরাঈল যখন অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছিল এবং অহংকারে মতিয়া উঠিয়াছিল তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর তাহাদের শত্রুকে চাপাইয়া দেন। যাহারা তাহাদিগকে অপদস্ত ও লাঞ্ছিত করিয়াছে তাহাদের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছে তাহাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিয়াছে এবং তাহাদের মরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের অহংকারের খুব শাস্তি দিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ তাহার বান্দাদের উপর যুগুম করেন না। কেবল তাহাদের অপকর্মের উপযুক্ত শাস্তি দান করেন। এই বনী ইসরাঈল এতই বাড়াবাড়ি করিয়াছিল যে তাহারা অসংখ্য আশিয়ায়ে কিরামকেও হত্যা করিয়াছিল যাহার উপযুক্ত শাস্তি তাহাদের জন্য অবধারিত ছিল। আল্লাহ ইবনে জরীর বলেন, ইউনুস ইবনে আব্দুল আ'ল (র)... নায়ীদ ইবন মুসাইয়িব হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, বুখতনসর শাম দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বাইজুল মুকান্দাসকে ধ্বংস করিল এবং জনসাধারণকে হত্যা করিল। অতঃপর দামেস্ক পৌছিয়া দেখিল একটি পাথর হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল ইহা কি? লোকেরা বলিল, আমরা তো বাপ দাদার আমল হইতে এইরূপ দেখিয়া আসিতেছি। কখনও ইহার প্রবাহ বন্ধ হয় না। অতঃপর সে সত্তর হাজার মুসলমান অমূলমান হত্যা করিল এবং রক্ত খামিরা গেল। রেওয়াজেও বিগ্ধ। ইহাও বর্ণিত যে বুখতনসর সমাজের ভদ্র ও উনামায়ে কিরামকেও হত্যা করিতে ছাড়ে নাই এমনকি একজন তাওরাতের হাফিজও অবশিষ্ট ছিল না। অসংখ্য লোক গ্রেফতার করে তাহাদের মাঝে নবী সন্তানও ছিলেন। মোটকথা ত্রাস বিভীষিকা পূর্ণ অবস্থায় সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু যেহেতু বিস্তারিত ঘটনাবলী কোন বিগ্ধ রেওয়াজে কিংবা বিগ্ধ রেওয়াজে নিকটবর্তী রেওয়াজে দ্বারাও প্রমাণিত নহে। অতএব আমরা ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরিহার করিলাম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন **إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ بِرَحْمَتِي وَإِنْ شَاءْتُمْ فَسَاءْتُمْ فَلَهَا** আর যদি অপকর্ম করে তবে তোমাদের নিজের জন্যই উপকারী হইয়াছে **مِنْ عَمَلٍ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا** যেই ব্যক্তি সৎকাজ করে

উহা তাহার জন্য উপকারী আর যেই ব্যক্তি অসৎ কাজ করে উহা তাহার পক্ষে ক্ষতিকর। **فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ** অতঃপর যখন দ্বিতীয় ওয়াদার সময় সমাগত হইল। অর্থাৎ হে বনী ইসরাঈল! তোমরা যখন দ্বিতীয়বার অশান্তি সৃষ্টি করিলে এবং তোমাদের শত্রু তোমাদের উপর চাপিয়া বসিল **وَجُؤفَكُمُ** যেন তাহারা তোমাদের চেহারা বিগড়াইয়া দেয়। তোমাদিগকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করে **وَلِيَدْخُلُوا** **كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ** আর যেন তাহারা মাসজিদুল আকসায় প্রবেশ করে **وَالْمَسْجِدِ** যেমন তাহারা প্রথম বার শহরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং **وَلِيُنَبِّرُوا** **مَاعُوا تَنْبِيرًا** আর যেন তাহারা তাহাদের অধিকৃত ও বিজিত স্থানসমূহকে ধ্বংস করিয়া দেয়।

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمُ সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন এবং তোমাদের শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া বিতারিত করিবেন। **وَإِنْ عُدَّتُمْ** অর্থাৎ যদি তোমরা পুনরায় অহংকার ভরে অশান্তি সৃষ্টি কর তবে আমিও পুনরায় পার্থিব জীবনেই তোমাদিগকে লাঞ্ছিত করিব এবং পরকালেও ভীষণ শাস্তি হইবে। এই ব্যাঘ্রণে ইরশাদ করিয়াছেন **وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا** আর কাফিরদের জন্য ব্যাঘ্রণে ইরশাদ করিয়াছেন **وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا** আর কাফিরদের জন্য আমি জাহান্নামকে কয়েদখানা হিসাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, **حَصِيرًا** অর্থ, কয়েদখানা। মুজাহিদ বলেন, কাফিরদিগকে জাহান্নামে বন্দি করিয়া রাখা হইবে। হাসান বলেন, জাহান্নাম কাফিরদের জন্য বিছানা হইবে। কাতাদাহ বলেন, বনী ইসরাঈল পুনরায় আল্লাহর হুকুমের অবমাননা করিয়াছে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করিলে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে তাহাদের উপর বিজয়ী করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া জিযিয়া দিতে বাধ্য করিয়াছেন।

(৯) **إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝**

(১০) **وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝**

৯. এই কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়ত করে এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদিগকে, সুসংবাদ দেয় যে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

১০. এবং যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি মর্মভুদ শাস্তি।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলার স্বীয় কিতাব যাহা তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন অর্থাৎ কুরআন এর প্রশংসা করিয়া বলেন, এই কুরআন অতি উত্তম পথের নির্দেশনা দান করে এবং নেক আমলকারী মুমিনদিগকে এই সুসংবাদ দান

করে যে তাহাদের জন্য কিয়ামত দিবসে বিরাট পারিশ্রমিক ও বিনিময় রহিয়াছে। আর যাহারা ঈমান হইতে শূণ্য তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি যেমন ইরশাদ হইয়াছে **فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ** তাহাদিগকে আপনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দান করুন।

(১১) **وَيَذَرُ الْإِنْسَانَ بِالْشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝**

১১. যে ভাবে কল্যাণ কামনা করে সেই ভাবেই অকল্যাণ কামনা করে; মানুষ তো অতিমাত্রায় তুরা প্রিয়।

তাফসীর : মানুষ কোন কোন সময় নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হইয়া নিজের জন্য কিংবা সন্তানের জন্য অথবা স্বীয় মালের জন্য মৃত্যু কামনা করে কিংবা ধ্বংস হইয়া দাইবার দু'আ করে কিংবা অভিশাপ দিতে থাকে। যদি আল্লাহ সাথে সাথে তাহার দু'আ কবুল করিতেন তবে সে ধ্বংস হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। তাই সাথে সাথেই তাহার অমঙ্গল কামনাকে কবুল করেন না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে **وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَلْنَّاسُ الشَّرُّ** অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার এই আচরণের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও মুজাহিদ হইতে এই তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন **لَا يَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا عَلَى أَمْوَالِكُمْ أَنْ تَوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ** ইরশাদ করিয়াছেন **لَا يَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا عَلَى أَمْوَالِكُمْ أَنْ تَوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ** তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ও ধন সম্পদের জন্য বদ দু'আ করিও না। যদি কোন দু'আ কবুলের সময়ে তোমরা এই বদ দু'আ কর তবে আল্লাহ উহা কবুল করিবেন মানবজাতির এইরূপ বদ দু'আ কেবল তাহার অস্থিরতা ও ব্যস্ততাকে উত্তেজিত করিয়া থাকে। ইরশাদ হইয়াছে **وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا** আর মানুষ বড়ই অস্থির। হযরত সালমান ফারেসী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এখানে হযরত আদম (আ)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। আদম (আ) কে সৃষ্টি করিবার পর তাহার পাও পর্যন্ত রুহ পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি খাড়া হইবার জন্য চেষ্টা করিলেন। মাথা হইতে নীচের দিকে রুহের বিস্তার ঘটবার সময় নাক পর্যন্ত যখন পৌঁছিল তখন তাহার হাঁটি আসিল অমনি আলহামদুলিল্লাহ বলিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলিলেন। যখন রুহ চক্ষু পর্যন্ত পৌঁছিল তখন তাহার চক্ষু খুলিয়া গেল নিম্নের অংগসমূহে পৌঁছিলে তিনি আনন্দে নিজের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। এখন পর্যন্ত পাও পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি হাঁটিতে চাহিলেন কিন্তু হাঁটিতে সক্ষম হইলেন না এবং আল্লাহর দরবারে এই দু'আ করিলেন হে প্রভু! রাত্রে আগমন ঘটনবার পূর্বেই রুহ দান করুন।

(১২) **وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُودًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَوَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلُهُ تَفْصِيلًا ۝**

১২. আমি রাত্রি ও দিবসকে করিয়াছি দুইটি নির্দেশন। রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত করিয়াছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করিয়াছি যাহাতে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব স্বীকরিতে পার। এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাহার বিরাট নিদর্শনসমূহের দুইটি নির্দেশন উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি রাত্রি ও দিবসকে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, রাত্রিকে আশ্রয় করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং দিবসকে জীবিকা উপার্জনের জন্য শিল্প কারখানা গড়িয়া তোলার জন্য এবং দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিবার জন্য দিন সৃষ্টি করিয়াছেন। রাত্রি দিবসের পরিবর্তনের দ্বারা দিন সপ্তাহ মাস ও বৎসরসমূহের সংখ্যা জানা যায়। ইহা দ্বারা দেনা-পাওনা কারবার ও ঋণের নির্দিষ্ট সময় জানা যায় এবং ইবাদত বন্দেগীর সময় কালও জানা সহজ হয়। ইরশাদ হইয়াছে **لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ** আর তোমরা যে তোমাদের প্রতিপালকের দানসামগ্রী অন্বেষণ করিতে পার। আর যেন বৎসরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানিতে পার যদি রাত দিনের সৃষ্টি না হইত যদি একই ধরনের সময় হইত তবে দিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসর ইত্যাদি জানা সম্ভব হইত না এবং ইবাদত ও লেনদেনের নির্দিষ্ট সময় জানাও সম্ভব হইত না। ইরশাদ হইয়াছে

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ الْغَيْرِ اللَّهُ يَأْتِيكُمْ بِضَاءٍ أَوْ لَيْلٍ تَسْمَعُونَ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ الْغَيْرِ اللَّهُ يَأْتِيكُمْ بِسُبُلٍ تَسْكُنُونَ فِيهَا أَفَلَا تُبْصِرُونَ - وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

হে নবী! আপনি বলুন যদি আল্লাহ তা'আলা রাত্রিকে কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ করিয়া দিতেন তবে আল্লাহ ভিন্ন এমন আর কোন মা'বুদ আছে যে দিনের আলো আনিতে পারে? তোমরা কি ওন না? হে নবী! আপনি বলুন যদি আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত দিনকে দীর্ঘ করিয়া দিতেন তবে আল্লাহ ব্যক্তিগত এমন আর কে আছে যে রাত্রিকে

আনিত্তে পারে তোমরা কি দেখ না? আর আল্লাহর স্বীয় অনুগ্রহেই রাত্রি দিন সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা রাত্রে আরাম করিতে পার। আর দিনের বেলা তাহার অনুগ্রহ অব্যয় করিতে পার। আর যেন সম্ভবত তোমরা শোকের আদায় কর। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْزِلَ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَرْسُلَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

এই সত্তা বড়ই বরকতময় যিনি মহাশয় বৃক্ষ ও কক্ষপথ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে আলো দানকারী সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন আর তিনিই রাত্রি দিনসকল পরিবর্তনশীল রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার জন্য যে বুঝিতে চাহে কিংবা কতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চায়। আরো ইরশাদ হইয়াছে

وَلَهُ اِخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَكَوْنُ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَارِ بِكَوْنِ اللَّيْلِ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخْرُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كُلِّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَّا وَعَوَّا الْعَزَّيْزُ الْعَفُورُ

তিনি দিনের উপর রাত্রে পর্দা রাখিয়া দেন এবং রাত্রে উপর দিনের পর্দা রাখিয়াছেন আর সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি অধিনস্থ করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেককেই নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলিতেছে তিনিই মহান তিনি ক্ষমাকারী। আরো ইরশাদ হইয়াছে

قَالُوا الْأَمْثَلُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزَّيْزِ الْعَلِيمِ

তিনি ভোর সৃষ্টিকারী। তিনি রাত্রে আরামদায়ক সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি চন্দ্র সূর্যকে হিসাবের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা হইল মহা ক্ষমতার অধিকারী মহা জ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারণ। অতীরা ইরশাদ হইয়াছে

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُكْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزَّيْزِ الْعَلِيمِ

আর তাহাদের জন্য রাত্রি একটি নির্দেশন। তাহার উপর হইতে আমি দিনকে সরাইয়া লই হঠাৎ তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া থাকে। আর সূর্য তাহার নির্দিষ্ট স্থানে চলিতে থাকে। ইহা তাহারই নির্ধারণ যিনি ক্ষমতার অধিকারী ও মহা জ্ঞানী। আল্লাহ রাত্রি চিনিবার জন্য আলামত বানাইয়াছেন অর্থাৎ অন্ধকার ও চন্দ্রের উদয় এবং দিনের জন্যও আলামত ঠিক করিয়াছেন। আর তাহা হইল সূর্যের উদয় ও আলো। এবং তিনি চন্দ্রের আলো ও সূর্যের কিরণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছেন যেন একটি অপরাটি হইতে পৃথক করা সম্ভব হয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

আর তিনি সূর্যকে অতিব আলোকময় এবং চন্দ্রকে আলোকময় করিয়াছেন আর উহার জন্য কক্ষপথ নির্ধারণ করিয়াছেন যেন তোমরা

বৎসর ও হিসাব জানিতে পার। আল্লাহ তা'আলা হকের সহিতই ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে :

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ তাহারা চাঁদের পরিবর্তন সম্বন্ধে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন ইহা মানুষের সময় জানিবার উপায় এবং হজ্জের সময় জানিবারও উপায়। ইবনে জুরাইজ আদুল্লাহ ইবনে কাছীর হইতে

فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً

এর তাফসীর বলেন, রাত্রে আলামত হইল অন্ধকার এবং দিনের আলামত হইল আলো। ইবনে জুরাইজ মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন, রাত্রে আলামত চাঁদের উদয় এবং দিনের আলামত সূর্যের উদয় ঘটা।

فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ

এর তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন চন্দ্রের উপর যে কাল দাগ আঘাত সৃষ্টি করিয়াছেন, ফলে চন্দ্রের আলো কম হইয়াছে। উক্ত আঘাতাংশের অর্থ ইহাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, চন্দ্রও পূর্বে সূর্যের ন্যায় আলো দান করিত। চন্দ্র রাত্রে আলামত এবং সূর্য দিনের আলামত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা চন্দ্রের উপর কাল দাগ সৃষ্টি করিয়া উহার আলো কম করিয়া দিয়াছেন। আবু জা'ফর ইবনে জরীর বিভিন্ন বিস্তৃত সূত্রে বর্ণনা করেন, একদা ইবনুল কাওয়া হযরত আলী (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রের উপর এই কাল দাগ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, **فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ** কি পড় না। অত্র আয়াতে **فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ** দ্বারা এই কাল দাগকে বুঝান হইয়াছে। হযরত কাভাদাহ **اللَّيْلِ** দ্বারা এর সম্পর্কে বলেন আমাদের নিকট ইহা বর্ণনা করা হইত যে **اللَّيْلِ** দ্বারা চন্দ্রের উপরের কাল দাগ উদ্দেশ্য : অর্থাৎ কাল দাগ দ্বারা রাত্রে আলামত চন্দ্রের আলোকে আল্লাহ তা'আলা কম করিয়াছেন : অত্র দিনের আলামত সূর্যকে আলোকময় করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইবনে জুরাইজ **اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ** এর অর্থ বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা রাত্রি ও দিনকে দুইটি নির্দেশন করিয়াছেন এবং রাত্রি-দিন উভয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন এমনভাবে :

(۱۳) وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْمَمَةٌ ظَهْرًا فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝

(۱۴) إِقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

১৩. প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তাহার গ্রীবালগ্ন করিয়াছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তাহারই জন্য বাহির করিব এক কিতাব, যাহা সে পাইবে উন্মুক্ত।

১৪. তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।

ভাফসীর : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যুগ এবং যুগের মানুষ যে সকল আমল করে উহার উল্লেখ করিয়াছেন এখন তিনি ইরশাদ করেন **وَكُلُّ أُنْسَانٍ رَّزْمَانُهُ** প্রত্যেক মানুষ যেই আমলই সে করুক না কেন তাহার সর্বপ্রকার আমলই আমি তাহার গর্দানে ঝুলাইয়া দেই। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও অন্যান্য ভাফসীরকারগণ বলেন, ভাল মন্দ সর্ব প্রকার আমল তাহার কন্কে চাপাইয়া দেওয়া হয় এবং উহার দিনিময়ও প্রত্যেককে দান করা হয়। ইরশাদ হইয়াছে **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** যে কেহ বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করিবে সে তাহা কিয়ামত দিবসে দেখিতে পাইবে অনুরূপভাবে যে কেহ কোন মন্দ আমল করিবে কিয়ামত দিবসে উহাও সে দেখিতে পাইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে **عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشِّمَالِ قَعِيدًا مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْ رَقِيبٍ عْتِيبٍ** ডাইন দিকে ও বাম দিকে ফিরিশতা বসিয়া থাকে। সে যাহাই যুগে উচ্চারণ করে সাথে সাথেই উহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ফিরিশতা প্রস্তুত থাকে। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন **وَأَنْ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَعْمَلُونَ** উপর কয়েকজন সম্মানিত সংরক্ষণকারী লেখক রাখিয়াছেন যাহারা তোমাদের সকল আমল ও কর্মকান্ড সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রাখিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে **مَا تَعْمَلُونَ** তোমাদের সকল কর্মকান্ডের বিনিময় দান করা হইবে। ইরশাদ হইয়াছে **مَنْ يَعْمَلْ سُلُوكًا يُجْرِبُهُ** যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করিবে তাহাকে উহার বিনিময় দান করা হইবে। সারমর্ম হইল, মানুষ যাহা কিছু করে কম হউক কিংবা বেশী সবকিছুই সংরক্ষিত হয়। দিবা-রাত্র সকাল সন্ধ্যায় সর্বদাই তাহার আমল লিপিবদ্ধ হইতে থাকে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাফল বলেন, কুতাইবাহ (র)....হযরত জায়েদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, প্রত্যেক মানুষের আমলের অকল্যাণ তাহার কন্কে ঝুলিতেছে। ইবনে লাহীআহ বলেন, **طَائِرُهُ** এর অর্থ **طَائِرُهُ** অর্থাৎ অস্তিত্ব। কিন্তু উদ্ধৃত হাদীসের উক্ত ব্যাখ্যা ইবনে লাহীআহ হইতে গরীব সূত্রে বর্ণিত।

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يُلْقَاهُ مَنُورًا

অর্থাৎ আমি তাহার সমস্ত কর্মকান্ডকে একটি কিতাবে একত্রিত করিয়া কিয়ামত দিবসে তাহাকে দেওয়া হইবে। সে যদি সৎলোক হয় তবে তাহার ডাইন হাতে দান করিবে আর অসৎ কাকির লোক হইলে তাহার বাম হাতে দান করিবে। আর তাহার সেই কিতাব হইবে উনুজ ও খোলা যাহা সে পড়িবে। এবং অন্য লোকও পড়িবে। উহার মধ্যে তাহার জীবনের গুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ থাকিবে। ইরশাদ হইয়াছে **يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ**

الْفَى سَعَاتِيرَهُ সেই দিন মানুষকে তাহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে জানাইয়া দেওয়া হইবে বরং মানুষ তো নিজেই তাহার সংস্কারকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকিবে। যদিও সে নিজের কাজের জন্য নানা প্রকার বাহনা পেশ করিবে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে **أَفَرَأَى كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ فَسِيرًا** তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর আজ তুমি নিজেই হিসাবকারী হিসাবে যথেষ্ট। অর্থাৎ তুমি ইহা ভালভাবেই জান যে তোমার প্রতি যুলুম করা হয় নাই এবং তুমি যে কর্মকান্ড করিয়াছ উহা ব্যতিত উহার অতিরিক্ত আর কিছুই লেখা হয় নাই। কারণ তুমি যাহা কিছু করিয়াছ উহার সবকিছুই তোমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং দুনিয়ার যে যাহা কিছু করিয়াছে সে উহার কিছুই ভুলিবে না; আর প্রত্যেকেই তাহার আমলনামা পড়িতে চাহে সে শিক্ষিত হউক কিংবা অশিক্ষিত। **عُنُقَهُ** অত্র আয়াতে **كَلَّمَ** এর উল্লেখ বিশেষ করিয়া এই কারণে করা হইয়াছে যে, স্কন্ধ মানুষের এমন একটি অংশ যে উহাতে যাহা কিছু ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, তাহা উহা হইতে পৃথক হয় না। কবি তাহার নিজের কবিতায়ও এই বিষয়টি বুঝাইয়াছেনঃ

إِذْهَبُ بِهَا إِذْهَبَ بِهَا + طَوْقُهَا طَوْقُ الْحَمَامِ

“নিয়ে যাও নিয়ে যাও আমি তাহাকে তাহার গলায় কনুতরের গলায় ন্যায় হাঁড়ুলি ঝুলাইয়া দিলাম” কাতাদাহ হযরত জায়েদ ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি হযরত নবী করীম (সা)-এর হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, **لَأَعْنَى وَلَا طَيْرُهُ** সংক্রামক রোগ বলিতে কিছু নাই আর অস্তিত্বও কিছুতে নাই, এবং প্রত্যেক মানুষের আমলই তাহার গর্দানে ঝুলিয়া থাকে। ইবনে জরীরও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবদ ইবনে হুমাইদ তাহার মুসনাদ গ্রন্থে মুত্তাসিলরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি বলেন হাদীস ইবনে মুসা.... হযরত জায়েদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি **طَائِرُهُ** প্রত্যেক মানুষের অস্তিত্ব তাহার গর্দানে ঝুলিতেছে।

ইমাম আহমদ বলেন, আলী ইবন ইসহাক (র)....হযরত উকবাহ ইবনে আমের (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন মানুষের প্রত্যেক দিনের আমলের উপর সিল মোহর লাগাইয়া দেওয়া হয়। যখন সে পিড়িত হয়, তখন ফিরিশতাগণ বলেন হে আল্লাহ! আপনার অমুক বান্দা তো পিড়িত তাহাকে আপনিই আমল করিতে বিরত রাখিয়াছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন তাহার সুস্থাবস্থার আমল পরিমাণ আমলের উপর মোহর লাগাও যাবৎ না সে সুস্থ হইয়া উঠে কিংবা মৃত্যু বরণ করে; হাদীসের সন্দ ভাল ও শক্তিশালী। কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। মা'মার (র) হযরত কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছে। **طَائِرُهُ** এর অর্থ করিয়াছেন “তাহার আমল” **وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يُلْقَاهُ مَنُورًا** আর কিয়ামত দিবসে

তাহার আমলকে উন্মুক্ত কিতাবের রূপে বাহির করিব। মা'মার বলেন হাসান বসরী (র) পাঠ করিয়া ইহার ব্যাখ্যা প্রথমে বলিলেন যে আদম সন্তান। তোমার জন্য তোমার আমলনামা খুলিয়া রাখা হইয়াছে, তোমার ডান ও বামে দুইজন সম্বানিত ফিরিশতা নিযুক্ত করা হইয়াছে। ডানদিকের ফিরিশতা তোমার নেক আমল লিপিবদ্ধ করেন এবং বাম দিকের ফিরিশতা তোমার বন আমল লিপিবদ্ধ করেন। অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা আমল কর। ইচ্ছা হয় কম কর, ইচ্ছা হয় বেশী কর। তোমার যখন মৃত্যু ঘটবে তখন তোমার আমলনামা বন্ধ করিয়া তোমার গর্দানে খুলিয়া দেওয়া হইবে। উহা তোমার কবরে তোমার সাথেই থাকিতে অবশেষে কিয়ামত দিবসে একটি উন্মুক্ত কিতাবের ন্যায় বাহির করা হইবে এবং বলা হইবে তুমি ইহা পড় এবং তুমিই তোমার নিজের হিসাব নিকাশ কর। আল্লাহর কসম, সেই সত্তা বড়ই ন্যায়নিষ্ঠ যিনি তোমাঞ্চে তোমার নিজের হিসাব নিকাশকারী খানাইয়াছেন। হযরত হাসান (রা)-এর এই ব্যাখ্যা অতি উত্তম ব্যাখ্যা।

(১০) مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ۝

১৫. যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজদিগেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে তাহারা তো পথ ভ্রষ্ট হইবে নিজদিগেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না। আমি রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাহাকেও শাস্তি দেই না।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সরল পথে চলে, হকের অনুসরণ করে এবং নবুয়তের অনুসৃতনীতির অনুকরণ করে সে নিজেই উহার গুণ পরিণাম ভোগ করিবে। وَمَنْ ضَلَّٰ আর যে ব্যক্তি সত্য ও হক হইতে বিভ্রান্ত হইবে সে নিজেই উহার কুফল ভোগ করিবে এবং উহার অশুভ পরিণতি কেবল তাহার উপরই অর্পিত হইবে। وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ আর কেহই অন্যের গুনাহর বোঝা বহন করিবে না আর না কেহ অন্যের গুনাহর শাস্তি ভোগ করিবে। وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্বীয় গুনাহর বোঝা বহন করিবে এমন কেহই হইবে না যে অন্যের গুনাহর বোঝা বহন করিবে। এই আয়াত এবং وَإِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ لَبِذِينَ مِنْ أَرْحَامِكُمْ وَإِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ لَبِذِينَ مِنْ أَرْحَامِكُمْ আর তাহারা স্বীয় গুনাহের বোঝা এবং তাহাদের বোঝার সহিত আরো বোঝা বহন করিবে। وَمَنْ أُوْرَارَ الَّذِينَ يَضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ আর সেই সকল লোকদের গুনাহও বহন করিবে যাহাদিগকে তাহারা অজ্ঞতাবশত গুমরাহ করিত। এই সবার মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নাই। কারণ যাহারা গুমরাহীর দিকে মানুষকে

আহ্বান করে তাহাদের নিজের গুমরাহীর গুনাহের বোঝা এবং যাহাদিগকে তাহারা বিভ্রান্ত করিয়াছে তাহাদিগকে বিভ্রান্তি করিবার গুনাহ এই দুইপ্রকার গুনাহর বোঝা তাহারা বহন করিবে। অথচ, বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের গুনাহ হইতে একটুও কম করা হইবে না। ইহা হইল বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত ও ইনসাফেরই কিয়দংশ যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا আমি বাবৎ না কোন রাসূল প্রেরণ করি কাহাকেও শাস্তি দান করি না। অত্র আয়াত দ্বারাও আল্লাহ তা'আলা তাহার ইনসাফের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বাবৎ না কোন রাসূল প্রেরণ করিয়া দলীল প্রমাণ কয়েম করেন কাহাকেও শাস্তি দান করেন না। যেমন ইরশাদ করিয়াছেন

كُلَّمَا أَلْقَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُهُمَا لَمْ يَنْتَكُم نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝

যখনই কোন দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে তখন জাহান্নামের কর্মকর্তা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের নিকট কি কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আসেন নাই? তাহারা বলিবে হাঁ, ভীতি প্রদর্শনকারী অবশ্যই আনিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা অস্বীকার করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, আল্লাহ তা'আলা কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা বড়ই গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছ। আরো ইরশাদ হইয়াছে

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ مَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

আর কাফিরদিগকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। অবশেষে যখন তাহারা জাহান্নামের নিকট আসিবে উহার দারনমূহ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং উহার কর্মকর্তা জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্যে হইতে রাসূলগণ আগমন করেন নাই যাহারা তোমাদের প্রতিপালকের আদ্যতসমূহ তেলাওয়াত করিতেন এবং এই ভয়ংকর দিনের সম্মুখীন হওয়ার দ্বা-পায়ে তোমাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতেন তাহারা বলিবে, হাঁ, কিন্তু কাফিরদের উপর আল্লাহর শাস্তির কালোমা ছিল অবধারিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন :

وَمِمَّنْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَ كُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ۝

আর তাহারা (কাফিররা) উহার মধ্যে (দোযখের মধ্যে) চিৎকার করিতে থাকিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে বাহির করুন আমরা সৎকর্ম করিব, সেই

অন্যকর্ম আর করিব না যাহা পূর্বে করিতাম। তাহাদিগকে বলা হইবে, আমি তোমাদিগকে এতটুকু বয়স দান করিয়াছিলাম না যাহাতে উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত? উপরন্তু তোমাদের নিকট ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলও আগমন করিয়াছিলেন। অতএব তোমরা শক্তির স্বান গ্রহণ করিতে থাক। মালিমদের জন্য আর কোন সাহায্যকারী নাই। ইহা ব্যতিত আরো অনেক আয়াতে রহিয়াছে যাহা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল প্রেরণ না করিয়া কাহাকেও দোযখে নিষ্ক্রেপ করিবেন না। এই কারণে আয়েশাকে কিরাম ইমাম বুখারী **أَنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ** এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হাদীসে একটি বাক্য বর্ণনা করিয়াছে উহার অনেক সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (রা).... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন বেহেশত ও দোযখ ঝগড়া করিল..... বেহেশতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূকের মধ্য হইতে কাহাকেও খুলুম করিবেন না এবং জাহান্নামের জন্য তিনি একটি বিশেষ দল সৃষ্টি করিবেন, তাহাদিগকে উহার মধ্যে নিষ্ক্রেপ করা হইলে জাহান্নাম বলিবে আরো কি আছে? এই কথা সে তিনবার বলিবে। হাদীসের এই অংশ সম্পর্কে উনামায়ে কিরাম বহু সমালোচনা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা বেহেশত সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে কারণ বেহেশত হইল আল্লাহর অনুগ্রহ প্রকাশের কেন্দ্রভূমি। আর জাহান্নাম হইল ইনসাফ ও অদল প্রকাশের স্থল। দলীল প্রমাণ কায়েম করা ব্যতিত এবং ওজর ব্যতিল করা ব্যতিত কাহাকেও উহার মধ্যে নিষ্ক্রেপ করা হইবে না। এই কারণে হাদীসের হাফিহগণের একটি দলের মতে হাদীসটি কোন এক রাবীর দ্বারা পরিবর্তিত। দলীল হিসাবে তাহার বলেন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, আব্দুল রাযযাক (র).... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বেহেশত ও দোযখ পারস্পরিক ঝগড়া করিল..... দোযখ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হইবে না যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা কুদরতী পা রাখিবেন তখন জাহান্নাম বলিবে, যথেষ্ট যথেষ্ট। তখন জাহান্নাম পরিপূর্ণ হইবে এবং চতুর্দিক হইতে সংকুচিত হইবে। আর আল্লাহ তা'আলা কাহারও প্রতি খুলুম করিবেন না। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের জন্য একটি বিশেষ মাখলূক সৃষ্টি করিবেন।

অবশ্য এখানে একটি বিষয়ের আলোচনা করা জরুরী। যেই বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল যুগের আয়েশায়ে কিয়াম শতবিরোধ করিয়াছেন। তাহা হইল, যে সকল বাচ্চা ছোটকালেই মৃত্যুবরণ করিয়াছে অথচ, তাহাদের বাপ দাদা কাফির তাহাদের হুকুম কি? অনুরূপভাবে পাগল, বধীর, নিষ্কয় বৃদ্ধ সেই ব্যক্তি এমন যুগে মৃত্যুবরণ করিয়াছে যখন কোন নবী ছিলেন না আর কোন নবীর দাওয়াতও তাহার নিকট পৌছাই নাই। এইসব প্রশ্নের জওয়াবে যে সকল হাদীস বর্ণিত হইয়াছে উহা নিম্নে উল্লেখ করা হইতেছে। অবশেষে আমি (ইবনে কাছীর) একটি ভিন্ন পরিচ্ছেদে আয়েশায়ে কিরামের মতামতের সার সংক্ষেপ বর্ণনা করিব।

প্রথম হাদীস ইবনে হুরী (রা) হইতে বর্ণিত

(১) ইমাম আহমদ বলেন আলী ইবনে আবদুল্লাহ আসওয়াদ ইবনে হুরী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে চার ব্যক্তি আল্লাহর সহিত ঝগড়া করিবে। (১) বধির যে কিছুই শুনিতে পায় না (২) বোকা (৩) নিষ্কয় বৃদ্ধ (৪) যে ব্যক্তি ফাতরাতে যুগে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। বধির বলিবে, ইনশাআল্লাহে আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু আমি কিছুই শুনিতে পাইতাম না। আহমক ও বোকা বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! ইসলাম সমাগত হইয়াছিল আর আমি এতই আহমক ছিলাম যে ছোট বাচ্চারা আমাকে উটের লাঙ্গা নিষ্ক্রেপ করিত। নিষ্কয় বৃদ্ধ বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এমন সময় ইসলাম সমাগত হইয়াছিল যে, আমি তখন কোন কিছুই বুঝিতে সক্ষম হইতাম না। আর যে ব্যক্তি ফাতরাতে যুগের মৃত্যু বরণ করিয়াছে সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক আমার নিকট তো আপনার কোন রাসূলই আগমন করেন নাই। অতএব আমি কি ভাবে আপনার হুকুম পালন করিব? অতঃপর আল্লাহ তাহাদের আনুগত্যের দৃঢ় শপথ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তোমরা দেহে প্রবেশ কর। রাসূলুল্লাহ বলেন (সা) সেই সত্তার কসম যদি তাহারা দেহে প্রবেশ করে তবে উহা তাহাদের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হইয়া যাইবে। কাতাদাহ সূত্রে বর্ণিত.... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য শেষাংশে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি দেহে প্রবেশ করিবে তাহাদের জন্য উহা শীতল ও আরামদায়ক হইবে আর যে প্রবেশ করিতে চাহিবে না তাহাকে টানিয়া ধইয়া যাওয়া হইবে। ইসহাক ইবনে রাহওয়ানে মু'আয ইবনে হিশাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম খারহাকী ইতিকাদ অধ্যায়ে আহমদ ইবনে ইসহাক এর হাদীস আলী ইবনে মদীনী হইতে হাদীসটি অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন সনদটি বিগত।

হাসনে ইবনে কালামাহ (র).... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, চার ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ঝগড়া করিবে অতঃপর রাবী অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে জরীর বলেন মা'মার.... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে মারফুরূপে হাদীসটি বর্ণনা করেন। অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলিলেন, যদি তোমরা ইচ্ছা কর তবে হাদীসটির সমর্থনে **وَمَا كُنَّا مُعَيَّبِينَ حَتَّى نُنْفِثَ رَسُولًا** পাঠ কর। মা'মার (র) আবদুল্লাহ ইবনে তাউন হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় হাদীস হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত

হাফিয আবু ইয়াল্লা (রা) বলেন, আবু খায়সামা (র).... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে চার ব্যক্তিকে

উপস্থিত করা হইবে (১) ছোট শিশু (২) নির্বোধ বোকা (৩) যে ব্যক্তি ফতরাতে যুগে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। (৪) নিকৃৎ বৃদ্ধ। ইহাদের প্রত্যেককেই আল্লাহর সহিত বিতর্ক করিবে। তখন আল্লাহ দোযখকে বলিবেন, তুমি প্রকাশিত হও, এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে বলিবেন, দুনিয়াতে আমি আমার বান্দাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিতাম এবং আজ আমি তোমাদের নিকট রাসূলের ভূমিকা পালন করিব। তোমরা এই দোযখের মধ্যে প্রবেশ কর, তখন হতভাগ্য ব্যক্তি বলিবে যে আমার প্রভু! আমরা তো এই আতন হইতে পলায়ন করিতে চাই আর আমরা ইহাতেই প্রবেশ করিব? আর যাহারা সৌভাগ্যের অধিকারী তাহারা নির্দেশ মাত্রই উহাতে প্রবেশ করিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা হুকুম অমান্যকারী লোকদিগকে বলিবেন, তোমরাই আমার রাসূলগণকে অধিক অস্বীকার করিতে। অতঃপর তাহারা দোযখে নিষ্কিন্ত হইবে এবং হুকুম পালনকারী লোক সকল বেহেশতে প্রবেশ করিবে। হাফিয আবু বকর বায্বার হ'উসুফ ইবনে মুসা হইতে তিনি জরীর ইবনে আব্দুল হামীদ হইতে স্বীয় সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

তৃতীয় হাদীস হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত

আবু দাউদ তয়ালেসী বলেন রবী ইয়াযীদ ইবনে আবান হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবু হামযা! মুশরিকদের শিশু সন্তান সম্পর্কে আপনি কি মত পোষণ করেন। তিনি বলিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন তাহারা তো কোন গুনাহ করে নাই যাহার কারণে তাহার দোযখে প্রবেশ করিবে আর কোন নেক কাজও করে নাই যাহার কারণে তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে।

চতুর্থ হাদীস হযরত বরা ইবনে আযিব (রা) হইতে বর্ণিত

হাফিয আবু ইয়াল্লা মুসলী তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, কাসিম ইবনে আবু শায়বাহ (রা)...তিনি হযরত বরা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কে মুসলমানদের শিশু সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন هُمْ مَعَ آبَاءِهِمْ তাহারা তাহাদের পিতাদের সহিত থাকিবে। মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন هُمْ مَعَ آبَاءِهِمْ তাহারাও তাহাদের পিতাদের সহিত থাকিবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তাহারা তো কোন আমল করে নাই। তখন তিনি বলিলেন আল্লাহ তাহাদের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানেন। ওমর ইবন যর ইয়াযীদ ইবন উমাইয়্যাহ তিনি জনৈক রাবী হইতে তিনি হযরত বরা হইতে তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

পঞ্চম হাদীস হযরত সাওবান (রা) হইতে বর্ণিত

হাফিয আবু বকর আহমদ ইবনে আমর ইবনে আব্দুল খালেক বায্বার তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, ইবরাহীম ইবনে সায়ীদ জওহারী...সাওবান (রা) হইতে

বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে জাহেলী যুগের লোকেরা তাহাদের গুনাহর বোকা পিঠে বহন করিয়া আসিবে অতঃপর তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিবে, তাহারা বলিবে হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো আমাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করেন নাই আর আপনার কোন নির্দেশও আমাদের নিকট আসে নাই। যদি আপনার নির্দেশ আমাদের নিকট আসিত তবে আমরা আপনার অনুগত হইতাম। তখন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে বলিবেন, অচ্ছ! এখন যদি আমি তোমাদিগকে কোন নির্দেশ দেই তবে কি তোমরা উহা পালন করিবে? তাহারা বলিবে হাঁ। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বলিবেন তোমরা জাহান্নামের দিকে চলিতে থাক এবং উহাতে প্রবেশ কর। তাহারা চলিতে থাকিবে। চলিতে চলিতে যখন তাহারা জাহান্নামের উদ্ভাপ ও শব্দ শুনিতে পাইবে তখন তাহারা ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিবে এবং তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিবেন, তোমরা অপদস্ত লাক্ষিত হইয়া উহা মধ্যে প্রবেশ কর। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যদি তাহারা প্রথমবারই প্রবেশ করিত তবে তাহারা উহাকে শীতল ও আরামদায়ক পাইত। বায্বার বলেন, অত্র হাদীসের মতন অত্র সূত্রে প্রসিদ্ধ নহে। আইযুব (রা) হইতে আব্বাদ (রা) ব্যতীত অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই আর আব্বাদ হইতেও রায়হান ইবনে সায়ীদ ব্যতীত অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই। আমি বলি, ইবনে হিব্বান ইহাকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্রাহীম ইবনে মায়ীন ও নসায়ী (রা) বলেন রায়হান ইবন সায়ীদের (রা) রেওয়াজেত গ্রহণ করিতে অসুবিধার কিছু নাই। অবশ্য ইমাম আবু দাউদ তিনি হইতে ইহা বর্ণনা করেন নাই। আবু হাতিম বলেন, অসুবিধার কিছু নাই। তাহার হাদীস লিপিবদ্ধ করা খাইতে পারে। তবে উহাকে দলীল হিসাবে পেশ করা যায় না।

ষষ্ঠ হাদীস হযরত আবু সায়ীদ ইবনে সা'দ ইবনে মালেক ইবনে ছিনান খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া মুহলী বলেন, সায়ীদ ইবনে মুলায়মান আব্দ সায়ীদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ফতরাতে যুগে মৃত্যুবরণকারী নির্বোধ ও শিশু সন্তান আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হইবে। অতঃপর ফতরাতে যুগে মৃত্যুবরণকারী বলিবে আমার নিকট তো আল্লাহর কোন কিছা আসে নাই। নির্বোধ বলিবে, আমাকে তো এমন জ্ঞান দান করেন নাই যাহা ছায়া আমি ভাল-মন্দ বুঝিতে পারি। শিশু সন্তান বলিবে, আমি যৌথনে উপনিত হই নাই। অতঃপর তাহাদের সম্মুখে আওন প্রজ্জলিত করা হইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে আওন দরাইয়া দাও। অতঃপর যাহারা পরবর্তীকালে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সংকাজ করিবে বলিয়া

আল্লাহর জ্ঞানে আছে তাহারা তো আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করিবে আর যাহারা পরবর্তীকালে সংকাজ করিবে না বলিয়া আল্লাহর জ্ঞানে আছে তাহারা এই নির্দেশ পালন করিতে বিরত থাকিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তোমরা আমার সরাসরি নির্দেশই পালন কর নাই আর আমার রাসূলগণের আনুগত্য কি তোমরা করিতে? বায্যার (র) মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে হাইয়াজ কৃষ্ণী হইতে তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে মুসা হইতে তিনি ফুয়াইল ইবনে শারযুক হইতে অত্র সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, আবু সায়ীদ হইতে আতীয়াহ ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি জানা যায় নাই। হাদীসের শেষে তিনি বর্ণনা করেন, "অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিবেন তোমরা আমারই হুকুম অমান্য করিয়াছ আর আমাকে না দেখিয়া আমার রাসূলগণের আদেশ তোমরা কি পালন করিতে?"

সপ্তম হাদীস হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত

হিশাম ইবনে আম্মার ও মুহাম্মদ ইবনে মুবারক সূরী.... হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী (সা) বলেন কিয়ামত দিবসে তিন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে, (১) নির্বোধ (২) ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণকারী ও (৩) যৌবনে উপমিত হইবার পূর্বে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি। নির্বোধ ব্যক্তি বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! যদি আপনি আমাকে জ্ঞান দান করিতেন যেমন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তিকে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণকারী ও ব্যক্তিকালে মৃত্যুবরণকারী ও অনুরূপ অভিযোগ করিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন আমি এখন তোমাদিগকে একটি হুকুম করিব। তোমরা উহা পালন করিবে কি? তাহারা বলিবে, হাঁ তখন তিনি বলিবেন, যাও, তোমরা দোষে প্রবেশ কর। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যদি তাহারা উহার মধ্যে প্রবেশ করে তবে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। তাহারা যখন দোষের নিকটবর্তী হইবে তখন তাহারা উহার স্কলিং দেখিয়া ধারণা করিবে, ইহা আল্লাহর গোটা মাখলুককে জ্বলাইয়া ভষ্ম করিয়া দিবে। অতএব তাহারা দ্রুত প্রত্যাবর্তন করিবে। অতঃপর আল্লাহ তাহাদিগকে পুনরায় নির্দেশ দান করিবেন, তখনো তাহারা দোষের দৃশ্য দেখিয়া ফিরিয়া আসিবে। আল্লাহ বলিবেন, তোমাদিগকে সৃষ্টি করিবার পূর্বেই তোমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে আমার জ্ঞান ছিল। আমার জ্ঞানানুসারেই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং সে অনুযায়ী তোমাদের পণিনাম হইবে। এই কথা বলিয়া জাহান্নামকে তিনি বলিবেন—"তাহাদিগকে জড়াইয়া ধর। অতঃপর তৎক্ষণাৎ জাহান্নাম তাহাদিগকে ধরিয়া বসিবে।"

অষ্টম হাদীস হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত

হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর রেওয়াজে আসওয়াদ ইবনে ছরী (রা)-এর রেওয়াজে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীকে আবু হুরায়রা (রা)

হইতে সন্মুখোক্ত ক্রমে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, সকল ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতাসহ ভূমিষ্ট হয়। অতঃপর তাহার পিতামহ তাহাকে ইয়াহুদী কিংবা খৃষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানাইয়া ফেলে। সেমন ছাপলের ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ হইয়া ভূমিষ্ট হয় তোমরা কি উহার কোন কাটা দেখিতে পাও? অথচ ভূমিষ্ট হইবার পর উহার কোন কাটা দেখিতে পাওয়া যায়।

অপর এক রেওয়াজে বর্ণিত সহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যক্তিকালেই যে মৃত্যুবরণ করে, বলুনতো তাহার অবস্থা কি হইবে? তিনি বলিলেন জীবিত থাকিলে পরবর্তীকালে তাহারা কি করিত আল্লাহ তাহা হুব ভাগই জানেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুসা ইবনে দাউদ (র)... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বর্ণনা করিয়াছেন "হযরত ইব্রাহীম (আ) বেহেশতের মধ্যে মুসলমানদের ছোট ব্যক্তাদের দেখাওনা করিবেন। মুসা ইবনে দাউদ তাহার রেওয়াজে কালে "হুতুকে আমি জন্ম" বলিয়া সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন। সহীহ মুসলিম শরীকে বর্ণিত তিনি ইয়ায ইবনে মুহাম্মদ হইতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে তিনি আল্লাহ হইতে বর্ণনা করেন। আমি আমার বান্দাদিগকে তাওহীদ পন্থি করিয়া এবং শিরক হইতে পবিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। অপর এক রেওয়াজে বর্ণিত, আমি আমার বান্দাদিগকে মুসলমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।

নবম হাদীস হযরত সাহূরুহ (রা) হইতে বর্ণিত

শুক্খি আবু বকর বরকানী তাহার "আলমুত্তাখরাজ আলান বুখারী" নামক গ্রন্থে আওফ আল-আ'রাবী হইতে তিনি আবু রুজা আল উতারেদী হইতে তিনি সামূরা (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, সমস্ত ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতাসহ ভূমিষ্ট হয়। তখন কিছু লোক জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুশরিকদের সন্তানরাও কি? তিনি বলিলেন "মুশরিকদের সন্তানরাও" তরবানী বলেন, আবু হুরায়রা ইবনে মুহাম্মদ (র)... সামূরা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মুশরিকদের ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি বলিলেন, তাহারা বেহেশতবানীদের খাদেম হইবে।

দশম হাদীস হযরত খনছা (রা)-এর চাচা হইতে বর্ণিত

ইমাম আহমদ বলেন, রওহ (র) খনছা বিনতে মু'আবিয়াহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার চাচা আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বেহেশতে প্রবেশ করিবে কে? তিনি বলিলেন নবী-শহীদ ব্যক্তি। এবং জীবিত দাফনকৃত কন্যা সন্তান বেহেশতবানী হইবে। উলামাকে কিরামের কেহ কেহ এই হাদীসের কারণে মুশরিকদের ব্যক্তি সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেন নাই। আবার কেহ কেহ বলেন তাহার বেহেশবাসী। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত সামুদা ইবনে জুন্ব (না) হইতে বর্ণিত নবী করীম (সা) একবার সপুযোগে বেহেশতের একটি গাছের তলায় অবস্থানরত এক বৃক্ষের নিকট গিয়ে অতিক্রম করিলেন তাহার চতুর্দিকে অনেক ছোট ছেলোমেয়ে ছিল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, এই হইলেন হযরত ইবরাহীম (আ) আর ঐ নকল ছোট ছেলে-মেয়ে হইল মুবলমান ও মুশরিকদের সন্তান। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন মুশরিকদের সন্তানও বেহেশতে ছিল? তিনি বলিলেন, হাঁ, মুশরিকদের সন্তানও ছিল। অপর পক্ষে কোন কোন উলামায়ে কিরাম মুশরিকদের সন্তান দোযখী হইবে বলিয়া মন্তব্য করেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন **مَعَ أَبِيهِمْ** তাহারা তাহাদের পিতাদের সহিত থাকিবে। আবার কেহ কেহ বলেন কিরামত দিবসে তাহাদের পরীক্ষা লওয়া হইবে। যাহার হুকুমের অনুকরণ করিবে তাহার বেহেশতে প্রবেশ করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার পূর্ব জ্ঞানের প্রকাশ করিবেন এবং তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আর যাহারা অমান্য করিবে তাহারা দোযখে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের সম্পর্কেও আল্লাহর পূর্ববর্তী ইলামের প্রকাশ ঘটিবে। এই মতানুসারে বিভিন্ন দলীলসমূহের মধ্যে একটা মিম্বাংসা হইয়া যায়। আর এই মতের পক্ষেও একাধিক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যাহার একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল আল আশারী এই মতকেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হাফিয আবু ধকর বায়হাকীও কিতাবুল ই'তেকাদ নামক গ্রন্থে এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। অন্যান্য মুহাক্কিক উলামা মুহাদ্দিসীনও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। শায়খ আবু উমর ইবনে আব্দুল বার পরীক্ষা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করিয়া বলেন, এই সম্পর্কিত হাদীস শক্তিশালী নহে এবং দলীল হিসাবেও ইহা পেশ করা যায় না। আর উলামায়ে কিরাম ইহা অস্বীকার করেন, কারণ পরকাল হইল বিনিময় দানের স্থান উহা পরীক্ষা ও আমলের স্থান নহে; অতএব ইহা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে যে ঐসকল লোককে আগুনে প্রবেশ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে। অথচ উহা তাহাদের শক্তির বাহিরে। আর আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নির্দেশ দান করেন না যাহা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে।

জবাব

ইবনে আব্দুল বার যে মত প্রকাশ করিয়াছে উহার জবাব হইল, পরীক্ষা সম্পর্কিত সকল হাদীস যথীক নহে বরং কোন কোন হাদীস সহীহ। বহু আয়েশায়ে কিরাম ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। আর কোন কোন হাদীস হাসান। আর কোনটি দুর্বল ও যথীফ, যাহা সহীহ ও হাসান দ্বারা শক্তিশালী হয়। আর যখন একই বিষয়ের একাধিক মুত্তাসিল হাদীস যাহার একটি অপরটি সমর্থন করে তখন উহা নিঃসন্দেহে দলীল হিসাবে পেশ করা যাইতে পারে। ইবনে আব্দুল বার এর দ্বিতীয় মতের জবাব হইল পরকাল নিঃসন্দেহে বিনিময় দানের স্থান। কিন্তু বেহেশতে ও দোযখে প্রবেশ করিবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হাশরের ময়দানে পরীক্ষা সংঘটিত হওয়া উহার বিপরীত নহে। শায়খ আবুল

হাসান আশ'আরী বাফাদের পরীক্ষা সংঘটিত হওয়া বিষয়টিকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে **يَوْمَ يَكْفُفُ عَنْ سَكَاتٍ وَيَنْعَوْنَ إِلَى الشَّجَرِ** যেই দিন পায়ের গোঁধা খেলা হইবে এবং তাহাদিকে সিজদা করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে কিন্তু হাদীস গ্রন্থের রেওয়াজে ও অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, মু'মিনগণ কিরামত দিবসে আল্লাহর সম্মুখে সিজদাবেনত হইবে আর মুনাফিকরা সিজদা করিতে সক্ষম হইবে না বরং তাহাদের পিট তক্তার নায়ে সোজা হইয়া থাকিবে। যখনই তাহার সিজদা করিতে ইচ্ছা করিবে তখন সে উল্টাভাবে পিঠের উপর পড়িয়া যাইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়াজে দ্বারা সেই ব্যক্তির ঘটনাও জানা যায় যে সর্বশেষে দোযখ হইতে বাহির হইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট হইতে ওয়াদা লইবেন এবং দৃঢ় অস্বীকার গ্রহণ করিবেন যে সে পুনরায় তাঁহার নিকট অন্য কিছু প্রার্থনা করিবে না। কিন্তু বার বার সে ওয়াদা ভংগ করিবে এবং বার বার আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট হইতে ওয়াদা লইলে আল্লাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আদম সন্তান! তুমি এত ওয়াদা ভংগকারী হইলে কিরূপে? অন্তর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি দান করিবেন। ইমাম ইবনে আব্দুল বার এর বক্তব্য, "আল্লাহ তা'আলা আগুনে প্রবেশ করিবার জন্য কিভাবে নির্দেশ দিবেন? অথচ ইহা তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে? ইহার জবাব হইল, ইহা কোন হাদীস সহীহ হইবার পরিপত্তি নহে। কিরামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা পুল দিরাতে উপর দিয়া অতিক্রম করিবার নির্দেশ দিবেন। ইহা জাহান্নামের উপর অবস্থিত একটি সেতু যাহা তরবারী অপেক্ষা ফারানু চুল অপেক্ষা তীক্ষ্ণ আর মু'মিনগণ তাহাদের আমলনামানুসারে উহার উপর দিয়া অতিক্রম করিতে থাকিবে। কেহ তো বিদ্রুত গতিতে কেহ হাওয়া বেগে কেহ উত্তম ঘোড়ার ন্যায় দ্রুত কেহ উঠের গতিতে কেহ দৌড়াইয়া, কেহ হাঁটিয়া উহা অতিক্রম করিবে। আবার কেহ হামাগুড়ি দিয়া যাইবে। আবার কেহ যখন হইয়া জাহান্নামে উপূত হইয়া পড়িবে। এই সব কিছুই তখন সংঘটিত হইবে। এবং আগুনে প্রবেশ করিবার হুকুমে ইহা অপেক্ষা অধিক কঠিন নহে বরং ইহাই অধিক কঠিন।

হাদীস শরীফ দ্বারা ইহাও প্রমাণিত যে দাজ্জালের অবির্ভাবকালে তাহার সহিত বেহেশত ও দোযখ থাকিবে। আর সেই সময় সেই মুমিন তাহার সহিত জীবিত থাকিবে শরীয়ত তাহাকে সেই বস্তু পান করিতে নির্দেশ দিয়াছে যাহাকে আগুনে বলিয়া মনে করিবে; কারণ বস্তুর উহা তাহার পক্ষে শীতল ও আরামদায়ক হইবে। পরীক্ষার ঘটনাও ঠিক অনুরূপ। ইহা বাতিল আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহার যেন পরস্পরে একে অন্যকে হত্যা করে। অতএব তাহার একে অন্যকে হত্যা করিয়াছেন। এবং একই দিন সকালে সগুণ হাজার লোক নিহত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। শেষের অধিকারে পিতা পুত্র ভাই ভাইকে হত্যা করিয়াছিল। গোবৎস পূজা করিবার জন্য ইহা ছিল তাহাদের শাস্তি। বনী ইসরাঈলের জন্য আল্লাহর এই নির্দেশও তো ছিল বড়ই কঠিন। এবং ইহা হাদীসে উল্লেখিত বিষয় হইতে কেনে ধকার কম নহে।

উল্লেখিত আলোচনা শেষে জানা উচিত যে মুশরিকদের মৃত বাচ্চারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে কি না এই সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের একাধিক মত রহিয়াছে। (১) প্রথম তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। যাহারা এই মত পোষণ করেন তাহারা দলীল হিসাবে হযরত সামুয়্যাহ ইবনে জুন্দুব (রা) এর হাদীস পেশ করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সপ্নযোগে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত মুসলমান ও মুশরিকদের বাচ্চাদিগকে বেহেশতে দেখিতে পাইয়াছেন। ইহা ব্যতিত ইমাম আহমদ হযরত খানছরি মাধ্যমে তাহার চাচা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন **فِي السُّورَةِ** সকল বাচ্চাই বেহেশতে প্রবেশ করিবে। উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যায়, তবে পরীক্ষা সম্পর্কিত হাদীস অধিক খাস। অতএব আব্দুল্লাহ তা'আলা যাহার সম্পর্কে জানেন যে, সে জীবিত থাকিলে আব্দুল্লাহর ইকুম পালন করিত আব্দুল্লাহ তাহারা রহকে আলমে বরমাখে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত রাখিয়াছেন আর মুসলমানদের সন্তানগণকেও তাহার সহিত রাখিয়াছেন। আর মুশরিকদের যে সকল সন্তানদের সম্পর্কে তিনি জানিতেন যে, তাহারা জীবিত থাকিতে আব্দুল্লাহর হুকুম অমান্য করিত তাহাদের ব্যাপার আব্দুল্লাহর উপর ন্যাস্ত কিয়ামত দিবসে তাহারা জাহান্নামী হইবে। পরীক্ষা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়। ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী আহলে সুন্নাত আল-জামা'আতের এই মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহারা এইমত পোষণ করেন যে মুশরিকদের মৃত বাচ্চা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। তাহাদের কেহ কেহ বলেন তাহারা স্বাধীনভাবে বেহেশতে বনবাস করিবে। অপরপক্ষে কেহ কেহ বলেন, তাহারা বেহেশতবাসীদের সেবক হইবে। আবু দাউদ তয়ালেসী গ্রন্থে আনী ইবনে যায়দ হযরত আনাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য হাদীসটি যরীফ **أَعْلَمُ**

(২) মুশরিকদের মৃত সন্তান তাহাদের পিতাদের সহিত দোমাখে থাকিবে। যাহারা এইমত পোষণ করেন তাহারা দলীল হিসাবে আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ করেন। ইমাম আহমদ (র) আবুল মুগীরা... আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার এক আগভুক হযরত আয়েশা (রা) কে মুশরিকদের বাচ্চাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন **فَمَنْ نَبِعَ** তাহারা তাহাদের পিতাদের অধিনস্থ তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন আমল ছাড়াই তাহারা তাহাদের পিতাদের সহিত থাকিবে। তিনি বলিলেন **أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَابِدِينَ** জীবিত থাকিলে তাহারা কি আমল করিত আব্দুল্লাহ তা'আলা উহা ভালই জানেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) মুহাম্মদ ইবনে হরব (র)... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মু'মিনদের বাচ্চাদের

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন **فَمَعَ أَبَاءَهُمْ** তাহারা তাহাদের পিতাদের অধিনস্থ হইয়া তাহাদের সহিত থাকিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মুশরিকদের বাচ্চারা? তখনো তিনি বলিলেন তাহারাও তাহাদের পিতাদের সহিত থাকিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কোন আমল ছাড়াই? তিনি বলিলেন, তাহারা জীবিত থাকিলে কি আমল করিত তাহা আব্দুল্লাহ ভালই জানেন। ইমাম আহমদ (র) অকী... আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত যে একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মুশরিকদের বাচ্চাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যদি ভূমি ইচ্ছা কর তবে দোমাখের মধ্যে তাহাদের চিৎকার তোমাকে শুনাইতে পারি।

আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ (র) বলেন, উসমান ইবনে আবু শায়বাহ হযরত আনী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) জাহেলী যুগে মৃত তাহার দুইটি সন্তান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, **فَمَا فِي النَّارِ** তাহারা দুইজনই দোমাখবাসী। হযরত আনী (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) মখন তাহার মুগমভাল মলিনতা দেখিলেন তখন তিনি বলিলেন **لَوْ رَأَيْتُ مَكَانَهُمَا لَأَبْعَضْتُهُمَا** যদি ভূমি তাহাদের স্থান দেখিতে তবে ভূমি নিজেই তাহাদিগকে অপছন্দ করিতে। হযরত খাদীজা বলিলেন, আপনাদের উরনের আমার যে সন্তান দ্বারা গিয়াছে সে? তিনি বলিলেন, মুমিন ও তাহাদের সন্তানগণ বেহেশতবাসী হইবে এবং মুশরিক ও তাহাদের সন্তানরা দোমাখবাসী হইবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

যাহারা ঈমান আনিয়াছে আর তাহাদের সন্তানগণ ঈমানের সহিত তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের সহিত তাহাদের সন্তানগণকে আমি মিলাইয়া দিব। হাদীসটির সূত্র গরীব। ইহার সন্দেহ রাবী মুহাম্মদ ইবনে উসমান মজহুল এবং তাহার শায়েখ যাবান হযরত আনী (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটে নাই **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

ইমাম আবু দাউদ (র) ইবনে আবু যয়েদা তিনি তাহার পিতা হইতে তিনি শা'বী হইতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, জীবিত দাফনকারীনি জীবিত দাফন কৃত দোমাখে প্রবেশ করিবে। অতঃপর ইমাম শা'বী বলেন, আলকামাহ আবু ওয়ায়েল হইতে তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছে। মুহাম্মদীনে কিরামের একটি দল আবু দাউদ ইবনে আবু হিন্দ হইতে তিনি শা'বী হইতে তিনি আলকামাহ হইতে তিনি সালামাহ ইবনে কয়েস আশজায়ী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন আমি এবং আমার ভাই একবার নবী করীম (সা)-এর নিকট করিয়াছেন। তিনি বলেন আমি এবং আমার ভাই একবার নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, "আমার আম্মা জাহেলী যুগে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তিনি আতিথেয়তা করিতেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখিতেন, কিন্তু তিনি আমার এক

ছোট বোনকে জাহেলী যুগে জীবিত দাফন করিয়াছেন তখন তিনি বলিলেন, জীবিত দাফনকারীণী ও জীবিত দাফনকৃত উভয় দোষবাসী: অদৃশ্য যদি জীবিত দাফনকারীণী ইসলাম গ্রহণ করে তবে সে দোষন হইতে রক্ষা পাইবে। হাদীসের পন্থাটি হাসান

(৩) তৃতীয় মত হইল মুশরিকদের মৃত বাচ্চাদের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা। যাহারা এইমত পোষণ করেন তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস **رَأَى النَّبِيُّ دَلِيلَ هَيْبَةَ** দলীল হিসাবে পেশ করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, জাফর (র) ইবনে আবু আব্বাস সায়ীদ ইবনে জুবাইর হইতে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মুশরিকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, **رَأَى النَّبِيُّ** তাহারা কি আমল করিত তাহা আল্লাহ ভাল জানেন। অনুরূপভাবে বুখারী ও মুসলিম শরীফে যুহরী হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী (সা) কে মুশরিকদের মৃত সম্ভ্রান্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, তাহারা জীবিত থাকিলে কি কাজ করিত আল্লাহ তাহা ভালই জানেন।

কোন কোন উলামায়ে কিরাম এই মতও পোষণ করে যে তাহারা আ'রাফবাসী হইবে। এই মতের ফলাফলও ইহাই যে তাহারা বেহেশতবাসী হইবে। কারণ আ'রাফ কোন স্থায়ী বাসস্থান নহে। যাহারা আ'রাফে বাস করিবে অবশেষে তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। সুরা আ'রাফে এই সম্পর্কে আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

মনে রাখা উচিত উলামায়ে কিরাম যে মতবিরোধ করিয়াছেন তাহা কেবল মুশরিকদের বাচ্চাদের ব্যাপারে। মুসলমানদের বাচ্চাদের সম্পর্কে কোন বিরোধ নাই। কাজী আবু ইয়াল হাফলী ইমাম আহমদ (র) হইতে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ বলেন মুসলমানদের বাচ্চারা বেহেশতবাসী হইবে এই ব্যাপারে কোন মত বিরোধী নাই। ইহাই প্রসিদ্ধ এবং আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। তবে শায়েখ আবু উমর ইবনে আব্দুল বার কোন কোন উলামা হইতে নকল করেন যে তাহারা মুসলমানদের বাচ্চাদের সম্পর্কে নিশ্চিত কোন ধারণা পোষণ করেন না। তাহারা বলেন তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আবু উমর বলেন কুকাহা ও মুহাদিসীনের একটি দল এই মত পোষণ করেন। হাম্বল ইবনে যয়েদ, হাম্বল ইবনে সালামাহ ইবনুল মুবারক ইসহাক ইবনে রাহওয়্যো ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম উক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালেক (রা) তাঁহার মুত্তাফা গ্রন্থের "কদর" অধ্যায়ে যে সকল হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন উহা দ্বারাও এমন কিছু অনুমান করা যায়। যেমন মুসলমানদের বাচ্চারাও আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তাহারা অধিকাংশ শিষ্যদের মতও ইহাই, তবে তাহারা নিজের কোন স্পষ্ট বক্তব্য এই সম্পর্কে পাওয়া যায় না। তাহারা পরবর্তীকালের শিষ্যদের অধিকাংশের মত হইল, মুসলমানদের বাচ্চারা বেহেশতবাসী হইবে এবং মুশরিকদের বাচ্চাদের ফয়সালা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ইবনে আব্দুল বার-এর বক্তব্য এই পর্যন্ত শেষ। তাহারা বক্তব্যই গরীব।

আবু আব্দুল্লাহ হযরতবী 'কিতাবুততায়কিরাহ' গ্রন্থেও অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। **رَأَى النَّبِيُّ** এই বিষয়ে এই সকল উলামায়ে কিরাম হযরত আয়েশা বিনতে তালহা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ করিয়াছেন। হযরত আয়েশা বিনতে তালহা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (র) হইতে বর্ণনা করেন, একদা হযরত নবী করীম (সা)কে একটি আনসারী শিশুর জানাঘর জন্য ডাকা হইল। তখন আমি বলিলাম: বাচ্চাটির বড়ই খোশনসীব সে তো বেহেশতেরই একটি পানী। সে কোন কাপ কাজ করেন নাই তার না কোন খালাপ কাজ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, যে আয়েশা! অথবা অন্য কিছু আল্লাহ তা'আলা বেহেশত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার জন্য বিশেষ কিছু মানুষ তখনই নির্দিষ্ট করিয়াছেন যখন তাহারা কাপের উরসে ছিল। তখন তিনি দোমখ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার কিছু অধিবাসী তখনই নির্দিষ্ট করিয়াছেন যখন তাহারা তাদের কাপের উরসে ছিল। হাদীসটি ইমাম মুসলিম আহমদ আবু দাউদ নাসায়ী ও ইবনে মাজা বর্ণনা করিয়াছেন।

এই উল্লেখিত বিষয়টির গুরুত্ব এমন যে অধিক বিশুদ্ধ দলীল প্রমাণ ব্যতিত প্রমানিত হয় না। অথচ, শরীয়তের সঠিক জ্ঞান শূণ্য অনেকই এই সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে। এই কারণে উলামায়ে কিরামের একটি জামা'আত এই বিষয়ে কোন আলোচনা করাই পছন্দ করেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দীক মুহাম্মদ ইবনে হানফিয়্যাহ ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এই মত পোষণ করেন। ইবনে হাব্বান তাঁহার সহীহ গ্রন্থে জরীর ইবন হাসেম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আমি আবু রাজা আল উতারেদীকে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে মিম্বরের উপর দভায়মান হইয়া বলিতে শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতের কাজ-কর্ম ঠিক ঠিক মত চলিতে থাকিবে এবং না তাহারা তকদীর ও বাচ্চাদের বিষয় লইয়া কোন আলোচনায় লিপ্ত হইবে। ইবনে হাব্বান বলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তব্যে মুশরিকদের বাচ্চা বুঝান হইয়াছে আবু নবর বাযযায় ও জরীর ইবনে হাসেমের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ওতঃপর তিনি বলেন আবু রাজা এর মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে একটি জামা'আত হাদীসটি মওকুফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

(১৬) **وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرِيْبَةً أَمْرًا مَثْرَفِيْهَا فَفَسَقُوا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمْرْنَاهَا تَدْمِيْرًا ۝**

১৬. আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করিতে চাহি তখন উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগকে সংকর্ম করিতে আদেশ করি। কিন্তু উহারা সেখায় অসৎকর্ম করে; অতঃপর উহার প্রতি দভাজ্ঞা ন্যায় সংঘত হইয়া যায় এবং আমি উহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।

তাকসীর : مُرْنَا শব্দটির মধ্যে প্রসিদ্ধ ক্বিরাত হইল তাশদীদ ছাড়া পড়া। তবে ইহার অর্থ কি এই সম্পর্কে কিছু মতবিরোধ রহিয়াছে কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইল, "আমি তাহাদের বিত্তবানদিগকে নির্দেশ দান করিয়াছি অতএব তাহারা অপকর্ম করিয়াছে।" এখানে নির্দেশ দ্বারা তাকসীরী নির্দেশ বুঝান হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ তা'আলা কখনো কোন অপকর্মের জন্য নির্দেশ দান করেন না। ইহার অর্থ হইল তাহারা নিজেরাই বাধ্য হইয়া অপকর্মে লিপ্ত হয়। সুতরাং তাহারা শাস্তির যোগ্য হইয়া পড়ে। কোন কোন তাকসীরকার বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, আমি তাহাদিগকে সংকাজের নির্দেশ দিয়াছি কিন্তু তাহারা অপকর্মে লিপ্ত হইয়াছে কাজেই তাহারা শাস্তির যোগ্য হইয়াছে। ইবনে জুরাইজ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উক্ত তাকসীর বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত দারীদ ইবনে জুবাইরও এই তাকসীর করিয়াছেন। ইবনে জরীর বলেন, আয়াতের তাকসীর ইহাও হইতে পারে, আমি তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়াছি তবে এই তাকসীর مُرْنَا মীমকে তাশদীদসহ পড়িয়াই করা শঙ্ক। আলী ইবনে তালহা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে مُرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَفُوا فِيهَا এর তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন, সেই স্থানের অসৎ স্বভাবের লোকদিগকে আমি ক্রমত দান করি তাহারা সেখানে অপকর্ম করে ফলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَارًا مُّجْرِمِينَ আর প্রত্যেক জনপদে বড় বড় অপরাধি নিযুক্ত করিয়াছি। আবুল আনিয়াহ মুজাহিদ রবী ইবন আনান অনুরূপ তাকসীর করিয়াছেন। আওফী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে مُرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَفُوا فِيهَا এর তাকসীরে প্রসঙ্গে বলেন, আমি সেই অহংকারী বিত্তবানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছি। ইকরিমাহ, হাসান, যাহহাক, কাতাদাহ (র)ও অনুরূপ তাকসীর করিয়াছেন। ইমাম মালেক (র) যুহরী হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, রওহ ইবনে উবালাহ... সুওয়াইদ ইবনে হুরাইরাহ হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন, উত্তম মাল হইল অধিক বাচ্চা দানকারী পুত্র কিংবা খেজুর গাছে পরিপূর্ণ পথ। ইমাম আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সালাম কিতাবুল গরীব গ্রন্থে বলেন الْمَأْبُورُ অর্থ অধিক বংশ বৃদ্ধিকারীণী। আর الْمَبْرُورُ অর্থ খেজুর গাছে পরিপূর্ণ পথ। الْمَبْرُورُ শব্দ হইতে নির্গত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন الْمَأْبُورُ প্রয়োগটি সংগতিপূর্ণ। كَانُوا فِيهَا مُتْرَفِينَ পাপওয়ালী নারীসমূহ বিনিসয় প্রাপ্ত নহে। এর ন্যায় একটি শব্দের সংগতিপূর্ণ অন্য শব্দ ব্যবহার করা। এই হিসাবে বলা হইয়াছে।

(১৭) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

১৭. নূহের পর আমি কত মানব গোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি! তোমার প্রতিপালকই তাহার বান্দাদিগের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।

তাকসীর : উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ কবিদিগকে সতর্ক করিতেছেন যে, হযরত নূহ (আ)-এর পরে যে সকল সম্প্রদায় তাহাদের রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছে তিনি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন অতএব তোমরাও যদি হযরত মুহাম্মদ (সা) কে অস্বীকার কর তবে তোমাদের ধ্বংসও নিশ্চিত। আয়াতটি ইহাও প্রমাণ করে যে হযরত আদম ও নূহ (আ)-এর মাঝে যে কয়টি যুগ 'করণ' প্রকৃত হইয়াছে তাহারা সকলেই মুসলমান ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হযরত আদম (আ) ও নূহ (আ)-এর মাঝে দশটি করণ ছিল। আয়াতের মর্ম হইল হে কুরাইশ দল! তোমরা তো সেই সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অধিক সন্ধানিত নহে। অর্থাৎ, তোমরা সর্বোত্তম রাসূলকেই অস্বীকার করিয়াছ অতএব তোমাদের শাস্তিও সর্বাপেক্ষা কঠিন হইবে। قَوْلُهُ كَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۗ অর্থাৎ তিনি তোমাদের ভুলমন্দ সকল আমল ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত আছেন তোমাদের কোন গোপন কাজই তাহার নিকট গোপন নহে বরং প্রকাশ্য ও গোপন সবই তাহার নিকট সমান।

(১৮) مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ۖ يَصْلَاهَا مَدْمُومًا مَدْحُورًا ۝

(১৯) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝

১৮. কেহ অগতী সুখ-সম্ভোগ কামনা করিলে আমি তাহাকে যাহা ইচ্ছা এইখানেই সত্ত্বর দিয়া থাকি। পরে উহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখায় সে প্রবেশ করিবে নিশ্চিত ও অনুগ্রহ হইতে দূরীভূত অবস্থায়।

১৯. যাহারা সু'মিন হইয়া পরলোক কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাহাদিগেরই চেষ্টা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে কেহ দুনিয়া ও দুনিয়ার নিয়ামত কামনা করে সে সব কিছু লাভ করিতে পারিবে না। বরং আল্লাহ তাহাৰ জন্য যতটুকু

ইচ্ছা করিবেন কেবল সে ততটুকুই লাভ করিবে। অন্যান্য যে সকল আয়াতে এই কথাই উল্লেখ নাই সে সকল আয়াতেও ইহাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ যাঁহাকে ইচ্ছা করিলেন কেবল তাহাকেই তাহার ইচ্ছানুগুণ ততটুকুই দান করিবেন। কারণ আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন **عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ** আমি তাহাকে নগদ দান করি ততটা চাই এবং যাহার জন্য ইচ্ছা করি। অতঃপর আমি তাহার জন্য পরকালে জাহান্নাম নির্ধারণ করি। **بِمَا كَانَتْ تَكْفُرُ بِمَا كَانَتْ يَوْمَئِذٍ تُنْفِرُ بِكُمْ** তাহাকে চতুর্দিক হইতে বেটন করিয়া লইবে **مُنْمُوتًا** সে তাহার অপকর্মের কারণে লাঞ্চিত হইবে কেননা সে চিরস্থায়ী জীবনের উপর ক্ষণস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দান করিয়াছে। **مُنْمُوتًا** দিকৃত লাঞ্চিত। ইমাম আহমদ (রা) বর্ণনা করেন, হুনাইন (র)....হযরত আরেশা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন **لَنْ يَمُوتَ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يَدْرِي مَا يَكُونُ مِنْهُ** দুনিয়া সেই ব্যক্তির ঘর যাহার কোন ঘর নাই আর সেই ব্যক্তির ধন-সম্পদ যাহার কোন ধন-সম্পদ নাই অন্য উহা কেবল সেই ব্যক্তি জমা করে যাহার জ্ঞান নাই **وَمَنْ يَرَى الْآخِرَةَ** আর যে ব্যক্তি আখিরাত ও উহার নিয়ামতসমূহ কামনা করে **سَعَىٰ لَهَا سَعْيِيهَا** এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ করিয়া উহার জন্য প্রচেষ্টা করে **وَيُؤْمِنُ بِهَا** তাহার অন্তর পরকালের সওয়াল ও শান্তিকে বিশ্বাস করে **كَانَ سَعْيُهُمْ شُكْرًا** তাহাদের প্রচেষ্টাকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হইয়া থাকে।

(২০) **كُلًّا مِمَّا هُوَ أَوْلَىٰ بِهِ وَأَوْلَىٰ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۗ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ**

مَحْظُورًا ۝

(২১) **أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ وَكَالْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ ۗ وَ**

أَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝

২০. তোমার প্রতিপালক তাহার দান দ্বারা ইহাদিগকে আর তাহাদিগকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অব্যাহত।

২১. লক্ষ্য কর আমি কিভাবে উহাদিগের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম, আখিরাত ভেে নিশ্চয় মর্যাদায় মহত্বের ও গুণে শ্রেষ্ঠতর।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যাহারা কেবল দুনিয়া কামনা করে এবং যাহারা পরকালে কামনা করে উভয় দলকে আমি স্ব-স্ব অবস্থায় বৃদ্ধি করিতে থাকি **مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ** আপনার প্রতিপালকের দানের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। তিনি এমন হাকিম যিনি কোন প্রকার ঘুণাম করেন না অতএব সং ও নেককার লোককে তিনি

সৌভাগ্যের অধিকারী করেন এবং অসংকে তিনি বঞ্চিত করেন। তাহার হুকুম কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না এবং তিনি যাহাকে দান করিতে চাহেন উহাতে কেহ বাধা প্রদান করিতে পারে না এবং তাহার ইচ্ছাকে কেহ পরিবর্তন করিতেও পারে না। এই কারণে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন। **وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا** আপনার প্রতিপালকের দানকে কেহ বাধা প্রদান করিতে সক্ষম নহে। কাভদেহ **وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا** এর তাফসীর করেন, "আপনার প্রতিপালকের দান হ্রাস করা যায় না।" হানাল বলেন, "আপনার প্রতিপালকের দানকে বাধা দেওয়া যায় না।" অতঃপর ইরশাদ করেন **أَنْظُرْ** দেখুন, আমি দুনিয়ায় একদলকে অপর দলের উপর কিভাবে মর্যাদা দান করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ বনী, কেহ দরিদ্র কেহ মধ্যম। কেহ সুন্দর কেহ কুৎসিত আবার কেহ মধ্যম। কেহ শিওকালেই মৃত্যুবরণ করে। কেহ বৃদ্ধকালে মৃত্যুবরণ করে আবার কেহ মধ্য বয়সে মারা যায়। **وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ ۗ** **وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا** অর্থাৎ পরকালে তাহাদের পারস্পরিক পার্থক্য দুনিয়ার পার্থক্য অপেক্ষা বেশী। কারণ তাহাদের একদল তো জাহান্নামের অতল গহ্বরে অবস্থান করিলে। শিকল ও গলার বেড়ীতে আবদ্ধ হইবে। অপরপক্ষে আর একদল বেহেশতের সুখ শান্তি ভোগ করিতে থাকিবে এবং উচ্চমর্যাদা লাভ করিবে। যেমনি বেহেশতবাসীগণের পারস্পরিক মর্যাদারও ভারতম্য থাকিবে। তেমনি জাহান্নামীদের মধ্যেও পারস্পরিক ভারতম্য থাকিবে। বেহেশতবাসীদের মর্যাদার মধ্যে যমীন ও আসমানের পার্থক্য হইবে বেহেশতের মধ্যে এই ধরনের একটি স্তর রহিয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত **إِنَّ أَمَلِ الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ لَيَرْوُونَ أُمَّلَ عَلِيٍّ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوَاكِبَ الْغَايِبَةَ فِي أَفْقِ السَّمَاءِ** বেহেশতের উচ্চ মর্যাদা অধিষ্ঠিত লোকের ইলিয়ানবাসীদিগকে ঠিক তদ্রূপ দেখিবে যেমন তোমরা উর্ধ্বগগনে উজ্জ্বল নক্ষত্র পুঞ্জ দেখিতে পাও। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন **وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا** নিশ্চয় পরকাল মর্তব্য ও কয়ালতসমূহের দিক-ধেকে শ্রেষ্ঠতম-তরবানী গায়ে বর্ণিত যাহান **مَا مِنْ عَمَلٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَفِعَ فِيهِ** হইতে মারফুরূপে বর্ণনা করেন **يَعْلَمُ فِي الدُّنْيَا رَجَاةً فَاَرْتَفَعَ إِلَّا وَضَعَهُ فِي الْآخِرَةِ أَكْبَرُ مِمَّا هِيَ** যে কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মর্যাদা লাভ করিতে ইচ্ছা করে অতঃপর সে সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয় আল্লাহ তাহাকে পরকালে অধিক বড় মর্যাদা হইতে নামাইয়া দিবেন অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন **وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ ۗ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا**

(২২) **لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُومًا ۗ**

২২. আর আল্লাহর সহিত অপর কোন ইলাহ স্থির করিও না করিলে নিশ্চিত ও নিঃসহায় হইয়া পড়িবে।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তোমরা যাহারা শরীয়াতের দৃষ্টিতে মুকাফাফ অর্থাৎ দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য তোমরা আল্লাহর সহিত অন্য কোন উপাস্য স্থির করিও না **فَتَقَدَّمْنَا مُمْرُومًا مَخْزُومًا** তাহা হইলে আল্লাহর সহিত শরীক করিবার কারণে তুমি নিশ্চিত ও অসহায় হইয়া পড়িবে। কারণ প্রকৃতপক্ষে যিনি তোমার প্রতিপালক তিনি তোমার সাহায্য করিবেন না। তিনি তোমাকে তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া দিবেন যাহার তুমি উপস্থান কর। অথচ, সে কোন লাভ-ক্ষতি কিছুই করিবার ক্ষমতা রাখে না। কারণ লাভ ক্ষতি উভয়ের এক মাত্র মালিক হইলেন আল্লাহ তা'আলা যাহার কোন শরীক নাই। ইমামে আহমদ (র) বলেন, আবু আহমদ যুবাইরী...হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন

كُنْ أَسَابِيَهُ فَافَقَهُ فَانزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تَسُدَّ فَاقَتَهُ وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ أَرْسَلَ اللَّهُ لَهُ بِالْعَنِيِّ بِنَاءً جَلِيلًا وَإِمًّا غَنِيًّا عَاجِلًا

যে ব্যক্তি অসাবী হইয়াছে অতঃপর সে অভাবকে মানুষের নিকট পেশ করিয়াছে তাহার অভাবে নিবারণ হইবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট পেশ করে। আল্লাহ তাহাকে হয় নখর না হয় কিছু বিলম্বে ধন দান করেন। ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণীত হইলে সুনারমান হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান, সহীহ, পবীত।

(২২) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّهَا بِلِقَائِ رَبِّكَ عِندَكَ
الْكَبِيرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيٌ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ۝

(২৩) وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّكْرِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝

২৩. তোমার প্রতিপালক আদেশ করিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করিতে। তাহাদিগের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবনশায় বার্বক্যে উপনীত হইলে তাহাদিগকে 'উফ' বলিও না এবং তাহাদিগকে ধমক দিও না। তাহাদিগের সহিত বলিও সম্মানসূচক নম্র কথা।

২৪. মমতাবশে তাহাদিগের প্রতি নম্রতার পক্ষপূট অবনমিত করিও এবং বলিও, হে আমার প্রতিপালক! তাহাদিগের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

তাফসীর : আল্লাহ তাহারা বান্দাদিগকে কেবলমাত্র তাহারা ইবাদত করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। **الْفَضْلُ** শব্দটি এখানে 'নির্দেশ দেয়া' এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মুজাহিদ বলেন, **فَضْلًا** শব্দটি **وَصَى** এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে উবাই ইবনে কা'ব ইবনে মসউদ ও যাহ্বাক ইবনে মুযাহিম এখানে **أَلَّا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ** ইবনে মসউদ ও যাহ্বাক ইবনে মুযাহিম এখানে **أَلَّا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ** পড়েন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইবাদতের নির্দেশের সহিত পিতামাতার প্রতি সদ্যবহারেরও নির্দেশ দিয়ে থাকেন। অতএব তিনি ইরশাদ করিয়াছেন **وَالْوَالِدَيْنِ** তোমার পিতামাতার সহিত সদ্যবহার করিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন **أَنْ أَشْكُرَ لِي وَأَلْوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ** আমার শোকর কর এবং তোমার পিতামাতার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। **وَأَمَّا يَلْعَنُ عِنْدَكَ الْكَبِيرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيٌ** যদি তোমার নিকট তাহাদের একজন কিংবা তাহারা উভয়েই বার্বক্যে উপনীত হয় তবে তাহাদিগকে উফও বলিও না। অর্থাৎ তাহাদিগকে কোন অশোভনীয় কথা বলিও না এমনকি অশোভনীয় কথার নিম্নতম কথা উফ শব্দটিও বলিওনা। **وَلَا تَنْهَرُهُمَا** আর তাহাদের প্রতি তোমরা এমন কোন আচরণও করিও না যাহা তাহারা খারাপ মনে করেন। আত্ম ইবনে আবু বরাহা **وَلَا تَنْهَرُهُمَا** এর তাফসীর করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি বে-আদবীর সহিত যেন তোমার হাত সম্প্রসারিত না হয়।

আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার সহিত অন্যান্য কথাবার্তা ও অন্যান্য কাজ থেকে নিষেধ করিয়া তাহাদের সহিত সদাচরণ করিতে ও নম্র ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে **وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا** আর তাহাদের সহিত তুমি আদব-সম্মান ও নম্রতার সহিত কথা বলিবে **وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّكْرِ مِنَ الرَّحْمَةِ** অর্থাৎ তাহাদের সম্মুখে তুমি স্বীয় কর্মকাণ্ডে ও আচরণে নম্রতা বজায় রাখিবে **كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا** আর তাহাদের বার্বক্যকালে ও মৃত্যুকালে এই দু'আ কর হে আমার প্রতিপালক! তাহাদের প্রতি আপনি ঠিক অদ্রুপ অনুগ্রহ করুন যেমন তাহারা আমাকে আমার শৈশবকালে স্নেহ মমতার সাথে লালন পালন করিয়াছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন **مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ** মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মু'মিনদের জন্য উচিত নহে।

মাতাপিতার প্রতি সদাচরণ করিবার তাকীদ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আনাগ (রা) ও অন্যান্য রাবী হইতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত, একবার কাছীর-৩৭

হযরত নবী করীম (সা) মিথরে আরোহণ করিলেন অতঃপর তিনবার 'আমীন' বলিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল ইয়া রাসূলুল্লাহ। কিসের উপর আপনি 'আমীন' বলিলেন তিনি বলিলেন, হযরত জিবরীল (আ) আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, সেই ব্যক্তি নাক্ষিত হউক, যাহার নিকট আপনার নাম লওয়া হয় অথচ, সে আপনার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করিল না। আপনি বলুন, 'আমীন' অতঃপর আমি আমীন বলিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন সেই ব্যক্তি নাক্ষিত হউক যে ব্যক্তির জীবনে রমযান সমাগত হইয়াছে আবার উহা চলিয়াও গিয়াছে অথচ, সে তাহার গুনাহ ক্ষমা করাইতে পারে নাই। আপনি বলুন, আমীন। অতঃপর আমি বলিলাম আমীন। তাহার পর তিনি আবারও বলিলেন, সেই নাক্ষিত হউক যে ব্যক্তি তাহার পিতামাতা উভয়কে কিংবা তাহাদের মধ্যে একজনকে পাইয়াছে কিন্তু সে তাহাদের সেবা করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিল না। আপনি বলুন আমীন, আমি বলিলাম আমীন।

ইমাম আহমদ বলেন, হুজাইম (র)...মালেক ইবনে হারেস (রা) হইতে তিনি তাহার জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান পিতামাতার কোন এতিম সন্তানকে লালন পালন করিল শেষ পর্যন্ত সে তাহার থেকে বে-নিয়ায হইয়া গেল, তাহার জন্য নিশ্চিতভাবে বেহেশত ওয়াজিব হইল। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমান গোলামকে আয়দ করিয়া দিন সে দোযখ হইতে মুক্তি লাভ করিল। তাহার এক একটি অংগ প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে আয়দকারীর এক একটি অংগ প্রত্যঙ্গ মুক্তি লাভ করিবে। অতঃপর ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন গু'বা আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন আমি আলী ইবনে হায়দকে বলিতে শুনিয়াছি, অতঃপর তিনি উপরোক্ত হাদীসের মর্ম বর্ণনা করেন। অবশ্য এই হাদীসে **عَنْ رَجُلٍ مِّنْهُمْ** (তাহাদের এক ব্যক্তির নিকট হইতে) এর স্থলে **عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمٍ يُقَالُ لَهُ مَالِكٌ أَوْ مَالِكٌ** (তাহার স্বপোত্রীয় এক ব্যক্তির নিকট হইতে যাহাকে মালিক কিংবা ইবনে মালিক বলা হয়) বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসে ইহাও বর্ণিত, যে ব্যক্তি তাহার পিতামাতা কিংবা তাহাদের কোন একজনকে পাইল অথবা সে দোযখে প্রবেশ করিল, আল্লাহ তাহাকে দ্বীয় রহমত হইতে দূরে রাখিবেন :

ইমাম আহমদ বলেন, আফখান... তিনি মালেক ইবনে আমর কুশাইরী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান গোলামকে আয়দ করিয়া দেয়, সে তাহার বিনিময়ে দোযখ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। তাহার প্রত্যেক অংগ প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তাহার প্রত্যেক অংগ প্রত্যঙ্গ মুক্তি লাভ করিবে। আর যে ব্যক্তি তাহার পিতা-মাতার মধ্য হইতে কোন একজনকে পাইল

অথচ, সে তাহার সেবা করিয়া ফমা লাভ করিল না আল্লাহ তাকে রহমত হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমান পিতা-মাতার সন্তানকে লালন পালন করিল, যাবৎ না তাহাকে আল্লাহ বে-নিয়ায করিল, তাহার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হইয়া গেল।

ইমাম আহমদ বলেন, হাজ্জাজ ও মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর.... আবু মালেক কুশাইরী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার পিতা-মাতাকে কিংবা তাহাদের একজন পাইল অতঃপর দোযখে প্রবেশ করিল, আল্লাহ তাহাকে রহমত হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবেন এবং তাহাকে নাক্ষিত করিবেন। আবু দাউদ তয়ালেসী হাদীসটি গু'বা হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ইহাতে প্রতিরিক্ত বিবরণ আছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, রিবরী ইবনে ইবরাহীম (র)...হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "সেই ব্যক্তি ধ্বংস হউক যাহার নিকট আমার নাম লওয়া হইল অথচ, সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করিল না। সেই ব্যক্তিও ধ্বংস হউক যাহার জীবনে রমযান সমাগত হইল এবং চলিয়াও গেল অথচ, সে তাহার গুনাহ ক্ষমা করিয়া লইল না। আর সেই ব্যক্তিও ধ্বংস হউক যাহার নিকট তাহার পিতামাতা বৃদ্ধ হইল অথচ, তাহাদের সেবা যত্ন করিল বেহেশতে প্রবেশ করিল না। রিবরী তাহার বর্ণনায় বলেন অথবা "তাহাদের একজন বার্বক্যে উপনীত হইল"। ইহাও রেওয়ায়েতে রহিয়াছে ইমাম তিরমিযী আহমদ ইবনে ইবরাহীম দাওরাবী হইতে তিনি রিবরী ইবনে ইবরাহীম হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন হাদীসটি এই সূত্রে গণ্য।

আরেকটি হাদীস :

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইউনুস (র)...আবু আছীল মালিক ইবনে রবী'আ সায়েদী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসিলাম এমন সময় এক আনসারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আমার পিতা মাতার মৃত্যুর পর কি তাহাদের সহিত কোন সদাচারণ করিতে পারি? তিনি বলিলেন হাঁ, চারটি আচরণ এমন আছে যাহা তাহাদের মৃত্যুর পরও করিতে পার। (১) তাহাদের জানাযার নামায পড়া (২) তাহাদের জন্য ফমা প্রার্থনা করা। (৩) তাহাদের ওয়াদা পূর্ণ করা (৪) তাহাদের বন্ধু বান্ধবীদের সম্মান করা ও কেবল তাহাদের সম্পর্কের কারণে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। ইহা হইল সেই সদাচারণ যাহা পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাহাদের সহিত করিতে পার। হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ ও ইবনে মাজা আবদুর রহমান ইবনে সুলায়মান ইবনে গছীন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, রাওহা (র)... মু'আবিয়া ইবনে জাহেমাহ সুলামী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জাহেমাহ (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জিহাদে অংশ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি এবং আপনার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আসিয়াছি, তখন তিনি বলিলেন, তোমার কি আশা আছে! তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন তিনি বলিলেন তবে তুমি তাহার সেবায়ই নিয়োজিত থাক। লোকটি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে একই জবাব দান করিলেন। নাসায়ী ও ইবনে মাজা ইবনে জুরাইজ হইতে হাদীসটি এই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

আরেকটি হাদীস

ইমাম আহমদ (র) বলেন, খলফ ইবন ওলীদ... মিকদাম ইবন মাদিকারিব (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পিতামহের সহিত সদাচারণ করিবার জন্য আদেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাসমূহের সহিত সদাচারণ করিবার জন্য আদেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাসমূহের সহিত সদাচারণ করিবার আদেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাসমূহের সহিত সদাচারণ করিবার আদেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকটতম আত্মীয়দের সহিত সদাচারণ করিবার আদেশ করেন। অতঃপর উহুর নিকটবর্তী আত্মীয়দের সহিত সদাচারণ করিবার আদেশ করেন। ইবনে মাজাহ আবুগ্লাহ ইবনে আইয়ূব হইতে হাদীসটি অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ... বলেন ইউনুস (র)... ইয়ারবু গোত্রীয় জনৈক রাবী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি নবী করীম (সা) এর খিদমতে আগমন করিলাম তখন তাঁহাকে মানুষের সহিত কথা বলিতে শুনিলাম তিনি বলিতেছিলেন দানকারীর হাত উঁচু। তুমি তোমার মাথের সহিত তোমার বাপের সহিত তোমার ভগ্নির সহিত তোমার ভাইয়ের সহিত সদ্ভাবহার কর অতঃপর যে তোমার নিকটবর্তী অতঃপর যে তোমার নিকটবর্তী তাহার সহিত সদ্ভাবহার কর।

আরেকটি হাদীস

হাকিম আবু বকর আহমদ ইবনে আমর ইবনে আব্দুল খালেক বায্বার তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, ইবরাহীম ইবনে মুসতামির আরুকা (র)... সুলায়মান ইবনে বুয়য়দাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি তাওয়াফ কালে তাহার মাকে কাঁধে উঠাইয়া তাওয়াফ করিতেছিল অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিল আমি কি তাহার হক আদায় করিতে পারিয়াছি? তিনি বলিলেন, না সামান্যতমও নহে। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বায্বার বলেন, হাদীসটি এই সূত্রে ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত আছে বলিয়া জামাদের জানা নাই। আমি বলি হাসান ইবনে আবু জা'ফর রাবী দুর্বল।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(২৫) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُسِكُمْ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝

২৫. তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের অন্তরে যাহা আছে তাহা ভাল জানেন। তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হইলে যাহারা শতশত আল্লাহ অভিমুখী তাহাদিগের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল।

তাহসীর : হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলেন, উপরোল্লিখিত আয়াত এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে অনিচ্ছা বশতঃ হঠাৎ তাহার পিতা-মাতা সম্পর্কে এমন অন্যায়া কথা বলিয়াছে যাহাকে যে অন্যায়া মনে করে নাই অন্য রেওয়াজে আছে যে সে উক্ত কথা দ্বারা কেবল সৎ উদ্দেশ্যই করিয়াছিল। তাহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُسِكُمْ أَنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মনের কথা খুব ভালই জানেন যদি তোমরা সৎ হও হলে فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا তওবাকারীদের জন্য তিনি ক্ষমাকারী। হযরত কাতাদাহ বলেন الأَوَّابِينَ হইল সেই সমস্ত মুছলী লোক যাহারা তাহাদের পিতামাতার অনুগত। হযরত ইবনে আক্বান (রা) বলেন, তাহারা হইল, সেই সকল লোক, যাহারা তাপসবীহ পড়িতে থাকে। কোন কোন তাহসীরকার বলেন, যাহারা মাগরিব ও ইশার মাঝে নফল সালাত আদায় করেন তাহারা হইল الأَوَّابُونَ কেহ কেহ বলেন, যাহারা চাতুর সলাত আদায় করেন। ইমাম শু'বা ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ হইতে তিনি সায়ীদ ইবন মুসাইয়েব হইতে قَالَ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا এর তাহসীর প্রসঙ্গে বলেন, যাহারা ওনাহ করিয়া তওবা করে আবারও ওনাহ করিয়া তওবা করে আয়াত দ্বারা তাহাদিগকে বুঝান হইয়াছে। আব্দুর রায্বাক সাওরী ও মা'মর হইতে তাহারা ইয়াহইয়া ইবনে নাযীদ হইতে তিনি ইবনুল মুসাইয়েব হইতে অনুরূপ তাহসীর বর্ণনা করিয়াছেন।

লাইস ও ইবনে জরীর (র) ইবনুল মুসাইয়েব হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আতা ইবনে ইয়াসার, সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও মুজাহিদ বলেন قَالَ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا হইল সেই সকল লোক যাহারা কল্যাণের প্রতি প্রত্যাহ্বর্তন করে। মুজাহিদ উবাইদ ইবনে উমাইর হইতে উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন, قَالَ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا হইল যে নিজনে তাহার ওনাহ স্মরণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। এবং মুজাহিদ (র) এই মতের সহিত একমত পোষণ করেন। আব্দুর রায্বাক বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ আমর ইবনে দীনার হইতে জামাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি উবাইদ ইবনে উমাইর হইতে قَالَ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا সম্পর্কে বলেন আমরা সেই ব্যক্তিকে আওয়াব ও হাকিম বিবেচনা করিতাম যে এই দু'আ করিত فَمَا أَصَبَتْ نَفْسِي مَجْلِسِي فَمَا أَصَبَتْ نَفْسِي مَجْلِسِي হে অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি এই মজলিসে যে ওনাহ করিয়াছি উহা আপনি ক্ষমা করিয়া দিন। ইবনে

জরীফ (র) বলেন, উঃম তাফসীর হইল আওয়াল সেই ব্যক্তি যে ফরহ হইতে তওলা করিয়া আনুগত্য ও ইবাদতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এবং আল্লাহ যাহা অপছন্দ করেন উহা পরিত্যাগ করিয়া সেই কাজের প্রতি অগ্রহী হয় যাহা আল্লাহ পছন্দ করেন। ইহাই নাস্তিক তাফসীর। কারণ قُرْبَى শব্দটি قُرْبَى হইতে নির্গত হইয়াছে। উহার অর্থ হইল প্রত্যাবর্তন করা। বলা হইয়া থাকে ان مَلَأْنِ অমুক প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। ইয়শাদ হইয়াছে ان الْبَيْنَا اَبَانَهُمْ অনশাই আনাদের নিকট তাহাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেন তখন তিনি বলিতেন اَبَانُوا رَبَّنَا حَامِلُونَ আমরা হইলাম প্রত্যাবর্তনকারী। তাওযাকারী, ইবাদতকারী ও আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।

(২৬) وَأَنْتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبْدِرْ رَيْبًا ۝

(২৭) إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

(২৮) وَإِنَّمَا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ بِتَبَعَاءِ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهُنَّ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا

مَيْسُورًا ۝

২৬. আর আত্মীয়স্বজনকে দিবে তাহার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করিও না।

২৭. যাহারা অপব্যয় করে তাহারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তাহার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

২৮. এবং যদি উহাদিগ হইতে তোমার মুখ ফিরাইতে-ই হয় যখন তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় থাক তখন উহাদিগের সহিত নম্রভাবে কথা বলিও।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দেওয়ার পর তাহারই সাথে সাথে আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে স্বীয় মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার কর, অতঃপর পর্যায়ক্রমে যে আত্মীয় অধিক নিকটবর্তী তাহার সহিতও সদ্ব্যবহার করিবে। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْكَلَ لَهُ فِي رُؤْفِهِ وَيُسَبَّأَ لَهُ فِي أَلْفِئَةٍ فَلْيُصَلِّ بِهِ যে ব্যক্তি স্বীয় বিধিক ও হংসাত বৃদ্ধির কামনা করে সে যেন আত্মীয়দের সহিত সদ্ব্যবহার করে। হাফয আবু বকর বায্খার বলেন, আব্বাদ ইবনে ইয়াকুব (র)...হযরত আবু সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত যখন وَأَنْتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ আয়াত অবতীর্ণ হইল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত ফাতেমা (রা)কে ডাকিয়া ফাদাক এর জমী

দান করিলেন। বায্খার (র) বলেন, ফুযাইল ইবনে মারযুক হইতে আবু ইয়াহুইয়া তায়মী ও হুমাইদ ইবনে হাম্বাদ ইবনে আবুল জাওয়া বাতিত অন্য কেহ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন বনিয়া আশাদের জানা নাই। তবে হাদীসটির মর্ম বিস্তৃত হওয়ার ব্যাপারটি বড় কঠিন কারণ, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে, অথচ, ফাদাক বিজয় হইয়াছে খায়বরের সময় সপ্তম হিজরী সনে। অতএব উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং হয় হাদীসটি ফুনকার কিংবা ইহা শিয়াদের মন গড়া বানানো হাদীস اَعْلَمُ وَاللَّهُ اَعْلَمُ মিসকীন ও মুসাফিরদের সম্পর্কে সূরা বারাআতে বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে অতএব পুনরায় আর উহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। قوله وَأَنْتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ আয়াত তা'আলা প্রথম ব্যয় করিবার নির্দেশ দান করিয়া পরে অপব্যয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অর্থাৎ রূপক হওয়াও উচিত নহে আর অপব্যয় করাও ঠিক নহে বরং মধ্য পন্থাবলম্বন করা উচিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَالًا ۝

অর্থাৎ মুদ্রিনগণ যখন ব্যয় করেন তখন তাহারা না সীমা অতিক্রম করিয়া ব্যয় করে আর না একেবারেই হাত গুটিয়া লয়। অতঃপর অল্পেই তা'আলা অপব্যয়ের নিষেধ করিয়া বলেন ان الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই অর্থাৎ তাহারা শয়তানের সঙ্গী। হযরত ইবনে মাসউদ (র) বলেন, التَّبْدِيرُ অর্থ, "অন্যায়ভাবে ব্যয় করা" হযরত ইবনে আব্বাসও এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, মুজাহিদ বলেন, যদি কোন মানুষ হক পথে তাহার সমস্ত মালও ব্যয় করে তবুও তাহাকে অপব্যয়কারী বলা হবে না। আর যদি অন্যায়ভাবে এক মুদ্র (সামান্য) পরিমাণ মালও ব্যয় করে তবুও সে অপব্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কাতাদাহ বলেন, التَّبْدِيرُ বলা হয়, আল্লাহর ন্যায়শাসনী অন্যায় ও ফাদাদের কাজে খরচ করা।

ইমাম আহমদ বলেন হাশিম ইবনে কাসিম (র)...হযরত আনাদ ইবন হারেক (র:) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা বনী তাইম গোত্রীয় একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি একজন সম্পদশালী লোক পরিবার বড় ও শহরবাসী ; আপনি বলুন আসি কি করিব ও কিভাবে উহা খরচ করিব? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তোমার মালের যাকাত আদায় করিবে ইহা দ্বারা তুমি পবিত্র হইয়া যাইবে আর তোমার আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। ভিক্ষকের হক আদায় করিবে এবং প্রতিবেশী ও মিসকীনের হক আদায় করিবে। তখন লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আরো সংক্ষিপ্তভাবে আমাকে বলুন। তখন তিনি বলিলেন তোমার আত্মীয়-স্বজনের মিসকীনের ও মুসাফিরের হক আদায় করিবে এবং কোন অপব্যয় করিবে না। তখন সে বলিল ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট। ইয়া রাসূলুল্লাহ

যখন আপনার প্রেরিত লোকের নিকট যাকাত আদায় করিয়া দিব তলে কি আল্লাহ ও তাহার রাসুলের নিকট দায়িত্ব মুক্ত হইতে পারিলাম তখন তিনি বলিলেন, হাঁ, যখন তুমি আমার প্রেরিত লোকের নিকট যাকাত আদায় করিবে তখন তুমি মুক্ত হইবে এবং তোমার জন্য সওয়ার নির্ধারিত হইবে। আর যে ব্যক্তি উহা পরিবর্তন করিলে, সে হইবে ওনাহগার। **ان الْمُبْدِرِينَ كَانُوا اَشْوَانَ الشَّيَاطِينِ** অপর্যায়কারীরা বোকামী, আল্লাহর নাফরমানী ও ওনাহর মধ্যে লিপ্ত হওয়ার কারণে শরতানের ভাই; এজন্যই ইরশাদ হইয়াছে **كَفُورًا رَبِّهِ كَفُورًا** আর শরতান তাহার প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ। কারণ সে আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহার আনুগত্য স্বীকার করে নাই বরং সে তাহার হুকুমের বিরোধিতা করিয়াছে ও নাফরমানী করিয়াছে। **اِنَّ قَوْلَهُ وَاِنَّا نَعْرَضُنْ عَنْهُمْ اِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ** আর যদি আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ নক্সানের প্রত্যাশায় তাহাদের হইতে বিমুখ হন অর্থাৎ যখন আপনার আত্মীয় স্বজন এবং সেই সকল লোক মাহাদিগকে আসি দান করিতে আদেশ করিয়াছি তাহারা আপনার নিকট কিছু প্রার্থনা করে এবং তাহাদিগকে দান করিবার জন্য আপনার নিকট কিছুই না থাকার কারণে আপনি বিমুখ হন **فَقُلْ لَهُمْ** **فَقُلْ لَهُمْ** তবে আপনি তাহাদের সহিত নম্রভাবে কথা বলুন; অর্থাৎ তাহাদের নিকট এই ওয়াদা করুন যে, যখন আল্লাহর পক্ষ হইতে বিধিক আসিলে তখন ইনশাআল্লাহ তাহাদিগকে দান করিব। মুজাহিদ, ইকারিমা সাঈদ ইবনে হুইয়ে, হাসান, তাহাদাহ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই তাফসীর করিয়াছেন।

(২৭) **وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ**

تَتَّعِدُ مَلُومًا مَّحْسُورًا

(২০) **اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَاِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا**

২৯. তুমি তোমার হস্ত তোমার ঘাঁড়ের আবদ্ধ করিয়া রাখিও না এবং উহা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করিও না, তাহা হইলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হইবে।

৩০. তোমার প্রতিপালক যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার বিধিক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা নীমিত করেন; তিনি তাহার বান্দাদিগের সবকে সম্যক পরিজ্ঞাত সর্বদ্রষ্টা।

তাকসীর : উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা জীবন ধারায় মধ্যপথ অবলম্বন করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন এবং অপব্যয় হইতে নিবেদন করিয়া কৃপণতার নিন্দা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে **وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَىٰ عُنُقِكَ** অর্থাৎ এমন কৃপণও হইবেন না যে কাহাকেও কিছু দান করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। অভিশপ্ত ইয়াহূদীরা বলে **اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ** আল্লাহর হাত আবদ্ধ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহকেও কৃপণ বলিয়া

অভিশপ্ত করিয়াছে (নাউযবিলাহ) **وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسِطِ** অর্থাৎ ব্যয় করিবার বেলায় একেবারেই মুক্তহস্তও হইবেন না আপনার শক্তি সামর্থ্য অপেক্ষা অধিক দান করিবেন না তাহা হইলে আপনি নিন্দিত ও নিঃস্ব হইয়া বসিয়া থাকিবেন। অর্থাৎ যদি আপনি কৃপণতা করেন তবে মানুষ আপনার নিন্দা করিবে ও ভিতরকার করিবে যেমন প্রসিদ্ধ কবি মুহাইর বলেন

مَنْ كَانَ ذَمًا لِمَالٍ فَيَحُلْ بِمَا لَهُ + عَلَىٰ قَوْمِهِ يَسْتَفِثُ عَنْهُ وَلَدِيهِمْ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধন সম্পদের অধিকারী হইয়া কৃপণতা করে তবে মানুষ তাহার

নিকট হইতে বে-নিয়াম হইয়া যায় এবং তাহার নিন্দা করিতে শুরু করে। আর যখন আপনি আপনার সামর্থ্য অপেক্ষা অধিক খরচ করিবেন তখন আপনি নিঃস্ব হইয়া পড়িবেন এবং সেই সোয়াবীদ ন্যায় অবস্থা হইবে যে চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং অক্ষম হইয়া বসিয়া পড়ে। সূরা মূলক এর মধ্যে **حَسْبُ** শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে **فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ فَلَ تَرَىٰ مِنْ فُطُورِئِمُ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرْتَيْنِ** চোখ তুলিয়া দেখুন, কোথাও কোন জ্রুটি নম্বরে পড়ে নাকি! অতঃপর আবার চক্ষু উঠাইয়া দেখুন ইহা ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হইয়া আপনার নিকট ফিরিয়া আসিবে। অর্থাৎ কোন দোষ-জ্রুটি খুঁজিয়া না পাইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিবে। হযরত ইবনে আব্বাস (র), হাসান, তাহাদাহ, ইবনে জুরাইজ, ইবনে য়ায়েদ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, অলৌচ্য আয়াতে কৃপণতা ও অপব্যয়ের নিন্দা করা হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আবু যিনাদ আ'রাজ হইতে তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উপমা হইল সেই দুই ব্যক্তির ন্যায় যাহারা দুইটি লোহার পোশাক পরিধান করিয়াছে এবং পোশাক দুইটি বুক হইতে গলা পর্যন্ত তাহাকে জড়াইয়া আছে। দানশীল ব্যক্তি যতই ব্যয় করে তাহার লোহার পোশাকের কড়াগুলি ঢিল হইয়া পড়ে তাহার পোশাক প্রশস্ত হইয়া পড়ে এমনকি পোশাকটি তাহার হাতের আঙ্গুলীর মাথা পর্যন্ত পৌছিয়া যায় আর তাহার পায়ের চিহ্নও মিটাইয়া দেয়। আর কৃপণ যখন ব্যয় করিতে ইচ্ছা করে তখন লোহার প্রতিটি কড়া যথাস্থানে গাড়িয়া বসে এবং তাহার পোশাক সংকুচিত হইয়া পড়ে সে যতই উহা প্রশস্ত করিতে চেষ্টা করে সে তাহার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। বুখারী শরীফের যাকাত অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, হিশাম ইবনে উরওয়াহ (রা)...আসমা বিনতে আবু বকর হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এদিক এদিক সকল দিকেই ব্যয় কর। জমা করিও না তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা আটকাইয়া রাখিবেন। তোমরা ব্যয় করা বন্ধ করিও না তাহা হইলে আল্লাহও বন্ধ

করিয়া দিবেন! অপর এক বর্ণনায় হুমি মাল গণনা করিও না, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলাও গণনা করিয়া আটকাইয়া রাখিবেন। সর্হীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ মায়কফ (র)... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন, "আপনি ব্যয় করিতে থাকুন আপনাকেও দান করা হইবে।" বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, মু'আবীয়াহ ইবনে আবু মিয়রাদ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন "প্রত্যেক দিন সকালে দুইজন ফিরিশতা আসমান হইতে অবতীর্ণ হন। তাহাদের একজন এই দু'আ করেন, হে আল্লাহ! দানশীল ব্যক্তিকে বিনিসের দান করুন আর অপরজন এই দু'আ করেন, হে আল্লাহ! কৃপণের মালকে আপনি ধ্বংস করিয়া দিন। ইমাম মুসলিম কুতায়বাহ (র)... আবু হুরায়রা (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন, সকলো দ্বারা মাল ক্ষতি হয় না। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দানশীলে সন্মান বৃদ্ধি করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটের উদ্দেশ্যে মত্ৰতাবলখন করে আল্লাহ তাহাকে বুলন্দ করেন। আবু কাসীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (র:) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন, শোভ হইতে তোমরা বাঁচিয়া থাক, ইহা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে ধ্বংস করিয়াছে। ইহা তাহাদিগকে প্রথম কৃপণতার জন্য হুকুম করিয়াছে ফলে তাহারা কৃপণতা করিয়াছে অতঃপর ইহা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করিবার হুকুম করিয়াছে ফলে তাহারা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে অতঃপর ইহা তাহাদিগকে ফিসক-ফুজুর ও পাপচার করিবার নির্দেশ দিয়াছে, তাহারা তাহাও করিয়াছে। ইমাম বায়হাকী সা'দান ইবনে নূর হইতে তিনি আবু মু'আবীয়াহ হইতে তিনি আ'মাশ হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখনই কেহ সদকা করে তখন সত্তরটি শয়তানের চোয়ালের হাড় ভাঙিয়া যায়।

ইমাম আহমদ বলেন আবু উবায়দা হাম্বদ (র)... আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ব্যয় করিতে মধ্যমত অবলম্বন করে সে দরিদ্র হয় না **قوله إنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ**। আপনকার প্রতিপালক যাহাকে ইচ্ছা, রিযিক প্রস্তুত করেন এবং সংকুচিত করেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই রিযিকদাতা, তিনিই উহা প্রস্তুত করেন এবং সংকুচিত করেন স্বীয় দাসনূরের বেলায় যেমন ইচ্ছা পরিবর্তন করেন। যাহাকে ইচ্ছা ধনী করেন, যাহাকে ইচ্ছা দরিদ্র করেন। কারণ ইহাতেই হিকমত রহিয়াছে। **إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا**। তিনি তাহার বান্দাদের সম্পর্কে অবহিত রহিয়াছেন ও দেখিতেছেন কে ধনী হইবার উপযুক্ত এবং কে দরিদ্র হইবার যোগ্য। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে।

إِنَّ مِرْعَابَ عِبَادِي لِمَنْ لَا يَصْلِحُ إِلَّا الْفَقْرُ وَكَوَأْمَنِيَةً لَأَقْسَدُ عَلَيْهِ رَبِّي

আমার কোন কোন বান্দা এমন আছে যে কেবল দরিদ্রতাই তাহার জন্য উচিত যদি আমি তাহাকে ধনী করিয়া দেই তবে তাহার দীন নষ্ট হইয়া যাইতে। পক্ষান্তরে আমার কোন কোন বান্দা এমনও আছে যাহার পক্ষে কেবল যে ধনী হওয়াই তাহার জন্য উচিত যদি তাহাকে আমি দরিদ্র করিয়া দেই তবে তাহার দীন নষ্ট হইয়া যাইতে। কোন কোন মানুষের পক্ষে ধন আল্লাহর পক্ষ হইতে ছিল দেওয়া মাত্র। তাহার কাহারও পক্ষে দরিদ্র হইল শাস্তি। "অপ-ইয়যু বিলাহ"।

(২১) **وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ مِمَّا إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيراً**

৩১. তোমাদিগের সন্তানদিগকে দরিদ্র ভয়ে হত্যা করিও না। উহাদিগকে ও তোমাদিগকে আমি রিযিক দিয়া থাক। উহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পিতামাতা তাহাদের সন্তানের প্রতি যতটুকু অনুগ্রহশীল হয় তাহার চাইতে অধিক অনুগ্রহশীল হন আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদের প্রতি। কারণ তিনি সন্তান হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। একদিকে তিনি সন্তানকে মীরাসের মাল দান করিতে হুকুম দিয়াছেন অপর দিকে তাহাদিগকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। জাহেলী যুগে কন্যা সন্তানকে মীরাসের মাল দান করা হইত না বরং অনেকে কন্যা সন্তানকে পরিবারিক ব্যয় ভার বহনের ভয়েও হত্যা করিয়া ফেলিত। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে দুইটি জঘন্য কাজ হইতেই নিষেধ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে **وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ** তোমরা ভবিষ্যতে দারিদ্রের ভয়ে স্বীয় সন্তানদিগকে হত্যা করিও না তাহাদের রিযিকের দারিদ্র আমারই। **نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ** আমিই তাহাদিগকে রিযিক দান করিব আর তোমাদিগকেও। আয়াতের মধ্যে সন্তানকে রিযিকদানের কথা প্রথম উল্লেখ করিয়া উহার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সূরা "আল-আম্ব" এর মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে **وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ** দারিদ্রের কারণে তোমরা স্বীয় সন্তানদিগকে হত্যা করিও না। **نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ** আমি তোমাদিগকে রিযিক দান করিব আর তাহাদিগকেও। **إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيراً** অবশ্যই তাহাদের হত্যা করা বড়ই ওনাহর কাজ। কেহ কেহ **خَطَاً** পড়িয়া থাকেন উভয় শব্দের অর্থে কোন পার্থক্য নাই। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম কোন ওনাহ সর্বাধিক বড়, তিনি বলিলেন, আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করা যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার পর কোনটি? তিনি

বলিলেন, তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা কর যে, সে তোমার অঙ্গে শরীক হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রী সহিত ব্যভিচার করা।

(২২) وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّ سَاءَ سَبِيْلًا ۝

৩২. আবেদ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হইও না, ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

তাহসীর : আল্লাহ তা'আলা তাহার বাঙ্গাদিগকে ব্যভিচারের সর্বপ্রকার উপায় উপকরণ হইতে দূরে থাকিবার নির্দেশ করিয়াছেন। وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً। তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হইও না উহা মন্তবড় গুনাহ সَبِيْلًا এবং উহা জঘন্য পথ।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ ইবনে হাজ্জন (র) আবু উমামাহ হইতে বর্ণিত একবার এক যুবক নবী করীম (সা) এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ব্যভিচার করিবার অনুমতি দান করুন, ইহা শুনিয়া লোকেরা তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, চূপ কর চূপ কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন, সে নিকটে আসিল, তাহাকে বসিতে বলিলেন, সে বসিল। তখন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আচ্ছ তুমি কি ইহা তোমার মায়ের জন্য পছন্দ কর? সে বলিল, আপনার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হইউক। ইহা আমি আমার মায়ের জন্য পছন্দ করি না। তিনি বলিলেন অন্য কোন লোকও ইহা তাহাদের মায়ের জন্য পছন্দ করে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে তোমার কন্যার জন্য কি ইহা পছন্দ কর? সে বলিল আপনার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হইউক। আমার কন্যার জন্যও আমি ইহা পছন্দ করি না। তিনি বলিলেন অন্য লোকও ইহা পছন্দ করে না। তখন আবার রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে তোমার ভগ্নির জন্য কি পছন্দ কর? সে বলিল, আমার জীবন আপনার প্রতি উৎসর্গ আমি ইহাও পছন্দ করি না। তিনি বলিলেন, অন্য লোকও ইহা পছন্দ করে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ফুফুর জন্য কি তুমি ইহা পছন্দ কর? সে বলিল, আমার জীবন, আপনার প্রতি উৎসর্গ হইউক, আমার ফুফুর জন্যও আমি ইহা পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, অন্য লোকও তোমার ন্যায় পছন্দ করে না। অবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছ বলতো দেখি, তোমার খানার জন্য কি তুমি পছন্দ কর যে সে ব্যভিচার করুক। সে বলিল না, আমি ইহাও পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন অন্যান্য লোকও তাহাদের খানাদের জন্য ইহা পছন্দ করে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় হাত তাহার উপর রাখিয়া এই দু'আ করিলেন اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبِي وَطَهِّرْ قَلْبِي

وَأَحْصَنَ قَرِيْبِي هে আল্লাহ! আপনি তাহার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিন, তাহার অন্তর পরিষ্কার করিয়া দিন ও তাহার নজ্জাহানকে হিফযাত করান। বানী বলেন, তাহার পর সেই যুবক কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিত না।

ইবনে আবুদদুনুয়া বলেন, আগার ইবনে নসর (র) হায়সাম ইবনে মানেক তা-ই (র) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) তিনি বলেন :

مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ السُّرْرِ لِي اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ نُّطْقَةٍ وَّضَعَهَا فِي رِجْمٍ لَا يَحِلُّ لَهٗ

শিরকের পরে ইহার চাই অধিক বড় গুনাহ আর নাই যে কেহ তাহার বীর্ষ এগন কাহার গর্ভে নিক্ষেপ করে যাহা তাহার পক্ষে হালাল নহে।

(২৩) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ الْاَبْحَثُ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيْهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنصُوْرًا ۝

৩৩. আল্লাহ তাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন বর্ধার্থ কারণ ব্যক্তিকে তাহাকে হত্যা করিও না। কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হইলে তাহার উত্তরাধিকারীকে তো আমি উহা প্রতিকারের অধিকার দিয়াছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে, সে তো সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেই।

তাহসীর : কোন মানুষকে শরয়ী হক ব্যতিত হত্যা করিতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে মুসলমান এই সাক্ষ্য দান করে যে আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল তাহাকে হত্যা করা জায়েয নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন মানুষকে হত্যা করিয়াছে তাহার বিনিময়ে, যে বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে তাহাকে হত্যা করা জায়েয। অন্যান্য সুন্নাহ প্রাপ্তে বর্ণিত لِيُرْوٰلُ الدُّنْيَا عِنْدَ اللّٰهِ اَفْوٰى مِّنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ কোন মুসলমানকে হত্যা করার চাইতে দুনিয়া ধ্বংস হওয়া আল্লাহর নিকট অধিক সহজ। আর যে ব্যক্তি মযলুম হইয়া নিহত হইয়াছে আমি তাহার উত্তরাধিকারীকে হত্যাকারীর উপর ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি। সেই ইচ্ছা করিলে হত্যাকারীকে হত্যা করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে রক্তপণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে আর ইচ্ছা করিলে কোন বিনিময় গ্রহণ করা ছাড়াই তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে। হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াত দ্বারা ইহাও প্রমাণ করিয়াছিলেন যে হযরত মু'আবীদাহ (র) সাম্রাজ্যের ক্ষমতা লাভ করিলেন। কারণ তিনি ছিলেন হযরত উসমান (রা) এর অলী ও উত্তরাধিকারী। আর হযরত উসমান (র) চরমভাবে মযলুম হইয়া

শহীদ হইয়াছিলেন। হযরত মু'আবীয়াহ (রা) হযরত আলী (রা) হইতে হযরত উসমান (রা) এর হত্যাকারীদিগকে তাহার নিকট অর্পণ করিবার দাবী করিতেছিলেন যাহাতে কেসাস লইতে পারেন। কারণ তিনি উম্মুবী ছিলেন। অপর দিকে হযরত আলী (রা) তাহার পূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এই ব্যাপারটি বিলম্বিত করিতে চাহিতেছিলেন। এবং তিনি হযরত মু'আবীয়াহ (রা)-এর নিকট শাম প্রদেশকে তাহার কাছে হস্তান্তর করিবার দাবী করিতেছিলেন। এবং হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদিগকে তাহার নিকট অর্পণ করিবেন না। এবং শাম প্রদেশকেও তিনি হস্তান্তর করিবেন না। সুতরাং তিনি এবং শাম প্রদেশের অধিবাসীরা হযরত আলী (রা)-এর নিকট বায়'আতে গ্রহণ হইতে বিরত থাকিলেন। তাহাদের পারস্পারিক বিরোধ দীর্ঘ হইল অবশেষে হযরত মু'আবীয়াহ (রা) শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াত দ্বারা হযরত মু'আবীয়া (রা)-এর এই শাসন ক্ষমতা লাভ করাই প্রমাণিত করিয়াছেন। ইহা একটি আশ্চর্যজনক বিষয়। ইমাম জারবানী তাহার মু'জাম গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইয়াহুইয়া ইবনে আব্দুল বাকী....তিনি যাহদাম আল জারয়ী হইতে বর্ণিত একবার আমরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রাত্রীকালিন কথাবার্তা শুনিতেছিলাম তখন তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে একটি কথা শুনাইব যাহা না তোমরা গোপন কথা আর না প্রকাশ্য। হযরত উসমান (রা)-এর সহিত যাহা করা হইয়াছিল তখন হযরত আলী (রা) কে পরামর্শ দিলাম যে আপনি নির্জনতা অবলম্বন করুন। আল্লাহর কসম, যদি আপনি গৃহের মধ্যেও লুকাইয়া থাকেন, তবে আপনাকে খুঁজিয়া বহির করা হইবে কিন্তু তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। তোমরা শুনিয়া রাখ আল্লাহর কসম, হযরত মু'আবীয়াহ অবশ্যই তোমাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইবেন, কারণ আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন **وَمَنْ قُتِلَ يَأْتِيهِمْ مَوَالِيهِمْ فَذُلُّوا عَلَيْهِمْ فَلْيَسْتَعِظُوا مِنْ ذَلِكَ** যাহাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হইয়াছে তাহার উত্তরাধিকারীকে আমি ক্ষমতা দান করি অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা অতিক্রম না করে। শুনিয়া রাখ এই কুরাইশীগণ তো তোমাদিগকে পারস্য ও রুমীদের পদ্ধতিতে চলিবার জন্য উত্তেজিত করিবে। শুনিয়া রাখ নাসারা ইয়াহুদী ও অগ্নিপূজকরা তোমাদের মুকাবিলায় দত্যমান হইবে সে দিনে যাহারা ন্যায় ও সত্যকে মঘবৃত করিয়া ধরিবে সে মুক্তি লাভ করিবে আর যাহারা উহা ত্যাগ করিবে তাহারা পূর্ববর্তী সেই সকল লোকদের ন্যায় হইবে যাহারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আর পরিত্যাপের বিষয়, তোমরাও সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা ন্যায় ও সত্যকে পরিত্যাপ করিয়াছে **وَمَنْ قُتِلَ** অর্থাৎ অলীও নিহত ব্যক্তির

উত্তরাধিকারী যেন হত্যাকারীকে হত্যা করিবার ব্যাপারে সীমা অতিক্রম না করে। অর্থাৎ হত্যাকারীর নাক কান ইত্যাদি অংগ কর্তন না করে কিংবা প্রকৃতপক্ষে যে হত্যাকারী নহে তাকে যেন হত্যা না করে।

(২৬) **وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۗ**

(২৭) **وَأَوْفُوا الْكَيْلَ ۖ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنْتُمْ بِالْقِسْطِ ۗ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۗ**

৩৪. ইয়াতীম বয়োজ্ঞাণ্ড না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইওনা এবং প্রতিশ্রুতি পালন করিও; প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।

৩৫. মাপিয়া দিবার সময় পূর্ণমাপে দিবে এবং ওজন করিবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, ইহাই উত্তম পরিপামে উৎকৃষ্ট।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন **وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ** তোমরা সদুপায়ে ছাড়া এতীমের মালের কাছেও যাইবে না অর্থাৎ অন্তত নিয়তে তাহাদের মাল কোন প্রকার ব্যয় করিবে না।

وَلَا تَأْكُلْ مِمَّا اسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِظْ وَمَنْ كَانَ فَاقِرًا فَلْيُكْفِ ۗ كُلٌّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থাৎ তোমরা এতীমদের মাল অপব্যয় হিসাবে এবং তাহাদের যৌবনে উপনিত হইবার পূর্বেই সাবাড় করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে খরচ করিবে না। যাহার লালন পালনে কোন প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে যদি সে নিজে সম্পদশালী হয় তবে তাহার পক্ষে এতীমদের মাল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকা উচিত আর যদি সে দরিদ্র মুখাপেক্ষী হয় তবে তাহার জন্য প্রয়োজন পরিমণ খাইবার অনুমতি রহিয়াছে মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু বর (রা) কে বলিলেন, হে আবু বর! আমি তো তোমাকে দুর্বল দেখিতেছি, আমি তোমার জন্য তাহাই পছন্দ করি যাহা আমি আমার নিজের জন্য পছন্দ করি। সাবধান, তুমি দুইজন মানুষের উপরও আমীর হইও না আর কোন এতীমের মালের দায়িত্বভারও গ্রহণ করিও না।

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ তোমরা তোমাদের পারস্পারিক প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর এবং মেনেদেনের ব্যাপারে যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছ উহাও পূর্ণ কর। উভয় বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে **وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ** আর তোমরা যখন মাপিবে

তখন পূর্ণ মাপিবে, কম করিবে না এবং মানুষকে তাহাদের পূর্ণ প্রাপ্য দান করিবে وَيَتَوَكَّلُ بِالْقِسْطِ আর সঠিক দাড়িপাল্লায় ওজন করিবে। الْقِسْطِ শব্দটি এর ছন্দে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থ দাড়িপাল্লা ওজন করিবার বস্তু। মুজাহিদ (রা) বলেন, কসী ভাষায় قِسْطًا অর্থ, ইনসাফ করা الْمُسْتَقِيمُ মতোর মধ্যে কোন প্রকার বক্রতা নাই আর মড়াচড়াও নাই। ذَلِكَ خَيْرٌ ইহাই তোমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের জন্য উত্তম। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে تَوَكَّلْ وَأَحْسِنْ পরিণতির দিক থেকেও উত্তম এবং শুভ। সায়ীদ হযরত কাতাদাহ হইতে তَوَكَّلْ وَأَحْسِنْ তাকসীর প্রসংগে বলেন عَاقِبَةُ خَيْرٌ تَوَكَّلْ وَأَحْسِنْ অর্থাৎ সওয়াবের দিক হইতে মর্পলজনক ও পরিণতির দিক হইতে উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিতেন, হে ব্যবসায়ীগণ! তোমরা দুইটি বস্তুর অধিকারী হইয়াছ, যার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। দাড়িপাল্লা ও মাপিবার পাত্র। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন, রাসূলুছাহ (সা) আরো ইরশাদ করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন হারাম কাজ করিতে সক্ষম অতঃপর সে কেবল আল্লাহর ভয়ে উহা ত্যাগ করে তবে আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়ায়-ই উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তু তাহাকে দান করেন।

(২৬) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

৩৬. যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই উহার অনুসরণ করিও না, কর্ণ চক্ষু হৃদয় উহাদিগের প্রত্যেকের সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।

তাকসীর : আলী ইবনে তালহা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে لَا تَقْفُ এর অর্থ لَا تَقْفُ বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ কিছু বলিও না। আওফী বলেন, ইহার অর্থ হইল না জানিয়া না গনিয়া কাহারও সম্পর্কে কোন দোষ বর্ণনা করিও না এবং অপবাদ করিও না। মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়াহ বলেন, ইহার অর্থ হইল, কাহারও সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিও না। কাতাদাহ বলেন, ইহার অর্থ হইল না দেখিয়া না শুনিয়া এবং না জানিয়া তুমি এই কথা বলিও না যে "আমি দেখিয়াছি আমি গনিয়াছি ও আমি জানিয়াছি।" কারণ আল্লাহ তা'আলা এই সকল ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিবেন। সারকথা হইল, সঠিকভাবে না জানিয়া ও না গনিয়া কেবল ধারণা করিয়া কিছু বলিতে আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে اجْتَنِبُوا كَيْفَ يُرَى مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ তোমরা অনেক ধারণা হইতে বাঁচিয়া থাক। কারণ কোন কোন ধারণা গুনাহ। হাদীস শরীফে বর্ণিত إِثْمٌ وَالظَّنُّ نَاقِ الظَّنِّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ তোমরা ধারণা করা হইতে বাঁচিয়া থাক, কারণ ধারণা হইল সর্বাধিক বড় মিথ্যা কথা। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত

"মানুষের ধারণা করে" কোন ব্যক্তির এই কথা বড়ই জঘন্য। অপর এক হাদীসে বর্ণিত, সর্বাধিক জঘন্য অণবাধ হইল, যে বস্তু চক্ষু দ্বারা দেখে নাই অথচ বলিল যে দুই চক্ষু দ্বারা দেখিয়াছে। অপর এক সহীহ হাদীসে বর্ণিত "যে ব্যক্তি কোন মিথ্যা স্বপ্নের কথা বলে কিয়ামতে দিবসে তাহাকে দুইটি যব একটিকে অপরটির সহিত বাঁধিবার জন্য শাস্তি দান করা হইবে যাহা সে ব্যাধিতে সক্ষম হইবে না। كُلُّ أَوْلَايِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا" আর এই সকল কান চক্ষু ও অন্তরনমূহ সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে প্রশ্ন করা হইবে যে এই সকল শক্তি দ্বারা বান্দা কি কাজ করিয়াছে? আয়াতে ذَلِكَ هَلْهَلَّ أَوْلَايِكَ ব্যবহার করা শুধু হইয়াছে যেমন কবির কবিতায় এই ব্যবহার হইয়াছে

تَمَّ النَّازِلُ بَعْدَ مَنَزَلَةِ النَّوَى + وَالْعَيْشُ بَعْدَ أَوْلَايِكَ الْآتَامُ

উক্ত কবিতায় الْآتَامُ এর স্থলে أَوْلَايِكَ ব্যবহার করা হইয়াছে।

(২৭) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

(২৮) كُلُّ ذَلِكِ كَانَ سَيِّئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

৩৭. ভূ-পৃষ্ঠে দ্রুততরে বিচরণ করিও না; ভূমি তো কখনই পদতরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিতে পারিবে না এবং উচ্চতায় ভূমি কখনই পর্বত প্রমাণ হইতে পারিবে না।

৩৮. এই সমস্তের মধ্যে যে গুলি মন্দ কাজ সেই গুলি তোমার প্রতিপালকের নিকটি ঘৃণ্য।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা দস্তের সহিত চালচলন নিষেধ করিয়া বলেন وَلَا تَمْشِ আপনি অহংকারীদের ন্যায় বুক টান করিয়া দস্তের সহিত চলিবেন না। إِنَّ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ আপনি কখনও যমীনকে বিদীর্ণ করিতে পারিবেন না।

অর্থাৎ তোমার আত্মগর্ব ও অহংকারের মাধ্যমে পাহাড় সমান উচু হইতে পারিবে না বরং কোন কোন সময় এই রূপ অহংকারীকে তাহার কামনা বাননার উল্টা শাস্তিও দান করা হয়। যেমন সহীহ হাদীস শরীফে বর্ণিত, পূর্ববর্তী যুগে এক ব্যক্তি তাহার কাণে দুইটি চাদর খুলাইয়া অহংকার ও দর্পের সহিত চলিতেছিল হঠাৎ তাহাকে যমীনে বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া হইল এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে নীচের দিকে যাইতে থাকিবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কামান সম্পর্কেও সংবাদ দিরাছেন যে, সে বড় অহংকার ও দর্পের সহিত তাহার দলবলসহ বাহির হইলে আল্লাহ তাহাকে তাহার বাড়ীঘরসহ বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত,

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নম্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ তাহাকে বুলন্দ করিয়াছেন সে নিজের ধারণায় ছোট হইলেও মানুষের নিকট সে বড়। আর যে ব্যক্তি অহংকার করে আল্লাহ তাহাকে খাট করিয়া দেন সে নিজের ধারণায় বড় হইলেও মানুষের নিকট সে তুচ্ছ। এমনকি সে তাহাদের নিকট কুকুর ও শূকরের অপেক্ষাও অধিক তুচ্ছ বিবেচিত হয়।

আবু বকর ইবনে আবুদদুনুয়া তাহার "আল খামূল ওয়া তাওয়ানু" গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন আহমদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে কসীর (র)... আবু বকর হুমলী হইতে বর্ণিত যে একবার অমর হযরত হাসান বসরী (র)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় ইবনুল আহয়াম খলীফা মানসূর-এর নিকট যাইতেছিল। সে রেশমের একটি জুকা পরিধান করিয়াছিল। পায়ের গোছার উপর উহা দুই ভাজে সেলাই করা ছিল। এবং নীচ হইতে তাহার কুরআন দেখা যাইতেছিল। সে বড় অহংকার ও দর্পের সহিত চলিতেছিল। এমন সময় হযরত হাসান বসরী (র) তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন উফ, উফ, নাক উঁচু করিয়া কাঁধ কুলাইয়া মুখসঙন ফুলাইয়া নিজের দিকে অহংকার ভরে তাকাইয়া কিভাবে এই আহমক চলিতেছে, অর্থাৎ সে বোকা সে নিজের অবস্থার ওপর দৃষ্টিপাত করে। সে আল্লাহর নিয়ামতসমূহের মধ্যে থাকিয়া না শোকর করে, না উহার কোন আলোচনা করে না উহার মধ্যে আল্লাহর যে হুক রহিয়াছে তাহা আদায় করে আর না আল্লাহর হুকম পালন করে; আল্লাহর শপথ যে পাগলের ন্যায় জহীর হইয়া নিজেকে চলাইয়াছে। তাহার প্রতি অংগ প্রত্যংগে আল্লাহর নিয়ামত রহিয়াছে অথচ, শয়তান তাহার প্রতি অভিশাপ দান করে। ইবনুল আহয়াম হযরত হাসান (র)-এর এই কথা শুনিয়া প্রত্যাবর্তন করিল এবং তাহার দরবারে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন নাই বরং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তুমি কি আল্লাহর এই বাণী শুনিতে পাও নাই **طُورُوا لِنَجَاتِ الْغَيْبِ وَالْأَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجَبَانَ طُورُوا**। তুমি দর্পের সহিত যমিনে খাটিও না; তুমি না যমীনকে বিনীর্ণ করিতে পারিবে আর না পাহাড় সমান উঁচু হইতে পারিবে। প্রসিদ্ধ আবেদ বুখতরী একবার হযরত আলী (রা) এর বংশের এক ব্যক্তিকে অহংকার ভরে চলিতে দেখিয়া বলিলেন, হে ব্যক্তি! যাহার কারণে তুমি সম্মান লাভ করিয়াছ তিনি এইভাবে চলিতেন না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি তখনই একপা চলা বর্জন করিল। একবার হযরত ইবনে উমর (রা) এক ব্যক্তিকে অহংকার ভরে চলিতে দেখিয়া বলিলেন, শয়তানের কিছু ভাই আছে তাহার এইরূপই হইয়া থাকে। খালেদ ইবনে মা'দান বলেন, তোমরা দর্পের সহিত চলা হইতে বিরত থাক। কারণ, মানুষের হাত তাহার অন্যান্য অংগ সমূহের একটি। ইবনে আবুদদুনুয়া রেওয়াজেও দুইটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবুদদুনুয়া বলেন খলফ ইবনে

মিশাম বাখ্খার (র) মুহসিন (র) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যখন আমার উম্মত অহংকার ও দর্পের সহিত চলিবে এবং পায়স ও রুমের অপিবাসীরা তাহাদের খেদমত করিবে তখন এককে অপরের উপর প্রত্যাহিত করিবেন।

قوله كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا আয়াতে অপর এক কিরাআতে **لَا تَقْتُلُوا** পড়া হয়। অর্থাৎ গোনাহের কাজ ঐ কিরাআতে অনুসারে অর্থ হইল **لَا تَقْتُلُوا** হইতে এই পর্যন্ত যেই সকল কাজ হইতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছি তাহা সকলই তোমাদের কাজ এবং উহা আল্লাহর নিকট অতি অপছন্দনীয়। উহার কারণে তোমাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে। আর যেই কিরাআতে **سَيِّئُهُ** ইফতাসহ পড়া হয় সেই কিরাআতে অনুসারে অর্থ হইল **وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا** হইতে এই পর্যন্ত যে সকল হুকুম আহকাম বর্ণনা করা হইয়াছে উহার মধ্যে যে সকল অন্যান্য কাজের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। ইমাম ইবনে জরীর (র) এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন।

(২৭) **ذَلِكَ مِمَّا أَوْمَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُنْفِقُوا فِي جَهَنَّمَ مَكُومًا مَّدْحُورًا**

৩৯. তোমার প্রতিপালক ওহীর দ্বারা তোমাকে যে হিকমত দান করিয়াছেন এইগুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লাহর সহিত অপর ইলাহ স্থির করিও না, করিলে নিন্দিত বিভাঙিত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

তাহসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যেই সকল উত্তম চরিত্রের নির্দেশ দিয়াছি এবং যেই সকল জঘন্য কাজ হইতে আমি নিষেধ করিয়াছি তাহা হইল আপনার নিকট নাযিলকৃত অন্যান্য অহীর অন্তর্ভুক্ত। মানুষকে আপনি ইহার হুকুম করিবেন এই জন্যই আপনার নিকট নাযিল করা হইয়াছে **الْحَالِ الْآخَرَ** আর আপনি আল্লাহর সহিত অন্য কোন ইলাহ স্থির করিবেন না তাহা হইলে নিন্দিত হইয়া জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবেন। আপনি নিজেও নিজেকে ধিক্কার দিবেন, আল্লাহও ধিক্কার দিবেন আর সকল মাখলুকও ধিক্কার দিবে। **مُدْحُورًا** অর্থ সকল কল্যাণ হইতে দূরীভূত। হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ বলেন **مُدْحُورًا** অর্থ **مَطْرُودًا** অর্থাৎ বহিকৃত। প্রকাশ থাকে যে উপরোক্ত আয়াতসমূহে যদিও রাসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন করা হইয়াছে কিন্তু তাহাকে সম্বোধন করিয়া সকল উম্মতকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) মা'সূম ও নিষ্পাপ ছিলেন।

(৪০) **أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ آثَانَ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝**

৪০. তোমাদিগের প্রতিপালক কি তোমাদিগকে পুত্র সন্তানের জন্য নির্বাচিত করিয়াছেন এবং তিনি কি নিজে ফিরিশ্‌তাগণকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন? তোমরা তো নিশ্চয় ভয়ানক কথা বলিয়া থাক।

তাফসীর : যে সকল অভিশপ্ত মুশরিকরা ফিরিশ্‌তাগণকে আল্লাহর কন্যা সন্তান বলে, একদিকে তাহারা ফিরিশ্‌তাগণকে নারী স্থির করিয়াছে আবার তাহারা তাহাদিগকে আল্লাহর কন্যা সন্তান বলিয়াও দাবী করিয়াছে। অতঃপর তাহারা তাহাদের উপাসনাও করে তাহারা ফিরিশ্‌তাদের সম্পর্কে এই তিনটি ভুলই করিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন :

আচ্ছা তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারণ করিয়াছেন **إِنَّا كُنَّا مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاً** আর তোমাদের ধারণা অনুসারে তিনি নিজের জন্য কি ফিরিশ্‌তাগণকে কন্যা সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়াছে? অতঃপর অধিক কঠোর ভাষায় তাহাদের প্রতিবাদ করেন **إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا** "নিশ্চয়ই তোমরা বড়ই গুরুতর কথাবার্তা বলিতেছ" অর্থাৎ তোমরা তোমাদের ধারণা অনুসারে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান স্থির করিয়াছ অথচ তোমরা নিজদের জন্য উহা পছন্দ কর না বরং অনেক সময় তাহাদিগকে জীবিত হত্যাও করিয়া থাক। ইহা বড়ই অন্যায় বিতরণ। ইরশাদ হইয়াছে :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا - أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يُنْبِئُ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

আর তাহারা এই কথা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন অবশ্যই তোমারা বড়ই জম্মনা কথা বলিয়াছ সত্তবতঃ তোমাদের এই কথায় আসমান ফাটিয়া যাওয়ার এবং যমীন বিদীর্ণ হওয়ার আর পাহাড় পর্বত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। কারণ তাহারা রহমানের জন্য সন্তান স্থির করিয়াছে। অথচ রহমানের জন্য সন্তান গ্রহণ করা সমীচীন নহে আসমান ও যমীনের সকলেই তাহার নিকট দাস হইয়া হাযির হইবে। তিনি তাহাদিগকে ভালভাবে গণনা করিয়া রাখিয়াছেন। তোমাদের সকলেই কিয়ামত দিবসে এক একজন করিয়া তাহার দরবারে উপস্থিত হইবে (মারিয়াম -৮৯ - ৯৫)।

(৪১) **وَلَقَدْ مَرَرْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝**

৪১. এই কুরআনে বহু বিষয় আমি বার বার বিবৃত করিয়াছি যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাতে উহাদিগের বিমুখতায় বৃদ্ধি পায়।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন **لَقَدْ مَرَرْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا** আমি এই কুরআনে সর্বপ্রকার অমীদ দগাদেশ এই জন্য বর্ণনা করিয়াছি, যেন তাহারা উহার দলীল প্রমাণ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে এবং উহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া শিরক ও যুলুম এবং অপবাদ হইতে বিরত থাকে। **وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا** কিন্তু যামিলদের পক্ষে হক ও সত্য হইতে কেবল বিমুখ হওরা এবং উহা হইতে দূরে সরিয়া পড়া বাতীত ইহা দ্বারা অন্য কোন উপকার হয় না।

(৪২) **قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝**

(৪৩) **سُبْحٰنَهُ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝**

৪২. বল উহাদিগের কথামত যদি তাহার সহিত আরও ইলাহ থাকিত তবে তাহারা আরশ অধিপতিরধ্বংসিতা উপায় অন্বেষণ করিত।

৪৩. তিনি পরিত্র মহিমাম্বিত এবং উহারা যাহা বলে তাহা হইতে তিনি বহু উর্ধ্বে।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে সরোধন করিয়া বলেন হে মুহাম্মদ! (স) আপনি সেই সকল মুশরিকদিগকে বলিয়া দিন যাহারা আল্লাহ সহিত অন্যকে শরীক স্থির করিয়া তাহাদের উপাসনা করে এবং তাহারা ধারণা করে যে তাহাদের উপাসনা করিলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাইবে বস্তুতঃ তাহারা যদি কোন শরীক থাকিত, যাহার উপাসনা করিলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাইত এবং তাহারা আল্লাহর নিকট সুপারিশ করিতে সক্ষম হইত তবে তাহারাই আল্লাহর ইবাদত করিত এবং তা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে চেষ্টা করিত কিন্তু বাস্তবে ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অতএব তোমরা কেবল আল্লাহর-ই ইবাদত কর। আল্লাহ নৈকট্য লাভ করিতে অন্যের উপাসনাকে মাধ্যম করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেননা আল্লাহ উহা পছন্দ করেন না। বরং তিনি উহাকে অপছন্দ ও অস্বীকার করেন এবং সমস্ত রাসূল ও আখিরায়ে কিয়ামতের

মাধ্যমে উহা নিখিল ঘোষণা করিয়াছেন অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তাকে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইরশাদ করেন وَعَالَىٰ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُفُؤُونَ সকল সীমাবদ্ধিক্রমকারী যালিম মুশরিকরা যে ধারণা করে যে আল্লাহর সহিত অন্য শরীক আছে, উহা হইতে আল্লাহ পবিত্র عَلُوًّا كَبِيرًا তিনি উহা হইতে বহু উর্ধে। তিনি এক অদ্বিতীয় এবং বে-নিয়ায। তিনি না কাহাকে জন্ম দিয়াছেন আর না কেহ হইতে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন আর না কেহ তাহার সমকক্ষ আছে।

(৬৬) تَسْبِيحُ لَكَ السَّنَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
يَسْبِيحُ بِحَمْدِكَ وَلَكِنَّ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

৪৪. সগু আকাশ, পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তর্ভুক্তী সমস্ত কিছু তাহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নাই যাহা স্বপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু উহাদিগের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করিতে পার না। তিনি সহনশীল ক্ষমাপরায়ণ।

তাহসীর : আল্লাহর তা'আলা ইরশাদ করেন, সগু আসমান ও যমীন এবং উহাদের মধ্যে যাহা কিছু সৃষ্ট আছে সকল বস্তুই আল্লাহর পবিত্রতা তাহার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে এবং মুশরিকরা যে ধারণা পোষণ করে আল্লাহ সত্তা উহা হইতে বহু উর্ধে বলিয়া ঘোষণা করে। এবং কেবল মাত্র তিনিই প্রতিপালক তিনিই উপাস্য বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন।

نَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَكَ آيَةٌ + تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

“প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই আল্লাহর নিদর্শন রহিয়াছে যাহা তাহার তাওহীদেরই সাক্ষ্য বহন করে।” যেমন ইরশাদ হইয়াছে

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَنْصَغُرْنَ مِنْهُ وَتَكَادُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا إِنَّ دَعْوَا

الرَّحْمَنِ وَادُّ

তাছারা যে পরম করুণাময় আল্লাহর জন্য সন্তান স্থির করিয়াছে ইহার কারণে আসমানসমূহ ফাটিয়া যাইবার এবং যমীন বিদীর্ণ হইবার এবং পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। আবুল কাসেম তাবরানী (র) বলেন, আলী ইবনে আব্দুল আযীয (র)...আবদুর রহমান ইবনে ফুরত্ব (রা) হইতে বর্ণিত যে, যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) কে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করান হইয়াছিল সেই রাত্রে তিনি মাকামে ইবরাহীম ও যমযম কূপের মাঝে ছিলেন। হযরত জিবরীল তাহার ডাইন দিকে এবং হযরত মীকাইল তাহার বাম দিকে ছিলেন, অতঃপর তাহাকে সগু আসমান পর্যন্ত উড়াইয়া

ধইয়া যাওয়া হইল। তিনি প্রত্যাঘর্ষন করিয়া বলিলেন উর্ধ আকাশসমূহে আরো বহু তাসবীহসমূহের মধ্যে এই তাসবীহও আমি গুনিতে পাইলাম।

سَبَّحَتِ السَّمَاوَاتُ الْعُلَىٰ مِنْ دُئِ السَّهَابَةِ مُشْفِقًا ۚ لَوْلِيَا عَلَىٰ
سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَىٰ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَىٰ

বুলন্দ আসমানসমূহ আল্লাহর পবিত্রতা সোধণা করে। তাছারা ভীতিপূর্ণ মহান আল্লাহ হইতে ভীত সন্তত; মহান মহিমাময় আল্লাহ বড়ই পবিত্র তিনি বড়ই মহান وَدُّ আল্লাহর সকল সৃষ্ট বস্তুই প্রশংসার সহিত তাহার পবিত্রতা ঘোষণা করে; কিন্তু হে মানব জাতি! তোমরা তাহাদের পবিত্রতা ঘোষণা বুদ্ধিতে সক্ষম নহে। কারণ তাহাদের ভাষা ও তোমাদের ভাষা এক নহে। ইহাতে সকল প্রাণী, গাছপালা ও জড় পদার্থ সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করিতে বরাবর। ইহা দুইটি মতের বিতর্ক মত। নবীহ বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা খাদ্য আহার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা খাদ্য আহার করিবার সময় উহার তাসবীহ গুনিতে পাই। হযরত আবু যর (রা) হইতে বর্ণিত একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু কংকর হাতে উঠাইলে তিনি মৌমাছির শব্দে ন্যায় তাহার তাসবীহ গুনিতে পাইলেন। হযরত আবু বকর হযরত উমর ও হযরত উসমান (রা)-এর হাতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। মুনাযাদ গ্রন্থসমূহে এই শব্দটি প্রসিদ্ধ।

ইমাম আহমদ বলেন হাসান (র)...আনাস (র) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, একবার তিনি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন যাহারা তাহাদের দস্তায়মান সোয়ারীসমূহের উপর অবস্থান করিতেছিল তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা এই সকল সোয়ারীর উপর নিরাপদে আরোহণ কর এবং নিরাপদেই ত্যাগ কর। আর পথে ও বাজারে মানুষের সহিত কথা বলিবার জন্য তোমরা উহাদিগকে কুরসী (চেয়ার) বানাইও না। জানিয়া রাখ, বহু সোয়ারী তাহার আরোহী অপেক্ষা উত্তম এবং আরোহী অপেক্ষা সে অধিক আল্লাহর যিকির করে। সুন্নে নাসারী গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যাংগ হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন তিনি বলেন, “ব্যাংগের ডাক হইল আল্লাহর যিকির” কাতাদাহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই হইতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হইতে বর্ণনা করেন, লা-ইলাহী ইল্লাল্লাহ হইল কালেমায়ে ইখলাস তাহা বলিবার পরই কোন লোকের নেক কাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হইয়া থাকে। আলহামদুলিল্লাহ ‘শোকর’ করিবার কালেমা যে ব্যক্তি আলহামদুলিল্লাহ বলিল না সে আল্লাহর শোকর করিল না; যখন কেহ আল্লাহ আকবার বলিল তখন আসমান ও যমীনের শূন্যস্থান ভরিয়া গেল। আর সোবহানালাহ কালেমাটি সমস্ত মাখলুকের মালাতের কালিমা আল্লাহ তা'আলা তাহার সকল মাখলুককেই মালাত ও তাসবীহ

করার জন্য সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। যখন কেহ না-হাওলা অলা কুওয়াতা ইয়া বিলাহ বলে, তখন আল্লাহ বলেন আমার বান্দা অনুগত হইয়াছে এবং আমার উপর নিজ সন্তোকে ন্যস্ত করিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইবনে ওহব (র)... আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হইতে বর্ণিত যে একবার নবী করীম (সা)-এর নিকট এক বেদুঈন আনিল, তাহার গায়ে একটি তয়ালেসী জুক্বাহ ছিল যাহা রেশমদ্বারা ছুরা সিনাই ছিল অথবা বলেন রেশমের যুতি ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তোমাদের এই সাথী রাখালদের সন্তানদিগকে উঁচু করা এবং সরদারদের সন্তানদিগকে নীচু করা ব্যতীত তাহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জেলাধাষিত হইয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাহার জুক্বা টানিয়া বলিলেন, তোমার উপর কোন নির্বোধ প্রাণীর পোশাক তো দেখিতেছি না? অতঃপর তিনি ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন যখন হযরত নূহ (আ) এর মৃত্যু নিকটবর্তী হইল তখন তিনি তাহার দুই পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমি তোমাদিগকে অসিয়ত হিসাবে দুইটি নির্দেশ দান করিতেছি এবং দুইটি নিষেধ করিতেছি। তোমাদিগকে আমি শিরক ও অহংকার হইতে নিষেধ করিতেছি। আর তোমাদিগকে যে দুইটি নির্দেশ করিতেছি তাহার প্রথমটি হইল তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অঙ্গীকার করিতে থাকিবে। কারণ আসমান যমীন এবং উহাদের মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তুকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং শুধু এই কালেমাকে এক পাল্লায় রাখা হয় তবুও এই কালেমার ওজন ভারী হইবে। স্তন যদি আসমান ও যমীন উভয়কে একত্রিত করিয়া একটি হলকা প্রস্তুত করা হয় এবং উহার উপর এই কালেমা রাখা হয় তবে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

আর আমার দ্বিতীয় হুকুম হইল তোমরা সোবহানাল্লাহ অবিহামদিহী পড়িতে থাকিবে। ইহা হইল প্রত্যেক বস্তুর সালাত এবং ইহা দ্বারা প্রত্যেককে রিযিক দান করা হয়।

ইমাম আহমদ (র) সুলায়মান ইবনে হাবব (র) মুসআব ইবনে মুহাইর (র) এর সূত্রে হাদীসটি অধিক দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি একাই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, নসর ইবনে আব্দুর রহমান আওফী (র)... হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, “হযরত নূহ (আ) তাহার পুত্রকে যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, আমি কি তোমাদের নিকট উহা বলিব না? তিনি তাহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন যে আমার প্রিয় বৎস! তুমি সোবহানাল্লাহ পড়িতে থাকিবে। ইহা সমস্ত মাখলুকের সালাত সমস্ত মাখলুকের তাসবী এবং ইহা দ্বারা সকলকে রিযিক দান করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন **وَإِنَّ مِنْ شَرِّ الْأَيْسْبِجِ بِحَمَلِهِمْ** সকল বস্তুই আল্লাহর প্রশংসার

সহিত তাহার পবিত্রতা ঘোষণা করে। হাদীসটির সনদ দুর্বল। আওফী নামক রাবী অধিকাংশ মুহাজ্জিসগণের মতে দুর্বল। হযরত ইকরিমাহ (রা) **وَإِنَّ مِنْ شَرِّ الْأَيْسْبِجِ** এর তাকসীর প্রসংগে বলেন, শুধুও পবিত্রতা ঘোষণা করে গাছপালাও পবিত্রতা ঘোষণা করে। পূর্ববর্তী তাকসীরকারণের কেহ কেহ বলেন, দরজার কড়মড় শব্দ এবং পানির ফড়ফড় শব্দও তাহাদের তাসবীহ। সুফিয়ান জাওরী (র) মনসূর হইতে তিনি ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন, আহােরের বস্ত্র ও অল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। অন্যান্য তাকসীরকারণ বলেন যে সকল বস্তুর মধ্যে প্রাণ আছে উহা তাসবীহ করে। অর্থাৎ জীব-জন্তু ও গাছপালা। কাতাদাহ হাসান ও হায্বাহাক অনুরূপ তাকসীর করিয়াছেন।

ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ (র)... জরীর, আবুল খাতাব হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার আমার ইয়াহীদ রককশীরা নহিত আহাের করিতেছিলাম তাহার সহিত হাসান বসরী (র)ও ছিলেন খাবার খাওয়া আনা হইলে ইয়াহীদ রককশী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু সায়ীদ! এই খাওয়াও কি তাসবীহ করে? তিনি বলিলেন এক সময় করিত। **الْخُرَان** অর্থ লাকড়ীর খাওয়া হযরত হাসান এর বক্তব্যের অর্থ হইল লাকড়ীটি যখন অর্দ্র ছিল তখন তো তাসবীহ করিত কিন্তু উহা কাটার পর যখন শুষ্ক হইয়াছে তখন উহার তাসবীহও বন্ধ হইয়াছে। তাহার এই বক্তব্যের পক্ষে যে দলীল পেশ করা হয় তাহা হইল, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) দুইটি কবরের নিকট দিয়া অতিক্রম কালে বলিলেন, এই দুইটি কবরের অধিবাসীদিগকে শান্তি দেওয়া হইতেছে এবং শান্তি কোন কঠিন কাজ ত্যাগ করিবার কারণে নহে। এক ব্যক্তি তো পেশাব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিত না এবং অপর ব্যক্তি চোগলখেরী করিয়া বেড়াইত। অতঃপর তিনি খেজুরের একটি তাজা ডাল লইয়া সমান দুই ভাগ করিলেন এবং উহার একটি একটি উভয় কবরে গাড়িয়া দিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, যতক্ষণ উহা শুষ্ক হইয়া যাইবে সন্তোকে তাহাদের শান্তি হালকা করা হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। অত্র হাদীসের উপর হাযরা আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) “যতক্ষণ না উহা শুষ্ক হইবে” এই কথা এই কারণে বলিয়াছেন, যে যতক্ষণ উহা সবুজ থাকিবে তাসবীহ করিতে থাকিবে কিন্তু শুষ্ক হইয়া গেলে উহার তাসবীহ বন্ধ হইয়া যাইবে। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ** তিনি অবশ্যই ধৈর্যশীল ও ক্ষমাকারী। যে ব্যক্তি তাহার নাফরমানী করে তিনি তাহাকে শান্তি দিতে ব্যস্ত হন না এবং তাহাকে অবকাশ দান করেন কিন্তু অবকাশ দানের পরও যখন সে তাহার কুফর ও শিরকের উপর অটল থাকে তখন তিনি বড়ই কঠোর শান্তি দান করেন। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ে

বর্ণিত আল্লাহ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দান করেন অবশেষে যখন তিনি তাহাকে পাকড়াও করেন তখন তার তিনি ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন :

وَمَا لَكُمْ لِمَا كَفَرْتُمْ أَنْ تَتَذَكَّرَ إِذَا أَخَذْتُمُ الْعَذَابَ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ
অপনার প্রতিপালক যখন কোন যালিম জনবসতীকে পাকড়াও করেন তখন তাহার পাকড়াও এই রূপই কঠিন হইয়া থাকে : ইরশাদ হইয়াছে وَمَا لَكُمْ لِمَا كَفَرْتُمْ أَنْ تَتَذَكَّرَ إِذَا أَخَذْتُمُ الْعَذَابَ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ অর্থাৎ অনেক যালিম জন-বসতীকে আমি অবকাশ দান করিয়াছি। যে সকল লোক কুফর ও নাকরমানী হইতে তওবা করে এবং আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের তওবা কবুল করেন এবং তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًّا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ فَيَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فَمَحْسُومًا وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ। যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে কিংবা তাহার নিজ নিজের প্রতি যুলুম করে অতঃপর সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাইবে। সূরা ফাতির এর শেষ ভাগে ইরশাদ হইয়াছে :

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا
وَلَوْ لَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهُورِهِمْ مِنْ بَأْبِهِ وَكَانَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسْمًّى۔

আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহ ও যমীনকে নাহলাইয়া রাখিয়াছেন যেন উহা নড়াচড়া করিতে না পারে কিন্তু যদি উহা নড়াচড়া করে তবে তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই, যে উহা শমনাইয়া রাখিতে পারেন। নিশ্চয়ই তিনি ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল। ---- যদি আল্লাহ মানুষকে পাকড়াও করিতেন তবে যমীনে কোন প্রাণীকেই তিনি ছাড়িতেন না কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দান করিয়াছেন (ফাতির-৪১, ৪৫)।

(৪৫) وَإِذَا قُرَأَتِ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا

(৪৬) وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِرْتُمْ فِي الْقُرْآنِ وَحَدَاهُ وَلَوْ عَلَىٰ آذَانِهِمْ نُفُورًا

৪৫. তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রাখিয়া দিই।

৪৬. আমি তাহাদিগের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন উহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে এবং তাহাদিগকে বধির করিয়াছি; তোমার প্রতিপালক এক যখন তুমি কুরআন হইতে আবৃত্তি কর তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উহারা সরিয়া পড়ে।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রিয়ানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে সাযোধান করিয়া বলেন হে মুহাম্মদ! (সা) যখন আপনি মুশরিকদের নিকট পবিত্র কুরআন পাঠ করেন তখন আমি আপনার ও তাহাদের মাঝে একটি প্রচ্ছন্ন পর্দা করিয়া দেই। হযরত কাতাদাহ ও ইবনে যারের (রা) বলেন ইহাই হইল তাহাদের অন্তরসমূহে সৃষ্ট পর্দা যাহার উল্লেখ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে করিয়াছেন, وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي أذَانِنَا وَقْرًا وَمَنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ وَآرَ تَاهَرْنَا بَلْهَذَا نَسْتَوِيكُمْ أَمْ لَا تَحْسَبُنَا نَسْتَوِيكُمْ أَمْ لَا تَحْسَبُنَا نَسْتَوِيكُمْ অর্থ আবরণকারী পর্দা কৰ্মবাচক বিশেষ্যটি ইখানে কৰ্মবাচক বিশেষ্যের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন فَيُؤْمِنُونَ শব্দ এর অর্থে শব্দ শব্দ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন তাকসীরকার বলেন, এর অর্থে শব্দ শব্দ এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ শব্দটি ইহুমে মাফুল (কর্ম বাচক পদ) এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ এমন পর্দা যাহা চক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে; তাহা সত্ত্বেও উহা মুশরিকদের ও হেদায়াতের মাঝে পর্দার ভূমিকা পালন করিতেছে। ইবনে জরীর এই ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দান করিয়াছেন।

হাফিয় আবু ইয়াল মুসলী বলেন, আবু মূনা হেবজী... আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন অবিদিত অবতীর্ণ হইল তখন উমে জামিল চিৎকার করিতে করিতে একটি ধারালু পাথর হাতে লইয়া এই বলিতে বলিতে আসিল এই নির্দিষ্ট লোকটির কথা আমরা মানি না। তাহার দীনকে আমরা স্বীকার করি না। তাহার নির্দেশকে পালন করি না তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বসাইলেন এবং হযরত আবু বকর (রা) ও তাহার পার্শ্বে ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) বলিলেন, এই স্ত্রীলোকটি আসিতেছে আমার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে এই স্ত্রীলোকটি আপনাকে দেখিয়া ফেলিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সে কখনো আমাকে দেখিতে পারিবে না; এবং তিনি তাহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই আয়াত পাঠ করিলেন।

وَإِذَا قُرَأَتِ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا

রাবী বলেন, অতঃপর উক্ত স্ত্রীলোকটি আসিয়া হযরত আবু বকর (রা)-এর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গেল এবং সে রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখিতে পাইল না; হযরত আবু বকর (রা)-কে সে জিজ্ঞাসা করিল, জানিতে পারিলাম, তোমার সাথী লোকটি নাকি আমাকে

গালি দেয়। তিনি বলিলেন, এই কা'বা গৃহের রবের কসম, তিনি তোমাকে গালি দেন নাই। তখন সে ফিরিয়া এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, "সমস্ত কুরাইশরা জানে যে, আমি তাহাদের সরদারের কন্যা"।

আর আমি তাহাদের অন্তরসমূহের উপর পর্দা রাখিয়া দিরাছি। **اَكْتَا** শব্দটি **كَمْتَان** এর বহুবচন অর্থ, যে বস্তু অন্তরকে ঢাকিয়া দেয়। আর তাহাদের কণ্ঠকূহের এমন বোঝা রহিয়াছে যাহা তাহাদিকে নত্যা শ্রবণ করিতে এবং উহা দ্বারা হেদায়াত গ্রহণ করিতে কাহা প্রদান করে! **وَإِذَا نَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ** আর যখন আপনি আপনার কুরআন পাঠ কালে আল্লাহর একাত্ববাদ ঘোষণা করেন এবং না ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেন **وَلَوْ عَلَىٰ أَرْبَابِهِمْ نَفُورًا** তখন তাহারা ঘৃণা ভরে পিছনের দিকে চলিয়া যায়। **نَفُورًا** শব্দটি **نَافِرًا** এর বহুবচন যেমন **فَعَوْرًا** শব্দটি **فَاعِدًا** এর বহু বচন। অবশ্যই ইহা মাসদারও হইতে পারে। **وَاللَّهِ أَعْلَمُ** অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

وَإِذَا نَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ আর যখন কেবল এক আল্লাহর যিকির করা হয় তখন যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সংকুচিত হয় (যুমার-৪৫)। হযরত কাভাদাহ **فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ** এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যখন মুসলমানগণ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেন তখন মুশরিকরা উহা অস্বীকার করে এবং তাহাদের উপর উহা ভারী হইয়া যায়। আর ইবলীস ও তাহার সাংগ পাংগরা ইহাতে চাপ সৃষ্টি করিতে থাকে কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা যে তিনি উহাকে বাস্তবায়ন ও বুলন্দ করিবেন আর মর্যাদা দান করিবেন এবং উহাকে বিস্তৃত করিবেন। ইহা এমন এক বাণী, যে ব্যক্তি ইহার সাহায্যে ঝগড়া করে যে বিজয়ী হয় আর যে ব্যক্তি ইহার দ্বারা লড়াই করে সে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এই দ্বীপের অধিবাসীরা ইহাকে জানে যে ইহা কত মর্যাদাশীল। অথচ, বহু লোক এমনও আছে যাহারা যুগ যুগান্তর পর্যন্ত ইহাকে চিনিবেও না এবং ইহাকে স্বীকারও করিবে না।

আরেকটি মত,

ইবনে জবীর (র) বর্ণনা করেন, হুদাইন ইবন মুহাম্মদ যারকা... হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত তিনি **وَلَوْ عَلَىٰ أَرْبَابِهِمْ نَفُورًا** এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহর যিকির শুনিয়া যাহারা পলায়ন করে তাহারা হইল শয়তান। রেওয়াজেতটি গরীব। তবে ইহা সত্য যে যখন আযান দেওয়া হয় কিংবা আল্লাহর যিকির করা হয় তখন শয়তান পলায়ন করে।

(৪৭) **نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَكْفِيرًا إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا**

(৪৮) **أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا**

৪৭. যখন উহারা কান পাতিয়া তোমার কথা শুনে তখন উহারা কেন কান পাতিয়া শুনে তাহা আমি ভাল জানি, এবং ইহাও জানি, গোপনে আলোচনা কালে যালিমরা বলে তোমরা ভে এক যাদুগুস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ।

৪৮. উহারা তোমার কি উপমা দেয়! উহারা পথ ভ্রষ্ট হইয়াছে এবং উহারা পথ পাইবে না।

তাফসীর : কুরাইশ কাফির সরদাররা চুপচুপি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করিয়া যে পরামর্শ করিত এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে যে মন্তব্য করিত যে তাহাকে কেহ হয়ত যাদু করিয়াছে ফলে সে এই ধরনের উন্টা পাষ্টা কথা বলিতেছে। **مَسْحُورًا** শব্দটি প্রচলিত অর্থে যাদুকৃত ব্যক্তি অথবা **سَبْحَرًا** অর্থ আহাৎ করা হইতে নির্গত হইয়াছে এই স্তম্ভবনা আছে। অর্থাৎ তোমরা এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ যে পানাহারের মুখাপেক্ষি। কথির কবিতার মধ্যেও **سَحْرًا** শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

فَإِنْ تَسْنَا إِلَيْنَا فَبِمَ نَحْنُ قَائِنًا + عَصَاخِيرُ مِنْ هَذَا الْأَنَامِ السُّكْر

আল্লামা ইবনে জবীরও এই ব্যাখ্যা সঠিক বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ **رَجُلًا مَّسْحُورًا** বলিয়া কাফিরদের উদ্দেশ্য হইল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর কোন যাদুর প্রভাব পড়িয়াছে এই কথা বুঝান। তাহাদের কেহ কেহ বলে, তিনি কবি, কেহ বলে, তিনি কাহেন ও জ্যোতিষী আবার কেহ কেহ তাহাকে পাগল ও যাদুকরও বলিতে ছাড়ে নাই। এই কারণেই আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন **لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا** দেখুন তো তাহারা আপনার জন্য কি কি উপমা বর্ণনা করিয়াছে অতঃপর তাহারা গুমরাহ হইয়াছে এবং সত্য পথ পাইবার ক্ষমতাই হারাইয়া বসিতেছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক তাহার সীরাত গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরী (র) বলেন, আবু সুফিয়ান ইবনে হরব আবু জেহেল ইবনে হিশাম ও আব্বাস ইবনে শরীক একবার রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায পড়িবার সময় তাহার নিকট গমন করিল, তাহাদের প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরআন পাঠ শুনিবার ইচ্ছায় চুপে চুপে পৃথক পৃথক স্থানে বসিল। তাহাদের কেহই অন্যের সম্পর্কে জানিত না। এইভাবে তাহারা ফজর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরআন পাঠ শুনিতে লাগিল। এবং ফজর হইলে তাহারা স্থান ত্যাগ করিল। কিন্তু পথে তাহাদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ ঘটিলে তাহারা একজন অপরজনকে এই ঘটনার জন্য তিরস্কার করিল। এবং প্রত্যেকেই অপরকে বলিল পুনরায় যেন এইরূপ ঘটনা আর না ঘটে। যদি তোমাদের কোন জাহমক তোমাদিগকে দেখিয়া ফেলে তবে মুহাম্মদ (সা) এর ভক্ত হইয়া যাইবে। এই বলিয়া তাহার চলিয়া গেল কিন্তু দ্বিতীয় রাতে পুনরায় তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরআন পাঠ শুনিতে আসিল এবং প্রত্যেকেই চুপেচুপে স্ব-স্ব-স্থানে বসিয়া সারারাত

তাঁহার কুরআন পাঠ শুনিতে লাগিল। ভোর হইলে তাহারা ফিরিয়া গেল কিন্তু এবারও পথেই তাহাদের সাক্ষাৎ হইয়া গেল। সেই দিনও তাহারা পূর্বের ন্যায় একে অন্যকে তিরস্কার করিয়া পুনরায় আর এইরূপ না করিবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ঘটনাক্রমে তৃতীয় রাত্রেও তাহারা পূর্বের ন্যায় স্ব-স্বস্থানে বসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য বসিয়া গেল। তাহারা সারারাত্রে কুরআন শ্রবণ করিবার পর যখন ফিরিয়া ফাইতেছিল তখনও তাহাদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ ঘটিল। এবং পূর্বের ন্যায় একে অপরকে তিরস্কার করিল পুনরায় আর এইরূপ না করিবার কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। ভোর হইলে আখনাস তাহার লাঠি লইয়া বাহির হইল সর্বপ্রথম আবু সুফিয়ান ইবনে হাবর এর বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল হে আবু হানযালাহ। মুহাম্মদ (সা) এর নিকট হইতে তুমি যাহা কিছু শুনিয়াছ উহা সম্পর্কে তোমার মতব্য কি, বল? আবু সুফিয়ান বলিল, হে আবু সাল্বাহ। আল্লাহর কসম, যাহা কিছু শুনিয়াছি তাহার কিছু তো এমন, যাহার অর্থ ও মর্ম একটি বুঝিয়াছি এবং কিছু এমনও আছে যাহার অর্থ আমি বুঝিতে ব্যর্থ। আখনাস বলিল, আল্লাহর কসম আমার মতও ইহাই। অতঃপর আখনাস বাহির হইয়া আবু জেহেলের নিকট গেল এবং তাহার নিকটও একই প্রশ্ন করিল। উত্তরে আবু জেহেল বলিল, আমরাও বনু আদে মনায়ফ সরদারী ও মরাদা লাভের ব্যাপারে পূর্ব হইতেই প্রতিযোগিতা করিয়া আসিতেছি। তাহারা অন্যকে অনু দান করিলে আমরাও অনু দান করিয়াছি। তাহারা অন্যকে সোয়াদী দান করিলে আমরাও তাহা করিয়াছি। তাহারা অন্যকে পুরস্কৃত করিলে আমরাও তাহাদের পিছনে থাকি নাই। এইভাবে আমরা সকল ব্যাপারে তাহাদের সমান সমান রহিয়াছি। প্রতিযোগিতায় তাহারা বিজয়ী হইতে পারে নাই। এখন তাহারা বলিতেছে, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছে, যাহার নিকট আসমান হইতে অহী অবতীর্ণ হয়, আচ্ছা বল, ইহা আমরা কি ভাবে লাভ করিব? আল্লাহর কসম তাহার প্রতি আমরা কখনো সন্মান আনিব না। আর তাহাকে সত্য বলিয়াও জানিব না। রাবী বলেন, অতঃপর আখনাস উঠিয়া তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

(৪৭) وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِيَّاكُمْ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝

(৫০) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝

(৫১) أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝

(৫২) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝

৪৯. উহারা বলে, আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হইব?

৫০. বল, তোমরা হইয়া যাও পাথর অথবা লৌহ।

৫১. অথবা এমন কিছু যাহা তোমাদিগের ধারণায় খুবই কঠিন; তাহারা যদিবে কে আমাদিগকে পুনরুত্থিত করিবে? বল, তিনিই যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর উহারা তোমার সম্মুখে মাথা নাড়িবে ও বলিবে উহা কবে? বল হইবে সম্ভবত শীঘ্রই।

৫২. যেদিন তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন, এবং তোমরা তাহার প্রশংসার সহিত তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করিবে তোমরা অল্পকালই অবস্থান করিয়াছিলে।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে সকল কাফিররা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ারূপে অসম্ভব বলিয়া ধারণা করে তাহারা উহা সম্পর্কে অস্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন করে إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا হখন আমরা হাড়িত ও মাটিতে রূপান্তরিত হইব। মুজাহিদ বলেন رَفَاتًا এর অর্থ মাটি এবং আলী ইবনে আবু তালহা ইননে আব্বাস (রা) হইতে বলেন এর অর্থ ধূলিবালী।

তখন আমরা নতুনভাবে সৃষ্ট হইয়া পুনরায় উত্থিত হইব? অর্থাৎ যখন আমরা পচিয়া গুলিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব আমাদের কথা আর কখনও উল্লেখও করা হইবে না এমতাস্থায়ও কি আমাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করিয়া উত্থিত করা হইবে? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে,

يَقُولُونَ إِنَّمَا لَمْرُدُّونَ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَحْرُهُ قَالُوا تِلْكَ إِذْكَرُهُ خَاسِرَةٌ

তাহারা বলে আমাদিগকে কি আবার পুনরায় পূর্বাভয়ায় ফিরাইয়া আনা হইবে? যখন আমরা পচা-গলা হাড়ে পরিণত হইব। ইহা তো বড়ই ক্ষতির ব্যাপার হইবে। সূরা ইয়াসীনে ইরশাদ হইয়াছে الْعِظَامُ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ আর সে আমার জন্য উপমা বর্ণনা করিয়াছে এবং সে তাহার নিজের সৃষ্টিকে ভুলিয়া বসিয়াছে। আর সে বলে; এই পচা-গলা হাড়গুলিকে পুনরায় আবার কে সৃষ্টি করিতে পারিবে? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) কে তাহাদের জবাব দানের জন্য নির্দেশ করিলেন قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ তোমরা পাথর হইয়া যাও কিংবা লৌহ হইয়া যাও অথবা তোমরা যাহাকে আরো অধিক কঠিন মনে কর তাহাই হইয়া যাও তবুও সেই আল্লাহ-ই তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিবেন। ইবনে ইসহাক ইবনে আবু নজীহ হইতে তিনি মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে এই আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, অধিক কঠিন বস্তু হইল মৃত্যু। ইবনে ওমর (রা) হইতে আতীয়াহ এই আয়াতের তাফসীর করেন,

وَقَوْلُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۗ

অর্থাৎ যদি তোমরা মৃত হইয়া যাও আমিই তোমাদিগকে জীবিত করিব। সায়ীদ ইবনে জবাইর, আবু সালেহ, হাসান, কাতাদাহ ও যাহাহাক এবং অন্যান্য উলামা অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। অর্থাৎ যদি ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে তোমরা মৃত্যুতে রূপান্তরিত হইয়াছ যাহা জীবনের বিপরীত তবুও আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করিবেন তখন তোমাদিগকে জীবিত করিবেন তাহার ইচ্ছাকে ঠেকাইতে পারে এমন কেহ নাই।

এই ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে জরীর (র) একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন কিয়ামত দিবনে মৃত্যুকে সুন্দর ভেড়ার আকৃতিতে বেহেশত ও দোযখের মাঝে দড়ায়মান করা হইবে। অতঃপর বেহেশতবাসীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমরা কি ইহাকে চিনো? তাহারা বলিবে হাঁ, অতঃপর দোযখবাসীকেও জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমরা কি ইহাকে চিনো? তাহারাও বলিবে হাঁ, অতঃপর উহাকে বেহেশত ও দোযখের মাঝে যবাই করা হইবে। বেহেশতবাসীকে বলা হইবে, হে বেহেশতবাসীগণ! তোমরা চিরকাল জীবিত থাকিবে আর কখনও মৃত্যু হইবে না দোযখবাসীকেও বলা হইবে, হে দোযখবাসীগণ! তোমরা চিরকাল জীবিত থাকিবে আর কোন দিন মৃত্যু হইবে না। মুজাহিদ **أَوْخَلَفًا** এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন ইহা দ্বারা অসমান, যমীন ও পাহাড় বুঝান হইয়াছে। এক রেওয়াজে রহিয়াছে, তোমাদের যাহা ইচ্ছা হইয়া যাও, তোমাদের মৃত্যুর পর অবশ্য তিনি পুনরায় জীবিত করিবেন। ইমাম যুহরী হইতে ইমাম মালেক (র)-এর বর্ণিত এক তাফসীরে রহিয়াছে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তাহারা তখন বলিবে, সর্বাধিক কঠিন বস্তু মৃত্যু। **فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعِيدُنَا** তাহারা বলিবে, যদি আমরা পাথর কিংবা লোহা অথবা অন্য কোন কঠিন বস্তু হইয়া যাই তবে পুনরায় কে আমাদেরকে উত্থিত করিবে? **أَوَّلَ مَرَّةٍ** আপনি বলিয়া দিন, যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার এমনাবস্থায় সৃষ্টি করিয়াছেন, যে তোমরা কোন উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলে না অতঃপর তিনিই তোমাদিগকে মানুষরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমরা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছ সেই মহান সত্যই তোমাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। তোমরা যে কোন অবস্থায়ই হও না কেন, তিনি তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিয়া উঠাইতে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন **مَوْلَانِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ** তিনিই প্রথম বার সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় তিনিই সৃষ্টি করিবেন এবং ইহা তাহার পক্ষে অধিক সহজ। **فَسَيَقُولُونَ إِلَيْكَ رُؤُسُهُمْ** ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, “মুশরিক কাফিররা বিক্রপ ও ঠাট্টা করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সম্মুখে মাথা ঝুলাইতে থাকিত। আরবী ভাষাবিদদের নিকট প্রচলিত **أَرْفَعُ** অর্থ উঁচু হইতে নীচে কিংবা নীচ হইতে উপরের দিকে মাথা হেলায়। উঠের বাচ্চাকে **نَعَضَ** বলা হয় কারণ, উহা তাহার চলাকালে দ্রুত চলে ও মাথা হেলায়। কবি বলেন **نَعَضَتْ** বার্বকোর কারণে তাহার দাঁত পড়িয়াছে।

وَقَوْلُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۗ

অর্থাৎ যদি তোমরা মৃত্যু হইয়া যাও আমিই তোমাদিগকে জীবিত করিব। সায়ীদ ইবনে জবাইর, আবু সালেহ, হাসান, কাতাদাহ ও যাহাহাক এবং অন্যান্য উলামা অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। অর্থাৎ যদি ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে তোমরা মৃত্যুতে রূপান্তরিত হইয়াছ যাহা জীবনের বিপরীত তবুও আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করিবেন তখন তোমাদিগকে জীবিত করিবেন তাহার ইচ্ছাকে ঠেকাইতে পারে এমন কেহ নাই।

এই ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে জরীর (র) একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন কিয়ামত দিবনে মৃত্যুকে সুন্দর ভেড়ার আকৃতিতে বেহেশত ও দোযখের মাঝে দড়ায়মান করা হইবে। অতঃপর বেহেশতবাসীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমরা কি ইহাকে চিনো? তাহারা বলিবে হাঁ, অতঃপর দোযখবাসীকেও জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমরা কি ইহাকে চিনো? তাহারাও বলিবে হাঁ, অতঃপর উহাকে বেহেশত ও দোযখের মাঝে যবাই করা হইবে। বেহেশতবাসীকে বলা হইবে, হে বেহেশতবাসীগণ! তোমরা চিরকাল জীবিত থাকিবে আর কখনও মৃত্যু হইবে না দোযখবাসীকেও বলা হইবে, হে দোযখবাসীগণ! তোমরা চিরকাল জীবিত থাকিবে আর কোন দিন মৃত্যু হইবে না। মুজাহিদ **أَوْخَلَفًا** এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন ইহা দ্বারা অসমান, যমীন ও পাহাড় বুঝান হইয়াছে। এক রেওয়াজে রহিয়াছে, তোমাদের যাহা ইচ্ছা হইয়া যাও, তোমাদের মৃত্যুর পর অবশ্য তিনি পুনরায় জীবিত করিবেন। ইমাম যুহরী হইতে ইমাম মালেক (র)-এর বর্ণিত এক তাফসীরে রহিয়াছে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তাহারা তখন বলিবে, সর্বাধিক কঠিন বস্তু মৃত্যু। **فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعِيدُنَا** তাহারা বলিবে, যদি আমরা পাথর কিংবা লোহা অথবা অন্য কোন কঠিন বস্তু হইয়া যাই তবে পুনরায় কে আমাদেরকে উত্থিত করিবে? **أَوَّلَ مَرَّةٍ** আপনি বলিয়া দিন, যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার এমনাবস্থায় সৃষ্টি করিয়াছেন, যে তোমরা কোন উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলে না অতঃপর তিনিই তোমাদিগকে মানুষরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমরা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছ সেই মহান সত্যই তোমাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। তোমরা যে কোন অবস্থায়ই হও না কেন, তিনি তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিয়া উঠাইতে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন **مَوْلَانِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ** তিনিই প্রথম বার সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় তিনিই সৃষ্টি করিবেন এবং ইহা তাহার পক্ষে অধিক সহজ। **فَسَيَقُولُونَ إِلَيْكَ رُؤُسُهُمْ** ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, “মুশরিক কাফিররা বিক্রপ ও ঠাট্টা করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সম্মুখে মাথা ঝুলাইতে থাকিত। আরবী ভাষাবিদদের নিকট প্রচলিত **أَرْفَعُ** অর্থ উঁচু হইতে নীচে কিংবা নীচ হইতে উপরের দিকে মাথা হেলায়। উঠের বাচ্চাকে **نَعَضَ** বলা হয় কারণ, উহা তাহার চলাকালে দ্রুত চলে ও মাথা হেলায়। কবি বলেন **نَعَضَتْ** বার্বকোর কারণে তাহার দাঁত পড়িয়াছে।

তোমরা যেইদিন কবর হইতে উঠিবে সেইদিন ধারণা করিবে যে দুনিয়ায় অতি অল্প সময় অবস্থান করিয়াছিলে। যেমন লায়লা ইরশাদ হইয়াছে **لَمْ يَكُنْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ يَرُونَهَا** যেই দিন তাহারা কিয়ামত দিবস দেখিবে সেই দিন তাহারা ধারণা করিবে, যেন তাহারা দুনিয়াতে এক বিকাল কিংবা এক সকাল অবস্থান করিয়াছিল। আরো ইরশাদ হইয়াছে,

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السَّمَوَاتِ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السَّمَوَاتِ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السَّمَوَاتِ
لَيْسَ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ يَرُونَهَا

যেইদিন সিংগার ফুৎকার নেওয়া হইবে আর অপরাধীদিগকে আমি সেই দিনে কিয়ামতের ময়দানে হাঁকাইয়া একত্রিত করিব এবং তাহাদের চকু হইবে তখন নীলবর্ণ তাহারা চুপে চুপে বলিবে, “তোমরা শত্রু দশ দিনই দুনিয়ার অবস্থান করিয়াছ।” তাহারা যাহা কিছু বলিবে আমরা উহা খুব ভালই জানি। তাহাদের মধ্যে যে অধিক জ্ঞানী সে বলিবে, তোমরা একদিনই সেখানে অবস্থান করিয়াছিলে। আরো ইরশাদ হইয়াছে **يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ يَرُونَهَا** যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে অপরাধীরা কসম খাইয়া বলিবে, “তাহারা এক ঘণ্টার বেশী তথায় অবস্থান করে নাই।” আরো ইরশাদ হইয়াছে,

قَالَ كَمْ لَيْسَ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ يَرُونَهَا

ইরশাদ হইবে তোমরা বৎসরের হিসাবে মৃত্যুবিক দুনিয়ায় কত দিন ছিলে? তাহারা বলিবে, একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ ছিলাম। তাহারা হিসাব নিকাশ জানে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি বলিবেন, তোমরা-নেখনে খুব অল্পদিনই ছিলে যদি তোমরা জানিতে পারিতে।

(৫২) وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلسَّانِ عَدَاوَةً مُبِينًا

৫৩. আমার বান্দাদিগকে যাহা উত্তম তাহা বলিতে বল। শয়তান উহাদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানী দেয়। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল ও তাহার বান্দাকে এই নির্দেশ দিয়াছেন তাহারা যেন তাহার মুমিন বান্দাগণের সহিত তাহাদের পারস্পরিক আলাপ আলোচনায় উত্তম ও ভাল কথা বলে। যদি তাহারা এইরূপ না করে তবে শয়তান তাহাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া দিবে এবং তাহাদের মধ্যে ঝগড়া ও দাংগার সৃষ্টি হইবে। শয়তান

তখন হইতেই হযরত আদম ও মানবজাতির প্রকাশ্য শত্রু হইয়া আছে যখন সে হযরত আদম (আ) কে সিজদা করিতে বিদ্রত ছিল। এই কারণেই কোন মুসলমান অপর ভাইয়ের প্রতি কোন লৌহাঙ্গ দ্বারা ইশারা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে যেন শয়তান তাহার হাত হইতে কাড়িয়া তাহাকে আঘাত না করিয়া বসে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রায়যাক (র)...হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যেন তাহার কোন ভাইয়ের প্রতি অঙ্গ দ্বারা ইশারা না করে। কারণ সে ইহা জানে না সম্ভবতঃ শয়তান তাহার হাত হইতে উহা কাড়িয়া লইবে এবং তাহাকে আঘাত করিয়া বসিবে এবং দোষাখের গর্ভে পতিত হইবে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম আব্দুর রায়যাক (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রায়যাক (র)...বনী সুলাইত গোত্রীয় এক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসিলাম তখন তিনি একদল লোকের সহিত কথা বলিতেছিলেন আমি তাহাকে বলিতে শুনিলাম **لَا يَخُذُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ** লা য়ুখুদু মুসলিম অখু মুসলিম এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই সে না তো তাহাকে মূলম করিতে পারে আর না তাহাকে অসহায় ছাড়িয়া দিতে পারে। তাকওয়া হইল এখানে : এই কথা বলিয়া তিনি তাহার বুকের দিকে স্বীয় হাত দ্বারা ইংগিত করিলেন। যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পারস্পরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করে ততঃপর তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটয়া যায়। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই বিচ্ছেদের কথা বর্ণনা করে, সে হইল মন্দ সে হইল মন্দ, সে হইল মন্দ।

(৫৪) رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمَكُمْ أَوْ أَنْ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

(৫৫) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَيْبُورًا

৫৪. তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগকে ভালভাবেই জানেন ইচ্ছা করিলে তিনি তোমাদিগের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে শাস্তি দেন, আমি তোমাকে উহাদিগের অভিভাবক করিয়া পাঠাই নাই।

৫৫. যাহারা আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তাহাদিগকে তোমার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন। আমি তোমাকে নবীগণের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়াছি; দাউদে আমি যাবুর দিয়াছি।

তাফসীর : আত্বাহ তা'আলা ইরশাদ করেন رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ অর্থাৎ হে মানবজাতি তোমাদের প্রতিপালক ইহা খুব ভাল জানেন যে তোমাদের মধ্যে কে হেদায়াত পাইবার উপযুক্ত আর কে উপযুক্ত নহে। ان يَشَاءَ يَرْحَمَكُمُ اَوْ اَنْ يَشَاءَ يُعَذِّبِكُمْ তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে তাহার আনুগত্যের তাওফীক করিয়া তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন আর তাহার ইচ্ছা হইলে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দান করিবেন। وَمَا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ بِمَا فَعَلْتُمْ بِالْاَرْضِ আর আপনি তো আপনাকে তাহাদের উপর কার্যবিধায়ক করিয়া প্রেরণ করি নাই বরং আপনাকে কেবল তাহাদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। যে ব্যক্তি আপনার অনুগত হইবে যে বেহেশতে প্রবেশ করিবে আর যে আপনার অনুগত হইবে না সে প্রবেশ করিবে দোষে : رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فَعَلْتُمْ بِالْاَرْضِ আর আপনার প্রতিপালক আসমান ও বর্গীর্নে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানেন যে কে কোন স্তরের অনুগত ও নফেরমান! لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ اُولَئِكَ الْمَرْبُوحُونَ اَمْ يَكْفُرُونَ অর্থশাহি আমি কোন কোন নবীকে কোন কোন নবীর উপর মর্বাদ দান করিয়াছি : যেমন ইরশাদ হইয়াছে تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ اُولَئِكَ الْمَرْبُوحُونَ اَمْ يَكْفُرُونَ এই সকল রাসূলগণের মধ্যে আমি একজনকে অপর জনের উপর মর্বাদ দান করিয়াছি। তাহাদের মধ্যে হইতে কেহ এমনও আছেন যাহার সহিত আত্বাহ কথা বলিয়াছেন। আবার কাহাকেও অনেক মর্বাদ দান করিয়াছেন! বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত لَاتَفْخَلُوْا بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ তোমরা নবীগণের মধ্যে একজন অন্যজনের অপেক্ষা অধিক মর্বাদশীল মনে করিও না। অত্র ফদীস এবং উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অত্র ফদীসের মর্ম হইল "তোমরা কোন দলীল প্রমাণ ব্যতিত শুধু নিজদের ইচ্ছা মত ও গোত্রীয় টানে বশীভূত হইয়া কাহাকেও ফদীলত দান করিও না। অবশ্য কাহারও পক্ষে দলীল কায়েম হইলে তাহার অনুসরণ করা জরুরী। এই বিষয়ে কাহারও দ্বিধতা নাই যে রাসূলগণ আশিয়া অপেক্ষা অধিক মর্বাদা শীল। আবার রাসূলগণের মধ্যে যাহারা 'উলুল-অযম' তাহাদের মর্বাদা জরানাদের তুলনায় অধিক। সূরা আহযার ও

সূরা শুরা এর দুই আয়াতে ৫ জন এই উলুল অযম (মহতি দৃঢ়তার অধিকার রাসূল)-এর উল্লেখ করা হইয়াছেই সূরা আহযার এ ইরশাদ হইয়াছে

وَاذْخَرْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

আর যখন নবীগণ হইতে তাহাদের শপথ গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আপনার, নূহ, ইবরাহীম মুসা ও ইসা ইবনে মরিয়াম (আ) হইতেও শপথ গ্রহণ করিয়াছিলাম। সূরা শুরায় ইরশাদ হইয়াছে

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ

إِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا

তোমাদের জন্য আত্বাহ তা'আলা শরীয়ত হিসাবে সেই ধীনকে নির্ধারণ করিয়াছেন যাহার নির্দেশ তিনি হযরত নূহকে করিয়াছিলেন অরে যাহা আপনার প্রতি অহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং ইবরাহীম মুসা ও ইসা (আ)কেও যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম, যে, তোমরা ধীন কায়েম কর এবং বিচ্ছিন্ন হইও না। হযরত মুহাম্মদ (সা) যে রাসূলগণের মধ্যে সর্বোত্তম হইতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নাই। তাহার পর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মর্বাদ; অতঃপর হযরত মুসা ও হযরত ইসাকে (আ)-এর মর্বাদ। বিস্তারিত দলীল প্রমাণসহ অন্যস্থানে আমরা এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি।

আর দাউদ (আ) কে আমি যবুর গ্রন্থ দান করিয়াছি এই আয়াত দ্বারা হযরত দাউদ (আ)-এর মর্বাদার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। ইমাম বুখারী বলেন, ইনহাক ইবনে নসর (র)... হযরত আবু হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বলেন হযরত দাউদ (আ)-এর উপর যাবুর গ্রন্থ পাঠ করা সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তিনি তাহার সোয়রীতে জিন লাগাবার জন্য নির্দেশ দিতেন অপর দিকে যবুর পড়িতে শুরু করিতেন এবং জিন লাগালো শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি উহা পাঠ করিয়া অবসর হইতেন।

(৫৬) قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝

(৫৭) اُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ سَائِبِهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَ اللَّهِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝

৫৬. বল, তোমরা আত্বাহ ব্যতীত যাহাদিগকে ইলাহ মনে কর তাহাদিগকে আহ্বান কর; করিলে দেখিবে তোমাদিগের দুঃখ দৈন্য দূর করিবার অথবা পরিবর্তন করিবার শক্তি উহাদিগের নাই।

৫৭. উহারা যাহাদিগকে আহ্বান করে তাহারা ইতো তাহাদিগের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাহাদিগের মধ্যে কে কত নিকটতর হইতে পারে, তাহারা দয়া প্রত্যাশা করে ও তাহার শাস্তিকে ভয় করে। তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।

তাফসীর : আত্বাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি ঐ সকল মূশরিকদিগকে বলিয়া দিন, যাহারা আত্বাহ ভিন্ন অন্যের উপাসনা করে ادْعُوا الَّذِينَ

তোমরা আল্লাহ হাতা যেই সকল মূর্তি ও শরীকদিগকে উপাস্য মনে কর তাহাদিগকে ডাক ও তাহাদের প্রতি নিবিষ্ট হও। কিন্তু তাহারা كُشِفَ عَنْكُمْ وَاتَّخَذُوا لَكُمْ آيَاتٍ أَنْ تَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا এবং আশা দ্বারা অধিক পরিমাণ নেক কাজ করে। নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকের শাস্তি ভগাবৎ। অতএব উহাকে ভয় করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করুন।

ইমাম বুখারী (র) সুলায়মান ইবনে মিহরান আ'মাস (র) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ এর তাকসীরে প্রসঙ্গে বলেন, মুশরিকরা বলিত, আমরা ফিরিশতা, হযরত ইসা ও হযরত উযাইর (আ)-এর ইবাদত করি। আর তাহারাই হইলেন সেই সকল লোক যাহারা আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাহার নৈকট্য লাভের জন্য অসীলা হুঁজেন।

ইমাম বুখারী (র) সুলায়মান ইবনে মিহরান আ'মাস (র) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ এর তাকসীরে প্রসঙ্গে বলেন, পূর্বে জ্বিন জাতি হইতে কিছু লোকের উপসর্গ করা হইত কিন্তু পরবর্তীকালে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে সেই সকল জ্বিন সম্পর্কেই উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। অপর এক রেওয়াজেতে বহিরাছে কিছু মানুষ কিছু জ্বিনদের উপাসনা করিত কিন্তু পরবর্তীকালে সেই উপাস্য জ্বিনরা ইসলাম গ্রহণ করে অথচ উপাসক মানুষ স্বীয় ধর্মের উপরই অটল হইয়া থাকিল। কাতাদাহ (র) মা'বদ ইবনে আব্দুল্লাহ রুখামী হইতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উব্বাহ ইবনে মাসউদ হইতে তিনি ইবনে মাসউদ হইতে أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ এর শানে ময়ূন সম্পর্কে বলেন আরবের একটি দল কিছু জ্বিনের উপাসনা করিত কিন্তু জ্বিনরা ইসলাম গ্রহণ করিল অথচ তাহাদের উপাসকরা তাহাদের ইসলাম সম্পর্কে কোন খবরই রাখিল না। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হইতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে বহিরাছে এক প্রকার ফিরিশতা যাহাদিগকে জ্বিন বলা হইত পূর্বে তাহাদের উপাসনা করা হইত। অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

দুদী আবু সালেহ হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ এর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, যাহাদের ইবাদত করা হইত অথচ তাহারা নিজেরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থতা তলাশ করিতেন তাহারা হইলেন হযরত ইসা ও তাহার জমা এবং হযরত উযাইর (আ) মুগীর। ইবরাহীম হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাকসীরে প্রসঙ্গে বলেন, তাহারা হইলেন হযরত ইসা উযাইর এবং চন্দ্র ও সূর্য। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা হইলেন, হযরত ইসা, উযাইর (আ) ও ফিরিশতাগণ। আব্বাদা ইবনে জরীর (র) হযরত ইবনে মাসউদ (র)-এর মতকে গ্রহণ করিয়াছেন। যেহেতু أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ এর (مُضَارِعٌ) মাযী নহে অতএব হযরত ইসা, উযাইর ও ফিরিশতা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না। তিনি বলেন, অসীলা, অর্থ নৈকট্য

বৈশ্ব কাতাদাহ বলিয়াছেন। وَرَجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ তাহারা আল্লাহর রহমতের আশা করে এবং তাহার শাস্তিকে ভয় করে। কারণ আশা ও ভয় উভয়ের সমষ্টি ছাড়া ইবাদত পূর্ণ হয় না। ভয়ের কারণে মানুষ অন্যায় কাজ হইতে দূরে থাকে এবং আশা দ্বারা অধিক পরিমাণ নেক কাজ করে। إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا এবং আশা দ্বারা অধিক পরিমাণ নেক কাজ করে। নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকের শাস্তি ভগাবৎ। অতএব উহাকে ভয় করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করুন।

(৫৮) وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَلَا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ فِي ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

৫৮. এমন কোন জনপদ নাই যাহা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করিব না অথবা যাহাকে কঠোর শাস্তি দিব না; ইহাতে কিতাবে লিখিবদ্ধ আছে।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা দ্বাওহে মাহফুযে লিখিত বিবয়ের সংবাদ দিয়াছেন যে কিয়ামতের পূর্বে নাস্ত জনপদ ধ্বংস হইয়া যাইবে কিংবা হত্যা বা অন্য বিপদে পতিত করিয়া তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। আর ইহার কারণ হইল, তাহাদের গুনাহ ও পাপাচার। যেমন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী উক্ত সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَأَنقَضُوا وَآيَاتٍ وَبِآيَاتِنَا يَتَخَفَتُونَ তাহারা তাহাদের স্বীয় কর্মের ফল ভোগ করিয়াছে। আর তাহাদের সর্গার উপর যুলুম করিয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ مِمَّنْ فَتَقَدَّرَ عَلَيْهَا وَكَانَ آيَاتِنَا مُرْسَلَةً তাহারা তাহাদের স্বীয় কর্মের ফল ভোগ করিয়াছে। আর তাহাদের সর্গার উপর যুলুম করিয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ مِمَّنْ فَتَقَدَّرَ عَلَيْهَا وَكَانَ آيَاتِنَا مُرْسَلَةً তাহারা তাহাদের স্বীয় কর্মের ফল ভোগ করিয়াছে। আর তাহাদের সর্গার উপর যুলুম করিয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ مِمَّنْ فَتَقَدَّرَ عَلَيْهَا وَكَانَ آيَاتِنَا مُرْسَلَةً তাহারা তাহাদের স্বীয় কর্মের ফল ভোগ করিয়াছে। আর তাহাদের সর্গার উপর যুলুম করিয়াছে।

(৫৯) وَمَا مَتَعْنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِذْ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۝ وَإِنَّا لَشُوَدُّ الْآثِقَةِ مُبْصِرَةٌ فَظَلَمُوا بِهَا يَوْمَ نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِذْ تَخَوُّفًا ۝

৫৯. পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হইতে বিরত রাখে। আমি শিক্ষাপদ নিদর্শনস্বরূপ সামুদ্র জাতিকে উদ্ভী দিয়াছিলাম, অতঃপর তাহারা উহার প্রতি যুলুম করিয়াছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।

তাকসীর : সুলাইদ, হাম্মাদ ইবনে য়ায়েদ হইতে তিনি আইয়ুব হইতে তিনি সায়ীদ ইবনে জুবাইর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, মুশরিকরা বলিল, যে মুহাম্মদ! (সা) আপনিতো বলেন, আপনার পূর্বেও অনেক আখিয়া আগমন করিয়াছিলেন,

তোমরা আল্লাহ ছাড়া যেই সকল মূর্তি ও শরীকদিগকে উপাস্য মনে কর তাহাদিগকে তাক ও তাহাদের প্রতি নিবিষ্ট হও। কিন্তু তাহার **كَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ كُفْرِكَ** না তো তোমাদের কষ্ট সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে সক্ষম আর না তাহার উহা সরাইয়া অন্যকে কষ্টে ফেলিতে সক্ষমতা রাখে। এই সক্ষমতা কেবল এক আল্লাহ তা'আলারই আছে। আওফী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে **كُلُّ مَا دَعَا إِلَيْهِ تَعْمَلُ بِهِ** এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, মুশরিকরা বলিত, আমরা ফিরিশতা, হযরত ঈসা ও হযরত উযাইর (আ)-এর ইবাদত করি। আর তাহাদাই হইলেন সেই সকল লোক যাহারা আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাহার নৈকট্য লাভের জন্য অসীলা হইলেন।

ইমাম বুখারী (র) সুলায়মান ইবনে গিহরান আ'মাস (র) **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ** এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, পূর্বে জিন জাতি হইতে কিছু লোকের উপসর্গ করা হইত কিন্তু পরবর্তীকালে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে সেই সকল জিন সম্পর্কেই উল্লেখিত অয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। অপর এক রেওয়াজেতে রহিয়াছে কিছু মানুষ কিছু জিনদের উপাসনা করিত কিন্তু পরবর্তীকালে সেই উপাস্য জিনরা ইসলাম গ্রহণ করে অথচ উপাসক মানুষ স্বীয় ধর্মের উপরই অটল হইয়া থাকিত। কা'তাদাহ (র) মা'বদ ইবনে আব্দুল্লাহ রাম্বানী হইতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উত্তাব ইবনে মাসউদ হইতে তিনি ইবনে মাসউদ হইতে **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ** এর শানে নযুল সম্পর্কে বলেন আরবের একটি দল কিছু জিনের উপাসনা করিত কিন্তু জিনরা ইসলাম গ্রহণ করিল অথচ তাহাদের উপাসকরা তাহাদের ইসলাম সম্পর্কে কোন খবরই রাখিল না। তখন উক্ত অয়াত অবতীর্ণ হইল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হইতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রহিয়াছে এক প্রকার ফিরিশতা তাহাদিগকে জিন বলা হইত পূর্বে তাহাদের উপাসনা করা হইত। অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

সুদী আবু সাঈদ হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ** এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, তাহাদের ইবাদত করা হইত অথচ তাহারা নিজেরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থতা তালাশ করিতেন তাহারা হইলেন হযরত ঈসা ও তাহার অম্মা এবং হযরত উযাইর (আ) মুগীর। ইবরাহীম হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, তাহারা হইলেন হযরত ঈসা উযাইর এবং চন্দ্র ও সূর্য। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা হইলেন, হযরত ঈসা, উযাইর (আ) ও ফিরিশতাগণ। আব্বাস ইবনে জরীর (র) হযরত ইবনে মাসউদ (র)-এর মতকে গ্রহণ করিয়াছেন। যেহেতু **لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الْوَسِيلَةَ** এর **يُبَيِّنُونَ** বুঝারে (مُضَارِعٌ) যায় নহে অতএব হযরত ঈসা, উযাইর ও ফিরিশতা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না। তিনি বলেন, অসীনা, অর্থাৎ নৈকট্য

বেশন কা'তাদাহ বলিয়াছেন। **قوله وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ** তাহারা আল্লাহর বরমতের আশা করে এবং তাহার শাস্তিকে ভয় করে। কারণ আশা ও ভয় উভয়ের সমষ্টি ছাড়া ইবাদত পূর্ণ হয় না। ভয়ের কারণে মানুষ অন্যায় কাজ হইতে দূর থাকে এবং আশা দ্বারা অধিক পরিমাণে নৈক কাজ করে। **أَنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا** নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়ানক। অতএব উহাকে ভয় করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করুন।

(৫৪) **وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّكَ فِي الْأَنْبَاءِ لَلْمُسْطُورِ ۝**

৫৮. এমন কোন জনপদ নাই যাহা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করিব না অথবা যাহাকে কঠোর শাস্তি দিব না; ইহাতো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুযে লিখিত বিষয়ের সংবাদ দিয়াছেন যে কিয়ামতের পূর্বে সমস্ত জনপদ ধ্বংস হইয়া যাইবে কিংবা হত্য বা অন্য বিপদে পতিত করিয়া তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। আর ইহার কারণ হইল, তাহাদের ঈমান ও পাপাচার। যেমন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মত সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন **وَمَا ظَلَمْنَاكُمْ وَكُنْتُمْ ظَالِمِينَ** আমি তাহাদের প্রতি অবিচার করি নাই বরং তাহারা ইহাদের নসীর উপর যুলুম করিয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে **فَذَاقُوا وَبِأَلِّ تَأْهِنًا** তাহারা তাহাদের স্বীয় কর্মের ফল ভোগ করিয়াছে। আর তাহাদের কৃতকর্মের পরিণাম ফতি ছাড়া আর কিছুই নহে। **وَكَأَيُّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرَسُولِهَا** তাহারা তাহাদের স্বীয় কর্মের ফল ভোগ করিয়াছে।

(৫৯) **وَمَا مَتَعْنَا أَنْ يُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ ۝ وَإِنَّا لَنُؤَدُّ النَّفْقَةَ الْمُبْتِغَةَ فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝**

৫৯. পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হইতে বিরত রাখে। আমি শিক্ষাপদ নিদর্শনস্বরূপ সামুদ্র জাতিকে উদ্ভী দিয়াছিলাম, অতঃপর তাহারা উহার প্রতি যুলুম করিয়াছিল। আমি জীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।

তাফসীর : সুলাইদ, হাম্মাদ ইবনে যাবেদ হইতে তিনি আইয়ুব হইতে তিনি সায়ীদ ইবনে জুযাইর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, মুশরিকরা বলিত, হে মুহাম্মদ! (মা) আপনিতো বলেন, আপনার পূর্বেও অনেক আশিয়া আগমন করিয়াছিলেন,

তাহাদের কাহারও জন্য বায়ু অধিনস্থ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল কেহ এমনও ছিলেন যে তিনি মৃতকে জীবিত করিতেন, আপনাকে বিশ্বাস করা ও আপনায় প্রতি ঈমান আনাই যদি আপনার কাম্য হয় তবে আপনায় প্রতিপালকের নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অহী প্রেরণ করিলেন, তাহারা যাহা কিছু বলিয়াছে আমি উহা শ্রবণ করিয়াছি। যদি আপনি ইহা পছন্দ করেন তবে আমি তাহাদের কাম্য পূর্ণ করিয়া দিব কিন্তু ইহার পর তাহারা ঈমান না আনিলে তাহাদিকে শাস্তি দিব। তখন আর কোন কথা চলিবে না। আর যদি তাহাদিগকে কিছু অবকাশ দান করা পছন্দ করেন তবে আমি তাহাদিগকে অবকাশ দান করিব। তখন তিনি বলিলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাহাদিগকে অবকাশ দান করুন। কাতাদাহ ইবনে জুরাইজ এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, উনমান ইবনে মুহাম্মদ (র)....হযরত ইবনে আব্বান (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মজার লোকের! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করিবার জন্য এবং তাহাদের এলাকা হইতে পাহাড় পর্বতসমূহকে সরাইয়া দিতে আবেদন জানাইল যেন তাহারা তথায় ক্ষেত খামার করিতে পারে। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাকে বলা হইল যদি আপনি ইহা পছন্দ করেন, তবে তাহাদিগকে আমি অবকাশ দিব। আর যদি পছন্দ করেন যে আমি তাহাদের আবেদন মঞ্জুর করি তাহাও করিব কিন্তু যদি তাহারা ইহার পরও কুফর করে তবে তাহারাও ঠিক তদ্রূপ ধ্বংস হইয়া যাইবে যেমন তাহাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা ধ্বংস হইয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি ইহা পছন্দ করি না যে তাহারা ধ্বংস হইয়া থাক। বরং আপনি তাহাদিগকে অবকাশ দান করুন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল **وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كُذِّبَ بِهَا الْأُولُونَ**

ইমাম নাসারী ইবন জরীর (র) অত্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রহমান (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কুরাইশরা নবী করীম (সা) কে বলিল, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন সাফা পাহাড়কে আমাদের জন্য স্বর্ণে পরিণত করিয়া দেন, তাহা হইলেই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, নতাই তোমরা ঈমান আনিবে? তাহারা বলিল হাঁ, রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ করিলেন। তখন হযরত জিবরীল (আ) আগমন করিয়া বলিলেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে সালাম করিয়াছেন আর তিনি বলিয়াছেন যদি আপনি চাহেন তবে সাফা পাহাড় তাহাদের জন্য স্বর্ণে পরিণত করা হইবে কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুফর করিবে, তাহাকে আমি এমনই শাস্তি দান করিব যাহা বিশ্বের কাহারকেও করি নাই আর যদি আপনি ইহা পছন্দ করেন যে আমি তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের দ্বার উন্মুক্ত

করিয়া দেই তবে তাহাই করিব। তখন তিনি বলিলেন, প্রথমটি নহে বরং তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হউক ইহা আমি কামনা করি।

হাফিয আবু ইয়াল তাহার 'মুসনাদ' গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে আলী আনকারী (র)....হযরত যুহাইর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন **وَأَنْذَرُ وَعَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** অবতীর্ণ হইল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আবু কুবাইশ পাহাড়ের উপর গিয়া উচ্চস্থরে বলিলেন, হে আদে মানাফের বংশধর লোকেরা! আমি তোমাদিগকে জীতি প্রদর্শন করিতেছি। চিৎকার শুনিয়া কুরাইশরা তাহার নিকট আসিলে তিনি তাহাদিগকে জীতি প্রদর্শন করিলেন এবং সতর্ক করিলেন। তখন তাহারা বলিল, তুমি তো বলিতেছ যে, তুমি নবী এবং তোমার নিকট অহী প্রেরিত হয়। সুলায়মান (আ) এর জন্য বায়ু ও পর্বত অধিনস্থ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হযরত মুসা (আ)-এর জন্য সমুদ্র অধিনস্থ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং হরত দীসা (আ) মৃতকে জীবিত করিতে পারিতেন। অতএব তুমিও আল্লাহর নিকট দু'আ কর, তিনি যেন আমাদের এলাকা হইতে পাহাড় পর্বত সরাইয়া দেন এবং এখানে নহরসমূহ প্রবাহিত করেন। আমরা যেন ক্ষেত্র খামার করিতে পারি। এবং স্বাদ্য দ্রব্যে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারি। অথবা তুমি এই দু'আ কর যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের মৃতদিগকে জীবিত করিয়া দেন এবং আমরা যেন তাহাদের সহিত কথা বলিতে পারি আর তাহারাও যেন আমাদের সহিত কথা বলিতে পারে। কিংবা তুমি এই দু'আ কর যেন আল্লাহ তা'আলা তোমার নীচের পথরকে স্বর্ণে পরিণত করেন। আমরা উহা হইতে কাটিয়া লইব এবং শীত ও গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্যিক সফরের কষ্ট হইতে আমরা রক্ষা পাইব। তুমিও তো পূর্ববর্তী নবীদের ন্যায় নবী হওয়ার দাবী করিতেছ।

রাবী বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চতুর্দিকে দভায়মান ছিলাম এমন সময় তাহার উপর অহী অবতীর্ণ হইল। অহীর অবতরণ শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "সেই সত্তার কসম যাহার হাতে আমার জীবন তোমরা যাহার দরখাস্ত করিয়াছ আল্লাহ উহা আমাকে দান করিয়াছেন, আর আমি ইচ্ছা করিলে উহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। কিন্তু তিনি আমাকে এই ব্যাপারে কিছু অর্থিমার দিয়াছেন, যে তোমরা রহমতে প্রবেশ করিবে এবং ঈমান আনিবে কিংবা তোমরা যাহা নিজেদের জন্য পছন্দ করিয়াছ আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে উহার উপর ন্যস্ত করিয়া দিবেন ফলে তোমরা রহমত হইতে দূরে সরিয়া যাইবে এবং ঈমান আনিতে ব্যর্থ হইবে। অতঃপর আমি রহমতের দ্বারকে মনোনিত করিয়াছি যেন তোমরা ঈমান গ্রহণ করিতে পার। আল্লাহ তা'আলা ইহাও জানাইয়াছেন, যদি তিনি তোমাদের কাম্য পূর্ণ করেন অতঃপর তোমরা কুফর কর তবে তোমাদিগকে এমন শাস্তি দিবেন যাহা বিশ্বের কাহারকেও দেন নাই। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় **وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كُذِّبَ بِهَا الْأُولُونَ** নিদর্শনসমূহ প্রেরণ

করিতে কেবল ইহাই বাধা যে, পূর্ববর্তীরা ইহা যেমন অস্বীকার করিয়াছে অনুরূপভাবে ইহারাও অস্বীকার করিলে। ইরশাদ হইয়াছে **وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ** যদি কুরআন এমন হইত যে ইহা দ্বারা পাহাড়সমূহ সন্ধান হইত কিংবা পৃথিবী বিদীর্ণ হইত কিংবা ইহা দ্বারা মৃতদের সহিত কথা বলা হইত..... অর্থাৎ ঐ মুশরিকদের ইচ্ছা মত নিদর্শনসমূহ যদি অবতীর্ণও করিতে চাহিতাম তবে আমার পক্ষে উহা কঠিন নহে। কিন্তু ব্যাপার হইল, তাহারা যদি উহার পরও ঈমান না আনে তবে তাহাদের শাস্তি হইবে সর্বাধিক কঠিন।

এই ধরনের নিদর্শন অবতীর্ণ হইবার পরও ঈমান না আনিলে শাস্তি অবতীর্ণ হইতে বিলম্ব হয় না যেমন পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের বেলায় আল্লাহর এই বিধানই প্রবর্তিত রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়দাহ এর মধ্যে ইরশাদ করিয়াছেন

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ مَائِدَةً فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لِأَعَذِّبَهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ

আমি তোমার নিকট মায়দা অবতীর্ণ করিব অতঃপর উহার পর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুফর করিবে তাহাকে আমি এমনই শাস্তি দিব যাহা বিশ্বের কাহাকে দেই নাই।

সামুদ জাতি যখন হযরত সালেহ (আ) কে পাথর হইতে উদ্ভী বাহির করিবার জন্য বলিল তখন তিনি আল্লাহর দরবারে দু'আ করিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ইচ্ছানুসারে পাথর হইতে উদ্ভী বাহির করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার পরও যখন তাহারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি অবাধ্য রহিল এবং উদ্ভীকে যত্ন করিয়া মারিয়া ফেলিল, তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদিগকে সনাইয়্য দেওয়া হইল **فَلْيَسْتَعْرِضُوا** তোমরা তিন দিন পর্যন্ত তোমাদের বাড়ীতে থিবে সুখ ভোগ করিতে থাক উহার পর তোমাদের প্রতি আমার নিশ্চিত শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। ইহাতে মিথ্যার কোন অবকাশ নাই। ইরশাদ হইয়াছে **وَأَنبَأْنَا ثَمُودَ أَن لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ** আমি সামুদ জাতিতে এমন নিদর্শন দান করিয়াছিলাম যাহা আমার তাওহীদের এবং আমার রাসূলের সত্যবাদের প্রমাণ ছিল কিন্তু তাহারা উহার প্রতি খুলুম করিয়াছিল। উদ্ভীকে পানি পান করিতে বাধা দিয়াছিল এবং উহাকে হত্যা করিয়াছিল। আল্লাহ তাহাদের সকলকেই ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে শক্ত হাতে পাকড়াও করিয়াছিলেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হযরত কাভাদাহ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সময়ে নানা প্রকার নিদর্শনের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল্লাহর অবাধ্যতা হইতে ফিরিয়া আসে। বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর সময়ে একবার কুফা নগরীতে ভূমিকম্প হইল, তখন তিনি

কুফার জনসাধারণকে বলিলেন যে লোক সকল! আল্লাহর ইচ্ছা যে তোমরা সকলে তাহার প্রতি নিবিষ্ট হও। অতঃপর অনতিবিলম্বে তোমরা সকলেই তাহার প্রতি নিবিষ্ট হইয়া যাও। অনুরূপভাবে আরো বর্ণিত হযরত উমর ইবনুল খাতাব (রা)-এর আমলে কয়েকবার মদীনাতে ভূমিকম্প হইল, তখন তিনি বলিলেন, তোমরা নিশ্চয় কোন বিদ'আত কাজ করিয়াছ, দেখ যদি পুনরায় এমন কিছু হয় তবে অবশ্যই আমি তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দিব। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দুইটি নিদর্শন, এবং উহাদের গ্রহণ কাহারও মৃত্যুর কারণ হয় না আর কাহার জন্মের কারণও নহে বরং উহাদের দ্বারা তাহার বান্দাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। যখন তোমরা উহা দেখিতে পাইবে তখনই ভীতি সন্তত হইয়া আল্লাহর বিকির এবং দু'আ ও ইস্তেগফার লিখ হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, যে উম্মতে মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম, তিনি তাহার কোন বান্দা কিংবা ব্যক্তিকে ব্যাভিচার করিতে দেখিবার ব্যাপারে তিনি অপেক্ষা অধিক গরত ওয়ালা আর কেহ নাই। যে মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মত! যদি তোমরা উহা জানিতে যহা আদি জানি তবে তোমরা হাসিতে কম, আর কাঁদিতে অধিক।

(৬০) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنَحْوَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝

৬০. স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখাইয়াছি তাহা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি উহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু ইহা উহাদিগের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

তাকসীর : উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহাের রাসূল (সা) কে তারলীগ ও প্রচার কার্যের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন এবং তাহাকে এই সম্পর্কেও অবগত করিয়াছেন যে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে মানুষ হইতে হিফায়ত করিয়াছেন কারণ তিনি তাহাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তাহারা সকলেই তাহার করতলগত ও অধিনস্থ। মুজাহিদ (র) উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের, হানান, কাভাদাহ ও অন্যান্য তাকসীরকারগণ **وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ** এর তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে মেরাও করিয়া রাখিয়াছেন এবং তিনি আপনাকে তাহাদের সকল বড়বড় ও আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। **وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ** অত্র আয়াতের তাকসীর প্রসঙ্গে ইমাম ইব্বারী (র) আলী ইবনে আব্দুল্লাহ (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত

তিনি বলেন, মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সে দৃশ্য দেখান হইয়াছিল উহা জাহ্নতাবস্থায় স্বপ্নে দেখান হইয়াছিল وَالشَّجَرَةُ الْمَعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ ঘারা যাক্কুম গাছ বুঝান হইয়াছে। আহমদ, আব্দুর রাযযাক (র) ও অন্যান্য রাবীগণ সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ আওফী হযরত ইবনে আক্বাম (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ সাবীদ ইবনে জুবাইর হাসান, মসরুত, ইবরাহীম, কাতাদাহ আব্দুর রহমান ইবনে মায়েদ আরো অনেকে উপরোক্ত আয়াত দ্বারা মি'রাজের রাতের ঘটনাকেই বুঝাইয়াছেন। সূরার শুরুতে মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে পূর্বে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে মি'রাজের ঘটনা শ্রবণ করিয়া কিছু লোক দীন ত্যাগ করিয়াছিল বাহারা পূর্বে মু'মিন ও সত্যধর্মে বিশ্বাসী ছিল। কারণ, ঘটনাটি এতই বিস্ময়কর যে তাহাদের জ্ঞান দ্বারা উহা বুঝিতে সক্ষম হয় নাই অথচ, অন্যান্য মু'মিন উহাকে নিশ্চয়তার সাথেই বিশ্বাস করিয়াছিল। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে **لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ** অর্থাৎ অল্লাহ তা'আনা পরীক্ষার জন্যই উক্ত ঘটনা সংঘটিত করিয়াছেন। **الشَّجَرَةُ الْمَعُونَةُ** অভিশপ্ত গাছ দ্বারা যাক্কুম গাছ বুঝান হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) মুশরিকদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি বেহেশত ও দোযখ দেখিয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি যাক্কুম গাছও দেখিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা উহাকে মিথ্যা বলিয়াছে এমনকি হতভাগ্য আবু জেহেল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা শ্রবণ করিয়া বিক্রম স্বরে বলিয়াছিল, "খেজুর ও মাখন নইয়া আস।" অতঃপর সে খেজুর হইতে কিছু এবং মাখন হইতে কিছু খাইতে লগিল এবং বলিল, আরে, তোমরা খেজুর ও মাখন মিশ্রিত করিয়া লও ইহাই হইল যাক্কুম ইহা ব্যতীত অন্য কিছু আমরা জানি না। ইবনে আব্বাস (রা) মাসরুত, আবু মালেক, হাসান বসরী এবং আরো অনেকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং যে সকল মুফসসিরগণ আলোচ্য আয়াত দ্বারা 'লাইলাতুল ইসরা' বুঝিয়াছেন। তাহারা সকলেই **الشَّجَرَةُ الْمَعُونَةُ** দ্বারা যাক্কুম গাছ বুঝিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা বনু উমাইয়াহ গোত্র উদ্দেশ্য; কিন্তু ইহা দুর্বল মন্তব্য।

ইবনে জরীর (র) ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে যাবালাহ (র)... সাহল ইবনে সাদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) অমুক গোত্রের লোককে মিথ্যের উপর বাদরের ন্যায় নাচিতে দেখিলেন। উহাতে তাহার কষ্ট হইল অতঃপর সূত্র পর্যন্ত আর কখনও তাহাকে হাসিতে দেখা যায় নাই। রাবী বলেন, অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল **لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ** وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ الِأَفْئِنَةَ إِلَّا مَثَلًا لِّلنَّاسِ **لِنَسُوا** অবশ্য সূত্রটি অত্যধিক দুর্বল। কেননা মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে যাবালা রাবী বর্জিত, তাহার শাস্ত্রেও সম্পূর্ণ দুর্বল। ইবনে জরীর (র) এই কারণেই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত দৃশ্য দ্বারা শবে মিরাজের দৃশ্য বুঝাইয়াছেন। এবং অভিশপ্ত গাছ দ্বারা

যাক্কুম গাছই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন মুফসসিরগণের ঐক্যবদ্ধ মত হইল আয়াতটিতে মি'রাজের দৃশ্য যাক্কুম গাছের কথা বলা হইয়াছে **وَنُحُورُهُمْ** আর আমি কাফিরদিগকে আযাব ও শাস্তি দ্বারা ভয় দান করি কিন্তু ইহা কুফর ও ওমরাহীর মধ্যে ওরুতর ছিল দেওয়া ছাড়া তাহাদের কিছুই বৃদ্ধি করে না।

(১১) **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط قَالَ
ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۝**

(১২) **قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۝**

৩১. শ্রবণ কর, যখন ফিরিশ্বাদিগকে বলিলাম, আদমকে সিজদা কর তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল। সে বলিয়াছিল, আমি কি তাহাকে সিজদা করিব যাহাকে আপনি কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?

৩২. সে বলিয়াছিল 'বলুন, উহাকে যে আপনি আমার উপর মর্মান্দা দান করিলেন, কেন? কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহা হইলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তাহার বংশধরগণকে কর্তৃত্বাধীন করিয়া ফেলিব।

তাকসীর : হযরত আদম (আ) ও তাহার সন্তানদের প্রতি হতভাগ্য ইবলীস যে শক্রতা পোষণ করিত উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্বাগণকে হযরত আদম (আ)কে সিজদা করিতে হুকুম দিলে তাহারা সকলেই সিজদা করিল কিন্তু ইবলীস অহংকার ও গর্বভরে, সিজদা করিতে অস্বীকৃতি জানাইল। ভুল করিয়া সে বলিয়া উঠিল **أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا** যাহাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করিব? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে **أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ** আমি তো তাহার তুলনায় উত্তম, আমাকে আপনি সৃষ্টি করিয়াছেন আগুন দ্বারা আর তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মাটি দ্বারা। আল্লাহর ধৈর্য দেখিয়া আরো অধিক ধুষ্টতার সহিত বলিল **لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا** দেখুন তো, এই যাহাকে আপনি আমার উপর মর্মান্দা দান করিয়াছেন, যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করেন, তবে আমি অল্প সংখ্যক ব্যতীত তাহার সন্তানদের সকলকেই সমূলে বিনষ্ট করিয়া দিব। আলী ইবনে আবু তালহা হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে উক্ত আয়াতের তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন, কিছু সংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশের উপর আমি প্রভুত্ব কায়ম করিব। মুজাহিদ

বলেন তাহাদিগকে আমি খিরিয়া লইব। ইবনে যারোদ বলেন আমি তাহাদিগকে ওমরাহ করিয়া দিব। অর্থাৎ আপনি যদি আমাকে অবকাশ দান করেন, তবে অন্ন সংখ্যক বাত্তিত তাহাদিগকে ওমরাহ করিয়া দিব। উভয় তাকসীরের মর্ম প্রায় একই।

(৬৩) قَالَ أَذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً

مَوْفُورًا ০

(৬৪) وَأَسْتَفِرُّ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْبِكَ وَ

رَجْلِكَ وَشَارِكُكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتُهُمْ وَإِنَّا لَيَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا

عُرُورًا ০

(৬৫) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ০

৬৩. আল্লাহ বলিলেন, যাও তাহাদিগের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিলে জাহান্নামই তোহাদিগের সকলের শাস্তি-পূর্ণ শাস্তি।

৬৪. তোমার আহ্বানে উহাদিগের মধ্যে যাহাকে পার পদস্থলিত কর, তোমার অশ্বারোহী পদাতিক বাহিনী দ্বারা উহাদিগকে আক্রমণ কর এবং উহাদিগের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হইয়া যাও ও উহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দাও। শয়তান উহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় উহা ছলনা মাত্র।

৬৫. আমার বান্দাদিগের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নাই; কর্মবিধায়ক হিসাবে তোমার প্রতিপালক-ই যথেষ্ট।

তাকসীর : ইবলীস যখন আল্লাহর নিকট অবকাশ প্রার্থনা করিল তখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন যাও, আমি তোমাকে অবকাশ দান করিলাম। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে **فَأَنْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ نِفَاقًا فَعَزَّزْنَا بِدَارِ الْجَنَّةِ الْكُنُوزَ وَمَنَّا مَصْرُوعًا فَصَوَّرْنَا أَبْوَابَ مُقَدِّمَاتٍ وَمِنْهَا مَخْرَجٌ وَمِنْهَا دَخَالٌ كَرِيمٌ** তোমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করা হইল (সোয়াদ-৮০-৮১)। অতঃপর তিনি ইবলীস ও আদম সন্তান হইতে যাহারা তাহার অনুসারী তাহাদিগকে ধমক দান করিয়া ইরশাদ করেন **قَالَ أَذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا** যাও, যে-ই তোমার অনুসরণ করিলে তোমাদের সকলের অপকর্মের বিনিময় হইবে জাহান্নাম এবং উহা পরিপূর্ণ বিনিময়। কাতাদাহ বলেন, জাহান্নাম শাস্তি হিসাবে পরিপূর্ণ হইবে। উহা হইতে কয় করা হইবে না **وَأَسْتَفِرُّ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ** তাহাদের মর্গ হইতে যাহাকে পার তোমার শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত কর। কেহ কেহ বলেন **صَوْرًا** দ্বারা গান বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, গান ও খেলাধুলা উভয়ই বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ এই গানবাদ্য ও খেলাধুলা দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা তুমি তাহাকে বিভ্রান্ত ও সত্যচ্যুত কর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) **وَاسْتَفِرُّ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ** এর তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন **صوت** দ্বারা এমন সকল লোকের শব্দ বুঝান হইয়াছে যে আল্লাহর নাকরমালীর প্রতি আহ্বান করে। **وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْبِكَ وَرَجْلِكَ** ইবলীস, তুমি তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ কর। **صَاحِبٌ** ও **رَاكِبٌ** শব্দর **صَحْبٌ** ও **رَكِبٌ** এর বহু বচন, যেমন **رَجُلٌ** শব্দটি **رَجُلٌ** এর বহু বচন। অর্থাৎ তুমি তোমার যাবতীয় শক্তি সামর্থ লইয়া আমার বান্দাদের উপর আক্রমণ কর। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُمُهُمْ أَيَّامَ كَيْدِهِمْ وَاللَّيْلِ يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ يَخِرُّونَ الْمُدُنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لِئَلاَّ يَأْتُوا بِاللَّيْلِ وَالْيَوْمِ وَاللَّهُ جَاهِلٌ لِئَلاَّ يَأْتُوا بِاللَّيْلِ وَالْيَوْمِ وَاللَّهُ جَاهِلٌ لِئَلاَّ يَأْتُوا بِاللَّيْلِ وَالْيَوْمِ وَاللَّهُ جَاهِلٌ لِئَلاَّ يَأْتُوا بِاللَّيْلِ وَالْيَوْمِ আপনি কি জ্ঞান না যে, আমি কাফিরদের উপর শয়তানদিগকে প্রেরণ করি যাহারা তাহাদিগকে গুনাহ ও পাপাচারের প্রতি উৎসাহিত করে ও সেইদিকেই টানিয়া লইয়া যায় (মারিয়াম-৮৩)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) **وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْبِكَ وَرَجْلِكَ** এর তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন, যাহারা মানুষকে পাপাচারের দিকে ধাবিত করিবার জন্য সোমারির উপর আরোহণ করিয়া কিংবা পায়ে হাতিয়া প্রচেষ্টা করে তাহারা পদাতিক বাহিনী ও অশ্বারোহী সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত কাতাদাহ বলেন, মানুষ ও জ্বিন জাতির মধ্য হইতে ইবলীসের কিছু অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাদল আছে তাহারা হইল সেই সকল লোক যাহারা তাহার অনুসরণ করে। অত্রকের লোকেরা বলেন **أَجْلِبُ فُلَانٌ** অমুক অমুকের উপর চিৎকার করিয়াছে। ঘোড়া দৌড়ে প্রতিযোগিতাকালে চিৎকার করিয়া ঘোড়া হাকাইতে যে রানুদুয়াহ (সো) নিষেধ করিয়াছেন উহার জন্য তিনি **أَجْلِبُ** শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। **وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْبِكَ وَرَجْلِكَ** আর তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে তুমি শরীক হইয়া যাও; হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, গুনাহর কাজে শয়তানের তাহাদের মাল ব্যয় করিতে নির্দেশ প্রদান। আতা (র) বলেন, ইহার অর্থ সুদ। হানাল (র) বলেন ইহার অর্থ হইল, অন্যায় পদ্ধতিতে ধন-সম্পদ অর্জন করা এবং হারাম কাজে উহা ব্যয় করা। কাতাদাহ অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, “ধন-সম্পদে শয়তানের শরীক হওয়ার অর্থ হইল হালান জীব-জন্তুকে কাফিরদের ইচ্ছা মত হারাম করা। যেমন **بِحَيْرَةٍ** ও **بِحَيْرَةٍ** ইত্যাদি একাদিক পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিল; যাহাকে ও কাতাদাহও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন “উল্লেখিত সবকয়টি ব্যাখ্যাই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াই সর্বাধিক উত্তম মত।

وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْبِكَ وَرَجْلِكَ আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীক হওয়ার অর্থ হইল ব্যাভিচার করা যাহার দ্বারা হারাম সন্তান জন্ম গ্রহণ করে; আলী ইবনে তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (র)

হইতে বর্ণনা করেন, শৈশবকালেই অন্যান্যভাবে সন্তানকে জীবিত দাফন করা কিংবা অন্য কোন উপায়ে হত্যা করা। কতাদাঃ (র) হযরত হাসান বসরী (র) হইতে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হওয়া এর অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজকদের স্বীয় সন্তানদিগকে ইয়াহুদী খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক করিয়া দেওয়া। এবং স্বীয় মালের একাংশ শয়তানের জন্য নির্ধারণ করা। কতাদাঃ (র) অনুগ্রহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আবু সালেহ (র) হযরত ইবনে আদ্বাশ (র) হইতে বর্ণনা করেন, স্বীয় সন্তানদের নাম, আব্দুল হারেস আদে শামস ইত্যাদি নামকরণ করা। ইবনে জরীর (র) বলেন, সর্বাধিক উত্তম ব্যাখ্যা হইল, আল্লাহর অপছন্দীয় নাম দ্বারা সন্তানের নামকরণ করা কিংবা বাতিল ধর্মে সন্তানকে দীক্ষা দেওয়া অথবা সন্তানকে জীবিতাশ্রয় দাফন করা কিংবা বাতিল ধর্মের সন্তানকে দীক্ষা দেওয়া অথবা সন্তানকে জীবিতাশ্রয় দাফন করা কিংবা বাতিল ধর্মের সন্তানকে দীক্ষা দেওয়া অথবা সন্তানকে জীবিতাশ্রয় দাফন করা কিংবা বাতিল ধর্মের সন্তানকে দীক্ষা দেওয়া অথবা সন্তানকে জীবিতাশ্রয় দাফন করা। কারণ আল্লাহ তা'আলা وَالْمَالِ وَالْأَوْلَادِ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ মধ্যে কোন একটিকে খাসভাবে উল্লেখ করেন নাই। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শয়তানের শরীক হওয়ার অর্থ হইল, যে কোন উপায়ে উহাতে শয়তানের প্রবেশ করা ও উহার সাহায্য লাভ করা। যে কোন কাজের মধ্যে কিংবা যে কোন কাজের সাহায্যে আল্লাহর নাকরখানী করা কিংবা যে কোন কাজের মধ্যে কিংবা যে কোন কাজের সাহায্যে শয়তানের অনুপ্রবেশ করাকে শয়তানের শরীক বলা যাইবে। ইয়ায ইবনে হাশ্বান (র) হইতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন

أَيُّ خَلَقْتُ عَبَادِي حَقَّاقًا فَجَاءَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَأَخَالَتَهُمْ عَنْ بَيْنِهِمْ
وَحَرَمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحَالَتْ لَهُمْ

অর্থাৎ আমি আমার বান্দাদিগকে সকল বর্ণিত হতবাদ হইতে পৃথক করিয়া তাওহীদ পন্থি সৃষ্টি করিয়াছি কিন্তু শয়তানের দল তাহাদের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে সত্য পথ হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছে এবং যাহা আমি তাহাদের জন্য হালাল করিয়াছি তাহারা উহা হারাম করিয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যদি কেহ তাহার স্ত্রীর সহিত সংগমকালে بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَاقَتَنَا এই দোয়া পাঠ করে তবে যদি তাহার ভাগ্য সন্তান নির্ধারিত থাকে তবে শয়তান কোন দিন তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না।

কতাদাঃ (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন "أَيُّ خَلَقْتُ عَبَادِي حَقَّاقًا فَجَاءَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَأَخَالَتَهُمْ عَنْ بَيْنِهِمْ وَحَرَمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحَالَتْ لَهُمْ" "আর আমি তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দাও : আর শয়তান তো ছলনা ছাড়া কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না"। কিয়ামত সভ্য প্রকাশ পাইবে তখন শয়তান বলিবে যাহার সম্পর্কে আল্লাহ সংবাদ দিয়াছেন إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ فَأَخَالَتَكُمْ وَأَلَّا اللَّهُ وَعَدَكُمْ فَأَخَالَتَكُمْ" আল্লাহ তা'আলা তো সত্য প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন কিন্তু আমি তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করিয়া উহার খেলাফ করিয়াছি।

قوله إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ আমার সঠিক বান্দাদের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা চলিবে না। আল্লাহ তা'আলা তাহার এই বাণী দ্বারা তাহার মুমিন বান্দাগণকে শয়তানের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ব্যাপারে সাহায্য ও সমর্থনের আশ্বাস দিয়াছেন। وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكَفَىٰ অর্থাৎ সাহায্যকারী ও সংরক্ষণকারী হিসাবে আপনার প্রতিপালকই আপনার জন্য যথেষ্ট। ইমাম আহমদ (র) কুতাবুন্নাহ (র).... আবু হুরায়রাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَنْفَعِي شَيْطَانُهُ كَمَا يَنْفَعِي أَحَدَكُمْ بِغَيْرِهِ فِي الشُّفْرِ মুমিন ব্যক্তি তাহার শয়তানের উপর ঠিক তদ্রূপ ক্ষমতা লাভ করে যেমন সফরকারী তোমাদের কেহ তাহার সোয়ারীর উপর ক্ষমতা লাভ করে

(١٦) رَبِّكُمْ الَّذِي يُرِيحِي نَكْمَ الْفُلْكِ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

৬৬. তোমাদিগের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদিগের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন, যাহাতে তোমরা তাহার অনুগ্রহ সফল করিতে পার। তিনি তোমাদিগের প্রতি পরম দয়ালু।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি তাহার বান্দাগণের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। তিনিই তাহার অনুগ্রহে সমুদ্রে নৌযানসমূহকে তাহাদের অধিনস্থ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন কেন তাহারা এক দেশ হইতে অন্য দেশে বাণিজ্যিক সফর করিয়া আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করিতে পারে।

(١٧) وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا فَلْيَاذِعْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝

৬৭. সমুদ্রে যখন তোমাদিগকে বিপদ স্পর্শ করে তখন কেবল তিনি ব্যতীত অপর যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান করিয়া থাক তাহারা অন্তর্হিত হইয়া যায়। অন্তঃপর তিনি যখন তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যখন মানুষ কোন কষ্টে পতিত হয় তখন সে বড়ই সকাভের হইয়া নিবিষ্টচিত্তে আল্লাহকে ডাকিতে থাকে। وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا যখন তোমরা সমুদ্রে বিপদগ্রস্ত হও তখন কেবল তাহাকেই ডাকিতে থাক এবং তোমাদের অন্যান্য সকল উপাস্য তোমাদের অন্তর হইতে বিদায় গ্রহণ করে। যেমন ইকরিয়াহ ইবনে আবু জোহেলের এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। মক্কা বিজয়ের পর তিনি যখন রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে পলায়ন

করিতেছিলেন তখন তিনি সুদূর আবেসিনীয়া পৌছবার জন্য একটি সামুদ্রিক নৌমানে
 আরোহণ করিলেন, ভীষণ তুফান আরম্ভ হইল : আরোহীদের সকলে পরস্পর বলিতে
 লাগিল আজ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিলে তোমাদের কোন লাভ
 হইবে না। তখন হযরত ইকরিমাহ মনে মনে বলিলেন, হে আল্লাহ! যদি সমুদ্রে অন্য
 কোন উপাস্যের উপাসনা উপকারী না হয় তবে স্থলেও উপকারী হইবে না : হে আল্লাহ
 আমি আপনার নিকট ওয়াদা করিতেছি, যদি এইবার আপনি আমাকে মুক্তি দান করেন
 তবে আমি অবশ্যই মুহাম্মদ (সা) নিকট গমন করিব এবং তাহার হাতে আমি বায়'আত
 গ্রহণ করিব। আমি অবশ্যই তাহাকে অনুগ্রহশীল ও মেহেরবান হিসাবে পাইব। তাহারা
 আল্লাহর অনুগ্রহে সমুদ্রের বিপদ হইতে রক্ষা পাইল এবং তীরে উঠিল। অতঃপর হযরত
 ইকরিমাহ হাম্বুল্লাহ (সা) এর নিকট গমন করিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং
 উত্তম মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। **الْبَرِّ أَغْرَضْتُمْ** যখন আল্লাহ
 তা'আলা তোমাদিগকে রক্ষা করেন, তোমরা বিমুখ হইয়া পড় এবং সমুদ্রের তুফানে
 আল্লাহর যে তাওহীদ লাভ করিয়াছিলে তাহা তোমরা ভুলিয়া যাও। এবং একমাত্র
 তাহাকে ডাকিতে ভুলিয়া যাও। **وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا** আর মানুষ বড়ই না-শোকর ও
 অকৃতজ্ঞ। সে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতসমূহকে ভুলিয়া যায় : অবশ্য আল্লাহ যাহাকে
 হিফাজত করেন সে কৃতজ্ঞ হয় ও শোকর করে।

(৬৮) **أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا أُنْفُسَكُمْ وَكَيْدًا ۝**

৬৮. তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে তিনি তোমাদিগকে স্থলে কোথাও ভূগর্ভস্থ
 করিবেন না? অথবা তোমাদিগের উপর কংকর বর্ষণ করিবেন না। তখন তোমরা
 তোমাদিগের কোন কার্যবিধায়ক পাইবে না।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা ধারণা করিয়াছ যে আল্লাহর
 আয়ত ও শাস্তি হইতে পলায়ন করিয়া স্থলভাগের কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিলে ভূগর্ভস্থ
 হইয়া যাওয়া হইতে তোমরা নিরাপদে থাকিবে কিংবা প্রস্তর বর্ষণ হইতে তোমরা
 নিরাপত্তা লাভ করিবে? মুজাহিদ ও অন্যান্য তাফসীরকরণ এই তাফসীর করিয়াছেন।
 যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন :

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاكُمْ بِمِثْرٍ نَعْمَةٍ مِنْ رَبِّنَا

আমি তাহাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু লুত
 (আ)-এর পরিবারবর্গের উপর প্রস্তর বর্ষণ করি নাই তাহাদিগকে আমি স্বীয় অনুগ্রহে
 রাতের শেষ প্রহরে বাঁচাইয়া লইয়াছিলাম। আরো ইরশাদ হইয়াছে **عَلَيْهِمْ**

حِجَارَةً مِنْ طِينٍ আর আমি তাহাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। অন্যত্র
 ইরশাদ হইয়াছে **أَمْ تَسْأَلُونَ عِلْمَ السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُودًا** অথবা
أَمْ تَسْأَلُونَ عِلْمَ السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نُذَيِّرُ
 তোমরা সেই সত্তা হইতে নিশ্চিত হইয়াছ যিনি আসমানে বিদ্যমান যে তিনি
 তোমাদিগকে ভূগর্ভস্থ করিবেন না আর তখন তো উহা ধর ধর করিয়া কাপিতে
 থাকিবে। কিংবা তোমরা কি সেই সত্তা হইতে নিশ্চিত হইয়াছ যিনি আসমানে বিদ্যমান
 যে তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করিবেন না। তখন তোমরা
 জানিতে পারিবে যে আমার সতর্কবাণী কি রূপ হইয়াছিল, **قَوْلَهُ تَمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ**
 অর্থাৎ তখন তোমরা এমন কোন কার্যবিধায়ক পাইবে না, যে তোমাদিগকে
 সাহায্য করিতে পারে এবং বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে।

(৬৯) **أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كُفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۝**

৬৯. অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তিনি তোমাদিগকে আর একবার
 সমুদ্রে লইয়া যাইবেন না এবং তোমাদিগের কুফরির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা
 পাঠাইবেন না এবং তোমাদিগের কুফরী করার জন্য তোমাদিগকে নিমজ্জিত
 করিবেন না? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাইবে
 না।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে সেই সকল লোক! যাহারা সমুদ্র
 সফরে আমার তাওহীদ স্বীকার করিয়াছ এবং নিরাপদে কূলে পৌছাইয়া পুনরায় বিমুখ
 হইয়াছ তোমরা কি এই বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারিয়াছ যে, তিনি তোমাদিগকে
 পুনরায় সমুদ্র সফরে লইয়া যাইবেন না এবং নৌযান বিধ্বংসকারী প্রবল ঘূর্ণিঝড়
 তোমাদের উপর পাঠাইবেন না। হযরত ইবনে আব্বান (রা) বলেন **فَاصِفٌ** এমন
 প্রবল ঝড়কে বলা হয়, যাহা নৌযান ধ্বংস করিয়া সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া দেয়। **قَوْلَهُ**
تَمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا تَبِيعًا অতঃপর তিনি তোমাদের কুফর ও আল্লাহ হইতে বিমুখ হইবার
 কারণে তোমাদিগকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া দিবেন **تَبِيعًا** অর্থ সাহায্যকারী। মুজাহিদ (রা) বলেন
 হযরত ইবনে আব্বান (রা) বলেন, **تَبِيعًا** অর্থ সাহায্যকারী। অর্থাৎ তখন তোমরা এমন কোন সাহায্যকারী
 সাহায্যকারী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী। অর্থাৎ তখন তোমরা এমন কোন সাহায্যকারী
 পাইবে না যে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে। হযরত কাভাদাহ বলেন, ইহার অর্থ হইল
 আমি এমন কাহাকেও ভয় করি না যে পরে আমার এই কাজে কোন অভিযোগ করিতে
 পারে।

(৭০) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَيْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَقَضَيْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

৭০. আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি, স্থলে ও সমুদ্রে উহাদিগের চলাচলের বাহন দিয়াছি; উহাদিগকে উত্তম রিযিক দান করিয়াছি এবং আমি যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদিগের অনেকের উপর উহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।

তাকসীর ৪ আলাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি মানব জাতিকে তাহার অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করিয়াছেন এবং তাহার দৈহিক আকৃতি ও আংগিক গঠন সর্বাধিক উত্তম করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে لَقَدْ كَرَّمْنَا الْإِنْسَانَ الْأَكْثَرُ الْأَكْثَرُ আমি মানুষকে সর্বাধিক উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছি। যেমন-মানুষ দুই পায়ের উপর চলিতে পারে দুই হাত দ্বারা আহাৰ করে। অথচ অন্যান্য জীবজন্তু চার পায়ে চলে এবং মুখের দ্বারা আহাৰ করে। মানুষকে আলাহ তা'আলা চক্ষু কর্ণ ও অন্তর দান করিয়াছেন যাহার সাহায্যে ভাল মন্দের পার্থক্য করিতে পারে ও উপকৃত হইতে পারে। পার্থক্য ও পারলৌকিক বিবয়ে কোনটি উপকারী আর কোনটি অপকারী সে সম্পর্কে বিবেচনা করিতে ও স্থির করিতে পারে। وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَيْدِ وَالْبَحْرِ আর আমি তাহাদিগকে স্থলে ও জলে বাহন দান করিয়াছি। স্থলে উট ঘোড়া ইত্যাদি যানবাহন হিসাবে দান করিয়াছি এবং সমুদ্রে ও জলে ছোট বড় নানা নৌবান দান করিয়াছি الطَّيِّبَاتِ আর তাহাদিগকে উত্তম রিযিক দান করিয়াছি অর্থাৎ জমির ফসল গাছের ফল জীবজন্তুর দুধ ও গোস্ব এবং সর্বপ্রকার সুধুদে রচনসম্পন্ন খাদ্য দ্রব্য এবং ইহা ব্যতিত চমৎকার আকর্ষণীয় দৃশ্যসমূহ নানা প্রকার রং বেরংহের পোশাকসমূহ আমি তাহাদিগকে দান করিয়াছি। ইহার কিছু ভো তাহারা স্বদেশে প্রস্তুত করে এবং কিছু বিদেশ হইতে আমদানী করে।

وَاقْرَأْ فِي هَذِهِ نَسَمَاءَ الْاُنْحَارِ فِي الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ اَعْمٰی وَاصْلًا سَبِيْلًا ۝

আর আমি অন্যান্য সকল জীব-জন্তু ও সৃষ্ট বস্তুর উপর তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি। এই আয়াত দ্বারা ফিরিশ্বতাগণের উপরও মানব জাতির মর্যাদা প্রমাণিত করা হইয়াছে। আব্দুর রামযাক (র) বলেন মা'মার (র) যাহেদ ইবনে আসলাম (র) হইতে আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ফিরিশ্বতাগণ বলে হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি মানব জাতিকে দুনিয়া দান করিয়াছেন যাহা দ্বারা সে উপকৃত হয় অথচ, আমাদের উপর উহা দান করেন নাই। অতএব আমাদের উপর তাহাদের দান করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, আমার ইচ্ছত ও প্রতাপের কসম সেই ব্যক্তির নেক সন্তানকে যাহাকে আমার শ্বীয় হাতে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মত করিব না যাহাদিগকে আমি "হইয়া যাও" বলিলেই হইয়া গিয়াছে। হাদীসটি এই সূত্রে মুরব্বাল। অবশ্য অন্য এক

সূত্রে হাদীসটি মুত্তাসিল রূপেও বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয আব্দুল কাশেম তবরানী (র) বলেন, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সদাকাহ খাগদাদী (র) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বর্ণনা করিয়াছেন ফিরিশ্বতাগণ বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি মানব জাতিকে দুনিয়া দান করিয়াছেন তাহারা সেখানে পানাহার করে এবং পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে আর আমরা আপনার প্রশংসার সহিত আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি অথচ, আমরা না পানাহার করি আর না খেলাধুলা করি। আপনি যেমন তাহাদের জন্য দুনিয়া দান করিয়াছেন তদ্রূপ আমাদের উপর তাহাদের দান করুন। তখন তিনি বলিলেন আমি যাহাকে আমার কুদরতী হাত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি তাহার সন্তানদিগকে সেই সকল সৃষ্টির ন্যায় করিব না যাহাকে আমি "হইয়া যাও" বলিলেই হইয়া গিয়াছে।

ইবনে আসাকির (র) মুহাম্মদ ইন আইয়ুব (র)...আনাস ইবনে মালেক (র) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বলেন ফিরিশ্বতাগণ বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আদম সন্তানকেও সৃষ্টি করিয়াছেন অথচ, তাহারা পানাহার করে পোশাক পরিধান করে, বিবাহ সংগী করে সোহারীতে আরোহণ করে, নিদ্রা হয়ে ও আরাম করে। অথচ, আপনি ঐ সকল সুখ শান্তির কিছুই আমাদের দান করেন নাই আপনার নিকট আমাদের আবেদন তাহাদিগকে আপনি দুনিয়া দান করেন আর আমাদের দান করেন আখিরাত। তখন তিনি বলিলেন যাহাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমার সৃষ্ট রূহ তাহার মধ্যে ফুঁকাইয়াছি তাহাকে সেই ব্যক্তির মত আমি করিব না যাহাকে "হইয়া যাও" বলিলেই হইয়া গিয়াছে। তবরানী (র) বলেন, আদান ইবনে আহমদ (র)...হফসত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট আদম সন্তান অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল অন্য কেহ হইবে না জিজ্ঞাসা করা হইল ইয়া রাসূলুল্লাহ! ফিরিশ্বতাগণও না? তিনি বলিলেন, ফিরিশ্বতাগণও নয়। তাহারা তো চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় আল্লাহর নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য। হাদীসটি মুত্তাসিলেও পৌঁবে

(৭১) يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَاُوْلٰئِكَ يَفْرَحُوْنَ كِتٰبُهُمْ وَلَا يٰظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝

(৭২) وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاصْلًا سَبِيْلًا ۝

৭১. স্বরণ কর সেই দিনকে যখন প্রত্যেক সম্প্রদায়কে উহাদিগের নেতাসহ আহ্বান করিব। যাহাদিগের দক্ষিণ হস্তে তাহাদিগের আমল নামা দেওয়া হইবে,

তাহারা তাহাকে দেখিয়া বলিবে, হে আল্লাহ! আমাদিগকেও ইহা দান করুন এবং আমাদিগকে ইহাতে বরকত দান করুন। অতঃপর সে তাহাদের নিকট আসিয়া বলিবে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদের প্রত্যেকেই এই মর্যাদা লাভ করিবে। আর কাফির ব্যক্তি তাহার মুখমস্তল মলিন হইবে, তাহার শরীর বৃদ্ধি করা হইবে এবং তাহার সাথীরা তাহাকে দেখিয়া বলিবে আমরা এই ব্যক্তি এবং তাহার অনিষ্ট হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদিগকে এইরূপ করিবেন না তখন সে তাহাদের নিকট আগমন করিবে তাহারা বলিবে হে আল্লাহ তাহাকে দূরে সাড়িতে দিন। সে বলিবে আল্লাহ তোমাদিগকে ধ্বংস করুন, তোমাদের প্রত্যেকের এই অবস্থা হইবে। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বাযযার বলেন, হাদীসটি এই সূত্র দ্ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হয় নাই। قوله وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ। মুজাহিদ কাতাদাহ ও ইবনে যায়দ (র) বলেন, যেই ব্যক্তি এই দুনিয়ায় আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহ হইতে অন্ধ হইয়া থাকিবে সে পরকালেও অন্ধ হইয়া থাকিবে وَأَضَلُّ سَبِيلًا এবং দুনিয়া অপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ট হইবে।

(৭২) وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً ۚ وَإِذْ الْأَبْطُحُونَ خَلِيلًا ۝

(৭৪) وَلَوْ لَا أَنْ تَبَيَّنْتَ لَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝

(৭৫) إِذَا لَدَقَّتْكَ الْحَيَاةُ وَضَعَفَ السَّاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا

نَصِيرًا ۝

৭৩. আমি তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহা হইতে উহারা পদস্থলন ঘটাইবার চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করিয়াছিল যাহাতে তুমি আমার সহজে উহার বিপরীত মিথ্যা উদ্ভাবন কর; তবেই উহারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত।

৭৪. আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখিলে তুমি উহাদিগের প্রতি প্রায় কিছুটা ঝুঁকিয়া পড়িত;

৭৫. তাহা হইলে অবশ্য তোমাকে ইহাজীবনে বিচণ ও পরজীবনে দ্বিগণ শাস্তি আন্বাদন করাইতাম; তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইতে না।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তিনি তাহার রাসূল (সা)কে দুই কাফের ফাজেরদের দুষ্টামী ও ষড়যন্ত্র হইতে সঠিক পথে সুদৃঢ় রাখেন ও রক্ষা করেন। তিনিই তাহার সাহায্যকর্তা ও রক্ষাকর্তা তিনিই তাহাকে সাফল্যদাতা; তাহার শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনিই তাহার দীনকে বিজয়ী করিবেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের সকল জনবসতীকে উহা সম্প্রসারিত করিবেন। কিয়ামত পর্যন্ত সেই মহান রাসূলের প্রতি দরুদ ও দানাম।

(৭৬) وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْزِرُواكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

(৭৭) سَنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝

৭৬. উহারা তোমাকে দেশ হইতে উৎখাত করিবার চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াছিল তোমাকে সেখা হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য; তাহা হইলে তোমার পর উহারাও সেখায় অল্পকাল টিকিয়া থাকিত।

৭৭. আমার রাসূলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাহাদিগকে পাঠাইয়াছিলাম তাহাদিগের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাইবে না।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতের শানে নুহূন সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন, যখন ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে মদীনা ত্যাগ করিয়া শাম দেশে যাইবার পরামর্শ দিয়াছিল। কারণ শাম দেশই হইল আখিয়ারে কিরামের আবাস ভূমি। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এই মতটি দুর্বল; কারণ আয়াত মদনী নহে, মক্কী। কেহ কেহ বলেন, আয়াতটি তাবুক নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই মতের উপরও একই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

ইমাম বায়হাকী (র)...আব্দুর রহমান ইবন গনাম, (র) হইতে বর্ণিত যে, একবার কিছু ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আবুল কাসেম! যদি আপনি সত্যই নবী হন তবে হাশরের ময়দান ও আখিয়ারে কিরামের আবাসভূমি শাম দেশে হিজরত করুন। তাহাদের বক্তব্যকে তিনি মানিয়া লইলেন, যখন তিনি তাবুক যুদ্ধে রওনা হইলেন তখন তাহার শাম দেশে গমন করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যখন তিনি তাবুক পৌছলেন, তখন সূরায় বনী ইসরাঈল-এর এই আয়াত وَأِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْزِرُواكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا... تَحْوِيلًا অবতীর্ণ হইল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) কে মদীনা প্রত্যাবর্তন করিবার নির্দেশ দিলেন। এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ইহাও বলিলেন, মদীনা-ই আপনার জীবন এবং সেইখানেই আপনার মৃত্যু ঘটিবে অবশ্য সূত্রটির সমালোচনা করা হইয়াছে। বরং ইহা বিগত নহে।

ফারণ, নদী কন্নৌম (সঃ) ইয়াহুদীদের বলার কারণে তাবুক যুদ্ধ করিতে যান নাই বরং তিনি আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করিয়াছিলেন **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ** **يَأْتِيَكُمُ مِنَ الْكُفَّارِ** হে ঈমানদারগণ। তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের সহিত যুদ্ধ কর। আরো ইরশাদ হইয়াছে :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابًا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ **مُاعْتَبِرُونَ**

তোমরা সেই সকল লোকের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাহার রাসূল যাহা কিছু হারাম ঘোষণা করিয়াছেন উহা তাহারা হারাম মনে করে না। আর তাহারা সত্য ধীনকে ধারণও করে না। তাহারা হইল অহংগে কিডাব। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাক দরং না তাহারা অধিনস্ত হইয়া জিবিয়া গ্রহণ করে।

ইহা ব্যতিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাবুক যুদ্ধ সেই সকল সাহাবায়ে কিয়ামের খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য করিয়াছিলেন যাহাদিগকে অন্যভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। যদি কেওয়ালেতেটি সত্য হয় তবে অলীদ ইবনে মুসলিম (রঃ)...আবু উমামাহ হইতে যে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে উহাকে উল্লেখিত কেওয়ালেতের উপর প্রয়োগ করিতে হইবে। আবু উমামাহ বলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেন কুরআন মাজীদ তিন স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছে, মক্কা, মদীনা ও শামদেশে। অলীদ বলেন 'শাম' দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস বুঝান হইয়াছে। কিন্তু 'শাম' দ্বারা তাবুক উদ্দেশ্য করা অলীদের ব্যাখ্যা অপেক্ষা উত্তম। কেহ কেহ বলেন, আয়াতটি কুরাইশ কাফিরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে যাহারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেশ ত্যাগ করাইতে চাহিতেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা তাহাদিগকে ধমক দিয়াছেন। যদি তাহারা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে তাহাদের ইচ্ছামত বাহির করিয়া দিত, তবে তাহারাও বেশী দিন মক্কায় টিকিতে পারিত না। ঘটনা ঠিক তদ্রূপই ঘটিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর যখন তাহাদের নির্যাতন চরমে উঠিল এবং তিনি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় গমন করিলেন, তাহার ষাঠ দশ বৎসর পরই আল্লাহ তা'আলা মক্কার কাফিরদিগকে বদরে একত্রিত করিলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে তাহাদের উপর বিজয়ী করিলেন তাহাদের নেতাদিগকে হত্যা করা হইল এবং সন্তানদিগকে স্বেচ্ছতার করা হইল। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে **لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ** অর্থাৎ যাহারা আমার রসূলগণকে নির্যাতন করিয়াছেন তাহাদিগকে দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে ইহা আমার চিরচরিত নিয়ম যে তাহাদের জন্য শাস্তি অবধারিত। যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ) রহমতের নবী না হইতেন, এই দুনিয়ায়ই তাহাদের উপর এমন ভয়ানক শাস্তি অবতীর্ণ হইত যাহা পূর্বে কোন জাতির উপর অবতীর্ণ হয় নাই। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে

তাহাদের মধ্যে আপনি নিদামান থাকি অবস্থায় **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ** **أَلَا إِنَّهُ جَاءَ آلَاءَ اللَّهِ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ** তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না।

(৭৮) **اقِمِ الصَّلَاةَ لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسْقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ وَإِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا**

(৭৯) **وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا**

৭৮. সূর্য হেলিয়া পড়িবার পর হইতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করিবে এবং কায়েম করিবে ফজরের সালাত। ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।

৭৯. এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করিবে, ইহা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশী করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রশংসিত স্থানে।

তাফসীর : আল্লাহ তাহা রাসূল (সঃ) কে ফরয সালাতসমূহকে উহার সঠিক সময়ে কায়েম করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে **لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ** ইবনে মাসউদ (রঃ) মুজাহিদ ও ইবনে বায়েদ (রঃ) ইহার অর্থ করিয়াছেন, আপনি সূর্যোপসর্গের পূর্বে সালাত কায়েম করুন। হুশাইম, মুগীরা, শানী, ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত বলেন **دُلُوكِ الشَّمْسِ** অর্থ, সূর্য চলিয়া যাওয়া। নাফে ইবনে ওমর (রঃ) হইতেও এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মালেক (রঃ) তাহা তাফসীরে ইমাম যুহরী এর সূত্রে ইবনে উমর (রঃ) হইতেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবু দারুমা আসলামীও এইমত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রঃ) ও মুজাহিদ (রঃ) হইতেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত আছে। হাসান, যাহূহাক, আবু জা'ফর থাকের ও বাতানাথ (রঃ) এইমত প্রকাশ করিয়াছেন ইবনে জরীরের মতে ইহা উত্তম তাফসীর।

এই মতের পক্ষে যেনক প্রমাণ পেশ করা হয় তাহা হইল ইবনে হুমাইদ (রঃ)...হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে এবং তিনি যে কয়েকজন সাহাবীকে ইচ্ছা করিলেন তাহাদিগকে নাও'আত করিলাম। তাহারা আমার নিকট আহ্বান করিলেন অতঃপর সূর্য চলিয়া গেলে বাহির হইয়া গেলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও বাহির হইলেন এবং বলিলেন, **خَرَجَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَهَذَا جَيْنٌ** অর্থাৎ হে আবু বকর আপনি বাহির হইয়া পড়ুন। হযরত জাবের বলেন, ইহা সেই সময় যখন বেলা চলিয়া পড়িয়াছিল।

ইবনে জরীর হাদীসটি সাহুল ইবনে বাককর (রঃ)...জাবের (রঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

উল্লেখিত তাফসীর অনুসারে সালাতের পাঁচ ওয়াক্তই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত **دُلُوكِ الشَّمْسِ** সূর্য চলিয়া যাওয়ার পর হইতে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত

জোহর আসর মাগরিব ও ইশা এর সালাত প্রমাণিত হয় এবং وَقُرْآنُ الْفَجْرِ দ্বারা ফজরের সালাত প্রমাণিত।

সালাতের ওয়াক্তসমূহের পূর্ণ বিবরণ সহনিত قَوْلِي وَ قَوْلِي হাদীসসমূহ মুতাওয়াজ্জির পদ্ধতিতে বর্ণিত ও প্রমাণিত। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরিয়া পরবর্তী মুসলমানগণ পূর্ববর্তীদের নিকট হইতে ইহা শিখিয়া ও গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। (আলহামদুলিল্লাহ) ان قُرْآنُ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُورًا অত্র আয়াতের তাকসীর প্রসঙ্গে আ'মাস, ইবরাহীম, ইবনে মাসউদ, (র) হইতে এবং আবু সালেহ আবু হুরায়রা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তাহারা নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ফজরের সালাত কালে দিন ও রাতের ফিরিশ্তাগণ হাযির হয়। ইমাম বুখারী বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (র)...হযরত আবু হুরায়রা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন صَلَّى صَلَاةَ الْجَبِيْعِ عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ حُمْسٌ وَعِشْرُونَ نَزَاةً وَتَجْمِيْعٌ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي الصَّلَاةِ وَقُرْآنُ الْفَجْرِ ان قُرْآنُ الْفَجْرِ ان قُرْآنُ الْفَجْرِ এক ব্যক্তির সালাতের ওপর জমা'আতের সালাতের ফযীলত পঁচিশগুণ বেশী এবং দিন ও রাতের ফিরিশ্তাগণ ফজরের সালাতের সময় উপস্থিত হয় : হযরত আবু হুরায়রা (র) বলেন, এই ক্ষেত্রে যদি ইচ্ছা হয় তবে পড় الْقُرْآنُ الْفَجْرِ ان قُرْآنُ الْفَجْرِ আর ফজরের সালাতও পড় নিশ্চয় ফজরের সালাত ফিরিশ্তাগণের উপস্থিতির সময়।

ইমাম আহমদ (র) বলেন আছবাত (র)...ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে এবং আ'মাস (র) আবু সালেহ, আবু হুরায়রা নবী করীম (সা) হইতে وَقُرْآنُ الْفَجْرِ ان قُرْآنُ الْفَجْرِ ان قُرْآنُ الْفَجْرِ এর তাকসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছে। তিনি বলেন, ফজরের সালাত কালে দিন ও রাতের ফিরিশ্তাগণ হাযির হয়। তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইবনে মাজা (র) উবাইদ ইবনে আছবাত তাহার পিতা সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী বলেন উক্ত সূত্রটি-সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইমাম মালেকের সূত্রে আবুয যিনাদ আ'রাজ ও আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম (সা) বলেন, দিনও রাতের ফিরিশ্তাগণ তোমাদের নিকট এক দলের পর এক দল আসিতে থাকে এবং তাহারা ফজর ও আসরের সালাতকালে একত্রিত হয়। যাহারা রাত্রিকালে তোমাদের নিকট অবস্থান করিয়াছিল তাহারা উপরে আরোহণ করিলে আল্লাহ তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দাদিগকে কি অবস্থায় ত্যাগ করিয়াছ অথচ, তিনি খুব জানেন। তখন তাহারা বলেন আমরা যখন তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছিলাম তখন তাহারা সালাত পড়িতেছিল আর যখন আমরা তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছি তখনও তাহারা সালাত পড়িতেছিল আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) বলেন, ফজরের সালাত কালে দুইদল প্রহরী নিযুক্ত থাকেন অতঃপর এক দল উপরে আরোহণ করে এবং অপর দল থাকিয়া

গায়া। ইবরাহীম নখরী, মুজাহিদ, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে আলোচনা আয়াতের এই তাকসীর করিয়াছেন।

এইক্ষেত্রে ইবনে জরীর (র) বলেন লায়স ইবনে সা'দ (র) আব্দ দারদা সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে তিনি আল্লাহর অন্তর্গত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব! কে আছে যে আমার নিকট কিছু চাহিবে, আমি তাহাকে দান করিব? কে আছে যে আমাকে ডাকিবে এবং আমি তাহার ডাকে সাড়া দিব। এইভাবে তিনি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর নামে ডাকিবে। এই জন্যই তিনি বলেন قُرْآنُ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُورًا ফজরের এই সময়ে আল্লাহ ও ফিরিশ্তাগণ উপস্থিত থাকেন। কেবল ইবনে জরীর এই হাদীসে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়া সূনানে আবু দাউদ শরীফেও তাহার এই সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

قوله وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَبَجَّدُ بِهِ نَافِلَةٌ لَكَ অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অন্যান্য ফরযের পর তাহাজ্জুদ সালাতের নির্দেশ দিয়াছেন। মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ফরয সালাত বাদে সর্বাধিক উত্তম সালাত কোনটি? তিনি বলিলেন তাহাজ্জুদের সালাত। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ফরযসমূহের পর তাহাজ্জুদের সালাতের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। তাহাজ্জুদের সালাত হইল ঐ সালাত যাহা রাত্রির নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া পড়া হয়। আলকামাহ, অদনওয়ারদ, ইবরাহীম নখরী, এবং আরো অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন এবং আরবী ভাষায় এই অর্থই পরিচিত। বহু হাদীস দ্বারাও ইহা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া তাহাজ্জুদ পড়িতেন; হযরত ইবনে আব্বাস, আরোশা (র) আরো অনেক সাহাবী হইতে অনুরূপ বর্ণিত; আপন স্থানে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর; হইয়াছে। وَلِلَّهِ الْحَمْدُ হাসান বসরী (র) বলেন, তাহাজ্জুদের সালাত হইল ইশার সালাত বদ যে সালাত পড়া হয়। তবে তাহার এই বক্তব্যের অর্থও-পৃথক কিছু নহে। অর্থাৎ এশার সালাত বাদে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া যে সালাত পড়া হয় উহাই তাহাজ্জুদের সালাত।

উলামায়ে কিরাম قَوْلُهُ نَافِلَةٌ এর অর্থ কি এই সম্পর্কে মত পার্থক্য করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, "তাহাজ্জুদের সালাত কেবল আপনার জন্যই ওয়াজিব।" অতএব তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য তাহাজ্জুদ ওয়াজিব বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। উন্নতের জন্য নহে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী (র) এর দুই মতের একটি ইহাই। ইবনে জরীরও ইহা পছন্দ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন তাহাজ্জুদের সালাত, কেবল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর

জন্য ফরয করা হইয়াছে। কারণ, তাহার পূর্বে ও পরবর্তী সকল ক্রটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং উম্মতের নফল সালাত দ্বারা তাহাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।

অর্থাৎ আমি যে নির্দেশ আপনাকে দান করিয়াছি! উহা আপনি পালন করুন, তাহা হইলে আপনাকে আমি সেই মাক্লামে মাহমুদ ও প্রশংসিত স্থানে দভায়মান করিব যখন সমস্ত মকলুক আপনার ও তাহাদের সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করিবে। ইবনে জরীর (র) বলেন মাক্লামে মাহমুদ হইল সেই স্থান যেখানে কিয়ামত দিবসে দভায়মান হইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) মানুষের জন্য সুপারিশ করিবেন। যেন তাহারা কিয়ামতের জীষণ বিপদ হইতে রক্ষা পায়। অধিকাংশ তাফসীরকারের মত ইহাই।

ইবনে বাশশার (র)...হুযায়ফাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে সমস্ত লোককে এক বিশাল সমতল ময়দানে একত্রিত করা করা হইবে। এবং আহ্বায়কের ডাকই সকলে গুনিতে পারিবে এবং চোখের সৃষ্টি অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌছাইয়া যাইবে। সকলেই নগ্নপদ ও নগ্নশরীর হইবে। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেহই কথা বলিতে পারিবে না। আল্লাহ ডাকিবেন, হে মুহাম্মদ! তিনি বলিবেন লাক্বায়ক হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। ফাবতীয় কল্যাণ আপনার হাতে আপনার প্রতি কোন দোষ সংশ্লিষ্ট নহে। পথ প্রাপ্ত কেবল সে-ই যাহাকে আপনি হেদায়াত দান করিয়াছেন। আপনার গোলাম আপনার সম্মুখে উপস্থিত। আপনার সাহায্যে সে টিকিয়া আছে। আপনার সম্মুখে সে অবনত। আপনার আশ্রয় ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল ও রক্ষাস্থল নাই। আপনি বরকতময় ও মর্যাদার অধিকারী। হে পবিত্র ঘরের প্রভু আপনি মহা পবিত্র। এই হইল সেই মাক্লামে মাহমুদ যাহার উল্লেখ আল্লাহ করিয়াছেন। অতঃপর ইবনে জরীর বুদার হইতে, তিনি গুনদার হইতে, তিনি গু'বা হইতে তিনি আবু ইসহাক হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আবুর রাস্ত্বাক (র) মা'মার সূত্রে এবং সাওরী (র) আবু ইসহাক (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আব্বাস (র) বলেন এই মাক্লামে মাহমুদ ই হইল সুপারিশের স্থান। ইবনে মজীহ (র) মুজাম্বিহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান বসরীও এইমত প্রকাশ করিয়াছেন। কাতাদাহ বলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-ই কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম যমীন হইতে বাহির হইবেন এবং তিনিই সর্ব প্রথম সুপারিশ করিবেন। **قَوْلُهُ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا** এর মধ্যে যে মাক্লামে মাহমুদ এর উল্লেখ করা হইয়াছে উলামায়ে কিরাম উহা দ্বারা এই সুপারিশের স্থানকেই বুঝিতেন।

কিয়ামত দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য এমন অনেকগুলি মর্যাদা হইবে যাহার মধ্যে অন্য কেহ শরীক হইবে না। সর্ব প্রথম তিনিই যমীন হইতে বাহির হইবেন। তিনি সোয়ার হইয়া হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইবেন। তাহার একটি পতাকা হইবে যাহার

নীচে হযরত আদম (আ) হইতে সকলেই সঙ্গবেত হইবে। তাহার একটি হাউজ হইবে সেখানে সর্বাধিক বেশী লোক পানি পান করিতে যাইবে। তিনি বড় শাফা'জাতের অধিকারী হইবেন। আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের মধ্যে বিচার কার্যের জন্য আপগন করিবেন তখন এই সুপারিশ চনিবে। এই সুপারিশের জন্য যোক সর্ব প্রথম হযরত আদম (আ) এর নিকট যাইবে অতঃপর হযরত নূহ (আ) এর নিকট অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (আ) এর নিকট অতঃপর হযরত মুসা ও হযরত ইসা এর নিকট যাইবে কিন্তু প্রত্যেকেই বলিবে আমি সুপারিশ করিতে সক্ষম নহি। অবশেষে তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট আসিবে তিনি বলিবেন **إِنِّي أَنبَأُ بِكَ هَٰذَا**, আমি এই কাজের জন্য প্রস্তুত আমি এই কাজের জন্য প্রস্তুত। আমরা ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব। রাসূলুল্লাহ (সা) সেই সকল লোকের সুপারিশ করিবেন যাহাদের সম্পর্কে দেয়াখে নিষ্কিণ্ড হইবার হুকুম হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুপারিশে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মতের সর্বপ্রথম ফয়সালা করা হইবে এবং সর্বপ্রথম তিনিই তাহার উম্মতকে পুনর্নিরাতও অতিক্রম করাইবেন। তিনি বেহেশতে প্রবেশ করিবার জন্য সর্বপ্রথম সুপারিশ করিবেন। যেমন মুসলিম শরীফে বর্ণিত।

সিংগা সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত, সমস্ত মুসলিম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুপারিশেই বেহেশতে প্রবেশ করিবে তিনি সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবেন এবং তাহার উম্মতই অন্যান্য উম্মতের পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুপারিশে কিছু লোক উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে যাহারা স্বীয় আমল দ্বারা সেই মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। তিনি বেহেশতের "অসীল" নামক সর্বোচ্চতরের অধিকারী। সেই স্তর কেবল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য থাক। অন্য কাহারও পক্ষে উহা শোভনীয়ও নহে। আল্লাহ তা'আলা যখন পাপীদের জন্য সুপারিশের অনুমতি দান করিবেন, তখন ফিরিশতা, নবীগণ, মু'মিনগণ সকলেই সুপারিশ করিবে। আর রাসূলুল্লাহ (সা) যে কত লোকের জন্য সুপারিশ করিবেন উহার সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেহ জানে না। আর তাহার ন্যায় আর কেহ সুপারিশ করিতে সক্ষমও নহে। কিতাবুসুন্দিরাত নামক গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। **وَرَبُّهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ** এখন আমরা মাক্লামে মাহমুদ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করিব। আর আল্লাহ-ই এই বিষয়ে সাহায্যকারী।

ইমাম বুখারী বলেন ইসমাইল ইবনে আবদেল (রা)...ও ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন কিয়ামত দিবসে সকল মানুষ হাটুর উপরে মাথা রাখিয়া নীচু হইয়া থাকিবে; প্রত্যেক উম্মত তাহাদের নবীর অনুসরণ করিবে এবং তাহারা বলিবে, হে অমুক! আপনি সুপারিশ করুন হে অমুক! আপনি সুপারিশ করুন। অবশেষে তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাইবে। ইহাই হইল সেইদিন যেই দিনে আল্লাহ

তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে মাক্বামে মাহমুদ নামক স্থানে প্রেরণ করিবেন। হাসযাহ ইবনে আব্দুল্লাহ তাহার পিতা হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাকাম... আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, সূর্য এতই নিকটবর্তী হইবে যে উহার ফলে ঘাম অর্ধ কান পর্যন্ত পৌছবে তাহারা এই অবস্থায়ই হযরত আদম (আ) এর নিকট সুপারিশের জন্য ফরিয়াদ করিবে। তিনি বলিবেন, আমি সুপারিশ করিতে সক্ষম নহি। অতঃপর তাহারা হযরত মুসা (আ) এর নিকট যাইবে তিনিও একই উত্তর করিলেন। অতঃপর তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাইবে এবং তিনি সুপারিশ করিবেন এমন কি তিনি বেহেশতের দরজার একটি হলকা ধরিবেন সেই দিন আল্লাহ তাহাকে মাক্বামে মাহমুদে প্রেরণ করিবেন। ইমাম বুখারী (র) যাকাত অধ্যায়ে ইয়াহুইয়া ইবনে বুকায়ের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং কিছু অধিক বর্ণনা করিয়াছেন, সেই দিন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে মাক্বামে মাহমুদে প্রেরণ করিবেন। হাশর মাঠের সকল লোক তাহার প্রশংসা করিবে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, আলী ইবনে আইয়াশ (র)... জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "যেই ব্যক্তি অযান শ্রবণকালে এই

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّعْوَةِ الثَّمَانَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ أَتِ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيلَةَ
وَالْفَضِيلَةَ وَالرَّجِيحَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

দু'আ পড়িবে কিয়ামত দিবসে তাহার জন্য আমার সুপারিশ অনুষ্ঠিত হইবে।

এই হাদীসটি শুধুমাত্র ইমাম বুখারী (র) উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) তাহা উল্লেখ করেন নাই।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব-এর বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ (র) বলেন আবু আমের আযদী... হযরত উবাই ইবনে কা'ব হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে আমি সকল আখিআয়ে কিয়ামতের ইমাম হইব তাহাদের খতীব ও সুপারিশের অধিকারী হইব। তবে ইহাতে গর্ব করি না। ইমাম তিরমিযী (র) আবু আমির আব্দুল মালেক আকদী এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম ইবনে মাজাহ, আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আকীল এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কুরআন মজীদ সাত নিয়মে পড়া সম্পর্কে উবাই ইবনে কা'ব কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের শেষ ভাগে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন। اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়া দিন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়া দিন, এবং তৃতীয় দু'আ আমি সেই দিনের জন্য রাখিয়া দিয়াছি যেই দিন সমস্ত মখলুখ আমার কাছে আসিবে এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ) ও।

হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ (র) বলেন যে ইয়াহুইয়া ইবনে সায়ীদ... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে সমস্ত মু'মিন একত্রিত হইবে এবং তাহাদের সকলের অন্তরে এই ধারণা সৃষ্টি করা হইবে, যে যদি আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট সুপারিশের জন্য কাহাকেও অনুরোধ করি তবে তিনি সুপারিশ করিয়া আমাদের কাছে এই বিপদ হইতে মুক্তি দান করিবেন।

অতঃপর তাহারা হযরত আদম (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিবে হে আদম (আ) আপনি সমস্ত মানব জাতির পিতা। আল্লাহ আপনাকে স্বীয় হাত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ফিরিশ্বতাগণ দ্বারা আপনাকে সিংহাসন করাইয়াছেন। আর সকল বস্তু নাম ও

গুণাবলী শিক্ষাদান করিয়াছেন অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন যেন তিনি আমাদের কাছে এই বিপদ হইতে মুক্তি দান করেন। তখন হযরত আদম (আ) বলিবেন আমার দ্বারা ইহা সম্ভব নহে। তিনি স্বীয় ভুলের কথা স্বরণ করিবেন। এবং স্বীয় পালনকর্তা হইতে লজ্জা অনুভব করিবেন। তিনি বলিবেন, তোমরা

হযরত নূহ (আ)-এর নিকট যাও জগতবাসীর জন্য তাহাকেই আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা হযরত নূহ (আ)-এর

নিকট আসিবে কিন্তু তিনি বলিবেন, আমার দ্বারা ইহা সম্ভব নহে তিনি তাহার সেই প্রার্থনার ভুলকে স্বরণ করিবেন যে সম্পর্কে তাহার জানা ছিল না। এনং একারণে তিনি সুপারিশ করিতে লজ্জা বোধ করিবেন। তিনি বলিবেন, তোমরা হযরত ইবরাহীম

(আ)-এর নিকট যাও। যিনি আল্লাহর হালীল ও একনিষ্ট বন্ধু। অতঃপর তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট যাইবে কিন্তু তিনিও বলিবেন আমি সুপারিশ করিবার উপযুক্ত নহি। বরং তোমরা হযরত মুসা (আ)-এর নিকট যাও। তাহার সহিত আল্লাহ

কথা বলিয়াছেন এবং তাহাকে তাওরাত দান করিয়াছেন। তাহারা হযরত মুসা (আ)-এর নিকট যাইবে কিন্তু তিনিও বলিবেন, আমি সুপারিশ করিবার উপযুক্ত নাই। তিনি তাহার সেই হত্যার কথা স্বরণ করিবেন যাহা তিনি কোন হত্যার বিনিময় ছাড়াই

করিয়াছিলেন এবং সেই কারণে তিনি সুপারিশ করিতে লজ্জা অনুভব করিবেন। এবং তিনি বলিবেন, বরং তোমরা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট গমন কর, তিনি আল্লাহর

রাসূল, তাহার রাসূল তাহার কলোমা ও তাহার রুহ। অতঃপর তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট আসিবে। কিন্তু তিনিও বলিবেন, আমি সুপারিশ করিবার উপযুক্ত নাই। বরং তোমরা মুহাম্মদ (সা) এর নিকট গমন কর, আল্লাহ তা'আলা যাহার পূর্ব ও

পূর্ববর্তী সকল ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তাহারা আমার নিকট আসিবে। আমি সভায়মান হইব এবং মুসলমানদের দুইটি স্মারির মধ্য দিয়া চলিতে থাকিব। অতঃপর আমি আমার পালনকর্তার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিব। যখনই আমার পালনকর্তাকে

আমাদের আশ্মা স্বামীকে সম্মান করেন এবং সন্তানকে প্রেহ করেন রাবী বলেন অতিথীর কথাও তাহারা উল্লেখ করিল তবে জাহেলী যুগে তিনি জীবিত দাফনও করিয়াছেন, তাহার পরিণাম কি হইবে? তিনি বলিলেন, তোমাদের আশ্মা দোহ-বনামী। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা ফিরিয়া চলিয়া গেল এবং তাহাদের মুখমন্ডল বিধর্ণ ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিগেন, তখন তাহাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল ছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল সম্ভবতঃ তাহাদের আশ্মার সম্পর্কে নতুন কোন কথা বলিগেন, তখন তিনি বলিলেন, আমার আশ্মাও তোমাদের আশ্মার সহিত। এক মুনাফিক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল ইহাতে তাহাদের আশ্মার কি উপকার হইবে? তখন একজন আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট অত্যধিক বেশী প্রশ্ন করিত, জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা কি তাহাদের সম্পর্কে আপনার নিকট কোন ওয়াদা করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ বুদ্ধিতে পারিলেন, সে কিছু শুনিয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন আল্লাহ কি ইচ্ছা করিয়াছেন তা আমি জানি না আর না আমাকে এই বিষয়ে কোন আশা প্রদান করিয়াছেন। তবে কিয়ামত দিবসে আমি মাক্কামে মাহমূদ নামক স্থানে আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান হইব। তখন অনসারী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল মাক্কামে মাহমূদ কি? তিনি বলিলেন, যখন তোমরা উল্লেখ খালী পা খতনা করা ছাড়াবস্থায় কিয়ামতের সমাদানে উপস্থিত হইবে। তখন সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ) কে পোশাক পরিধান করান হইবে। আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তোমরা আমার খলীলকে পোশাক পরিধান করও। তখন দুইটি সাদা চাদর আনা হইবে এবং তাহাকে পরিধান করান হইবে। অতঃপর তাহাকে আরশের সম্মুখে বসান হইবে। অতঃপর আমার পোশাক আনা হইবে আমি উহা পরিধান করিয়া উহার ডান পার্শ্বে এমন এক স্থানে দন্ডায়মান হইব যেখানে অন্য কেহ দন্ডায়মান হইতে পারিবে না। এবং এই ব্যাপারে আমার প্রতি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই ইচ্ছা করিবে। এবং কাওসার হইতে হাউজ পর্যন্ত তাহাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইবে। তখন মুনাফিক লোকটি বলিল, পানি প্রবাহিত হইবার জন্য তো মাটি ও কংকর জরুরী। তিনি বলিলেন, উহার মাটি মিশক এবং উহার কংকর হইল মুজা। মুনাফিক বলিল, আমি তো এইরূপ কথা কোন দিন শুনি নাই। আচ্ছা, পানির কিনারায় গাছপালাও তো হইয়া থাকে। তখন আনসারী বলিল, হে আল্লাহর রাসূল সেইখানে গাছ পালাও কি হইবে? তিনি বলিলেন, স্বর্গের শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট গাছপালা হইবে। মুনাফিক বলিল, এইরূপ কথা তো আমি কোনদিন শুনি নাই। আচ্ছা, গাছ হইলে তো উহার পাতা ও ফলও হইয়া থাকে। আনসারী জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল গাছপালার কি পাতা ও ফল হইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন হাঁ, উহাতে অতি মূল্যবান জওহার হইবে। উহার পানি হইবে দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা। মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট। যেই ব্যক্তি উহার এক ঢোক পান করিবে সে আর কখন পিপাসিত হইবে না। আর যেই ব্যক্তি বঞ্চিত হইবে সে আর কখনও পিপাসা নিবারণ করিতে পারিবে না।

আবু দাউদ তয়ালেনী (র) বলেন ইয়াহুইয়া ইবনে সালমাহ ইবনে সুহাইন তাহার পিতা হইতে তিনি আবুয-যা'রা হইতে তিনিও আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আব্দুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুপারিশ করিবার অনুমতি দান করিবেন, হযরত রুহুল কুদস জিবরীলও দন্ডায়মান হইবেন তাহার পর হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ দন্ডায়মান হইবেন তাহার পর হযরত মুসা কিংবা হযরত ইসা (আ) দন্ডায়মান হইবেন। আবুয-যা'রা বলেন, আমার এই কথা মনে নাই যে আমার উস্তাদ আব্দুল্লাহ কোন কথা বলিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর দন্ডায়মানকারী চতুর্থ ব্যক্তি তোমাদের নবী হইবেন। তখন তিনি এত বেশী সুপারিশ করিবেন যাহা আর কেই করিতে পারিবে না। এবং সেই স্থান হইল মাক্কামে মাহমূদ। যাহার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মাধ্যমে করিয়াছে **فَسَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا**

হযরত কা'ব ইবন মালেক (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)...কা'ব ইবনে মালেক (র) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে যখন সমস্ত লোক হাশরের মাঠে একত্রিত হইবে তখন আমি এবং আমার উম্মত একটি টিলার উপর থাকিব। আর আমার প্রতিপালক আমাকে এক জোড়া সবুজ পোশাক পরিধান করাইবেন। অতঃপর আমাকে বলিবার জন্য অনুমতি দান করিবেন এবং আল্লাহর যাহা ইচ্ছা আমি বলিতে থাকিব আর ঐ স্থানই হইবে মাক্কামে মাহমূদ।

হযরত আবুদুদরদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হানফল (র)...আবুদুদরদা (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম আমাকে সিজদা করিবার অনুমতি দান করা হইবে এবং সর্ব প্রথম আমাকেই মাথা উত্তোলন করিবার অনুমতি দান করা হইবে। অতঃপর আমার সম্মুখের সর্ববৃহৎ আমি দেখিব। অন্যান্য উম্মতসমূহের মধ্য হইতে আমি আমার উম্মত চিনিয়া পাইব। আমার পশ্চাতে ও সম্মুখভাগে আমার উম্মতের একদল থাকিবে। ডানে এবং বামেও থাকিবে। এবং সকলকে আমি চিনিব। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল অন্যান্য উম্মতের মধ্য হইতে আপনি আপনার উম্মতকে চিনিবেন কিরূপে? তিনি বলিলেন, অজুর কারণে তাহাদের মুখমন্ডল ও অংগসমূহ উজ্জ্বল থাকিবে। তোমরা ব্যতিত এইরূপ অন্য কেহ হইবে না। ইহা ছাড়া এইভাবেও আমি তাহাদিগকে চিনিব যে, তাহাদের ডান হাতে আমল নামা থাকিবে এবং তাহাদের সম্মুখভাগে তাহাদের সন্তানরা ছুটাছুটি করিতে থাকিবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমান আহমদ (রা) বলেন, ইয়াহুইয়া ইবনে সায়ীদ (র)... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কিছু গোস্ত আনা হইল। ফেহেতু তিনি হাতের গোস্ত পছন্দ করিতেন সুতরাং তাঁহাকে একটি হাত পেশ করা হইল। তিনি উহা হইতে খাইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন কিয়ামত দিবসে আমি সমস্ত লোকের সন্ধান হইব। তোমরা কি জান ইহার কারণ কি? আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত লোক এক সমতল ময়দানে একত্রিত করিবেন আহ্বানকারী তাহাদের সকলকে তাহার আহ্বান শুনাইবে। চক্ষু তাহাদের সকলকে দেখিতে পারিবে। দুর্ঘ নিকাটবর্তী হইবে। সমস্ত লোক অত্যধিক চিন্তিত ও অস্থির হইয়া পড়িবে। তাহারা একে অপরকে বলিবে, তোমরা কি দেখিতেছে না যে তোমরা কি বিপদে লিপ্ত হইয়াছ? চল আমরা কাহাকে খুঁজিয়া বাহির করি যিনি আমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করিতে পারেন। তখন একজন অপরজনকে বলিবে, হযরত আদম (আ)-এর নিকট বলা উচিত। অতঃপর তাহারা হযরত আদম (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাহাকে বলিবে, হে আদম (আ) আপনি মানব জাতির আদী পিতা। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়াছেন। তার সৃষ্ট রূহ হইতে আপনার মধ্যে ফুঁকিয়াছেন। আপনাকে সিজদা করিবার জন্য ফিরিশতাগণকে নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর তাহারা আপনাকে সিজদা করিয়াছে। অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখিতেছেন না আমরা কি বিপদে আছি? তখন হযরত আদম (আ) বলিবেন, আল্লাহ তা'আলা আজকের মত এত অধিক ক্রোধান্বিত কখনও হন নাই আর কখনও হইবেনও না। তিনি আমাকে গাছ হইতে খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু সেই ব্যাপারে আমার পক্ষ হইতে ভুল হইয়াছে। আজ আমি তো কেবল আমার নিজের চিন্তায়ই অস্থির। তোমরা নূহ (আ)-এর নিকট গমন কর। অতঃপর তাহারা হযরত নূহ (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাহাকে বলিবে, হে নূহ (আ) তুপুষ্ঠে আপনিই সর্বপ্রথম রাসূল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শোকরওয়ার ও কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে ঘোষণা দিয়াছেন। আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা যে বিপদগ্রস্ত উহা কি আপনি দেখিতেছেন না? হযরত নূহ (আ) বলিবেন, আল্লাহ তা'আলা আজ এতই ক্রোধান্বিত হইয়াছেন যে, তিনি পূর্বে কখনও এইরূপ ক্রোধান্বিত হন নাই আর না ভবিষ্যতে হইবেন। আমার জন্য একটি নির্দিষ্ট দু'আ ছিল যাহা আমার কওমের বিরুদ্ধে আমি প্রয়োগ করিয়াছি আজতো কেবল আমার নিজের চিন্তায়ই অস্থির। তোমরা ধরং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট যাও। অতঃপর তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাহাকে বলিবে আপনি আল্লাহর বিশিষ্ট নবী

রা বনী ইসরাঈল

আপনাকে তিনি দুনিয়ায় স্মীয় খলীল ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা যে ক্রোধ বিপদে লিপ্ত উহা কি আপনি দেখিতেছেন না? তিনিও বলিবেন আজ আমার প্রতিপালক এত অধিক রাগান্বিত হইয়াছেন পূর্বে তিনি কখনও এইরূপ হন নাই এবং পরেও এইরূপ হইবে না। অতঃপর তিনি তাহার অসত্য কথা বলার উল্লেখ করিলেন, আজ তো কেবল আমার নিজের চিন্তায়ই আমি অস্থির। তোমরা ধরং অন্য কাহারও নিকট যাও। তোমরা মুসা (আ)-এর নিকট যাও। অতঃপর তাহারা হযরত মুসা (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাহাকে বলিবে, হে মুসা! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাহার রিসালাতের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং আপনার সহিতই তিনি কথা বলিয়াছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা যে কঠিন বিপদে লিপ্ত উহা কি আপনি দেখিতেছেন না। তখন হযরত মুসা বলিবেন, আমার প্রতিপালক আজ এতই রাগান্বিত হইয়াছেন যে তিনি পূর্বে কখনও এইরূপ রাগান্বিত হন নাই আর না ভবিষ্যতে হইবেন। আমি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছি যাহাকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। আজ তো আমার নিজের চিন্তায়ই আমি অস্থির। তোমরা অন্য কাহারও নিকট যাও! তোমরা হযরত ইসা (আ)-এর নিকট যাও। অতঃপর তাহারা হযরত ইসা (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাহাকে বলিবে হে ইসা! আপনি আল্লাহর রাসূল ও তাহার রূহ। শৈশবকালে দোহনায়ই আপনি কথা বলিয়াছেন। অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি আমাদের কঠিন বিপদ দেখিতেছেন না? তিনি বলিবেন, আজ তো আল্লাহ তা'আলা এতই ক্রোধান্বিত হইয়াছেন যে, তিনি পূর্বে কখনও এইরূপ ক্রোধান্বিত হন নাই। আর পরেও কখনও হইবেন না। অবশ্য তিনি তাহার কোন স্ত্রীর কথা উল্লেখ করিবেন না। আজ তো আমি নিজের চিন্তায়ই অস্থির। তোমরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাও। অতঃপর তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাইবে এবং বলিবে, হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ভুল ইত্যাদি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা যে কঠিন বিপদের মধ্যে লিপ্ত, তাহা আপনি দেখিতেছেন না? অতঃপর আমি দস্তায়মান হইব এবং আরশের নীচে আসিব এবং আমার প্রতিপালকের সম্মুখে আমি সিজদায় অবনত হইব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে হামদ ও প্রশংসার এমন সকল শব্দ ঢালিয়া দিবেন যাহা আমার পূর্বে কাহারও জন্য ঢালেন নাই। অতঃপর বলা হইবে হে মুহাম্মদ! আপনার মাথা উত্তোলন করুন আপনি প্রার্থনা করুন, আপনাকে দাম করা হইবে। সুপারিশ করুন আপনার

সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে। অতঃপর আমি আমার মাথা উঠাইব এবং বলিব, হে আল্লাহ আমার উম্মত! হে আল্লাহ! আমার উম্মত! তখন বলা হইবে, হে মুহম্মদ! আপনার উম্মত হইতে এমন নকল লোককে বেহেশতের ডান দরজা দিয়া বেহেশতে দাখিল করুন যাহাদের কোন হিনাব নিকশ লওয়া হয় নাই; অবশ্য তাহারা অন্যান্য দরজা দিয়াও প্রবেশ করিতে পারিবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, সেই সত্তার কসম যাহার হাতে মুহম্মদ (সা)-এর প্রাণ, বেহেশতের দুই চৌখাটের মাঝে এতই প্রশস্ততা রহিয়াছে যেমন, মক্কা ও হিজর-এর মাঝে কিংবা মক্কা ও বুসরা এর মাঝে প্রশস্ততা রহিয়াছে। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, ইমাম মুসলিম (র) বলেন, হাকাম ইবনে মুসা (র)... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (র) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে আমি মানব সন্তানের সরদার হইব কবর হইতে আমি সর্ব প্রথম উঠিব এবং আমি সর্ব প্রথম সুপারিশ করিব এবং আমার সুপারিশ-ই সর্ব প্রথম কবুল করা হইবে। ইবনে জরীর (র) বলেন আবু কুরাইব (র)... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) কে وَعَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَجْمُورًا এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, ইহা হইল শাফা'আতের মাকাম। ইমাম আহমদ (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) وَعَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَجْمُورًا এর তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন مَرَأَتِي الْأَيُّ أَشْفَعُ لِي فِي هَذَا هَذَا উহা হইল সেই স্থান যেখানে আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করিব। আব্দুর রাযযাক (রা)... আলী ইবনে হনাইন হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তুপুর্ঠকে চামড়ার ন্যায় টানিয়া বিস্তৃত করবেন তাহার পরও কেবল উহাতে মানুষের দুইটি পাও রাখিবার স্থান হইবে; সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হইবে। হযরত জিবরাইল আল্লাহ তা'আলার ডান দিকে অবস্থান করিবেন। তিনি ইহার পূর্বে আল্লাহকে কখনোও দেখেন নাই। অতঃপর আমি বলব, প্রভু হে! জিবরীল আমাকে বলিয়াছেন, আপনি আমাকে ডাকিয়াছেন। আল্লাহ বলিবেন, তিনি সত্য বলিয়াছেন। অতঃপর আমি সুপারিশ করিব। হে আল্লাহ! আপনার বান্দাগণ ফরীশের বিভিন্ন স্থানে আপনার ইবাদত করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ইহাই হইল মাকামে মুহম্মদ। হাদীসটি নবনাল।

(৮০) وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

(৮১) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبٰطِلُ ۗ اِنَّ الْبٰطِلَ كَانَ رَهْوٰقًا

৮০. বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সহিত এবং আমাকে নিষ্কাশ করাও কল্যাণের সহিত এবং তোমার নিকট হইতে আমাকে দান করিও সাহায্যকারী শক্তি।

৮১. এবং বল সত্য আনিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই।

তাকসীরঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, জরীর (র)... ইবনে আব্বান (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম (সা) পবিত্র মক্কা নগরীতে ছিলেন অতঃপর তাহাকে হিজরতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا আপনি বলুন, হে আমার প্রভু! আপনি সত্য ও সুলতানরূপে আমাকে প্রবেশ করিতে দিন এবং সত্য ও সুলতানরূপে আমাকে বাহির করিয়া এবং আপনার দরবার হইতে আমাকে শক্তি ও সাহায্য দান করুন। ইমাম তিরমিযী (রা) বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ। হাসান বসরী (র) এই আয়াতের তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন, মক্কার কাফিররা যখন এই পরামর্শ করিতেছিল যে তাহারা কি রাসূলুল্লাহ (সা) কে হত্যা করিবে, না তাহাকে দেশান্তরিত করিবে না তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিবে? তখন আল্লাহ মক্কাবাসীদিগকে শান্তি দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) কে মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় মাইবার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ এই আয়াতে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ মদীনায় প্রবেশের কথা বলা হইয়াছে এবং وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ মক্কা হইতে বাহির হইবার কথা বলা হইয়াছে। আব্দুর রহমান ইবনে য়ায়েদ ইবনে আসলাম অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাই অধিক প্রসিদ্ধ মত।

আওফী (র) ইবনে আব্বান (রা) হইতে এঁর তাকসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, ইহার অর্থ হইল মৃত্যু। এবং وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ অর্থ মৃত্যু পর পুনর্জীবন। ইহা ছাড়াও অনেক তাকসীর করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম তাকসীর অধিক বিত্ত্ব এবং ইবনে জরীরের মতও ইহাই।

হাসান বসরী (র) এই আয়াতের তাকসীর করেন আল্লাহ তা'আলা পারস্য সাম্রাজ্য ও উহার ইজ্জত সম্মান রুমান সাম্রাজ্য ও ইহার ইজ্জত সম্মান রাসূলুল্লাহ (সা) কে দান করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাসিল করা ব্যতিত ধীনের প্রচার ও উহা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। অতএব তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের জন্য দু'আ করিয়াছেন। যেন তিনি আল্লাহর কিতাব প্রচার ধীনের বিধান ও ফরমাসমূহ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ আল্লাহর এক বিরূটি অনুগ্রহ। যদি ইহা না হইত তবে একে অন্যের প্রতি লুপ্তন করিত এবং শক্তিশালী দুর্বলকে ভগ্ন করিয়া ফেলিত। মুজাহিদ বলেন, سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا এর অর্থ হইল নৃষ্ট

দলীল। আল্লাহ ইবনে জরীর (র) কাতাদাহ ও হাসান (র) এর তাকসীরকে পছন্দ করিয়াছেন এবং ইহাই প্রাধান্যের অধিকারী। কারণ হক ও সত্য প্রতিষ্ঠান জন্য ক্রমতর প্রয়োজন যেন হক বিরোধীদিগকে দমন করিয়া রাখা যায়। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَأَنزَلْنَا الْحَدِيثَ** অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অনুগ্রহ হিসাবে লৌহ অবতীর্ণ করিবার ক্ষমতা উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত **بِالْقُرْآنِ بِاللَّهِ لِيَزْعُجَ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزْعُجُ إِلَّا بِاللَّهِ** অত্র আল্লাহ তা'আলা রাস্তায় ক্ষমতা দ্বারা অনেক অন্যান্য কাজ বন্ধ করিয়া দেন বাহা শুধু কুরআন দ্বারা বন্ধ হয় না অর্থাৎ অনেক লোক এমন আছে যাহারা শুধু কুরআনের ভীতি প্রদর্শন ও সুসংবাদ দানের দ্বারা অন্যায় ও অশীল কাজ হইতে বিরত থাকে না। অথচ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সরকারী শাস্তির ভয়ে তাহারা অন্যায় ও অশীলতা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হয়।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَفَقَ الْبَاطِلُ "আপনি বলিয়া দিন হক সমাগত হইয়াছে ও বাতিল বিলুপ্ত হইয়াছে" আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতের মধ্যে কুরাইশ কাফিরদিগকে ধমক প্রদান করিয়াছেন কারণ তাহাদের নিকট কুরআন ইমান এবং সঠিক ইলম আসিয়াছিল যাহার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহা সত্ত্বেও তাহারা উহা অস্বীকার করিয়াছে কিন্তু বাতিল বিলুপ্ত হইয়াছে বাতিলের কোন স্থায়িত্ব নাই। ইরশাদ হইয়াছে **بَلْ نَقُفُّوا بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيُدْمَغُوا بِهِ** আমি সত্য দ্বারা বাতিলের উপর আঘাত হানী অতঃপর উহা চূর্ণ-খিচূর্ণ হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইমাম বুখারী (রা) বলেন হুমায়দী (র)...আব্দুল্লাহ ইবনে হাশিম (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী কনীম (সা) মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিলেন, তখন বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) একটি লাকড়ী দ্বারা উহাতে আঘাত করিতে করিতে বলিলেন **جَاءَ الْحَقُّ وَزَفَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا**

جَاءَ الْحَقُّ وَزَفَقَ الْبَاطِلُ সত্য সমাগত হইয়াছে এবং বাতিল-বিলুপ্ত হইয়াছে। সত্য আসিয়াছে এবং বাতিল না আসিতে পারে আর না প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। ইমাম বুখারী অনুসরণ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান ইবনে উয়য়না হইতে ইমাম মুসলিম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) অত্র নূরে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম আবু ইয়ানা (রা) বলেন মুহাইর (র)...জাবের (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সহিত মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিলাম তখন বায়তুল্লাহর চতুর্দিকে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল যাহার পূজা করা হইত। রাসূলুল্লাহ (সা) উহা উপড় করিয়া ফেলিবার জন্য নির্দেশ দান করিলে তাহাই করা হইল। তখন তিনি বলিলেন, **جَاءَ الْحَقُّ وَزَفَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا**

(৪২) **وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا** ০

৮২. আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যাহা মু'মিনদিগের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু উহা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

তাকসীর : মহাজলানী মহাপ্রশংসিত সন্তর পক্ষ হইতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতারণিত গ্রন্থ যাহাকে কোন ভাবেই বাতিল স্পর্শ করিতে পারিবে না অর্থাৎ আল-কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ইহা মুমিনদের জন্য শেফা ও রহমত। মানব মনে যে সকল সন্দেহ নিষ্ফাক, শিরক ও বক্রতা রহিয়াছে আল কুরআন উহা দূরীভূত করিয়া দেয়। ইহা তাহাদের জন্য রহমতও বটে। ইমান হিকমত ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ ও উহার তলব এই আল কুরআন দ্বারাই হাসিল হয় : যেই ব্যক্তি আল কুরআনের প্রতি ইমান আনিবে ইহার বিধানের অনুসরণ করিবে কেবল তাহার জন্যই শেফা ও রহমত লইয়া আসিবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি ইহাকে অস্বীকার করিবে কুরআন শ্রবণ দ্বারা তাহার কোনই লাভ হইবে না। সে বরং আরো অধিক দূরে সরিয়া পড়িবে এবং তাহার কুফর আরো অধিক বৃদ্ধি পাইবে। ইহা কুরআনের কোন ভ্রুটির কারণ নহে বরং সেই কাফিরের নিজের দোষের কারণে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে

قُلْ فُوَالَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُوعًا وَعَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ مُنْتَخَبُونَ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ

আপনি বলিয়া দিন, ইহা মু'মিনদের জন্য হেদায়াত ও শেফা আর যাহারা ইমান আনে না তাহাদের কর্ণকুহরে রহিয়াছে বোধা এবং চক্কু অন্ধ আর তাহাদিগকে বহু দূর হইতেই ভাঙ্গা হইয়া থাকে। আরো ইরশাদ হইয়াছে :

وَإِذَا مَا أَنزَلْنَا سُورَةً فَمَنَّهُم مَّن يَقُولُ أَذُنْكُمْ رَأَيْتُمْ أَيَّمَانًا فَمَاذَا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتْهُمُ أَيَّمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ

আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে শুরু করে, ইহা তোমাদের কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিয়াছে। যাহারা মুমিন ইহা তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি করিয়াছে এবং তাহারা উৎফুল্লও হয় বটে। আর যাহাদের অন্তের রোগ রহিয়াছে তাহাদের পংকিলতা আরো বৃদ্ধি করিয়া দেয় আর কাফির হইয়াই তাহারা মৃত্যু বরণ করে। এই বিঘ্নে বহু সংখ্যক আয়াত রহিয়াছে। কাতাদাহ (র) **وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ** এর

তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন, মুমিন ব্যক্তি যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন সে উহা দ্বারা উপকৃত হয় ও উহা সংরক্ষণ করে وَلَا يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا যাকিসা যাকিসা কাফির তাহারা না জো ইহা দ্বারা উপকৃত হয় অর না ইহা সংরক্ষণ করে। অল্লাহ তা'আলা কেবল মুমিনদের জন্য শেখা ও রহমত বনাইয়াছেন

(৪৩) وَإِذْ آتَيْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اِعْرَاضًا وَنَا بِجَانِبِهِمْ ۖ وَإِذْ آتَيْنَاهُمُ الشَّرَّ كَانَ يَتُوسَّأُ

(৪৪) قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

৮৩. আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরাইয়া যায় ও দূরে সরিয়া যায় এবং তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করিলে সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে।

৮৪. বল প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃত অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকে এবং তোমার প্রতিপালক সম্যক অবগত আছেন চন্দর গণ্ডে কে দরব্যপেক্ষা নির্ভুল।

তাকসীর : মানুষের মধ্যে যে চারিত্রিক দুর্বলতা রহিয়াছে উপরেও আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উহারই সংবাদ দিয়াছেন। অল্লাহ তা'আলা মানুষকে যখন নিয়ামত দান করেন, ধন-সম্পদ সুখতা রিখিক বিজয় ও তাহায়া এবং অন্যান্য সুখ শান্তি লাভ করে তখন সে আল্লাহর আনুগত্য হইতে বিমুখ হইয়া পড়ে ও অহংকার করিয়া আল্লাহ হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ غِطَاءَهُ فَرَآهُ جَازِيًا ۖ وَرَوَّاهُ إِلَىٰ خُزْرٍ ۖ وَنَا بِجَانِبِهِمْ ۖ وَإِذْ آتَيْنَاهُمُ الشَّرَّ كَانَ يَتُوسَّأُ যখন আমি তাহার কষ্ট দূর করিয়া দেই এবং সেই কষ্ট যখন চলিয়া যায় তখন মনে হয় কখনও যেন কোন কষ্টের সম্মুখীন হইয়া আমাকে তাকেই নাই। ইরশাদ হইয়াছে فَلَمَّا نَحَاكُمْ إِلَىٰ الْبِرِّ أَعْرَضْتُمْ ۖ وَإِذْ آتَيْنَاهُمُ الشَّرَّ كَانَ يَتُوسَّأُ যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে বিপদ হইতে মুক্তি দিয়া স্থলে পৌছাইয়া দিয়াছেন তখন তোমরা তাহার তাওহীদ ও আনুগত্য হইতে বিমুখ হইয়াছ। ইরশাদ হইয়াছে :

وَلَمَّا آتَيْنَا الْإِنْسَانَ مَثَارِحَةً ثُمَّ نَرَمْنَا مَا مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ كَقَوْمٍ وَلَكِنْ آتَيْنَاهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ مَثَارِحَةً لِيَقُولُوا ذُنُوبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورًا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ مَغْفِرَةٌ لَّهُمْ وَجِزَاءٌ كَثِيرٌ

আর যদি আমি মানুষকে রহমতের সাদ গ্রহণ করাইয়া পরে উহা কাড়িয়া লই তবে সে বড়ই নিরাশ ও অকৃত্ত হইয়া পড়ে আর যদি কষ্টের পর নিয়ামত দান করি তবে সে বলিতে থাকে সমস্ত কষ্ট ক্রেশই তো দূর হইয়া গিয়াছে সে তখন বড়ই উৎফুল্ল ও

গর্বান্বিত হয়। কিন্তু যাহারা ধৈর্যধারণ করে এবং নেক আমল করে তাহাদের জন্যই রহিয়াছে ক্ষমা এবং বড় ধরনের বিনিময়।

شَاكِلَتُهُ অর্থ রীতি-নীতি মুজাহিদ (রা) বলেন, ইহার অর্থ সত্য। কাভাদা (রা) বলেন ইহার অর্থ হইল নিয়ত : ইবনে বায়েদ (র) বলেন ইহার অর্থ বীন। অবশ্য সব কয়টি মত প্রায় কাছাকাছি।

আয়াতটি বলা মুশরিকদিগকে ধমক দেওয়া হইয়াছে بِالْآخِرَةِ যাহারা ইমান আনে না তাহাদিগকে আর্গনি বলিয়া দিল, তোমরা নিজ নিজ স্থানে কাজ করিতে থাক। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাহার রাসুলের যদি অনুগত্য স্বীকার না কর তবে তোমরা যে ফসা করিতেছ করিতে থাক। পরে সময় হত তোমরা ইহার পরিণতি কি হইবে তাহা জ্ঞানিতে পারিবে। কে ভাল কাজ করিতেছে কে মন্দ করিতেছে উহা কিয়ামত দিবসেই সকলের সম্মুখে উন্মুক্ত হইবে : এই জন্যই قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ইরশাদ হইয়াছে তোমরা সকলেই স্বীয় রীতি অনুযায়ী কাজ করিতে থাক তোমাদের প্রতিপালকই খুব ভালই জানেন যে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে কে অধিক সঠিক পথে পরিচালিত। অতঃপর তিনি প্রত্যেকেই তাহার আমলের বিনিময় দান করিবেন।

(৪৫) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

৮৫. তোমাকে উহার ক্রম সম্পর্কে প্রশ্ন করে : বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। এবং তোমাদিগকে সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হইয়াছে

তাকসীর : ইমাম আহমদ (র) বলেন, অকী...আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি-রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত মদীনার ক্ষেতের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে এক খানা খেজুর ডালের ছড়ি ছিল। চলিতে চলিতে তিনি ইয়াহুদীদের এক দল লোকের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। তাহারা পরস্পর একে অন্যকে বলিল, তোমরা তাহার নিকট রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। কেহ কেহ বলিল, তাহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিও না। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা বলিল, হে মুহম্মদ! রূহ কি? রাসূলুল্লাহ (সা) ছড়ির উপর ভর দিয়াই থাকিলেন। রাবী বলেন, আমি ধারণা করিলাম এখন তাহার উপর অহী অবতীর্ণ হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন قُلِ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحُ তাহারা রূহ সম্পর্কে আপনাদের নিকট প্রশ্ন করিতেছে, আপনি বলিয়া দিন রূহ হইল আল্লাহর নির্দেশ। আর এই বিষয়ে

তোমাদিগকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হইয়াছে। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা একে অপরকে বলিল, আমরা তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, তাহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিও না। আ'মাশ হইতে অত্র সূত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী অত্র আয়াতের তাকসীরকালে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, একনার আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সহিত এক ক্ষেতের মধ্য দিয়া চলিতেছিলাম। তিনি তখন একটি ছড়ির উপর ভর দিরাইছিলেন। এমন সময় একদল ইয়াহূদী যাইতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাহারা দেখিয়া একে অপরকে বলিতে লাগিল, তাহাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, কেহ বলিল, তাহাকে প্রশ্ন করিয়া তোমাদের লাভ কি? কেহ বলিল, প্রশ্ন করিবার পর এমন যেন না হয় যে তিনি এমন কিছু পেশ করিয়া বসেন যাঁহা তোমরা পছন্দ করো না। অবশেষে তাহারা বলিল, অচ্ছা তোমরা রুহ সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের প্রশ্নের কোন জওয়ার দিলেন না। রাবী হযরত ইবনে মাসউদ (র) বলেন, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম তাহার উপর অহী অবতীর্ণ হইবে। আমি আপন স্থানে রহিলাম। অহী অবতীর্ণ হইবার পর তিনি বলিলেন **وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي**। আয়াতের পূর্ব পর মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ইহা মদীনায় অবতীর্ণ এবং মদীনার ইয়াহূদীদের প্রশ্নের জওয়াবে আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছিল। অথচ সূরাটি মক্কী সূরা; এই প্রশ্নের এই জবাব দান করা হয় যে পবিত্র মক্কা শরীফে পূর্বে যেমন ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল পরে মদীনা শরীফে অনুরূপ অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিংবা এই জবাব হইবে যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল যে, তিনি পূর্বে অবতীর্ণ আয়াত দ্বারা তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দান করিবে। আর সেই আয়াত হইল **الرُّوحُ قُلِ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحُ** আয়াতটি যে মক্কার অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার দলীল হইল ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। ইমাম আহমদ (র) বলেন কুতায়বাহ (ক)... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার কুরাইশরা ইয়াহূদীদের নিকট বলিল, তোমরা আমাদিগকে কোন কঠিন প্রশ্ন বলিয়া দাও আমরা তাহাকে সেই প্রশ্ন করিব। তাহারা বলিল, তোমরা তাহাকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা) কে রূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে অবতীর্ণ হইল :

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

অত্র আয়াত নাথিল হইবার পর ইয়াহূদীরা বলিল, আমাদিগকে অনেক জ্ঞান দান করা হইয়াছে আমাদিগকে তাওরাত দান করা হইয়াছে আর যাহাদিগকে তাওরাত দান করা হইয়াছে তাহাদিগকে অনেক কল্যাণ দান করা হইয়াছে। রাবী বলেন, তখন এই

আয়াত অবতীর্ণ হইল, **قُلْ لَرُكَّانَ الْبَحْرِ مِثْلًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنفَذَ الْبَحْرُ النِّجْ** আপনি বলিয়াদিন যদি সমুদ্রের পানি কালিতে রূপান্তরিত হইয়া যায় এবং উহার দ্বারা আল্লাহর বাণীসমূহ লেখা আরও হয় ভবুও তাহার বাণী লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বেই কালি শেষ হইয়া যাইবে। ইবনে রবীর (র) ও ইকারিমাহ (ধ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, অহলে কিতাবরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে **وَيَسْئَلُونَكَ** অবতীর্ণ হইল। তখন তাহারা বলিল আপনি তো বলেন, আমাদিগকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হইয়াছে অথচ, আমাদিগকে তাওরাতের জ্ঞান দান করা হইয়াছে আর তাওরাত হইল **هِكْمَتٌ قَلِيلًا خَيْرًا كَثِيرًا** হিকমত দান করা হইয়াছে তাহাকে তো বহু কল্যাণ দান করা হইয়াছে। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, **وَلَوْ أَنَّ مَافِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ سِيعَةِ الْبَحْرِ** যদি যমীনের সকল গাছ কলম হয় আর সকল সমুদ্র কালি হয় এবং সমুদ্র আরো সাত সমুদ্রে পরিণত হয় তবু আল্লাহর বাণী শেষ হইবে না। অবশ্য ইহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই যে, তোমাদিগকে তাওরাতের যে জ্ঞান করা হইয়াছে যদি উহা তোমাদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্তি দান করিতে পারে তবে নিঃসন্দেহে উহা অনেক কল্যাণ কিন্তু তবুও আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় উহা কম। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) তাহার জনৈক সাথী হইতে তিনি আতা ইবনে ইরাসার (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, মক্কা যুকারবামার **الْعِلْمُ إِلَّا قَلِيلًا** অবতীর্ণ হইয়াছিল যখন নবী করীম (সা) মদীনার হিজরত করিলেন, তখন ইয়াহূদী আলেমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুহাম্মদ, আমাদের নিকট এই সংবাদ পৌছাইয়াছে যে আপনি নাকি বলেন :

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا "তোমাদিগকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হইয়াছে ইহা দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য কি। আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়াছেন না আপনার

কণ্ঠমকে উদ্দেশ্য করিয়াছেন? তিনি বলিলেন উভয়কেই উদ্দেশ্য করিয়াছি তখন তাহারা বলিল, আপনি তো বলেন, আমাদিগকে তাওরাত দান করা হইয়াছে এবং উহাতে সর্ব প্রকার বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ বলিলেন **مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا** উহা আল্লাহর জ্ঞানের অতি অল্প। অবশ্য আল্লাহ তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন যদি তোমরা উহার উপর আমল করিতে তবে উপকৃত হইতে। আল্লাহ তখন এই আয়াত অবতীর্ণ করেন :

وَلَوْ أَنَّ مَافِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سِيعَةُ الْبَحْرِ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

সার কথা হউল, রুহ হইল নফস এর মূলধাতু আর শরীরের সহিত রুহ এর মিলন ঘটলে উহাকে নফস বলা হয়। অতএব এক হিসাবে রুহকে নফস বলা যাইতে পারে কিন্তু সর্বদিক হইতে রুহকে নফস বলা যায় না। মতটি সুন্দর বলিয়া মনে হয়। **اللَّهُ** রূপটি এর হাকীকত সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম অনেক কিছু বলিয়াছেন এবং এই বিষয়ে বহু কিতাবও রচনা করিয়াছেন কিন্তু হাফিয ইবনে মান্নাহ (র) এই বিষয়ে কিতাবুর রুহ নামক সর্বোত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

(৪৬) **وَلَيْنَ شِئْنَا لَنذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكَيْلًا ۝**

(৪৭) **إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِن فَضَّلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَيْدًا ۝**

(৪৮) **قُل لِّمَن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَآ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝**

(৪৯) **وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ مَّا يَأْتِي أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝**

৮৬. ইচ্ছা করিলে আমি তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহা অবশ্যই প্রত্যাহার করিতে পারিতাম তাহা হইলে এ বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পাইতে না।

৮৭. ইহা-প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতি পলকের দয়া; তোমার প্রতি আছে তাহার মহা অনুগ্রহ।

৮৮. বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় এবং তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ আনয়ন করিতে পারিবে না।

৮৯. আমি মানুষের জন্য এই কুরআন বিভিন্ন উপমা বিষদভাবে বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফরী করা ব্যতীত ক্ষান্ত হইল না।

তাফসীর : আল্লাহ তাআলা তাহার রাসূল (সা)-এর প্রতি মহান কুরআন অবতীর্ণ করিয়া যে বিরাট অনুগ্রহ করিয়াছেন উপরোক্ত আয়াতে তিনি তাহারই উল্লেখ

করিয়াছেন। তিনি তাহার প্রতি এমন মহান প্রহ্ন অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহাকে কোন প্রকারেই বাতিল স্পর্শ করিতে পারে না। তাহা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ কিতাব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, শেষ যুগে শাম দেশ হইতে এক লাল বায়ু প্রবাহিত হইবে তখন কোন মানুষের কুরআনে কোন আয়াত থাকিবে না আর কোন হাফিযদের অন্তরেও উহা অবশিষ্ট থাকিবে না। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন, **وَلَنُرِيَنَّ شِئْنَا لَنذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ**

অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই কুরআনের মর্যাদা বর্ণনা করিয়াছেন, যে এই কুরআন এতই মহান ও বুলন্দ মর্যাদাশীল যে যদি সকল মানব-দানব ইহার ন্যায় গ্রন্থ পেশ করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাইয়াও ইহার ন্যায় গ্রন্থ পেশ করিতে সক্ষম হইবে না। কারণ ইহা হইল আল্লাহর কালাম কোন মাখলূকের কালাম নহে। আর মাখলূকের কালাম কখনও খালেক ও সৃষ্টিকর্তার কালামের সমতুল্য হইতে পারে না। ইবনে ইসহাক (র)...হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন একবার একদল ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আপনি যে রকম কালাম পেশ করিয়াছেন আমরাও অনুরূপ কালাম পেশ করিব। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এই বক্তব্যের সমালোচনা করা যায় কারণ, সূরাটি মক্কী এবং সূরাটির মধ্যে কুরাইশদিগকে লক্ষ্য করিয়া সন্ধান করা হইয়াছে। অথচ ইয়াহুদীরা তো একত্রিত হইয়াছিল মদীনায় **اللَّهُ أَعْلَمُ**

আমি মানুষের জন্য দনীল প্রমাণ পেশ করিয়াছি এবং তাহাদের সম্মুখে সত্যকে স্পষ্ট করিয়াছি এবং বিস্তারিতভাবে সকল বিষয়কে বুঝাইয়াছি তাহা সত্ত্বেও তাহাদের অধিকাংশ লোক হককে অস্বীকার করিয়াছে এবং সত্যকে রদ করিয়াছে।

(৯০) **وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُتُوعَا ۝**

(৯১) **أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن دُجَيْلٍ وَعَنْبٍ فَتَقْجِرَ الْأَرْضَ فَخِلًا هَٰذَا تَفْجِيرًا ۝**

(৯২) **أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا لَسَفَا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۝**

(৯৩) **أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن دُجَيْلٍ أَوْ تَرْفَعِ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ بِرَبِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۚ قُل سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝**

৯০. এবং উহারা বলে, কখনই তোমাতে ঈমান আনিব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হইতে এক প্রস্তর উৎসারিত করিবে।

৯১. অথবা তোমার খেজুরের অথবা আঙ্গুরের এক বাগান হইবে যাহার ফাঁকে ফাঁকে ভূমি অঙ্গুর ধারায় প্রবাহিত করিয়া দিবে নদী-নাল।

৯২. অথবা তুমি যেমন বলিয়া থাক তদনুযায়ী আকাশকে বন্ধ-বিখন্ড করিয়া আমাদের উপর ফেলিবে, অথবা আল্লাহ ও ফিরিশতগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবে।

৯৩. অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হইবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করিবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনও ঈমান আনিব না যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ না করিবে যাহা আমরা পাঠ করিব। বল, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক আমি তো হইতেছি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।

তাফসীর : ইবনে জরীর (র) বলেন, আবু কুরাইব (র)...হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত যে বরীআহর দুই পুত্র উত্বাহ ও শায়বাহ, আবু সুফিয়ান, বনু আব্দুদদার-এর এক ব্যক্তি আবুল বুখতরী, আসওয়াদ ইবনে মুতালিব ইবনে আসাদ, যাম'আহ ইবনে আসওয়াদ, অলীদ ইবনে মুগীরাহ, আবু জেহেল ইবনে হিশাম, আব্দুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়াহ, উমাইয়া ইবনে খলফ, আস ইবনে ওদায়েল, নুবাইহ ও মুনাঝ্জাহ ইবনে হাজ্জাজ তাহারা কা'বা গৃহের নিকট সূর্যাস্তের পর একত্রিত হইল। তাহারা একে অপরকে বলিল, তোমরা মুহাম্মদ (সা)-কে ডাকিয়া আন এবং তাহার নহিত আলোচনা করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যেন পরে তাহার আর কোন ওয়র না থাকে অতঃপর তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে এই বলিয়া সংবাদ দিল যে, আপনার কওমের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আপনার সহিত আলাপ করিবার জন্য একত্রিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) সংবাদ পাইয়া দ্রুত তাহাদের নিকট আসিলেন। তিনি ধারণা করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহারা সত্যকে বুঝিতে পরিয়াছে। তিনি তাহাদের হেদায়াতের প্রতি বড় আকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাহাদের হেদায়াত গ্রহণই ছিল তাহাদের নিকট বড়ই প্রিয়। অতএব তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তখন তাহারা বলিল হে মুহাম্মদ (সা) আমরা আপনাকে শুধু ওয়র পেশ করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। আল্লাহর কসম, আপনি আপনার কওমের মধ্যে যে বিবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন আমরা আরবের অন্য কোন লোক সম্পর্কে ইহা জানি না যে কোন বিবাদ সৃষ্টি করিয়াছে। আপনি আমাদের পূর্ব-পুরুষদিগকে গালি দিয়াছেন। আমাদের ধর্মকে মন্দ ধর্ম বলিয়া উল্লেখ করেন। আমাদের জ্ঞানী লোকদিগকে বোকা বলেন। আমাদের উপাস্যদিগকে গালি দেন ও আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি আমাদের ও আপনার মাঝে সর্ব প্রকার বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি আপনি এই মতবাদ ধন-সম্পদ লাভের

জন্য পেশ করিয়া থাকেন তবে আমরা আপনার জন্য ধন-সম্পদ একত্রিত করিয়া দিতেছি ফলে আপনিই হইতেন সর্বাধিক ধন-সম্পদশালী। আর যদি আপনি নেতৃত্ব ও সরদারী লাভের উদ্দেশ্যে ইহা পেশ করিয়া থাকেন। তবে আমরা তাহাও আপনার জন্য পেশ করিতেছি। আর যদি আপনি সাম্রাজ্য লাভের উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন। তবে আপনাকে আমরা আমাদের বাদশাহ মানিয়া নইতেছি। আর যদি কোন জিনের প্রভাবে আপনার মস্তিষ্কে বিক্রিতি ঘটয়া থাকে তবে আমরা উহার চিকিৎসার জন্য প্রাণ খুলিয়া অর্থ খরচ করিব যাবত না আপনি সুস্থ হন।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন "তোমরা যাহা বলিতেছ আমার মধ্যে উহার কিছুই নাই। বরং আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমাদের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন আর আমাকে তিনি তোমাদিগকে সুসংবাদ দান ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ করিয়াছেন। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালকের প্রেরিত বিষয়াদী তোমাদের নিকট পৌছাইয়াছি এবং তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা করিয়াছি। আমি যাহা কিছু তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছি যদি তোমরা উহা কবুল কর তবে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতের অর্থিদার হইবে। আর যদি তোমরা উহা রদ করিয়া দাও তবে আমি সবুজ করিব এমন কি আল্লাহ তোমাদের ও আমাদের মাঝে ফয়সালা করিয়া দেন। তখন তাহারা বলিল হে মুহাম্মদ! আমরা যাহা আপনার নিকট পেশ করিয়াছি যদি আপনি উহা গ্রহণ না করেন তবে আপনি তো জানেন আমাদের শহর সর্বাধিক সংকীর্ণ শহর আমরা সর্বাধিক দরিদ্র আর আমরাই সর্বাধিক কঠিন জীবন যাপন করি। অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করুন তিনি যেন আমাদের এই পাহাড় পর্বত সরাইয়া দেন যাহা আমাদের শহর সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে এবং তিনি যেন আমাদের শহরকে সুবিস্তৃত করিয়া দেন আর তিনি যেন শাম ও ইরাকের নহরসমূহের ন্যায় আমাদের এই দেশের নহরসমূহ প্রবাহিত করিয়া দেন। আর আপনি এই প্রার্থনাও করিবেন, তিনি যেন আমাদের পুরুষদিগকে জীবিত করিয়া দেন এবং তাহাদের মধ্যে কুসাই ইবনে কিলাব যেন অবশ্যই থাকেন। তিনি একজন অতিসত্যবাদী লোক ছিলেন, আমরা তাহার নিকট আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব যে আপনি সত্য কি মিথ্যা? আমরা আপনার নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছি যদি আপনি উহা পূর্ণ করেন আর তাহারা আপনাকে সত্যবাদী বলিয়া স্বীকার করে তবে আমরা অবশ্যই আপনাকে মানিয়া লইব এবং আল্লাহর নিকট আপনার যে মর্যাদা রহিয়াছে উহা বুঝিব। আর ইহাও বুঝিব যে তিনি আপনাকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন আমি তো ইহার জন্য প্রেরিত হই নাই। আল্লাহ তা'আলা যেই বস্তুসহ আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আমি উহা

কুরাইশ কাফিররা যে মজলিস অনুষ্ঠিত করিয়াছিল যদি আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই মজলিস অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ইহা বুঝিতেন যে তাহারা বাস্তবিক হেদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে এই মজলিস অনুষ্ঠান করিয়াছে তবে তাহাদের প্রার্থনা কবুল করা হইত কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানিতেন যে তাহাদের এই সকল অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে শুধু কুফর ও বিদেহ ছাড়া কিছুই নহে। অতএব রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলা হইল, যদি আপনি চান তবে তাহাদের সকল দরখাস্ত মঞ্জুর করিব। কিন্তু জানিয়া রাখুন যদি ইহার পর তাহারা কুফর করে তবে তাহাদিগকে এমন কঠিন শাস্তি দান করিব, যাহা পূর্বে তাহাকেও দান করি নাই। আর যদি আপনি চান তবে তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, **بَلْ تَفْتَحْ عَلَيْهِمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةَ**, এবং তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিব। এই সম্পর্কে এরা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস ও যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসদ্বয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন :

وَقَالُوا مَا لَئِمَّا الرُّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُ الْيَمِينِ
مَلِكٌ فَيُكَلِّمُنَا مَعَهُ نَدِيرًا أَوْ يُرْسِلُ إِلَيْهِ كُتُبًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ
الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعْتَابُونَ الْأَرْجُلَ الْمَشْكُورَةَ - أَنْظِرْ كَيْفَ نَحْرَبُوكَ الْأَمْكَالَ
فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا - تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قَصْرًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا
لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا

তাহারা বলে এই রাসূলের কি হইল? সে আহাৰ করে আর বাজারে চলাফিরা করে তাহার নিকট ফিরিশতা কেন অবতীর্ণ হয় না? যে তাহার সহিত ভীতি প্রদর্শন করিবে কিংবা তাহাকে ধন-ভান্ডার দান করে কিংবা তাহার বাগ বাগিচা যাহা হইতে সে খাইবে। আর বান্দেয়রা বলে, তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত লোকের অনুসরণ করিতেছ। দেখুন তো, তাহারা আপনার জন্য কেমন উপমাসমূহ বর্ণনা করিয়াছে ফলে তাহারা গুমরাহ হইয়াছে এবং সঠিক পথে চলিতে সক্ষম হইতেছে না। সেই সত্য বড়ই বরকতময় যিনি ইচ্ছা করিলে আপনার জন্য তাহাদের প্রার্থিত বাগান অপেক্ষা উত্তম বাগানসমূহ আপনাকে দান করিতেন যাহার তলদেশ হইতে নহরসমূহ প্রবাহিত হইত আর আপনাকে তিনি অট্টালিকা ও বালাখানাও দান করিতেন কিন্তু তাহাদের এই সকল প্রার্থনার উদ্দেশ্য হেদায়েত গ্রহণ নহে বরং মূল কারণ হইল তাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং বিদ্রূপ করিয়াই এসকল প্রার্থনা করে আর যাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাহাদের জন্য আমি আশ্রয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি (ফোরকান-৭-১১)।

أَرْبَابًا أَمْ يَأْمُرُكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا مَا يَلْفُكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَكُونُوا لِلذِّكْرِ فَاعْتَبُوا
আনিব না যাবৎ না তুপ্প হইতে আমাদের জন্য নহর প্রবাহিত করেন। কুরাইশ কাফিররা হিজায়ের উপর দিয়া নহর প্রবাহিত করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল মহান শক্তিমান আল্লাহর পক্ষে ইহা কোন কঠিন কাজ নহে। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাদের যাবতীয় প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। কারণ তিনি জানিতেন তাহারা কোন অবস্থাতেই হেদায়েত গ্রহণ করিত না। যেমন তিনি অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন **أَنَّ الَّذِينَ حَقَبُوا عَلَيْكُمْ كَمَا رَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْجَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ** ইরশাদ করিয়াছেন **أَنَّ الَّذِينَ حَقَبُوا عَلَيْكُمْ كَمَا رَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْجَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ** যাহাদের প্রতি শাস্তির বাণী নির্ধারিত হইয়াছে তাহারা সর্ব প্রকার নিদর্শন আসিলেও ঈমান আনিবে না যাবৎ না তাহারা যত্নগাঢ়ায় শাস্তি দেখিবে (ইউনুস-৯৬-৯৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا
مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا -

আর যদি আমি তাহাদের নিকট ফিরিশতা অবতীর্ণ করি আর মৃত জীবিত হইয়া তাহাদের সহিত কথা বলে আর গায়েবের সকল বস্তু যদি তাহাদের সম্মুখে খোলাখুলি জমা করিয়া দেই তবুও তাহারা ঈমান আনিবে না।

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) আপনি তো বলেন কিয়ামত দিবসে আসমান ফাটিয়া যাইবে। উহা টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে এই কথা যদি সত্য হয় তবে আশ্রয় আপনার প্রতিপালকের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়া আসমান ফাটাইয়া টুকরা টুকরা করিয়া দেখান তবেই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব। যেমন তাহারা এই প্রার্থনা করিয়াছিল।

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَذَا هُوَ الْحَقُّ فَاْمَطِرْ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ

হে আল্লাহ! যদি এই সব কিছু আপনার পক্ষ হইতে সত্য হইয়া থাকে তবে আসমান হইতে আমাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করুন। হযরত শু'আইব (আ)-এর কণ্ঠস্বরে তাহার নিকট অনুরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল **أَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ** যদি আপনি সত্য হন তবে আসমানের টুকরা আমাদের উপর ভাসিয়া ফেলুন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করিলেন। কিন্তু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) হইলেন; রহমতের নবী তিনি হইলেন তওবার নবী; যাহাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে তিনি আল্লাহর নিকট তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়ার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন হইতে পারে তাহাদের বংশ হইতে এমন কেহ জন্ম গ্রহণ করিবে, যে কেবল মাত্র আল্লাহর ইবাদত করিবে শিরক করিবে না। আর বাস্তবে ঘটিয়াছেও তাহাই। কারণ উপরে যাহাদের উল্লেখ করা

হইয়াছে পরবর্তীকালে তাহাদের অশ্রুতেই উত্তম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এমন কি আব্দুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া বে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত উদ্ভট কথা বলিয়াছিল পরবর্তীকালে সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। এবং সরলভাষ্যে আল্লাহর দরবারে তথ্য করিয়াছিল।

قَوْلُهُ لَوْ كُنْتُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ دُخْرِي (র) ইবনে আক্বাস ও কাতাদাহ (র) বলেন دُخْرِي অর্থ স্বর্ণ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এর কিয়াতে لَوْ كُنْتُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ دُخْرِي রহিয়াছে।

قَوْلُهُ لَوْ كُنْتُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ دُخْرِي (র) ইবনে আক্বাস ও কাতাদাহ (র) বলেন دُخْرِي অর্থ স্বর্ণ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এর কিয়াতে لَوْ كُنْتُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ دُখْرِي রহিয়াছে।

قَوْلُهُ لَوْ كُنْتُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ دُخْرِي (র) ইবনে আক্বাস ও কাতাদাহ (র) বলেন, অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রত্যেকের নামে ইহা লেখা হইবে যে, ইহা অমূকের পুত্র অমূকের নামে আল্লাহর কিতাব এবং উহা সকালে তাহার শিয়রে বিদ্যমান পাইবে। قَوْلُهُ لَوْ كُنْتُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ دُخْرِي (র) ইবনে আক্বাস ও কাতাদাহ (র) বলেন, অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রত্যেকের নামে ইহা লেখা হইবে যে, ইহা অমূকের পুত্র অমূকের নামে আল্লাহর কিতাব এবং উহা সকালে তাহার শিয়রে বিদ্যমান পাইবে। قَوْلُهُ لَوْ كُنْتُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ دُخْرِي (র) ইবনে আক্বাস ও কাতাদাহ (র) বলেন, অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রত্যেকের নামে ইহা লেখা হইবে যে, ইহা অমূকের পুত্র অমূকের নামে আল্লাহর কিতাব এবং উহা সকালে তাহার শিয়রে বিদ্যমান পাইবে।

قَوْلُهُ لَوْ كُنْتُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ دُخْرِي (র) ইবনে আক্বাস ও কাতাদাহ (র) বলেন, অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রত্যেকের নামে ইহা লেখা হইবে যে, ইহা অমূকের পুত্র অমূকের নামে আল্লাহর কিতাব এবং উহা সকালে তাহার শিয়রে বিদ্যমান পাইবে।

قَوْلُهُ لَوْ كُنْتُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ دُخْرِي (র) ইবনে আক্বাস ও কাতাদাহ (র) বলেন, অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রত্যেকের নামে ইহা লেখা হইবে যে, ইহা অমূকের পুত্র অমূকের নামে আল্লাহর কিতাব এবং উহা সকালে তাহার শিয়রে বিদ্যমান পাইবে।

قَوْلُهُ لَوْ كُنْتُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ دُخْرِي (র) ইবনে আক্বাস ও কাতাদাহ (র) বলেন, অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রত্যেকের নামে ইহা লেখা হইবে যে, ইহা অমূকের পুত্র অমূকের নামে আল্লাহর কিতাব এবং উহা সকালে তাহার শিয়রে বিদ্যমান পাইবে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আলী ইবনে ইসহাক (রা)....আবু উমামাহ (র) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেন যে, আমার প্রতিপালক আমার নিকট এই প্রস্তাব পেশ করিলেন তিনি আমার জন্য বাড়াইয়া মক্কাকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দিবেন আমি বলিলাম, হে আমার প্রতিপালক আমার ইহার প্রয়োজন নাই, বরং আমি এক দিন ভূমি সহকারে আহা করিব এবং একদিন আমি ক্ষুধার্ত থাকিব কিংবা এমনই কিছু তিনি ইরশাদ করিয়াছেন যখন আমি ক্ষুধার্ত থাকিব আপনার নিকট কাকুতি মিনতি করিব আর যখন ভূমি হইব আপনার প্রশংসা করিব ও শোক করিব। ইমাম তিরমিযী মুহদ অধ্যায়ে সুওয়াইদ ইবনে নসর এর সূত্রে সে হযরত ইবনুল মুবারক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান এবং আসী ইবনে ইয়াযীদ দুর্বল।

(৭৬) وَمَا نَعَمَ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝

(৭৭) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَشْفُونَ مَطْمِئِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَاتًا رَسُولًا ۝

৯৪. যখন উহা দিগের নিকট আসে পথ-নির্দেশ তখন লোকদিগকে ইমান আনা হইতে বিরত রাখে উহাদিগের এই উক্তি, আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন?

৯৫. বল, ফিরিশতাগণ যদি নিশ্চিত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিত তবে আমি আকাশ হইতে ফিরিশতাই উহাদিগের নিকট রাসূল করিয়া পাঠাইতাম।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَمَا نَعَمَ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا অর্থাৎ অধিকাংশ লোককে ইমান আনিতে এবং রাসূলগণের অনুকরণ করিতে কেবল মানুষকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করার প্রতি তাহাদের দ্বন্দ্বই বাধা প্রদান করিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে أَكْفَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرُ النَّاسَ وَ إرশাদ হইয়াছে أَكْفَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرُ النَّاسَ وَ মানুষের জন্য কি ইহা বিশ্বাসের কারণ যে আমি তাহাদের মধ্য হইতে একজন মানুষের কাছে অহী প্রেরণ করিয়াছি আপনি মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করুন এবং মু'মিনদিগকে এই সুসংবাদ দান করুন; তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের জন্য সত্য মর্মান্দা রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে أَكْفَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرُ النَّاسَ وَ তাহাদের অস্বীকৃতি কেবল এই কারণে যে তাহাদের নিকট দলীল প্রমাণসহ তাহাদের রাসূলগণ আগমন করেন অতঃপর তাহারা বলে মানুষ-ই কি আমাদিগকে হেদায়েত দান করিবে।

قَوْلُهُ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَشْفُونَ مَطْمِئِنِينَ (৭৭) ফিরআউন ও তাহার সরদাররা বলিয়াছিল لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَشْفُونَ مَطْمِئِنِينَ আমরা কি এমন দুইজন মানুষের প্রতি ইমান আনিব যাঁহারা আমাদের মত মানুষ উপরন্ত তাহাদের কণ্ঠে আমাদেরই অনুগত। অনুগতভাবে পূর্ববর্তী উম্মতও তাহাদের রাসূলগণকে বলিয়াছে : إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصْنَعُوا لَنَا عِمًا ۝ তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম হইতে বিরত রাখাই তোমাদের কাম্য। কাজেই তোমরা কোন প্রকাশ্য দলীল আমাদের নিকট পেশ কর। এই সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহারা বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, যে তিনি মানুষের মধ্য হইতেই রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন

যেন তাহার সহিত আল্লাপ করিয়া সহজেই যাবতীয় বস্তুর বুদ্ধিতে পারে। যদি তিনি কোন ফিরিশতাকে রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিতেন তবে তাহারা তাহার সহিত মুখাসুখী হইয়া কথাবার্তা বলিতেও পারিত না আর কোন বিষয় বুদ্ধিতেও সক্ষম হইত না। যেমন অতঃপরে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন : لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ لَهُ مُؤْمِنُونَ ۚ فَأَلْغَى اللَّهُ مِنَ النَّاسِ أَكْثَرَ الْأَشْيَاءِ إِنَّهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (আলে ইমরান-১৬৪)। আল্লাহ ইরশাদ হইয়াছে :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ لَهُ مُؤْمِنُونَ ۚ فَأَلْغَى اللَّهُ مِنَ النَّاسِ أَكْثَرَ الْأَشْيَاءِ إِنَّهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

যেমন আমি তোমাদের মধ্য হইতে একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াত তেলাওয়াত করেন, তোমাদিগকে পবিত্র করেন এবং তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন আর সেই বিষয় শিক্ষাদান করেন যাহা তোমরা জানিতে না; অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব। এবং তোমরা আমার শোকর কর, না শোকরী করিও না (বাক্বারাহ-১৫১-১৫২) এখানেও তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَكُونُ أَوْلَىٰ بِأَنْ نُنَادِيَٰكُمْ بِاللُّغَةِ الَّتِي نَدْعُوا بِهَا لَوْلَا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّا كُنَّا بِمَا نَعْمَلُ فَاعْلَمُونَا بِتِلْكَ الْأُمَّةِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّا كُنَّا بِمَا نَعْمَلُ فَاعْلَمُونَا بِتِلْكَ الْأُمَّةِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّا كُنَّا بِمَا نَعْمَلُ فَاعْلَمُونَا بِتِلْكَ الْأُمَّةِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ

(৭৬) قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

بَصِيرًا

৯৬. বল, আমার ও তোমাদিগের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট তিনি তাহার বান্দাদিগকে সর্বিশেষ জানেন ও দেখেন।

তামসীর : রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহা কিছু পেশ করিয়াছেন উহার সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাহাকে শিক্ষা দিতেছেন যে তিনি যেন বলেন, আমি যাহা কিছু তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছি আল্লাহ তাহা ভালরূপেই জানেন অতএব আমার ও তোমাদের মাঝে তিনিই সাক্ষী। আল্লাহ সযক্কে যদি আমি কোন মিথ্যা কথা বলিতাম তবে তিনি অবশ্যই আমাকে কঠিন শাস্তি দান করিতেন। যেমন

ইরশাদ হইয়াছে : وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ الشُّكْرَ لِلَّهِ ۚ وَإِنَّمَا يَذُكُرُ بِذِكْرِ اللَّهِ فِتْنًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ ۚ إِنَّهُ جَاهِلٌ بِمَا يُكْفَرُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

নিশ্চয়ই তিনি তাহার বান্দাদিগকে খুব ভাল করিয়াই জানেন যে কে তাহাদের মধ্যে পূরস্কার অনুগ্রহ ও হেদায়েত পাইবার যোগ্য এবং কে গুমরাহী ও পথ ভ্রষ্টতা ও বদবখতীর যোগ্য।

(৭৭) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآءَ ۚ وَبَيْنَكُمْ وَأَصْحَابَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ ۚ كُلَّمَا خَبِتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۚ

৯৭. আল্লাহ যাহাদিগকে পথনির্দেশ করেন তাহারা তো পথ প্রাপ্ত এবং যাহাদিগকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও উহাদিগের অভিভাবক পাইবে না, কিয়ামতের দিন আমি উহাদিগকে সমবেত করিব উহাদিগের মুখে ভর দিয়া চলা অবস্থায় অন্ধ, মুক ও বধির করিয়া। উহাদিগের আবাস স্থান জাহান্নাম; যখনই উহা স্তিমিত হইবে আমি তখন উহাদিগের জন্য অগ্নি শিখা বৃদ্ধি করিয়া দিব।

তামসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তিনিই তাহার মাংসলুকের মধ্যে যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন কেবল গাত্র তাহারই ইকুম চলে। তিনি যাহাকে হেদায়েত দান করেন তাহাকে কেহ গুমরাহ করিতে পারে না। আর তিনি যাহাকে গুমরাহ করেন তাহার এমন কোন বন্ধু ও সহায়কারী নাই যে তাহাকে হেদায়েত দান করিতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন : وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآءَ ۚ وَبَيْنَكُمْ وَأَصْحَابَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ ۚ كُلَّمَا خَبِتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۚ

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, ইবনে নুমান (রা)...হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) মানুষের মুখের উপর খাড়া করাইয়া কিভাবে তাহাদিগকে একত্রিত করা হইবে? তখন তিনি বলিলেন, যেই মহান সত্তা মানুষকে দুই পায়ে উপর ভর দিয়া হাটাইতেছেন তিনি তাহাদিগকে মুখের উপর ভর দিয়া হাটাইতে সক্ষম। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ও তাহাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে হাদীস দুইটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, অলীদ ইবন জমী কুরাইশী.... হুযায়ফা ইবনে উসাইদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত আবু যর (রা) দভায়মান হইয়া বলিলেন হে, বন্ধু গিফার! তোমরা বল, কিন্তু কসম খাইও না। কারণ, চরম সত্যবাদী রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন সমস্ত মানুষকে তিন দলে বিভক্ত করিয়া হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হইবে, একদল আরোহনকারী পানাহারকারী ও পরিধানকারী হইবে। একদল পায়ে হাটিয়া ও দৌড়াইয়া চলিবে আর একদল তাহাদিগকে ফিরিশতাগণ তাহাদের মুখমন্ডলের উপর টানিয়া লইয়া যাইবে এবং দোষে একত্রিত করিবে। তখন এক ব্যক্তি বলিবে দুইদলকে তো আমরা বৃষ্টিতে পারিয়াছি কিন্তু যাহারা পায়ে হাটিবে ও দৌড়াইবে তাহারা কাহারো? তখন তিনি বলিলেন, বাহনকারী পশুর উপর বিপদ আসিবে এমনকি এক ব্যক্তি তাহার একটি শ্যামনিময় ও সুফল বাগানের বিনিময়ে একটি উষ্ট্রী খরীদ করিতে চাহিবে কিন্তু তাহাও সে পাইবে না। **عَمِيءٌ** অর্থ অন্ধ **بُرْمَةٌ** অর্থ বোবা **حَنَمٌ** অর্থ বধির। অর্থাৎ তাহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার শিকার হইবে। যেমন তাহারা দুনিয়ার সত্য বলিতে বোবা ছিল, সত্য শ্রবণে বধির ছিল এবং সত্য দর্শনে অন্ধ ছিল। তাহাদের এই পাপের অনুরূপ শাস্তি তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। অথচ, দর্শন শ্রবণ ইত্যাদির প্রয়োজন কিয়ামতে সর্বাধিক বেশী হইবে। **مَرْحَبٌ** অর্থ, আশ্রয় স্থল ও বাসস্থান। **خَبْرٌ** ইবনে আব্বাস (রা) ইহার অর্থ বলেন যখন জাহান্নাম নীরব হইয়া যাইবে। মুজাহিদ বলেন, যখনই জাহান্নাম নির্বাপিত হইবে। তাহাদের জন্য আগুনের ফুলকী উহার উল্লেখনা ও আংগার বৃষ্টি করিয়া দিব। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে **إِلَّا عَذَابًا** তোমরা স্বাদ গ্রহণ করিতে থাক আমি তোমাদের শাস্তিই বৃষ্টি করিতে থাকিব।

(৭৪) **ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا**

(৭৭) **أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ مَا بَدَأَ الظَّالِمُونَ الْإِكْفَارَ**

৯৮. ইহাই উহাদিগের প্রতিফল, কারণ উহারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছিল ও বলিয়াছিল অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলেও আমরা কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুদ্ভূত হইব?

৯৯. উহারা কি লক্ষ্য করে না যে আল্লাহ যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উহাদিগের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে ক্ষমতাবান? তিনি উহাদিগের

জন্য স্থির করিয়াছেন এক নির্দিষ্ট কাল, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তথাপি সীমালংঘনকারীগণ কুকরী করা ব্যতীত ক্ষান্ত হইল না।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, অন্ধ অবস্থায় শোবা অবস্থায় ও বধির অবস্থায় উখিত করিবার যে শাস্তি তাহাদিগকে দেওয়া হইবে তাহার কারণ হইল যে, তাহারা আমাদের দলীল প্রমাণসমূহ অস্বীকার করিয়াছে এবং পুনর্জীবন তাহারা অসম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছে **وَقَالُوا إِنَّا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا** আর তাহারা এই কথাও বলে **إِنَّا كُنَّا** যে যখন আমরা শুধু হাড়ি হইয়া যাইব ও পচিয়া গলিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইব **وَأَنَّا كُنَّا** তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃষ্ট হইয়া উখিত হইব? অর্থাৎ আমরা যখন পচিয়া গলিয়া ধূস হইয়া যাইব মাটির সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইব তাহার পরও কি আমরা নতুনভাবে সৃষ্টি হইয়া উখিত হইব? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শক্তির উল্লেখ করিয়া বলেন, তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার এত শক্তি, এত ক্ষমতা তাহার পক্ষে পুনরায় তাহাদের সৃষ্টি করা অধিক সহজ। যেমন ইরশাদ হইয়াছে **الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ** মানুষ সৃষ্টি করিবার তুলনায় আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা অধিক কঠিন ব্যাপার কিন্তু আল্লাহর পক্ষে তো আসমান যমীন সৃষ্টি করাও কঠিন নহে। আরো ইরশাদ হইয়াছে,

أَوَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزُبْ عَنْهُ يَخْلُقْهُنَّ بِقَابِرٍ أَنْ يَحْسِبَ الْمُؤْتَلِفُونَ

তাহারা কি চিন্তা করে নাই যে যেই সত্তা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছে এবং উহা সৃষ্টি করিতে তিনি ক্লান্ত হন নাই তিনি মৃতদিগকে সৃষ্টি করিতে সক্ষম। আরো ইরশাদ হইয়াছে :

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَابِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

যেই মহান সত্তা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি তাহাদের মত মানুষ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? নিশ্চয় সক্ষম তিনি তো বড়ই সৃষ্টিকর্তা মহাজ্ঞানী। তিনি যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি সেই বস্তুকে 'হইয়া যাও' হুকুম করেন অমনি উহা হইয়া যায়।

আর এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ

তাহারা কি দেখেন নাই যে সেই আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি তাহাদের মত মানুষ সৃষ্টি করিতে সক্ষম। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে

তাহাদিগকে দ্বিতীয়বার ঠিক অর্ধ সৃষ্টি করিবেন যেমন তিনি প্রথমবার তাহাদিগকে সৃষ্টি রিয়াছিলেন।

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা কবর হইতে উথিত করিবার জন্য ও তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্বাচিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সময়টি অতিবাহিত হওয়া জরুরী। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعْتَدٍ وَأَمَّا فِيكُمْ فَلَمَّا بَلَغَ مِنْكُمْ أَجَلَ مَعْدُودٍ فَأَنزَلْنَاهُمْ بِمَاءٍ غَدِقٍ غَدِيقٍ قَلِيلٍ وَأَنزَلْنَا لَهُمْ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

(১০০) قُلْ لَوْ أَنَّم تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذْ الْأَمْسَ كُنتُمْ خَشِيَةَ الْإِنْفَاقِ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

১০০. বল, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হইতে, তবুও 'ব্যয় হইয়া যাইবে' এই আশঙ্কায় তোমরা উহা ধরিয়া রাখিতে; মানুষতো অতিশয় কৃপণ।

তাহসীর : আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কে বলেন, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি বলিয়া দিন, হে মানুষ! যদি তোমরা আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডারে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকারী হইতে তবে উহা খরচ হইয়া যাওয়ার আশংকায় খরচ করিতে বিরত থাকিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ (র) বলেন "দারিদ্রের ভয়ে তোমরা উহা খরচ করিতে না।" অর্থাৎ, আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার কখনোও শেষ হয় না। তবে খরচ করিতে বিরত থাকিবার মূল কারণ হইল তোমাদের স্বভাবের মধ্যে কৃপণতা ও সংকীর্ণতা রহিয়াছে এবং এই স্বভাবগত সংকীর্ণতার কারণে যাহা খরচ করিলে শেষ হয় উহা খরচ করিতে তোমরা বিরত থাকিতে। وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ (র) বলেন قَتُورًا অর্থ বখীল কৃপণ। ইরশাদ হইয়াছে أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمَالِ فَإِذْ لَا يَمَسُّونَ الْنَّاسَ نَقِيرًا তাহারা কি সাম্রাজ্যের কোন অংশের অধিকারী হইয়াছে তাহা হইলে তো তাহারা মানুষকে একটি কড়িও দান করিবে না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষ জাতির স্বভাবগত দোষের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যাহাকে তাৎক্ষণিক দান করেন সে তাহার এই স্বভাবের উপর বিজয়ী হয়। কৃপণতা ও অস্থিরতা মানুষের জন্মগত স্বভাব। ইরশাদ হইয়াছে إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ كَلُوفًا إِذْ أَنشَأَهُ الشَّرْجُورُ وَأَنشَأَهُ الْخَيْرُ مَرُومًا

মানব জাতিকে বড়ই ভীত সৃষ্টি করা হইয়াছে যখন তাহাকে কোন অকল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে অস্থির হইয়া পড়ে আর যখন কোন মাল দৌলত লাভ করে তখন

সে কৃপণতা করে কিন্তু যাহারা নাগাধী তাহারা ইহা হইতে মুক্ত। পবিত্র কুরআনে এই ধরনের আরো বহু আয়াত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা আদ্বাহ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। নুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত

يَدُ الْمَلَائِكَةِ لَا تَغْضِبُنَا نَفْقَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقُوا مِنْ دُمُوعِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُمْ لَمُغْضُونَ مَأْفَىٰ بِمُؤْنِهِمْ

আদ্বাহর হাত পরিপূর্ণ দিবা রাত্রির অভ্যন্তর ব্যয় উহাকে প্রাস করে না। তোমরা কি দেখনা যে যখন হইতে আল্লাহ তা'আলা অসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন তখন হইতেই তিনি ব্যয় করিতেছেন কিন্তু তাহার ধন-ভাণ্ডার হইতে কিছুই কমিয়া যায় না।

(১০১) وَقَالُوا إِنَّا مَوْسَىٰ تَسْمَعُ آيَاتِ رَبِّهِ فَهِيَ إِسْرَائِيلُ إِذْ جَاءَهُمْ

فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا

(১০২) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَىٰ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرُّ عَوْنٌ مَّثْبُورًا

(১০২) فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا

(১০৪) وَقُلْنَا مَن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لُبِيقًا

১০১. তুমি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ আমি মুসা (আ) কে নয়াটি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়াছিলাম; যখন সে তাহাদিগের নিকট আনিয়াছিল, ফির'আউন তাহাকে বলিয়াছিল, হে মুসা! আমি তো মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত।

১০২. মুসা বলিয়াছিল তুমি অকণ্ঠই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবলম্বিত করিয়াছেন— প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। হে ফির'আউন! আমি তো দেখিতেছি তোমার ধ্বংস আসন্ন।

১০৩. অতঃপর ফির'আউন তাহাদিগকে দেশ হইতে উচ্ছেদ করিবার সংকল্প করিল; তখন আমি ফির'আউন ও তাহার সংগীণগণ সকলকে নিমজ্জিত করিলাম।

১০৪. ইহার পর আমি বনী ইসরাঈলকে বলিলাম, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হইবে তখন তোমাদিগের সকলকে আমি একত্র করিয়া উপস্থিত করিব।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি হযরত মুসা (আ)কে নয়টি মু'জিয়া দিয়া ফির'আউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন যাহা তাহার নবুওয়তের পক্ষে দলীল ছিল। আর তাহা হইল— ১. লাঠি যাহা সাপ হইয়া যাইত। ২. হাতের ওজত। ৩. বনী ইসরাঈলের পারাপারের জন্য নদীর রাস্তা হইয়া যাওয়া। ৪. তুফান। ৫. পঙ্গপাল। ৬. উকুন। ৭. ব্যাংগ। ৮. রক্তের শক্তি যাহা প্রত্যেক পাত্রে দেখা দিত। ৯. দুর্ভিক্ষ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইহা বলিয়াছেন। মুহম্মদ ইবন কা'ব বলেন, মু'জিয়া কয়টি হইল, ১. হাতের ওজত। ২. লাঠি সূরা আ'রাফে উল্লেখিত পাঁচটি। মাল মিটিয়া যাওয়া ও পাথর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরামাহ শা'বী ও কাভাদাহ (র) হইতে আরো বর্ণিত নয়টি মু'জিয়া হইল ১. হাতের ওজত। ২. লাঠি। ৩. ফলমূল কমিয়া যাওয়া। ৪. তুফান। ৫. পঙ্গপাল। ৬. উকুন। ৭. ব্যাংগ। ৮. রক্ত ও ৯. দুর্ভিক্ষ। এই নয়টি শক্তিশালী ও প্রকাশ্য। হাসান বসরী (র)-এর মতে দুর্ভিক্ষ ও বাগানের ফল ফলাদী হ্রাস পাওয়া একই বস্তু। তাহার মতে নবম মু'জিয়া হইল যাদুকরদের সমস্ত সাপকে হযরত মুসা (আ)-এর লাঠির গিলিয়া ফেলা।

অতঃপর তাহারা অহংকারে মাতিয়া উঠিল আর তাহারা ছিল-ই অপরাধী গোষ্ঠী। অর্থাৎ হযরত মুসা (আ)-এর প্রত্যক্ষ নয়টি মু'জিয়া দেয়া সত্ত্বেও তাহারা উহা অস্বীকার করিল। তাহাদের অন্তর যদিও উহা বিমান করিয়াছিল কিন্তু যুলুম ও বাড়াবাড়ি করিয়া তাহারা মুখে অস্বীকার-ই করিতে থাকিল। অনুরূপভাবে কুরাইশ, কাফিররা যেই সকল মু'জিয়া ও নিদর্শনের জন্য প্রার্থনা করিতেছে, তাহারা বলিতেছে যাবৎ না আপনি এই ভূপৃষ্ঠ হইতে আমাদের জন্য নহর প্রবাহিত করিবেন আমরা ঈমান আনিব না। তাহাদের এই ধরনের আরো যেই সকল আবদার রহিয়াছে যদি আমি উহা পূর্ণও করিয়া দেই তবুও তাহারা ফির'আউন ও তাহার কওমের ন্যায় ঈমান আনিবে না। ফির'আউন হযরত মুসা (আ)-এর পক্ষ হইতে সকল মু'জিয়া দেখান সত্ত্বেও বলিয়াছিল **هَؤُلَاءِ لَأَنْظُرَنَّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا** হে মুসা! (আ) আমি তো তোমাকে একজন যাদুকর লোক মনে করি কেহ কেহ বলেন, **مَسْحُورًا** অর্থ **سَاجِرًا** অর্থাৎ যাদুকর। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ** উপরে যেই সকল নিদর্শনসমূহ ইমামগণ উল্লেখ করিয়াছেন আলোচ্য আয়াতে উহাই উদ্দেশ্য। আর নিম্নের আয়াতের মধ্যে **تَسْعَ آيَاتٍ** দ্বারা এই নয়টি মু'জিয়া-ই বুঝান হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে :

وَأَنقِصْنَا قُوَّةَهُمْ وَأَمْصَلْنَا بَأْسَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لَآئِحَاتٍ فِي سَبِيلِ آلِ فِرْعَوْنَ يَوْمَ أَن مُوسَىٰ يَأْتِي بِنُوحِ إِسْحَاقَ وَمَا تَدْرِي مَا يُنصَبُ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ الصَّلَاةَ وَمَا تَدْرِي مَا يُنصَبُ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ الصَّلَاةَ وَمَا تَدْرِي مَا يُنصَبُ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ الصَّلَاةَ

আত্র আয়াত দুটির মধ্যে লাঠি ও হাতের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট কয়টি সূরা আ'রাফের মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য এই নয়টি ছাড়াও

হযরত মুসা (আ) কে আরো অনেক মু'জিয়া দান করা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে লাঠি দ্বারা পাথরের উপর অস্বাত করিয়া পানি বাহির করা মেঘের দ্বারা ছায়া দান। শত্রু ও গান্ধুয়া অবতীর্ণ করা আরো অনেক মু'জিয়া যাহা মিসর ভ্রাণ করিবার পর দান করা হইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে মাত্র নয়টি মু'জিয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ ফির'আউন ও তাহার কওম এই নয়টি মু'জিয়া দেখিতে পাইয়াছিল। অতএব উহাই তাহাদের উপর দলীল হিসাবে কয়েম হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা উহাকে অস্বীকার করিয়াছিল ও কুফর করিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) আহমদ বলেন, ইয়াযীদ... সাফওয়ান ইবনে আব্বাস মুরাদী, হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার এক ইয়াহুদী তাহার সার্থীকে বলিল, চল, আমরা এই নবীর নিকট গিয়া **تَسْعَ آيَاتٍ مِّنْ مُّوسَىٰ تَسْعَ آيَاتٍ** এর মধ্যে উল্লেখিত নয়টি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি? তখন তাহার সার্থী বলিল, তুমি তাহাকে নবী তাহাকে নবী বলিও না, কারণ, যদি তিনি ইহা গনিত্তে পারেন যে তুমি তাহাকে নবী বলিয়াছি তবে তাহার চার চক্ষু হইয়া যাইবে। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া নয়টি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন উহা হইল, ১. তেঁমরা আল্লাহর সহিত শরীক করিবে না। (২) চুরি করিবে না। ৩. ব্যভিচার করিবে না। ৪. অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিবে না। ৫. ফাদু করিবে না। ৬. সুদ খাইবে না। ৭. কোন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে বানশাহর নিকট লইয়া যাইবে না। ৮. বেগন পুত-পবিত্র লোকের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করিবে না। অথবা তিনি বলিয়াছেন জিহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করিবে না। ও'বা সন্দেহ করিয়াছেন। হে ইয়াহুদী গোষ্ঠী বিশেষ করিয়া তোমরা সত্ত্বাহের দিনে অর্থাৎ শনিবারের ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করিবে না।" অতঃপর তাহারা উভয়ই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতের ও পায়ের চুমু খাইলেন। এখং বলিল আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি নবী। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, তবে আমার অনুসরণ করিতে তোমাদের বধা কিসের? তাহারা বলিল, যেহেতু হযরত দাউদ (আ) দু'আ করিয়াছিলেন, যে সর্বনা তাহার বংশধরের মধ্যে নবী থাকিবেন। আর এখন যদি আমরা ইসলাম গ্রহণ করি তবে ইয়াহুদীরা আমাদের হত্যা করিবে আমরা আশংকা করিতেছি। ইমাম তিরমিধী নাসারী ও ইবনে গাজাহ (র) হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (রা)ও তাহার তাকসীরে ও'বা (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিধী (র) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু হাদীসটির বিদগ্ধ হওয়ার ব্যপারটি জটিল। কারণ আবদুল্লাহ ইবনে সালামাহর স্বরণ শক্তি দুর্বল। এবং মুহাম্মদিসংগত তাহার সম্পর্কে সমালোচনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাওয়াতে উল্লেখিত দশটি আহকামকে তিনি নয়টি আয়াত (নিদর্শন) মনে করিয়া

বলিয়াছেন কিছু ফির'আউনের উপর দলীর কায়েম করিবার সহিত এই আহকামের কোন সম্পর্ক নাই। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ** আর এই কারণে হযরত মুসা (আ) ফির'আউনকে বলিয়াছিলেন **لَقَدْ عَلَّمْتُمْ مَا أَنزَلْنَا مَوْلَىٰ الْأَرْبَابِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَصَابِرُ** তুমি অবশ্যই এই কথা জান যে আসমান ও যমীনের প্রতিপালকই এই নিদর্শনসমূহ আমার সত্যতার উপর দলীয় হিসাবে অবতীর্ণ করিয়াছেন। **وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَكْبُورًا** আর হে ফির'আউন! আমি তো তোমাকে ধ্বংস প্রাপ্ত মনে করি। তুমি পরাজিত হইবে। কবির কবিতায় **مَكْبُورًا** শব্দটি ধ্বংসের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

إِنَّا جَارِي الشَّيْطَانِ فِي سِنِّ الْغَىٰ + وَمِنْ مَثَلِ مَكْبُورٍ

عَلَّمْتُمْ এর **تُمْ** কে কেহ কেহ পেশসহ পড়িয়াছেন। হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা) হইতে ইহা বর্ণিত। কিন্তু **تُمْ** কে যবরসহ পড়াটা অধিকাংশ কারীদের মত। এবং **عَلَّمْتُمْ** দ্বারা ফির'আউনকে সোধেধন করাই উদ্দেশ্য। যেমন ইরশাদ হইয়াছেঃ

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَجَحَّوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

যখন তাহাদের নিকট আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষভাবে আসিল তাহারা বলিল ইহা তো প্রকাশ্য যাদু। আর তাহারা উহা যুলুম ও অহংকার ভরে অস্বীকার করিল অথচ, তাহাদের অন্তর উহা বিশ্বাস করিয়াছিল। এই সকল দলীল দ্বারা ইহাই প্রমাণিত যে, নয়টি আয়াত দ্বারা নয়টি মু'জিয়াই উদ্দেশ্য। আর তাহা হইল— লাঠি, হাতের ওত্রতা, দুর্ভিক্ষ, বাগানের ফলফলাদী হ্রাস পাওয়া, ভূফান, পংগপাল, উকুন, ব্যাংগ ও রক্ত। এই কয়টি বস্তুই এমন ছিল যাহাকে ফির'আউন ও তাহার কণ্ঠের উপর হযরত মুসা (আ)-এর সত্যতা ও আল্লাহর অস্তিত্বের উপর প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায়। তবে **تَسْمِعَ آيَاتٍ** এর যে ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হাদীসে করা হইয়াছে উহা আব্দুল্লাহ ইবনে সালামাহ-এর পক্ষ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। অথচ, তাহার বর্ণিত কিছু মুনকার হাদীসও আছে। সম্ভবতঃ উক্ত দুই ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত মুসার এর প্রতি অবতারিত দশটি আহকাম সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আর রাসূলুল্লাহ (সা) সেই দশটি আহকামই তাহাদিগকে ওনাইয়া ছিলেন। কিন্তু রাবী **تَسْمِعَ آيَاتٍ** (নয়টি নিদর্শন) ও আহকামের মধ্যে পার্থক্য করিতে সক্ষম হন নাই অতএব তিনি দশ আহকামকেই **تَسْمِعَ آيَاتٍ** হিসাবে পেশ করিয়াছেন। **قوله لَمَّا رَأَىٰ أَن يُسْتَفْرَضَ مِنَ الْأَرْضِ** অতঃপর সে বনী ইসরাঈলকে দেশ হইতে উৎখাত করিয়া দিবে ও বিভাজিত করিয়া দিবে।

فَأَفْرَقْنَاهُ بَيْنَ مَعَا وَرَقْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَسْكَنُوا الْأَرْضَ

অতঃপর আমি তাহাকেও তাহার সঙ্গীদিগকে সকলকেই পানিতে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম। এবং উহার পর আমি বনী ইসরাঈলকে বলিলাম, তোমরা এই দেশে বসবাস কর। অত্র আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ বহিয়াছে। সূরাটি মকায় অবতীর্ণ এবং হিজরাতের পূর্বেই ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে। ঘটনা ঘটিয়াছেও তদ্রূপ। মকানাসীরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেশ হইতে বিভাজিত করিবার প্রত্যয় গ্রহণ করিয়াছিল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে **لِيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ** তাহারা তো আপনাকে এই ভূখণ্ড হইতে উৎখাত করিবার জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াছিল যেন তাহারা আপনাকে স্বদেশ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল (সা) কে বিজয়ী করিলেন এবং পবিত্র মক্কার অধিকারী করিলেন এবং তিনি বিজয়ীর বেশে মকায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তিনি মক্কা বাসীদিগকে মুক্ত ও স্বাধীন করিয়া অধিক ঐর্ষ্য ও অনুগ্রহের পরিচয় দান করিলেন। অতঃপর তাহারা তা'আলা দুর্বল বনী ইসরাঈলকেও হাশরিক মগরিব ও অসুস্থরূপে তাহাদের সাম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছিলেন। তাহার ধন-সম্পদ ও বাগানসমূহ ও ফির'আউনের সাম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছিলেন। তাহার ধন-সম্পদ ও বাগানসমূহ ও যাবতীয় ধন-ভান্ডারের মালিক করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে **وَأُولَٰئِكَ أَوْلَيْنَاهُمَا** এবং ফির'আউনের সাম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছিলেন। তাহার ধন-সম্পদ ও বাগানসমূহ ও যাবতীয় ধন-ভান্ডারের মালিক করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে **وَأُولَٰئِكَ أَوْلَيْنَاهُمَا** অতঃপর তাহারা তা'আলা দুর্বল বনী ইসরাঈলকে উহার মালিক করিয়াছিলাম। এখানে ইরশাদ হইয়াছে।

وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جُنُودًا আর তাহার পর আমি বনী ইসরাঈলকে বলিলাম, তোমরা এই দেশেই বসবাস কর। অতঃপর যখন আখিরাতেও ওয়াদা আসিবে তখন তোমাদের সকলকেই আমি একত্রিত করিব। অর্থাৎ তোমাদিগকে ও তোমাদের শত্রুদিগকে সকলকেই একত্রিত করিব। ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ কাতাদাহ ও যাহ্বাক (রা) বলেন, **جَمِيعًا** শব্দটি **لَفِيئًا** এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা ও তোমাদের শত্রুরা সকলকে একত্রিত করিব।

(১০৫) **وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَهُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا**

(১০৬) **وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنُزْلَانَهُ تَنْزِيلًا**

১০৫. আমি সত্যসহই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং উহা সত্যসহই অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি।

১০৬. আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি খন্ড খন্ডভাবে যাহাতে তুমি উহা মানুষের নিকট পাঠ করিতে পার ক্রমে ক্রমে, এবং আমি উহা ক্রমশ অবতীর্ণ করিয়াছি।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদ সম্পর্কে ইরশাদ করেন এই কুরআন সত্যসহ অবতীর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ ইহাতে কেবল সত্যই নিহিত রহিয়াছে যেমন ইরশাদ হইয়াছে لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ কিন্তু আল্লাহ তো নিজেই উহার সত্যতার সাক্ষ্য দান করেন যাহা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে ! তিনি উহা স্বীয় জ্ঞানেই অবতীর্ণ করিয়াছেন আর ফিরিশতাগণও সাক্ষ্য দান করেন। ইহার মধ্যে বিদ্যমান সকল আহকাম, আদেশ নিষেধ তাহার পক্ষ হইতেই অবতারণিত। ইহাতে অন্য কিছু বৃদ্ধিও করা হয় নাই। আর ইহা হইতে কিছু কমও করা হয় নাই। ইহা বড়ই আমানতদার শক্তিশালী ফিরিশতা আপনার নিকট পৌছাইয়াছে। উর্ধ্বজগতে যিনি মহামান্য। وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا যেই সকল মু'মিন আপনার অনুসরণ করিবে তাহাদের জন্য আপনাকে সুসংবাদভাৱে এবং কাফিরদের জন্য আপনাকে তীতি প্রদর্শনরূপে প্রেরণ করিয়াছি।

এর ১ কে তাশদীদ ছাড়া পড়া হইলে ইহার অর্থ হইবে, এই কুরআনকে লওহে মাহফু হইতে প্রথম আসমানের বায়তুল ইজ্জতে আমি একবারই অবতীর্ণ করিয়াছি অতঃপর তেইশ বৎসরের দীর্ঘকালে প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প অল্প করিয়া রাসূলুল্লাহ (স:) এর প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি। হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে হযরত ইকরিমাহ (র) এই তাকসীর বর্ণনা করিয়াছেন فَرَقْنَا এর ১ কে তাশদীদসহও পড়া হইয়া থাকে। তখন অর্থ হইবে, এই কুরআনকে এক এক আয়াত করিয়া স্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ আমি অবতীর্ণ করিয়াছি। ইহাও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, لَتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ যেন আপনি ধীরে ধীরে মানুষকে পাঠ করিয়া শুনাইতে পারেন এবং তাহাদের নিকট পৌছাইতে পারেন وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا এবং ইহা অল্প অল্প করিয়াই অবতীর্ণ করিয়াছি

(১০৭) قُلْ أَمْثَلُكُمْ وَأَوْلَا تَوَمَّنُوا إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝

(১০৮) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝

(১০৯) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَنْبِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝

১০৭. বল, তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর বা নিশ্চাস না কর যাহাদিগকে ইহার পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগের নিকট যখন ইহা পাঠ করা হয় তখনই তাহারা সিজদায় লুটাইয়া পড়ে।

১০৮. এবং বল, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হইয়াই থাকে।

১০৯. এবং তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে এবং ইহা উহাদিগের বিনয় বৃদ্ধি করে।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা তাহারা নবী হযরত মুহাম্মদ (স:) কে বলেন, যে মুহাম্মদ! (স:) যেই সকল লোক এই কুরআনকে অস্বীকার করে তাহাদিগকে আপনি বলিয়া দিন اٰمَنُوْا بِمِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا তোমরা চাহে ঈমান আন কিংবা না আন তাহাতে বলিয়া দিন اٰمَنُوْا بِمِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا তোমরা চাহে ঈমান আন কিংবা না আন তাহাতে কিছু আন যাহা না বাস্তবে উহা মহাসত্য পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থসমূহে উহার উল্লেখ করিয়াছে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে اٰمَنُوْا بِالْعِلْمِ مِنْ قَبْلِهِ এই কুরআনের পূর্বে যেই সকল আল্লাহর নেক বান্দাগণকে আসমানী কিতাবের জ্ঞান দান করা হইয়াছিল এবং তাহারা উহাতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন না করিয়াই উহার প্রতি আমল করিয়াছে اٰمَنُوْا بِالْعِلْمِ مِنْ قَبْلِهِ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا যখন তাহাদের নিকট এই কিতাব ভেলাওয়াত করা হয়, তখন তাহারা মস্তক অবনত করিয়া সিজদায় পড়িয়া যায়। অর্থাৎ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স:) যাহার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে আল্লাহ তা'আলা যে তাহার অনুগ্রহে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার যোগ্য করিয়াছেন এই কারণে তাহারা তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সিজদায় অবগত হয়। اٰذْقَانِ শব্দটি এর বহু বচন অর্থ চেহারার নিম্নভাগ।

يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا

আল্লাহর মহাক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে তিনি যে তাহার পূর্ববর্তী আহিরায়ে কিরামের মুখে হযরত মুহাম্মদ (স:) এর প্রেরণ সম্পর্কে যে ওয়াদা করিয়াছেন তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে তিনি তাহার খেলাফ করিবেন না। ইহার জন্য সন্ধান প্রদর্শনার্থে তাহারা বলে, আমাদের প্রতিপালক মহা পবিত্র এবং তাহার কৃতওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। اٰمَنُوْا بِالْعِلْمِ مِنْ قَبْلِهِ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَنْبِكُونَ আর তাহারা আল্লাহ সামনে ক্রন্দনরতাবস্থায় তাহার রাসূল ও কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সিজদায় পড়িয়া যায়। وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا আর তাহাদের বিনয় ও কাকুতি মিনতি আরো অধিক বৃদ্ধি পায়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে فَسُبْحٰنَ رَبِّنَا وَمَا يَزِيدُهُمْ خُشُوعًا আর যাহারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয় তাহাদের হেদায়াত ও তাকওয়া আরো অধিক বৃদ্ধি পায়।

(১১০) قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُتُمْ بِهَا وَلَا تَخَافُتُمْ بِهَا
سَبِيلًا ۝

(১১১) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي
الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِثْقٌ مِنَ الدَّلَالِ وَكَبِيرَةٌ تَكْبِيرًا ۝

১১০. বল, তোমরা “আল্লাহ! নামে আহ্বান কর যা ‘রহমান’ নামে আহ্বান
কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর সকল সুন্দর নামই তো তাহার। সালাতে স্বর
উচ্চ করিওনা এবং অতিশয় ক্ষীণও করিও না; এই দুইয়ের মধ্য পথ অবলম্বন
কর।

১১১. বল, প্রশংসা আল্লাহরই যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, তাহার
সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নাই এবং যিনি দুর্দশাধস্ত হন না যে কারণে তাহার
অভিভাবকের প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং সসঙ্কমে তাহার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

তাফসীর : আল্লাহ ইরশাদ করেন হে মুহাম্মদ! আপনি ঐ সকল মুশরিকদিগকে
বলিয়া দিন যাহারা আল্লাহর ‘রহমান’ নামকে অস্বীকার করে।

ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

তোমরা চাও আল্লাহ বলিয়া ডাক কিংবা রহমান বলিয়া ডাক এই দুই নামে কোন
পার্থক্য নাই অভাব যেই নামে ডাক ডাকিতে পার। আল্লাহর তো এই দুই নাম ছাড়াও
আরো অনেক নাম রহিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :

مَوْلَى اللَّهِ النَّبِيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ النَّبِيُّ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
..... الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

তিনি সেই মহান আল্লাহ যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই যিনি দৃশ্যমান ও
অদৃশ্য সকল বস্তুকে জানেন তিনি রহমান তিনি রহীম তাহার অনেক
সুন্দর নাম রহিয়াছে। আসমাননামুহ ও যমীনের সকল বস্তু তাহার পবিত্রতা বর্ণনা করে।

মকহুল (র) বর্ণনা করেন, এক মুশরিক নবী কন্নীম (সা) কে তাহার সিজদাকালে
বলিতে শুনিয়া يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ তখন সে বলিল, তিনি তো বলিয়া থাকেন যেন তিনি
কেবল এক যাবুদকে ডাকে অথচ, এখন তিনি দুইজনকে ডাকিতেছিলেন। তখন এই
আয়াত অবতীর্ণ হইল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।
ইবনে জরীর (র) উভয় বেওয়ায়েত দুইটি বর্ণনা করিয়াছেন।

سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قوله وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুশাইম (র)...ইবনে
আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কায় লুকাইয়া থাকিতেন
তখন এই আয়াত وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُتُمْ بِهَا অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে
আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাহার সাহাবীগণকে লইয়া সালাত
পড়িতেন তখন উচ্চস্বরে পড়িতেন। মুশরিকরা উহা শ্রবণ করিয়া কুরআনকে এবং যিনি
উহা অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তাহার প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে সকলকে গালি দিত।
তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার নবীকে বলিলেন لَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ আপনি উচ্চস্বরে
কিরাতে পড়িবেন না তাহা হইলে মুশরিকরা উহা শ্রবণ করিয়া কুরআনকে গালি দিবে।
وَلَا تَخَافُتُمْ بِهَا আর আপনি এত নিম্নস্বরেও পড়িবেন না যে আপনার সাহাবীগণও শ্রবণ
করিতে না পারে। وَأَبْتَعُ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا এবং মধ্য পথ অবলম্বন করুন। বুখারী ও
মুসলিম শরীফে আবু বিশর জা'ফর ইবনে আব্বাস হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত
হইয়াছে। যাহাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা
করিয়াছেন। অবশ্য তিনি কিছু অধিক বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)
যখন হিজরত করিয়া মদীনায়া গমন করিলেন তখন এই সমস্যা দূর হইল এখন তিনি
যেমন ইচ্ছা পড়িতে পারিতেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, দাউদ ইবনে হুসাইন (র) ইকরিমাহ হইতে
তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন
সালাতে উচ্চস্বরে কিরাতে পড়িতেন তখন মুশরিকরা দূরে সরিয়া যাইত এবং কুরআন
শ্রবণ করিতে অস্বীকার করিত। কেহ শ্রবণ করিতে চাইলে তাহাদের ভয়ে চুরি করিয়া
শ্রবণ করিত। কিন্তু যখন সে বুকিত মুশরিকরা জানিয়া ফেলিয়াছে তখন সে চলিয়া
যাইত। কিন্তু যদি তিনি নিম্নস্বরে কিরাতে পড়িতেন তবে তাহার সাহাবীগণ যাহারা
তাহার কিরাতে শ্রবণ করিতে অর্থাৎ তাহারা উহা শ্রবণ করিতে সক্ষম হইত না। তখন
আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُتُمْ بِهَا আপনি অতি
উচ্চস্বরেও পড়িবেন না। আর একেবারে এত নিম্নস্বরেও পড়িবেন না যেন তাহারা চুপি
চুপি চুরি করিয়া শ্রবণ করিতে এবং উহা দ্বারা উপকৃত হইতে ব্যর্থ হয়। وَأَبْتَعُ بَيْنَ
وَأَبْتَعُ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا এবং উভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করুন। হযরত ইকরিমাহ, হাসান
বসরী কার্তাদাহ (র)ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতটি সালাত
সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, ইয়াকূব (র)...মুহাম্মদ ইবনে মীরান হইতে বর্ণিত
তিনি বলেন, আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি যে হযরত আবু বকর (র) যখন সালাত
পড়িতেন তখন অতি চুপে সালাত পড়িতেন অপর পক্ষে হযরত ওমর (রা) যখন
পড়িতেন তখন তিনি উচ্চস্বরে পড়িতেন। হযরত আবু বকর (রা) কে জিজ্ঞাসা করা

দিতেন। وَالَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ۖ
এই আয়াতকে আয়াতুল ইজ্জ নামকরণ করিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে, যেই ঘরে এই আয়াত পাঠ করা হয় উহাতে না তো চুরি সংঘটিত হয় আর না অন্য কোন বিপদ আসে। وَاللَّهُ أَعْلَمُ ۖ

হাফিয আবু ইয়াল (র) বলেন, বিশর ইবনে সায়হান বিসরী (র)....হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি ও রাসূলুল্লাহ (সা) বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন তাঁহার হাত আমার হাতের মধ্যে কিংবা আমার হাত তাঁহার হাতের মধ্যে ছিল এই অবস্থায় তিনি এমন এক ব্যক্তির নিকট আগমন করিলেন যে ছিল অতি করুণাবস্থায়। তাহাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন তোমার এই অবস্থা কেন? লোকটি বলিল, রোগ ও কষ্ট এই দুইটি বস্তু আমাকে এই অবস্থায় পৌছাইয়াছে তখন, তিনি বলিলেন, তোমাকে কি কিছু এমন কালেমা শিক্ষা দিব না যাহা তোমার রোগ ও কষ্ট দূরীভূত করিয়া দিবে। সে বলিল, অবশ্যই বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ! বদর ও ওহোদ যুদ্ধে আপনার সহিত শরীক হওয়ায়ও আমার এত খুশী হইত না যত খুশী আমার ইহাতে হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) মৃদু হাসি দিয়া বলিলেন, তুমি বদর ও ওহোদে শরীক মহান ব্যক্তিদের সেই মর্য়দা পাইবে কোথা হইতে? তাহাদের মুকাবিলায় তুমি তো একজন শূন্য হস্ত ফকীর। রাবী বলেন তখন হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকেই উহা শিক্ষা দান করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তুমি বল,

تَرَكْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَكَمْ يَكُنْ لَهُ
شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَكَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبِيرَةٌ تَكْبِيرًا

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট আগমন করিলেন তখন আমার অবস্থা অনেক সুন্দর ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, হে আবু হুরায়রা। তোমার এই কি অবস্থা? আমি বলিলাম, যেই কালেমা আপনি আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি উহা সদা পাঠ করিয়াছিলাম। যাহার ফলে আমার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অবশ্য হাদীসটির সনদ দুর্বল এবং মতন মুনকার। وَاللَّهُ أَعْلَمُ ۖ

সূরা আন-কাহাফ

মকী ১১০ আয়াত, ১২ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময় পরম দয়ালু অল্লাহর নামে

সূরা কাহাফ-এর ফযীলত বিশেষত উহার শেষ দশ আয়াতের ফযীলতের বর্ণনা এবং এই সূরাটি যে দাজ্জালের ফিৎনা হইতে সংরক্ষণকারী উহার আলোচনাঃ

ইমাম আহমদ (র) মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর (র)....বারা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহাফ পাঠ করিতেছিল এবং তাহার বাড়িতে একটি পুথু তখন ছুটাইয়া গিয়াছিল। লোকটি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইল যে সামিয়ানার ন্যায় মেঘমালা তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর সে নবী করীম (সা)-এর নিকট উহার আলোচনা করিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তুমি পাঠ করিতে থাক উহা হইল সে-ই 'সকীনাহ' যাহা কুরআন পাঠকালে অবতীর্ণ হয়। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে শু'বা (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করিতেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত উসাইদ ইবনে হযাইব। যেমন সূরা বাক্বারার তাফসীরে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র)....হযরত আবু দারদা হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করিবে সে দাজ্জালের ফিৎনা হইতে রক্ষা পাইবে। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী ও তিরমিযী (র) কাতাদাহ (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযীর বর্ণনায় রহিয়াছে مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ ۖ يَكْفِيهِ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ এই ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম তিন আয়াত পাঠ করিবে....। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলিয়াছেন।

অপর সূত্রে ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাজ্জাজ (র)....আবু দারদা হইতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত পাঠ করিবে সে দাজ্জালের ফিৎনা হইতে রক্ষা পাইবে। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) ও বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) কাতাদাহ (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে তাহার বর্ণনা এই রূপ **مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ الْكِتَابِ** সেই ব্যক্তি কাহাফের দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে।

অপর হাদীস

ইমাম নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আলা...সাওবান (রা) হইতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন, **مَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ الْأَوَّلِيَّاتِ مِنْ سُورَةِ الْكَافِرَاتِ** সেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত পাঠ করিবে উহা তাহাকে দজ্জালের ফিতনা হইতে রক্ষা করিবে। সালেম (র) সম্ভবতঃ সাওবান ও কাভাদাহ (র) উভয় হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসাইন (র)...মু'আয ইবনে আনাস জুহানী হইতে বর্ণিত যে রানুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথমংশ ও শেষাংশ পাঠ করিবে উহা তাহার পক্ষে মাথা হইতে পাও পর্যন্ত নূর হইবে আর যেই ব্যক্তি পূর্ণ পাঠ করিবে সে যমীন হইতে আসমান পর্যন্ত নূর লাভ করিবে। হাদীসটি কেবল ইমাম আহমদ (র) রেওয়ায়েত করিয়াছেন। হাফিয আবু বকর ইবনে মারদুয়াইহ (র) তাহার তাকসীরে একটি গরীব সনদে...ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করিবে তাহার পায়ের নীচ হইতে আসমান পর্যন্ত নূর বুলন্দ হইবে এবং কিয়ামত দিবসে তাহার জন্য উজ্জ্বল হইবে আর দুই জুম'আর মাঝের তাহার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। হাদীসটি মারফু হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত নহে। ইহাকে মওকুফ বলাই অধিক উত্তম।

ইমাম সায়ীদ ইবনে মনসুর (রা) তাহার সুনান গ্রন্থে...হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেই ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করিবে, তাহার নিকট হইতে বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত নূর উজ্জ্বল হইবে। ইমাম সাওরী (র) আবু হাশেম (র) হইতে অত্র সূত্রে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা)-এর এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক গ্রন্থে আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে মুআম্মাল (র)... হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করিবে তাহার জন্য দুই জুম'আ পর্যন্ত নূর উজ্জ্বল করা হইবে। অতঃপর হাকিম (র) বলেন হাদীসের সনদটি বিশ্বুদ্ধ। তবে ইমাম মুসলিম ও বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। আবু বকর বায়হাকী (র) হাকিম (র) হইতে তাহার সুনাম গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বায়হাকী (র) বলেন ইয়াহুইয়া ইবনে কাছীর তাবার (র)-এর সূত্রে আবু হাশেম হইতে তাহার সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফটি যেমন অবতীর্ণ হইয়াছে তেমন পাঠ করিবে, কিয়ামত দিবসে উহা তাহার জন্য নূর হইবে।

হাফিয জিরা মাকদেহী (র) তাহার সুখতার 'গ্রন্থে' আব্দুল্লাহ ইবনে মুস'আল (র)... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যেই ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করিবে সে আট দিন পর্যন্ত সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। যদি দজ্জালের অধিভূত হয় তবে তাহার বিপদ হইতেও সে রক্ষা পাইবে।

(১) **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا**

(২) **قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ**

يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

(৩) **مَا كَثُرْتُ فِيهِ آيَاتٌ**

(৪) **وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَكْدًا**

(৫) **مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ**

أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

১. প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাহার বান্দার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং উহাতে তিনি বক্ততা রাখেন নাই;

২. ইহাকে করিয়াছেন সু-প্রতিষ্ঠিত তাহার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিবার জন্য এবং মু'মিনগণ যাহারা সৎকর্ম করে, তাহাদিগকে এই সু-সংবাদ দিবার জন্য যে, তাহাদিগের জন্য আছে উত্তম পুরস্কার।

৩. যাহাতে তাহারা হইবে চিরস্থায়ী,

৪. এবং সতর্ক করিবার জন্য উহাদিগকে যাহারা বলে যে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন,

৫. এই বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই এবং উহাদিগের পিতৃ-পুরুষদিগেরও ছিল না। উহাদিগের মুখ-নিঃসৃত বাক্য কী সাংঘাতিক! উহারা তো কেবল মিথ্যাই বলে।

তাকসীর : পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আব্দুল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বিষয়ের প্রায়শ্চ ও সমাপ্তিতে স্বীয় সন্তান প্রশংসা করেন। তিনি সর্বস্বায় প্রশংসিত। শুরুতে ও শেষে তাহার জন্য যাবতীয় প্রশংসা। এই কারণে তিনি তাহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি তাহার মহান কিতাব অবতীর্ণ করিবার জন্য স্বীয় সন্তান প্রশংসা করিয়াছেন। কারণ এই পৃথিবীর অধিবাসীদের উপর যত নিয়ামত অবতীর্ণ করিয়াছেন উহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত হইল এই আন-কিতাব। এই কিতাব-ই তাহাদিগকে যাবতীয় অন্ধকার হইতে আলোর দিকে টানিয়া আসিয়াছে। এই কিতাবকে

তিনি সরল সঠিক করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন ইহাতে কোন প্রকার বক্তৃতা নাই। স্পষ্ট সরল সহজ পথের দিক দর্শন করে। কাফিরদিগকে ভীতি প্রদর্শন করে এবং মুমিনদিগকে সুসংবাদ দান করে। এই কারণে ইরশাদ করিয়াছেন **نَيْبًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا** সরল সঠিক করিয়া নাযিল করিয়াছেন যেন দুনিয়া ও আখিরাতের ভীষণ বিপদ হইতে সেই সকল লোককে ভীতি প্রদর্শন করিতে পারে যাহারা উহার বিরোধিতা করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। **مِنْ لُدُنُهُ** বিপদ ও শাস্তি হইল সেই আল্লাহর পক্ষ হইতে যিনি এত ভীষণ শাস্তি প্রদান করিবেন যাহা অন্য কেহ দিতে পারে না। আর তাহার ন্যায় বক্তা ও কেহ দিতে পারে না। **وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ** যাহারা সৎকর্ম করিয়া তাহাদের ঈমানের সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছে তাহাদিগকে এই কুরআন ধারা এই সুসংবাদ দান করিবেন। **أَنْ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا** যে তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম বিনিময়। **مَا كُتِبَ فِيهِ آيَاتٌ** আল্লাহর সেই প্রতিদান অর্থাৎ বেহেশতে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবেন। তাহারা আল্লাহর এই প্রতিদান হইতে কোন দিন বিচ্ছিন্ন হইবে না।

যাহারা এই কথা বলে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন কর। ইবনে ইনহাক (র) বলেন, তাহারা হইল আরবের মুশরিক যাহারা বলে, আমরা ফিরিশতাদের পূজা করি তাহারা আল্লাহর কন্যা। **وَاللَّاتُ وَاللَّيْلُ** তাহারা এই যে কথাটি রচনা করিয়াছে এই সম্পর্কে তাহাদের কোন সঠিক জ্ঞান নাই। আর তাহাদের পূর্ব পুরুষদেরও কোন সঠিক জ্ঞান নাই। **كَلِمَةً** শব্দটি তামিয **كَلِمَةً** হইয়া **مَنْصُوبٌ** (মানসূব) হইয়াছে। ইরারত এইরূপ ছিল **كَلِمَةً** কেহ কেহ বলেন ইহা **تَعْجِبُ** ও বিস্ময়সূচক একটি বাক্য আসলে এইরূপ ছিল **أَعْظَمُ** যেমন বলা হইয়া থাকে **أَكْرَمُ بَزِيْرِ رَجُلًا** কোন কোন বিসরী উলামা এই মত পোষণ করেন। **كَلِمَةً** অর্থ, তাহাদের কথা রড়ই গুরুতর যেমন বলা হইয়া থাকে **أَعْظَمُ قَوْلِكَ** তোমাদের কথা রড়ই গুরুতর তোমার অবস্থা রড়ই গুরুতর। **كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ** অর্থাৎ তাহাদের মুখ হইতে এই গুরুতর কথা কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই বাহির হয়। তাহারা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাই বলিয়া থাকে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে **الْأَكْثَرُ** তাহারা তো কেবল মিথ্যা কথা-ই বলিয়া থাকে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) অত্র সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন, মিসরের একজন শায়েখ যিনি চল্লিশ বৎসরের অধিককাল আমাদের নিকট আগমন করিয়াছেন, তিনি ইকারিমাহ (র) সূত্রে হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন একবার কুরাইশরা নযর ইবনে হারিস ও উক্বাহ ইবনে আবু মুআইতকে

মদীনার ইয়াহুদী আলেমদের নিকট এই বলিয়া প্রেরণ করিল, যে, তোমরা তাহাদের নিকট মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচয় দান করিয়া তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তাহার সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত কি? তাহারা আশ্চর্যে কিতাব। আশিয়া কিরামদের যে জ্ঞান তাহাদের আছে তাহা আমাদের নাই। অতঃপর তাহারা দুইজন মদীনার আগমন করিল এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) এর পরিচয় দান করিয়া ইয়াহুদী আলিমদের নিকট তাহার সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত জানিতে চাহিল। ইয়াহুদী আলিমদিগকে সম্বন্ধ করিয়া তাহারা বলিল আপনারা তাওরাত গ্রন্থের অধিকারী, আপনারদের নিকট আমরা আমাদের এই লোকটি সম্পর্কে জানিতে আসিয়াছি। রাবী বলেন, ইয়াহুদী আলিমরা তাহাদিগকে বলিল, তোমরা তাঁহাকে তিনটি প্রশ্ন করিবে, যদি তিনি উহার জবাব দান করিতে পারেন তবে বুঝিবে যে তিনি সত্যই নবী। আর জবাব দান করিতে ব্যর্থ হইলে তাহাকে একজন মিথ্যাবাদী মনে করিবে। অতঃপর তোমরা তাহার সম্পর্কে ছেই নিদ্রান্ত ইচ্ছা, গ্রহণ করিবে। ১. তোমরা তাহার নিকট প্রাচীনকালের সেই যুবকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে যাহারা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহাদের ঘটনা রড়ই বিস্ময়কর ২. তাহার নিকট সেই মহান পর্যটক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে যিনি মাশরিক-মাগরিব ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ৩. রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিবে উহার হাকীকত কি? যদি তিনি এই তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানে সক্ষম হন তবে, অবশ্যই নবী। অতএব তোমরা তাহার অনুসরণ কর আর যদি ইহার জবাব দানে ব্যর্থ হয় তবে সে মিথ্যাবাদী। অতএব তোমরা তাহার সম্পর্কে যাহা ইচ্ছা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পার। অতঃপর নযর ও উক্বাহ কুরাইশদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, হে কুরাইশ গোষ্ঠী! আমরা তোমাদের ও মুহাম্মদ (সা)-এর মাঝে বিরোধ মিমাংসার ব্যবস্থা লইয়া আসিয়াছি। ইয়াহুদী আলিমগণ তাহার নিকট কয়েকটি প্রশ্ন করিতে বলিয়াছেন এবং মুহাম্মদ (সা) উহার কি জবাব দান করে উহাও তাহাদিগকে জানাইতে বলিয়াছে। অতঃপর তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট গিয়া প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, আমি আশামীকল্য তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দান করিব। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলিতে ভুলিয়া গেলেন, ফলে পনের দিন অতীত হইবার পরও তাহার নিকট কোন অহী অবতীর্ণ হইল না আর হযরত জিবরীল (আ)ও আসিলেন না। এমন কি মক্কাবাসীরা তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল, আরে দেখ, মুহাম্মদ (সা) আমাদের নিকট এক দিনের ওয়াদা করিয়াছে। আজ পনের দিন অতীত হইয়া গেল অথচ সে আমাদের প্রশ্নের কোনই উত্তর দিল না। নবী করীম (সা) অত্যধিক চিন্তিত ও বিচলিত হইলেন। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) সূরা কাহাফ লইয়া আগমন করিলেন। ইহার মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা)-কে ইনশাআল্লাহ না বলার কারণে ধমক দেওয়া হইয়াছে। যেই সকল যুবকরা দেশ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছিল তাহাদের ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে, পর্যটকের ঘটনা

উল্লেখ করা হইয়াছে এবং রূহ সম্পর্কে তাহাদের যে প্রশ্ন ছিল উহারও উত্তর দান করা হইয়াছে।

(৬) فَكَذَّبَكَ بِآخِمْ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ
أَسْفًا ۝

(৭) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا ۝

(৮) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝

৬. উহারা এই বাণী বিশ্বাস না করিলে সম্ভবতঃ উহাদিগের পিছনে যুরিয়া ভূমি দুঃখে আশ্র-বিনাশী হইয়া পড়িবে।

৭. পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেইগুলিতে শোভা করিয়াছি, মানুষকে এই পরীক্ষা করিবার জন্য যে উহাদিগের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।

৮. উহার উপর যাহা কিছু আছে তাহা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করিব।

তাকসীরঃ যোহেতু মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনিত্ত বিনয়ের প্রতি ঈমান আনিতেছিল না এবং তাহারা ক্রমাগত দূরে সরিয়া যাইতেছিল এই কারণে তিনি বড়ই অনুতাপ ও অনুশোচনা করিতেছিলেন, অতএব উপরোক্ত অংগাভঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছে فَلَا تَذْمُنُ يَا آلِهَةَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ قَدَّمَ قَوْلَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ তাহাদের উপর দুঃখ করিয়া যেন আপনি স্বীয় সন্তাকে নিপাত না করিয়া দেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِّرُ بَعَدَهُمْ إِنَّ أَثَارَهُمْ إِنَّمَا يَكُونُ خَبْرًا ۚ وَسَيَكُونُ كَالسَّمُومِ ۚ إِنَّمَا يَأْكُلُ النَّاسُ مِنْهَا طَبَقًا يَوْمَئِذٍ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ তাহারা যে ঈমান আনিতেছে না এই কারণে সম্ভবতঃ আপনি আপনার সন্তাকে নিপাত করিয়া দিবেন। এখানেও আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন فَكَذَّبَكَ بِآخِمْ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে সম্ভবতঃ আপনি তাহাদের পশ্চাতে স্বীয় সন্তাকে নিপাত করিয়া দিবেন। অর্থাৎ তাহাদের প্রতি অনুতাপ করিয়া আপনি নিজেকে নিপাত করিবেন না। কাতাদাহ (র) ইহার তাকসীর করিয়াছেন, তাহাদের উপর ভিত্তি ও গোন্সা করিয়া নিজেকে ধ্বংস করিবেন না। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহাদের উপর বিচলিত হইয়া আপনার সন্তাকে ধ্বংস করিবেন না। উভয় তাকসীরের মর্ম কাছাকাছি। সারকথা

হইল, আপনার উপর তাবসীপ ও রিসালাতের যে দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে আপনি উহা পালন করিয়া যান। যেই ব্যক্তি হেদায়েত গ্রহণ করিবে সে তাহার নিজেরই উপকার করিবে আর সে উহা গ্রহণ করিবে না সে নিজেরই ক্ষতি ইহাতে আপনার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অতএব আপনি অনর্থক চিন্তা করিয়া নিজের ক্ষতি করিবেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে, তিনি এই পৃথিবীকে কণস্থায়ী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহাকে শোভনীয় করিয়াছেন কিন্তু ইহার শোভাও স্থায়ী নহে। এই পৃথিবী কেবল পরীক্ষার স্থান ইহা চিরকালের স্থান নহে। ইরশাদ হইয়াছে إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا এই পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে উহাকে আমি পৃথিবীর জন্য শোভা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি যেন উহাদের মধ্যে কে উত্তম আমল করে উহা আমি যাচাই করিতে পারি।

কাতাদাহ (র) আবু নয়রাহ (র) হইতে তিনি আবু সাঈদ (রা) হইতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, পৃথিবী হইল সৃষ্টি সবুজ এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে ইহার উপর আবাদ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি দেখিবেন তোমরা কেমন আমল কর। অতঃপর তোমরা দুনিয়া ও নারী হইতে সতর্ক থাকিবে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম যেই ফিৎনা আশ্রয়কাম করিয়াছিল উহা নারীদের সম্পর্কেই ছিল। অতঃপর দুনিয়া যে ধ্বংস হইয়া যাইবে, ইহা চিরস্থায়ী নহে এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا অর্থাৎ আমি এই সুসজ্জিত পৃথিবীকে ধ্বংস করিয়া দিব এবং যাহা কিছু উহার উপর রহিয়াছে উহা বিলুপ্ত করিয়া দিব এবং এই যমীনকে সম্পূর্ণরূপে গাছ-পালা শূন্য সমতল ভূমিতে পরিণত করিব। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস হইতে এই তাকসীর বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন, جُرُزًا অর্থ, শূন্য যমীন। কাতাদাহ (র) বলেন, صَعِيدًا বলা হয় এমন যমীনকে যেখানে কোন গাছপালা থাকে না। ইবনে সায়েদ (র) বলেন صَعِيدًا এমন যমীনকে বলা হয় সেখানে কোন কিছুই থাকে না। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছেঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زُرْعًا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنفُسُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفْلَأَبْصِرُونَ

তাহারা কি দেখে না যে, আমি অনাবাদ শূন্য যমীনের দিকে পানি লইয়া যাই অতঃপর উহা হইতে ফসল উৎপাদন করি যাহাদের পশু এবং তাহারা নিজেরাও খায়। তাহারা কি কিছুই দেখে না? মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا এর তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন, যমীনের উপর যাহা কিছু রহিয়াছে তাহা ধ্বংস ও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং সকলেই আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।

অন্তএব নুশরিক ও কাফিরদের পক্ষ হইতে যে অবাস্তিত কথা আপনি শ্রবণ করিতেছেন এবং যে অবাস্তিত কাজ আপনি দেখিতেছেন উহার কারণে আপনি কোন বৃথা করিবেন না আর কোন অনুতাপও করিবেন না।

(৯) أَمْرٌ حَسِبْتُمْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝

(১০) إِذْ أَوْىءَ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحِمَةٌ

وَهِيَئَاتِنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

(১১) فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝

(১২) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْطَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝

৯. তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর?

১০. যখন যুবকরা গুহার আশ্রয় লইল তখন তাহারা বলিয়াছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ হইতে আমাদের জন্য দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।

১১. অতঃপর আমি উহাদিগকে গুহায় কয়েক বৎসর মূর্ত্ত অবস্থায় রাখিলাম।

১২. পরে আমি উহাদিগকে জাগরিত করিলাম জানিবার জন্য যে, দুইদলের মধ্যে কোনটি উহাদিগের অবস্থিতি কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারে।

ভাফসীর : আল্লাহ তা'আলা প্রথম 'আসহাবে কাহাফ'-এর ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিবার পর উহাদের বিস্তারিত বর্ণনা দান করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে **أَمْرٌ حَسِبْتُمْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا** হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি কি ধারণা করিয়াছেন যে, গুহা ও গর্তবাসীদের ঘটনা আমাদের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ছিল? অর্থাৎ আমার কুদরত ও ক্ষমতায় ইহাতে অশ্চর্য ও বিস্ময়ের কিছুই নাই। আসমানসমূহ ও যমীনের সৃজন দিবা রাতের পরিবর্তন চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্র সমূহকে সেবা দানকরণ ইত্যাদি আল্লাহর কুদরতের বিরূপ বিরাট নিদর্শন এবং তিনি যাহা ইচ্ছা উহা করিতে সক্ষম। কোন কিছুই আজ্ঞা দিতে তিনি অক্ষম নহেন। আসহাবে কাহাফ এর ঘটনা আল্লাহ তা'আলার উল্লেখিত নিদর্শনসমূহ অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর নহে। ইবনে জুরাইজ (র) হযরত মুজাহিদ (র) হইতে **أَمْرٌ حَسِبْتُمْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا** -এর অনুরূপ ভাফসীর বর্ণনা

করিয়াছেন। তিনি ইহার ভাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, 'আসহাবে কাহাফ'-এর ঘটনা অপেক্ষা আরো অধিক বিস্ময়কর আমার নিদর্শন রহিয়াছে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অত্র আয়াতের যে ভাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইল, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনাকে ইলম, ও কিতাব দান করা হইয়াছে উহা আসহাবে কাহাফ ও গর্তবাসীদের ঘটনা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, আমার বান্দাদের উপর যেই সকল দলীল-প্রমাণ সমূহ প্রকাশ করিয়াছি উহা আসহাবে কাহাফ-এর ঘটনা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর। **الْكَيْفِ** অর্থ পাহাড়ের গুহা এই পাহাড়ের গুহায় যুবকরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। **الرَّقِيمِ** কি, এই সম্পর্কে আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ইহা হইল 'আয়লাহ'-এর নিকটবর্তী একটি উপত্যকা। অতীয়াহ ও কাভাদাহ (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ্যাক (র) বলেন **الْكُفُوفِ** বলা হয় উপত্যকার গুহাকে এবং **الرَّقِيمِ** হইল একটি উপত্যকার নাম। মুজাহিদ (র) বলেন **الرَّقِيمِ** হইল উপত্যকার একটি অট্টালিকার নাম। কেহ কেহ বলেন, ইহা হইল সেই উপত্যকা যেখানে যুবকদের গুহা বিদ্যমান ছিল।

আব্দুর রায়যাক (র) বলেন, সাওরী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে **الرَّقِيمِ** প্রসঙ্গে বলেন, ইহা হইল একটি গ্রাম। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন রাকীম হইল সেই পাহাড় যেখানে যুবকদের গুহা ছিল। ইবনে ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু নজীহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন সেই পাহাড়ের নাম হইল 'বাকলুস'। ইবনে জুরাইজ (রা) বলেন, গু'আইব জকাফী বলেন, যে পাহাড়ে গুহাটি অবস্থিত ছিল উহার নাম হইল 'বাকলুস' এবং গুহাটির নাম 'হাম্বাম' আর তাহাদের কুকুরটির নাম হইল 'হমরান'। আব্দুর রায়যাক (র) বলেন, ইসরাঈল....(র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কুরআনের জ্ঞান লাভ করিয়াছি কিন্তু **حَتَّىٰ أَتَىٰ - الرَّقِيمِ** শব্দগুলির অর্থ আমার জানা নাই। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আমরা ইবনে দীনার (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, **مَا أَدْرِي مَا الرَّقِيمِ** রাকীম কি উহা আমার জানা নাই। ইহা কি কোন কিতাব না কোন অট্টালিকা?

আলী ইবনে আবু তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাকীম হইল কিতাব। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, রাকীম হইল, পাথরের একটি তক্তা, যাহাতে আসহাবে কাহাফের ঘটনা লিখিয়া উহার দরজায় লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

আব্দুর রহমান ইবনে যামেদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, রাকীম হইল লিখিত কিতাব। অতঃপর তিনি ইহার সমর্থনে পড়িলেন **كِتَابٌ مَّرْقُومٌ** আয়াত দ্বারা ইহা

প্রকাশ। ইবনে জরীর (২)-ও এই খাখ্যা গহন করিয়াছেন। তিনি বলেন, رَبِّمُ শব্দটি
 প্রকৃষ্ট হইতে মَرْفُوع এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যেমন مَقْتُولٌ শব্দটি قَتِيلٌ এর অর্থে
 ব্যবহৃত হইয়াছে جَرِيحٌ অর্থ مَجْرُوحٌ

قوله اذ اوى الفئيلة الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهبنا لنا
 اذ اوى الفئيلة الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهبنا لنا
 অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সেই সকল যুবকদের সংবাদ
 দান করিয়াছেন যাহারা পীর দীন রক্ষার্থে তাহাদের কণ্ঠ হইতে পলায়ন করিয়াছিল
 এবং এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই ভাবে তাহারা দুকইয়া
 তাহাদের কণ্ঠের নির্গমন হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা যখন উক্ত
 গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তখন আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া
 বলিয়াছিল رَبَّنَا اتنا من لدنك رحمة हे আহাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার
 নিকট হইতে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আমাদের কণ্ঠ হইতে আমাদিগকে
 দুকইয়া রক্ষুন। وَهَبْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا এবং আমাদের জন্য আমাদের এই
 কাজের পরিণাম ভাল করুন। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত وَمَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ
 وَوَقَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ وَوَقَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ وَوَقَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ
 অর্থাৎ আমাদের জন্য আপনি যেই সিদ্ধান্তই স্থির করিবেন
 উহার পরিণাম আমাদের জন্য ভাল করুন। মুসনাদ গায়ে বুসর বিন আরতাত (৪)
 রাবু'ন-রাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি এই দু'আ করিতেন,

اللَّهُمَّ احْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خَيْرِ النَّاسِ وَعَذَابِ الْأَجْرَةِ

हे आल्लाह! সকল কাজেই আমাদের পরিণাম শুভ এবং দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও
 আখিরাতের আঘাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

قوله فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أُنُوبِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدًّا
 করিল তখন আমি তাহাদের উপর নিদ্রা ঢাঙ্গিয়া দিলাম। ফলে তাহারা বহু বৎসরকাল
 নিদ্রিত থাকিল। ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ
 জাগ্রত করিলাম এবং তাহাদের একজন কিছু দিব্যদান পাইয়া খাবার জয় করিবার জন্য
 বাহির হইল। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসিতেছে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে
 ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ
 অতঃপর আমি তাহাদিগকে জাগ্রত
 করিলাম যে আমি ইহা প্রকাশ্যভাবে জানিতে পারি যে, তাহাদের সন্মুখে দুইটি বিরোধী
 দলের মধ্যে কোন দলটি তাহাদের অবস্থানকালের সংখ্যা অধিক সংরক্ষণকারী। أَمْ
 শব্দটির অর্থ সংখ্যা। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ غَايَةٌ অর্থাৎ শেষ প্রান্তর। যেমন
 কবির কবিতায় এই অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। سَبَقَ الْجَوَادُ إِذْ اسْتَوْلَىٰ عَلَى الْأَمْرِ
 এর মতো أَمْ শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১৩) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهَهُم بِالْحَقِّ ۖ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ
 وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝

(১৪) وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ۝

(১৫) هُوَ الَّذِي قَوْمَنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا ۖ لَوْلَا يُأْتُونَ عَلَيْهِمْ
 بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

(১৬) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ
 لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۝

১৩. আমি তোমার নিকট উহাদিগের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করিতেছি।
 উহারা ছিল কয়েকজন যুবক, উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের প্রতি ইমান
 আনিয়াছিল এবং আমি উহাদিগের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলাম।

১৪. এবং আমি উহাদিগের চিত্তদৃঢ় করিয়া দিলুম; উহারা যখন উঠিয়া
 দাঁড়াইল তখন বলিল, আমাদের প্রতিপালক আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর
 প্রতিপালক; আমরা কখনই তাঁহার পরিবর্তে অন্য কোন ইলাহকে আহ্বান করিব
 না; যদি করিয়া বসি, তবে উহা অতিশয় গর্হিত হইবে;

১৫. আমাদিগেরই এই স্বজাতিগণ, তাহার পরিবর্তে অনেক ইলাহ গ্রহণ
 করিয়াছে।, ইহারা এই সমস্ত ইলাহ সন্মুখে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে
 আল্লাহ সন্মুখে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তাহা অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে?

১৬. তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হইলে উহাদিগ হইতে ও উহারা আল্লাহর পরিবর্তে
 যাহাদিগের ইবাদত করে তাহাদিগ হইতে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর।
 তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের জন্য তাঁহার দয়া বিস্তার করিবেন এবং তিনি
 তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের কাজ-কর্মকে ফলপ্রসূ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

তায়সীর : এখান হইতে আল্লাহ তা'আলা প্রাচীন যুগের সেই যুবকদের ঘটনা বর্ণনা
 করিতে শুরু করিয়াছেন যাহারা তাহাদের কণ্ঠের ভয়ে দেশ ত্যাগ করিয়া গুহায় আশ্রয়

গ্রহণ করিয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাহারা কিছু যুবক ছিল যাহারা সত্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা যুদ্ধ ছিল তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই। তাহারা অহংকার করিয়াছে এবং নাসিহা ধর্মের প্রতি দৃঢ় ছিল। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল লোকও তাহাদের বাস্তব ধর্মের প্রতি দৃঢ় ছিল। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশ ছিল যুবক শ্রেণী। 'আনহাবে কাহাফ' সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়াছেন যে তাহারা যুবক ছিল। মুজাহিদ (র) বলেন, এই যুবকদের কানে খানখানা ছিল। আল্লাহ তাহাদের অন্তরে সত্যের বাস্তব প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। অতঃপর তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিলে; তাহারা একত্ববাদকে স্বীকার করিল। এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই এই ঘোষণা করিল।

وَزِدْنَاهُمْ هُدًى আর আমি তাহাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করিয়া দিলাম এই আয়ত এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াত দ্বারা বহু অঙ্গশায়ে কিরাম যেমন ইমান বুখারী (র) ও অন্যান্য ইমামগণ ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাসও পায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَزِدْنَاهُمْ هُدًى এবং তাহাদের হেদায়েতকে আমি বৃদ্ধি করিয়া দিলাম।

وَالَّذِينَ آمَنُوا زَكَوٰتًا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَنفُسُهُمْ تَقِيٰهُمُ বাহারা হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়াছে আল্লাহ তাহাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে ভাকওয়া দান করেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَزَدْنَا لَهُمْ إِيْمَانًا আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে অতঃপর আল্লাহ তাহাদের ঈমানকে অধিক বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে لِيَزِدَادَ إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ যেন তাহাদের ঈমানের সহিত অধিক ঈমান বৃদ্ধি পায়। এমন আরো অনেক আয়াত আছে যাহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায়। বর্ণিত আছে যে এই সকল যুবকরা হযরত ইসা (আ) এর ধর্মাবলম্বী ছিল। وَاللَّهُ أَعْلَمُ কিন্তু নাসারা ধর্মের পূর্বেই যে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল ইহাই অধিক প্রকাশ্য কারণ, তাহারা যদি নাসারা ধর্মাবলম্বী হইত তবে ইয়াহুদী আলিমগণ না ভো তাহাদের ঘটনা এত আগ্রহের সহিত জানিত আর না অন্যকে জানিবার জন্য বলিত। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে কুরাইশরা দুইজন লোককে মদীনার ইয়াহুদী আলিমদের নিকট এমন কিছু বিষয় জানিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিল যাহার সাহায্যে তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পরীক্ষা করিবার মনস্থ করিয়াছিল। অতঃপর তাহারা যুবকদের ঘটনা, বুলকারনাইনের ঘটনা এবং রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার জন্য বলিয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত যে, এই সকল বিষয় ইয়াহুদীদের কিতাবে বিদ্যমান ছিল। যাহা নাসারা ধর্মের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ইরশাদ قوله رَبَّنَا عَلَيَّ قُرْبُوبِهِمْ أَذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ করেন, আমি তাহাদিগকে তাহাদের কণ্ডম ও জাতির বিরোধিতা করিবার পর ধৈর্য

ধারণ করিবার তাৎক্ষণিক দান করিয়াছিলাম এবং স্বদেশে তাহারা যে সুখ শান্তির জীবন যাপন করিয়াছিল উহা পরিত্যাগ করিয়া দেশত্যাগ করিবার ধৈর্যও দান করিয়াছিলাম। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু তাকসীরকার এই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, সেই সকল যুবক রামের রাজবংশীয় ছিল। একবার ঈদ উদযাপনের জন্য তাহাদের কণ্ডমের সহিত তাহারা বাহিরে গেল। তখন তাহাদের এই প্রথা ছিল যে, তাহারা বৎসরে একবার ঈদ উদযাপনের জন্য সকলে একত্রিত হইত মূর্তি ও তাণ্ডের পূজা করিত এবং তাহাদের নামে পণ্ড জবাই করিত। তাহাদের একজন যালিম বাদশাহ ছিল। তাহার নাম ছিল 'দাকিয়ানুস' মানুষকে সে এই কাজের জন্য হুকুম করিত ও উৎসাহিত করিত। যখন ঈদ উদযাপনের জন্য লোকজন একত্রিত হইতে লাগিল তখন ঐ সকল যুবকও তাহাদের কণ্ডমের সহিত বাহির হইল এবং তাহাদের কণ্ডম যে মূর্তি পূজা করিল ও মূর্তির নামে পণ্ড জবাই করিল উহা তাহারা খুব নাস্ত্য করিয়াই প্রত্যক্ষ করিল এবং মনে মনে তাহারা বুঝিল যে, যেই সকল কাজ তাহাদের কণ্ডম করিতেছে ইহা কেবল আল্লাহর জন্যই সাজে আল্লাহর বাস্তব অন্য কাহারও জন্য ইহা উচিত নহে যিনি আসমান ফরীদ সৃষ্টি করিয়াছেন।

অতঃপর ঐ যুবকদের প্রত্যেকেই তাহার কণ্ডম হইতে পৃথক হইয়া গেল এবং এক একজন করিয়া একটি গাছের নীচে বসিয়া গেল কিন্তু তখন পর্যন্ত তাহাদের একজন অপরাধকে চিনিত না। ঈমানের যে নূর তাহাদের অন্তরে প্রজ্বলিত হইয়াছিল উহাই তাহাদিগকে একত্রিত করিয়াছিল; যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, ইমাম বুখারী (র) ইয়াহুইয়া ইবনে সায়ীদ (র) তালীকরূপে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, أَلرَّوَاهُ جَنُودٌ بِجُنْدَةٍ فَمَا تَعَارَفُ مِنْهَا যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, رُحْمٌ سَمُوحٌ একটি সংঘবদ্ধ লোকের— আলমে আরওয়াহে তাহাদের সহিত পারস্পরিক পরিচিতি ছিল। দুনিয়ায়ও তাহাদের সহিত পারস্পরিক মিলন ঘটে ও আন্তরিকতার সৃষ্টি হয়। এবং সেখানে তাহারা অপরিচিত ছিল তাহাদের মধ্যে বিরোধ ঘটে। ইমাম মুসলিম (র) তাহার সহীহ গ্রন্থে 'সুহাইল' এর সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আরবের লোকেরা বলিয়া থাকে الْجُنُسِيَّةُ عِلَّةُ الصُّبْحِ অর্থাৎ জাতীয়তা মিলনের কারণ।

সারকথা হইল, যুবকদের প্রত্যেকেই ভয়ে তাহার সাথী হইতে স্বীয় মনভাব গোপন করিয়া রাখিল। কারণ তাহাদের কেহ কাহাকে জানিত না যে, সে ও তাহার যতই একজন অবশেষে তাহাদের একজন বলিল, হে ভাই সকল! তোমাদিগকে তোমাদের জাতি হইতে বিশেষ কোন কারণে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। অতএব প্রত্যেকেই যেন তাহার কারণটি প্রকাশ করে। তখন একজন বলিল, আল্লাহর কসম আমি আমার কণ্ডম ও জাতিতে যেই কর্মকাণ্ডে লিপ্ত দেখিয়াছি উহাকে আমি বাস্তব ও অন্যায় মনে করি। কাছীর-৫২

কেবল যাত্রা সেই মহান আল্লাহের ইবাদত বন্দেগী করা উচিত তিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার সাহিত অন্য কাছাকেও শরীক করা উচিত নহে। অন্য আর একজন বসিল, আল্লাহর কণম অর্পিত এই বেই কয়েদে আমার কণম হইতে পৃথক হইয়া আসিয়াছি। এই ভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কণম হইতে পৃথক হইয়া এখানে একত্রিত হইবার একই কারণ প্রকাশ করিল। অতএব তাহার ভাই বন্ধুতে পরিণত হইল এবং আল্লাহর ইবাদত করিবার জন্য একটি ইবাদতগাহ তৈয়ার করিল। কিন্তু তাহাদের কণম তাহাদের এই মন-মানসিকতা সম্পর্কে সংগত হইয়া বাদশাহের নিকট তাহাদের অবস্থা জানাইল। বাদশাহ তাহাদিগকে দরবারে ভক্তিয়া জিজ্ঞাসাশ্রবণ করিলে তাহারা সত্য সত্যই সন্তোষিত বসিল এবং দৃষ্টিতে তাহাকেও তাওহীদের দাওয়াত দিল। আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেনঃ

وَيُطَاعُ عَلَي قُلُوبِهِمْ اِنْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَسْتَعِينُكَ رَبُّنَا
رَبُّ السَّمَاوَاتِ

আর তাহারা যখন উঠিয়া গেল তখন আমি তাহাদের অন্তরকে সুদৃঢ় করিয়া নিলাম। অতঃপর তাহারা বলিল আমাদের প্রতিপালক আসমান যমীনের প্রতিপালক তাহাদের হৃদয় কখনও আমরা অন্যকে ডাকিব না। وَفِي ذٰلِكَ اٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ যদি আমরা আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্যকে ডাকি তবে ইহা হইবে মহা-অপরাধ ও আল্লাহর প্রতি মহা-অপবাদ। رَبُّنَا الَّذِي اَخْرَجَنَا مِنْ اَرْضِنَا لَوْلَا اِيَّتِي لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِالْبُرْهَانِ তাহারা বাদশাহকে বলিল, আমাদের এই জাতি আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্যায় উপাসা স্থির করিয়াছে। তাহারা তাহাদের সত্যতার উপর কোন স্পষ্ট দলীল পেশ করেন না।

অতএব সেই ব্যক্তি আল্লাহ উপর মিথ্যা অপবাদ করে তাহার চাইতে অধিক যালিন আর কে? অর্থাৎ তাহারা তাহাদের বক্তব্যে মিথ্যাবাদী? বর্ণিত আছে যখন তাহারা বাদশাহকে তাওহীদের দাওয়াত দিল তখন বাদশাহ তাহাদের দাওয়াত অস্বীকার করিল এবং তাহাদিগকে কঠোর ধমক দিল। আর তাহাদের গোপন খুলিয়া জনসম্মুখে উপস্থিত করিবার হুকুম করিল। যেন তাহারা তাহাদের এই নতুন ধর্ম হইতে বিরত থাকে। ইহা ছিল তাহাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে অনুগ্রহ। এই নতুন ধর্মের উপর তাহাদের অন্তর মনবৃত হইল এবং এই সময় তাহারা পলায়ন করিবার দৃঢ় মনস্থ করিল। বিপদ ও কিংবদন্তির সময় স্বীয় দীনকে রক্ষার্থে এইরূপ পলায়ন করা শরীরতে জায়েয আছে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত নিকটবর্তী সময়ে মানুষের উত্তম মাল ভেড়া-ছাগল হইবে। সেই উহা নইয়া কোন পাহাড়ের গুহায় কিংবা তৃণভূমিতে পলায়ন করিয়া ফিৎনা হইতে স্বীয় দীনের হিংস্রত করিলে। এইরূপ অবস্থায় জনপদ হইতে পৃথক হইয়া নির্জন জীবন-দাপন করা জায়েয আছে। অন্য অবস্থায় জায়েয নহে। কারণ নির্জনতায় জামা'আত ও জুম'আ ভাগ করিতে হয়।

যুবকগণ যখন দেশ ত্যাগ করিবার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করিল তখন আল্লাহও তাহাদের এই পদক্ষেপ পছন্দ করিলেন। এবং তাহাদিগকে বলিলেন,

وَإِذْ اسْتَأْذَنُوكُم مَّا يَعْبَهُونَ اِلَّا اِلٰهَ فَاذِلْكَ اِلٰهِي يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مَرْفَاقًا

“তোমরা যখন তাহাদের দীন পরিভ্যাগ করিয়াছ তখন তোমরা তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া যাও এবং পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাহার রহমত ছড়াইয়া দিবেন এবং তোমাদের কণম হইতে তোমাদিগকে গোপন করিয়া রাখিবেন। আর তোমাদের কাজকে তিনি সহজ করিয়া দিবেন (সূরা কাহাফ-১৬)।”

অতঃপর তাহারা পলায়ন করিয়া গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহাদের কণম ও বাদশাহ তাহাদিগকে খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কোন উপায়েই তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হইল না। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সংবাদ গোপন করিয়া রাখিলেন। যেমনটি ঘটয়াছিল তখন, যখন নবী করীম (সা) ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) গারে সাওরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কুরাইশ কাফিররা তাহাদিকে খুঁজিতেছিল। কিন্তু তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল। অর্থাৎ, তাহারা ঐ স্থান দিয়াই অতিক্রম করিয়াছিল কিন্তু আল্লাহ স্বীয় কুদরতে রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত আবু বকর (রা)-কে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা দেখিয়াও দেখিতে পারে নাই। এই কারণে হযরত নবী করীম (সা) যখন আবু বকর (রা)-এর বক্তব্যে অস্থিরতা বৃদ্ধিতে পাইলেন হযরত আবু বকর (রা) বলিয়াছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ যদি তাহাদের কেহ পায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তবে আমাদিকে দেখিয়া ফেলিবে। এই সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিয়াছিলেন اللَّهُ كَاتِبُنَا يَا أَبَا بَكْرٍ। সেই দুইজন সম্পর্কে তোমার ধারণা কি যাহাদের তৃতীয় জন হইলেন আল্লাহ। ইরশাদ হইয়াছেঃ

اَلَا تَتَذَكَّرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اَلْاٰخِرِيْنَ اِذْ فُتِنَا فِي النَّارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلْنَا اللّٰهَ سَكْرَةً مِّنْ عِنْدِ رَبِّهِ وَاَيُّهُ جُنُوْدٌ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلٰى وَكَلِمَةَ اللّٰهِ مِ الْاَعْلٰى وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

যদি তোমরা তাহাদের সাহায্য না কর তবে তাহাতে কিছু আসে যায় না আল্লাহ তো তাহাকে তখন সাহায্য করিয়াছেন যখন কাফিররা তাহাকে বহিষ্কার করিয়াছিল। যখন তিনি গুহার মধ্যে দুইজনের দ্বিতীয়জন ছিলেন, যখন তিনি তাহাদের সংগীকে বলিলেন, তুমি চিন্তিত হইও না, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর সর্কীনা ও শান্তি অবতীর্ণ করিলেন। এবং তিনি এমন সকল লোকের দ্বারা তাহাদের সাহায্য করিয়াছেন যাহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাওনা আর

তিনি কাফিরদের কাগিমাতে নীচু করিয়াছেন এবং আল্লাহর কাগিমাতে বুদান করিয়াছেন আর আল্লাহ হইলেন বিজয়ী ও সূর্যকর্ণী। 'গরে সাওরের' এই ঘটনা 'আসহাবে কাহাফ'-এর ঘটনা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর ও অধিক বড়। কেহ কেহ বলেন, উল্লেখিত যুবকদের কওম ও বাদশাহ খিজিতে খুজিতে তাহাদিগকে পাইয়াছিল এবং ওহার দরজার নিকট গিয়া বলিয়াছিল, আমরা তো ইহার অধিক শাস্তি তাহাদিগকে দিতে চাইতে ছিলাম না। যে শাস্তি তাহারা নিজেরাই তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছে। অতঃপর বাদশাহ ওহার মুখে একটি পাথর দ্বারা বন্ধ করিবার নির্দেশ দিল যেন তাহারা সেইখানেই মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর তাহাই করা হইল। তবে এই ব্যক্ত্যটি নিশ্চিত নহে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তাহাদের উপর সন্ধ্যাকালে সূর্যের আলো প্রবেশ করে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :

(১৭) وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كُهُفِهِمْ ذَاتَ الِیْمِیْنِ وَ
إِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۗ ذَٰلِكَ
مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ
وَلِیًّا مُّرْشِدًا ۝

১৭. ভূমি দেখিতে পাইতে উহার ওহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত সূর্য উদয়কালে উহাদিগের ওহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া যায় এবং অস্তকালে উহাদিগকে অতিক্রম করে বাম পার্শ্ব দিয়া, এই সমস্ত আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ যাহাকে সংপথে পরিচালিত করেন, সে সংপথে প্রাপ্ত এবং তিনি যাহাকে পথ ভ্রষ্ট করেন ভূমি কখনই তাহার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিযাবক পাইবে না।

তাকসীর : আয়াতে দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ওহার দ্বার বাম দিকে ছিল, কারণ আল্লাহ ইরশাদ করেন, সূর্যোদয়কালে যখন উহার আলো ওহার মধ্যে প্রবেশ করে তখন উহার ছায়া ডাইন দিকে কুকিয়া পড়ে যেমন ইবনে আক্বাস (রা) সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও কাভাদাহ (রা) বলিয়াছেন। ইহার কারণ হইল, সূর্য যখন বুদান হই তখন উহার বুলন্দ হওয়ার সাথে সাথে উহার ছায়া পাইতে থাকে এমন কি এই ধরনের স্থানে সূর্য হেলিবার সময় উহার একটু ছায়াও থাকে না এই কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ। যখন সূর্য অস্ত যায় তখন তার বাম দিকের দরজা দিয়া সূর্যের আলো ওহার প্রবেশ করে। প্রকাশ থাকে যে, যেই ব্যক্তির ডান বামের কথা বলা হইতেছে যে ওহার পূর্ব দিকে অবস্থান করিবে। এই বিষয়টি বুঝা সেই ব্যক্তির পক্ষে সহজ যে ইলমে হাইয়াত مِنْهُ مَلِكٌ مِّنكُمْ এবং সূর্য-চন্দ্র নক্ষত্রসমূহের গতিবিধি স্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়াছে। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা হইল,

যদি ওহার দরজাটি পূর্ব দিকে হইত তবে সূর্যাস্তকালে উহার মধ্যে সূর্যের আলো একেবারেই প্রবেশ করিতো না আর যদি পশ্চিম দিকে উহার দরজা হইত তবে সূর্যোদয়কালে আলো উহাতে প্রবেশ করিত না। আর উহার ছায়া ডান ও বাম দিকে কুকিয়াও পড়িত না। পশ্চিম দিকে দরজা থাকিলে সূর্য হেলিবার পূর্বে উহাতে আলো প্রবেশ করিতে পারে না। এবং সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত উহার আলো ওহার মধ্যেই থাকিত। অতএব আমরা ওহার দরজার অবস্থান সম্পর্কে যাহা বলিয়াছি উহাই সঠিক। وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كُهُفِهِمْ ذَاتَ الِیْمِیْنِ

আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহাফ-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়া উহার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিবার জন্য বলিয়াছেন। কিন্তু ওহাটি কোন শহরে এবং কোন পাহাড়ে অবস্থিত তাহা তিনি বলেন নাই। কারণ উহাতে আমাদের কোন ফায়দা নাই এবং শরীয়তেরও কোন উদ্দেশ্য উহাতে নিহিত নাই। কিন্তু তবুও কোন কোন মুফাসসির উহা নির্ণয়ের জন্য কষ্ট করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাহারা অধিক মত প্রকাশ করিয়াছেন : হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ওহাটি 'আয়লাহ' শহরের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে অবস্থিত। ইবনে ইসহাক (র) বলেন, ওহা 'নীনওয়' নামক স্থানে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, রূমে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, 'বলকা' নামক স্থানে অবস্থিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলাই উহার সঠিক স্থান সম্পর্কে অধিক জ্ঞান জানেন। অবশ্য উহার অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান লাভে কোন দ্বীনী ফায়দা থাকিলে অবশ্যই আল্লাহ ও তাহার রাসূল (সা)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে অবগত করিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি এমন কোন বিষয় ছাড়িয়া দেই নাই যাহা তোমাদিগকে বেহেশতের নিকটবর্তী করে এবং দোযখ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। কিন্তু আমি উহার সবকিছুই তোমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছি। আল্লাহ তা'আলা ওহাটির অবস্থা তো বলিয়া আমাদের জানাইয়া وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كُهُفِهِمْ ذَاتَ الِیْمِیْنِ

বলিয়া আমাদের জানাইয়া দিয়াছেন কিন্তু উহার স্থানটি সম্পর্কে আমাদের কাছে অবগত করেন নাই وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ

আর সেই যুবকগণ ওহার একটি প্রশস্ত স্থানে অবস্থান করিয়াছে। যেখানে সূর্যের আলো পৌছায় না। তাহাদের নিকট সূর্যের আলো পৌছলে তাহাদের শরীর ও পোশাক জুলিয়া যাইত। হযরত ইবনে আক্বাস (রা) ইহা বলিয়াছেন : مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

ইহা হইল আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে এই ওহায় পৌছাইয়াছেন যেখানে তাহারা জীবিত রহিয়াছে এবং সেখানে নিয়মিত আলো বায়ু প্রবেশ করিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন مَنْ يَهْدِ اللَّهُ

আল্লাহ তা'আলা যাহাকে হেদায়েত দান করেন সে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলাই সেই যুবকদিগকে হেদায়েত দান করিয়াছেন তাহাদের কওমকে

নহে। কারণ আল্লাহ তাহাকে হেদায়েত দান করেন কেবল সে-ই হেদায়েত প্রাপ্ত হয় আর তিনি তাহাকে জমরাত করেন তাহাকে কেহই হেদায়েত দান করিতে পারে না।

(১৪) رَتَّعَسِبَهُمْ اَيْقَاطِلَ وَهُمْ رُقُورٌ وَنُقَلِّبَهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبَهُمْ بِاسِطٍ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَو كَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلْبَتٌ مِنْهُمْ رُعْيًا ۝

১৮. ভূমি মনে করিতে, উহারা জাগত কিন্তু উহারা ছিল নিদ্রিত। আমি উহাদিগকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাইতাম দক্ষিণে ও বামে এবং উহাদিগের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দুইটি ওহা দ্বারে প্রসারিত করিয়া। তাকসীরে উহাদিগকে দেখিলে ভূমি পিছন ফিরিয়া পলায়ন করিতে ও উহাদিগের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িতে;

তাকসীরে : কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন যুবকদের কর্কশ হস্তে নিদ্রার দিক মারিয়াছিলেন, তখন তাহাদের চক্ষু উন্মুক্ত থাকিল; যেন তাহাদের শরীর পচিয়া না যায়। এই জন্য আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন رُقُورٌ وَهُمْ وَأَيْقَاطِلَ আপনি তাহাদিগকে জাগত ধারণা করেন, অথচ, তাহারা নিদ্রিত। রুম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, সে যখন নিদ্রা যায় তখন তাহার এক চক্ষু খোলা থাকে আর এক চক্ষু বন্ধ থাকে। পুনরায় বন্ধ চক্ষু খুলিয়া যায় এবং খোলা চক্ষু বন্ধ হইয়া যায় যেমন কবি বলেন,

يَنَامُ بِأَحَدِي مَقَلَّتِيهِ وَيُقَلِّي + بِأَحْرَى الرِّزَايَا فَيُوقِظَانِ نَابِمِ

قوله আর আমি তাহাদিগকে তান দিকে ও বাম দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই। পূর্ববর্তী কোন কোন উলামা বলেন, তাহারা বৎসরে দুইবার পার্শ্ব পরিবর্তন করিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যদি তাহারা পার্শ্ব পরিবর্তন না করিত তবে তাহাদিগকে মাটি খাইয়া ফেলিত : ذِرَاعِيهِ : অর্থাৎ উহাদের কুকুরটি তাহার সম্মুখের দুই পা ওহা দ্বারে প্রসারিত করিয়া রাখে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সাল্লাদ ইবনে জুনাইর ও কাতাদাহ ও কাল্বী অর্থ আঙ্গিনা, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, الْوَصِيدِ অর্থ দরজা সায়ীদ (ব) বলেন, ইহার অর্থ মাটি। কিন্তু অধিক সঠিক হইল আঙ্গিনার দরজা। ইরশাদ হইয়াছে وَصِيدٌ وَاصِيدٌ : উহার দরজা, তাহাদের উপর বন্ধ থাকিবে। إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُؤْمِنَةٌ : উভয় প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইবনে জুরাইজ (স) বলেন, তাহাদের কুকুরটি তাহাদিগকে পাহারা দিতোছিল। ইহা কুকুরের অভ্যাস যে সে দরজার পার্শ্বে বসিয়া

থাকে যেন বসিয়া বসিয়া সে পাহারা দেয়। তবে তাহাদের কুকুরটি দরজার বাহিরে দরজার নিকট এইরূপ বসিয়াছিল। দরজার ভিতরে নহে। কারণ, ফিরিশতগণ এমন ঘরে প্রবেশ করে না যেখানে কুকুর থাকে। এক সহীহ রওয়াকেতে ইহা বর্ণিত। অপর এক হাসান হাদীসে বর্ণিত যেই ঘরে কোন ছবি, নাগাক ব্যক্তি (জুনুবী) ও কাফির থাকে সেখানেও ফিরিশতা প্রবেশ করে না। আল্লাহর সেই পাক বান্দাগণের সংসর্গের বরকত ঐ কুকুরটিকেও স্পর্শ করিয়াছিল। ফলে তাহাদের সহিত কুকুরটিও নিদ্রা গিয়াছিল। আর আজও তাদের আলোচনার নহিত কুকুরটির আলোচনাও হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, কুকুরটি একটি শিকারী কুকুর ছিল, কেহ বলেন, কুকুরটি ছিল বাদশাহর এক বাবুর্জির, যে যুবকদের মতাদর্শে বিশ্বাসী হইয়া তাহাদের নসী হইয়াছিল এবং তাহার কুকুরটিও তাহার সফর সাথী হইয়াছিল اللَّهُ اعْلَمُ

হাম্মাম ইবনে অলীদ দামেশকী'র জীবনী আলোচনায় হাফিয় ইবনে আসাকির (র) বলেন, সাদাকই ইবনে আমর (র) হাসান বসরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দুম্বার নাম ছিল জরীর, হযরত সুন্নাযমান (আ)-এর 'হুদহুদ'-এর নাম ছিল 'উনফুয', 'আসহাবে কাহাফ'-এর কুকুরের নাম ছিল ক্বিতমীর এবং বনী ইসরাইল যেই বাহুরটির পূজা করিয়াছিল তাহার নাম ছিল ইয়াহসূত। হযরত আদম (আ) হিন্দুস্তানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং হযরত হাওয়া (আ) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন জিদ্দায়। ইবলীস দান্তবীদাদ নামক স্থানে এবং সাপটি ইম্পেহানে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ও'আইব জুবায়ী হইতে পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি কুকুরটির নাম 'হুমরান' উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য উলামায়ে কিয়াম কুকুরটির বর্ণ যে কি ছিল সেই সম্পর্কে একাধিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহার আলোচনায় সেই সকল মতের উপর কোন দলীলও নাই দলীল শূন্য এই ধরনের আলোচনা নিষিদ্ধও বটে।

قوله وَلَوْ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَو كَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلْبَتٌ مِنْهُمْ رُعْيًا

যদি আপনি তাহাদের উপর উঁকি মারিয়া দেখিতেন তবে পশ্চাতের দিকে পলায়ন করিবেন এবং ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হইতেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে এতই ভীতি পূর্ণ করিয়াছিলেন যে, কেহ তাহাদের উপর দৃষ্টিপাত করিলে সে ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িত এবং তাহাদিগের নিকটবর্তী হইতে সাহস করিত না আর স্পর্শ করিতেও সাহস-পাই না এমন কি আল্লাহর নির্দিষ্টকাল এইভাবেই সমাগু হইলে এবং তাহাদের নিদ্রার সমাপ্তি ঘটিল। ইহাতে আল্লাহর হিকমত দলীল প্রমাণ ও রহমত নিহিত রহিয়াছে।

(১৭) وَكَذَلِكَ يَسْتَنْزِلُ إِلَيْكُمْ لَيْلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ فَآبِرُوا قَوْمَكُمْ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَكُمْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَالْوَأْرَاءُ بِكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَكُمْ فَالْبَعْدُ فَأَخَذَكُمْ بِرُءُوسِكُمْ هُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ذَلِكُمْ ظَنُّرُ الْيَهُودِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ يَرْزُقُ مِنْهُمْ وَيَسْتَلْظِفُونَ وَلَا يُشْعِرُونَ بَكُمْ آخِذًا

(২০) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُجَبِّدُونَكُمْ فِي مَكَاتٍ غَيْرِ مَقَرٍّ بِكُمْ وَإِنْ تَأْتِيهِمْ كَلِمَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ لَنُبْلِغَنَّاهُمْ وَإِنْ أَبَدًا ۝

১৯. এবং এই ভাবে আমি উহাদিগকে জাগ্রিত করিলাম যাহাতে উহারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। উহাদিগের একজন বলিল, 'তোমরা কতকাল ও অবস্থান করিয়াছ' কেহ কেহ বলিল এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ। কেহ কেহ বলিল, 'তোমরা কত কাল অবস্থান করিয়াছ তাহা তোমাদিগের প্রতিপালকই ভাল জানেন।' এখন তোমাদিগের একজনকে তোমাদিগের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম উহা হইতে যেন কিছু খাদ্য নইয়া আসে তোমাদিগের জন্য সে যেন বিচক্ষণতার সহিত কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদিগের সহজে তাহাকেও কিছু জানিতে না দেয়।

২০. উহারা যদি তোমাদিগের বিষয় জানিতে পারে তবে তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিবে অথবা তোমাদিগকে উহাদিগের ধর্মে ফিরিয়া লইবে এবং সে ক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করিবে না।

তাকসীর : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যেমন আমি ঐ যুবকদিগকে সীর কুদরতে নিদ্রিত করিয়াছিলাম। অনুরূপভাবে আমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতভাবে তাহাদিগকে জাগ্রত করিয়াছি এবং তিন শত নয় বৎসর পরও তাহাদের শরীর, শরীরের চামড়া ও হৃদয়ের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে নাই। তার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই বলিয়াই তাহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিল **كَمْ لَيْسْتُمْ** তোমরা কতকাল নিদ্রিত রহিয়াছ? তারা বলিল, একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ। তাহারা দিনের প্রথমভাগে ওহায় প্রবেশ করিয়াছিল এবং দিনের শেষভাগে জাগ্রত হইয়াছিল। কিন্তু গনবর্তীতে তাহাদের ধারণা হইল বাস্তব এমনতো নহে অতএব চিত্তা ভাবনা করিয়া তাহারা বলিল, **رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسْتُمْ** তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অবস্থানকালে সম্পর্কে অধিক ভাল জানেন। অতঃপর তখন তাহাদের অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে প্রয়োজন ছিল তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল **فَاتَّبَعْنَا أَحْسَنَ أَصْحَابِكُمْ بِرُءُوسِكُمْ** তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল **فَاتَّبَعْنَا أَحْسَنَ أَصْحَابِكُمْ بِرُءُوسِكُمْ** তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের এই মুদ্রাসহ একজনকে প্রেরণ কর। যুবকগণ যখন তাহাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল তখন তাহারা প্রয়োজনবোধে কিছু দিরহামও সঙ্গে লইয়াছিল। উহা

কিছু দান করিবার পর তাহাদের নিকট কিছু অবশিষ্ট ছিল। এই জন্য তাহারা বলিয়াছিল তোমরা এই দিরহামসহ তোমাদের একজনকে ঐ শহরে প্রেরণ কর যেই শহর হইতে তোমরা বাহির হইয়া আসিয়াছ। **فَلْيَنْظُرْ آيَةَ آزَكَىٰ** এর প্রথমে **الف** টি **عبد** এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। **آزكى** সে যেন লক্ষ্য করিয়া নেখে, কোন খাদ্য অধিক পবিত্র। **آزكى** - অর্থ পবিত্র। যেমন ইরশাদ হইয়াছে, **وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ** যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হইত তবে কাহাকেও তিনি পবিত্র করিতেন না। আরো এরশাদ হইয়াছে **فَأَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ** অবশ্যই সেই ব্যক্তি সফল হইয়াছে যে পবিত্র হইয়াছে। **زَكَاةً** শব্দটিও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, কারণ যাকাত মানকে পবিত্র করে। কেহ কেহ বলেন, **آزكى** - অধিক, যেমন বলা হইয়া থাকে **زَكَاةَ الزُّرْعِ** ফসল অধিক হইয়াছে। কবির নিম্নের পংক্তিতে এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে

فَبَايَسْنَا سُبُعًا وَأَنْتُمْ ثَلَاثَةٌ + وَلَيْسَبُعٌ أَزْكَىٰ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَطْيَبُ

কিছু প্রথম অর্থ-ই এখানে বিশুদ্ধ। কারণ যুবকদের উদ্দেশ্য অধিক খাদ্য অন্বেষণ করা ছিল না। বরং তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল হাদাল ও উত্তম খাদ্য অন্বেষণ করা। চাই তাহা কম হউক কিংবা বেশি। **وَلْيَنْظُرْ** আর সে যেন গমনাগমনে ও ক্রয়ে নৃত্যতাবলম্বন করে এবং যথাসম্ভব নিজের ব্যাপারটি গোপন রাখে। **وَلَا يُشْعِرُونَ بَكُمْ آخِذًا** আর কিছুতেই যেন তোমাদের সম্পর্কে অবহিত না করে **إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ** যদি তাহারা তোমাদের স্থান জানিতে পারে তবে তোমাদিগকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিবে **أَوْ يُجَبِّدُونَكُمْ فِي مَكَاتٍ غَيْرِ مَقَرٍّ بِكُمْ** অথবা তাহাদের ধর্মে তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইবে। অর্থ খাঁদশাহ 'দাকিয়ানুস'-এর সাংগ-পাংগরা যদি তোমাদের স্থান জানিতে পারে তবে তাহারা নানা প্রকার শাস্তি দ্বারা তোমাদিগকে তাহাদের ধর্মে ফিরাইয়া লইতে বাধ্য করিবে কিংবা তোমাদের মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। যদি তোমরা তাহাদের ধর্মে প্রবেশ কর তবে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমরা সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে **لَنْ نُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا**

(২১) وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ أَنبَاءٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَأَقَالُوا ابْتِغَاءً لِيُؤْتُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَطَلًا فَحَسَبُوا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ آخِذٌ بَأْسُهُمْ مِنَ اللَّهِ وَنُبَأٌ وَرُءُوسٌ مِنْ آلِهِمْ يَذُفُّونَ عَلَيْهِمْ الْأُمْنِيَّةَ فَجَاءَ مَطَلُ الْبُقْعَةِ الْمُبِينِ

২১. এবং এইভাবে আমি মানুষকে উহাদিগের বিষয় জানাইয়া দিলাম যাহাতে তাহারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নাই।

যথা তাহারা তাহাদিগের কর্তব্য বিষয় শিখাঙ্গিণের মধ্যে বিতর্ক করিয়াছিলেন তখন তাদেরকে বলিখা, উহাদিগের উপর গৌণ নির্মাণ কর। উহাদিগের প্রতিপালক উহাদিগের বিষয় ভাল জানেন। তাহাদিগের কর্তব্য বিষয়ে তাহাদিগের মত গ্রহণ হইল তাহারা বলিখা, আমিও তো নিশ্চয়ই তাহাদিগের পার্শ্ব মসজিদ নির্মাণ করিব।

তাকসীর ও আলাহ তাআলা ইশ্বাদ করেন **وَكَذَلِكَ نَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيُخَالَسُوا** **إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنْ السَّاعَةَ لَأُتِيَّ فِيهَا كِيَامٌ** যেহেতু তাহারা জানিয়া পর যে আলাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত যে সংঘটিত হইবে উহাতেও সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। পূর্ববর্তী বহু ইশ্বাদে কিয়ামত উল্লেখ করিয়াছেন সেই যুগে লোকেরা কিয়ামত সংঘটিত হইবার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করিত। হযরত ইকরীমাহ (র) বলেন, সেই যুগের একদিন সোও হুজিও রহস্যমূহকে তো পুনর্জীবিত করা হইবে কিন্তু শরীরকে পুনর্জীবিত করা হইবে না। কায়েমই আলাহ তাআলা আসহাবে কাহাকে পুনর্জীবিত করিবে শরীরের পুনর্জীবন দাতার উপর দর্শন কামোম করিয়াছেন। উনামায়ে কিয়াম আরা উল্লেখ করিয়াছেন, যুবকদের একজন যখন তাহাদের আহার ক্রম স্থগিত করার জন্য শহরে বাইনার ইচ্ছায় বহির হইল, এখন নব কিছুই তাহার নিকট অপরিচিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল এই অবস্থায় সে শহরে প্রবেশ করিল। শহরটির না ছিল দাকমূল। সে তো ধরকা করিতেছিল আমরা এখানে অল্পকাল আগমন করিয়াছি অথচ, মানুষ পরিবর্তিত হইয়াছিল শতাব্দীর পর শতাব্দীর অতিত হইয়াছিল। শহর ও জনবসতীর পরিবর্তন ঘটনাছিল। যেমন কবি বলেনঃ

أَمَا الْبَيْتُ فَاتَّيَبَا كَيْبَارِهِمْ + وَأَرَى رَجُلًا الْحَيَّ مَيِّتُ رَجَالِهِ

এইও শহরগুলিকে তাহাদের শহরের ন্যায়ই মনে হয় অথচ, গোত্রের লোক সকলকেতো অন্য গোত্র দেখিতেছি।

যখন ক্রম পরিবার জন্ম সেই লোকটি শহরে গিয়াছিলাম, সে শহরের কোন চিহ্নই চিনিতেছিল না এবং দিশি ও সাধারণ কোন লোককেই সে চিনিতেছিল না। সে মনে মনে বিচলিত ও অস্থির হইতেছিল এবং ভাবিতেছিল, সম্ভবতঃ আমি পাগল হইয়াছি, সম্ভবতঃ আমি স্বপ্নে দেখিতেছি। আমার ভাবিতেছিল, আলাহর কসম, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ও অপ্রভত। আমি গভবাল্য বিকাশে এই শহরেই ছিলাম অথচ, শহর তো তখন এইরূপ ছিল না। অতঃপর সে মনে মনে বলিল, এই শহর হইতে যত তাড়াতাড়ি বহির হওয়া যায় ততই উত্তম। অতঃপর সে খাদ্য ক্রয়ের জন্য এক দোকানে গেল। এবং দোকানদারকে তাহের চূড়ান্ত দিয়া খাদ্যদ্রব্য চাহিল। দোকানদার তাহার মুদ্রা দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং তাহার প্রতিবাসীকে দেখাইল এইভাবে একে অপরকে

দেখাইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা বলিল সম্ভবতঃ লোকটি কোন পুরাতন ধন পাইয়াছে। অতঃপর তাহারা লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল। তাহার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে এই মুদ্রা কোথায় পাইয়াছে সম্ভবতঃ সে কোন পুরাতন ধন পাইয়াছেন। সে কোথায় বাস করে। ইত্যাদি তখন সে বলিল, আমি এ শহরের অধিবাসী গতকাল বিকালেই সে এই শহরেই ছিল এই শহরের বাদশাহ দাকিয়ানুন। তাহার এই জবাব শ্রবণ করিয়া তাহারা তাহাকে পাগল বলিয়া স্থির করিল। তখন তাহারা তাহাকে শহরের বাদশাহর নিকট নইয়া গেল। বাদশাহ তাহার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিলে লোকটি তাহার বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করিল বাদশাহ তাহার জবাব শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল এবং তাহার সহিত বাদশাহ ও অন্যান্য সকলে গুহায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহারা যখন গুহার নিকটবর্তী হইল তখন লোকটি বলিল, আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন আমি প্রথমে গিয়া আমার বন্দীদের অবস্থা জানিরা লই। সে গুহায় প্রবেশ করিল, কিন্তু গুহায় প্রবেশ করিতেই আলাহ তাআলা তাহাদিগকে পুনরায় গোপন করিয়া ফেলিলেন এবং তাহারা জানিতেও পারিল যে সে কিভাবে গুহায় প্রবেশ করিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, বাদশাহ ও তাহার লোকজন গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল, যুবকদের সহিত আলাপও করিয়াছি। বাদশাহ তাহাদিগকে সালাম করিয়াছিল এবং তাহাদের গলায় গলা লাগাইয়া ছিল। বাদশাহ মুসলমান ছিল এবং তাহার নাম ছিল 'বন্দসীস' যুবকরা তাহার সহিত কথা বলিয়া খুশী ও আনন্দিত হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা সালামে করিয়া স্বীয় শয়নস্থলে চলিয়া গেল। এবং আলাহ তাআলা তাহাদিগকে মৃত্যুদান করিলেন। **قَالَ قَاتِلُ إِذْ هَبُوا شَاءُوا** (র) বলেন, হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হাবীব ইবনে মাসলামাহ (র) এর সহিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ক্রমের একটি গুহার নিকট গিয়া অতিক্রম কালে কিছু হস্তি দেখিতে পাইলেন। তখন এক ব্যক্তি বলিল, এই হাড্ডিগুলি 'আসহাবে কাহাফ'-এর হাড্ডি। তখন হযরত ইবনে আক্বাস (রা) বলিলেন তাহাদের হাড্ডি তো তিনশত বৎসর কালের অধিক পূর্বে পচিয়া গিয়াছে। রেওয়াজটি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। **وَكَذَلِكَ نَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ** অর্থাৎ যেমন আমি তাহাদিগকে নিদ্রিত করিয়াছিলাম এবং সুস্থ ও অপরিবর্তিতাবস্থায় জাগ্রত করিয়াছিলাম অনুরূপভাবে আমি সেই যুগের লোকদিগকে তাহাদের সম্পর্কে অবহিত করিয়াছিলাম। **إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنْ السَّاعَةَ لَأُتِيَّ فِيهَا كِيَامٌ** যেন তাহারা জানিতে পারে যে, আলাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত যে সংঘটিত হইবে উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যখন তাহারা পরস্পর একে অন্যের সহিত এই ব্যাপারে বিরোধ করিতেছিল। কেহ তো কিয়ামতকে বিশ্বাস করিত এবং কেহ উহাকে অস্বীকার করিত। আলাহ তাআলা 'আসহাব

তাহারারকে সংগ্ৰহ করিয়া অশীতলকরীসের উপর দর্শন করিয়ে করিয়াছিলেন।
 وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا لَمَّا بَدَأْنَا أَغْنَىٰ رَبِّنَا مَا آتَانَا وَاللَّيْلُ عَلَىٰ عَنُقِّنَا فَجَاءَتْ سَافِرًا ۚ قَالَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْ رَبِّكُمْ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَيُذَكِّرُكُمْ بِالَّذِي كُنْتُمْ تُعْتَدُونَ ۚ تَبٰرَكَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَعْلَمُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ۚ وَكَذٰلِكَ يَكْتُمُ السُّرُورَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ
 তাহাদের ব্যাপারে তাহাদের প্রাধান্য ছিল তাহারা বলিল, আমরা তো উহার পাশ্বে একটি মহাজিদ নির্মাণ করিব। ইবনে জরীর (৪) বলেন, এই দুই দলের লোকের একদল ছিল মুসলামান এবং অপরদল ছিল মুশরিক।
 তাবে বাহিক দৃষ্টিতে বর্ণা যায় যে তাহারা এই কথা বলিয়াছিল তাহারা কলেমায় বিধায়ী ছিল তবে তাহাদের এই কথা প্রমাণিত না নিশ্চিত সে কথা ভিন্ন। কারণ তাহাদের (না) ইরশাদ করিয়াছেন :
 لَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِن تَابُوتٍ مِّمَّا يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَمِثْلَ مَا يَخْلُقُونَ أَفْئِدَةٌ مِّمَّا يَكْفُرُونَ لَوَّاهُنَّ أَفْئِدَتُهُنَّ بِمَا كُنَّ يُكَفِّرُونَ ۚ
 অর্থাৎ তাহারা ও নাসারাদের প্রতি প্রতিপালক অবতীর্ণ করিল কারণ তাহারা তাহাদের আধারা ও নেককার লোকদের কবরস্থ্যকে মসজিদে পরিণত করিয়াছিল।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে আব্দার (রা) হইতে বর্ণিত তিনি তাহার বিলাফতকালে যখন ইরাকে হবরত দাখিল (আ)-এর কবর পাইলেন, তখন তিনি উহা মানুষের দৃষ্টি হইতে গোপন করিবার নির্দেশ দিলেন এবং এই নির্দেশও দান করিলেন যে উহার নিকট যেই কাগজ খতে কোন ফক্ব বিগ্রহের উল্লেখ রহিয়াছে উহাও নষ্ট করিয়া দেওয়া হউক।

(২২) سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّاسِهِمْ كَذِبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَذِبُهُمْ رَجْبًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَأْمِنُهُمْ كَذِبُهُمْ قُل رَّبِّيَ أَعْلَمُ بِعَدَاتِهِمْ مَّا يُغْنِيهِمْ إِلَّا قَيْلٌ نَّبِيٍّ فَلَا تَكْفُرُ بِهِمْ لَبَّاءُ مَرَاةَ ظَاهِرًا مَّرَاةَ تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۚ

২২. কেহ কেহ বলিবে, উহার ছিল তিন জন উহাদিগের চতুর্থটি ছিল উহাদিগের কুকুর এবং কেহ কেহ বলে, উহার ছিল পাঁচ জন, উহাদিগের ষষ্ঠ ছিল উহাদিগের কুকুর, অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আবার কেহ কেহ বলে, উহার ছিল সাত জন, উহাদিগের অষ্টমটি ছিল উহাদিগের কুকুর, বল আমার প্রতিপালকই উহাদিগের সংখ্যা ভাল জানেন; উহাদিগের সংখ্যা অল্প কয়েক জনই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত ভূমি উহাদিগের বিষয়ে বিতর্ক করিয়া এবং উহাদিগের কাহাকেও উহাদিগের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিও না।

আরুগীর : 'আসহাবে কাহ্বার'-এর সংখ্যা সম্পর্কে মত পার্থক্য রহিয়াছে আল্লাহ তা'আলা উহার সংবাদ দান করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তিনটি মতের উল্লেখ করিয়া

প্রথম দুইটি মতকে 'অনুমান করিয়া বলে' বাক্যে বর্ণন করিয়াছেন যেমন দূর হইতে কেহ কোন অপরিচিতি স্থানে পাগল নিক্ষেপ করিলে উহা ব্যক্তিভেদে পারে তার মাও লাগিতে পারে এবং লাগিলেও উহাকে ইচ্ছাপূর্বক জাগান বলা হইবে না। অতঃপর আল্লাহ তৃতীয় মত উল্লেখ করিয়া নীরল রহিয়াছেন। আর তাহা হইল
 وَتَأْمِنُهُمْ كَذِبُهُمْ ৷ অর্থ তাহাদের সংখ্যা ছিল সাত এবং তাহাদের অষ্টম ছিল তাহাদের কুকুর। অতঃপর বুঝা গেল, এইমতই সঠিক
 قَوْلَهُ قُل رَّبِّيَ أَعْلَمُ بِعَدَاتِهِمْ ৷ আপনি বলিয়া দিন আমার প্রতিপালকই তাহাদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন। আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশ দ্বারা ইহাই বুঝাইয়াছেন যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে জনকে আল্লাহের প্রতিই সম্বন্ধিত করা উচিত। কেই বিষয় সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞান নাই এবং উহা জানিবার কোন উপায়ও নাই সেইক্ষেত্রে জনরথক অনুমান করিয়া কিছু বলা অপেক্ষা এই কথা বলাই উচিত যে ইহার সঠিক জ্ঞান কেবল আল্লাহই আছে। আল্লাহ যদি কোন বিষয়ে অপরিত করেন, তবে আমরা তাহাই বলিব নচেৎ নীরল থাকিব।
 وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَيْلٌ ৷ তার তাহাদের সঠিক সংখ্যা বহু কম লোকই জানে।

আতাদা (৪) বলেন, হবরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিতেন, আমি গেই অল্প সংখ্যক লোকদেরই একজন যাহারা যুবকদের সঠিক সংখ্যা জানে বলিয়া আল্লাহ উল্লেখ করিয়াছেন। যুবকদের সঠিক সংখ্যা ছিল সাত। ইবনে জরীর (৪) বলেন, ইবনে বাশশার (৪).... হবরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে
 وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَيْلٌ ৷ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন আমি সেই অল্প সংখ্যক লোকদের একজন, যাহারা 'আসহাবে কাহ্বার' এর সঠিক সংখ্যা জানে না। তাহারা ছিল সাতজন। হবরত ইবনে আব্বাস (রা) পর্যন্ত বিতর্ক সূত্র দ্বারা ইহাই প্রমাণিত যে 'আসহাবে কাহ্বার'-এর সংখ্যা ছিল সাত। পূর্বে আমরা এই বিষয়ে যা উল্লেখ করিয়াছি ইহা তাহারই অনুরূপ।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আব্দুল্লাহ ইবনে আবু নজীহ এরা সূত্রে মুজাহিদ (৪) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আসহাবে কাহ্বার'-এর কেহ কেহ অতি অল্প বয়সের ছিল। হবরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাহারা দিবারাত আল্লাহ ইবদতে নিপু থাকিত এবং আল্লাহ দরবারে জ্ঞান করিত ও তাহার কাছে করিয়াচ করিত। তাহারা আটজন ছিল এবং তাহাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বড় ছিল তাহার নাম ছিল "মাকসালসীনা" সে-ই বাদশার সহিত কথা বলিয়াছিল; এবং তাহাকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়াছিল। অন্যমানদের নাম, ইয়াজলীখা, মরতুনিস, কাবতুনিস, বীরুনিস, দানীমুন, বাতবুনিস ও কাবশ। এই রেওয়াজেতে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে। তবে বিতর্ক রেওয়াজেতে হইল হবরত ইবনে আব্বাস (৪) হইতে বর্ণিত রেওয়াজেতে এবং সে রেওয়াজেতে অনুসারে 'আসহাবে কাহ্বার'-এর সংখ্যা হইল সাত। আল্লাহ দ্বারাও ইহাই প্রকাশ। ও'আইব জুবায়ী হইতে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের কুকুরের নাম ছিল, হুমরান। অবশ্য

'আসহাবে' কাহাক-এর উল্লেখিত নাম ও তাহাদের কুকুরের নাম সম্পূর্ণ নিশ্চিত বলিয়া মানিয়া লওয়ার ব্যাপারে চিন্তার কারণ রহিয়াছে। কারণ ইহার অধিকাংশ হইল আহলে কিতাব হইতে বর্ণিত **فَلَا تُكْرِمُوا الْمَرْءَ طَاهِرًا** - **وَاللَّهِ أَعْلَمُ** তাহাদের ব্যাপারে আপনি সাধারণ আলোচনা ব্যতিত কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হইবে না। কারণ ইহাতে তেমন কোন ফয়দা নাই। **لَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا** আর তাহাদের সম্পর্কে কাহারও নিকট কিছু জিজ্ঞাসাও করিবেন না। কারণ, তাহারা অনুমান ব্যতিত সঠিক কিছুই বলিতে সক্ষম নহে। আর আল্লাহর পক্ষ হইতে আপনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন উহাই সত্য ও সঠিক যাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

(২৩) **وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ ءِإِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ عَمَّا ۝**

(২৪) **إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشْدًا ۝**

২৩. কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলিওনা, "আমি উহা আগামীকাল করিব।"

২৪. আল্লাহ ইচ্ছা করিলে" এই কথা না বলিয়া যদি তুলিয়া যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করিও এবং বলিও, সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে ইহা অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করিবেন।

তাকসীর : উল্লেখিত আয়াত দ্বারা আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা) কে আদব শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন, ভবিষ্যতে কোন কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করিলে আপনি এইরূপ বলিবেন না যে আমি আগামী কাল ইহা করিব নরং এইরূপ বলিবেন যদি আল্লাহ চাহেন তবে করিব। ভবিষ্যতে কি হইবে আর কি হইবে না, উহা কেবল তিনিই জানেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত, আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, একবার হযরত সুলায়মান (আ) বলিলেন

لَا طَوْفَنَ لَيْلَةً عَلَىٰ سَبْعِينَ امْرَأَةً وَفِي رِوَايَةٍ تِسْعِينَ امْرَأَةً وَفِي رِوَايَةٍ مِائَةً امْرَأَةً تِلْكَ كُلُّ امْرَأَةٍ يَنْهَنُ غَلَامًا يَفْقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْخ

আজ রাত্রে আমি আমার সত্তর জন স্ত্রীর সতি সংগম করিব। এক রেওয়াজেতে নব্বই জন, এক রেওয়াজেতে একশত জন স্ত্রীর উল্লেখ রহিয়াছে। প্রত্যেক স্ত্রী এমন এক একটি ছেলে সন্তান জন্ম দিবে, যে আল্লাহর রাহে জিহাদ করিবে। তখন একজন কিরিশতা তাঁহাকে বলিল, আপনি ইনশাআল্লাহ বলুন, কিন্তু তিনি বলিলেন, না। অতঃপর তিনি তাহার স্ত্রীদের সহিত সংগম করিলেন, কিন্তু কেহই কোন সন্তান জন্ম

দিল না। কেবল একজন স্ত্রী তর্কের সন্তান জন্ম দিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সেই সত্তর কন্যার, যাহার খাতে আমার নামান যদি তিনি ইনশাআল্লাহে বলিতেন তবে তাহার উল্লেখও সক্ষম হইত। অপর এক রেওয়াজেতে রহিয়াছে তবে একশাই তাহারা আল্লাহে রাহে জিহাদ করিত।

পূর্বেই সূরার শুরুতে সূরাত শানে নব্বয় প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 'আসহাবে কাহাক' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল তখন তিনি বলিলেন **سَأَلْتُ عَنِّي** আমি আগামীকাল ইহা উত্তর দিখ। অতঃপর পনের দিন পর্যন্ত অধী বিনবিত্ত হইল। পূর্বে আমরা ইহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছি

فَوَلَّىٰ وَكَرِهَ যখন আপনি তুলিয়া যান তখন আপনার প্রতিপালককে স্মরণ করুন। কেহ কেহ ইহার অর্থ বলেন, আপনি ইনশাআল্লাহে বলিতে তুলিয়া গেলো, যখনই মনে পড়ে তখন ইনশাআল্লাহে বলুন। আবুল আক্কাবি (রা) খাতুন বসরী (রা) এই অর্থ করিয়াছেন। হুসাইম (রা)... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ব্যক্তি যেই হাফ করে, তাহার পক্ষে এক বৎসর পরও ইনশাআল্লাহে বলিবার অধিকার আছে। দলীল হিসাবে তিনি **وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ** পেশ করিতেল। আমাশ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কি মুজাহিদ (রা) হইতে ইহা শ্রবণ করিয়াছেন তিনি বলিলেন, লাইম ইবনে আবু সুলাইম (রা) আমার নিকট অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তবরানী (রা) আবু হু'আবিয়াহ (রা) হইতে তিনি আমাশ (রা) হইতে অত্রসূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

"যদি এক বৎসর পরেও হয় তবুও তাহার ইনশাআল্লাহে বলিবার অধিকার আছে" হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর এই বক্তব্যের অর্থ হইল যখন কেহ হাফ করিবার সময় কিংবা কোন কথা বলিবার সময় ইনশাআল্লাহে বলিতে তুলিয়া যাবে এবং এক বৎসর পর তাহার মনে পড়ে তবুও তখন সে ইনশাআল্লাহে বলিবার সূত্রে উপর আমল করিবে। এমন কি কসম উদ্দিবার পরও যদি তাহার মনে পড়ে তবুও তখন সে ইনশাআল্লাহে বলিবে। আল্লাহ ইবনে জরীর (রা) এই বক্তব্য পেশ করিয়াছেন অবশ্য ইনশাআল্লাহে বলিবার আগামী ইবনে জরীর (রা) এই বক্তব্য পেশ করিয়াছেন অবশ্য ইহার অর্থ ইহা নহে, সে এমন ইনশাআল্লাহে বলিলে, কসম উদ্দিবার কাফযারা অন্যের করিতে হইবে না কিংবা কসমই ভাঙ্গিবে না। আল্লাহ ইবনে জরীর (রা) বাহা কিছু পেশ করিয়াছেন উহা সঠিক ও বিতর্ক এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যকে উহারই উপর প্রয়োগ করা অধিক শ্রেয়। ইবনুল্লাহ (রা) **وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ** এর ব্যাখ্যা করে যখন তুমি ব্রোথিত হও তখন তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর।

তাবরানী (রা) বলেন, মুহম্মদ ইবনে হারেস হুবালা (রা)... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন **إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ**

ইহার অর্থ হইল, আপনি ইনশাআল্লাহ বলিতে ভুলিয়া যান তবে যখনই স্বরণ হইবে তখন উহা বলিবেন। ইমাম তবরানী (রা) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে **وَأذْكَرُ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ** ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ইনশাআল্লাহ বলিতে ভুলিয়া গেলে যখনই মনে পড়িবে তখনই উহা বলিবে। কেহ কেহ বলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্ম নাম ছিল। কেবল তিনি ভুলিয়া যাইবার পর যখন তাহার মনে পড়িত তখন ইনশাআল্লাহ বলিতে পারিতেন। অন্য কাহার পক্ষে অন্য সময় ইহা বলার ইখতিয়ার নাই।

আয়াতের অপর এক ব্যাখ্যা হইতে পারে যে, যখন কেহ কোন কথা বলিতে ভুলিয়া যায় তখন, যেন সে আল্লাহর যিকির করে কারণ ভুলিয়া যাওয়া শয়তানের কারণে হইয়া থাকে এবং আল্লাহ যিকির শয়তানকে বিভাঙিত করে। শয়তান বিভাঙিত হইলে ভুলও হইবে না। হযরত মুসা (আ)-এর সঙ্গী যুবক বলিয়াছিল **وَمَا نَسَانِيهِ إِلَّا الْمَكِيدَانُ** শয়তানই আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছে। আল্লাহর যিকির করিলে শয়তান বিভাঙিত হয় এই কারণে ইরশাদ **وَأذْكَرُ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ** যখন আপনি ভুলিয়া যান, তখন আল্লাহ যিকির করুন

عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا অর্থাৎ আপনাকে যখন কোন জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় অথচ আপনি উহা জানেন না, তবে আল্লাহর নিকট উহার জ্ঞান প্রার্থনা করুন এবং তাহার প্রতি নিবিষ্ট হউন যেন তিনি আপনাকে উহার সঠিক জ্ঞান দান করেন এবং অধিক সঠিক পথে পরিচালিত করেন। ইহার আরো ব্যাখ্যা দান করা হইয়াছে

(২০) **وَلِكَيْتُوَا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَارْدَا دُورًا تَسْعًا ۝**

(২১) **قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ لَهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَبْصُرِيۤهٗ وَاَسْمِعِيۤهٗ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا يُشْرِكُ فِي حٰكِمٰتِهٖ اَحَدًا ۗ**

২৫. উহার উহাদিগের ওহায় ছিল তিন শত বৎসর আরও নয় বৎসর। তুমি বল, তাহারা কতকাল ছিল তাহা আল্লাহই ভাল জানেন।

২৬. আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাহারই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা। তিনি ব্যতীত উহাদিগের অন্য কোন অভিভাবক নাই। তিনি কাহাকে এ নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না।

তাকসীরে : আয়াত তাআলা খাঁয়া রাসূল (সা) কে ওহায় মাফে 'আসহাবে কাহফ' এর অবস্থানকাল সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন যে তাহারা ওহায় মিত্রা যাইবার পর দুইশত জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত কত দিন ওহায় মাফে অবস্থান করিয়াছিলেন। সূর্য মাসের হিসাবে তাহারা তিন শত বৎসর অবস্থান করিয়াছিল কিন্তু তাদ্র মাসের হিসাবে এই সময়টি আরো দূর বৎসর বেধি হয়। সূর্য বৎসর এবং চাত্র বৎসরে প্রতি একশত বৎসরে তিন বৎসরের পার্থক্য হয়। এবং এই কারণে জানাত বৎসর উল্লেখ করিয়া আরো অধিক নয় বৎসরের উল্লেখ করিয়াছেন **قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ لَهُ** অর্থাৎ আপনার নিকট তাহাদের অবস্থান সম্পর্কে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় এবং আপনি যদি না জানেন এবং আল্লাহও তাহাদের অবস্থান সম্পর্কে অসহিত না করিয়া থাকেন তবে বলুন, আল্লাহই তাহাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক ভাল জানেন। অর্থাৎ তিনি এবং তিনি সাহাবাকে অসহিত করিয়াছেন সে ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। অনেক উলম্বায়ে কিরাম এই তাকসীর-ই করিয়াছেন যেমন মুজাহিদ (র) এবং পূর্ব ও পরবর্তী অনেক তাকসীরকার। কাতাদাহ করিয়াছেন যেমন মুজাহিদ (র) এবং পূর্ব ও পরবর্তী অনেক তাকসীরকার। কাতাদাহ বলেন **وَلِكَيْتُوَا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ** তাহারা তাহাদের ওহায় তিন শত বৎসর অবস্থান করিয়াছিল ইহা হইল তাহাদের কিতাবের কথা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাহাদের অবস্থান করিয়াছিল ইহা হইল তাহাদের কিতাবের কথা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাহাদের এই মতকে প্রত্যাহান করিয়া বলেন **قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ لَهُ** আপনি বলুন 'আল্লাহ তাহাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে খুব ভাল জানেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ তাহাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে খুব ভাল জানেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা)-এর কিরাতে রহিরাছে **وَقَالُوَا لَيْسَ لَهُ** অর্থাৎ তাহারা বলে আসহাবে কাহফ (রা)-এর কিতাবে অবস্থান করিয়াছিল। কাতাদাহ (র) ও মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ (র) তিনশত বৎসর অবস্থান করিয়াছিল। কাতাদাহ (র) ও মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ (র) এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন, কিন্তু কাতাদাহ (র) যে ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন উহা সঠিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ, আহলে কিতাবের মতে তাহাদের অবস্থান কাল তিন শত বৎসর। অধিক নয় বৎসরের কথা নাই। যদি আল্লাহ তাআলা তাহাদের মতকে উল্লেখ করিতেন তবে অধিক নয় বৎসরের কথা উল্লেখ করিতেন না। আয়াত দ্বারাও ইহাই প্রকাশ, আল্লাহ তাহাদের কিতাবের কথা নকল করেন নাই নয় নিজেই তাহাদের অবস্থান কালের বন্দন দিয়াছেন। আল্লাহ ইবনে জরীরের মতও ইহাই। কাতাদাহ (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা)-এর যে কিরাত বর্ণনা করিয়াছেন উহা খুনকাতী' এবং জমহুরের **وَاللَّهُ أَعْلَمُ** কিরাতের ভুলনয়া শায। অতএব উহাকে দলীল হিসাবে পেশ করা যায় না। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ** এবং কোন শব্দ তার নিকট হইতে গোপন নহে। হযরত কাতাদাহ (র) **اَبْصُرِيۤهٗ** এর অর্থ করিয়াছেন, আল্লাহ তাহাকে অধিক দেখেনোয়তলা ও অধিক শ্রবণকারী **وَأَسْمِعِ**

আর কেহ নাই। ইবনে মায়ের (র) বলেন, وَأَسْمِعُ এর অর্থ ইল, তিনি তাহাদের সকল কর্মকান্ড দেখেন এবং শ্রবণ করেন। مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ نُورٍ مِنْ لَدُنِّهِ وَلَا يُخْرَجُ مِنْ دُونِهِ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ قَلْبٌ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا আলাহ ব্যতীত তাহাদের জন্য কোন সাহায্য কর্তী নাই তাহার কর্তৃত্বে কাহাকেও তিনি শরীক করেন না। যাবতীয় কর্তৃত্বের অধিকারী কেবল তিনিই তার হুকুমকে কেহ বাধা দিতে পারে না। তাহার কোন উজীর ও পরামর্শদাতা নাই। তিনি মুলুম ও পবিত্র।

(২৭) وَأَنْتَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ إِلَّا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

(২৮) وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَمَ مَنْ آغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرَهُ فُرْقَانًا ۝

২৭. তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব আবৃত্তি কর। তাহার বাক্য পরিবর্তন করার কেহই নাই। তুমি কখনই তাহাকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাইবে না।

২৮. তুমি নিজেকে ধৈর্যসহকারে রাখিবে উহাদিগেরই সংসর্গে যাহারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে উহাদিগের প্রতিপালককে তাহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করিয়া উহাদিগ হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইওনা। তুমি তার অনুগত্য করিও না যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, যে তাহার খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে ও যাহার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।

তাফসীর : আলাহ তাহার রাসূল (সা)-কে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করিতে এবং মানুষের নিকট উহা পৌছাইতে নির্দেশ দিয়াছেন। لِكَلِمَاتِهِ তাহার কালেমাকে কেহ পরিবর্তন পরিবর্ধন ও বিলুপ্ত করিতে সক্ষম নহে। وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا তাহা ব্যতীত আপনি কোন আশ্রয়স্থল পাইবেন না। مُحَمَّدًا (র) বলেন, অর্থ আশ্রয় স্থল। কাআদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল সাহায্যকারী। ইবনে জরীর (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল “হে মুহাম্মদ! (সা) যদি আপনি আপনার

প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত কিয়ামতের প্রেরণা না করেন তবে আলাহ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল পাইবেন না। যেমন এরশাদে হইয়াছে

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ بِمَا كُنَّا نُنزِلُ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَمَّا يَسُدَّنَّ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يُخَوِّضُكَ مِنَ النَّاسِ

হে রাসূল! আপনার পালনকর্তার পক্ষ হইতে প্রেরিত বক্তৃতা অবলম্বিত করুন যদি আপনি ইহা না করেন তবে রিসালাতের দারিত্ব পালন হইবে না। আলাহ তা'আলা আপনাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন। আরো ইরশাদ করেন عَلَيْكَ أَنْتَ الْقُرْآنَ لِرَأْدِكَ إِلَىٰ مُعَارِئِهِمْ তাবলীগ করিয়াছেন। তিনি অবশ্যই আপনাকে কিয়ামত দিনে কুরআনের তাবলীগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন।

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি তাহাদের সহিত বসুন যাহারা সকালে বিকালে আলাহর যিকির করে তা-ইশরা ইশরাহ-এর উদ্দেশ্য করে তাহার প্রশংসা করে তাসবীহ করে তাহার মহত্ত্ব ঘোষণা করে এবং তাহাদের নিকট প্রার্থনা করে। তাহে তাহারা দরিস হউক কিংবা বনী শক্তিশালী হউক কিংবা দুর্বল।

কহিত আছে, উল্লিখিত আয়াত তখন অবলম্বিত হইয়াছিল যখন মক্কার বনী মোক্কাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিয়াছিল তিনি যেন কেবল তাহাদের সহিত বৈঠক অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের সহিত যেন দুর্বল দরিস সাহাবতে বসিতে না দেন। যেমন, হযরত বিদ্বাল, অখার, সুগাইব, হাক্বাব ও হযরত ইবনে মাসউন (রা) এই সকল সাহাবীদের হইতে যেন তিনি ভিন্ন মজলিস অনুষ্ঠিত করেন। অতঃপর আলাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন, ইরশাদ হইয়াছে :

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

আলাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাহাদের সহিত বসিতে নির্দেশ দিলেন। وَأَصْبِرْ আপনি তাহাদের সহিত নিজেকে আবলম্বিত রাখুন যাহারা স্বীয় পালনকর্তাকে সকালে-বিকালে ডাকে।

ইমাম মুসলিম (র) তাহার সহীহ গ্রন্থে বলেন, আবু নবর ইবনে আবু শায়বাহ (র).... সা'দ ইবনে আবু অঙ্কাস (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা ছয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম তখন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল, আপনি তাহাদিগকে মজলিস হইতে সরাইয়া দিন। তাহারা বের, আমাদের

সহিত বসিবার দুঃসাহস না করে। হযরত না'দ বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আমি, ইবনে মাসউদ, হযাইল গোত্রীয় এক ব্যক্তি বিলাল এবং আরো দুই ব্যক্তি যাহাদের নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি উপস্থিত ছিলাম। আল্লাহ-ই ভাল জানেন, যে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর মনে তখন কি উদয় হইয়াছিল। অতঃপর অবতীর্ণ হল **وَلَا تَطْكُرْ** **الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ** "যেই সকল লোক সকলে বিকালে তাহাদের পালনকর্তাকে ভাকে তাহাদিগকে আপনি বিভাজিত করিবেন না।" রেওয়াজেতেটি কেবল মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর (র)... আবু উমায়্যাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে একবার রাসূলুল্লাহ (সা) একজন ওয়ায়েয ব্যক্তির নিকট গমন করিলেন যে, ওয়ায়েয করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়া সে নীরব হইয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন তুমি ওয়ায়েয করিতে থাক। সূর্যোদয় পর্যন্ত এইখানে বসিয়া থাকা চারটি গোলাম আযাদ করিয়া দেওয়া অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, হাশেম (র)... জনৈক বদরী সাহাবী হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এই ধরনের কোন মজলিসে বসা, চারটি গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয়।

আবু দাউদ তয়ালেসী (র) তাহার মুনাদি গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ (র)... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যাহারা ফজরের পর হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করে তাহাদের সান্নিধ্যে বসা সমস্ত দুনিয়া অপেক্ষা আমার নিকট উত্তম। এবং আসরের পর হইতে মাগরিব পর্যন্ত যিকির করা হযরত ইসমাইল (আ)-এর বংশীয় আটটি গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা অধিক উত্তম, যদিও তাহাদের প্রতিবেশের মূল্য বার হাজার হউক না কেন। রাবী বলেন, আমরা হযরত আনাস (রা)-এর মজলিসে বসিয়া হিসাব করিয়া দেখিলাম আটটি গোলামের মোট মূল্য হইল ছিয়ানব্বই হাজার। কেহ কেহ চারজন গোলামের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু হযরত আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর কসম রাসূলুল্লাহ (সা) আটজন গোলামের কথা বলিয়াছেন যাহাদের প্রতিবেশের মূল্য বার হাজার।

হাফিয় আবু বকর বাযযার (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আহওয়ায়ী (র)... হইতে আবু মুসলিম কুফী হইতে বর্ণিত যে একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন, যে সূরা কাহাফ পাঠ করিতেছিল। সে রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখিয়া নীরব হইয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ বলিলেন, উহা হইল, সেই মজলিস যেখানে আমাকে বসিবার জন্য হুকুম করা হইয়াছে। আবু আহমদ (র)... আবু মুসলিম (র) হইতে মুরসান পদ্ধতিতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইরহুইরা ইবনে মু'আল্লা (র)... আবু মুসলিম আশর হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও হযরত আবু সায়ীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তাহারা বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আগমন করিলেন : তখন একব্যক্তি সূরা হুজ্ব কিংবা সূরা কাহাফ পাঠ করিতেছিল, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়া সে নীরব হইয়া গেল : তখন তিনি বলিলেন, ইহা হইল সেই মজলিস যেখানে আমাকে বসিবার জন্য হুকুম করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে বুকায়র (র)... হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বলেন, "যে সকল লোক আল্লাহর যিকির করিবার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় এবং তাহাদের উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভ করা হয় : তবে আশ্রয় হইতে একজন ঘোষক তাহাদিগকে মোষণা করে তোমরা কমাগ্রাণ্ড হইয়া উঠিয়া যাও। তোমাদের ওনাহসমূহ আদি ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।" হাদীসটি কেবল ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

তবরানী (র) বলেন, ইসরাঈল ইবনে হাসান (র)... আব্দুর রহমান ইবনে সাহল ইবনে হানীফ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল **وَأَمِيرٌ نَّفْسُنَا مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ** "আপনি নিজেকে সেই সকল লোকদের সহিত আবদ্ধ রাখুন, যাহারা সকালে বিকালে তাহাদের পালনকর্তাকে ডাকিতে থাকে" অতঃপর তিনি সেই সকল লোকের খোঁজে বাহির হইলেন। তিনি এমন কিছু লোক দেখিতে পাইলেন যাহারা আল্লাহর যিকির করিতেছিল, তাহাদের মাথার চুল একেমেলা ছিল, তাহাদের শরীরের চামড়া শক্ত হইয়া কঠিন হইয়া এক একটা কাপড় পরিহিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের নিকট বসিয়া পড়িলেন। এবং তিনি বলিলেন, **أَلْحَمُّ لِلَّهِ أَزْيَجُ كَعَل** সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের সহিত আমাকে বসিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন। সন্দেহ হইবে আব্দুর রহমানের উল্লেখ করা হইয়াছে আবু বকর ইবনে আবু দাউদ (র) তাহাকে সাহাবী গণ্য করিয়াছেন। তাহার অধিকা সাহল ইবনে হানীফ (র) একজন প্রবীণ সাহাবী ছিলেন।

আপনার চক্ষু যেন তাহাদিগকে ছাড়িয়া পার্থিব জীবনে সৌন্দর্য লভের উদ্দেশ্যে সীমা অতিক্রম না করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যাহারা আল্লাহর যিকির করে তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাহারা ধন-সম্পদশালী, তাহাদের প্রতি যেন আপনার দৃষ্টি না যায়। **وَلَا تُطِيعْ مَنْ** **وَأَنْ تَطِيعَ مَنْ** আর আপনি তাহার অনুসরণ করিবেন না যাহার অন্তরকে তাহার

পালনকর্তার ইবাদত ও দ্বীন হইতে আমি গাফেল করিয়া দিয়াছি। وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا আর তাহার কর্মকাণ্ড ত্রুটি ও বোকামীতে পরিপূর্ণ। যাহার কাজই হইল সীমা অতিক্রম করা। আপনি তাহার অনুসরণ করিবেন না। তাহার ব্রীতি-নীতি পছন্দ করিবেন না তাহার প্রতি লোভ করিয়া দেখিবেন না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :

وَلَا تَمُنُّنْ عَيْنِيكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

আপনি স্বীয় চক্ষুদ্বয়কে তাহাদিগকে পরীক্ষার জন্য আমার দেওয়া সুখ-শান্তি ও ধন-সম্পদের প্রতি নোভনীয় দৃষ্টিতে বাড়াইবেন না। আপনার পালনকর্তার রিযিক অধিক উত্তম ও স্থায়ী।

(২৭) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ تَمَنَّنَ شَاءَ فُلْيُومِنَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۗ أَحَاظُ بِهِمْ سَرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا
بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝

২৯. বল, সত্য তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত, সুতরাং যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যাহার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক, আমি যালিমদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি অগ্নি যাহার বেষ্টনী উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিবে। উহারা পানীয় চাহিলে উহাদিগকে দেওয়া হইবে গষিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যাহা উহাদিগের মুখমস্তক দহু করিবে, ইহা নিকৃষ্ট পানীয় ও অগ্নি কত নিকৃষ্ট আশ্রয়।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা তাহা নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি মানুষকে এ কথা বলিয়া দিন যে, আমি আল্লাহর পক্ষ হইতে যেই কিতাব ও দ্বীন লইয়া আসিয়াছি উহা মহাসত্য উহার মধ্যে সন্দেহের লোক অরক্ষা নাই। وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ অতঃপর যাহার ইচ্ছা সে যেন বিশ্বাস করে আর যাহার ইচ্ছা সে যেন অবিশ্বাস করে। আল্লাহর পক্ষ হইতে ইহা অতি বড় ধমক। إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ نَارًا আমি যালিমদের জন্য যাহারা আল্লাহ, তাহা রাসূল ও তাহা কিতাবকে অস্বীকার করে আশ্রয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি بِهِمْ সَرَادِقُهَا যাহার বেষ্টনী ও প্রাচীর তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান ইবনে মুসা (র)...হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (র) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন দোযখের চারটি প্রাচীর। প্রত্যেক প্রাচীরের ঘনত্ব চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব। ইমাম তিরমিযী (র) দোযখের বর্ণনায়

হাদীসটি রেওয়াজেও করিয়াছেন এবং ইবনে জরীর (রা) ও অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জুরাইজ (রা) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) أَحَاظُ بِهِمْ سَرَادِقُهَا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, مُرَاتِي দোযখের বেষ্টনী বুঝান হইয়াছে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, হুদাইন ইবনে মসর ও আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ (র) উভয়...ইয়লা ইবনে উমাইয়াহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন سَمُودُ الْبَحْرِ فُرُجَيْتُمْ রাবী বলেন, অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইহা কিরূপে? তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন أَحَاظُ نَارًا وَاللَّهُ لَا يُدْخِلُهَا أَبَدًا أَوْ مَا نَكَتَ حَيْثُ لَا تَمُوتُ بِئْسَ مَا كَانَتْ فِيهَا قَوْلُهُ وَأَنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ هَذَا بَشَرٌ أَفْتَنُونِي فَاصْبِرْ إِنَّ عَذَابَ الْبَاطِلِينَ অতঃপর তিনি বলিলেন إِنَّ هَذَا بَشَرٌ أَفْتَنُونِي অতঃপর আল্লাহর কসম, যতদিন আমি জীবিত থাকিবে আমি কখনও উহাতে প্রবেশ করিব না এবং অত্র এক ছোট পানিও আয়াতে স্পর্শ করিলে না। وَأَنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ هَذَا بَشَرٌ أَفْتَنُونِي فَاصْبِرْ إِنَّ عَذَابَ الْبَاطِلِينَ হযরত ইবনে আব্বাস (র) বলেন, نَارًا মিশ্রিত রক্ত। الْأَمْهَلُ অর্থ গাঢ় পানি যেন তেলে তলানী। মুজাহিদ (র) বলেন, পূজ মিশ্রিত রক্ত। ইবনু কায়স (র) বলেন, الْأَمْهَلُ হইল এমন বস্তু যাহা চরম উত্তপ্ততার পৌছাইয়াছে। অন্যান্য উল্লেখ্যে কিরাম রাখিয়াছেন, পলিত বস্তু। কাভানহ (র) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (র) একবার কিছু গলাইলেন, যখন পানির দ্বার তরল হইল এবং উৎলাইতে লাগিল তখন তিনি বলিলেন, هَذَا أَكْبَبُ بِالْمُهْلِ ইহা হইল মুহলের সহিত অধিক নাদৃশ্য। বাহুহাক (র) বলেন, জাহান্নামের পানি কাল এবং উহার অধিবাসীরাও কাল। উল্লেখিত মন্তগুলি পরস্পর বিদোষী নহে। মুহল, বস্তুটির মধ্যে যাবতীয় দোষ বিদ্যমান, উত্তপ্ত মন্তগুলি পরস্পর বিদোষী নহে। মুহল, বস্তুটির মধ্যে যাবতীয় দোষ বিদ্যমান, উহা দুর্গন্ধময় পাণ্ড ও উত্তপ্ত বস্তু। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে। يُشْوِي الْوُجُوهَ উহা উত্তাপের কারণে মুখমস্তককে জ্বলাইয়া দেয়। অর্থাৎ কফির যখন উহা পান করিবার ইচ্ছা করিয়া মুখের মধ্যে লইবে তখন উহা তাহার মুখ জ্বলাইয়া দিবে। এমন কি মুখের চামড়া বারিরা পড়িবে যেমন হাদীসে বর্ণিত, ইমাম আহমদ (র) স্বীয় সূত্রের سَرَادِقُهَا এর তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, পানির জন্য করিবার পরিবার পর তাহাকে এমন পানি দান করা হইবে যা তেলের তলানীর ন্যায় যখন উহা তাহার নিকটবর্তী করিবে তখন উহার উত্তাপে মুখের চামড়া বড়িয়া পড়িবে। ইমাম তিরমিযী (র) ও দোযখের বর্ণনায় ধারাবাহিকভাবে রিশদীন ইবনে সাদ (র)...দাররাজ (রা) হইতে উক্ত সূত্রে তাহা জানে গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন হাদীসটি শুধু রিশদীন ব্যক্তিই অন্য কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। অথচ, মুহাম্মদগণ তাহার স্বরণ শক্তির সমালোচনা করিয়াছেন। অবশ্য যেমন পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, ইমাম আহমদ (র)...দাররাজ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন! وَاللَّهُ أَعْلَمُ

আব্দুল্লাহ ইবনে সুবারক (র) বলেন বাকীয়াহ ইবনে অলীদ (র)... আবু উমামাহ (রা) হইতে নবী করীম (সা) **وَيُسْقَىٰ مِنْ نَاءٍ صَبِيٍّ يَتَجَرَّعُهُ** এবং তাহাকে পূজা মিশ্রিত পানি পান করিতে দেওয়া হইবে যাহা সে ঢোক ঢোক পান করিবে। এর তাকসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন পূজা মিশ্রিত পানি উহার নিকটবর্তী করা হইলে সে বড় কটে উহা পান করিবে। তাহার নিকটবর্তী করা হইলে তাহার মুখমণ্ডল জানাইয়া দিবে এবং মাথার চামড়া ঝড়িয়া পড়িবে এবং উহা পান করিবার পর তাহার পেটের নাড়ীসমূহকে টুকরা টুকরা করিয়া দিবে। ইরশাদ হইয়াছে,

وَإِنْ سُسْتَفْتِنُوا يُفَاتُوا كَالْمُهْلِ يَشْوِي النُّجُوهَ لِبُئْسَ الشَّرَابُ

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, দোখবাসীরা যখন ক্ষুধার্ত হইবে তখন তাহাদিগকে যাকুম গাছের ফল দেওয়া হইবে এবং তাহারা উহা খাইতে থাকিবে কিন্তু উহাতে তাহাদের মুখের চামড়া খুলিয়া পড়িবে। তাহাদিগকে জানে এমন কেহ তাহাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে তাহাদের খুলিয়া পড়া চামড়ার সাহায্যেই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। অতঃপর তাহারা ভীষণ পিপাসিত হইবে এবং পানির জন্য স্বকাতরে আর্তনাদ করিবে তখন তাহাদিগকে গলিত তামার ন্যায় পানি দান করা হইবে যাহা অত্যধিক উত্তপ্ত হইবে উহা তাহাদের মুখের নিকটবর্তী করা হইলে উহার উত্তাপে মুখের মাংস গলিয়া পড়িবে। একারণে আব্দুল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন **وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا** অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে **فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ** তাহাদিগকে উত্তপ্ত পানি পান করিতে দেওয়া হইবে ফলে উহা তাহাদের নাড়ীসমূহকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে **تُسْقَىٰ** উত্তপ্ত ও ফুটন্ত ঝর্ণা হইতে তাহাদিগকে পানি পান করিতে দেওয়া হইবে। **وَسَاءَ لِمَنْ تَرَفَّقَ** আর তাহাদের আশ্রয়স্থল তাহাদের ঘর তাহাদের আরামগাহ বড়ই নিকট হইবে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে **أَنْهَا سَاءَ لِمَنْ تَرَفَّقَ** উহা বড়ই নিকট আশ্রয়স্থল ও কঠিন স্থান (ফুরকান-৬৬)।

(৩০) إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَعَمَلٌ الصِّدْقُ إِذَا لَا نُضِيمَ أَجْرٌ مِنْ أَحْسَنِ عَمَلَةٍ

(৩১) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مَرْتَفَعَاتُهُمْ

৩০. যাহারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাহাদিগকে পুরস্কৃত করি এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাহাদের শ্রমফল নষ্ট করি না।

৩১. উহাদিগের জন্য আছে স্বাহী জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে উহাদিগকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হইবে, উহারা পরিধান করিবে সুন্দর ও পুরা রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাগীন হইবে সজ্জিত আসনে, কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল।

তাকসীরঃ আব্দুল্লাহ তা'আলা অন্তঃ লোকদের আলোচনা করিবার পর সৎলোকদের আলোচনা করিয়াছেন যাহারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনিয়াছে রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে তাহাদের জন্য রাখিয়াছে চির অবস্থানের বাগানসমূহ **وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا** যাহার ইস্তরাত ও হরসমূহের নীচ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে যেমন ফিরজাউন বলিয়াছিল **وَيَحَلُّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ أَوْسَاطٍ مِنْ أَرْزَاقٍ** এবং তথায় তাহাদিগকে স্বর্ণের কংকন পরিধান করান হইবে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে **وَأَنْهَا سَاءَ لِمَنْ تَرَفَّقَ** যাহারা তাহাদের আসনসমূহে হিলান দিয়া উপবিষ্ট হইবে। **شَاءَ** শব্দটির অর্থ কি, কেহ বলেন ইহার অর্থ, শয়ান করা, কেহ বলেন, চরজানু হইয়া বসা। এবং এই অর্থই এখানে অধিক সমীচীন। হাদীস শরীফে বর্ণিত **أَنَا أَتَانَا أَكَلُ مَكَا** আমি ভো চরজানু হইয়া দসিয়া অহার করি না। অবশ্য এই হাদীসের দুইটি অর্থ হইতে পারে। **أَرْزَاقٍ** শব্দটি এর ঘূ বচন, অর্থ পালংক **وَاللَّهِ أَعْلَمُ**

অর্থাৎ বেহেশত তাহাদের আমলসমূহের কি চমৎকার বিনিময় এবং আরাম করিবার কতই উত্তম ঘর; যেমন দোখবাসীদের সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে **وَسَاءَ لِمَنْ تَرَفَّقَ** কত নিকট পানীয় এর কতইনা জঘনা আরাম করিবার স্থান। সূরা ফুরকান এর মধ্যে বেহেশতবাসী ও দোখবাসীদের মধ্যে তুলনা করা হইয়াছে **أَنْهَا سَاءَ لِمَنْ تَرَفَّقَ** আশ্রয়স্থল ও ঘর হিসাবে উহা বড়ই জঘনা অতঃপর বেহেশতবাসীদের সম্পর্কে এরশাদ হইয়াছে, **أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مَرْتَفَعَاتُهُمْ وَمَقَامَاتُهُمْ**

তাহাদের ধৈর্যের বিনিময়ে তাহাদিগকে বেহেশতের বালাখানা দান করা হইবে এবং সেখানে সালাম ও খোশআমদেদ বলিয়া তাহাদিগকে সম্বর্ধনা জানান হইবে। তাহারা চিরকাল সেখানে বসবাস করিবে। তাহাদের আশ্রয়স্থল ও বাসস্থান বড়ই চমৎকার।

(২২) وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ
أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝

(২৩) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، وَفَجَّرْنَا
خِلْفَهَا نَهْرًا ۝

(২৪) وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا
وَأَعَزُّ نَفْرًا ۝

(২৫) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ
أَبَدًا ۝

(২৬) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ
خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝

৩২. তুমি উহাদিগের নিকট পেশ কর একটি উপমা, দুই ব্যক্তির উপমা; উহাদিগের একজনকে আমি দিয়াছিলাম দুইটি দ্রাক্ষা উদ্যান এবং এই দুইটিকে আমি বর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলাম ও এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করিয়াছিলাম শস্যক্ষেত্র।

৩৩. উভয় উদ্যানই ফসদান করিত এবং ইহাতে কোন ক্রটি করিত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করিয়াছিলাম নহর।

৩৪. এবং তাহার প্রচুর ধন-সম্পদে ছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তাহার বন্ধুকে বলিল, ধন-সম্পদ আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী।

৩৫. এইভাবে নিজের প্রতি যুলুম করিয়া সে তাহার উদ্যানে প্রবেশ করিল, সে বলিল আমি মনে করি না যে ইহা কখনও ধ্বংস হইয়া যাইবে;

৩৬. আমি মন করি না যে কিয়ামত হইবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে আমি তো নিশ্চয়-ই ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাইব।

তাকসীর : আল্লাহ তাআলা পূর্বে নৃশরিক ও অহংকারীদের আমোচনা করিয়াছেন বাহুরা গরীব মুসলমানদের সহিত বসিতে চূর্ণা করিত এবং স্বীয় ধন-সম্পদ ও দংশীয় আভিজাত্যের দাগটি দেখাইত। অতঃপর আল্লাহ তাআলা উভয় শ্রেণীর লোকদিগকে দুই ব্যক্তির সহিত উপমিত করিয়াছেন। বাহাদের একজনের দুইটি আঙ্গুরের বাগান ছিল এবং উহা খেজুর বৃক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। উভয় বাগানের মাঝে অন্যতর শস্যাদি উৎপন্ন হইত এবং বাগানের গাছপালার নিয়মিত ফল ধরিত এবং ক্রমীতে নিয়মিত ফসল উৎপন্ন হইত। ইরশাদ হইয়াছে كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا এবং একটুও কর্ম করিত না। নিরমিত ফল দান করিত। لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا এবং একটুও কর্ম করিত না। উভয় বাগানের মাঝে আমি একাধিক নহর প্রবাহিত করিয়াছিলাম وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا এবং উভয় বাগানের মাঝে আমি একাধিক নহর প্রবাহিত করিয়াছিলাম وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ অর্থ এখানে মাল, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) যুজাহিদ ও কাভালাহ (র) হইতে ইহা বর্ণিত। আবার কেহ কেহ বলেন, ثَمَرٌ আঙ্গুর (রা) যুজাহিদ ও কাভালাহ (র) হইতে ইহা বর্ণিত। আবার কেহ কেহ বলেন, ثَمَرٌ শস্যাদি বহু বচনের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং ইহাই সঠিক প্রকাশ্য। এই কথায় সমর্থন পাওয়া যায় ثَمَرٌ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ক্রিয়াতের মাধ্যমে। ثَمَرٌ শব্দটি এর বহু বচন। যেমন خَشْبَةٌ - خَشْبَةٌ এর বহুবচন। এখানে আরো একটি ক্রিয়াত আছে তাহা হইল ثَمَرٌ কে ধর ও مِيمٌ কে পেশসহ পড়া অর্থাৎ ثَمَرٌ।

মোটকথা বাগান দুইটির মালিক তাহার সংগীকে বিতর্ক প্রসঙ্গে বড়ই অহংকার ও গর্বের সহিত বলিল, أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفْرًا অর্থাৎ আমার তো ধন ও জনশক্তি তোমার চেহিতে অনেক বেশি আমার চাকর কর্মচারী ও সওদাগ-সত্ত্বতির সংখ্যা অধিক। হযরত কাভালাহ (র) বলেন, একজন পাপীর আশা ইহাই হইয়া থাকে যে, দুনিয়ার তাহার ধন-জন অধিক হউক وَدَخَلَ جَنَّتَهُ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ সে স্বীয় সত্ত্বার প্রতি যুলুম করিয়া তাহার বাগানে প্রবেশ করিল অর্থাৎ কুমার অহংকার করিয়া এবং আখিরাতকে অবিশ্বাস করিয়া বড় দণ্ডের সহিত তাহার বাগানে প্রবেশ করিয়া সে বলিল وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً আমি তো ধারণা করি না যে আমার এই ধন কখনও ধ্বংস হইবে। আর তাহার এইরূপ বলার কারণ ছিল ইহা যে বাগানে নানা প্রকার ফলমূল ও গাছপালা চতুর্দিকে প্রবাহিত নহরসমূহ দেখিয়া সে ধোকা খাইয়াছিল এবং ধারণা করিয়াছিল যে উহা কখনও ধ্বংস হইবে না। বিলুপ্ত হইবে না। আর এই ধারণার কারণ ছিল, তাহার জ্ঞান বুদ্ধির অভাব। আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস দুনিয়ায় ও উহার সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ এবং আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস এই কারণে সে বলিল وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً আমি ধারণা করি না যে, কিয়ামত, কায়ম হইবে। وَإِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا আর যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হইলে তবে সেখানেও আমি দুনিয়া অপেক্ষা অধিক উত্তম বস্তু পাইব। বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট আমার একটি বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে নচেৎ

৪১. অথবা উহার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইবে এবং ভূমি কখনও উহার সম্ভাল লাভে সক্ষম হইবে না।

তাফসীর : ধনী কক্ষিকাকে তাহার মু'মিন সংগী যেই জবাব দান করিয়াছিল, সেই নসীহাত করিয়াছিল এবং কুফর ও অহংকার পরিভ্যাগ করিবার জন্য যেই বমক দিয়াছিল আল্লাহ তাআলা এই খানে উহাই উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহার মু'মিন সঙ্গী তাহাকে বলিল, তুমি সেই আল্লাহর প্রতি কুফর করিতেছ যিনি তোমাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অবশ্যই তা'আলা যে সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই আদম (আ) কে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর হযরত আদম (আ) এর বংশধরকে নিকৃষ্ট পানি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন বাহারা এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে তাহাদের প্রতি ইহা একটি কَيْفٌ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ হুমক। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে তাহাদের নিয়ামতসমূহকে অস্বীকার কর অথচ তোমরা তোমরা কিভাবে আল্লাহর সন্তা ও তাঁহার নিয়ামতসমূহকে অস্বীকার কর অথচ তোমরা তো ছিলে মৃত অতঃপর তিনিই তোমাদিগকে জীবিত করিয়াছেন (বাক্বারা-২৮)। প্রত্যেকেই ইহা জানে যে সে পূর্বে ছিল না পরে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে এবং ইহাও জানে যে, সে নিজেই স্বীয় অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে নাই এবং না অন্য কোন মখলুম যে, সে নিজেই স্বীয় অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে নাই এবং না অন্য কোন মখলুম তাহাকে অস্তিত্ব দান করিয়াছে। অতএব বুঝা গেল যে আল্লাহ-ই তাহার সৃষ্টিকর্তা যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং অন্যান্য যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তাও তিনিই। ঐ কারণে মু'মিন ব্যক্তি বলিল, لَكِنَّا هَوَالَهُ رَبِّي কিছু আমি তো এই বিশ্বাস করি যে সেই আল্লাহ-ই আমার প্রতিপালক। তাহার রুবিবিয়াত ও একত্ববাদকে আমি বিশ্বাস করি না। وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا এবং আমার প্রতিপালকের সহিত আমি কাহাকেও শরীক করি না। وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرْنِ أَنَا أَقْلٌ। অর্থাৎ যদি তুমি আমার ধন ও জন কম দেখ তবে যখন তুমি তোমার বাগানে গিয়া উহার পাছপানা ও ফল ফলদি দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিলে তখন তুমি আল্লাহর দেওয়া এই নিয়ামতের শোকর করিলে না কেন এবং কেনই বা এই কথা বলিলে না যে আল্লাহ যাহা চাহেন দান করেন এবং আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন ক্ষমতা নাই। পূর্ববর্তী কোন কোন মণিষী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন ভাল অবস্থাটি দেখে কিংবা ধন-জনে আনন্দ লাভ করে তবে সে যেন مَآءٌ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ দেখে কিংবা ধন-জনে আনন্দ লাভ করে তবে সে যেন مَآءٌ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ বলে। ইহা আলোচ্য আয়াত হইতে পৃথিত। এই সম্পর্কে এক হাদীসও বর্ণিত আছে। হামিদ আবু ইয়াল মুসেলী (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, জাররাহ ইবনে মুখাল্লাদ (র)... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে নিয়ামত দান করেন, চাহে উহা স্ত্রী হউক কিংবা ধন-জন হউক অতঃপর যদি مَآءٌ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ বলে তবে উহাতে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন বিপদ দেখিবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত দ্বারা

তিনি আমাকে দুনিয়ায় এর অধিক ধন-সম্পদ দান করিতেন না। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করা হয় তবে তাহার নিকট আমার জন্য উত্তম বস্তুই রহিয়াছে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَا أُؤْتُونَ لَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ আপনি তাহাকে কি দেখিয়াছেন, যে আমার আয়াতকে তা অস্বীকার করে অথচ, সে এই কথা বলে যে, আমাকে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই মাল ও সম্ভান দান করা হইবে (মারিয়ম-৭৭)। উল্লেখিত আয়াতটি আস ইবনে ওয়ায়েল সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিল যাহার বিস্তারিত আলোচনা আপন স্থানেই হইবে ইনশাআল্লাহ।

(২৭) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ۝

(২৮) لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝

(২৯) وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۝ إِنَّ تَرْنِ أَنَا أَقْلٌ ۝

(৪০) فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حَسْبَاتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيُصْرِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۝

(৪১) أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَهُمَا عُورًا فَلَنْ نَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝

৩৭. তদুত্তরে তাহার বন্ধু তাহাকে বলিল, তুমি কি তাহাকে অস্বীকার করিতেছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যুকাল পরে শত্রু হইতে এবং তাহার পর পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন মনুষ্য আকৃতিতে?

৩৮. কিন্তু আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করি না।

৩৯. তুমি যখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করিলে তখন কেন বলিলে না, আল্লাহ যাহা চাহেন তাহাই হয়, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নাই, তুমি যদি ধনে ও সম্ভানে আমাকে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে কর।

৪০. তবে হয়ত আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ হইতে নির্ধারিত বিপর্যয় প্রেরণ করিবেন, যাহার ফলে উহা উদ্ভিদ শূন্য মৃত্যুকাল পরিণত হইবে;

ইহা প্রমাণ করিতেন **وَلَوْلَا إِذْ نَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** হাফিয আবুল ফতাহ আযদী ইসা ইবন আওন বলেন, আব্দুল মালিক ইবন যুরারাহ এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসটি বিস্তৃত নহে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে জা'ফার (র)...হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত নবী করীম (সা) বলেন **إِنَّمَا كُنْتُ عَلَى كَثْرٍ مِّنْ كَثُورِ الْجَنَّةِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** আমি কি বেহেশতের একটি ধন ভান্ডারের কথা তোমাদিগকে বলিব না? উহা হইল, 'লা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ্।' হযরত আবু মুসা (রা) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি বেহেশতের একটি ধন-ভান্ডারের কথা তোমাদিগকে বলিয়া দিব না? উহা হইল 'লা-হাওলা অলা কুওয়াতা ইলা বিল্লাহ্।' ইমাম আহমদ বলেন, বুকাইর ইবন ইসা (র)...হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলিলেন, হে আবু হুরায়রা! আমি কি তোমাকে বেহেশতের একটি ধন-ভান্ডারের খোজ দিব না? যাহা আকাশের নীচে অবস্থিত তিনি বলিলেন আপনার উপর আমার আকরা আশা উৎসর্গ বলুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন উহা হইল **لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** রাবী আবু বরায় বলেন, আমার ধারণা আমার ইবনে মায়মূন (র) ইহা বলিয়াছে **فَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَسْلَمْتُ عَبْدِي وَأَسْتَسْلِمُ** তখন আল্লাহ বলেন আমার বান্দা আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছে এবং আমার উপর সর্পদ করিয়াছে। আবু বলখ (র) বলেন, আমার ইবন মায়মূন হযরত আবু হুরায়রা (রা) কে জিজ্ঞাসা করিলেন **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** পড়িতে হইবে। তিনি বলিলেন না। পড়িতে হইবে উহা যাহা সূরা কাহাফ এর মধ্যে বিদ্যমান অর্থাৎ **مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ**

আমি আশা করি পরকালে আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করিবেন **وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ** এবং যেই বাগান সম্পর্কে তোমার ধারণা যে উহা কখনও ধ্বংস হইবে না উহাতে আসমান হইতে আশন প্রেরণ করিবেন। ইবনে আব্বাস (র) যাহহাক, কা'আদাহ এবং যুহরী (র) হইতে মালেক (র) বর্ণনা করেন **حُسْبَانًا** অর্থ আযাব। কিন্তু প্রকাশ্য ইহাই যে, আসমান হইতে প্রবল বর্ষণ হইবে যাহা ক্ষেতের গাছপালা ও ফসলাদী সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া দিবে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে **فَنُصِبِجُ** ফলে উহা সম্পূর্ণ পরিষ্কার পিচ্ছিল ময়দানে পরিণত হইবে। যেইখানে পা স্থির থাকিতে পারে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এমন ময়দানে পরিণত হইবে যেইখানে কখনও কিছু উৎপন্ন হয় না। **فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بَهْجَةً يَخْتَضِعُونَ لِحِطَّةِ رَبِّهِمْ** কিংবা যদি উহার পানি যমীনের তলদেশে গিয়া যমীনে গুচ্ছ হইয়া যায়। **عُرْوٌ** শব্দটি মাসদার **عُرْوٌ** এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। **عُرْوٌ** - **عُرْوٌ** এর বিপরীত শব্দ **عُرْوٌ** অর্থ যমীনের উপরে প্রবাহমান। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে **قُلْ أَرَأَيْتُمْ أَنْ أَنْصِبِجُ مَاءً فَمَا عُرْوًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ**

আপনি বলুন যদি উহার পানি যমীনের তলদেশে গিয়া যমীনে গুচ্ছ হইয়া যায় তবে কে প্রবাহিত পানি তোমাদিগকে আনিয়া দিবে? আর এখানে ইরশাদ হইয়াছে **أَوْ يُصْبِحُ مَاءً غُورًا فَلَنْ نَسْطِيعَ لَهُ طَلِبًا** কিংবা যদি উহার পানি গুচ্ছ হইয়া যায় তবে উহা গুঞ্জিয়া বাহির করিতে আপনি কখনও সক্ষম হইবে না। **عُرْوٌ** শব্দটি মাসদার ইহা **عُرْوٌ** এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এবং এইরূপ ব্যবহার অধিক সুবালগ্য হয়। যেমন কবি কবিতায়ও এই ব্যবহার বিদ্যমান।

نَظَرَ حَيَاتِهِ نُوحًا عَلَيْهِ - تَعَذُّرُهُ أَعْيَبَهَا صَفُورًا

উক্ত কবিতায় **نُوحًا** শব্দটি মাসদার কিন্তু ইহা **نَائِحَاتٍ** এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৪২) **وَ أُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا**

(৪৩) **وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا**

(৪৪) **هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَ خَيْرٌ عُقْبًا**

৪২. তাহার ফল-সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হইয়া গেল এবং সে উহাতে যাহা ব্যয় করিয়াছিল তাহার জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিল যখন উহা মাচানসহ ভূমিস্যাৎ হইয়া গেল। সে বলিতে লাগিল, হায় আমি যদি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের শরীক না করিতাম।

৪৩. এবং আল্লাহ ব্যতীত তাহাকে সাহায্য করিবার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হইল না।

৪৪. এই ক্ষেত্রে সাহায্য করিবার অধিকার আল্লাহরই, যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পহিলাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

তাকসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন **وَ أُحِيطَ بِثَمَرِهِ** এবং তাহার গাছের ফল ফলাদি ও ধন-সম্পদ বিপন্ন মসীবতে বেষ্টিত হইল, ও ধ্বংস হইল। অর্থাৎ কাফির ব্যক্তির মু'মিন সঙ্গী তাহাকে তাহার বাগানের উপর যেই বিপদ ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল তাহাই উহার উপর পতিত হইল। এই বাগানই তাহাকে আল্লাহ হইতে

الرِّيحُ অতঃপর শুধু হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে যাহা ডানে বামে বাতাসে উড়িয়া লইয়াছে।

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا আর আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর উপর শক্তিমান। তিনি শ্যামল সবুজও করিতে পারেন আবার উহা শুষ্ক করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বিলুপ্তও করিতে সক্ষম। আল্লাহ তা'আলা পার্থিব জীবনকে এই উপমা দ্বারা বহু স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন যেমন সূরা ইউনুসে ইরশাদ হইয়াছে اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ পার্থিব জীবনের উপমা সেই পানির মত যাহা আমি আসমান হইতে অবতীর্ণ করিয়াছি অতঃপর উহার সহমিশ্রনে নানা প্রকার লতা-পাতা নির্গত হইয়া যাহা মানুষ আহাৰ করে এবং জীব-জন্তুও ভক্ষণ করে। সূরা যুমায়ে ইরশাদ হইয়াছে مَنْ اَنْزَلَ مِنَ اللّٰهِ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرَجُ بِهِ زُرْعًا خَلْتَلِفًا اَلْوَانُهُ كِي تَرَ مِنْهَا نَخِيلًا وَعِنَابًا طَائِفًا مِّنْهَا يَمْرُوقًا وَغَيْرَ ذَلِكَ لَا تُنْبِتُ الْاَرْضُ اِلَّا بِرَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّهَا وَلَئِن لَّا رَحْمَةٌ لِّمَن اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّا يَنزِلُ اِلَّا فِي قَدَرٍ مَّعْدُودٍ আশ্রিত হইতে পানি অবতীর্ণ করেন অতঃপর উহা যমীনের বিভিন্ন বর্ণসমূহে প্রবাহিত করেন অতঃপর উহার সাহায্যে নানা রসের ফসল উৎপন্ন করেন। সূরা হাদীদে ইরশাদ হইয়াছে :

اعْلَمُوا اَنَّهَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا الْعَلْبُورِيَّةُ وَتَفَاخُرَبَيْنِكُمْ وَتَكَاُفُرِي فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفٰرَ رَبٰتَةً

জানিয়া রাখুন। পার্থিব জীবন শুধু খেলাধুলা সাজসজ্জা, পারস্পরিক অহংকার এবং ধন-সম্পদ সন্তান-সন্তুতির বেলায় পারস্পরিক একে অন্যের মোকাবিলায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা বৈ-কিছুই নহে। ইহা ঠিক সেই মেঘমালার মত যাহা দ্বারা উৎপাদিত লতা-পাতা কৃষকদের মনে আনন্দ সঞ্চারিত করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত দুনিয়া নবুজ সুমিষ্ট।

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا অতঃপর শুধু হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে যাহা ডানে বামে বাতাসে উড়িয়া লইয়াছে।

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا অতঃপর শুধু হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে যাহা ডানে বামে বাতাসে উড়িয়া লইয়াছে।

তোমার প্রতিপালকের নিকট স্থায়ী সংকরমসমূহ পুরস্কার প্রাপ্তি ও আশা সফল হওয়ার জন্য উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সাঈদ ইবনে জুবাইর এবং পূর্ববর্তী বহু উলামায়ে কিরামের মতে وَالْبَاقِيَاتُ وَالْبَاقِيَاتُ দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ফের সালতে উদ্দেশ্য। আতা ইবনে আবু রবাহ ও সাঈদ জুবাইর (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন وَالْبَاقِيَاتُ দ্বারা সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আকব্বার বুঝান হইয়াছে।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা) কে একবার জিজ্ঞাসা করা হইল وَالْبَاقِيَاتُ দ্বারা কি বুঝানো হইয়াছে। তিনি বলিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকব্বার অল-হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়ীল আয়ীম।

ইমাম আহমদ (র) বলিলেন, আবু অশ্বুর রহমান (র)...হযরত উসমান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হারেস হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন হযরত উসমান (রা) বসিয়াছিলেন আমারও তাহার নিকট বসিয়া পড়িলাম। অতঃপর মু'আযযিন আসিলেন, অতঃপর তিনি অজু পানি চাহিলেন আমার ধারণা উহা এক মুদ পানি হইবে। তিনি অজু করিলেন এবং অজু শেষে বলিলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে এইরূপ অজু করিতে দেখিয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি আমার এই অজুর মত অজু করিয়া যোহরের সালাত পড়িবে ফজর হইতে যোহর পর্যন্ত তাহার সকল গুনাহ ক্ষমা করা হইবে। অতঃপর আসরের সালাত পড়িবে যোহর ও আসরের মাঝের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর সে মাগরিবের সালাত পড়িলে আসর ও মাগরিবের মাঝে সংঘটিত গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর সে ইশার সালাত পড়িলে তাহার মাগরিব ও ইশার মাঝের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর সে হযরত নিন্দা যাইবে এবং নিন্দা হইতে জগত হইয়া অজু করিয়া ফজরের সালাত পড়িলে ফজর ও ইশার মাঝে সংঘটিত গুনাহ ক্ষমা করা হইবে। ইহাই হইল কুরআনে উল্লেখিত সেই হাসানাত ও নেক কার্যসমূহ যাহা গুনাহসমূহকে মিটাইয়া দেয়। তাহার বলিলেন, ইহা ভো হইল হাসানাত কিন্তু وَالْبَاقِيَاتُ দ্বারা কি বুঝান হইয়াছে। হযরত উসমান (রা) বলিলেন, উহা হইল

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا جَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

হাদীসটি কেবল ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মালেক (র)... সাঈদ ইবন মুসাইযোব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন وَالْبَاقِيَاتُ হইল

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ উমারাহ হইতে বর্ণনা করেন, ইবনে মুসাইয়েব আমার
 নিকট الْمَالِحَاتُ الْبَائِقَاتُ তিনি বলেন সায়ীদ কি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি
 বলিলাম সালাত ও সওম। তিনি বলিলেন, তোমার উত্তর ঠিক নহে। আমি বলিলাম
 যাকাত ও হজ্জ। তিনি বলিলেন ঠিক নহে বরং উহা হইল, পাঁচটি কালেমা اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উসমান (র) নাফে ইবনে সারজাস
 হইতে বর্ণিত তিনি হযরত ইবনে ওমর (র) কে الْمَالِحَاتُ الْمَالِحَاتُ সম্পর্কে
 জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা দ্বারা কি বুঝান হইয়াছে, তিনি বলিলেন, سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আতা ইবনে আবু রবাহও
 অনুরূপ বলিয়াছেন। মুজাহিদ বলেন, الْمَالِحَاتُ হইল, সুবহানারাহ
 আলহামদুলিল্লাহ অ-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আলাহ আকবর। আব্দুর রায়যাক বলেন,
 আমার, হাসান ও কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন الْمَالِحَاتُ হইল
 اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ ইবনে জরীর (র) বলেন,
 আমার কিতাবের মধ্যে আমি পাইয়াছি হসান ইবনে সব্বাহ আল বায্বার (র)....
 হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন,
 সুবহানারাহ আলহামদুলিল্লাহ অ-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আলাহ আকবর হইল বাকিয়াতুস
 সালিহাত ও স্থায়ী সৎকার্যসমূহ। ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, ইউনুস (র)....
 হযরত আবু সায়ীদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (র) ইরশাদ করিয়াছেন
 الْمَالِحَاتُ الْمَالِحَاتُ مِنْ الْبَائِقَاتِ الْمَالِحَاتُ তোমরা বাকিয়াতুস সালিহাত (স্থায়ী
 সৎকার্যসমূহ) অধিক পরিমাণ কর। জিজ্ঞাসা করা হইল উহা কি? ইয়া রাসূলুল্লাহ।
 তিনি বলিলেন উহা হইল 'মিল্লাত' জিজ্ঞাসা করা হইল, 'মিল্লাত' কি? তিনি বলিলেন
 اللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 আলাহ আকবর বলা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা ও নাহাওলা অলা-সুবহানারাহ বলা ও
 আলহামদুলিল্লাহ কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলা।

ওহব (র) বলেন, যে আবু সখর (র) বলেন, সালেম ইবনে আব্দুল্লাহর আযাদ কৃত
 গোলাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, একবার সালেম (র) আমাকে মুহাম্মদ
 ইবনে কা'ব কুরায়ী (র)-এর নিকট এক প্রয়োজনে প্রেরণ করিলেন তিনি আমাকে
 বলিলেন, তুমি সালেমকে গিয়া বল, তিনি যেন আমার সহিত অযুক কবরের এক পাশে
 সাক্ষাৎ করেন। তাহার সহিত আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। রাবী বলেন, অতঃপর
 তাহার পরস্পর সাক্ষাৎ করিলেন এবং একজন অপরজনে সালাম করিলেন। সালেম

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি الْمَالِحَاتُ الْمَالِحَاتُ বলিতে কি বুঝেন? তিনি
 বলিলেন لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 জিজ্ঞাসা করিলেন, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ কে আপনি কখন হইতে ইহার অন্তর্ভুক্ত
 করিলেন? তিনি বলিলেন, আমি তো সর্বদাই ইহাকে الْمَالِحَاتُ الْمَالِحَاتُ এর
 অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। অতঃপর দুই কিংবা তিনবার এইরূপ প্রশ্ন উত্তর হইতে লাগিল
 অবশেষে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরায়ী বলিলেন, আচ্ছা, আপনি ইহা অস্বীকার
 করিতেছেন, তিনি বলিলেন, হাঁ অস্বীকার করিতেছি। তখন তিনি বলিলেন, আবু
 আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, যে রাসূলুল্লাহ (সা) কে আমি বলিতে শুনিয়াছি
 "আমাকে অসম্মানে আরোহণ করান হইলে আমি হযরত ইবরাহীম (আ) কে দেখিতে
 পাইলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল, আপনার সাথে এই ব্যক্তিকে? তিনি
 বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) তিনি আমাকে খাগত জানাইলেন এবং আফলাহু সাহলানু বলিয়া
 সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি আপনার উশ্বতকে
 বেশি করিয়া বেহেশতের চারা লাগাইতে হুকুম করুন। উহার মাটি পবিত্র এবং যমীন
 প্রশস্ত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বেহেশতের চারা কি? তিনি বলিলেন, না হাওলা অলা
 কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

ইমাম আহমদ (র)....আলে নু'মান বংশের জনৈক আনসারী হইতে বর্ণিত তিনি
 বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট আগমন করিলেন, আমরা তখন
 ইশার সালাতের পর মসজিদে বসিয়াছিলাম। তিনি অসম্মানের দিকে চক্ষু উঠাইলেন
 অতঃপর নামাইলেন আমরা ধারণা করিলাম হযরতঃ অহী অধতীর্ণ হইয়াছে অনন্তর তিনি
 বলিলেন, তোমরা মনে রাখিবে; আমার পর অনেক আর্মীর এমন হইবে, মাহারা মিথ্যা
 বলিবে এবং যুলুম করিবে যেই ব্যক্তি তাহাদের মিথ্যাকে বিশ্বাস করিবে এবং তাহাদের
 যুলুমের ব্যাপারে তাহাদের পক্ষপাতিত্ব করিবে সে আমার নহে এবং আমিও তাহার
 নহে। আর যেই ব্যক্তি তাহার মিথ্যাকে বিশ্বাস করিবে না এবং তাহার যুলুমের ব্যাপারে
 তাহার পক্ষপাতিত্ব করিবে না। সে আমার এবং আমিও তাহার। মনে রাখিও
 الْمَالِحَاتُ الْمَالِحَاتُ হইল سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ (র)....রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদ কৃত
 গোলাম আবু সালাম হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন
 ওয়াহ! ওয়াহ!! পাঁচটি কালেমা মীযানে কতইনা ভারী; লাইলাহা ইল্লাল্লাহ;
 সুবহানারাহ; আলহামদুলিল্লাহ এবং যেই সৎ সন্তান ইত্তেকাল করিবার পর তাহার
 পিতা পুরস্কারের আশায় দৈর্ঘ্য ধারণ করে। তিনি আরো বলেন, ওয়াহ! ওয়াহ!! পাঁচটি
 বিষয় এমন যে, যেই ব্যক্তি উহার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করিবে সে বেহেশতে
 প্রবেশ করিবে। আল্লাহর প্রতি পরকালের প্রতি বেহেশতের প্রতি, দোযখের প্রতি সূভ্যার
 পর পুনর্জীবনের প্রতি এবং হিসাব নিকাশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, রাওহ (র)...হাসান ইবনে আতিয়াহ হইতে বর্ণিত যে, শাম্মাদ ইবনে আওস এক সফরে ছিলেন তিনি এক মনমিলে অবতীর্ণ হইয়া তাহার গোলামকে বলিলেন একটি ছুরি আন, আমরা খেলিব। আমি তাহার এই কথার প্রতিবাদ করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর এই একটি কথা ব্যাতিত আমি এমন কোন কথা বলি নাই যাহা আমার মুখকে বন্ধ করিতে পারে। তোমরা আমার এই কথাটি ভুলিয়া যাও এবং এখন যাহা বলি উহা মনে রাখিও। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি “যখন মানুষ স্বর্ণ-রূপা জমা করিতে মগ্ন হইবে তখন তোমরা এই কালেমাগুলি জমা করিবে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّيِّبَاتِ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةِ عَلَى الرَّشِيدِ وَأَسْأَلُكَ
مُكْرَمَاتِكَ وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا
وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ
عَلَمُ الْغُيُوبِ

হে আল্লাহ! আপনার নিকট আমি স্থায়ী কর্মে দৃঢ়তা সটিক পথে দৃঢ় প্রত্যয় প্রার্থনা করিতেছি; আপনার নিয়ামতের শোকর করিবার তাওফিক প্রার্থনা করিতেছি আপনার উত্তম ইবাদত করিবার তাওফীক প্রার্থনা করিতেছি। আপনার নিকট নিরাপদ অন্তর প্রার্থনা করিতেছি সত্য কথা বলিবার তাওফীক প্রার্থনা করিতেছি। যেই সকল কল্যাণ আপনি জানেন আমি উহা প্রার্থনা করিতেছি। যেই সকল অকল্যাণকর বিষয় আপনার জ্ঞানা আছে আমি উহার অনিষ্টতা হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ আমি ঐ সকল গুনাহ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি যাহা আপনার জানা আছে। আপনি তো সকল গায়েব ও অনূশ্য বস্তুকে জানেন।

ইমাম নাসায়ী (র) অপর এক সূত্রে শাম্মাদ হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবরানী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে না-জীয়াহ (র)...সাদ ইবনে জুনাদাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, তায়েফ খানীদের মধ্য হইতে সর্ব প্রথম আমি নবী করীম (সা) এর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলাম; আমি আমার বাড়ী হইতে ভেরেই রঙনা হইয়াছি এবং আসরের সময় মীনার উপস্থিত হইলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলাম তখন তিনি আমাকে **أَكْتُ** এবং **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ** এই দুইটি সূরা শিক্ষা দিলেন এবং **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ** এই কালেমাগুলি শিক্ষা দিয়া বলেন **الْمَالِحَاتُ** ইহা হইল স্থায়ী সৎকর্মসমূহ।

এই সূত্রেই বর্ণিত যেই ব্যক্তি রাতে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া অজু করিবে কুলী করিবে এবং একশতবার সুবহানাল্লাহ একশতবার আলহামদুলিল্লাহ ও একশতবার

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িবে তাহার সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে কিন্তু রক্তপাতের গুনাহ ক্ষমা করা হইবে না। আলী ইবনে তালহা (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত **الْمَالِحَاتُ** (স্থায়ী সৎ কার্যাবলী) হইল আল্লাহর যিকির অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আকবার সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অ-তাবারাকাল্লাহ ল-হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিলাহ। আসতাগফিরুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলা রাসূলিল্লাহ: এই কালেমাঃসমূহ ব্যতীত সালাত, সাওম, হজ্জ, খরকাহ, সদকা, দাস মুক্ত করা, জিহাদ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সকল সৎকর্ম। এই সকল আমলসমূহ হইল এমন যাহার সওয়াব ও পুরস্কার বেহেশতবাসীগণ চিরকাল লাভ করিতে থাকিবে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, **الْمَالِحَاتُ** হইল উত্তম কথা। আব্দুর রহমান ইবনে মায়দ ইবনে আসলাম (র) বলেন, সমস্ত নেক ও সৎকার্যসমূহ **الْمَالِحَاتُ** এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা ইবনে জরীর (র) এই মত পোষণ করিয়াছেন।

(৪৭) وَيَوْمَ نُسِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۗ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ
تُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝

(৪৮) وَعَرِضْنَا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَاءَ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝

(৪৯) وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ۖ مِمَّا فِيهِ وَلَا يَقُولُونَ
إِلَّا أَحْصَاهَا ۖ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

৪৭. স্মরণ কর, সেই দিন আমি পর্বতকে করিব সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখিবে উন্মুক্ত প্রান্তর, সেদিন তাহাদের সকলকে আমি একত্র করিব এবং উহাদিগের কাহাকেও অব্যাহতি দিব না,

৪৮. এবং উহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হইবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হইবে তোমাদিগকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলাম সেইভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, অথচ তোমরা মনে করিতে যে, তোমাদিগের অন্য প্রতিশ্রুতিক্ষণ আমি উপস্থিত করিব না?

৪৯. এবং উপস্থিত করা হইবে আমলনামা এবং উহাতে যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহার কারণে তুমি অপরাধিগণকে দেখিবে আতঙ্কিত এবং উহারা বলিবে হায়

দুর্ভাগ্য আমাদিগের! ইহা কেমন গ্রহ উহা তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না, বরং উহা সমস্ত হিসাব রাশিয়াছে। উহারা উহাদিগের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাইবে, তোমার প্রতিপালক কাহারও প্রতি যুলুম করেন না।

তাফসীর : উপরোল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে **يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ** ইহা যেই দিন আসমান বিদীর্ণ হইবে এবং পর্বতমালা উড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ পর্বতমালা উহার স্থান হইতে হটিয়া যাইবে। ইরশাদ হইয়াছে **وَتَرَى الْجِبَالَ كَأَنَّهَا كَلْهَافٌ يُرْمَى مِن سَوْدٍ** আপনি পর্বতমালাকে তো স্থির দেখেন অথচ কিয়ামতের পূর্বে উহা মেঘামালার ন্যায় চলিতে থাকেবে। ইরশাদ হইয়াছে **وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ** পর্বতমালা ধূনা তুল্য মত হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا**

তাহারা আপনার নিকট পর্বতমালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে : আপনি বলিয়া দিন আমার পালনকর্তা উহাকে স্বীয় স্থান হইতে হটাইয়া দিবেন অতঃপর পরিষ্কার নমতল ভূমিতে পরিণত করিবেন। যেখানে কোন উচ্চ নীচ দেখিতে পাইবেন না। সেখানে কোন উপত্যকা দেখিবেন না কোন পাহাড় পর্বতও দেখিবেন না। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে **وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً** আপনি পৃথিবীকে উন্মুক্ত দেখিবেন উহাতে কোন প্রকার চিহ্ন থাকিবে না বাড়ীঘর থাকিবে না যেইখানে আশ্রয় নিতে পারে। সমস্ত মাখলুক তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত থাকিবে। কোন বস্তু তাহার নিকট হইতে গোপন থাকিবে না। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, **وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً** অর্থ হইল, কোন পাথর থাকিবে না আর কোন আবরণও থাকিবে না। কাতাদাহ (র) বলেন, যেখানে কোন গাছপালা থাকিবে না আর কোন ঘর বাড়ীও থাকিবে না।

আর **وَحَشْرُنَاكُمْ** ফলম গণনা করিব এবং ছোট বড় কাহাকেও বাদ দিব না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে **قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ** আপনি বলিয়া দিন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত করা হইবে সেই সমস্ত লোক একত্রিত করা হইবে এবং সেই দিন সকলেই উপস্থিত হইবে। **وَعَرْضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ نَسْفًا** এবং

তাহাদিগকে আপনার প্রতিপালকের নিকট সারিবদ্ধভাবে একত্রিত করা হইবে। এখান এই অর্থাৎ হইতে পারে, সমস্ত মাখলুক সেইদিন এক সারিতে আল্লাহর সম্মুখে হাযির হইবে। ইরশাদ হইয়াছে **يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ** "যেই দিন রুহ ও ফিরিশতাগণ এক সারিতে দাঁড়াইয়া যাইবে। রহমান যাহাকে অনুমতি দান করিবেন সে ব্যক্তিই আর কেহ কথা বলতে পারিবে না।" তবে এমনও হইতে পারে যে, সমস্ত মাখলুক একাধিক সারিতে সারিবদ্ধ হইবে যেমন ইরশাদ হইয়াছে **وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا** আপনার প্রভুও আগমন করিবেন এবং ফিরিশতা সারিসারি আগমন করিবে।

তোমরা আমার নিকট ঠিক সেই অবস্থায় আসিয়াছ যেমন আমি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছি। আল্লাহ তা'আলা সকল মাখলুকের সম্মুখে পরকাল অস্বীকারকারী কাফিরদিগকে এইভাবে ধমক দিবেন। এই কারণে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন। **بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّنْ جُعَلَ لَكُمْ مَرْعِدًا** তোমরা ধারণাই করিয়াছিলে যে আমি তোমাদিগের জন্য একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করিব না এবং কিয়মতও সংঘটিত হইবে না।

কিয়ামত দিবসে প্রত্যেকের সম্মুখে তাহার অমলনামা রাখা হইবে যাহার মধ্যে তাহার ছোট বড় সর্ব প্রকার আমল লিপিবদ্ধ থাকিবে **فَتَرَى الَّذِينَ كَانُوا تُحَدِّثُونَ غِيَابَهُمْ أَن سَطِطُوا فِي الْكِبْرِيِّ** তখন আপনি অপরাধীদিগকে উহার মধ্যের অন্যান্য কার্যাবলীর কারণে ভীত সন্ত্রস্ত দেখিবেন **يَا لَيْتَنَّا بَالِغِينَ** আর তাহারা বলিবে, **مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ** আমাদের জীবনে যে অপকর্ম করিয়াছি উহার উপর অনুতাপ **صَوْبِرَةً وَلَا كِبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا** এই আমল নামার কি হইল যে ইহাতে ছোট বড় কোন গুনাহ-ই বাদ পড়ে নাই সকল আমল-ই ইহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইমাম তবরানী (র) তাহার পূর্ববর্তী সূত্রে হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হুনাইন যুদ্ধ হইতে অবসর হইলেন তখন আমরা একটি শূন্য ময়দানে অবতীর্ণ হইলাম। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমরা যে যাহা কিছু পাও এখানে জমা কর, লাকড়ি হউক কিংবা ঘাস হউক কিংবা লতাপাতা সবই এখানে একত্রিত কর। রাবী বলেন, আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই এক বিরাট বোঝা একত্রিত করিলাম। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমরা কি ইহা দেখিতেছ? যেমন তোমরা ইহা জমা করিয়াছ অনুন্নপভাবে গুনাহও একত্রিত হইয়া দেয় হইয়া যায়। অতএব প্রত্যেকেই যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং ছোট বড় কোন গুনাহ-ই যেন কেহ না করে। কারণ, সকল গুনাহ লিপিবদ্ধ হয়। **وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا** আর তাহার দুনিয়ায় যেই ভাল মন্দ আমল করিয়াছিল সকলই সেইখানে উপস্থিত পাইবে যেমন ইরশাদ হইয়াছে **يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا**

যেই দিন প্রত্যেকেই তাহার সৎকর্ম উপস্থিত পাইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে **يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَ يُؤْمَدُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ** সেই দিন মানুষকে তাহার সকল আমল সম্পর্কে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা সে পূর্বে করিয়াছে এবং পরে করিয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে **يَوْمَ تُبْلَى السُّرُورُ** যেই দিন সকল গোপন বস্তুর প্রকাশ ঘটবে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবুল আলীদ (র)...হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বলেন **يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْرِفُ بِهِ** প্রত্যেক বিশ্বাস-ঘাতকের জন্য কিয়ামত দিবসে একটি করিয়া ঋতা হইবে যাহা দ্বারা তাহাদিগকে চিনা যাইবে। ইমাম বুখারী ও মুসলীম (র) হাদীসটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অপর এক রেওয়াজে বর্ণিত

يَرْفَعُ لِكُلِّ غَائِرٍ لَوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ أَسْتِهِ بِقَدْرِ عَدْوَتِهِ يُقَالُ فُذِرَ فُذْرَةً
فَلَنْ بِنِ فُلَانٍ

কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক বিশ্বাস-ঘাতকের জন্য তাহার বিশ্বাস-ঘাতকতার পরিমাণ উঁচু এক একটি ঋতা তাহার উরুর নিকট বুলন্দ করা হইবে এবং বলা হইবে ইহা হইল অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাস-ঘাতকতা **أَخْرَأَ** আপনার প্রভু কাহারও প্রতি অবিচার করিবেন না। ধরং তিনি অনেককেই ক্ষমা করিয়া দিবেন, অনুগ্রহ করিবেন। স্বীয় কুদরত ও ইনসাফের ভিত্তিতে যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করিবেন। কফির ও গুনাহগারদের দ্বারা তিনি দোষ পূর্ণ করিবেন। অতঃপর মুমিন গুনাহগারদিকে তিনি মুক্তি দান করিবেন এবং কফিরদিগকে তিনি চির জাহান্নামী করিবেন। তিনি কাহারও প্রতি যুলুম ও অবিচার করিবেন না। ইরশাদ হইয়াছে **أَنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ** আল্লাহ তা'আলা বিদু পরিমাণ কাহারও প্রতি অবিচার করিবেন না। যদি কাহারও কোন নেকী ও ভাল কাজ থাকে তবে তিনি উহাকে আরো বৃদ্ধি করিবেন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে **وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ** আমি কিয়ামত দিবসে ইনসাফের মীযান কায়েম করিব অতএব কাহারও প্রতি একটুও অবিচার করা হইবে না। (আখিয়া-৪৭) এই সম্পর্কিত আরো বহু আয়াত পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র)...জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট জনৈক রাবী হইতে একটি হাদীস পৌছিয়াছে যিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে উহা শ্রবণ করিয়াছেন। অতঃপর আমি একটি উট ক্রয় করিয়াছিলামি অতঃপর উহার উপর আমি হাওদা বাধিয়া সোয়ার হইলাম এবং দীর্ঘ এক মাস সফর করিয়া 'শাম' দেশে তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিতে পাইলাম, তিনি হইলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস। আমি দরবানকে বলিলাম, তুমি গিয়া তাহাকে বল, জাবির আপনার সাক্ষাতের জন্য দরজায় অপেক্ষা করিতেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে

উনাইস (রা) বলিলেন, ইবনে আব্দুল্লাহ? আমি বলিলাম, হাঁ অতঃপর তিনি কাপড় পেচাইতে পেচাইতে বাহির হইলেন এবং আমাকে গলায় লাগাইলেন আমি ও তাহার গলায় জড়াইয়া ধরলাম। অতঃপর আমি বলিলাম, আপনার পক্ষ হইতে আমার নিকট একটি হাদীস পৌছাইয়াছে যাহা আপনি প্রতিশোধ লওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আমার আশংকা হইতেছিল যে আপনার নিকট হইতে হাদীসটি শ্রবণ করিবার পূর্বে হয় আমি নয় আপনি ইন্তেকাল করিবেন। এই কারণেই আমি দ্রুত সফর করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে গনিয়াছি তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জমা করিবেন কিংবা তিনি বলিয়াছেন, বান্দাদিগকে একত্রিত করিবেন উলম্ব খতনা বাতিল ও অসহায়বস্থায়। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে এমন স্বরে ডাকিবেন যাহা নিকটবর্তী লোকেরা যেমন গনিতে পাইবে দূরবর্তী লোকেরাও তদ্রূপ গনিতে পাইবে; তিনি বলিলেন, আমি সম্রাট এবং আমি বিনিময় দানকারী। কোন জাহান্নামী ততক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করিতে পারিবে না যাবৎ না আমি বেহেশতবাসী হইতে তাহার হক আদায় করিয়া দিব। আর কোন বেহেশতবাসীও ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না যাবৎ না আমি তাহার হক দোষবাসী হইতে আদায় করিয়া দিব। আমরা বলিলাম, আমরা তো সেইদন আল্লাহর দরবারে খালী পা উলম্ব শরীর ও খতনা বিহীন অসহায়বস্থায় উপস্থিত হইব এমতাবস্থায় আমাদের হক কিভাবে আদায় করা হইবে? তিনি বলিলেন হাঁ এই অবস্থায়-ই প্রত্যেকের নাম ও অন্যান্যের হক আদায় করা হইবে। হযরত শু'বা (র) উসমান ইবনে আফফান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, **يَوْمَ الْقِيَامَةِ** শিংশিহীন ছাগল কিয়ামত দিবসে শিংশিশিষ্ট ছাগল হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যান্য সূত্রেও হাদীসটির সমর্থনে আরো হাদীস বর্ণিত আছে। **وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا** এর এবং **أَمْثَلَكُمْ مَا قَرَّبْتُمْ إِلَى كِتَابِ رَبِّكُمْ** **ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ يَحْشُرُونَ** এর তাফসীর প্রসঙ্গে আমরা অন্যান্য সমর্থনকারী হাদীস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

(৫০) **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ**

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝

৫০. এবং স্মরণ কর, আমি যখন ফিরিশতাদিগকে বলিয়াছিলাম, আদমের প্রতি সিজদা কর তখন সকলেই সিজদা করিল ইবলীস ব্যতীত; সে জ্বিনদিগের একজন, যে তাহার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল, তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে উহাকে এবং উহার বংশধরকে অভিজাবরূপে গ্রহণ করিতেছ? উহারাজে তোমাদিগের শত্রু। যালিমদের এই বিনিময় কত নিকৃষ্ট।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলায় মানবজাতিকে সতর্ক করিয়া বলেন, ইবলীস তোমাদের শত্রু বরং তোমাদের আদী পিতা আদম (আ)-এরও শত্রু। এবং যে ব্যক্তি পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা আল্লাহর অনুগত্য বাদ দিয়া সেই পরম শত্রু ইবলীসের অনুকরণ করে তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে আল্লাহ তাহাকে ধমক দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে **وَلَقَدْ عَلَّمْنَا لِمَلَائِكَةِ** যখন আমি সমস্ত ফিরিশতাদিগকে হুকুম করিলাম **اسْجُدُوا لِآدَمَ** তোমরা আদম (আ) সম্মানের সিজদা কর। যেন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে **وَلَقَدْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْجُدِ لَهُ** যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশতাদিগকে বলিলেন আমি পাচা কর্দম হইতে তৈয়ারী শুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিব যখন আমি উহাকে পূর্ণাঙ্গ করিব এবং উহাতে আমার রহ ফুকিব তখন তোমরা তাহার সম্মুখে সিজদায় অবনত হইবে। **قوله فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ** অতঃপর সকলেই সিজদা করিল কিন্তু ইবলীস করিল না। সে জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহার মূল ছিল ঝারাপ। সেছিল আগুনের তৈয়ারী সুতরাং অহংকার করিয়া সে সিজদা করিতে বিরত থাকিল। অপরপক্ষে ফিরিশতারা ছিল নূর দ্বারা সৃষ্ট যেমন মুসলিম শরীফ হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন **خَلَقْتُ الْمَلَائِكَةَ مِنْ نُّورٍ وَخَلَقْتُ إِبْلِيسَ مِنْ مَّارِجٍ مِّمَّنْ نَّارِ الْخ** ফিরিশতারা সৃষ্ট হইয়াছে নূর দ্বারা এবং ইবলীসকে সৃষ্টি করা হইয়াছে ফুলকী বিশিষ্ট আগুন দ্বারা এবং আদম (আ) কে যাহা দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে উহা বর্ণনা করা হইয়াছে + এই কথা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক বস্তু তাহার মূলে ফিরিয়া আসে এবং পাত্রে যাহা থাকে উপড় করিলে উহাই নির্গত হয়। যদিও ইবলীস ফিরিশতাদের মত আমল করিতেছিল তাহাদের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল এবং আত্মার ইবাদতে নিমগ্ন ছিল এই কারণেই ফিরিশতাদের সহিত তাহাকেও সিজদা করবার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু আল্লাহর হুকুম অমান্য করিয়া সে তাহার আসল রূপ প্রকাশ করিল। এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, মূলত ইবলীস জ্বিন ছিল এবং তাহাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছিল। **إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ** আমি তো তাহার তুলনায় উত্তম আমাকে আপনি আগুন দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মাটি দ্বারা। অতএব আমি কেন তাহাকে সিজদা করিব?

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, ইবলীস কখনও ফিরিশতা ছিল না। সে ছিল আদী জ্বিন যেমন হযরত আদম (আ) ছিলেন আদী মানব। ইবনে জরীর (র) বিস্তৃত সূত্রে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাকে (র) হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ইবলীস ফিরিশতাদের এক শ্রেণীভুক্ত ছিল যাহাকে জ্বিন বলা হইত। যাহাদিগকে অতি উত্তম আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ইবলীসের নাম ছিল হারিস। বেহেশতের দরবানদের একজন ছিল। ফিরিশতাদিগকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহারা ফিরিশতাদের উল্লেখিত শ্রেণী হইতে পৃথক ছিল। পবিত্র কুরআনে অন্যত্র যেই সকল জ্বিনদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদিগকে আগুনের ফুলকী দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে।

যাহাকে (র) হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে আরো বর্ণনা করেন ইবলীস সম্মানিত ফিরিশতা ও ভদ্র বংশীয় ছিল। সে বেহেশত সমূহের দারোগা ছিল। আসমান ও দুনিয়ার সাম্রাজ্য তাহারই ছিল। এবং এই কারণে তাহার মনে অহংকার সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ জানিত না এবং আল্লাহ সিজদার হুকুমের মাধ্যমে তাহার সেই অহংকার প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। **فَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ** অতঃপর সে অহংকার করিয়া পরিষ্কার অস্বীকার করিয়া ছিল এবং ফিরিশদের অন্তর্ভুক্ত হইল। হযরত ইবনে আক্বাস (রা) বলেন, **كَانَ مِنَ الْجِنِّ** এর অর্থ হইল সে জান্নাতসমূহের দারোগা ও প্রহরী ছিল। যেমন বলা হইয়া তাঁকে **مَكِّي كَوْفِي** মক্কার অধিবাসী **مَدِينِي** মদীনার অধিবাসী **بَصْرِي** বসরার অধিবাসী **كُوفِي** কুফার অধিবাসী। ইবনে জুরাইজ (র) ও হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ইবলীস বেহেশতের প্রহরী ছিল এবং প্রথম আসমানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাহারই ছিল। ইবনে জরীর (র) বলেন, আ'মাশ (র)... হযরত সায়ীদ ইবন জুবাইর হইতে বর্ণিত যে, ইবলীস প্রথম আসমানের সরদার ছিল। ইবনে ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করেন ইবলীস, গুনাহ করিবার পূর্বে ফিরিশতা ছিল, তাহার নাম ছিল আযাযীল। পৃথিবীতে বসবাস করিত। ফিরিশতাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশি ইলমের অধিকারী ছিল এবং ইবাদত বন্দেগীর ব্যাপারে ফিরিশতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি চেষ্টা সাধনা করিত। তাহার গোত্রের নাম ছিল জ্বিন।

ইবনে জুরাইজ (রা) বলেন, তাওআমার আযাদকৃত গোলাম সালেহ ও শরীক ইবন আবু নাসির উভয় কিংবা তাহাদের একজন হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ফিরিশতাদের মধ্যে একটি গোত্র ছিল যাহাকে জ্বিন বলা হইত। ইবলীস ছিল সেই গোত্রভুক্ত। আসমান ও যমীনে তাহার ষাভায়াত ছিল। সে আল্লাহর আফরমানী করিলে আল্লাহ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন অতএব তিনি তাহাকে বিভাজিত শয়তান বানাইয়াছিলেন এবং সে অভিশপ্ত হইল। অহংকারের কারণে কেহ

ওনাহ করিলে তাহার তওবার আশা করা যায় না। অবশ্য অহংকার ব্যতীত অন্য কোন ওনাহ হইলে তাহার তওবা হইতে নিরাশ হওয়াও উচিত নহে। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, ইবলীস বেহেশতের মনো কাজ কর্ম করিত। পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম হইতে এই ধরনের আরো অনেক রেওয়াজে বর্ণিত আছে। কিন্তু ইহার অধিকাংশ ইসরাঈলী রেওয়াজে। ইহার কিছু রেওয়াজে এমনও আছে যাহা আমাদের নিকট যে নিশ্চিত সত্য রহিয়াছে উহার বিরোধী হওয়ার কারণে নিশ্চিত মিথ্যা। কুরআনের সঠিক তথ্য থাকা অবস্থায় ঐ সকল ইসরাঈলী রেওয়াজের আমাদের কোন প্রয়োজনও নাই। বিশেষতঃ উহার মনো যখন বহু পরিবর্তন পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আহলে কির্ভাবরা বহু কিছু নিজেরা গড়িয়াছে। তাহাদের মনো এমন দোকও ছিল না যাহারা এই সকল পরিবর্তন পরিবর্তন ও মনগড়া বিখ্যাসমূহ হইতে সত্য উদঘাটন করিয়া মিথ্যাকে বিলুপ্ত করিতে পারিত। অথচ, আল্লাহ এই উম্মতের মধ্যে এমন আরোহা, উলামা, লোককার মহাপণ্ডিত নৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা সত্য মিথ্যাকে পরখ করিতে সক্ষম। যাহারা হাদীসসমূহ সংকলন করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে সযীহ, হাসান, হযীফ, মুদকার, মওযু, মাদ্কুক ইত্যাদী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আর যাহারা মিথ্যা হাদীস পড়িয়াছে। যাহারা মিথ্যা কথা বলিত ও অপরিচিত ছিল তাহাদের পরিচয় দান করিয়া তাহাদিগের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন যেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস সংরক্ষিত থাকে বাতিল হইতে উহা পৃথক থাকে এবং কেহ যেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে কোন মিথ্যাকে প্রচলিত করিতে এবং বাতিলকে হকের সহিত মিলাইয়া দিতে না পারে। আল্লাহ তা'আলা সেই সকল মহতি ব্যক্তিদের প্রতি সন্তুষ্ট হউন এবং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করুন। আর কিরদাউন নামক বেহেশতে তাহাদিগকে আশ্রয় দান করুন। তাহারা অবশ্যই এই মর্খাদার অধিকারী।

فَسَقُ عَنْ أَمْرِ رَبِّي ۖ অতঃপর ইবলীস তাহার প্রতিপালকের আদেশ আমান্য করিল। তাহার অনুগত হইতে বাহির হইল। الْفَيْسُقُ শব্দের অর্থ হইল, বাহির হওয়া। বলা হইল। فَسَقَ النَّارَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ۖ অতঃপর ইবলীস তাহার তওবার গর্ত হইতে অনিষ্ট করিবার জন্য বাহির হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ধমক দিয়া বলেন, أَفَتُخَذُّونَهَا آلِيَاءَ مِنْ دُونِي ۚ তোমরা আমার পরিবর্তে মনবজাতির এবং পরম শত্রু ইবলীসকেই ঈশ্বররূপে গ্রহণ করিবে? وَالْمَأْتَلُ أَلِيٌّ وَالْبَشْرُ ابْنٌ لِلْبَشْرِ ۚ যালিমদের জন্য এই বদল অত্যধিক জঘন্য। এই মাকামটি ঠিক অল্প হেমন সূরা ইয়াসীনে কিয়ামতের ভয়ানক অবস্থা এবং সং ও অনশদের অশুভ পরিণতির কথা উল্লেখ করিয়া ইরশাদ হইয়াছে وَأَمَّا نَارُ الْيَوْمِ أَنبَأَ الْمُجْرِمُونَ ۚ هَـ ۖ অপরবীণা। আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও....

(৫১) مَا أَشْهَدُ لَهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مَسْخُودًا ۖ

مَا كُنْتُ مَسْخُودًا ۖ

৫১. আকাশ মন্ডলীর ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি উহাদিগকে ডাকি নাই। এবং উহাদিগের সৃজনকালেও নহে, আমি বিভ্রান্তকারীদিগের সাহায্য গ্রহণ করিবার নহি।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন এই মুশরিকরা আমাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে বহু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহারা তো তোমাদের মতই তাহারাও কোন সাহায্য করিতে সক্ষম নহে। আমি যখন আসমান যমীন সৃষ্টি করিয়াছি তখন তাহাদিগকে উহাতে শরীক করি নাই বরং তখনতো তাহাদের অস্তিত্বই ছিল না। আল্লাহ ইরশাদ করেন সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিবার বেলায় উহা নির্ধারণ ও পরিচালনা করিবার বেলায় আমার সহিত কেহ শরীক নাই। আমার কোন সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতাও নাই। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مَشْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍَ وَعَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَاهِرٍ وَلَا نَفْعٍ الشَّفَاعَةَ عِنْدَ الْأَلِيمِ ۚ

আপনি বলিয়া দিন আল্লাহ ব্যতীত যাহাদিগকে তোমরা উপাস্য মনে করিতেছ তাহাদিগকে ডাকিয়া দেখ তাহারা তো আসমান যমীনের কোন কিছুই কর্তৃত্বের অধিকারী নহে উহাতে তাহাদের কোনই অংশিদারী নাই। তাহাদের কেহ আল্লাহ সাহায্যকারীও নহে। আল্লাহর নিকট কাহারও কোন সুপারিশও গৃহিত হইবে না। অবশ্য যাহাকে তিনি সুপারিশের অনুমতি দান করিবেন (সাবা-২২-২৩)। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَمَا كُنْتُ مَسْخُودًا الْمُضِلِّينَ عَصُودًا ۖ আর আমি তো বিভ্রান্তকারীদিগকে সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করি না। মালেক (র) বলেন, عَصُودًا অর্থ সাহায্যকারী।

(৫২) وَيَوْمَ يَقُولُ تَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَذَعَوْهُمْ

فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۖ

(৫৩) وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا

عِنْدَهَا مَصْرَفًا ۖ

৫২. এবং সেই দিনের কথা শ্রবণ কর, যেদিন তিনি বলিবেন তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক মনে করিতে তাহাদিগকে আহ্বান কর। উহারা তখন তাহাদিগকে আহ্বান করিবে, কিন্তু তাহারা উহাদিগের আহ্বানে সাড়া দিবে না। এবং উহাদিগের উভয়ের মধ্যস্থলে রাখিয়া দিব এক ধ্বংস গহ্বর।

৫৩. অপরাধীরা আতন দেখিয়া সুখিবে যে উহারা তথায় পতিত হইতেছে এবং উহারা উহা হইতে কোন পরিভ্রাণ স্থল পাইবে না।

তাকসীর ৪ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মখলুকের সম্মুখে মুশরিকদিগকে লজ্জিত করিবার জন্য বলিবেন
 نَابُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
 তোমরা দুনিয়ায় যাহাদিগকে আমার শরীক মনে করিতে আজ তোমরা উহাদিগকে ডাকিয়া দেখ। তাহারা তোমাদিগকে শাস্তি হইতে মুক্তি দিতে পারে কিন্ন, যেমন ইরশাদ হইয়াছে

لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
 وَمَا نُرِيْ مَعَكُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ
 وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

তোমরা আমার নিকট একা একাই আসিয়াছ যেমন আমি তোমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং দুনিয়ায় যাহা কিছু তোমাদিগকে আমি দান করিয়াছিলাম উহা সবই তোমরা পিছাতে রাখিয়া আসিয়াছ। আর তোমাদের সহিত সেই সকল শরীকদিগকেও দেখিতেছি না যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহর শরীক মনে করিতে। তোমাদের পারস্পরিক সেই সম্পর্ক ছিল হইয়া গিয়াছে এবং তোমাদের ধারণা বাতিল প্রমাণিত হইয়াছে।

অতঃপর তাহারা তাহাদিগকে ডাকিবে কিছু তাহারা তাহাদের ডাকে সাড়া দিবে না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে
 وَقِيلَ ادْعُوا
 তাহাদিগকে বল! হইবে তোমরা তোমাদের শরীকদিগকে ডাক। তাহারা ডাকিবে, কিন্তু তাহারা কোন জবাব দিবে না। ইরশাদ হইয়াছে
 وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ لِيَسْتَجِيبَ لَهُ
 সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ওমরাহ আর কে আছে যে আল্লাহকে বাদ দিয়া তাহাকে ডাকে যে তাহার ডাকে সাড়া দেয় না। ইরশাদ হইয়াছে
 وَأَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلْبَابًا لِيُكْفَرُوا
 আল্লাহ ব্যতীত তাহারা বহু উপাস্য স্থির করিয়াছে যেন তাহারা উহাদের দ্বারা সম্মান লাভ করিতে পারে। কিন্তু
 كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ حَيْدًا
 এইরূপ কখনও হইবে না। তাহারা তাহাদের উপাসনাকে অস্বীকার করিবে এবং তাহাদের বিরোধী হইয়া যাইবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কাতাদাহ (র) এবং আরে অনেক বলিয়াছেন
 مَوْبِقًا অর্থ শত্রুতা অগ্রগণ্যে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, এখানে তাহাদের উপাস্য ও তাহাদের মাঝে ধ্বংসের গহ্বর করিয়া দিব। কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে ওমর বিকালী আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন
 مَوْبِقٌ একটি গভীর

উপত্যকা হইবে যাহা সং লোক ও অসৎ কাফিরদিগকে পৃথক করিয়া রাখিবে। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, ইহা জাহান্নামের একটি উপত্যকা। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে হিনান কাযযায়... হযরত জানাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মَوْبِقٌ এর মধ্যে হইল জাহান্নামের মধ্যে রক্ত ও পূজের এক উপত্যকা। হাসান বসরী (র) বলেন, مَوْبِقٌ অর্থ শত্রুতা অগ্রগণ্যে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, এখানে مَوْبِقٌ অর্থ ধ্বংসের স্থান। অবশ্য জাহান্নামের উপত্যকা ও অন্যান্য অর্থও হইতে পারে। এ আয়াতের মর্ম হইল, মুশরিক এবং তাহাদের উপাস্যদের মধ্যে সাক্ষাতের কোন উপায় থাকিবে না। উভয়দনকে কিয়ামত দিবসে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে। উভয়ের মাঝে এক বিরাট ধ্বংস গহ্বর থাকিবে। যদি مَوْبِقٌ এর مَوْبِقٌ মুমিন ও কাফির হয় তবে অর্থ হইবে আমি মুমিন ও কাফিরদের মধ্যে ধ্বংস গহ্বর করিয়া দিব। যেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে মখলুক ও অসৎ কাফিরদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে। এই ক্ষেত্রে আয়াতের মর্ম এই আয়াতের মর্মের অনুরূপ হইবে। ইরশাদ হইয়াছে
 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
 সেই কিয়ামত কারেম হইবে সেই দিন তাহারা পৃথক হইয়া যাইবে। আরো ইরশাদ হইয়া
 يَوْمَئِذٍ يُصْعَقُونَ
 সেই দিন তাহারা পৃথক হইয়া যাইবে। ইরশাদ হইয়াছে
 وَأَمْسَرُوا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ
 হে অপরাধীরা আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও। ইরশাদ হইয়াছে

وَيَوْمَ نُحْشِرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كُنْتُمْ أَشْرَكَكُمْ
 فَزَيَّلْنَا بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كَانُوا يَفْرُقُونَ

আর সেইদিন আমি তাহাদিগকে একত্রিত করিব এবং মুশরিকদিগকে বলিব, তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করিবে অতঃপর তাহাদের মধ্যে আমি বিরোধ সৃষ্টি করিয়া দিব। এবং যাহা কিছু তাহারা গড়িয়া লইয়াছিল উহার সব কিছু উনাও হইয়া যাইবে।
 قَوْلُهُ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا
 যখন জাহান্নামকে সমস্ত হাজার ফিরিশতা সমস্ত হাজার লেগাম দ্বারা টানিয়া আনিবে এবং অপরাধীরা উহা দেখিতে পাইবে তখন তাহারা ধারণা করিবে যে, তাহারা উহাতে পতিত হইবে। এবং উহাতে পতিত হইবার এই দৃষ্টিভঙ্গি হইবে একটি অধিকতর নগদ শাস্তি। কিন্তু
 لَمْ يَجِنُوا عَنْهَا مَصْرُفًا
 উহা হইতে রক্ষা পাইবার তাহাদের কোন উপায় থাকিবে না।

ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র)... আবু সায়ীদ (র) হইতে বর্ণিত যে তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কাফির যখন জাহান্নাম দেখিবে, তখন সে উহা দেখিয়া ধারণা করিবে যে যেন উহাতে পতিত হইবে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি সে চারশত বৎসর কাটাইবে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র)... আবু সায়ীদ (রা)

৫৫. যখন উহাদিগের নিকট পথ-নির্দেশ আসে তখন মানুষকে ইমান আনা এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হইতে বিরত রাখে কেবল ইহা যে, তাহাদের নিকট পূর্ববর্তীদের বেলায় অনুসৃত রীতি আসুক অথবা আসুক তাহাদের নিকট সরাসরি আযাব।

৫৬. আমি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রাসূলগণকে পাঠাইয়া থাকি, কিন্তু কাফিরগণ মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে উহা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যদ্বারা উহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে সেই সমস্তকে উহারা বিদ্রোহের বিদ্যারণ্যে গ্রহণ করিয়া থাকে।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাফিদের অহংকার ও তাহাদের সত্যকে অস্বীকার করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ, তাহারা স্পষ্ট দলীল প্রমাণসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে সত্যকে অনুসরণ করিতে তাহাদিগকে কোন বস্তু বাধা দিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তাহাদের নিকট যেই শাস্তির ওয়াদা করা হইয়াছিল তাহারা উহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল এবং সত্যের অনুসরণ করিতে কেবল ইহাই তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহারা স্বীয় নবীকে বলিয়াছিল **إِنَّا سَأَلْنَا عَلَىٰ مَا كُنَّا مِنَ السَّمَاءِ** যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে আসমানের টুকরা আমাদের উপর ফেলিয়া দাও। অন্যরা বলিয়াছিল **إِنَّا كُنَّا مِنَ الصَّادِقِينَ** যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে আমাদের প্রতি আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ কর। কুরাইশরা নবী করীম (সা) কে বলিয়াছিল

إِنَّا كُنَّا مِنَ الصَّادِقِينَ **إِنَّا كُنَّا مِنَ الصَّادِقِينَ** **إِنَّا كُنَّا مِنَ الصَّادِقِينَ** **إِنَّا كُنَّا مِنَ الصَّادِقِينَ** **إِنَّا كُنَّا مِنَ الصَّادِقِينَ**

হে আল্লাহ ইহা যদি সত্য হয় তবে আমাদের অস্বীকৃতির কারণে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন কিংবা কোন কঠিন শাস্তি প্রদান করুন।

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْكَ الذِّكْرُ أَتَاكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكِ إِنَّا كُنَّا مِنَ الصَّادِقِينَ

তাহারা বলিল, হে ব্যক্তি! যাহার উপর যিকির অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তুমি অবশ্যই পাগল। যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে কেন আমাদের নিকট কিরিশতাদিগকে উপস্থিত কর না। আরো অনেক আয়াত এমন আছে যাহার দ্বারা বুঝা যায় যে কাফিররা আল্লাহ পক্ষ হইতে শাস্তি আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন **إِنَّا كُنَّا مِنَ الصَّادِقِينَ** অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে যেই আযাবের অপেক্ষায় রহিয়াছে তাহাদিগকে উহা বেষ্ঠ

হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : কাফিরকে পঞ্চাশ হাজার বৎসর খাড়া করিয়া রাখা হইবে যেন সে দশিয়ায় কোন আমল-ই করেন নাই। কিন্তু যখন সে জাহান্নামকে দেখিবে, তখন সে মনে করিবে যে সে উহাতে পতিত হইবে এবং এই মুষ্টিভঙ্গি-ই সে চতুর্দশ বৎসর কাটাউবে।

(৫৪) **وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَكَانَ**

الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ۝

৫৪. আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপকার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সব বিবরণসমূহকে স্পষ্টভাবে খুলিয়া খুলিয়া বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা সত্য হইতে ভ্রষ্ট না হয় এবং হেদায়েতের পথ হইতে বিচ্যুত না হয়। অথচ, তাহারা এই স্পষ্ট বর্ণনা এবং হুকম ও বাতিলকে পৃথক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও অধিক তর্কবাজী করে। অধিক ঝগড়া করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে হেলায়েত দান করিয়াছেন এবং সত্য পথ দেখাইয়াছেন তাহারা ওমরাহ হর না এবং বিতর্কেও অবতীর্ণ হয় না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবুল ইয়ামান শু'আইব, সুহরী আলী ইবন হুসাইন, হযরত আলী ইবন আবু তালের (রা) হইতে বর্ণিত যে একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এক রাতে তাহার ও ফাতেমা (রা)-এর নিকট আগমন করিলেন অতঃপর তিনি বলিলেন, **إِنِّي لَأَتَمُّنُ بِأَنَّ** তোমরা মুমাইয়া অ'ই সলাত পড়িতেছ না? তখন আমি বলিলাম, আমিদের প্রাণ আল্লাহর হাতে তিনি বখন আমাদিগকে জাহত করেন আমরা জাহত হই। আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) মীর্গের চলিয়া গেলেন এবং তখন কোন উত্তর-ই করিলেন না। কিন্তু যখন তিনি কিরিয় হইতেছিলেন তখন তাহাকে উকর উপর হাত মারিতে মারিতে আমি এই কথা বলিবে শুনিলাম **وَكَانَ الْإِنْسَانُ** মানুষ সর্বাপেক্ষা অধিক তর্কবাজ।

(৫৫) **وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا**

رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝

(৫৬) **وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ وَيَجَادِلُ**

الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا
أُنذِرُوا هُزُوًا ۝

দৃঢ় থাকে তাহার জন্য এমন জয়াবহ দিন আনিতোছে যেই দিনে শিশুও বৃদ্ধ হইবে এবং সকল গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত করিবে। এই জন্য ইরশাদ হইয়াছে **بَلْ لَّهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يُجِدُوا مِنْ رَبِّهِ مَوْبِقًا** তাহাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুত সময় রহিয়াছে তখন তাহারা কোন আশ্রয় স্থান খুঁজিয়া পাইবে না **وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا** এবং পূর্ববর্তী উম্মতরা যখন কুফর অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছে আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি **وَجَعَلْنَا لَمْوَلِكِهِمْ مَوْعِدًا** এবং তাহাদের ধ্বংসের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুত সময় করিয়াছি। সেই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কিংবা পরে তাহাদের উপর শাস্তি আসে নাই বরং ঠিক সময়মতই শাস্তি আনিয়াছে। হে মুশরিকগণ! তোমরাও কিছু সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে অস্বীকার করিয়াছ এবং পূর্ববর্তী সেই সকল উম্মত অপেক্ষা তোমরা আমার নিকট কিয় নয় অতএব তোমাদের উপরও নির্দিষ্ট সময়েরই শাস্তি আসিবে সুতরাং আমার শাস্তিকে ভয় কর। এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর যেই শাস্তি আসিয়াছিল তদ্রূপ তোমাদের উপরও না আসে সেই জন্য সতর্ক হইয়া যাও।

(১০) **وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَدْعُكُم لِمَنِ اتَّبَعْتُمْ فَاذْهَبْ أَتَىٰ قَوْمَهُ بِنُورٍ مِّنْ سَمَاءٍ مُّبِينَةٍ وَأَتَىٰ قَوْمَهُ هَٰذَا الْبَحْرَيْنِ مِجْمَعًا**

أَمْضَىٰ حَقْبًا ۝

(১১) **فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا لَسِيًا حَوَّتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝**

سَرَبًا ۝

(১২) **فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي جَدَّ آءَاءُكَ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ۝**

هَٰذَا نَصَبًا ۝

(১৩) **قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَتَيْنِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝**

(১৪) **قَالَ ذَلِكُمْ مَا كُنَّا نُبْعَثُكَ عَلَيْهِ فَأَزَلَّ عَلَىٰ أَثَرِهَا قَصَصًا ۝**

(১৫) **فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ**

مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۝

৬০. স্মরণ কর, যখন মুসা তাহার সংগীকে বলিয়াছিল, দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে না পৌঁছিয়া আমি বামিষ অথবা আমি যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকিব।

৬১. উহারা উভয়ে যখন দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌঁছিল উহারা নিজদিগের মৎস্যের কথা ভুলিয়া গেল; উহা সুড়ংশের মত পথ করিয়া সমুদ্রে নামিয়া গেল।

৬২. যখন উহারা আরো অগ্রসর হইল মুসা তাহার সংগীকে বলিল, আমাদিগের প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো আমাদিগের এই সফরে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

৬৩. সে বলিল, আপনি কি গফ্য করিয়াছেন, আমরা যখন শিলাবতে বিশ্রাম করিতেছিলাম তখন আমি মৎস্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম? শয়তানই উহার কথা বলিতে আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল, মৎস্যটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করিয়া নামিয়া গেল সমুদ্রে।

৬৪. মুসা বলিল, আমরাতো সেই স্থানটির অনুসন্ধান করিতেছিলাম। অতঃপর উহারা নিজদিগের পদচিহ্ন ধরিয়া ফিরিয়া চলিল।

৬৫. অতঃপর উহারা সন্ধ্যাত পাইল আমার বান্দাদিগের মধ্যে একজনের যাহাকে আমি আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ দান করিয়াছিলাম ও আমার নিকট হইতে শিক্ষা দিয়াছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।

তাকসীর : হযরত মুসা (আ) তাহার সঙ্গী হযরত ইউশা ইবন নুনকে যেই কথা তিনি বলিয়াছিলেন তাহার কারণ হইল, হযরত মুসা (আ) কে বলা হইয়াছিল দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আল্লাহর এক বিশিষ্ট বান্দা আছেন যাহাকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞানভান্ডার হইতে বিশেষ জ্ঞান দান করিয়াছেন যাহা হইতে হযরত মুসা বঞ্চিত। অতএব হযরত মুসা (আ) তাহার সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য রওনা হইলেন এবং তাহার সংগীকে বলিলেন **إِنِّي أُرِيحُ** আমি আমার সফর গলু রাখিব **مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ** যাবত না দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌঁছিব।

কাতাদা (র) ও অন্যান্য তাকসীরকারগণ বলেন, সমুদ্র দুইটি হইল পারস্য উপসাগরের পূর্ব প্রান্ত এবং রূম সাগরের পশ্চিম প্রান্তের সংগমস্থল। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরায়ী (র) বলেন, এই সংগমস্থলটি হইল দিলাদে মাগরিবের শেষ প্রান্ত তুসী নামক স্থানে অবস্থিত। **أَمْضَىٰ حَقْبًا** অর্থ যদিও কয়েক বৎসর যাবৎ ধরিয়াও চলিতে হয় তবুও চলিতে থাকিব। ইবনে জরীর (র) বলেন, কোন কোন আরবী ভাষাবিদ হয় বলেন, কয়েক গোত্রের ভাষায় **حُقْبًا** বলা হয় বৎসরকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, **حُقْبًا** অর্থ আশি বৎস। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল সত্তর খরীফ, আলী ইবনে ভালহা (র) আর হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন **أَمْضَىٰ دُفْرًا** অর্থ **أَمْضَىٰ حَقْبًا** কাতাদাহ ও ইবনে যারাদ **قَوْلُهُ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا لَسِيًا حَوَّتَهُمَا** (র)ও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন পৌঁছিল তাহারা তাহাদের মাছের কথা ভুলিয়া যখন তাহারা দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌঁছিল তাহারা তাহাদের মাছের কথা ভুলিয়া গেলেন। হযরত মুসা (আ) কে মাছ ভুলিয়া সংগে গইবার লুকুম ছিল। এবং তাহাকে

এই কথাও বলা হইয়াছিল যে, যেইখানে মাছটি হানাইয়া যাইবে সেই স্থানই আপনার লক্ষ্যস্থল। তাহারা চলিতে থাকিলেন এমন কি তাহারা উক্ত সংগমস্থলে পৌছিয়া গেলেন। উক্ত স্থানে একটি বর্ণা ছিল তাহাকে বলা হইত **عَيْنَ الْحَيَاةِ** সঞ্জীবনী বর্ণা। তাহারা উভয়ই তথায় নিদ্রা গেলেন এবং ঐ বর্ণার পানি মাছটি স্পর্শ করিতেই মাছটি নড়া দিয়া উঠিল। মাছটি হযরত ইউশা (আ)-এর একটি থলের মধ্যে ছিল। কিন্তু পানির স্পর্শ পাইতেই উহা সমুদ্রে লাফ দিল। হযরত ইউশা জ্ঞাত হইলেন কিন্তু মাছটি তখন তাহার সম্মুখে পানির মধ্যে সুড়ঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল। এবং মাছটির চলার পর পানি পরস্পর মিলিত হইল না বধঃ একটি সুড়ঙ্গের ন্যায় রহিয়া গেল। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে **وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا** এবং সমুদ্রে ঠিক তদ্রূপ সুড়ঙ্গের ন্যায় পথ করিয়া লইল। যেমন মাটির মধ্যে সুড়ঙ্গ করা হয়। ইবনে জুরাইজ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন পাথরে যেমন ছিদ্র হয় পানির মধ্যে ঠিক তদ্রূপ ছিদ্র হইয়া গেল। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, মাছটি যখন সমুদ্রে চলিতে লাগিল তখন উহাতে একেবারেই পানি স্পর্শ করিতেছিল না যেন পাথরের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। মুহম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, যুহরী (র)....উবাই ইবনে কা'ব (ব) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই ঘটনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করিয়াছেন মানবজাতির ইতিহাসে পানি কখনও এইরূপ জমাট বাধে নাই যেমন মাছটি চলিবার স্থানে জমাট বাধিয়াছিল। পানি জমাট বাধিয়া উক্ত স্থানে একটি ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল। হযরত মুসা (আ) যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন মাছটির চলিবার স্থান প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন **إِنَّ مَاءَنَا تَبَغَى** ইহাই তো আমরা খুঁজিতেছিলাম। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, সমুদ্রের মধ্যে সুড়ঙ্গ করিয়া মাছটি চলিতেছিল এবং যেইস্থান দিয়া চলিতেছিল তথায় পানি জমাট বাধিয়া যাইতেছিল।

جَارٍ যখন তাহারা সেই স্থান অতিক্রম করিলেন তাহারা মাছের কথা ভুলিয়া গেলেন। এখানে মনে রাখা উচিত যে, মাছের কথা বলিয়াছিলেন, হযরত ইউশা (আ) অথচ আয়াতের মধ্যে উভয়ের প্রতি 'ভুল' সম্বন্ধিত করা হইয়াছে। এখানে উভয়ের প্রতি সম্বন্ধিত করিবার বিষয়টি ঠিক তদ্রূপ যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন, **يُخْرِجُ مِنْهَا اللَّوْلُوكَ وَالْمَرْجَانَ** মুজা ও মারজান কেবল লবণাক্ত সমুদ্রে পাওয়া যায় অথচ, অত্র আয়াতে মিল্ট ও লবণাক্ত উভয় প্রকার সমুদ্র হইতে ইহা প্রাপ্ত হয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যেই স্থানে তাহারা মাছটিকে ভুলিয়া রাখিয়াছিল সেইস্থান হইতে এক 'মারহালা' পথ অতিক্রম করিবার পর হযরত মুসা (আ) বলিলেন **إِنَّمَا فَدَاءَنَا لِقَوْلَيْنَا مِنَّا سَفَرْنَا مَدًا نَمْبًا** আমাদের নাস্তা আন। এই সফরে

আমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি।

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَنْسَانِيَةَ الْإِشْيَاطَانِ أَنْ أَذْكُرَهُ

হযরত ইউশা বলিলেন, আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন কি? আমরা যখন পাথরের নিকট বিশ্রাম করিতেছিলাম উহার নিকট আমি মাছটি ভুলিয়াছি এবং আপনার নিকট উহার আলোচনা করিতে শয়তান আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছে। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এখানে **أَنْ أَذْكُرَهُ** পড়িতেন। **فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي** অতঃপর আশ্চর্যজনকভাবে মাছটি স্বীয় পথ করিয়া গেল। **قَالَ مَالَنَا** তিনি বলিলেন ইহাই আমরা খুঁজিতেছিলাম। **فَادْتَدَا عَلَى أَثَرِهِمَا فَمَضَى** অতঃপর তাহারা তাহাদের পায়ের চিহ্ন ধরিয়া চলিতে লাগিলেন **فَوَجَدَا مَعْبَدًا مِّنْ قَبْلِهِمَا** অতঃপর তাহারা আমার এক বিশিষ্ট বান্দার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, যাহাকে আমার পক্ষ হইতে রহমত দান করিয়াছি এবং আমার নিকট হইতে বিশেষ জ্ঞান দান করিয়াছি। আল্লাহর এই বান্দা ছিলেন হযরত খিযির (আ) বিম্বন্ধ হাদীস সমূহ দ্বারা ইহাই বুঝা যায়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, হুমায়দী (র)....সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নওফ বিকালী বলে হযরত খিযির (আ)-এর সঙ্গী সে মুসা ছিলেন তিনি বনী ইসরাঈলের নবী নহেন। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন, **كُنْتُ عِنْدَ اللَّهِ** আল্লাহর শত্রু মিথ্যা বলিয়াছে। উবাই ইবনে কা'ব আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, একবার হযরত মুসা (আ) বনী ইসরাঈলকে ভাষণ দিতে নভারমান হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, নবীধিক বড় আলেম কে? তিনি বলিলেন, আমি যাহেতু তিনি তাহার জবাবে এই কথা বলিলেন না; ইহা তো আল্লাহ-ই ভাল জানেন এই কারণে আল্লাহ তাহাকে তিরস্কার করিলেন এবং অহীর মাধ্যমে তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে, দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আমার একজন বিশিষ্ট বান্দা আছেন তিনি তোমার তুলনায় অধিক বড় আলেম। হযরত মুসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তথায় কি উপায়ে পৌছিব? আল্লাহ বলিলেন, তুমি একটি মাছ সংগে লইবে এবং একটি থলের মধ্যে উহা রাখিবে এবং চলিতে চলিত যেই স্থানে মাছটিকে হারাইয়া ফেলিবে সেই স্থানেই আমার সেই বান্দাকে পাইকে। অতঃপর তিনি একটি মাছ লইয়া থলের মধ্যে রাখিলেন এবং হযরত ইউশা ইবনে নূনকে সাথে লইয়া রওয়ানা হইলেন। চলিতে চলিতে যখন তাহারা পাথরের নিকট আসিলেন তখন উহার কাছীর-৫৯

উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা গেলেন। খালের মধ্যে মাছটি নড়াচড়া দিয়া উঠিল এবং উহা হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রে পড়িল। সমুদ্রের মধ্যে সে নিজের জন্য একটি সুড়ঙ্গপথ করিয়া লইল। উহার চলার পথে পানির চলাচল বন্ধ হইয়া গেল এবং একটি সুড়ঙ্গের রূপ ধারণ করিল। হযরত মুসা (আ) যখন জাগ্রত হইলেন তখন তাহার সঙ্গী মাছের কথা বলিতে ভুলিয়া গেলেন। অতঃপর দিনের অবশিষ্ট সময় এবং রাতে চলিতে থাকিলেন। পরদিন হযরত মুসা তাহার সাথীকে বলিলেন اَتْنَا غَمَامًا نَا لَفُدُ لُقَيْنَا অমাদের নাস্তা আন এই সফরে আমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি। অথচ, হযরত মুসা (আ) আল্লাহর নির্দেশিত স্থান অতিক্রম করিবার পূর্বে কোন ক্লান্তি অনুভব করেন নাই। তাহার সঙ্গী বলিলেন, اَرَأَيْتَ لَوْ اَوْتِنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاتَى نَسِيَتُ الْحُوتَ وَمَا اَنْسَانِيَةَ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَنْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন কি যখন আমরা পাথরের নিকট বিশ্রাম করিতে ছিলাম। তখন মাছের কথা বলিতে আমি ভুলিয়াছি। আপনার নিকট উহার আলোচনা করিতে শরতানই ভুলাইয়া দিয়াছে। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে তাহার পথ করিয়া লইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মাছটি সমুদ্রে তাহার সুড়ঙ্গ পথ করিয়া লইল এবং হযরত মুসা ও তাহার সাথী বিস্মিত হইলেন। হযরত মুসা (আ) বলিলেন ذَلِكَ مَا كُنَّا إِذَا هِيَ اَتَانَا اَمْرًا نَسِيَتُ عَلَى اَثَرِهِمَا قَصْمًا পথের চিহ্ন দেখিয়া চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে তাহারা সেই পাথরের নিকট আসিলেন তথায় চাদরে আবৃত এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া হযরত মুসা (আ) তাহাকে সালাম করিলেন। হযরত খিযির বলিলেন এই ভূখণ্ডে সালাম কোথা হইতে আসিল! হযরত মুসা (আ) বলিলেন, আমি 'মূসা' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত মুসা? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি আপনার নিকট কিছু জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছি। قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا তিনি বলিলেন, আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিতে পারিবেন না। হে মুসা (আ) আল্লাহ আমাকে এমন জ্ঞান দান করিয়াছেন যাহা আপনি জানেন না এবং তিনি আপনাকে এমন জ্ঞান দান করিয়াছেন যাহা আমি জানি না। তখন হযরত মুসা (আ) বলিলেন, اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَاطْلُقْنَا حَتَّى اِذَا اَمَلَ قَرِيْبُونَ اسْتَطَعْنَا اَهْلُهَا فَاَبَوْا اَنْ يَضِيْفُوْنَا فَوَجَدْنَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ اَنْ يَنْقُضَ فَاَقَامَهُ

হযরত মুসা (আ) বলিলেন, হযরত খিযির তাহাকে বলিলেন, হযরত মুসা (আ) বলিলেন, আমি আপনার নির্দেশের বিরোধিতা করিব না। হযরত খিযির তাহাকে বলিলেন, فَاِنْ اَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي حَتَّى عَنْ شَيْءٍ اُحَدِّثُ لَكَ زَكَرَى যদি আপনি আমাকে অনুসরণ করিবেন বলেন তবে ফাযল না আমি নিজেই আপনাকে উহার সম্পর্কে কিছু বলিব, আপনি কোন প্রশ্ন করিবেন না।

অতঃপর তাহারা সমুদ্রকূলে চলিতে চলিতে একটি নৌকা ঘাইতে দেখিলেন নৌকার আরোহীদিগকে তাহারা নৌকায় উঠাইতে অনুরোধ করিলেন। নৌকার আরোহীরা হযরত খিযিরকে চিনিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিনা ভাড়ায়-ই নৌকায় উঠাইল। তাহারা আরোহণ করিবার পর হঠাৎ হযরত খিযির নৌকার একটি তক্তা খুলিয়া ফেলিলেন। তখন হযরত মুসা (আ) বলিলেন, তাহারা আমাদিগকে বিনা ভাড়ায়-ই নৌকায় উঠাইয়াছে আর আপনি তাহাদিগকে ডুবাইবার জন্যই নৌকার তক্তা খুলিয়া ফেলিলেন? قَالَ لَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ তিনি বলিলেন, আমি কি পূর্বেই আপনাকে বলি নাই যে আমার সহিত আপনি ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না? হযরত মুসা (আ) বলিলেন, আমার ভুলের কারণে আপনি পাকড়াও করিবেন না। আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমার সহিত কঠোরতা করিবেন না। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, প্রথম বার হযরত মুসা (আ) হইতে ভুল-ই হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, একটি পাখী আসিয়া নৌকার এক পার্শে বসিল এবং একবার কিংবা দুইবার সমুদ্রে ঠোক মারিল। তখন হযরত খিযির বলিলেন, আমার ও আপনার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞান হইতে ঠিক ততটুকুই কম করিতে পারিয়াছে যতটুকু এই পাখীটি এই বিশাল সমুদ্রের পানি হইতে তাহার ঠোঙের মাধ্যমে কম করিয়াছে। অতঃপর তাহারা নৌকা হইতে নামিয়া সমুদ্রকূলে চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ হযরত খিযির একটি ছেলেকে দেখিতে পাইল, সে অন্যান্য ছেল্লের সহিত খেলিতেছিল। তিনি তাহার মাথা ধরিয়া এমনভাবে তাহার ঘাড় মুড়াইলেন যে সে মৃত্যু বরণ করিল। তখন হযরত মুসা (আ) তাহাকে বলিলেন, اَفْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا نُّكْرًا قَالَ لَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا

আপনি একজন নিরপরাধ মানুষকে কোন প্রাণের বদলা ছাড়াই হত্যা করিলেন? আপনি অবশ্যই একটি মহা অন্যায় কাজ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি কি পূর্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম না যে, আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না? তিনি বলিলেন, ইহা পূর্বাপেক্ষা অধিক কঠিন।

قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَاطْلُقْنَا حَتَّى اِذَا اَمَلَ قَرِيْبُونَ اسْتَطَعْنَا اَهْلُهَا فَاَبَوْا اَنْ يَضِيْفُوْنَا فَوَجَدْنَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ اَنْ يَنْقُضَ فَاَقَامَهُ

হযরত মুসা (আ) বলিলেন হযরত খিযির তাহাকে বলিলেন, হযরত মুসা (আ) বলিলেন, আমি আপনার নির্দেশের বিরোধিতা করিব না। হযরত খিযির তাহাকে বলিলেন, فَاِنْ اَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي حَتَّى عَنْ شَيْءٍ اُحَدِّثُ لَكَ زَكَرَى যদি আপনি আমাকে অনুসরণ করিবেন বলেন তবে ফাযল না আমি নিজেই আপনাকে উহার সম্পর্কে কিছু বলিব, আপনি কোন প্রশ্ন করিবেন না।

খিযির (আ) সমুদ্রতীরে একটি সবুজ বিছানার উপর ছিলেন। সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) এর রেওয়াজেতে বর্ণিত, একটি কাপড়ে তিনি আবৃত ছিলেন। যাহার এক কিনারা তাহার পায়ের নীচে ছিল এবং অপর কিনারা ছিল মাথার নীচে হযরত মুসা (আ) তাহাকে সালাম করিলেন। তিনি মুখমস্তল খুলিয়া বলিলেন, আমার এই ভূখন্ডে সালাম কোথা হইতে আসিল? আপনি কে? হযরত মুসা বলিলেন, আমি মুসা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন বনী ইসরাঈলের মুসা? তিনি বলিলেন, জী, হাঁ। হযরত খিযির জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশ্যে আপনার আগমন ঘটিয়াছে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে যেই জ্ঞান দান করিয়াছেন, আমি উহার কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসিয়াছি? তিনি বলিলেন, আপনি তাওরাত এহের অধিকারী এবং আপসার নিকট অহী অবতীর্ণ হয়। হে মুসা! ইহা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নহে? আমার কিছু ইলম আছে যাহা আপনার পক্ষে শিক্ষালাভ করা উচিত নহে এবং আপনার কিছু ইলম আছে যাহা আমার পক্ষে সমীচীন নহে। অতঃপর একটি পানী তাহার ঠোটে সমুদ্র হইতে কিছু পানি উঠাইল। তখন হযরত খিযির বলিলেন, আল্লাহর কসম, আপনার ইলম ও আমার ইলম আল্লাহর ইলমের তুলনায় ঠিক ততটুকু, যতটুকু পানি এই পাখিটি তাহার ঠোটের সাহায্যে সমুদ্র হইতে উঠাইয়াছে। তাহারা পথ চলিতে চলিতে যখন নৌকায় আরোহণ করিলেন, তখন কিছু ছোট ছোট মাঝি দেখিতে পাইলেন, যাহারা এই পার হইতে ঐ পারে এবং ঐ পার হইতে এই পারে পারাপার করিতেছে। তাহারা হযরত খিযিরকে চিনিতে পারিয়া বলিল, আল্লাহর একজন নেক বান্দা। রাবী বলেন, আমরা সায়ীদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— তাহারা কি খিযির (আ) কে উদ্দেশ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিল; তিনি বলিলেন হাঁ। আমরা তাহাকে বিনা ভাড়া পায় করিব। অতঃপর তিনি নৌকাটিকে ছিদ্র করিয়া দিলেন হযরত মুসা বলিলেন **أَخْرَجْتَهَا لَتَفْرُقَ أُمَّلُهَا لَقَدْ** আপনি কি নৌকার আরোহীদেরকে ছুভাইয়া দেওয়ার জন্য উহাকে ছিদ্র করিয়া দিলেন? আপনি তো বড়ই জঘন্য কাজ করিলেন। মুজাহিদ (র) বলেন: **أَمْرًا** অর্থ **أَمْرًا** অন্যান্য কাজ। তিনি বলিলেন, আমি কি আপনাকে বলি নাই যে, আপনি আমার সহিত ধৈর্য-ধারণ করিতে পারিবেন না? হযরত মুসা (আ)-এর প্রথম বারের প্রশ্ন তো ছিল ভুলক্রমে। দ্বিতীয়বারের প্রশ্ন ছিল শর্ত হিসাবে এবং তৃতীয় বারের প্রশ্ন ছিল ইচ্ছাপূর্বক পৃথক হইবার জন্যই। তিনি বলিলেন আপনি আমাকে আমার ভুলের কারণে পাকড়াও করিবেন না এবং আমার কাজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করিবেন না। অতঃপর তাহারা চলিতে লাগিলেন হঠাৎ একটি ছেলের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। হযরত খিযির ছেলোটিকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। সায়ীদ এর রেওয়াজেতে রহিয়াছে, তিনি কয়েকটি ছেলেকে খেলিতে দেখিলেন তাহাদের মধ্য হইতে একটি চতুর কাফির ছেলেকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিলেন এবং ছুরী দ্বারা ঘবাই করিলেন। হযরত

মুসা (আ) উহা দেখিয়া বলিলেন, আপনি একজন নিষ্পাপ নাবালেগ ছেলেকে হত্যা করিলেন? অতঃপর তাহারা চলিতে চলিতে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখিতে পাইলেন এবং হযরত খিযির উহা ধরিয়া সোজা করিয়া দিলেন। হযরত মুসা (আ) বলিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলে তো ইহার বিনিময় গ্রহণ করিতে পারিতেন। ইয়ালা (র) বলেন, আমার ধারণা এইখানে সায়ীদ **بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ** বলিয়াছেন। তিনি তাহার হাত খুলাইলে প্রাচীরটি সোজা খাড়া হইয়া গেল। তখন হযরত মুসা (আ) বলিলেন, যদি আপনি ইচ্ছা করিতেন তবে ইহার বিনিময় গ্রহণ করিতে পারিতেন। সায়ীদ (র) এর বর্ণনায় রহিয়াছে **أَجْرًا نَأْكُلُهُ** এমন বিনিময় গ্রহণ করিতে পারিতেন যাহা আমরা আহার করিতে পারিতাম।

وَكَانَ وَرَاءَهُ مَلَكٌ তাহাদের সম্মুখে একজন বাদশাহ ছিল যে জোরপূর্বক সকল নৌকা কাড়িয়া লইত; হযরত ইবনে আক্বাস (রা) এখানে **مَلَكٌ** এখানে পড়িতেন। বাদশাহর নাম 'হাদাদ ইবন বাদাদ' বলা হইয়া থাকে নিহত ছেলের নাম ছিল "হায়সুর"। হযরত খিযির (আ) বলেন, আমি নৌকাটিকে এইজন্য ছিদ্র করিয়াছি যে যখন তাহারা বাদশাহর এলাকা দিয়া অতিক্রম করিবে তখন সে উহাকে ছিদ্র দেখিয়া হাতিয়া দিবে। এবং অতিক্রম করিবার পর পুনরায় তাহারা নৌকাটিকে মিরামত করিয়া লইবে। এবং উহার দ্বারা উপকৃত হইবে। কোন কোন রেওয়াজেতে রহিয়াছে **صَدَّقُوا** কোন কোন রেওয়াজেতে **بِالْفَارِ** বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ তাহারা আলকাভরা লাগাইয়া নৌকাটি ঠিক করিয়া লইবে। আর যেই ছেলোটিকে হত্যা করা হইয়াছে তাহার পিতামাতা ছিল বড় নেক ও সৎলোক এবং ছেলোটিকে ছিল কাফির এইফোঁদে আশংকা ছিল যে ছেলের প্রতি ভালবাসায় তাহারাও তাহার অনুসরণ করিবে এবং ছেলের দ্বারা তাহারা প্রভাবিত হইবে। অতএব আমার ইচ্ছা হইল যে তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে পবিত্রভায় ও ভালবাসায় অধিক বলিষ্ঠতর একটি সন্তান তাহাদিগকে দান করুন। সায়ীদ (র) ব্যতিত অন্যান্য রাবীগণ বর্ণনা করিয়াছেন, **نَهَى** অর্থাৎ ছেলোটিকে হত্যা করিবার পর তাহাদের একটি কন্যা সন্তান জন্য গ্রহণ করিল।

আব্দুর রহয্যাক (র) বলেন, মা'মর (র)... হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আক্বাস (রা) বলেন একদিন হযরত মুসা (আ) বনী ইসরাঈলকে নসীহত করিতেছিলেন, তখন তিনি বলিলেন, **مَا جَاءَ أَعْلَمَ بِاللَّهِ وَيَأْمُرُ** আদ্বাহ ও তাহার হুকুম সম্পর্কে আমার তুলনায় অধিক অন্য কেহ জানে না। অতঃপর তাহাকে হযরত খিযির (আ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হুকুম দেওয়া হইল। হাদীসটি কিছু কম বেশীসহ পূর্ববর্তী হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন, হাসান ইবনে উমারাহ (র)... সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত যে, একবার আমি হযরত ইবনে আক্বাস (রা) এর নিকট বসিয়া ছিলাম তখন তাহার নিকট একদল আহলে কিতাবও ছিল। তাহাদের একজন

বলিল, হে আবু আক্বাস! কা'ব এর স্ত্রীর পুত্র 'নাওফ' কা'ব হইতে বর্ণনা করে যে অত্র আয়াতে যেই 'মূসা' এর উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি মূসা ইবন মীশা ছিলেন। সায়ীদ (র) বলেন, তখন হযরত ইবনে আক্বাস (রা) বলিলেন, হে সায়ীদ এই নাওফ কি এইকথা বলিয়াছে? আমি বলিলাম জী হাঁ। আমি নিজেই তাহাকে বলিতে গনিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজেই গনিয়াছ? আমি বলিলাম জী হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, নাওফ মিথ্যা বলিয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন, উবাই ইবন কা'ব রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন একবার বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত নবী হযরত মূসা (আ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলেন, হে আমার প্রতিপালক। আপনার বান্দাদের মধ্যে আমার তুলনায় অধিক বড় আলেম কেহ থাকিলে আমাকে জানাইয়া দিন। তখন আল্লাহ বলিলেন, হাঁ তোমার তুলনায়ও অধিক বড় আলেম আছেন। অতঃপর তাহার পরিচয় দান করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দান করিলেন।

হযরত মূসা (আ) একজন যুবক সাখীসহ তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। এবং একটি লবণাক্ত মাছও সংগে লইয়া গেলেন। তাহাকে বলা হইল, যেই স্থানে মাছটি জীবিত হইবে সেই খানেই সেই আলেমের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে এবং তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। হযরত মূসা (আ) তাহার যুবক সাখী ও মাছ লইয়া চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং একটি পাথর ও পানির নিকট আশ্রয় লইলেন। এই পানি ছিল সঙ্গীবনী পানি যেই ব্যক্তি উহা হইতে পান করিবে সে চিরজীবী এবং যে কোন মৃতকে এই পানি স্পর্শ করিবে সে জীবিত হইবে। যখন তাহারা ঐ স্থানে অবতীর্ণ হইলেন এবং মাছকে পানি স্পর্শ করিল মাছটি জীবিত হইল এবং সুড়ঙ্গ করিয়া সমুদ্রে চলিয়া গেল। হযরত মূসা (আ) ও তাহার সংগী যখন উক্ত স্থানটি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন হযরত মূসা বলিলেন, আমাদের নাস্তা হাযির কর। এই সফরে আমাদের বড়ই ক্লান্তি হইয়াছে। যুবক বলিল, আপনি কি লক্ষ্য করেন নাই যে আমরা যখন ঐ পাথরটির নিকট বিশ্রাম করিতেছিলাম তখন মাছের কথা বলিতে ডুলিয়াছি এবং শয়তানই আপনার নিকট উহা বলিতে তুলাইয়া দিয়াছে। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে স্বীয় পথ করিয়া লইয়াছে। হযরত ইবনে আক্বাস (রা) বলেন, হযরত মূসা (আ) সেখানে ফিরিয়া সেই পাথরের নিকট আসিলেন তখন কাপড়ে আবৃত একজন লোক দেখিতে পাইলেন তিনি তাহাকে সালাম করিলেন, তিনি ও সালামের উত্তর দিলেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ) কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশ্যে এখানে আপনার আগমন ঘটিয়াছে। আপনার কণ্ঠের নিকট আপনার বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে যে বিশেষ জ্ঞান দান করিয়াছেন আমি উহা হইতে কিছু শিক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি কিছু গায়েবী ইলম জানিতেন। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, হাঁ, আমি ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিব। তিনি বলিলেন, **كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ يَحِطْ بِهِ خَيْرًا** যেই বিষয় সম্পর্কে আগার

কোন খবর নাই উহার উপর আপনি কিভাবে ধৈর্যধারণ করিবেন? আপনি তো শুধু প্রকাশ্য ইনসাকের কথা জানেন। কোন গায়েবী খবর আপনি জানেন না। যাহা আমি জানি।

তিনি বলিলেন, **قَالَ سَتَجِدُنِي إِئْتَاءَ اللَّهِ صَابِرًا وَلَا أَعْطِي لَكَ أَمْرًا** তিনি বলিলেন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলনের অন্তর্ভুক্ত পাইবেন। আমি আপনার হুকুমের বিরোধিতা করিব না। যদিও আমি আমার মত বিরোধী কিছু আমি দেখিনা কেন। তিনি বলিলেন যদি আমার অনুসরণ আপনি করিতেই চাহেন, তবে আপনার মতের বিরোধী কিছু হইলেও আমার নিকট কোন প্রশ্ন করিতে পারিবেন না। যাবৎ না আমি নিজেই উহার ব্যাখ্যা প্রদান করিব। অতঃপর তাহারা সমুদ্রকূলে চলিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে কেহ নৌকায় পার করিতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটি শক্ত নতুন নৌকা তাহারা যাইতে দেখিলেন। এত সুন্দর ও শক্ত নৌকা ইহার পূর্বে একটিও অতিক্রম করে নাই। নৌকার আরোহীদের নিকট তাহারা উহাতে আরোহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে তাহারা তাহাদিগকে নৌকায় আরোহণ করিতে অনুমতি দিল। যখন তাহারা নৌকায় চাপিয়া বসিলেন এবং নৌকা তাহাদিগকে লইয়া গভীর সমুদ্রে লইয়া গেল তখন হযরত খিযির একটি হাতুড়ী দ্বারা নৌকার একটি তক্তা খুলিয়া ফেলিলেন এবং নৌকাটিকে ছিদ্র করিয়া দিলেন। হযরত মূসা এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া বলিলেন, **أَخْرَجْتُهَا لَتَغْرُقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا إِمْرًا** আপনি নৌকাটি ছিদ্র করিয়া দিলেন? আপনি কি নৌকার আরোহীদেরকে ডুবাইয়া দিবেন? আপনি বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছেন। **قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا** قَالَ لَا তিনি বলিলেন আমি কি পূর্বেই বলি নাই যে আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমার ভুল হইয়াছে। আমার ভুলের কারণে আপনি আমাকে পাকড়াও করিবেন না। **وَلَا تُرْمِئَنِي وَلَا تُرْمِئَنِي** এবং আমার কাজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করিবেন না। অতঃপর তাহারা নৌকা হইতে নামিয়া চলিতে লাগিলেন এবং চলিতে চলিতে এক জন-বসতীতে কিছু ছেলেকে খেলিতে দেখিলেন। তাহাদের মধ্য হইতে সর্বাধিক চতুর সর্বাপেক্ষা বেশী সুন্দর একটির হাত ধরিয়া হযরত খিযির একটি পাথরের আঘাতে তাহার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। এইভাবে ছেলোটো নিহত হইল। হযরত মূসা (আ) এই ভয়ানক পরিস্থিতি দেখিয়া ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন না। একটি নিষ্পাপ বালককে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন, **أَتَقْتُلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً** আপনি একটি নিষ্পাপ বালককে হত্যা করিলেন? আপনিতো অত্যন্ত জঘন্য কাজ করিয়াছেন।

فَإِن لَّمْ أَقُلْ لَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا - قَالَ إِنَّ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ
فَلَا تَصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْرًا

তিনি বলিলেন, আমি কি পূর্বেই আপনাকে বলি নাই যে আপনি আমার সহিত ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। হযরত মুসা (আ) বলিলেন ইহার পর যদি আপনাকে পুনরায় আর কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আমাকে আর আপনার সংগে রাখিবেন না। আমার পক্ষ হইতে আপনি ওয়র প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ আমার ব্যাপারে আপনাকে কোন অভিযোগ করিব না।

فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتَىٰ أُمَّلُ قَرْيَةٍ اسْتَكْعَمَ أَهْلُهَا فَآلُوا أَن يَضَيِّقُوا مُمْسَا
فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقُضَ فَاقَامَهُ

তাহারা চলিতে লাগিলেন, অবশেষে তাহারা এক জনবসতীতে পৌঁছাইয়া আহাৰ্য প্রার্থনা করিলেন কিন্তু তাহারা তাহাদের অতিথ্যতা করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর তিনি একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখিয়া উহা সোজা করিয়া খাড়া করিয়া দিলেন। তখন হযরত মুসা (আ) বলিলেন لَوْ شِئْتُ لَأَتَّخَذْتُ عَلَيْكَ أَجْرًا আপনি ইচ্ছা করিলে তো ইহার পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারিতেন। অর্থাৎ এই জনবসতীর লোক তো এতই কৃপণ যে আমরা তাহাদের নিকট খাবার প্রার্থনা করিলাম কিন্তু তাহারা খাবার দিতেও অস্বীকৃতি জানাইল এবং আমাদের অতিথ্যতাও করিল না এই পরিস্থিতিতে আপনি কোন বিনিময় ছাড়াই তাহাদের কাজ করিয়া দিলেন। আপনি ইচ্ছা করিলে জে এই কাজের বিনিময় লইতে পারিতেন। তখন তিনি বলিলেন,

هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأَلْتُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا - أَمَا
السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتْ أَن أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَ مُم
مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

এখানেই আমার ও আপনার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিবে। তবে যেই বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করিতে পারেন নাই আমি উহার তাৎপর্য আপনাকে বলিয়া দিতেছি। নৌকাটি ছিল কিছু দরিদ্রলোকের যাহারা সমুদ্রে কাজ করিত। তাহাদের সমুখে একজন যালিম বাদশাহ ছিল, যে জোরপূর্বক সকল নৌকা কাড়িয়া লইত এই কারণে আমি নৌকাটিকে দৌষযুক্ত করিতে চাইয়াছিলাম। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর কিরাতে রহিয়াছে كُنْ سَفِينَةً مَّالِحَةً অর্থাৎ উক্ত বাদশাহ সকল নির্দোষ ও ভাল নৌকাগুলি কাড়িয়া লইত। এই কারণে আমি উহাকে দৌষযুক্ত করিয়াছিলাম উক্ত বাদশাহ ভাঙা নৌকা দেখিয়া ফিরিয়া যায়। আর ছেলেটির পিতা-মাতা ছিল ইমানদার বিশ্বাসী। কিন্তু আমি আশংকা করিতেছি যে অবাধ্য ও কুফর দ্বারা সে তাহাদিগকে প্রভাবিত করিবে। অতঃপর

আমি ইচ্ছা করিলাম যে তাহাদের পালনকর্তা তাহাদিগকে পবিত্রতায় তাহার চাইতে উত্তম এবং ভালবাসায় তাহার চাইতে ঘনিষ্ঠতর সন্তান দান করিলেন।

আর প্রাচীরটি ছিল শহরের দুইজন এতীমের, উহার নীচে তাহাদের ধনভান্ডার রহিয়াছে। তাহাদের পিতা ছিলেন একজন সংব্যক্তি। আপনার প্রতিপালকের ইচ্ছা যে, তাহারা যৌবনে পদার্পণ করিবার পর তাহাদের এই ধনভান্ডার বাহির করুক। ইহা হইল আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ। ইহা আমি স্বেচ্ছায় করি নাই। ইহা হইল উহার তাৎপর্য যাহার উপর আপনি ধৈর্যধারণ করিতে পারেন নাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাহাদের ধন-ভান্ডার ইলম ব্যতীত কিছু নহে।

আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন হযরত মুসা (আ) ও তাহার কণ্ঠম যখন মিসরের কর্তৃত্ব দাত করিলেন এবং তাহার কণ্ঠম মিসরে সঠিক ভাবে বসবাস করিতে লাগিল। তখন হযরত মুসা (আ) কে আল্লাহর পক্ষ হইতে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্বরণ করাইয়া বনী ইসরাঈলকে উপদেশ দিতে হুকুম করা হইল। অতএব একদিন তিনি তাহাদিগকে নসীহত করিতে দস্তায়মান হইলেন, তাহাদের প্রতি আল্লাহর যে অসংখ্য নিয়ামত বর্ষিত হইয়াছে তিনি উহা স্বরণ করাইয়া দিলেন। ফির'আউনও ফির'আউনের বংশধর হইতে মুজিদান করিয়াছেন এবং তাহাদের শত্রুকে ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে যে মিসরে আবাদ করিয়াছেন তাহাও তাহাদিগকে স্বরণ করাইয়া দিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, তোমাদের নবীর সহিত আল্লাহ কথা বলিয়াছেন। তিনি আমাকে মনোনিত করিয়াছেন। আমার প্রতি তিনি প্রেম ও ভালবাসা অবতীর্ণ করিয়াছেন। তোমরা আল্লাহর নিকট যাহাই প্রার্থনা করিয়াছ উহা তিনি দান করিয়াছেন। তোমাদের নবীই সারা বিশ্ববাসীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তোমরাই তাওয়ার পাঠ করিয়া থাক। মোটকথা, হযরত মুসা (আ) তাহাদিগকে যাবতীয় নিয়ামত স্বরণ করাইয়া দিলেন। তখন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর নবী। আপনি যাহা বলিয়াছেন, আমরা উহা বুঝিতে পারিয়াছি। আচ্ছা, সারা বিশ্বে আপনার তুলনায় অধিক বড় আলেম কি কেহ আছেন? তিনি বলিলেন, না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরীল (আ) কে হযরত মুসা (আ)-এর নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি বলিলেন আল্লাহ ইরশাদ করেন, তুমি কি জান যে আমি আমার ইলম, কাহাকে কাহাকে দান করি?

সমুদ্রকূলে একজন লোক আছে যে তোমার তুলনায় অধিক বড় আলেম। তুমি সমুদ্রকূলে একটি মাছ পাইবে উহা ধরিয়া তোমার যুবক নাথীর নিকট দাও। এবং সমুদ্রকূলে চলিতে থাক। যেইখানে মাছটির কথা ভুলিয়া যাইবে সেই খানেই তুমি সেই নেক বান্দাকে পাইবে। হযরত মুসা সফর শুরু করিলেন। সফর করিতে করিতে যখন তিনি দ্রোণ হইয়া পড়িলেন, তখন যুবকের নিকট মাছের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন,

أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى الصُّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَنَسَتِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ
أَنْ أَذْكَرَهُ

আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে যখন আমরা পাথরের নিকট বিশ্রাম করিয়াছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলিয়াছি এবং শয়তানই আমাকে উহার কথা বলিতে ভুলাইয়া দিয়াছে। যুবক বলিল, আমি মাছটিকে সমুদ্রের মধ্যে মুড়স করিয়া পথ করিয়া লইতে দেখিয়াছি। উহা ছিল বড়ই আশ্চর্যজনক বিষয়। অতঃপর হযরত মুসা (আ) প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পাথরের নিকট পৌছলেন এবং মাছটিকে তথায় পাইলেন। মাছটি সমুদ্রের মধ্যে চলিতেছিল এবং হযরত মুসা (আ)ও উহার অনুসরণ করিতেছিলেন। হযরত মুসা (আ) তাহার নাঠির সাহায্যে পানি সরাইয়া দিতেছিলেন। মাছটিতে সমুদ্রের পানি স্পর্শ করিতেই উহা পাথরের ন্যায় জমাট বাধিয়া যাইত। হযরত মুসা (আ) দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্যবিত্ত হইতেছিলেন। এইভাবে মাছটি চলিতে চলিতে একটি দীপে পৌছাইয়া গেল এবং সেইখানেই হযরত খিযির (আ)-এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি তাহাকে সালাম করিলেন। হযরত খিযিরও তাহার সালামের জবাব দিলেন। এবং বলিলেন, এই ভূখণ্ডে সালাম আসিল কোথা হইতে? এবং আপনিই বা কে? হযরত মুসা (আ) বলিলেন, আমি মুসা হযরত খিযির বলিলেন, বনী ইসরাইলের মুসা? তিনি বলিলেন, জী হাঁ। অতঃপর তিনি তাহাকে স্বগত জানাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশ্যে আপনার আগমন ঘটিয়াছে? তিনি বলিলেন, আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। এই উদ্দেশ্যে যে আপনাকে যেই জ্ঞান দান করা হইয়াছে উহা হইতে আপনি আমাকে কিছু শিক্ষা দান করিবেন।

তিনি বলিলেন, আপনি আমার সহিত ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন, سَتَجِدُنِي أِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আমি আপনার কথা অমান্য করিব না। অতঃপর হযরত খিযির তাহাকে লইয়া চলিতে থাকিলেন এবং বলিলেন, যাবৎ না আমি কোন বিষয়ের তাৎপর্য বর্ণনা করিব আপনি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না। আল্লাহ তা'আলা এই কথাই উল্লেখ করিয়াছে إِنَّكَ لَنْ تَسْتَبِيحَ مَعِيَ صَبْرًا

ইমাম যুহরী (র) বলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উত্বাহ ইবনে মাসউদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হুরবিন কয়েস ইবনে হিসুন ফাযারী এর মধ্যে বিতর্ক হইল যে হযরত মুসা (আ) তাহার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তিনি কে ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন তিনি ছিলেন হযরত খিযির (আ) এমন সময় হযরত উবাই ইবন কা'ব যাইতে ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাহাকে ডাকিয়া তাহাদের বগড়ার কথা বলিলেন

এবং জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে এই সম্পর্কে কোন হাদীস শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, একবার হযরত মুসা (আ) বনী ইসরাইলের একটি দলের সহিত আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনার তুলনায় অধিক বড় আকেশ কেই আছে বলিয়া কি আপনি জানেন? তিনি বলিলেন, না। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ)-এর প্রতি অহী অবতীর্ণ করিয়া জানাইলেন, হ্যাঁ। খিযির নামক আমার এক বান্দা আছে সে তোমার তুলনায় অধিক বড় আলেম। অতঃপর হযরত মুসা (আ) তাহার সহিত সাক্ষাতের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তখন আল্লাহ তা'আলা মাছকে উহার আলামত হিসাবে চিহ্নিত করিলেন। তাহাকে ইহাও বলা হইল যে, যখন তুমি মাছকে হারাইয়া ফেলিবে, তখন ফিরিয়া আসিবে তখনই তুমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিবে।

অতঃপর হযরত মুসা (আ) সমুদ্রে মাছের চিহ্ন অনুসরণ করিতে লাগিলেন। মুসা (আ)-এর যুবক নাথী তাহাকে বলিলেন, আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যখন আমরা পাথরের নিকট বিশ্রাম করিয়াছিলাম তখন আমি মাছটি ভুলিয়াছি। হযরত মুসা (আ) বলিলেন, ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ আমরা ইহাই তো বুজিতেছি। অতঃপর তাহার আল্লাহর বান্দা হযরত খিযিরকে পাইলেন। এই ঘটনাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

(৬৬) قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنِّي

عَلِّمْتَ رُشْدًا ۝

(৬৭) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

(৬৮) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝

(৬৯) قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝

(৭০) قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ

لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

৬৬. মুসা তাহাকে বলিল, 'সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হইয়াছে তাহা হইতে আমাকে শিক্ষা দিবেন- এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করিব কি?'

৬৭. সে বলিল, 'আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না।'

৬৮. যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়ত্ত নহে সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করিবেন কেমন করিয়া?'

৬৯. মুসা বসিল, আল্লাহ চাহিলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করিব না।

৭০. সে বলিল, আল্লাহ, আপনি যদি আমার অনুসরণ করারই ইচ্ছা করেন তবে আপনি কোন বিষয় আমাকে প্রশ্ন করিবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি।

তাফসীর : হযরত খিযির (আ) এর সহিত হযরত মুসা (আ) যে কথোপকথন করিয়াছিলেন উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত খিযির সেই আলেম ছিলেন যাহাকে আল্লাহ এমন ইলম দান করিয়াছিলেন যাহা হযরত মুসা (আ) কে দান করা হয় নাই এবং হযরত মুসা (আ) কে এমন জ্ঞান দান করা হইয়াছিল যাহা হযরত খিযিরকে দান করা হয় নাই।

হযরত মুসা (আ) তাহাকে বলিলেন, আমি আপনার অনুসরণ করিতে পারি কি? প্রশ্নের মধ্যে ন্যূনতর প্রকাশ ঘটয়াছে। শাগরিদের পক্ষ উত্তাদের নিকট প্রশ্নকালে এইরূপ ন্যূনতাসহকারেই প্রশ্ন করা উচিতঃ দাঙ্কিতার সহিত নহে। অর্থ اصحابك و ارفقك আপনার সফর সাথী হইব ও রক্ষীক হইব। এই শর্তে যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যেই উপকারী ইলম দান করিয়াছেন তাহা আমাকে শিক্ষা দান করিবেন যাহা দ্বারা আমার কাজকর্মে সঠিক পথের সন্ধান পাইব। তখন হযরত খিযির (আ) তাহাকে বলিলেন, انك لئن تسطيع معي صبيرا যেহেতু আপনি আমার পক্ষ হইতে এমন অনেক কাজ দেখিবেন যাহা আপনার শরীয়ত বিরোধী অভাব আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু আমি আল্লাহর পক্ষ হইতে এমন জ্ঞানের অধিকারী যাহা আপনাকে দান করা হয় নাই। পক্ষান্তরে আপনাকে যে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহা আমাকেও দান করা হয় নাই। আমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর পক্ষ হইতে স্ব স্ব ইলম অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য আদিষ্ট। একজন অন্যের ইলম অনুসারে আমল করিবার জন্য বাধ্য নহে। অতএব আপনি আমার কার্যকলাপ ধৈর্যধারণ করিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না। و كيف تصبر على ما لم نحط به خبرا যেই বিষয় সম্পর্কে আপনার কোনই খবর নাই তাহার উপর আপনি কি করিয়া ধৈর্যধারণ করিতে পারেন? আমি ইহা জানি যে আপনার শরীয়ত অনুযায়ী আমার কার্যকলাপ আপনি অপছন্দ করিবেন। কিন্তু আপনি মা'যুর। কারণ, আমার কার্য কলাপের তাৎপর্য সম্পর্কে আপনি অবগত নহেন। অতঃ, আমি সব কিছু বুঝিয়া গনিয়া আমার কার্যাবলীর তাৎপর্য অনুধাবন করিয়াই তাহা করিয়া থাকি। هجرت قال سجدتني انشاء الله صابرا হযরত মুসা (আ) বলিলেন, আপনি আমাকে ইনশা আল্লাহ ধৈর্যশীল পাইবেন

এবং কোন বিষয় আমি আপনার আদেশ অমান্য করিব না। এই কথা পূর্ব হযরত খিযির তাহার প্রতি এই শর্ত আরোপ করিলেন: فَلَا تُسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحَدِّثَ لَكَ ذِكْرًا তিনি বলিলেন, যদি আমার সহিত আপনি থাকিতে চাহেন, তবে কোন বিষয় সম্পর্কে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিবেন না, যাবৎ না আমি নিজেই আপনাকে বলিব।

ইবনে জবীর (র) বলেন, হুমাইদ ইবনে জুবাইর (র)... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হযরত মুসা (আ) আল্লাহ তা'আলার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার কোন বান্দা আপনার সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বলিলেন, "যেই ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে এবং আমাকে ভুলিয়া যায় না।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বড় বিচারক? তিনি বলিলেন, "যেই ব্যক্তি ন্যায়ের সহিত বিচার করে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না।" তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বড় আলেম? তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি আলেম হইয়াও এই আশায় ইলম অন্বেষণ করিতে থাকে, সম্ভবতঃ সে এমন কোন কথা শিক্ষা করিতে পারিবে যাহার সাহায্যে সে হেদায়াত লাভ করিতে কিংবা গুমরাহী হইতে রক্ষা পাইবে। তিনি আরো জিজ্ঞাসা করিলেন, পৃথিবীতে এমনকি কেহ আছে যে আমার তুলনায় অধিক বড় আলেম? তিনি বলিলেন, হাঁ। হযরত মুসা জিজ্ঞাসা করিলেন সেই ব্যক্তি কে? আল্লাহ বলিলেন, "তিনি হইলেন খিযির। তিনি বলিলেন, কোথায় আমি তাহাকে খুঁজিব? তিনি বলিলেন সমুদ্রকূলে একটি পাথরের নিকট, যেইখানে মাছ হারাইয়া যাইবে। হযরত মুসা (আ) উক্ত আলেমকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই পাথরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের উভয়ই একে অপরকে সালাম করিলেন। হযরত মুসা (আ) তাহাকে বলিলেন, আমি আপনার সংগী হইতে চাই। তিনি বলিলেন, আপনি আমার সংগে ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন, হাঁ পারিব। হযরত খিযির বলিলেন, যদি আপনি সংগে থাকিতে চাহেন, তবে فَلَا تُسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحَدِّثَ لَكَ ذِكْرًا যাবৎ না আমি নিজেই আপনাকে বলিব, আপনি আমাকে কোন প্রশ্ন করিবেন না। অতঃপর তাহারা উভয়ই সমুদ্রকূলে চলিতে লাগিলেন এমনকি তাহারা সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌছলেন এবং এইখানে সবচাইতে বেশী পানি ছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা একটি পাখি প্রেরণ করিলেন। পাখিটি তাহার ঠোটে দ্বারা কিছু পানি পান করিল। তখন হযরত খিযির হযরত মুসা (আ) কে বলিলেন, পাখিটি পানি হইতে কতটুকু পানি কম করিয়াছে। হযরত মুসা বলিলেন, কিছুই তো কম করে নাই। হযরত খিযির বলিলেন, হে মুসা! আপনার ও আমার ইলমের পরিমাণ আল্লাহর ইলমের মুকাবিলায় ঠিক ততটুকু, যতটুকু পানি এই পাখিটি এই পানি হইতে পান করিয়াছে।

হযরত মুসা (আ) মনে মনে ধারণা করিয়াছিলেন, যে তাহার তুলনায় অধিক বড় আলেম আর কেহ নাই। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা হযরত খিযির (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। নৌকা ছিদ্র করিবার ঘটনা; বালককে হত্যা করিবার ঘটনা প্রাচীর সোজা করিয়া খাড়া করিবার ঘটনা।

(৭১) فَأُطْلِقَآءَهُ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقْتَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا

لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۗ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝

(৭২) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

(৭৩) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي

عُسْرًا ۝

৭১. অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল, পরে যখন উহারা নৌকায় আরোহণ করিল তখন সে উহা বিদীর্ণ করিয়া দিল। মুসা বলিল, 'আপনি কি আরোহীদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্য উহা বিদীর্ণ করিলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায়ে কাজ করিলেন।

৭২. সে বলিল 'আমি কি বলি নাই যে, আপনি আমার সংসে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করিতে পারিবেন না?

৭৩. মুসা বলিল, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করিবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করিবেন না।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত মুসা ও খিযির (আ) যখন এক মত হইলেন এবং হযরত খিযির (আ) এই শর্ত করিলেন যে, যদি তিনি তাহার কোন কাজ অহমদ করেন তবে যাবৎ না তিনি নিজেই উহার তাৎপর্য বর্ণনা করিবেন তিনি কোন প্রশ্ন করিবেন না। হযরত মুসা (আ) ইহা মানিয়া লইলেন। তাহারা উভয়েই নৌকায় আরোহণ করিলেন। পূর্বেই ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা কিভাবে নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকার আরোহীরা হযরত খিযিরকে চিনিতে পারিয়া কোন ভাড়া ছাড়াই হযরত খিযিরের সম্মানার্থে তাহাদিগকে নৌকায় উঠাইয়াছিলেন। নৌকা যখন গভীর সমুদ্রে পৌছাইয়া ছিল তখন হযরত খিযির উহার একটি তক্তা খুলিয়া নৌকাটিকে ছিদ্র করিয়া দিলেন। হযরত মুসা (আ) আর তখন ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন না। অমনি ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,

أَخْرَقْتَهَا لِنُفْرَقِ أَهْلَهَا (পরিণতি) বুঝাইবার ব্যবহৃত হইয়াছে تَغْرِيقٌ (পরিণতি) এর لَمْ تُمْ تِي لَمْ (পরিণতি) বুঝাইবার জন্য নহে। যেমন কবির এই কবিতায়ও لَمْ تُمْ تِي لَمْ (পরিণতি) বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে لِسَوَالِ الْمَوْتِ وَبُنُوْلِ الْخَرَابِ

মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত মুসা (আ) প্রতিবাদ করিয়া হযরত খিযির (আ)-কে এই কথা বলিয়াছিলেন। কাতাাদাহ (র) বলেন, হযরত মুসা (আ) বিষয় প্রকাশ করিয়া ইহা বলিয়াছিলেন। তখন হযরত খিযির (আ) হযরত মুসা (আ) কে পূর্বের শর্ত স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন, تَسْتَطِيعُ (পরিণতি) আমি কি আপনাকে পূর্বে বলি নাই যে আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া চলিতে পারিবেন না? অর্থাৎ এই কাজ আমি ইচ্ছা করিয়া-ই করিয়াছি এবং যেই কাজের উপর কোন প্রশ্ন করিবেন না বলিয়া শর্ত করা হইয়াছে ইহা উহার-ই অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়ে আপনার কোন জ্ঞান নাই। অথচ, ইহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রহিয়াছে যাহা আপনি জ্ঞানেন না لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي হযরত মুসা (আ) বলিলেন, আমার ভুলের কারণে আপনি আমাকে পাকড়াও করিবেন না এবং আমার কাজে আপনি কঠোরতাও অবলম্বন করিবেন না। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত প্রথমবার ভুল বশতই হযরত মুসা (আ) হইতে প্রশ্ন সংঘটিত হইয়াছিল।

(৭৪) فَأُطْلِقَآءَهُ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا مُّقْتَلَہُ قَالَ اتَّكَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً

بِغَيْرِ نَفْسٍ ۗ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ۝

(৭৫) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

(৭৬) قَالَ إِنْ سَأَلْتَهُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ۗ قَدْ بَلَغْتَ

مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ۝

৭৪. অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল, চলিতে চলিতে উহাদিগের সহিত এক বালকের সাক্ষাত হইলে সে উহাকে হত্যা করিল। তখন মুসা বলিল, আপনি কি এক নিশ্চাপ জীবন নাশ করিলেন, হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায়ে কাজ করিলেন।

৭৫. সে বলিল, আমি কি বলি নাই যে আপনি আমার সংসে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করিতে পারিবেন না।

৭৬. মুসা বলিল, ইহার পর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে আপনি আমাকে সংগে রাখিবেন না; আমার ওয়র-আপত্তির চূড়ান্ত হইয়াছে।

তাক্বনীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, **فَانطَلَقْنَا** অতঃপর তাহারা বলিতে লঙ্ঘিলেন **حَتَّىٰ اِذَا لَفِيَ غَدَاً فَقَتَلَهُ** অবশেষে যখন তাহারা একটি বালকের সহিত সাক্ষাত করিলেন তখন তাহাকে হত্যা করিলেন। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, বালকটি অন্যান্য বালকদের সহিত বেলা করিতেছিল। তিনি তাহাদের মধ্য হইতে তাহার প্রতি অগ্রসর হইলেন। এই বালকটিই তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক মূন্দর উজ্জ্বল ও উত্তম ছিল; বর্ণিত আছে যে তিনি তাহার মাথাটি কর্তন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, পাথর দ্বারা তাহার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহাও বর্ণিত যে, তিনি হাত দ্বারা মুড়াইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ** (আ) যখন এই দৃশ্য দেখিলেন, তখন সর্বাধিক কঠোরভাবে ইহার প্রতিবাদ করিলেন; তিনি বলিলেন, **اَفَلَا تَتَذَكَّرُ** আপনি একটি নিস্পাপ বালককে হত্যা করিলেন যে এখন পর্যন্ত কোন পাপই করে নাই **يَغْيُرُ نَفْسِي** কোন প্রণয়ের বিনিময় ছাড়াই? বাহ্য হত্যার কারণ হইতে পারে **اَفَلَا تَتَذَكَّرُ** আপনি তো স্বয়ং জঘন্য অনায়াস কাজ করিয়াছেন। **يَا هَذِهِ جَمَلٌ اَنْتَ اَسْوَأُ** যাহার জঘন্যতা স্পষ্ট। তিনি বলিলেন আমি পূর্বেই কি আপনাকে বলি নাই যে, আপনি আমার নহিত বৈধধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। হযরত খিযির প্রথম শর্তকে অধিক তাক্বীদ সহকারে এরূপ করাওয়া দিলেন। এই কারণে মুসা (আ)ও বলিলেন, **اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعَدَكَ فَلَا تُصَاحِبْنِيْ** যদি ইহার পর কোন বিষয়ের প্রতিবাদ করি তবে আমাকে আর আপনি সাথে রাখিবেন না। আপনি একাধিকবার আমাকে সতর্ক করিয়াছেন অতএব পুনরায় যদি আমি কোন অপরাধ করি তবে আপনার শাস্তি ভোগ করিতে আমি প্রস্তুত।

ইবনে জুরায়র (র) বলেন, আল্লাহ ইবনে খিলদ ইবরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি যখন কাহ্নকও ফরণ করিতেন তখন তিনি প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করিতেন।

একদিন তিনি বলিলেন

رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ نُوسَىٰ كَرِيْمًا مَّعَ صَاحِبِيْ لَابْصُرًا نَّعْبُدُ لِكُنْهٖ قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعَدَكَ فَلَا تُصَاحِبْنِيْ **قَدْ بَلَغْتَ مِنْ كُدْرِيْ عُدْرًا**

আমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক এবং হযরত মুসা (আ) এর উপরও। আহ! যদি তিনি তাহার সহিত আরো কিছুকাল ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতেন তবে আরো অপরাধজনক বিষয় দেখিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, ইহার পর যদি অন্য কোন

বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আপনি সাথে রাখিবেন না। আপনি আমার পক্ষ হইতে ওয়র প্রাপ্ত হইরাছেন।

(৭৭) **فَانطَلَقْنَا حَتَّىٰ اِذَا اَتَيْنَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اَسْتَظَعْنَا اَهْلَهَا فَاَبَوْا**

اَنْ يُضَيِّقُوْهُمَّا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقُضَ فَاَقَامَهُ
قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا

(৭৮) **قَالَ هٰذَا اِفْرَاقٌ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ سَأَتَّبِعُكَ بِتَاوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا**

৭৭. অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল চলিতে চলিতে উহারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌছিয়া তাহাদিগের নিকট খাদ্য চাহিল, কিন্তু তাহারা উহাদিগের মেহমানদারী করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর তথায় উহারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখিতে পাইল এবং সে উহাকে সুদৃঢ় করিয়া দিল। মুসা বলিল, আপনি তো ইচ্ছা করিলে ইহার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন।

৭৮. সে বলিল, এই খানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হইল, যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করিতে পারেন নাই আমি তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি।

তাক্বনীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, প্রথম দুইটি ঘটনা ঘটবার পর হযরত মুসা (আ) ও হযরত খিযির পুনরায় চলিতে লাগিলেন অবশেষে তাহারা একটি জনপদের অধিবাসীদের নিকট আগমন করিলেন।

ইবনে জুরায়জ (র) ইবনে সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করেন জনপদটির নাম হইল, 'আয়লাহ'। হাদীস শরীফে বর্ণিত। **اِذَا اَتَيْنَا اَهْلَ قَرْيَةٍ لَنَا** অবশেষে তাহারা একটি জনপদের কূপণ অধিবাসীদের নিকট আগমন করিলেন **اَسْتَظَعْنَا اَهْلَهَا** তাহারা তাহাদিগকে মেহমান বানাইতে অস্বীকার করিল। অতঃপর তাহারা একটি প্রাচীর পাইল যাহা পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। 'প্রাচীর' এর প্রতি **اِرَادَهُ** শব্দটির সম্বন্ধরূপকার্ষে করা হইয়াছে। কোন ফণস্থায়ী বস্তুর প্রতি যখন **اِرَادَهُ** শব্দের সম্বন্ধ করা হয় তখন উহার অর্থ **الْمَيْلُ** অর্থাৎ ঝুকিয়া পড়া করিয়া যাওয়া। **اَقَامَهُ** অর্থ পড়িয়া যাওয়া। অতঃপর তিনি উহা সোজা করিয়া খাড়া করিয়া দিলেন। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে হযরত খিযির (আ) দুই হাত দ্বারা প্রাচীরটি সোজা করিয়া খাড়া করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা একটি আলৌকিক ব্যাপার।

হযরত মুসা (আ) বলিলেন لَوْ سَأَلْتُ لِأَتَّخِذُكَ عَلَيْهِ أَجْرًا যদি আপনি ইচ্ছা করিতেন তবে একই কাজের বিনিময় গ্রহণ করিতে পারিতেন। যেহেতু তাহারা আমাদের আতিথেয়তা করে নাই অতএব বিনা পারিশ্রমিকে তাহাদের কাজ করিয়া দেওয়া সমীচীন হয় নাই।

তিনি বলিলেন, এইখানেই আমার ও আপনার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটবে। যেহেতু খালককে হত্যা করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, “যদি আপনি পুনরায় কোন বিষয়ে আমার নিকট প্রশ্ন করেন, তবে আপনি আর আমার কাছে সশ্রদ্ধে রাখিবেন না।” অতএব সেই শর্ত ভঙ্গ করিবার দ্বারা এইখানেই আমার ও আপনার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটবে। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ بِسُلُوكِهَا فَمَا تَعْلَمُونَ مَا تَفَعَّلُونَ তাহা হইবে যিনি বিশ্বাসের উপর আপনি ধৈর্যধারণ করিতে পারেন নাই উহার বাখা বলিয়া দিতেছি।

(৭৭) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ

أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝

৭৯. নৌকাটির ব্যাপারে— ইহা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির উহার সম্বন্ধে জীবিকা অন্বেষণ করিত। আমি ইচ্ছা করিলাম নৌকাটিকে ক্রটিযুক্ত করিতে; কারণ উহাদিগের সম্বন্ধে ছিল এক রাজা যে বলপ্রয়োগে নৌকা সকল ছিনাইয়া লইত।

তাফসীর : হযরত মুসা (আ)-এর পক্ষে সেই বিষয় অনুধাবন করা দুষ্কর ছিল এবং হযরত খিযির (আ) তাহার তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন আলোচ্য অঙ্গোতে উহার ব্যাখ্যা দান করা হইয়াছে। হযরত খিযির (আ) বলেন, আমি ইচ্ছা পূর্বকই নৌকাটিকে ছিদ্র করিয়া দোষযুক্ত করিয়াছি কারণ, তাহারা এক খলিফা বাদশাহর এলাকা দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন যে, يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا জোরপূর্বক সকল জাহাজ ও দোষযুক্ত নৌকা কাড়িয়া লয়। অতএব আমি নৌকাটি দোষযুক্ত করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিলাম যেন এই দোষ দেখিয়া উহা কাড়িয়া লইতে বিরত থাকে। এবং দরিদ্র লোকেরা তাহাদের উপার্জনের অন্য কোন ব্যবস্থা ছিলনা নৌকাটি দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, নৌকার মালিকরা এতীম ছিল। ইবনে জুরাইজ, ওহুব ইবনে সালমান (র)-এর সূত্রে ও'আইব জুবায়ী (র) হইতে বর্ণনা করেন, ঐ বাদশাহর নাম ছিল 'হাদাদ ইবনে বাদাদ'। পূর্বে এই সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র)-এর রেওয়ায়েতও বর্ণিত হইয়াছে। তাওরাতে ইবনে ইসহাক (আ)-এর বংশধরদের প্রসঙ্গে ইহার আলোচনা হইয়াছে। তাওরাতে যেই সকল বাদশাহর আলোচনা হইয়াছে এই বাদশাহ তাহাদেরই একজন।

(৮০) وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝

(৮১) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝

৮০. 'আর কিশোরটি' তাহার পিতা-মাতা ছিল মু'মিন— আমি আশংকা করিলাম যে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীরা দ্বারা উহাদিগকে বিব্রত করিবে।

৮১. অতঃপর আমি চাইলাম যে উহাদিগের প্রতিপালক যেন উহাদিগকে উহার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হইবে পথিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর।

তাফসীর : পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বালকটির নাম ছিল 'হামসুর'। হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) হইতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন الْخَضِرُ طَبَعَ يَوْمَ طَبَعَ كَافِرًا যেই বালকটিকে হযরত খিযির হত্যা করিয়াছিলেন, তাহাকে প্রথম দিনে কাফির করিয়া দৃষ্ট করা হইয়াছিল। ইমাম ইবনে জরীর (র)...ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণে তিনি বলিলেন,

فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْمَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا

তাহাদের পিতামাতা মু'মিন ছিল আমার আশংকা হইল যে, সে কুফর ও অবাধ্যতা দ্বারা তাহাকে প্রভাবিত করিবে। অর্থাৎ তাহার প্রতি তাহাদের ভালবাসা তাহাদিগকে তাহার অনুকরণ করিতে বাধ্য করিবে। হযরত কাতাদা (র) বলেন, “যখন সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তখন তো তাহার পিতামাতা আনন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন সে নিহত হইল তখন তাহারা দুঃখিত হইয়াছিল। কিন্তু যদি জীবিত থাকিত তবে তাহারা ক্ষংস হইয়া যাইত। অতএব আল্লাহর যে ফয়সালা হয়, উহার উপর সকলের সমুদ্র থাকি উচিত। মু'মিনের পক্ষে আল্লাহর যে ফয়সালা হয় তাহা তাহাদের পক্ষে অপ্রীতিকর হইলেও তাদের পক্ষে উহা সেই ফয়সালা অপেক্ষা উত্তম যাহা কোন প্রিয় বিষয় সম্পর্কে হয়। সহীহ হাদীসে বর্ণিত لَهُ لِمُؤْمِنٍ قَضَاءٌ أَلْكَانَ خَيْرًا لَهُ তুমিদের জন্য মু'মিনের জন্য আল্লাহ যে কোন ফয়সালা করেন উহা তাহার পক্ষে উত্তম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন سَبَّحْتَ تَوَمَّرًا كَوْنًا كَوْنًا تَوَمَّرًا كَوْنًا تَوَمَّرًا كَوْنًا تَوَمَّرًا كَوْنًا تَوَمَّرًا كَوْنًا তুমিদের জন্য উত্তম।

تَوَلَّاهُ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

অত্রএস আমি ইচ্ছা করিলাম তাহাদের প্রতিপালক তাহার পরিবার্তে পরিব্রতার
 অধিকতর উদ্ভাস এবং ভালবাসনা ঘনিষ্ঠতর সন্তান দান করিবেন। কাহাদা (র) ইহার
 তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তাহাদের পালনকর্তা সন্তান দান করিবেন। সে তাহাদের
 কিতমাতের অধিক অনুগত হইবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাহাদের একটি
 কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, হযরত খিযির যখন বালকটিকে হাত
 করিয়াছিলেন তখন মাতের গর্ভে একটি মুসলমান সন্তান ছিল। বর্ণনা করিয়াছেন ইবনে
 কাসীর (র)

(৪১) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ
 لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا
 رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطُرْ
 عَلَيْهِ صَبْرًا

৮২. আর ঐ প্রাচীরটি— ইহা ছিল নগরবাসী দুইটি পিতৃহীন কিশোরের, ইহার
 নিম্নদেশে আছে উহাদের গুণ্ডন এবং উহাদিগের পিতা-মাতা সংকর্ম পরায়ণ।
 স্তত্রায় তোমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হইয়া ইচ্ছা করিলেন যে উহারা বয়ঃপ্রাপ্ত
 হইক এবং উহারা উহাদিগের ধনভান্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ হইতে কিছু
 করি নাই; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য-ধারণে অপারগ হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার
 ব্যাখ্যা।

তাফসীর : উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা প্রকাশ, মদীনা ও শহরের উপর **قُرْيَةَ** এর প্রয়োগ
 করা যায় কারণ অল্লাহ তা'আলা প্রথম ইরশাদ করিয়াছেন **قُرْيَةَ** অর্থাৎ
 অবশেষে তাহারা যখন একটি গ্রামের অধিবাসীদের নিকট আগমন করিলেন এবং
 স্থান ইরশাদ করিয়াছেন **فَكَانَ لِنِجْمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ** প্রাচীরটি শহরের
 দুইটি এতীম বালকের ছিল। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে **فَكَانَ مِنْ قُرْيَةٍ مِّنْ أَسْجُدٍ** অর্থাৎ অনেক শহর এমন আছে যাহা আপনার সেই শহর অপেক্ষাও
 অধিক শক্তিশালী যেই শহর হইতে আপনাকে বাহির করিয়া দিয়াছে। উদ্ধৃত আয়াতে
 মক্কা ও তায়েফ শহরদ্বয়কে **قُرْيَةَ** বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট যে **الْمَدِينَةُ**
 (শহর) এর উপরও **قُرْيَةَ** গ্রাম শব্দটি প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আয়াতের মর্ম হইল, হযরত খিযির (রা) প্রাচীরটিকে এই কারণে ঠিক করিয়া
 দিয়াছিলেন যে উহা শহরের দুইটি এতীম বালকের ছিল। এবং উহার নীচে তাহাদের
 গুণ্ডন ছিল। ইকব্রিমাহ ও কাহাদাহ (রা) এবং আরো অনেকে বলেন, প্রাচীরটির নীচে
 তাহাদের মাল দাফন করা ছিল। আয়াতের অর্থপূর্ণতা চিন্তা করিলে ইহাই স্পষ্ট হয়।

ইবনে জরীরের মতও ইহাই। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা
 করেন **كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا** উহার নীচে তাহাদের ইলমের ধন ছিল। সায়ীদ ইবনে
 জুবাইর (র) ও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন **صُفِّفَ فِيهَا لَهُمَا**
 অর্থাৎ প্রাচীরটির নীচে কিছু সহীফা দাফন করা ছিল তাহাদের মধ্যে ইলম ছিল। একটি
 মারফু' হাদীস দ্বারাও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।

হাফিয আবু বকর আহমদ ইবনে 'আমর ইবনে আব্দুল খালেক বাযযার (র)
 তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন। ইবরাহীম ইবনে সায়ীদ জওহারী (র)...আবু যর
 (রা) হইতে মারফু'রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ
 তা'আলা তাহার কিতাবে যে গুণ্ডনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা হইল একটি স্বর্ণের
 তজা যাহাতে এই বাণী লিখিত ছিল। "যেই ব্যক্তি তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস করে
 তাহার পক্ষে ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, সে কেন নিজের রিযিকের জন্য জীবনকে
 দুঃখ কষ্টে নিষ্ক্ষেপ করে সেই ব্যক্তির জন্য ও বড় আশ্চর্যের বিষয়, যে জাহান্নামকে ভয়
 করে সে কি করিয়া হাসিতে পারে? আর সেই ব্যক্তির জন্য ও বড় আশ্চর্যের কথা, যে
 মৃতকে স্মরণ করে সে কি করিয়া গাফেল হইয়া থাকিতে পারে। না-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)। হাদীসটি রাবী বিশর ইবনে মুনযির 'মিদীছাহ' শহরের
 কাহী ছিলেন। হাফিয আবু জা'ফর উকাইনী (র) বলেন, তাহার বর্ণিত হাদীসে সন্দেহ
 ও সংশয় আছে; পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম হইতে এই বিষয়ে আরো কিছু প্রমাণ
 বর্ণিত আছে।

ইবনে জরীর (র) তাহার তাফসীরে বলেন, ইয়াকুব (র)...হাসান বসরী হইতে
 বর্ণিত তিনি **وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا** এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, একটি স্বর্ণের তজা
 ছিল যাহাতে এই বাণী লিখিত ছিল, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, যেই ব্যক্তি
 তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখে, আশ্চর্যের বিষয় যে সে কি করিয়া চিন্তিত হয়। যেই
 ব্যক্তি দুনিয়ার ও দুনিয়ার অধিবাসীদের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করে সে কি করিয়া নিশ্চিত
 হইয়া থাকে? না-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র)...গাফরাই এর আয়াত কৃত গোলাম আমর
 হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা কাহাফ এর আয়াত **وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا** এর মধ্যে
 যেই গুণ্ডনের কথা বলা হইয়াছে তাহা হইল, স্বর্ণের একটি তজা যাহাতে লিখিত,
 বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। যেই ব্যক্তি দোষের প্রতি বিশ্বাস করে, আশ্চর্যের
 বিষয় সে কি করিয়া হাসে? যেই ব্যক্তি তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস করে সে কি করিয়া
 নিজের জীবনকে দুঃখ কষ্টে নিষ্ক্ষেপ করে। যেই ব্যক্তি মৃত্যুকে বিশ্বাস করে, আশ্চর্যের
 বিষয়, সে কি করিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকে। আশ্হাদু আল না-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
 আ-আশ্হাদু আলা মুহাম্মাদান আব্দুল আ রাসূলুহ।

ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, আহমদ ইবনে হাযেম গিফারী (র)... জাফর ইবনে মুহাম্মদ হইতে বর্ণিত, তিনি كَانَ نُحْتَهُ كُنْزُ لِبْنِ وَأَنَّ كَانُ مَنَّالِ وَإِنْ كَانَ مِنْ خُرْدَلِ أَتَيْنَابِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ যদিও সন্নিহার ওজনের সম্বন্ধে কোনো আমল হউক না কেন আমি ইহা উপস্থিত করিব। এবং হিসাব নাইবার জন্য আমি যথেষ্ট।

হান্নাদাহ বিনতে মালেক (র) বলেন, উক্ত বালকদ্বয়ের যে পিতার সৎকর্মের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার ও উক্ত বালকদ্বয়ের মালিক আরো সাত পুরুষের ব্যবধান বিদ্যমান; অবশ্য বালকদ্বয় যে কোন নেক ও সৎকর্মপরায়ে ছিল তাহার কোন উল্লেখ করা হয় নাই। তাহাদের পিতা তাঁতী ছিল।

উল্লেখিত আরেক্ষণে কিরাম যেই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যদি ইহা সহীহ ও বিশ্বস্ত হয় তবে হযরত ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত হাদীসের ইহা বিরোধী নহে; কারণ, হযরত ইকরিমাহ (র) ও ওজনের মালিক বিনতাই উল্লেখ করিয়াছেন এবং আরেক্ষণে কিরামের বর্ণিত হাদীসে স্বর্ণের তক্তার উল্লেখ রহিয়াছে যাহাতে উপদেশ বাণী লিখিত। খোদ স্বর্ণের তক্তাইতো থিরাটি ধন উপরস্থ উহাতে নসীহতের বাণী লিখিত ছিল।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ قَالَ فَإِنَّ رَبَّكَ أَنْ يَبَأُغَا أَسْدُمَا وَيُعْتَجِرُجَا كُنْزُمَا প্রতিশালক ইচ্ছা করিলেন তাহারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং তাহাদের ওজনের উদ্ধার করুক। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে إِرَادَةَ শব্দটির সম্বন্ধ আল্লাহর সহিত সংঘটিত করিয়াছেন কারণ, অথচ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا وَرَأَتْ أَنْ أَعْيَبَهَا هَذَا فِي الْاِسْمَاءِ وَرَأَتْ أَنَّ رَأَتْ أَنْ رَأَتْ أَنْ رَأَتْ أَنْ رَأَتْ أَنْ رَأَتْ أَنْ رَأَتْ أَنْ رَأَتْ أَنْ

ইবনে কুতায়বাহ (র) তাহার 'মাআরিফ' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, হযরত খিযির (আ)-এর নাম ছিল, বালুয়া ইবনে মালিকান ইবনে ফালেগ ইবনে আহের ইবনে সালেখ ইবনে আরফাখশায় ইবনে দাম ইবনে নুহ (আ) তাহার কুনিয়াত ছিল আবুল আব্বাস এবং লকব ছিল খায়ির তিনি ছিলেন একজন শাহজাদা। আল্লামাহ নব্বী ইহা "তাহযীবুল আসমা" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা নব্বী ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করিয়াছেন হযরত খিযির এখন জীবিত আছেন; ক্রিয়ামত পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকিবেন কিন! সে বিষয়ে দুইটি মত আছে। আল্লামা নব্বী ও ইবনে সালাহ (র)-এর মতে তিনি ক্রিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকিবেন। এবং ইহার দলীল হিসাবে তাহারা কিছু ঘটনাবলী ও রেওয়াজাত বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন হাদীসেও ইহা বর্ণিত। কিন্তু উহার কিছুই বিশ্বস্ত নহে। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হাদীস হইল সেইটি যাহার মধ্যে হযরত খিযিরের রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তাখিয়াত কবিরার জন্য আগমনের উল্লেখ আছে কিন্তু উহার সনদ ও সহীহ নহে। অপরপক্ষে অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এ উল্লেখিত মতের বিরোধী মত পোষণ করেন। তাহারা যেই দলীল পেশ করেন তাহা হইল,

এই দুই আয়াতে اِرَادَةَ শব্দে সৎকর্ম হযরত খিযির (আ) নিজের সহিত করিয়াছেন। কারণ, যৌবনে পদার্পণ করাইবার ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতিরিক্ত অন্য কাহারও নাই; কিন্তু অন্যন্য বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষকেও শক্তিদান করিয়াছেন رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ ثَمَرِكُمْ অর্থাৎ তিনটি অবস্থায় আমি যে কাজ করিয়াছি ইহা আমার মতে করি নাই বরং নৌকার মালিক, বালকের পিতামাতা ও সৎলোকটির এতীম বালকদের প্রতি আপনার প্রতিশালকের পক্ষ হইতে অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটিয়াছে। আমি আল্লাহর নির্দেশেই এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

অত্র আয়াতে দ্বারা কেহ কেহ ইহা প্রমাণিত করেন যে হযরত খিযিরও নবী ছিলেন। فَوَجَدَا عَبِيدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا مَا يَشَاءُونَ দ্বারাও ইহা প্রমাণিত করেন। কেহ কেহ বলেন, হযরত খিযির (আ) রাসূল ছিলেন। আবার কেহ কেহ ইহাও বলেন, তিনি বাদশাহ ছিলেন। মাওরী তাহার তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন, অনেকের মত হইল তিনি নবী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন আল্লাহর বিশেষ অলী। قَالَ اِمْلِكْ

ইবনে কুতায়বাহ (র) তাহার 'মাআরিফ' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, হযরত খিযির (আ)-এর নাম ছিল, বালুয়া ইবনে মালিকান ইবনে ফালেগ ইবনে আহের ইবনে সালেখ ইবনে আরফাখশায় ইবনে দাম ইবনে নুহ (আ) তাহার কুনিয়াত ছিল আবুল আব্বাস এবং লকব ছিল খায়ির তিনি ছিলেন একজন শাহজাদা। আল্লামাহ নব্বী ইহা "তাহযীবুল আসমা" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা নব্বী ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করিয়াছেন হযরত খিযির এখন জীবিত আছেন; ক্রিয়ামত পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকিবেন কিন! সে বিষয়ে দুইটি মত আছে। আল্লামা নব্বী ও ইবনে সালাহ (র)-এর মতে তিনি ক্রিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকিবেন। এবং ইহার দলীল হিসাবে তাহারা কিছু ঘটনাবলী ও রেওয়াজাত বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন হাদীসেও ইহা বর্ণিত। কিন্তু উহার কিছুই বিশ্বস্ত নহে। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হাদীস হইল সেইটি যাহার মধ্যে হযরত খিযিরের রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তাখিয়াত কবিরার জন্য আগমনের উল্লেখ আছে কিন্তু উহার সনদ ও সহীহ নহে। অপরপক্ষে অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এ উল্লেখিত মতের বিরোধী মত পোষণ করেন। তাহারা যেই দলীল পেশ করেন তাহা হইল,

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ الْاِسْمَاءِ وَرَأَتْ أَنَّ رَأَتْ أَنْ رَأَتْ أَنْ رَأَتْ أَنْ رَأَتْ أَنْ رَأَتْ أَنْ رَأَتْ أَنْ رَأَتْ أَنْ رَأَتْ أَنْ

প্রমাণিত নহে যে তিনি কখনও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। যদি তিনি জীবিত থাকিতেন তবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ করিতেন এবং তাহার সাহাযী হইতেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) মনের দানব সকলের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন **لَوْ كَانَ مُوسَى وَعِيسَى حِينَئِذٍ لَكَاوَسْتُمَا آلَ آدَمَ** যদি হযরত মুসা ও ঈসা (আ) জীবিত থাকিতেন, তবে আদমের অনুসরণ করা ব্যতীত তাহাদের কোন উপায় ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার এত্তেবালের কিছুকাল পূর্বে ইরশাদ করিয়াছিলেন ঘাহারা বর্তমানে পৃথিবীতে জীবিত আছে তাহাদের কেহই এই পাত্র হইতে একশত বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিবে না। ইহা ব্যতীত আরো অনেক দলীল আছে যাহা তাহাদের মতের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে তাহারা পেশ করেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহুইয়া ইবনে আদম (র)...হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হইতে বর্ণিত যে তিনি হযরত খিযির (র:) সম্পর্কে বলেন, খিযিরকে খিযির নামে এইজন্য নামকরণ করা হইয়াছে যে, তিনি সাদা ঘাসের উপরে বসা ছিলেন কিন্তু হঠাৎ দেখে গেল তাহার নীচে সবুজ হইয়া গিয়াছে। খিযির দুর্ভাগ্যবশত। ইমাম আহমদ (র) আব্দুল রয্ফাক হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত ইমাম বুখারী (র) পর্যায়ক্রমে হাসান ও আবু হুরায়রাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন হযরত খিযিরকে, খিযির নামে এইজন্য নামকরণ করা হইয়াছে যে তিনি একটি ওকন ঘাসের উপরে বসা ছিলেন, হঠাৎ নীচে হইতে সবুজ হইয়া গেল। **قوله** **لَوْ كَانَ مُوسَى وَعِيسَى حِينَئِذٍ لَكَاوَسْتُمَا آلَ آدَمَ** শব্দের অর্থ হইল শুকনা ঘাস। আব্দুল রয্ফাকও এই কথা বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, **قوله** **لَوْ كَانَ مُوسَى وَعِيسَى حِينَئِذٍ لَكَاوَسْتُمَا آلَ آدَمَ** অর্থ যমীনের উপরিভাগ। ইহা হইল সেই বিষয়ের ব্যাখ্যা যেই বিষয়ে আপনি মনস্কুল আছেন এবং বৈধধারণা করিতে পারেন নাই। হযরত খিযির তাহার কার্ণাবলীর ব্যাখ্যা দান করিবার পর যখন হযরত মুসা (আ) এর মনস্কুলতা দূর হইল তখন তিনি হযরত খিযির **سَأَلْتَنِيكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ** বলিলেন। এবং তাহার মনস্কুলতার অবস্থায় বলিয়াছিলেন **سَأَلْتَنِيكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ** অর্থাৎ হযরত মুসা (আ)-এর মন যখন ভারী ছিল তখন হযরত খিযিরও কঠিন শব্দ **سَأَلْتَنِيكَ** এর **سَأَلْتَنِي** সহ ব্যবহার করিয়াছেন। অতঃপর তাহার অন্তর হালকা হইলে সহজ শব্দ **سَأَلْتَنِي** এর **سَأَلْتَنِي** ছাড়া ব্যবহার করিয়াছেন।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে **فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ** অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজ না তো প্রাচীরের উপর আরোহণ করিতে পারিল **وَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَنظُرُوا** আর উহাতে কোন ছিদ্র করিতে সক্ষম হইল না। আরোহণ করা অপেক্ষা হ্রিৎ করা কঠিন কাজ, এই কারণে আরোহণের জন্য সহজ শব্দ **اسْتَطَاعُوا** ব্যবহার করা হইয়াছে এবং হ্রিৎ করিবার জন্য **اسْتَطَاعُوا** কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ঘটনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন হয় হযরত মুসা (আ) এর সহিত যেই যুবক ছিলেন ঘটনার প্রথম দিকে তাহার আলোচনা

হইলেও পরবর্তীতে তাহার আর কোন আলোচনা হয় নাই। উহার কারণ কি। ইহার জবাব হইল, বস্তুতঃ ঘটনাটির মূল উদ্দেশ্য হইল, হযরত মুসা (আ) ও হযরত খিযির এর পারস্পরিক কি ঘটনা ঘটয়াছিল উহা বর্ণনা করা। প্রাসংগিকভাবে যুবকের আলোচনাটি হইয়াছিল। উক্ত যুবক ছিলেন হযরত ইউশা ইবনে নূন। হযরত মুসা (আ) এর পর এই ইউশা (আ) বনী ইসরাইলের উপর শাসন করিতেন। ইবনে জরীর (র) তাহার তাফসীরে যে রেওয়াজে বর্ণনা করিয়াছেন উল্লেখিত তথ্য উহার দুর্বলতাকে প্রকাশ করে। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইবনে হুমাইদ (র)...হযরত ইকরিমাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, একবার হযরত ইবনে আক্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আমরাতো কোন হাদীসে হযরত মুসা (আ) এর সেই যুবকের আলোচনা শুনিতে পাইলাম না। তখন হযরত ইবনে আক্বাস (রা) বলিলেন, যুবক সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে যে তিনি সেই সঞ্জীবনী পানি পান করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি চিরজীবী হইলেন। হযরত খিযির তাহাকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন অতঃপর তাহাকে সমুদ্রে ছাড়িয়া দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত তিনি নখুদ্রের তরঙ্গমালার সহিত হাবু ডুবু খাইতে থাকিবেন। যেহেতু তাহার পক্ষে আবে হায়াত পান করা উচিত ছিল না কিন্তু তবুও তিনি উহা পান করিয়াছিলেন অতএব তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। হাদীসের সন্দেহ দুর্বল। হাসান নামক রবী পরিভাজ্ঞ এবং তাহার পিতা উমার হ অপরিচিত।

(৪২) **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا**

(৪৩) **إِنَّا مَكْنَأُ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيًّا**

৮৩. ইহারা তোমাকে যুল-কারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, আমি তোমাদিগের নিকট তাহার বিষয় বর্ণনা করিব।

৮৪. আমি তাহাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়াছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপর উপকরণ দান করিয়াছিলাম।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা তাহার নবীকে বলেন, হে মুহাম্মদ! (সা) **يَسْأَلُونَكَ** ইহারা তোমাকে যুল-কারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে মক্কার কাকিররা আহলে কিতাবদের নিকট হযরত মুহাম্মদ (সা) কে পরীক্ষা করিবার জন্য কিছু প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্যে লোক পাঠাইয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট তিনটি প্রশ্ন করিবে। (১) কোন ব্যক্তি সারা বিশ্বে পর্যটন করিয়াছিল? (২) প্রাচীনকালে যেই সকল যুবকরা উধাও হইয়া গিয়াছিল তাহাদের খবর কি? (৩) এবং রহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর সূরা কাহাফ অবতীর্ণ হইল।

ইবনে জরীর (৭) তাহার তাকসীর গ্রন্থে এই আঘাত প্রসঙ্গে এবং উম্মাতী তাহার যুদ্ধ অধ্যায়ে উকবাহ ইবনে আমের হইতে একটি দুর্বল হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। একবার ইয়াহুদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের আসিবার পরই তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য বলিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, তিনি কামের একজন যুবক ছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়া শহর তিনিই নির্মাণ করিয়াছেন। একজন ফিলিস্তা তাহাকে আনমনে পর্যন্ত উল্লেখ করিলেন অতঃপর তাহাকে প্রাচীর পর্যন্ত পৌছাইয়া দিল। সেখানে তিনি এমন এক কওমকে দেখিতে পাইলেন তাহাদের মুখমণ্ডল কুকুরের মত ছিল। হাদীসটি দীর্ঘ ও মুনকার 'مَكْرُوم' 'মারফু' হওয়া ঠিক নহে। অধিকাংশের মতে ইহা ইসরাঈলী রেওয়াজে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, আবু যুরআহ (৪)-এর দ্বারা প্রখ্যাত মুহাদ্দিস তিনি হাদীস "দালায়েলুন নবুয়ত" নামক গ্রন্থে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। রেওয়াজেতটির মধ্যে যুলকারনাইনকে কামের অধিবাসী বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও ঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় ইস্কান্দার ছিলেন কামের অধিবাসী। তিনি "কাইলীন মাকদুনী" এর পুত্র ছিলেন তাহার দ্বারা কামের ইতিহাসের ভিত্তি রচিত হইয়াছে। আর প্রথম ইস্কান্দার তিনি হযরত ইবরাহীম (আ) যখন বাইতুল্লাহ শরীক নির্মাণ করে তখন উহার সহিত তাওয়াফ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি ঈমান অনিয়াছিলেন এবং তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। হযরত খিযির (আ) তাহার উজীর ছিলেন। এবং দ্বিতীয় ইস্কান্দার তিনি ছিলেন ইস্কান্দার ইবনে কাইলীন মাকদুনী। হীকের অধিবাসী এবং তাহার উজীর ছিলেন প্রখ্যাত নার্শনিক এলিস্টটন 'أَبُو عَلِيٍّ' তিনি হযরত ইসা (আ) এর প্রায় তিনশত বছরের পূর্বে ছিলেন। পবিত্র কুরআনে তাহার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগের ছিলেন যেমন আযরাকী (৪) ও অন্যান্যরা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত বাইতুল্লাহ শরীকের তাওয়াফ করিয়াছেন। আর আঙ্লাহর নামে অনেক সনককা খসড়াও করিয়াছেন। আমার "আল বিনায়াহ-অননিহায়াহ" গ্রন্থে উহার অনেক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছি।

ওহব ইবনে মুলক্বাহ (৪) বলেন, যুলকারনাইন বাদশাহ ছিলেন তাহাকে যুলকারনাইন (দুই শিখরশিষ্ট) এই কারণে বলা হইত যে, তিনি মাথার দুইপার্শ্বে দুইটি তাম্বারপাত ছিল। কোন আহলে কিতাবের মতে তিনি রুম ও পরস্যের বাদশাহ ছিলেন। এই কারণে তাহাকে যুলকারনাইন বলা হইত। কেহ কেহ বলেন, তাহার মাথায় শিং সাদৃশ্য বস্তু ছিল। সুফিয়ান সাওরী (৪)...আবু ভুফাইল (৪) হইতে বর্ণিত, একবার হযরত আলী (রা) এর নিকট যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, তিনি আঙ্লাহর একজন অনুগত বান্দা ছিলেন, তিনি মানুষকে আঙ্লাহর দিকে আহ্বান করিলে তাহারা তাহার বিরোধী হইয়া গেল এবং তাহার মাথার

একপাশে এমন আঘাত করিল যে তিনি শহীদ হইয়া গেলেন। আঙ্লাহ তাহাকে জীবিত করিলেন। তিনি পুনরায় তাহার কওমকে আঙ্লাহর দিকে আহ্বান করিলেন। তাহার আবারও তাহার মাথার অপর পার্শ্বে আঘাত করিল ফলে তিনি পুনরায় শহীদ হইলেন। এই কারণে তাহাকে যুলকারনাইন বলা হয়।

ও'বা (৪) পর্যায়ক্রমে কাসেম ইবনে আবু বশযাহ আবু ভুফাইল হইতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আলী (রা) কে অনুরূপ বর্ণনা করিতে শুনিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যেহেতু তিনি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে ও পশ্চিমপ্রান্তে পৌছাইয়া ছিলেন এই কারণে তাহাকে যুলকারনাইন বলা হয়। 'أَنَا مَكْرُومٌ فِي الْأَرْضِ' আমি তাহাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। অর্থাৎ তাহাকে আমি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছিলাম এবং সাথে সাথে তাহার প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যেই সকল উপায় উপকরণের প্রয়োজন ছিল যেমন, সেনাবাহিনী যুদ্ধান্ত্র কিল্লাসমূহ সব কিছু দ্বারা তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সকল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। আরব ও আজমের সকল বাদশাহ তাহার অনুগত হইয়াছিলেন। এই কারণে কেহ কেহ বলেন, যেহেতু যুলকারনাইন সূর্যের দুইপ্রান্ত মাশরিক ও মাগরিব পর্যন্ত পৌছাইয়াছিলেন এই কারণে তাহাকে যুলকারনাইন বলা হয়।

আর তাহাকে আমি প্রত্যেক বিষয়ের উপকরণ দান করিয়াছিলাম। 'قَوْلُهُ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا' হযরত ইবনে আব্বাস (রা), সায়ীদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমাহ, সুদী, কাতাদাহ ও যাহুহাক (৪) সহ আরো অনেকে অত্র আয়াতের তাকসীর করেন, আমি তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। কাতাদাহ (৪) অপর এক ব্যাখ্যা ইহাও করিয়াছেন, আমি তাহাকে পৃথিবীর সকল মনযিল ও উহার চিহ্নসমূহ সম্পর্কে অবগত করিয়াছিলাম। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (৪) ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আঙ্লাহ তা'আলা যুলকারনাইনকে সকল ভাষা শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তিনি যে কোন জাতির সহিত যুদ্ধ করিতেন তিনি তাহাদের ভাষায় তাহাদের সহিত কথা বলিতেন।

ইবনে লাহী'আহ (৪) বলেন, সালেম ইবনে গায়মান (৪)...মু'আবীয়াহ ইবনে আবু সুফিয়ান হইতে বর্ণিত যে, একবার হযরত মু'আবীয়াহ কা'ব ইবনে আহবার (রা) কে বলিলেন, আপনি না বলেন, যুলকারনাইন সুরাইয়া নক্ষত্রের সহিত তাহার ঘোড়া বাঁধিতেন। তখন তিনি বলিলেন যদি উহা অস্বীকার করেন, তবে আঙ্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন 'أَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا' আমি তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ের উপকরণ দান করিয়াছিলাম। হযরত মু'আবীয়াহ (রা) যে কা'ব এর রুখাকে অস্বীকার করিলেন এই বিষয়ে হযরত মু'আবীয়াহ (রা)-এর অস্বীকৃতি সঠিক ছিলেন। হযরত মু'আবীয়াহ (রা) কা'ব সম্পর্কে বলিতেন, তিনি যাহা কিছু বর্ণনা করিতেন উহা মিথ্যা হইত অবশ্য

তিনি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা গড়িয়া বলিতেন না। তাহার অভ্যাস ছিল কেইখানে যাহা কিছু পাইতেন উহাকে সত্য মনে করিয়া বর্ণনা করিতেন। তাহার লিখিত সইফা ইসরাঈলী রেওয়াজেত দ্বারা পরিপূর্ণ। যাহার অধিকাংশ পরিবর্তন পরিবর্তন ও বাজে কথা হইতে রক্ষিত ছিল না। আশ্চর্য্য কিভাবে ও রাসূলুল্লাহ (সা) বিতর্ক হাদীসের উপস্থিতিতে আমাদের উহার প্রয়োজনও নাই। ঐ সকল ইসরাঈলী রেওয়াজেত মুসলমানদের মধ্যে বহু ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিয়াছে। **وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَبِينًا** এর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহার সাম্য হিঁসাবে যেই রেওয়াজেত তাহার সইফায় বিদ্যমান উহা ঠিক নহে। কারণ, কোন মানুষের পক্ষে সুসুইয়া নামক পৌছান সম্ভব নহে এবং নর তাহাদের আসমানে আরোহণ করা সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা নিলকীস সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন **وَأُوتِيَتْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ** তাহাকে সর্বপ্রকার বস্তু দান করা হইয়াছিল। ইহার অর্থ হইল, সাধারণতঃ রাজা বাদশাহগণকে যেই সকল বস্তু দেওয়া হয় উহার সব কিছুই তাহাকে দান করা হইয়াছিল। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইনকে দেশ বিজয়ের জন্য শত্রু দমনের জন্য অহংকারী বাদশাহগণকে অধিনস্ত করিবার জন্য মুশরিকদিগকে বাধ্য করিবার জন্য যেই সকল উপায় উপকরণ ও আসবাবের প্রয়োজন ছিল উহার সব কিছুই তাহাকে দান করিয়াছিলেন **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

হাফিয জিয়া মাকদিসী (ধ) এর মুখতারর নামক গ্রন্থে বর্ণিত, কুতায়বাহ (র).... আবু আওয়ানাহ, সাম্বাক হাবীব ইবনে হাম্বান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আমি হযরত আলী (রা) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম তখন এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যুলকারনাইন মাসরিক ও মাগরিবে কিভাবে পৌছাইয়া ছিলেন? তিনি বলিলেন, সুবহানল্লাহ! আল্লাহ তাহাৰ জন্য মেঘমালাকে অধিনস্ত করিয়াছিলেন, সকল উপায় উপকরণ নির্ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পূর্ণ শক্তি দান করিয়াছিলেন।

(৪৫) **فَأَتَيْتُهُ سَبِيًّا**

(৪৬) **حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ**

عِنْدَهَا قَوْمًا قَلِيلًا يُدَّاءِ الْقُرَيْشِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ

فِيهِمْ حَسَنًا

(৪৭) **قَالَ أَمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا**

كُرًّا

(৪৮) **وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحَسَنَىٰ وَنَسْقُولُ لَهُ مِنْ**

أَمْرًا يُسْرًا

৮৫. অতঃপর সে এক পথ অবগমন করিল। চমিতে চলিতে নে যখন সূর্যের অন্তগমন স্থানে পৌছিল।

৮৬. তখন সে সূর্যকে এক পক্ষিল জল্লাশয়ে অন্তগমন করিতে দেখিল এবং সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখিতে পাইল। আমি বলিলাম, 'হে যুলকারনাইন! তুমি ইহাদিগকে শাস্তি দিতে পার। অথবা ইহাদিগের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করিতে পার।

৮৭. সে বলিল, হে কেহ সীমালংঘন করিবে আমি তাহাকে শাস্তি দিব। অতঃপর সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে এবং তিনি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।

৮৮. তবে যে ইমানে আনে এবং সৎকর্ম করে তাহার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কন্যাণ এবং তাহার প্রতি ধাবহরে আমি নয় কথা বলিব।

তাফসীর : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) **فَأَتَيْتُهُ سَبِيًّا** অর্থ করিয়াছেন, অতঃপর যুলকারনাইন আল্লাহর পক্ষ হইতে নির্দেশিত পথ ধরিয়া চলিলেন। সুজাহিদ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, যুলকারনাইন মাসরিক ও মাগরিবের মধ্যবর্তী একটি পথ ধরিয়া চলিলেন। কাতানাহ (র) বলেন, যুলকারনাইন ধর্মীদের মনয়িল ও চিহ্নসমূহ অবলম্বন করিয়া চলিলেন। সারীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, **فَأَتَيْتُهُ سَبِيًّا** অতঃপর তিনি যমীনের চিহ্ন ধরিয়া চলিলেন। ইকরিমাহ, উবাইদ ইবনে ইয়াল্লা ও সুদী (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মাতর (র) বলেন, পূর্বে যেই সকল চিহ্নসমূহ আলাহতসমূহ বিদ্যমান ছিল উহার সাহায্যে পথ চলিতে লাগিলেন।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ তিনি চলিতে চলিতে অবশেষে যখন পৃথিবীর পশ্চিম দিকে সর্বশেষ প্রান্তে পৌছলেন। প্রকাশ থাকে যে, এখানে আসমানে যেই প্রান্তে সূর্য অস্ত যায় উহা উদ্দেশ্য নহে। কোন কোন কিছ্য বর্ণনাকারী বলিয়াছে যুলকারনাইন চলিতে চলিতে সূর্যাস্তের স্থানও অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং সূর্য তাহার পশ্চাতে অস্ত খাইজেছিল ইহা সত্য নহে-করং ইহা আহলে কিতাবদের পক্ষ হইতে বাজে কথা; এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা ধর্মহীন তাহাদের মনগড়া ও মিথ্যা কথা।

وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ তিনি সূর্যকে দেখিতে পাইলেন যেন উহা সমুদ্রের মধ্যে অস্ত যাইতেছে। যে কেহ সমুদ্রতীরে দন্ডায়মান সে সূর্যকে যেন সমুদ্রের মধ্যেই অস্ত যাইতে দেখে। অথচ সূর্য চতুর্থ আসমানে প্রতিষ্ঠিত। এই আসমান হইতে সূর্য পৃথক হয় না। **الْحَمِيَّةُ** শব্দটি এক কিরাত অনুসারে **الْحَمِيَّةُ** হইতে নির্গত হইয়াছে অর্থ মাটি। যেমন ইরশাদ হইয়াছে **إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ نَسْنُونٍ** এবং **وَسَقُولُ لَهُ مِنْ** এখানে **حَمًا** অর্থ মাটি ইহার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে হইয়া গিয়াছে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র)...হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি **فِي عَيْنِ كَمَا** পড়িতেন এবং উহার অর্থ করিতেন মাটি বিশিষ্ট পানির মধ্যে অণ্ড যায়। একবার কা'ব আহ্বারকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, তোমরা কুরআন সম্পর্কে অধিক বেশী জ্ঞান কিন্তু আমি কিতাবের মধ্যে যাহা পাই তাহা হইল, সূর্য কালো মাটির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে অনেকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আবু দাউদ তয়ালেসী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে দীনার (র)...হযরত ইবনে আক্বাস (রা) উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে নদী কসীম (সা) তাহাকে **حُمَيْتٌ** পড়িয়াছেন।

আলী ইবনে আবু তালহা (র) হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে **وَجَدْنَا تَغْرُبُ فِي** বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ গরম পানির মধ্যে সূর্যকে অস্ত হইতে দেখিতে পাইলেন।

হাসান বসরী (র)ও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন বিশুদ্ধ মত হইল উভয় কিরাতই মাশহুর ও সুপরিচিত কিরাত এবং ইহার যেইটিই কারী পড়িবে বিশুদ্ধ পড়িবে বলিয়াই ধরিতে হইবে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, আমি বলি, দুইটির কিরাতের অর্থে কোন বিরোধ নাই। কারণ সূর্যের অস্তকালে ঐ স্থানে কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় সূর্যের কিরণ সরাসরি পানিকে স্পর্শ করিবার কারণে পানি গরম হইতে পারে এবং ঐ স্থানের মাটি কালো বর্ণের হইবার কারণে উহার পানিও ঐ একই বর্ণ ধারণ করিতে পারে। যেমন কা'ব আহ্বার ও অন্যান্য মনীযীগণ বলিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন মুহাম্মদ ইবনে মুসল্লা (র) ইয়াযীদ ইবনে খারুন, আওয়াম...আব্দুল্লাহ ইবনে আদর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার সূর্যস্তের সময়-রাসূলুল্লাহ-(সা) সূর্যের দিকে দুইপাত করিয়া বলিলেন, যদি আল্লাহ নির্দেশে উহার দাহন হ্রাস করা না হইত তবে উহা পৃথিবীর সব কিছুকে জ্বালাইয়া উষ্ম করিয়া দিত। ইমাম আহমদ (র) ইয়াযীদ ইবনে হারুন (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু উহার মারফু' হওয়া সম্পর্কে দ্বিমত রহিয়াছে। সম্ভবত, ইহা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র)-এর বক্তব্য; এবং ইহা তিনি সেই দুইটি ধলে হইতে লইয়াছেন যাহা তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধে পাইয়াছিলেন। **وَاللَّهُ لَعَلُّمٌ**

ইবনে আবু হাতিম (র) বলেন হাজ্জাজ ইবন হামজা (র)...হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত মু'আবীয়াহ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) **تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَامِيَّةٍ** পড়িলেন তখন হযরত ইবনে আক্বাস (রা)

বলিলেন, আমরা তো ইহাকে **عَيْنِ حَمِيَّةٍ** পড়ি। অতঃপর হযরত মু'আবীয়াহ (রা) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আয়াতটি কি রকম পড়েন? তিনি বলিলেন, যেমন আপনি পড়েন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আক্বাস (রা) বলিলেন, আমি হযরত মু'আবীয়াহ (রা) কে বলিলাম, আমার ঘরেই তো কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। তখন হযরত মু'আবীয়াহ (রা) কা'ব ইবনে আহ্বার-এর নিকট লোক প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সূর্য কোথায় অস্ত যায় তাওরাতে এই সম্পর্কে কি উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, কোন আরবকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। তাহারা এই বিষয়ে অধিক ভাল জানে। তবে সূর্য কোথায় অস্ত যায় এই সম্পর্কে আমি তাওরাতে যাহা পাইয়াছি তাহা হইল সূর্য পানি ও মাটি অর্থাৎ কাদার মধ্যে অস্ত যায়। এই কথা বলিয়া তিনি পশ্চিম দিকে ইংগিত করিলেন। ইবনে হাযের এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, যদি আমি তখন উপস্থিত থাকিতাম তবে আপনার সমর্থনে 'তুকা'র এই কবিতা দুইটি পড়িয়া শুনাইতাম। যাহাতে তিনি যুলকারনাইন-এর আলোচনা করিয়াছেন।

بَلَغَ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ + أَسْبَابُ لَمْرَمٍ حَكِيمٍ مُرْتَبِدٍ
فَرَأَى مَغِيبَ الشَّمْسِ عِنْدَ غُرُوبِهَا + فِي عَيْنِ ذِي حُلْبٍ وَثَاطَ حَرْمَدٍ

অর্থাৎ যুলকারনাইন মাশরিক ও মগরিব পর্যন্ত পৌছাইয়া গিয়াছিলেন কারণ মহাজনী আল্লাহ তাহাকে সর্বপ্রকার উপায় উপকরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সূর্যাস্তের সময় উহাকে কাল মাটির ন্যায় কাদার মধ্যে অস্ত হইতে দেখিলেন।

অতঃপর হযরত ইবনে আক্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন কবিতার মধ্যে উল্লেখিত **الْحُلْبُ** অর্থ কি? তিনি বলিলেন, **الْحُلْبُ** অর্থ মাটি **الْثَاطُ** অর্থ, কাদা ও **الْحَرْمَدُ** অর্থ কালো। অতঃপর হযরত ইবনে আক্বাস (রা) এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন এই লোকটি যাহা বলেন, তুমি উহা লিখিয়া রাখ।

সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলেন, একদা হযরত ইবনে আক্বাস (রা) সূরা কাহাফের এই আয়াত **وَجَدْنَا تَغْرُبُ فِي حَمِيَّةٍ** পাঠ করিলেন। তখন কা'ব উহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন সেই সন্ডার কসম যাহার হাতে কা'বের প্রাণ তাওরাতে এই বিষয়টি যেমন অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অনুরূপ এই আয়াতকে হযরত ইবনে আক্বাস (রা) ব্যতিত অন্য কাহাকেও পাঠ করিতে গুনি নাই। তাওরাতে আমি এই বিষয়টি এইরূপ পাইয়াছি, "সূর্য কালো কাদার মধ্যে অস্ত যায়"। আবু ইম্বালা মুসেলী বলেন, ইসহাক ইবনে ইসরাইল, হিশাম ইবনে ইউসুফ-এর সূত্রে "তাফসীরে ইবনে জুবাইর" এর মধ্যে **وَجَدْنَا تَغْرُبُ فِي حَمِيَّةٍ** এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যেই স্থানে সূর্য অস্ত যায় তাহার নিকটবর্তী একটি শহর ছিল যাহার বার হাজার, দরজা ছিল যদি শহরবাসীর

শব্দ না হইত তবে সূর্যাস্তকালে তাহারা সূর্যাস্তের শব্দগুলিতে পাইত। وَجَدَ عِنْدَنَا ۖ এবং উহার নিকটবর্তী একটি সম্প্রদায়কে তিনি পাইলেন। উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা আদম সন্তানেরই একটি সম্প্রদায় ছিল।

فُلَانًا ۖ أَرْثَاهُ ۖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর যুলকারনাইনকে কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা দান করিলেন এবং তাহাকে এই এখতিয়ার দিলেন, ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদিগকে হত্যা করিতে ও বন্দি করিতে পারেন আর ইচ্ছা করিলে তিনি ইনসাফও প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। অতঃপর তিনি আদম ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাই অত্র আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে যেই ব্যক্তি যুলুম করিবে অর্থাৎ কুফর ও শিরকের উপর অটল থাকিবে তাহাকে অতিশীঘ্র শাস্তি দিব। কাভাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল তাহাকে হত্যা করিয়া শাস্তি দিব। সুদী (র) বলেন, তামার ডেগ গরম করিয়া তাহাদিগকে উহাতে নিক্ষেপ করা হইত এমন কি তাহারা উহার মধ্যে গলিয়া যাইত। ওহর ইবন খুনাফাহ (র) বলেন, মালিমদিগকে তাহাদের উপর লেলিয়া দেওয়া হইত অতঃপর তাহারা তাহাদের মহলে ও ঘরে প্রবেশ করিত এবং চতুর্দিক হইতে তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া ফেলিত। قوله ثُمَّ يَرْثُ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ۖ অতঃপর তাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করা হইবে তখন তিনি তাহাকে চরম শাস্তি দান করিবেন। এই আয়াত দ্বারা পরকাল প্রমাণিত হইল।

قَوْلُهُ وَآمَنَ وَمَقِيلٌ مَّالِحًا ۖ فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى ۖ অনিয়াছে এবং এক আল্লাহর ইবাদত করিবার জন্য আমাদের আস্থানের অনুসরণ করিয়াছে তাহার জন্য পরকালে উত্তম দিনিময় রাখিয়াছে। وَسَنُقَرِّبُ لَهُ مِنْ أُمْرِ سُرًّا ۖ এবং আমিও তাহার সম্মান করিব এবং আমার কাজে তাহাকে সহজ নির্দেশ দান করিব।

(৪৭) ثُمَّ اتَّبَعَهُ سَبِيًّا ۖ

(৭০) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُم

مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا ۖ

(৭১) كَذَلِكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۖ

৮৯. আবার সে এক পথ ধরিল,

৯০. চলিতে চলিতে যখন সে সূর্যোদয় হওয়ার স্থানে পৌছিল তখন সে দেখিল উহা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হইতেছে যাহাদিগের জন্য সূর্যতাপ হইতে কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করি নাই।

৯১. প্রকৃত ঘটনা ইহাই তাহার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।

তাফসীরে ৪ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যুলকারনাইন সূর্যাস্তের স্থানে ভ্রমণ শেষে সূর্যোদয়ের স্থানের দিকে সফর শুরু করিলেন। এবং যে কোন সম্প্রদায়ের উপর দিয়া তিনি অভিগ্রহণ করিতেন তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করিতেন। তাহারা তাহার অনুসরণ করিলে তো ভাল, নচেৎ তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিতেন এবং তাহাদের মাল ধন-সম্পদ হালাল মনে করিতেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এত সংখ্যক খাদেম সাথে লইতেন যাহারা তাহার সেনাবাহিনীর সাহায্য করিতে যথেষ্ট হইত। বনী ইসরাঈল সংবাদে প্রকাশ, যুলকারনাইন এক হাজার হুয়শত বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রচারার্থে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে থাকেন এমন কি তিনি সূর্যাস্তের স্থান ও সূর্যোদয়ের স্থানে পৌছাইয়া যান। যখন তিনি সূর্যোদয়ের স্থানে পৌছলেন যেমন ইরশাদ হইয়াছে لَمَّا تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا ۖ তখন তিনি সূর্যকে এমন একটি কণ্ডমের উপর উদয় হইতে দেখিতে পাইলেন যাহাদের জন্য সূর্যের কিরণ হইতে আশ্রয়কার জন্য কোন আবরণ সৃষ্টি করি নাই। অর্থাৎ তাহাদের কোন ঘর ছিল না যেইখানে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত আর কোন গাছপালাও ছিল না যাহার ছায়ায় বসিয়া সূর্যের উত্তাপ হইতে আশ্রয়লাভ করিতে পারিত। সাদীদ ইবন জুবাইর (রা) বলেন, তাহারা নাল বর্ণের ছিল। উচ্চতা ছিল কম। তাহাদের সাধারণ খাবার ছিল মাছ।

আবু দাউদ তায়ালেসী (র) বলেন, আবু সাল্ত, হানান বসরী (র) কে لَمَّا تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا ۖ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলিতে গিয়াছেন তিনি বলেন, তাহাদের বসতি এমন ছিল যে সেখানে ঘর নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না। সূর্যোদয় হইলে তাহারা পানির মধ্যে চলিয়া যাইত এর সূর্যাস্ত হইলে বাহির হইয়া পড়িত এবং জীব-জন্তু যেমন চরিয়া বেড়ায় তাহারা উদ্ভ্রপ চলিয়া বেড়াইত। হাসান (র) বলেন, রেওয়ামেতটি সামুদ্রিক (রা) হইতে বর্ণিত। কাভাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে ঐ সম্প্রদায় এমনই এক স্থানে বাস করিত যেই স্থানে কোন ফসল উৎপন্ন হইত না। সূর্যোদয় ঘটিলে তাহারা পানির মধ্যে চলিয়া যাইত এবং সূর্যাস্ত হইলে তাহারা বাহির হইয়া দূরে তাহাদের জমিতে চলিয়া যাইত। সালামাহ ইবনে কুহাইন (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, তাহারা এমন একটি জাতি যাহাদের কোন আশ্রয় স্থান ছিল না। তাহাদের ছিল দুইটি বড় বড় কান। একটি তাহারা বিছানা হিসাবে ব্যবহার করিত এবং অপরটি তাহারা পরিধান করিত।

আব্দুর রায্বাক (র) বলেন, মা'মার (র) কাভাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন আলোচ্য আয়াতের মধ্যে যেই কণ্ডমের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা জংলী ও বর্বর জাতি ছিল। ইবনে জরীর (র) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তাহারা কখনও

কোন ঘর কিংবা প্রাচীর নির্মাণ করে নাই এবং অন্য কোন লোকও ঘর নির্মাণ করে নাই। যখন সূর্যোদয় ঘটিত তখন তাহারা পানির মধ্যে প্রবেশ করিত এবং যাবৎ না সূর্যাস্ত ঘাইত তাহারা সেইখানেই অবস্থান করিত। তার ইহার কারণ ছিল এই যে তথায় কোন পাহাড়ও ছিল না সেইখানে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত। একবার তখন একটি সেনাদলের আগমন ঘটিল তখন স্থানীয় লোকজন তাহাদিগকে বলিল সাবধান। এই স্থানে যেন তোমাদের উপর সূর্যোদয় না হয়। তাহারা বলিল আমরা সূর্যোদয়ের পূর্বেই এখান হইতে চলিয়া যাইব। কিন্তু তোমরা বল দেখি, এই হাড়সমূহ কিসের? তাহারা বলিল, একবার একটি সেনাদল এখানে উপস্থিত হইলে তাহাদের উপর সূর্যোদয় ঘটয়াছিল। ফলে তাহারা এইখানেই মৃত্যুবরণ করে। এই কথা শ্রবণ করিতেই তাহারা দ্রুত চলিয়া গেল।

كُنَّا قَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْ خُبْرًا অর্থাৎ যুলকারনাইনের এবং তাহার সেনা বাহিনীর বাবতীয় সংবাদ সম্পর্কে আমি অবগত উহার কিছুই আমার জন্য গোপন নহে। যদিও তাহার লোকজন দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো ছিল। ইরশাদ হইয়াছে لَا يَخْفَىٰ لِيُخْفَىٰ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ যমীনে ও আসমানে অবস্থিত কোন কিছুই তাহার নিকট গোপন নহে।

(৭২) ثُمَّ أَتَبِعَ سَبِيًّا ۝

(৭২) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝

(৭৩) قَالُوا يَا قَوْمِ انَّا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوبَ وَمَا جُوبٌ مُّغْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝

(৭৪) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝

(৭৫) اَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ائْتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝

৯২. আবার সে এক পথ ধরিল,

৯৩. চলিতে চলিতে সে যখন দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছিল তখন তথায় সে এক সম্প্রদায়কে পাইল যাহারা তাহার কথা একেবারেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

৯৪. তাহারা বলিল হে যুলকারনাইন! ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে; আমরা কি তোমাকে কর দিব এই শর্তে যে তুমি আমাদের ও উহাদিগের মধ্যে এক প্রাচীর গড়িয়া দিবে?

৯৫. সে বলিল, আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর। আমি তোমাদিগের ও উহাদিগের মধ্যস্থলে এক মন্বন্তর প্রাচীর গড়িয়া দিব।

৯৬. তোমরা আমার নিকট নৌহ পিণ্ডসমূহ আনয়ন কর অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হইয়া যখন দৌহসুপ দুই পর্বতের সমান হইল। তখন সে বলিল, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। যখন উহা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইল তখন সে বলিল তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর, আমি উহা ঢালিয়া দেই উহার উপর।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যুলকারনাইন সূর্যোদয়ের স্থান ভ্রমণ শেষ করিয়া অন্য এক পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন এবং অবশেষে প্রাচীরের নামে দুইটি পাহাড়ের নিকট পৌঁছিলেন। দুই পাহাড়ের মাঝে একটি গিরীপথ ছিল এই গিরীপথের মাধ্যমেই ইয়াজ্জুজ মাজ্জুজ তুরকিস্তানে প্রবেশ করিত। তাহারা সেখানে নানা প্রকার অশান্তি সৃষ্টি করিত। কেত খামার জীবজন্তু ও ধ্বংস করিত এবং মানুষকে হত্যা করিত। বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়াজে দ্বারা প্রমাণিত তাহারা মানুষেরই একটি বিশেষ গোষ্ঠী। ইরশাদ হইয়াছে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, হে আদম! তিনি বলিবেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি হামির। আমি উপস্থিত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, দোহখের অংশ আপনি পৃথক করিয়া রাখুন। তিনি বলিবেন, দোহখের অংশ কি পরিমাণ? তিনি বলিলেন প্রত্যেক হাজরে নয়শত নিরানব্বই তো দোহখে প্রবেশ করিবে এবং একজন বোহেশতে। এই সময় অতঃপর শিও বৃক্ষ হইবে এবং গর্ভবর্তী নারীর গর্ভপাত ঘটিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তোমাদের মধ্যে দুই সম্প্রদায় আছে তাহারা যেই দিকে থাকিবে তাহাদের সংখ্যাই হইবে অধিক। অর্থাৎ ইয়াজ্জুজ ও মাজ্জুজ।

আল্লাহ নব্বী (র) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আদম (আ) এ ধাতু হইতে দুই এক ফোটা ধাতু মাটিতে মিশ্রিত হইয়াছিল উহা বারাই ইয়াজ্জুজ মাজ্জুজ সৃষ্টি হইয়াছে। এই বর্ণনানুসারে বুঝা যায় যে, ইয়াজ্জুজ মাজ্জুজ হযরত আদম (আ) এর ধাতু হইতে তো সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু হযরত হাওয়া (আ)-এর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে নাই। এই বর্ণনাটির পক্ষে আকলী কিংবা নকলী কোন যুক্তি প্রমাণ নাই। কোন কোন আহলে কিতাব এই প্রসঙ্গে যাহা কিছু বর্ণনা করিয়া থাকে উহার উপর বিদ্বাস করা যায় না।

ইমাম আহমদ (রা) হযরত সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন হযরত নূহ (আ)-এর তিন পুত্র ছিল। আরব জনক, দাম, সুদান জনক, হাম এবং তুর্কজনক ইয়াফিস। কোন কোন উলমায়ে কিরামের বক্তব্য হইল, ইয়াজুজ মাজুজ গোষ্ঠী হইল তুর্ক জনক ইয়াফিসের বংশধর। তুরকিজানের অধিবাসীদিগকে তুর্ক-বলিয়া এই কারণে নাম করণ করা হইয়াছে যেহেতু তাহারা প্রাচীরের ঐ পারের সম্প্রদায়কে বর্জন করিয়া এই পারে চলিয়া আসিয়াছে। বস্তুতঃ তাহারা ঐ ইয়াজুজ মাজুজের আত্মীয়জন। কিন্তু ইয়াজুজ মাজুজ গোষ্ঠী হইল দুই ও অশান্তি সৃষ্টিকারী এই ক্ষেত্রে ইবনে জরীর (র) ওহু বইবনে মুনাব্বাহ (রা) হইতে একটি দীর্ঘ রেওয়াজে বর্ণনা করেন। রেওয়াজেতটির মধ্যে যুক্তকারনাইনের ভ্রমণ কাহিনী প্রাচীর নির্মাণ ও তাহার পর্যটন কালের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘ এই রেওয়াজেতটি আশ্চর্যজনক ও বিশ্বয়কর বটে কিন্তু উহা বিশ্বস্ত নহে। ইবনে আবু হাতিম (র) তাহার পিতা হইতেও অনেক আশ্চর্যজনক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু উহা সন্দেহও সইহ নহে।

এবং যুক্তকারনাইন প্রাচীর দুইটির নিকটবর্তী এলাকায় এমন একটি সম্প্রদায়কে দেখিতে পাইলেন যাহারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি হইবে দূরে ছিল এবং তাহাদের ভাষা ছিল আজমী এই কারণে তাহারা যুক্তকারনাইনের ভাষা বুঝিতে সক্ষম হইতেছিল না। قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ اَنْ يَّاجُوجُ ا۔ তাহারা বলিল, হে যুক্তকারনাইন! ইয়াজুজ মাজুজ দেশে অশান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টি করিতেছে অতএব প্রাচীর নির্মাণের জন্য কি আপনার জন্য আমরা ঋজনা ধার্য করিয়া দিব। ইবনে জুরাইজ (র) আতা (র) এর মাধ্যমে হযরত ইবনে আক্বাস (রা) হইতে خَرَجًا অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ যুক্তকারনাইন যদি একটি প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দেন তবে তাহারা তাহাকে অনেক বিনিময় দান করিবে। ইহার জবাবে যুক্তকারনাইন সরলতার সহিত তাহাদের হীতকাংখার উদ্দেশ্যে বলিলেন مَا كُنْتُ بِمَكْنِي اর্থঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে সাম্রাজ্য ও ধন-সম্পদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন উহাই আমার পক্ষে উত্তম। যেমন হযরত সুলায়মান (আ) বলিয়াছিলেন ائْتُونَنِي بِمَا آتَانِي اَللّٰهُ خَيْرٌ فَمَا آتَاكُمْ তাহারা কি আমাকে মাল দ্বারা সাহায্য করিতে চাহিতেছে? অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাকে যাহা দান করিয়াছেন উহা তোমাদের মাল অপেক্ষা উত্তম। যুক্তকারনাইনও অনুরূপ কথাই বলিলেন, তোমরা যেই মাল আমার জন্য ব্যয় করিবে উহা অপেক্ষা আমার মাল উত্তম। তোমাদের মালের আমার প্রয়োজন নাই বরং তোমরা শ্রম ও প্রাচীর নির্মাণের সরঞ্জাম জোগাড় করিয়া দিয়া এই কাজে আমার সাহায্য কর। اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا اَتُونِي

আমি তোমাদের ও তাহাদের মাঝে মৃদু প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিব। তোমরা আমাকে লোহার পাত আনিয়া দাও۔ رُبُّوهُ শব্দটি رُبُّوهُ এর বহুবচন অর্থ, লোহার পাত। হযরত ইবনে আক্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। লোহার এই টুকরা ইটের মত হয় এবং দামেকের এক কিন্তার পরিমাণ কিংবা উহা অপেক্ষা কিছু বেশী।

যুক্তকারনাইন লোহার ইটকে একের উপর এক রাখিয়া যখন দৈর্ঘ প্রস্থে দুই পাহাড়ের মাথা সমান করিলেন (দৈর্ঘ প্রস্থ সম্পর্কে নামায়ে কিরাম একাধিক মত প্রকাশ করিয়াছেন) তখন তিনি বলিলেন اِنْفَخُو۔ তোমরা চতুর্দিক হইতে ফুঁকাহতে থাক এমন কি উহা যেন সম্পূর্ণ আঙনে পরিণত হয়। যখন লোহার প্রাচীর আঙনের অংগারে পরিণত হইল তখন তিনি বলিলেন اَتُونِي তোমরা গলিত তামা লইয়া আস আমি চতুর্দিক হইতে উহার উপর ঢালিয়া দিব। ইবনে আক্বাস (র) মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন قَطْرٌ অর্থ তামা। আর "তাহার জন্য গলিত তামা ঋণা প্রবাহিত করিলাম" আয়াতটি দ্বিতীয় মতের সমর্থন করে। গলিত তামা ঢালিয়া দেওয়ার পর যখন উহা ঠাণ্ড হইয়া গেল তখন উহা মৃদু প্রাচীরে পরিণত হইল এবং সজ্জিত চাদরের ন্যায় মনে হইতে লাগিল।

ইবনে জরীর (র) বলেন, বিশুর ইবনে ইয়াযীদ... কাতাদা হইতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, বলতো উহা কেমন? সে বলিল, নকশা করা চাদরের ন্যায়। উহাতে লাল কালো নকশা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ঠিক দেখিয়াছ হাদীসটি মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত।

একবার খলীফা ওমানিক তার রাজত্বকালে বহু সাজ-সরঞ্জাম দিয়া একটি সেনাবাহিনীসহ তাহার মন্ত্রী পত্রিহদের কয়েকজনকে প্রাচীরের খবর লইতে প্রেরণ করিলেন যেন তাহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার নিকট উহার সঠিক তত্ত্ব জানাইতে পারে। তাহারা রওয়ানা হইলেন এবং শহরের পর শহর দেশের পর দেশ অতিক্রম করিয়া প্রাচীরের নিকটে পৌছলেন। এবং লোহা তামা দ্বারা নির্মিত প্রাচীরটি দেখিতে পাইলেন। তাহারা বর্ণনা করিয়াছে যে তাহারা প্রাচীরের একটি মস্ত বড় দরজা এবং উহাতে বিরাত একটি ভালো কুলিতে দেখিয়াছে; প্রাচীরে ব্যবহৃত ইটের অবশিষ্ট ইট একটি বৃক্ষের মধ্যে রহিয়াছে। তথায় পাহারার জন্য একটি চৌকিও আছে। প্রাচীরটি অতিশয় উঁচু। কোন উপায়েই উহার উপর আরোহণ করা সম্ভব নহে। আর সেই সকল পাহাড়ে আরোহণ করাও সম্ভব নহে যাহা প্রাচীরের উভয় পার্শ্বে দূর দূরান্ত পর্যন্ত অবস্থিত। ইহা ছাড়া তারা আরো বহু আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তাহারা দুই বৎসর পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

(৭৭) فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا نَقْبًا ۝

(৭৮) قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ

وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝

(৭৯) وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ

جَمْعًا ۝

৯৭. ইহার পর তাহারা উহা অতিক্রম করিতে পারিল না বা ভেদ করিতেও পারিল না। উহাতে ছিদ্র করিতেও পারিল না।

৯৮. সে বলিল, ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে তখন তিনি উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।

৯৯. সেই দিন আমি উহাদিগকে ছাড়িয়া দিব এই অবস্থায় যে একদল আর একদলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হইবে এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। অতঃপর আমি উহাদিগের সকলকেই একত্র করিব।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতে আব্রাহ তা'আলা ইয়াজুজ মাজুজ সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন যে, তাহারা যুলকারনাইনের নির্মিত প্রাচীরের উপরে আরোহণ করিতেও সক্ষম হয় নাই এবং উহাকে ছিদ্র করিয়া উহা ভেদ করিতেও সক্ষম হয় নাই। ইরশাদ হইয়াছে نَقْبًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا نَقْبًا তাহারা প্রাচীরের উপরে আরোহণ করিতেও সক্ষম হয় নাই আর উহাতে ছিদ্রও করিত পারে নাই।

আয়াতটি এই কথারই প্রমাণ যে ইয়াজুজ মাজুজ প্রাচীরে একটুও ছিদ্র করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে ইমাম আহমদ (র) বলেন, রওহ (র)...হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুলাহ (সা) বর্ণনা করেন, ইয়াজুজ মাজুজ প্রত্যহ প্রাচীরটিকে ছিদ্র করিতে চেষ্টা করে এমন কি তাহারা উহা ছিদ্র করিয়া সূর্যের কিরণ দেখিবার কাছাকাছি হয় তখন তাহাদের নেতা তাহাদিগকে বলেন, তোমরা ফিরিয়া যাও, আগামীকাল আমরা উহা ভেদ করিয়া যাইব। পুনঃরায় তাহারা উহা ছিদ্র করিতে আসিলে প্রাচীরটিকে পূর্বাংশে অধিক ময়বুত পায়। অবশেষে তাহাদের সময় যখন শেষ হইয়া যাইবে এবং আব্রাহ তা'আলা তাহাদিগকে বাহির করিতে ইচ্ছা করিবেন তখন তাহারা একদিন ছিদ্র করিতে করিতে সূর্যের আলো দেখিবার উপক্রম হইবে তখন তাহাদের নেতা বলিবে তোমরা ফিরিয়া যাও; ইনশাআল্লাহ আগামী কাল উহা ছিদ্র

করিয়া ফেলিব। পরদিন আসিয়া তাহারা দেখিবে প্রাচীরটি তেমনি রহিয়াছে যেমন তারা রাখিয়া গিয়াছিল। অতঃপর তাহারা উহা ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। তাহারা সমস্ত নদ-নদীর পানি পান করিয়া শেষ করিবে এবং মানুষ তাহাদের ভয়ে কিরায় আগ্রহ গ্রহণ করিবে। তাহারা আসমানের দিকে তীর নিক্ষেপ করিবে এবং এমনি অবস্থায় উহা প্রত্যাবর্তন করিবে যেন উহা রক্ত মিশ্রিত রহিয়াছে। তখন তাহারা বলিবে আমরা পৃথিবীকে জয় করিয়া আসমানেও বিজয় করিয়াছি। অতঃপর তাহাদের মাড়ে ফোঁড়া বাহির হইবে এবং সকলেই মৃত্যু বরণ করিবে। রাসূলুলাহ (সা) ইরশাদ করেন, জব্বাহর কসম, যাহার হাতে মুহাম্মদ (সা) এর প্রাণ পৃথিবীর জীব-জন্তু উহা ভক্ষণ করিবে এবং খুব হুট পুট হইবে এবং অঞ্জাহর খুব শোক করিবে।

ইমাম আহমদ (র)...কাভাদাহ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ (র)...কাভাদাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র)...কাভাদাহ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীসটি গরীব। এইসূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে ইহা বর্ণিত নহে; হাদীসের সনদটি বিস্তৃত অধ্যয়ন উহার মতন মুনকার। কারণ, আয়াত দ্বারা প্রকাশ, ইয়াজুজ মাজুজ না তো প্রাচীরের উপর আরোহণ করিতে সক্ষম হইবে এবং প্রাচীরটি অত্যধিক ময়বুত দৃঢ় হইবার কারণে উহাতে ছিদ্র করিতেও সক্ষম হইবে না। কিন্তু কা'ব আহবার হইতে বর্ণিত, ইয়াজুজ মাজুজ প্রাচীরের নিকট আসিয়া উহাতে ছিদ্র করিবার চেষ্টা করিত থাকে এমন কি উহাতে ছিদ্র হইতে অতি সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর তাহারা বলেন চল ফিরিয়া যাই আগামী কাল আসিয়া ভেদ করিয়া ফেলিব। কিন্তু দ্বিতীয় দিন আসিয়া তাহারা দেখে যে, উহা পূর্বের মত হইয়া আছে। অতঃপর তাহারা পুনরায় তাহার ছিদ্র করিতে থাকে এবং অতি সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিতে তাহারা ঠিক সেই কথা বলে যাহা প্রথম দিন বলিয়াছিল। অতঃপর তাহারা পর দিন আসিয়াও দেখে যে উহা পূর্বের ন্যায় ময়বুত হইয়া আছে। এইভাবে ছিদ্র করিতে করিতে শেষ দিন তাহারা বলিবে আগামী কাল ইনশাআল্লাহ উহা ছিদ্র করিয়া ফেলিব। পরদিন তাহারা আসিয়া দেখিবে প্রাচীরটি যেমন রাখিয়া গিয়াছিল তেমনি রহিয়াছে; অতএব সেইদিন তাহারা উহা ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া আসিবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) সম্ভবত কা'ব আহবার হইতেই উদ্ধৃত রেওয়ায়েতটি শ্রবণ করিয়াছেন এবং পরে তিনি অন্যের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী কালে কোন রাবী উহাকে মারফু হাদীস ধরেণা করিয়া রাসূলুলাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন বলিয়াছেন উল্লেখ করিয়াছেন وَاللَّهِ عَلِيمٌ প্রকাশ থাকে যে, হযরত আবু হুরায়রা (র) অনেক সময়, কা'ব আহবারের নিকট বসিতেন এবং তাহার নিকট হইতে অনেক কথা শ্রবণ করিতেন।

উপরে আমরা যেই নিয়মটি উল্লেখ করিয়াছি সে ইয়াজ্জ মাজ্জ না তো প্রাচীরের উপর আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে আর না উহাতে ছিদ্র করিতে পারিয়াছে। এবং উপরোল্লিখিত রেওয়াজেতটির মারফু হওয়ারও বিষয়টি সঠিক নহে। ইহার সমর্থনে ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুফিয়ান (র)....উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম (সা) নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন, তখন তাহার মুখমন্ডল লাল ছিল এবং তিনি এই কথা বলিতেছিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমাগত বিপদের জন্য সমস্ত আরববাসীদের জন্য অকল্যাণ আসন্ন। আজ ইয়াজ্জ মাজ্জের প্রাচীর এত খানী খুলিয়া গিয়াছে। এই বলিয়া তিনি একটি চক্র বানাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের মধ্যে ভাল ও সৎলোকের উপস্থিতিতেও কি আমরা ধ্বংস ইয়া যাইব। তিনি বলিলেন হাঁ, যখন অসৎ ও খবীস লোকের আধিক্য হইবে। হাদীসটি বিস্ময়কর। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উভয়ই ইমাম যুহরী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (র)-এর সনদে হাবীবাহ এর উল্লেখ নাই। অবশ্য ইমাম মুসলিম (রা) এর সনদে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীসটির সনদে আরো এমন কি বৈচিত্র্য রহিয়াছে যাহা নাধারণত সনদে খুব কম-ই থাকে যেমন, ইমাম যুহরী উরওয়াহ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ উভয়ই তাবেয়ী সনদের মধ্যে চার জন সাহাবী মহিলা রহিয়াছেন যাহারা পর্যায়ক্রমে একজন অপরজন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। চার জনের দুইজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পালক কন্যা এবং অপর দুইজন তাহার বিবি।

হযরত আবু হুরায়রা (র) হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। বাঘ্যার বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মারযুক (র)....হযরত আবু হুরায়রা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সা) বলেন, فَتَبَحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ مُدٍّ আজ ইয়াজ্জ মাজ্জ এর প্রাচীরে এতটুক ছিদ্র হইয়াছে এই কথা বলিয়া তিনি আসুল দ্বারা একটি হলকা বানাইয়া দেখাইলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা) ওহব কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন قوله قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي যুলকারনাইন যখন প্রাচীর নির্মাণ করিয়া অবসর হইলেন তখন তিনি বলিলেন, ইহা প্রতিপালকের পক্ষ হইতে মানুষের জন্য অনুগ্রহ। তিনি ইয়াজ্জ মাজ্জের গোলযোগ ও ফিতনা হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য এই প্রাচীর নির্মাণ করিবার ভাওফীক দান করিয়াছেন। যখন আল্লাহর প্রতিশ্রুত নির্দিষ্ট সময় সমাগত হইবে তখন ইহাকে বিলুপ্ত করিয়া যমীনের সহিত মিলাইয়া দিবেন। আরবের নোকেরা বলিয়া থাকে لَأَتَيْنَنَّكَ نَارًا এমন উল্ল যাহার চুটি তাহার পিঠের সমন্বয় হইয়া গিয়াছে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ جَعَلَهُ نَكَارًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মুসা (আ) এর সম্মুখে স্বীয় নূরের প্রকাশ ঘটাইলেন তখন পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া

মাটির সহিত মিশিয়া পেল। وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালিত হইবে; হযরত ইকরিমা (র) رُكْنَا এর অর্থ করিয়াছেন طَرِيفًا অতএব আয়াতের অর্থ হইবে আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুত নির্দিষ্ট সময় যখন সমাগত হইবে, তখন তিনি ইয়াজ্জ মাজ্জের বাহির হইবার পথ করিয়া দিবেন। এবং তাহার ওয়াদা সত্য, ইহা অব্যাহি পালিত হইবে।

অর্থাৎ যেই দিন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং ইয়াজ্জ মাজ্জ বাহির হইবে এবং নোকালয়ে প্রবেশ করিয়া ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করিবে সেই দিন তাহাদিগকে দলে দলে তরসের ন্যায় ছাড়িয়া দিব।

আল্লাহ নুদী (র) আলোচ্য আয়াতের তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইয়াজ্জ মাজ্জের আবির্ভাব হইবে দাজ্জালের পরে কিয়ামত সংঘটিত হইবার পূর্বে

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ

এই আয়াতের তাকসীর প্রসঙ্গে ইহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইবে। আলোচ্য আয়াতেও প্রথম বলা হইয়াছে যে, ইয়াজ্জ মাজ্জকে তরস মালার ন্যায় দলে দলে ছাড়িয়া দিব ثُمَّ نَفَخَ فِي الصُّورِ তাহার পর শিকার ফুৎকার দেওয়া হইবে অর্থাৎ কিয়ামত কায়েম হইবে فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا অতঃপর তাহাদিগকে আমি একত্রিত করিব। অন্যান্য তাকসীরকারগণ بَعْضِ يَوْمِنِذِ يَمُوجِ فِي بَعْضِ এর তাকসীর প্রসঙ্গে বলেন, কিয়ামত দিবসে সকল মানব দানব একত্রিত হইয়া যাইবে। وَتَرْكُنَا بَعْضُهُمْ يَوْمِنِذِ يَمُوجِ فِي بَعْضِ এর তাকসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে সমস্ত মানুষ ও জ্বীন একে অপরের সহিত মিশিত হইয়া যাইবে। তখন ইবলীস বলিবে আচ্ছা, আমি যাই, দেখি ঘটনা কি ঘটিয়াছে, তখন পূর্ব দিকে রওনা হইবে সেই দিকে আচ্ছা, আমি যাই, দেখি ঘটনা কি ঘটিয়াছে, তখন পূর্ব দিকে রওনা হইবে সেই দিকেও দেখিবে ফিরিশ্তারা পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তখন ইবলীস বলিবে হারা। পলাইবার যে কোন পথই নাই। অতঃপর সে ডাইনে ও বামে যতদূর সঞ্চব বলিবে হারা। পলাইবার যে কোন পথই নাই। অতঃপর সে ডাইনে ও বামে যতদূর সঞ্চব যাইবে সেই দিকেও সে দেখিবে, ফিরিশ্তারা যমীন ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ সে অতিসরু একটা পথ তাহার সম্মুখে দেখিতে পাইবে এবং সে তাহার সকল অনুসারীদিগকে লইয়া সেই পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিবে। হঠাৎ তাহারা আশুন দেখিতে পাইব। তখন আল্লাহ তা'আলা একজন দোযখের প্রহরীকে উপস্থিত করিবেন তিনি তাহাকে বলিবেন, যে ইবলীস। তোমার প্রতিপালকের নিকট কি তোমার এক বিশেষ মর্যাদা ছিল না? তুমি কি বেহেশতে ছিলে না? তখন সে বলিবে? এখন

করিয়াছে। এই কারণে হযরত সা'দ খারেজীদিগকে ফাসেক বলিতেন। হযরত আলী আবু তালেব (র) যাহ্বাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আয়াতে খারেজীদের কথাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ আয়াতটি যেমন নাসারা ও ইয়াহুদীদের সম্পর্কে আয়াতটি নাখিল হইয়াছে এই কথা বরং আয়াতটি ইয়াহুদী নাসারা ও খারেজীসহ অন্যান্য ভ্রাতৃ সম্প্রদায়কে শামিল করে যাহারা ভ্রাতৃ উপায়ে আল্লাহর ইবাদত করে এবং ধারণা করে যে তাহারা যাহা কিছু করিতেছে তাহা সঠিক করিতেছে এবং আল্লাহর দরবারে তাহাদের আমল গৃহিত হইতেছে অথচ, বাস্তবে তাহাদের আমল প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে **وَجُودُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ** যেই দিন অনেক মুখমস্তল লাঞ্ছিত হইবে অথচ, **يَوْمَئِذٍ نَاصِبَةٌ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً** পৃথিবীতে তাহারা বহু আমল করিয়াছে এবং আমল করিতে করিতে ক্রান্ত হইয়াছে কিন্তু তাহাদের আমল ও ইবাদত সত্ত্বেও তাহারা উত্তম আওনে প্রবেশ করিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে **وَقُلْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ أَلَّا يَكْفُرُوا بِالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ** অর্থাৎ তাহাদের যেই সকল কৃতকর্মের প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব অতঃপর উহাকে উড়ন্ত ধুলিধণার ন্যায় করিয়া দিব। আরো ইরশাদ হইয়াছে **وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ** যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সহিত কুফর করে তাহাদের আমলসমূহকেই মরিচিকার ন্যায় যাহাকে পিপাসিত ব্যক্তি পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে উহার নিকট আগত হয় তখন সে কিছুই পায় না। অত্র আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন **فَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّكَ لَأَمَّا الْأَرْضُ لِلَّهِ أَتَمًّا** আমি কি তাহাদের সংবাদ তোমাদিগকে বলিয়া দিব? অতঃপর তিনি বলেন **الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ** তাহারা হইল সেই সকল লোক যাহাদের চেষ্টি সাধনা পৃথিবীতে ব্যর্থ প্রমাণিত হইয়াছে তাহারা ভ্রাতৃ পন্থায় আমল করিয়াছে যাহা আল্লাহর দরবারে গৃহিত নহে। **وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا** অথচ, তাহারা ধারণা করে যে তাহারা কোন ভাল কাজই করিতেছে তাহাদের আমল আল্লাহর দরবারে গৃহিত এবং তাহারাও আল্লাহর নিকট ভালবাসার পাত্র। **أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ** তাহারা হইল সেই সকল লোক যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে যাহা দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূলের রিসালতের সত্যতা প্রমাণিত করা যায় এবং পরকাল ও আল্লাহর সাক্ষাতকেও মিথ্যা বলিয়া অবহিত করিয়াছে। **فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا** অতএব তাহাদের আমলনামা ওজন করা হইবে না। কারণ, উহাতে কোন নেকী ও কল্যাণকর আমল নাই।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র).... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন **لَيَأْتِيَنَّ الرَّجُلَ السَّيِّئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**

يَسْتَنْطِفُونَ سِنْفًا আর তাহারা আল্লাহর আদেশ নিষেধ ও তাহার বিধানসমূহ শ্রবণ করিতে ও বুদ্ধিতে সক্ষম হয় না। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে। **أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا** কাফিররা কি এই ধারণা করিয়া রাখিয়াছে আমাকে বাদ দিয়া আমার বান্দাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবে এবং তাহারা তাহাদের উপকার করিবে? **كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا** কখনও এইরূপ হইবে না। তাহারা তো তাহাদের ইবাদতকেই অস্বীকার করিবে এবং তাহাদের শত্রু হইয়া দাড়াইবে এই কারণে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়াছেন যে ঐ সকল কাফিরদের জন্য তিনি জাহান্নামকে তাহাদের আবাসস্থল হিসাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

(১০২) **قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا**

(১০৪) **الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا**

(১০৫) **أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا**

(১০৬) **ذَلِكَ جَزَاءُ هُمُ جَاهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَآتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا**

১০৩. বল, আমি কি তোমাদিগকে সংবাদ দিব, কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদিগের?

১০৪. উহারা পার্থিব জীবনে যাহাদিগের প্রচেষ্টা পথ হয়, যদিও তাহারা মনে করে যে, তাহারা সফল করিতেছে,

১০৫. উহরাই তাহারা যাহারা অস্বীকার করে উহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাহার সহিত উহাদিগের সাক্ষাতের বিষয়, ফলে উহাদিগের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়, সুতরাং কিয়ামতের দিন উহাদিগের জন্য কোন ওজন রাখিব না।

১০৬. জাহান্নাম ইহাই উহাদিগের প্রতিফল যেহেতু ইহারা কুফরী করিয়াছে, এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে প্রহণ করিয়াছে বিদ্রোহের বিষয় স্বরূপ।

তাফসীর : ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র).... ও'বা ও মুস'আব (র) হইতে বর্ণিত একরার আমি আমার পিতা সা'দ ইবন আবু ওক্বাস (রা) কে **قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا** সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই আয়াতে কি খারেজীদের কথা বলা হইয়াছে? তিনি বলিলেন না, নাসারা ও ইয়াহুদীদের কথা বলা হইয়াছে। ইয়াহুদীরা তো হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নবুয়তকে অস্বীকার করিয়াছে এবং নাসারা বেহেশতকে অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে বেহেশতের মধ্যে পানাহারের কোন বস্তু নাই। আর খারেজীরা আল্লাহর সহিত শত্রু ওয়াদা করিবার পর উহা ভঙ্গ

كِيَامَاتٍ دِيْبَسَةِ مَوْتَا تَاَجَا بَآكِيْءِ اَاسِيْبَةِ كِيْتُو
اَآلَاْهَرِ نِيْكَتِ اَآكِيْءِ مَآخِيْرِ ذَاْنَاَرِ سَمَآنِوْ تَاْهَآرِ وُجْدَنِ هَآيْبَةِ نَا । اَآيْ كَظَا . بَلِيْغَا
رَآسُوْلُوْرَاْه (س) بَلِيْلِنِ تَوَاْمَرَا اِيْضَا كَرِيْلِنِ اِيْهَا اَظْمَاْغِءِ رُجَا بَلِيْغَا
فَلَا تُقِيْمُ لَهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَنَا پاঠ কর । ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর (র)... (র) আবূ যিনাদ হইতে
অনুগ্রহ বর্ণনা করেন । ইমাম মুসলিম (র) আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক সূত্রে
ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ।

ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা আবূ হাতিম (র)... হযরত আবূ
হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অধিক
আহারকারী ও অধিক পানকারী এক ব্যক্তিকে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর দরবারে হাযির
করা হইবে । কিন্তু দুইটি যব পরিমাণ ওজন চারাও তাহাকে ওজন করা হইলে সে
উহারও সমপরিমাণ হইবে না । অতঃপর তিনি الْقِيَامَةِ وَرَنَا পাঠ করিলেন । ইবনে জরীর (র) ও আবূ কুরাইব (র)... হযরত আবূ হুরায়রা (রা)
হইতে মারফুরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ।

আহমদ ইবনে আমর ইবনে আব্দুল খালেক বায্মার (র) বলেন, আব্বাস ইবনে
মুহাম্মদ (র) আওন ইবনে উমরাহ.. বুরাইদাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার
আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় কুরাইশ বংশীয় এক
ব্যক্তি তাহার এক জোড়া কাপড় পরিধান করিয়া ঝুলিয়া ঝুলিয়া তথায় আগমন
করিল, যখন সে নবী করীম (সা) এর নিকট আসিয়া দস্তায়মান হইল, তখন তিনি
বলিলেন, হে বুরাইদাহ! এই ব্যক্তি হইল সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত তাহাদের জন্য
আল্লাহ তা'আলা কোন ওজন কায়েম করিবেন না । হাদীসটি কেবল ওয়াছিল এবং তিনি
হইতে ইহা ছাড়া আওন ইবনে উমরাহ (র) ছাড়া কেহ বর্ণনা করেন নাই । এবং তিনি
হাফিয নহেন, তাহার রেওয়াজের কোন মুতাবেক রেওয়াজে (সমর্থক রেওয়াজে) নাই ।

ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... কা'ব (র) হইতে বর্ণিত
তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে এক বিশাল দেহের অধিকারী ব্যক্তিকে আনা হইবে কিন্তু
আল্লাহর দরবারে একটি যশার ডানার সমানও তাহার ওজন হইবে না । অতঃপর তিনি
বলিলেন, তোমরা এই ক্ষেত্রে الْقِيَامَةِ وَرَنَا পাঠ কর । ইরশাদ
হইয়াছে اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ الْفِرْدَوْسِ
هَآيْبَةٍ لَا يَدْخُلُوْنَ فِيْهَا مِنْ شَيْءٍ اَلَّا يَرْضَوْا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَهُمْ فِيْهَا
فِيْ عَذَابٍ مُّتَسَاوِيْنَ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ তাহাদের কুফর করিবার কারণে ও আল্লাহর
নিদর্শনসমূহ ও তাহার রাসূলগণকে বিক্রপ করিবার কারণে তাহাদের জন্য জাহান্নামের
এই শাস্তি ।

(১০৭) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ الْفِرْدَوْسِ

نُزْلًا

(১০৮) خُلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حَوْلًا

১০৭. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের আপ্যায়নের জন্য আছে
ফিরদাউসের উদ্যান ।

১০৮. সেখায় উহার স্বামী হইবে উহা হইতে স্থানান্তর কামনা করিবে না ।

তাকসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহার দোক ও ভাগ্যবান
বান্দাদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন যে, তাহাদের জন্য ফিরদাউস নামক বেহেশত
রহিয়াছে আর সেই ভাগ্যবান সৎবান্দারা হইল তাহারা যাহারা আল্লাহ ও তাহার
রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে । রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ হইতে বেই জীবন
বিধান পেশ করিয়াছেন তাহারা উহাকে মানিয়া লইয়াছে ।

মুজাহিদ (র) বলেন, রুমী ভাষায় ফিরদাউস বলা হয় উদ্যানকে । কা'ব সুদী ও
বাহ্বাক (র) বলেন, ফিরদাউস বেহেশতের মধ্যস্থলাকে বলা হয় । কাভাদাহ (র) বলেন,
ফিরদাউস হইল, বেহেশতের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম স্থান । সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র)...
সামুদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةٌ الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا أَحْسَنُهَا
ফিরদাউস হইল বেহেশতের সর্বোচ্চ সর্বোত্তম ও সব চাইতে সুন্দর স্থান । ইসমাইল
ইবনে মুসলিম (র)... সামুদা হইতে মরফুরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন পর্যায়ক্রমে
কাভানা ও আনাস ইবনে মালেক (র) হইতেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে । আল্লামা
ইবনে জরীর (র) সবকয়টি রেওয়াজে বর্ণনা করিয়াছেন ।

বুখারী ও মুসলিম শরীকে বর্ণিত “তোমরা যখন আল্লাহর নিকট বেহেশত প্রার্থনা
করিবে, তখন ফিরদাউস নামক বেহেশত প্রার্থনা করিবে । উহা হইল বেহেশতের
সর্বাপেক্ষা উত্তম ও মধ্যবর্তী স্থান । ঐ স্থান হইতেই নহর নমূহ প্রবাহিত হইয়াছে ।”

لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حَوْلًا তাহারা সেই স্থান ছাড়িয়া অন্যস্থান পছন্দ করিবে না । যেমন কবি বলেন,
فَحَلَّتْ سَوِيْدُ الْقَلْبِ لَا اَنَا بِاَعْيَا + سِوَاَهَا وَلَا عَنْ حَبِيْبَا اِتْحَوْلُ
তাহারা সেই স্থান ছাড়িয়া অন্যস্থান পছন্দ করিবে না । যেমন কবি বলেন,
فَحَلَّتْ سَوِيْدُ الْقَلْبِ لَا اَنَا بِاَعْيَا + سِوَاَهَا وَلَا عَنْ حَبِيْبَا اِتْحَوْلُ

আমি তাহার অন্তরের অন্তস্থলে স্থান গ্রহণ করিয়াছি । তাহাকে ব্যতিত অন্য
কাহাকেও আমি পছন্দ করি না এবং তাহার ভালভাসি তাগ করিতেও আমি সক্ষম
নহি ।

সাধারণত নির্দিষ্ট কোন স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিলে মানুষ বিরক্তি বোধ করে
কিন্তু বেহেশতবাসীগণ বেহেশতের মধ্যে চিরকাল অবস্থান করা সন্তোষ ও তাহারা কখনও
বিরক্ত হইবে না সেই স্থান ভাগ করিতেও চাহিবে না এবং উহার পরিবর্তে কোন নতুন
স্থানে বসবাস করিবার আকাঙ্ক্ষা ও তাহাদের অন্তরে জন্ম লইবে না । এবং সেই
বেহেশতের মধ্যে থাকিতেই তাহারা ভালবাসিবে । এই বিষয়টিই حَوْلًا عَنْهَا
এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জানাইয়া দিয়াছেন ।

(১০৯) قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تُفْقَدَ

كَلِمَاتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

১০৯. বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে— সাহায্যার্থে ইহার অনুরূপ আর সমুদ্র আনিলেও।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! (স) আপনি বলুন, যদি সমুদ্রের পানি সেই কলমের কালি হয় তাহা হইলে সাহায্যে আল্লাহর কলেমাসমূহও তাহার নিদর্শনসমূহকে লেখা যায় তবে সেই আয়াত ও বাণীসমূহ লেখা শেষ হইবার পূর্বে সমুদ্রের পানি শেষ হইয়া যাইবে। وَلَوْ أَنَّ مَاءَ الْبَحْرِ مِثْرًا لَنَدَّ بِحَرِّ الْبَحْرِ حَرًّا যদিও উহার সাহায্যের জন্য অনুরূপ আরো এক সমুদ্র এবং আরো অসংখ্য সমুদ্র আনা হউক না কেন তবুও আল্লাহর বাণীসমূহ শেষ হইবে না যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন,

وَلَوْ أَنَّ مَاءَ الْأَرْضِ مِثْرًا لَنَدَّ بِحَرِّ الْبَحْرِ حَرًّا وَمِثْرًا لَنَدَّ بِحَرِّ الْبَحْرِ حَرًّا
مَنْفَعَتٌ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

যদি পৃথিবীর সকল গাছ দ্বারা কলম তৈয়ার করা হয় এবং সমুদ্রের পানি কালি হয় অতঃপর আরো সাত সমুদ্রের পানি দ্বারা কালি তৈয়ার করিয়া আল্লাহর কলেমাসমূহ লেখা হয় তবুও উহা নিঃশেষ হইবে না। আল্লাহ তা'আলা বড়ই ইচ্ছাকৃত সদ্গণের অধিকারী বড়ই কুশলী। রবী ইবনে আনাস (রা) বলেন, সকল মানুষের ইলম ও জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার ইলম ও জ্ঞানের তুলনায় সমস্ত সমুদ্রসমূহের এক ফোটা পানি সমতুল্য। আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়টি অবতীর্ণ করিয়াছেন مَادُّ الْبَحْرِ مَادُّ الْبَحْرِ مَا لَمْ يَكُنْ مَادُّ الْبَحْرِ مَا لَمْ يَكُنْ مَا لَمْ يَكُنْ مَا لَمْ يَكُنْ আপনি বলিয়া দিন যদি আমার প্রতিপালকের কলেমাসমূহ লিখিবার জন্য সমুদ্রের পানি কালি হয় তবে আমার প্রতিপালকের কলেমা শেষ হইবার পূর্বেই সমুদ্র শেষ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ সকল সমুদ্রসমূহের পানিকে যদি কালিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং পৃথিবীর সকল গাছ পানা দ্বারা কলম তৈয়ার করা হয় তবে কলম ঘষিয়া লিখিতে লিখিতে কলম ভাঙ্গিয়া যাইবে। এবং সমুদ্রের পানিও নিঃশেষ হইয়া যাইবে অথচ, আল্লাহর কলেমাসমূহ যেমন ছিল তেমনি থাকিবে উহা হইবে একটু কম হইবে না। কারণ এমন কে আছে যে আল্লাহ যথাযোগ্য মর্যাদা বৃদ্ধিতে পারে এবং এমন কে আছে যে তাহার যথাযোগ্য প্রশংসা করিতে পারে? অতএব আমাদের প্রতিপালক ঠিক তেমনই যেমন তিনি নিজেই নিজে সম্পর্কে বলেন। আমরা বলি তিনি উহার উর্ধ্বে। মনে রাখিবে, পৃথিবীর সকল নিয়ামতসমূহ আধিরাতের নিয়ামতের তুলনায় ঠিক অল্প যেমন সমগ্র পৃথিবীর তুলনায় একটি সরিষার বীজ।

(১১০) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنسَاءِ إِلَهُكُمْ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ

كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدًا

১১০. বল, আমি তো তোমাদিগের মত একজন মানুষই আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদিগের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ পুত্ররাং যে তাহার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সংকর্ম করে ও তাহার প্রতিপালকের ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা (র) হিশাম ইবনে আমর (র)-এর সূত্রে.... হযরত মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন তিনি বলেন, ইহা হইল সর্বশেষ আয়াত আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَوَّوْا أَن يُعَذِّبَ عَنَّا أَنَّكُمْ كَانُمْرًا ظَهِيرًا আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। অতএব যেই ব্যক্তি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে সে যেন আমার নিকট প্রেরিত এই মহাশত্রুর ন্যায় গুরু পেশ করে। আমি তো গায়েরের সংবাদ জানি না। তোমরা অসহাবে কাহাক ও তুলকাহনাইন সম্পর্কে যেই প্রশ্ন করিয়াছ, যদি আল্লাহ তা'আলা অস্বী যোগে ঐ সকল বাক্য গটকসমূহ আমাকে না জানাইতেন তবে আমি উহা ঠিক ঠিকভাবে তোমাদিগকে কি করিয়া জানাইলাম। যিনি তোমাদিগকে এই সংবাদ দান করিয়াছেন إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ তিনি একমাত্র ইলাহ তাহার কোন শরীক নাই فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا অতএব যেই ব্যক্তি তাহার সহিত সাক্ষাতের ও তাহার পক্ষ হইতে সংকর্মে বিনিময় লাভের আশা করে, সে যেন আল্লাহর প্রেরিত শরীকত সম্বন্ধে সংকর্ম করে। وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا অর্থাৎ সে যেন তাহার প্রতিপালকের ইবাদতে অন্য কাহাকেও শরীক না করে। আল্লাহর নিকট ইবাদত ও সংকর্ম গৃহিত হইবার জন্য এই দুইটি বিষয় হইল ইবাদতের অপরিহার্য অংশ - অর্থাৎ যে কোন সংকর্ম হউক না কেন উহা শরীয়ত মুতাবিক হইতে হইবে এবং কেবল মাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হইতে হইবে।

ইবনে আবু হাতিম (র)... তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন একবার এক ব্যক্তি বাসুলুয়াই (সা)-এর খিদমতে আসিয়া বলিল হে আল্লাহর রাসূল! (সা) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমি অনেক সংকর্ম করিয়া থাকি কিন্তু জন্য লোক ও আমার এই সংকর্মসমূহ দেখুন ইহাও আমার ভাল লাগে। শরীয়তের দৃষ্টিতে ইহার ফল কি? তিনি তখন কোন উত্তর করিলেন না। অবশেষে অবতীর্ণ হইল, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا হাদীসটি মুহাম্মদ (সা) মুজাহিদ (র) এবং আরো কেহ কেহ হাদীসটি অনুরূপ মুহাম্মদ বর্ণনা করিয়াছেন।

আমাস (র) বলেন,.....শাহর ইবন হাওশাব (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি যেই প্রশ্ন আপনার নিকট করিতেছি আপনি উহার উত্তর দিন। আচ্ছা, বহুদ ভোঁ, এক ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সালাত, সাওম, সদকা, হজ্জ সম্পাদন করে এবং তাহার প্রশংসা করা হউক উহাও সে পছন্দ করে? হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা) বলেন, তাহার সকল আমল ব্যর্থ হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি শরীক হইতে মুক্ত যদি কেহ আমার অন্য কাহাকেও শরীক স্থির করে তবে তাহার সকল ইবাদত বন্দেগী মেন তাহারই জন্য করে। উহা তো আমার কোন প্রয়োজন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর,... আবু সায়ীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, আমরা পর্যায়ক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিতাম এবং তাহার কাছে রাত যাপন করিতাম। তাহার কোন প্রয়োজন হইলে তিনি সেই কাজে প্রেরণ করিতেন। এই ধরনের লোকের সংখ্যা অনেক হইত। একবার আমরা রাত্রে পরস্পর কথা বলিতেছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ আমাদের নিকট আগমন করিলেন : অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা পরস্পর কি কথা বলিতেছ? আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আল্লাহর নিকট তওবা করিয়াছি, আমরা দজ্জালের আলোচনা করিতেছিলাম। এবং উহার কারণে আমরা ভীত সন্ত্রস্ত। তিনি বলিলেন উহা অপেক্ষা অধিক বিভীষিকাপূর্ণ বিষয়ের কথা কি আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিব না? আমরা বলিলাম জী হাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন, উহা হইল শিরকে খফী (গোপন শিরক) অর্থাৎ অন্য লোককে দেখাইবার জন্য কাহারও সালাত পড়।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবু নযর (র)....ইবনে গানাম হইতে বর্ণিত যে একবার আমিও আব্দু-দারদা ছাযিয়ার মসজিদে প্রবেশ করিলাম। সেখানে হযরত উবাদাহ ইবনে সামিতের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি তাহার বাম হাতে আমার ডান হাত এবং তাহার ডান হাতে আবু দরদার বাম হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন এবং আমরা পরস্পর কথা বলিতে লাগিলাম। এমন সময় উবাদাহ ইবনে সামিত (র) বলিলেন তোমাদের মধ্যের একজন কিংবা উভয়ই যদি দীর্ঘ দিন জীবিত থাকে তবে কুরআনের কারীদের মধ্য হইতে সম্ভবত এমন লোক দেখিতে পাইবে যে উহার হালালকে হালাল মনে করিয়াছে এবং হারামকে হারাম মনে করিয়াছে এবং যে উহার প্রত্যেকটি হুকুমকে সঠিক ও সংগত স্থানে রাখিয়াছে তোমাদের সমাজে তাহার মর্যাদা একটি মৃত গাধার মাথা অপেক্ষা অধিক হইবে না। ইবনে গানাম (র) বলেন, এই আলোচনা করিতেছিলাম এমন সময় সাদ্দাদ ইবনে আওস (র) ও আওফ ইবনে মালেক (র) তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আমাদের নিকট বসিলেন। সাদ্দাদ ইবনে আওস (র) বলিলেন, হে লোক সকল! যে বিষয়টি আমি তোমাদের পক্ষে সর্বপেক্ষ

ভয়াবহ মনে করিতাম যাহা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন مِنَ الشُّهُوةِ الْخَفِيَّةِ الشُّرُكُ অর্থাৎ "গোপন কু-কামনাও শিরক" তখন হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত ও আব্দুদরদা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ ক্ষমা করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) কি আমাদিগকে ইহা বলিয়া যান নাই যে আতব দ্বীপমন্ডলে শয়তান তাহার ইবাদত হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। তবে গোপন কু-কামনা তো হইল নারীর কামনা বাসনা। ইহা আমাদের জানা আছে। কিন্তু যেই শিরক হইতে তুমি আমাদিগকে তীতি প্রদান করিতেছ, হে শাদ্দাদ উহা কি? তখন তিনি বলিলেন আচ্ছা যেই ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার জন্য সালাত পড়ে, সাওম রাখে এবং মানুষকে দেখাইবার জন্য সদকা খয়রাত করে তোমরা কি মনে কর যে সে শিরক করে? তখন তাহার বলিলেন, হাঁ, যেই ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার জন্য সালাত পড়ে, সাওম রাখে এবং মানুষকে দেখাইবার জন্য সদকা খয়রাত করে সে অবশ্যই শিরক করে। তখন সাদ্দাদ (র) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি مَنْ صَلَّى يَرَانِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يَرَانِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يَرَانِي فَقَدْ أَشْرَكَ অর্থাৎ যেই ব্যক্তি দেখাইবার জন্য সালাত পড়ে সে শিরক করে। যেই ব্যক্তি দেখাইবার জন্য সাওম রাখে সে শিরক করে এবং যেই ব্যক্তি দেখাইবার জন্য দান খয়রাত করে সেও শিরক করে। অতঃপর ইবনে মালেক (র) বলিলেন, ইহা কি হইতে পারে না যে, যেই আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করা হইয়াছে উহা আল্লাহ কবুল করিবেন এবং যাহা দ্বারা তাহার সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করা হয় নাই বরং শিরক করা হইয়াছে উহা তিনি পরিত্যাগ করিয়া দিবেন। তখন সাদ্দাদ বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا خَيْرٌ قَسِيمٌ لِمَنْ أَشْرَكَ بِي مِنْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَ قَلِيلًا وَكَثِيرًا الشُّرُكَةُ الَّتِي أَشْرَكَ بِهَا وَأَنَا عَنْهُ عَزِيمٌ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি উত্তম-অংশীদার। যেই ব্যক্তি আমার সহিত অন্য কোন বস্তুকে শরীক করে। তাহার কম বেশি সকল আমলই তাহার শরীকের জন্য। এবং তাহার আমল হইত আমি সম্পূর্ণ বে-নিয়ায। তাহার আমলের আমার কোনই প্রয়োজন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, যাবেদ ইবন ছাবব (র).... শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন জন্মন করিতেছিলেন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কারণে আপনি জন্মন করিতেছেন। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি কথা বলিতে শুনিয়াছি উহাই আমাকে কাঁদাইতেছে; রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اتَّخَوْفُ عَلَى أُمَّتِي الشُّرُكُ وَالشُّهُوةِ الْخَفِيَّةِ আমার উম্মতের উপর

শিরক ও গোপন কু-কামনার ভয় করি। আমি বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পরে কি আপনার উম্মত শিরক করিবে? তিনি বলিলেন, হাঁ শিরক করিবে, তবে তাহারা সূর্য চন্দ্র প্রভৃতির ও মূর্তি পূজা করিবে না বরং তাহারা অন্য লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে আমল করিবে। আর গোপন কু-কামনা হইল যেমন, কেহ রোযা রাখিল কিন্তু হঠাৎ কোন কু-কামনা উদ্ভেজিত হইল অমনি সাওম ভাঙ্গিয়া দিল।" ইমাম ইবনে মাজাহ (র) হাসান ইবন যাওয়ান ও উনাদা ইবনে নুছাই হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উবাদাহ নামক রাবী মध्ये দুর্বলতা রহিয়াছে এবং তিনি নামদাদ ইবনে আওস (রা) হইতে গনিয়াছেন কি-না সেই বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে।

হাফিজ আবু বকর বায্যার (র) বলেন, হাসান ইবনে আলী ইবন জা'ফর আন আহমর (র)... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে বলিবেন, আমি সর্বাপেক্ষা উত্তম শরীক যেই ব্যক্তি আমার সহিত তাহাকেও শরীক করিবে, আমি আমার অংশও তাহাকেই দান করিব।

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর (রা)... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) আল্লাহ তা'আলা হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, **أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ فَمَنْ عَمِلَ أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا بِرِيٍّ مِنْهُ وَمَوْلَانِي أَشْرَكَ**

আমি সকল শরীকদের মধ্যে হইতে সর্বাপেক্ষা উত্তম শরীক, যে কেহ তাহার স্মারলের মধ্যে আমার সহিত অন্যকে শরীক করে সেই আমল হইতে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং উহার সম্পূর্ণটাই অপর শরীকের জন্য।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইউনুস (র)... মাহমুদ ইবন লবীদ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন **إِنَّ أَخْوَفَ مَا خَافَ مَلِكُكُمْ الْكُفْرَ** যে কিয়রটিকে আমি ভোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি ভয় করি উহা হইল ছোট শিরক। সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন। ছোট শিরক কি? তিনি বলিলেন, **الْبُرْءُ** লোক দেখাইবার জন্য ইবাদত করা। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে যখন মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের বিনিময় দান করিবেন তখন এই রিয়াকারীদিগকে বলিবেন, দুনিয়ায় যাহাদিগকে দেখাইবার জন্য তোমরা আমল করিতে তাহাদের নিকট যাও, দেখ তাহাদের নিকট কোন বিনিময় পাও কিন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে বুকাইর (র)... হযরত আবু সায়ীদ ইবনে যুযা'দা আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে গনিয়াছি; আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে কিয়ামত দিবসে

একত্রিত করিবেন সেই দিনের আগমনে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই তখন একজন ধোমক ঘোষণা করিবে যেই ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন কৃত আমলে অন্যকে শরীক করিয়াছে সে যেন তাহার আমলের বিনিময় অন্যের নিকট প্রার্থনা করে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা শিরক হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক বে-নিয়ায। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (র) মুহাম্মদ বরসাবী হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আহমদ ইবন আব্দুল মালেক (র)... হযরত আবু বকর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন **مَنْ سَمِعَ سَمِعَ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ رَأَى رَأَى مِنَ اللَّهِ** যে ব্যক্তি অন্যকে শুনাইবার জন্য সংকর্ম করে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে শাস্তি দিবেন সকলকে শুনাইয়া। আর যেই ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার জন্য সংকর্ম করেছে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে শাস্তিও দিবেন সকলকে দেখাইয়া। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মু'আব্বীহা (র)... হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহুইয়া ইবনে সায়ীদ (র) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি মানুষকে শুনাইবার জন্য কোন সংকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলুককে শুনাইয়া তাহাকে শাস্তি দিবেন বেং তাহাকে শাস্তিত ও অপনত করিবেন।" তখন হযরত আব্দুল্লাহ (রা)-এর অশ্রু করিতে লাগিল।

হাফিজ আবু বকর বায্যার (রা) বলেন, আমর ইবনে ইয়াহুইয়া (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানের আমলসমূহ একটি সিল মহরকৃত কিতাবে আল্লাহর সম্মুখে পেশ করা হইবে। তখন আল্লাহ বলিবেন, এই আমল নিরূপ কর এবং এই আমল কবুল কর। ফিরিশতগণ বলিবেন হে আমাদের প্রতিপালক। ইহার মধ্যে ভাল আমল ছাড়া তো কোন খারাপ আমল দেখি না। তখন আল্লাহ বলিবেন তাহার এই আমল আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয় নাই এবং আমি তো কেবল সেই আমল গ্রহণ করি যাহা দ্বারা কেবল আমার সন্তুষ্টি ইচ্ছা করা হয়। হারেস ইবনে গসসান বলেন, তাহার নিকট হইতে হাদীসটি এককল উনামা রেওয়াতে করিয়াছেন। হারেস ইবন গসসান (র) একজন নির্ভরযোগ্য রাবী।

ওহন (রা) বলেন, ইয়াযীদ ইবনে ইযায (র)... আব্দুল্লাহ ইবনে কয়েস খুযায়ী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার জন্য দস্তায়মান হয় সে আল্লাহর ক্রোধে লিপ্ত থাকে যাবৎ না সে বসিয়া না পড়ে।

আবু ইয়াল্লা (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (র)....হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, “যে ব্যক্তি মানুষের সম্মুখে তো উত্তমরূপে সালাত পড়ে কিন্তু নির্জনে অমনোযোগী হইয়া তাড়াতাড়ি পড়ে। তাহার এই আচরণ আল্লাহর সহিত নাশ্তানামূলক আচরণ।

ইবনে জরীর (র) বলেন, আবু আমির ইসমাঈল ইবন সাকুনী (র)....ইবনে আমর ইবনে কয়েস কিন্দী, হইতে বর্ণিত তিনি হযরত মু'আবিয়াহ ইবনে আবু সুফিয়ানকে এই আয়াত **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ** পাঠ করিবার পর বলিতে গুলিলেন, ইহা হইল কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। কিন্তু এই রেওয়াজেত মনে করা বড় কঠিন। কারণ আয়াতটি সূরা কাহাফ এর শেষ আয়াত। অথচ, সূরা কাহাফ সম্পূর্ণটাই মক্কায় অবতীর্ণ। কিন্তু সম্ভবত হযরত মু'আবিয়া (রা) এমন বক্তব্য পেশ করিয়াছেন যাহার উদ্দেশ্য হইল যে, এই আয়াতটি এমন একটি আয়াত যাহা পরবর্তী অন্য কোন আয়াত দ্বারা মানসুখ হয় নাই। অতএব আয়াতটি মুহকাম। কিন্তু কোন রাবী তার বক্তব্যের ভুল অর্থ বুঝিয়া, যেমন বুঝিয়াছেন তেমন রেওয়াজেত করিয়াছেন।

হাম্বিজ আবু বকর বাযযার (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবন হাসান ইবনে শকীক (র).... হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই ব্যক্তি রাখিকালে **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ** পড়িবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে এত বড় নূর দান করিবেন যাহা আদন হইতে মক্কা পর্যন্ত আলোকিত করিতে পারে। হাদীসটি বড়ই গরীব।

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত

ইফাৰা (উ.) ১৯৯৯-২০০০/ অঃ সঃ ৪৩৮৭-৩২৫০